

দার্শনিক পণ্ডিত স্বরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য প্রবর্তিত

বৈষ্ণব-পদ্ধতি

নবদ্বীপ-গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন-বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

পণ্ডিতপ্রবর

শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ গোস্বামী সম্পাদিত ।

প্রকাশক—শ্রীমতীশচন্দ্র শীল ।

৬ নং রামচন্দ্র মৈত্র লেন, কলিকাতা ।

তৃতীয় সংস্করণ ।

১৩৩৫ সাল ।

All Rights Reserved.]

মূল্য চারি টকা
[মূল্য ~~দুই~~ টকা]

PRINTED BY HARIDAS CHONGDER AT THE
UNITED PRESS,
33 Neemoo Gosain Lane, Calcutta.

“শ্রীশ্রীরাধা-নন্দনগোপাল-দেবো বিজয়তে ।

অবতরণিকা ।

জীব ভজন-বিমুখ হইলেও শ্রীভগবান্ কৃপায় কৃপণতা করেন না । আমার জীবাত্মন দ্বাবা বৈষ্ণবাচার-পদ্ধতি দ্বিতীয় সংস্করণের সম্পাদনকার্য্য নিৰ্ব্বাহ করাইয়া শ্রীভগবান্ এই বাক্যেরই সার্থকতা ঘোষণা করিলেন । নচেৎ এই দুহুঙ্কর কার্য্য নিৰ্ব্বাহ করা দূরে থাক সংকল্প করিবার শক্তিও আমার নাই ।

এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুত স্বরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রথম পথ প্রদর্শন করিয়া, বৈষ্ণব জগতের প্রভূত উপকার করিয়াছেন ; সেজ্জন্ত বৈষ্ণব-সমাজ তাঁহার নিকট চির-ঋণী । আমি তাঁহার কৃত বৈষ্ণবাচার-পদ্ধতির কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন মানসে ১৩২৫ আশ্বিন মাসে প্রথমতঃ এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করি ; তাহার পর প্রথম হইতে বতই সমালোচনা করি, ততই মনে মনে বাসনা হয় যে, শ্রীহরি-ভক্তিবিলাস, শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধু, শ্রীভাগবত সন্দর্ভ প্রভৃতি গোবর্দান-গ্রন্থ ও গোবর্দান-পাদগণ যে যে পুরাণ-তন্ত্র-সংহিতা প্রভৃতির বচনসমূহ প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, সেই সেই পুরাণ-তন্ত্র ও সংহিতাদি আলোচনা করিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে গোড়ীয় বৈষ্ণবের কৃত্য সমূহ একত্র সন্নিবেশিত করিব । এই বাসনার বশবর্তী হইয়াই নিত্যকৃত্য, ক্রিয়াকর্ম্ম, পক্ষকৃত্য প্রকরণ, মাসকৃত্য প্রকরণ প্রভৃতি ক্রমানুসারে লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম ।

কিন্তু মূল গ্রন্থে আমূল পরিবর্তিত হইয়া, বৈষ্ণবাচার-পদ্ধতি, এই নামটি মাত্র থাকিল । নূতন ধর্যের গ্রন্থ দেখিয়া মনে করিলাম, শ্রীমন্নৃসিংহের ৭৩, এক নীলা !

প্রথম সংস্করণের দেবতা-প্রতিষ্ঠাপ্রকরণ, নীক্ষাপদ্ধতি প্রভৃতি অংশগুলি সর্ব সাধারণের অপ্রয়োজনীয় বোধে পরিত্যক্ত হইয়াছে। বিশেষ প্রয়োজনীয় বোধে কীর্তন-প্রকরণ ও স্তবপ্রকরণ নূতন সন্নিবেশিত হইয়াছে। কীর্তন প্রকরণে তারকব্রহ্ম নাম, অষ্টপ্রহর ও নগরকীর্তনাদিতে ব্যবহার করা যায় কিনা তৎ সম্বন্ধে প্রাচীন ও আধুনিক মতের সমালোচনা করা হইয়াছে। নিত্যকৃত্য প্রকরণ ও পক্ষকৃত্য প্রকরণে শ্রীগুরু-পূজা, শ্রীগোবর্দ্ধন-শিলার্চন ও মহাদ্বাদশী বিচার প্রভৃতি বহুপ্রয়োজনীয় বিষয়ে যে সমস্ত মতভেদ আছে, তাহার যথাযথ সমালোচনা করা হইয়াছে।

প্রবল বাসনা থাকা সত্ত্বেও, শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা পদ্ধতি, ভোগমালা, হবিনামালা দীপিকা প্রভৃতি বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি এ গ্রন্থে সন্নিবেশ করিতে পারিলাম না। কারণ এগুলি সম্বন্ধে গোড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে অনেক মতভেদ আছে, কাজেই সমস্ত মতগুলি সমালোচনা না করিয়া, কোনও মতবিশেষ আশ্রয় করিয়া পদ্ধতি লিখিলে সম্প্রদায় বিশেষের অশ্রদ্ধাভজন হইতে হইবে। আবার সমস্ত মতগুলি সমালোচনা করিতে গেলেও গ্রন্থ লেখকের অতিরিক্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; তাহাতে বৈষ্ণবসমাজে অল্পমূল্য গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাঘাত জন্মে; সুতরাং এ গ্রন্থে শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা-পদ্ধতি প্রভৃতি না লিখিয়া, এই গ্রন্থের পরিশিষ্টরূপে পঞ্চ তৈষোপাসনা পদ্ধতি নামক পৃথক্ গ্রন্থ প্রকাশের সংকল্প করিলাম।

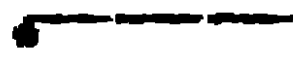
এই ক্ষমহং কাব্যের পক্ষে আমি অতি দুঃখ; তথাপি পরম-কারুণিক বৈষ্ণব কৃপাশক্তি সঞ্চাদ করিয়া আমাদ্বারা যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করিলেই আমি কৃতার্থ হইব।

জানাইবার ভাষা নাই,—তথাপি আবেগের তাড়নায় সহ্য করিতে না পারিয়া জানাইতেছি যে শ্রীশ্রীমদদৈত বংশাবতংস প্রভূপাদ শ্রীযুত স্বামীমোহন গোস্বামী ও শ্রীশ্রীমণিত্যানন্দ বংশাবতংস প্রভূপাদ শ্রীযুত অতুল কৃষ্ণ গোস্বামী, আমার পরম গুরু স্থানীয় এই প্রভূপাদদ্বয় কৃপাপূর্বক এই গ্রন্থ সংকলন সম্বন্ধে অনেক সদৃশপদেশ প্রদানে এই জীবাবধমকে কৃতকৃতার্থ করিয়াছেন।

উদাহরণে এই গ্রন্থের প্রকাশক পরমসুশীল, শ্রীযুত সতীশচন্দ্র মীল মহাশয়কে অগণ্য ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলান না। তিনি বহু অর্থ ব্যয় এবং আনার অনেক কার্য-শৈথিল্যের অত্যাচার সহ করিয়া, এই গ্রন্থখানি বৈষ্ণবজগতে প্রকাশ করিয়া অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। কৃপাময় বৈষ্ণবগণ এই গ্রন্থ পাঠকালে সতীশবাবুকে আশীর্বাদ করিবেন তিনি যেন সর্বশেষ দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া বৈষ্ণবজগতের হিত করেন ও তাঁহার নামোবাদনা পূর্ণ হয়। ইতি সন ১৩২৯। ১৫ বৈশাখ।

শ্রীমান শান্তিপুত্র
শ্রীশ্রীমদন গোপাল পাণ্ডা }
}

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভক্ত দাসানুদাস
বাধাবিনোদ



প্রকাশকের নিবেদন ।

শ্রীশ্রীভগবৎকৃপায় অসম্প্রকাশিত “বৈষ্ণবচাৰ-পদ্ধতি”র বিস্তৃত অভিনব সংস্করণ লইয়া অত্র গোড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলীর সমীপে উপস্থিত হইলোম । প্রথম সংস্করণের সম্পাদন-ভার সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক এবং দার্শনিক কবি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় গ্রহণ করিয়াছিলেন ;—নিজের অভিজ্ঞতার অনুরূপ সম্পাদনও করিয়াছিলেন । এবার বিশেষ আনন্দের বিষয় ইহাই যে, গোড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একজন প্রথিতনামা আচার্য্য দর্শনাদি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত কলি-পাবনাবতার শ্রীমদ্বৈতপ্রভুর বংশাবতংস পণ্ডিতবর শ্রীপাদ-রাধাবিনোদ গোস্বামি প্রভু এই অভিনব সংস্করণ সম্পাদন করিয়াছেন । সুতরাং বলাই বাহুল্য যে ষাহার কার্য্য, তিনিই যখন সম্পাদক, তখন আমাদের আর আশঙ্কার কারণ কিছুই থাকিতে পারে না, এবং ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয়ও অধিক কিছু হইতে পারে না । শ্রীপাদ গোস্বামি প্রভু যে পূর্ব সংস্করণের অল্লাধিক পরিবর্তন করিয়াছেন, তাহা নহে ; তাঁহাদের প্রামাণিক আকরগ্রন্থ শ্রীহরিভক্তি-বিলাসাদি অবলম্বনে তিনি ইহার আমূল সংস্কার করিয়াছেন । ফলে “খোল ও নলিচা” উভয় বদলের মত এই সংস্কার কার্য্য সাধিত হইয়াছে । তাই এই সংস্করণকে আমি “অভিনব সংস্করণ” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি । এক্ষণে ষাহাদের নিমিত্ত এই অনুষ্ঠান, এই পুস্তক দ্বারা তাঁহাদের কাহারও কিছুমাত্র উপকার হইলে আমার শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক মনে করিব ।

তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন ।

বৈষ্ণবচাৰ পদ্ধতি তৃতীয় বার মুদ্রিত হইল । সামান্য পরিবর্তন এবং অল্প সংযোজন ব্যতীত এবারে ইহার আর কোন বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই ।

কলিকাতা,
আষাঢ়, ১৩৩৫ সাল ।

}

প্রকাশক ।

সূচীপত্র ।

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম উল্লাসঃ		অথ বৈষ্ণবাচমনম্	১২৪
মঙ্গলাচরণম্	১	অথ দন্তধাবনবিধিঃ	১২৬
দীক্ষাগ্রহণের আবশ্যকতা	৫	অথ দন্তধাবন-কাষ্ঠ নির্ণয়ঃ	১২৮
শ্রীগুরুতত্ত্ব	১১	অথ কেশ প্রসাধন বিধিঃ	১২৯
শ্রীগুরু-নির্বাচন	১৫	অথ স্নানবিধিঃ	১৩১
শিষ্য-নির্বাচন	২৪	অথ তান্ত্রিকী সঙ্ক্যা	১৩৭
গুরু ও শিষ্যের কর্তব্য	২৯	তান্ত্রিকী সঙ্ক্যার অন্ত্যান্ত কর্তব্য	১৩৭
উপাস্ত্র নির্ণয়ঃ	৩৭	অথ মতান্তর তান্ত্রিক সঙ্ক্যাবিধিঃ	১৩৮
মন্ত্রতত্ত্ব ও মন্ত্র-নির্ণয়	৪৫	অথ গৃহস্নান বিধিঃ	১৪২
দীক্ষা-পদ্ধতিঃ	৬৩	গঙ্গার দ্বাদশ নাম	১৪৩
সদাচারঃ	৭৬	অথোষোদক-স্নানবিধিঃ	১৪৪
দ্বিতীয় উল্লাসঃ		অথামলক স্নানম্	১৪৬
নিত্যকৃতা-প্রকরণম্		অথ তিল স্নানম্	১৪৬
অথ দেবতা প্রবোধনম্	১০৯	অথ তৈল স্নানম্	১৪৭
অথ নির্মাল্যোত্তারণম্	১১০	অথ বস্ত্রধারণ-বিধিঃ	১৪৯
অথ শ্রীমুখ প্রক্ষালনাদি	১১৩	অথ শ্রীভগবদ্ভক্তির মার্জজন-বিধিঃ	১৫২
অথ মঙ্গল-নীরাঞ্জনম্	১১৩	অথ মণ্ডলাদি রচনম্	১৫৪
অথ প্রাতঃস্নানার্থোচ্চম্	১১৪	অথ ধ্বজ-পতাকাভারোপণম্	১৫৫
অথ মলমূত্রাদি-ত্যাগ-বিধিঃ	১১৫	অথ পীঠপাত্র বস্ত্রাদি-সংস্কারঃ	১৫৬
অথ শৌচবিধিঃ	১১৯	তত্র পীঠ-সংস্কার-বিধিঃ	১৫৬
অথ আচমন বিধিঃ	১২২	অথ তাম্রাদি পাত্র সংস্কার-বিধিঃ	১৫৬

ବିଷୟ	ପୃଷ୍ଠା	ବିଷୟ	ପୃଷ୍ଠା
ଅଥ ବସ୍ତ୍ରାଦୀନାଂ ସଂସ୍କାର-ବିଧିଃ	୧୫୨	ଅଥାର୍ଘ୍ୟାଦି-ପାତ୍ରାଗି	୧୨୫
ଅଥ ପୂଜାର୍ଥ-ପୁଷ୍ପ-ତୁଳସୀଆହରଣମ୍	୧୬୧	ଅଥ ବିଗ୍ନାପସାରଣମ୍	୧୨୬
ଅଥ ତୁଳସୀ-ଚନ୍ଦନମନ୍ତ୍ରଃ	୧୬୩	ଅଥ ଶୁକ୍ଳାଦି ନତିଃ	୨୦୦
ଅଥ ତୁଳସୀଚନ୍ଦନେ ନିବେଧଃ	୧୬୫	ଅଥ ଭୂତଶୁଦ୍ଧିଃ	୨୦୧
ଅଥାମନ-ବିଧିଃ	୧୬୫	ଅଥ ଭୂତଶୁଦ୍ଧି-ପ୍ରକାରଃ	୨୦୨
ଘାଦଶାନ୍ଦେ-ତିଳବିଧାରଣ ମନ୍ତ୍ରଃ	୧୬୭	ଅଥ ପ୍ରାଣ-ପ୍ରତିଷ୍ଠା-ବିଧିଃ	୨୦୩
ଅଥୋର୍ଦ୍ଧ୍ୱପୁଷ୍ପ-ରଚନା-ନିୟମଃ	୧୬୯	ଅଥ ପ୍ରାଣାୟାମଃ	୨୦୫
ଅଥୋର୍ଦ୍ଧ୍ୱପୁଷ୍ପ ଚୂଡ଼ିକା	୧୭୦	ଅଥ ପ୍ରାଣାୟାମ-ମାହାତ୍ମ୍ୟମ୍	୨୦୬
ଅଥ ଶ୍ରୀଗୋପୀ-ଚନ୍ଦନ ମାହାତ୍ମ୍ୟମ୍	୧୭୧	ଅଥ ଗ୍ରାସ-ବିଧିଃ	୨୦୭
ଅଥ ତୁଳସୀମୂଳ-ସ୍ତୁତିକାଧାରଣମ୍	୧୭୨	ଅଥାନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୃତକାଗ୍ରାସଃ	୨୦୮
ଅଥ ମୁଦ୍ରାଦି-ଧାରଣମ୍	୧୭୩	ଅଥ କେଶବାଦି-ଗ୍ରାସଃ	୨୦୯
ଅଥ ମୁଦ୍ରାଦି-ଧାରଣ ବିଧିଃ	୧୭୫	କେଶବାଦି ଏକାନ୍ତ ଯୁକ୍ତିର ନାମ	୨୧୦
ଅଥ ମାଳାଦି-ଧାରଣମ୍	୧୭୬	ଅଥ ଏକାନ୍ତ ଶକ୍ତି	୨୧୧
ଅଥ ମାଳାଧାରଣ-ବିଧିଃ	୧୭୬	ଅଥ ତଦ୍ୱ୍ୟାସଃ	୨୧୨
ଅଥ ମାଳାଧାରଣ ନିତ୍ୟତା	୧୭୮	ଅଥ ତଦ୍ୱ୍ୟାସ-ବିଧିଃ	୨୧୨
ଅଥ ମାଳାଧାରଣ-ମାହାତ୍ମ୍ୟମ୍	୧୭୮	ଅଥ ପୀର୍ଥ-ଗ୍ରାସଃ	୨୧୫
ଅଥ ଗୃହେ ସଂକ୍ରୋଧାସନା-ବିଧିଃ	୧୮୦	ଅଥ ଶ୍ମଶାନାଦି-ସ୍ମରଣମ୍	୨୧୭
ଅଥ ଶ୍ରୀ ଶୁକ୍ଳ-ପୂଜା	୧୮୩	ଅଥାନ୍ତର୍ଯ୍ୟାସଃ	୨୧୮
ଅଥ ଘାର-ଦେବତା ପୂଜା	୧୮୮	ଅଥାନ୍ତର୍ଯ୍ୟାସ ଗ୍ରାସଃ	୨୨୦
ଅଥାମନ-ନିରୂପଣମ୍	୧୯୨	ଅଥ ପଦଗ୍ରାସଃ	୨୨୧
ଆର୍ତ୍ତନାଭି-ସଂସ୍କାରମ୍	୧୯୩	ଅଥ ଶ୍ମଶାନାଦିଗ୍ରାସଃ	୨୨୫
ଅଥ ପାତ୍ରାସାଦନମ୍	୧୯୩	ଅଥ ମୁଦ୍ରାପିଠକମ୍	୨୨୫
ଅଥ ପାତ୍ରାଗି	୧୯୫	ଅଥାନ୍ତର୍ଯ୍ୟାସଃ	୨୩୫
ଅଥ ଗନ୍ଧଲବଣ ସ୍ଥାପନମ୍	୧୯୫	ଅଥ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଧିଃ	୨୩୫

ବିଷୟ	ପୃଷ୍ଠା	ବିଷୟ	ପୃଷ୍ଠା
ଅଥ ଶଙ୍କୁ-ସ୍ଥାପନ-ବିଧି:	୨୦୫	ଅଥାବାହନାଦୀନି	୨୬୨
ଅଥ ବହିଃପୂଜା	୨୦୭	ଅଥାବାହନାଦି-ବିଧି:	୨୬୨
ଅଥ ପୂଜାହାନାନି	୨୦୮	ଅଥାବାହନାଦୃତ୍ୟ:	୨୭୦
ଅଥ ଶାଳଗ୍ରାମଶିଳା:	୨୪୭	ଅଥାମନାଦର୍ପଣମ୍	୨୭୧
ଅଥ ଶାଳଗ୍ରାମ-ଦୋଷଗୁଣୋ	୨୪୮	ଅଥ ପାଦ୍ୟାଦ୍ୟର୍ପଣ-ନିୟମ:	୨୭୨
ଅଥ ଲକ୍ଷଣ-ବିଶେଷେଣ		ଅଥ ଜ୍ଞାନମ୍	୨୭୩
ଶାଳଗ୍ରାମ ବିଶେଷ:	୨୫୦	ଅଥ ଜ୍ଞାନ-ପାତ୍ରମ୍	୨୭୪
ଅଥ ଶାଳଗ୍ରାମଶିଳା-ମାହାତ୍ମ୍ୟମ୍	୨୫୫	ଅଥ ଷଷ୍ଠୀମୃତ ଅମ୍ବନମ୍	୨୭୫
ଅଥ ଶାଳଗ୍ରାମଶିଳା କ୍ରୟ-ବିକ୍ରୟ- ନିବେଦ:	୨୫୭	ଅଥ ଷଷ୍ଠଜଳ-ଅମ୍ବନମ୍	୨୭୬
ଅଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା-ନିବେଦ:	୨୫୮	ଅଥ ଅନୀଦ-ଜଳ-ପରିମାଣମ୍	୨୭୬
ଅଥ ସର୍ବସାଧିଷ୍ଠାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ୍ୟମ୍	୨୫୮	ଜଳ ପରିମାଣଃ ସ୍ୱା	୨୭୭
ଅଥ ଶାଳଗ୍ରାମପୂଜା-ନିତ୍ୟତା	୨୫୮	ଅଥ ପୂଜାର୍ଥ-ଜଳ-ଗ୍ରହଣ-କାଳ:	୨୭୭
ଅଥ ଶାଳଗ୍ରାମ-ପୂଜାଧିକାର-ବିଚାର:	୨୫୯	ଅଥ ଶଙ୍କୁ-ମାହାତ୍ମ୍ୟମ୍	୨୭୮
ଅଥ ଶାଳଗ୍ରାମଶିଳା-ଦ୍ୱାରକାଚକ୍ରାକ୍ଷିଳା- ସଂଯୋଗ-ମାହାତ୍ମ୍ୟମ୍	୨୬୨	ତତ୍ର ଗନ୍ତୋ ସ୍ୱା	୨୭୯
ଅଥ ଦ୍ୱାରକା-ଚକ୍ରାକ୍ଷିଳା ଲକ୍ଷଣାନି	୨୬୩	ଅଥ ଘଣ୍ଟାବାଦ୍ୟମ୍	୨୮୧
ଅଥ ବର୍ଣ୍ଣାଦି-ଭେଦେନ ଦୋଷଗୁଣା:	୨୬୪	ଅଥ ଘଣ୍ଟାଭିମନ୍ତ୍ରଣ-ଗନ୍ତଃ	୨୮୧
ଅଥ ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତିପୂଜନଂ ତନ୍ମାହାତ୍ମ୍ୟମ୍	୨୬୪	ଅଥ ଘଣ୍ଟାବାଦନ-କାଳ:	୨୮୨
ଅଥ ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତି-ପୂଜନ-ମାହାତ୍ମ୍ୟମ୍	୨୬୫	ଅଥ ଘଣ୍ଟା-ନିୟମ:	୨୮୨
ଅଥ ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତି: ସମାଦନମ୍ ଆତ୍ମାଦି- ଶୁଦ୍ଧୟତ୍	୨୬୬	ଅଥ ଘଣ୍ଟାବାଦନ-ମାହାତ୍ମ୍ୟମ୍	୨୮୪
ଅଥ ପୀଠ-ନିର୍ଗୟ:	୨୬୭	ଅଥ ଜ୍ଞାନକାଳେ ବାଦ୍ୟାଦି-ମାହାତ୍ମ୍ୟମ୍	୨୮୫
ଅଥ ପୀଠପୂଜା	୨୬୭	ଅଥ ବଜ୍ରାର୍ପଣମ୍	୨୮୫
		ବଜ୍ରାର୍ପଣେ ନିବିଢ଼ମ୍	୨୮୬
		ତତ୍ର ବିଶେଷ-ବିଧି:	୨୮୭
		ଅଥ ଗନ୍ଧ:	୨୮୭

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
অথ তুলসী-কাষ্ঠ-চন্দন-মাহাত্ম্যম্	২৮৮	অথ ধূপাঃ	৩১৮
অথানুলেপনে নিষিদ্ধানি	২৮৯	অথ দীপদানম্	৩২০
• অথ পুষ্পাণি	২৯০	অথ দীপঃ	৩২১
অথ পুষ্পদানে নিয়ম-বিশেষঃ	২৯২	অথ দীপে-নিষিদ্ধম্	৩২১
অথ স্তবর্ণাদি-পুষ্পাণি	২৯৩	অথ দীপ নির্বাপণাদি দোষঃ	৩২২
অথ নিষিদ্ধ-পুষ্পাণি	২৯৫	অথ নৈবেদ্যম্	৩২২
অথ বিশেষতঃ নিষিদ্ধ-পুষ্পাণি	২৯৭	অথ নৈবেদ্য-নিবেদন-বিধিঃ	৩২২
অথ পুষ্প গ্রহণ-কালঃ	২৯৯	অথ নৈবেদ্য-মন্ত্রঃ	৩২৩
অথ পুষ্পাভাদ-সমাধানম্	৩০০	ভোজন-ধ্যানং	৩২৬
অথ পত্রাণি	৩০১	অথ বলিদানম্	৩২৭
অথ বিল্বপত্র-মাহাত্ম্যম্	৩০৩	অথ বলিদান-বিধিঃ	৩২৭
অথ পত্র-পুষ্পাদি সমর্পণ-নিয়মঃ	৩০৪	তোচ শ্লোকো	৩২৮
অথ ত্রীতুলসী-পত্রাণি-নিত্যতা	৩০৪	অথ বলিদান-মাহাত্ম্যম্	৩২৮
অথান্নোপাস্ত-পূজা	৩০৭	অথ জলগণ্ডুযাদ্যপর্ণম্	৩২৯
অথাবরণ-পূজা তত্র প্রথমাবরণম্	৩০৮	অথ পুনর্গন্ধাদ্যপর্ণম্	৩৩০
অথ দ্বিতীয়াবরণম্	৩০৮	অথ নীরঞ্জনম্	৩৩১
তত্র তৃতীয়াবরণম্	৩০৯	অথ একান্তিনাং নৈবেদ্য-নিবেদন-বিধিঃ	৩৩৩
তত্র চতুর্থাবরণম্	৩০৯	অথ নৈবেদ্যপাত্র-পরিমাণম্	৩৩৫
তত্র পঞ্চমাবরণম্	৩১০	অথ ভোজ্যানি	৩৩৫
তত্র ষষ্ঠাবরণম্	৩১০	অথ নৈবেদ্য নিষিদ্ধানি	৩৩৮
• তত্র সপ্তমাবরণম্	৩১১	অথান্নক্যাণি	৩৪০
অথ ত্রীনামাষ্টক-পুস্তক	৩১৬	অথ স্তোত্রাণি	৩৪৩
অথ নামাষ্টকম্	৩১৭	বিশেষতঃ কলিকালে স্তোত্রাণি	৩৪৪
অথ ধূপনম্	৩১৭		

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
অথ স্তুতি-মাহাত্ম্যম্	৩৪৬	বিসর্জন-প্রার্থনা	৩৭০
অথ বন্দনম্	৩৪৭	অথ পূজাবিধি-বিবেকঃ	৩৭০
অথ প্রণাম-বিধিঃ	৩৪৭	অথ শঙ্খোদক-ধারণম্	৩৭৬
অথ সাষ্টাঙ্গ-প্রণামঃ	৩৪৯	অথ শঙ্খোদক-ধারণ-মাহাত্ম্যম্	৩৭৬
অথ পঞ্চাঙ্গ-প্রণামঃ	৩৫০	অথ তীর্থ-ধারণম্	৩৭৭
অথ প্রণামে নিষিদ্ধম্	৩৫০	শ্রীচরণামৃত-পানে সতর্কতা	৩৭৮
অথ প্রণাম-মাহাত্ম্যম্	৩৫১	অথ চরণোদক-পান-মাহাত্ম্যম্	৩৭৮
অথ প্রদক্ষিণা	৩৫৩	অথ শঙ্খ-ধৃত পানোদক মাহাত্ম্যম্	৩৮১
অথ প্রদক্ষিণা সংখ্যা	৩৫৪	অথ চরণামৃত-পানান্তে-আচমন	
অথ প্রদক্ষিণায়াং নিষিদ্ধম্	৩৫৪	নিষেদঃ	৩৮২
অথ কৰ্মাদ্যপৰ্ণম্	৩৫৪	অথ শ্রীতুলসীবন-পূজা	৩৮৩
অথ কৰ্মাপৰ্ণ-বিধিঃ	৩৫৪	তত্রার্চ্যমন্ত্রঃ	৩৮৩
অথ কৰ্মাপৰ্ণ-মন্ত্রঃ	৩৫৫	তত্র পূজামন্ত্রঃ	৩৮৪
অথ স্বাপৰ্ণ বিধিঃ	৩৫৫	তত্র স্তুতিযথা	৩৮৫
অথ জপঃ	৩৫৬	তত্র প্রার্থনা-যথা	৩৮৫
তত্র জপসমপৰ্ণ মন্ত্রঃ	৩৫৬	তত্র প্রণাম-মন্ত্ৰো যথা	৩৮৫
অথ প্রার্থনম্	৩৫৭	অথ শ্রীতুলসীবন-পূজা-মাহাত্ম্যম্	৩৮৫
অথাপরাধ-ক্ষমাপনম্	৩৫৯	অথ তুলসীকানন-মাহাত্ম্যম্	৩৮৬
অথ সেবাপরাধাঃ	৩৬০	অথ তুলসী-কাষ্ঠ মূর্তিকাদি-	
অথাপরাধশমনম্	৩৬৭	মাহাত্ম্যম্	৩৮৯
অথ শেষগ্রহণম্	৩৬৮	অথ তুলসী-পত্র ধারণ-মাহাত্ম্যম্	৩৯১
অথ নির্মালা-ধারণ-নিষ্ঠিতা	৩৬৮	অথ তুলসীভক্ষণ-মাহাত্ম্যম্	৩৯২
অথ নির্মালা-ধারণ-মাহাত্ম্যম্	৩৬৯	অথ ধাত্রী-মাহাত্ম্যম্	৩৯৩
অথ বিসর্জন-বিধিঃ	৩৬৯	অথ শাস্ত্রালোচনম্	৩৯৫

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
অথ বৃত্তি-সম্পাদনম্	৩৯৬	তত্র শ্রীভগবৎ শ্রীতি হেতুভূম্	৪৩৪
অথ শুক্লবৃত্তয়ঃ	৩৯৭	অথ বিধিপ্রাপ্তভূম্	৪৩৫
অথ শুক্লবৃত্তেরসিকৌ সমাধানম্	৩৯৯	অথ ভোজন-নিষেধঃ	৪৩৫
অথ মধ্যাহ্নিক-কৃত্যানি	৪০২	অথাকরণে প্রত্যাবায়াঃ	৪৩৬
অথ বৈষ্ণব-বৈষ্ণবেবাদি-বিধিঃ	৪০৩	অথ বিধবাবিগয়ক-লিখেশ-বচনম্	৪৩৮
অথ পঞ্চমহাযজ্ঞ-নিত্যতা	৪০৪	অথৈকাদশীব্রতাদিকারিণঃ	৪৩৯
অথ বৈষ্ণব শ্রাদ্ধ-বিধিঃ	৪০৫	অথাক্ষকৌ কর্তব্যম্	৪৩৯
তত্র প্রমাণং যথা	৪০৫	অথাক্ষকল্প-ব্যবস্থা	৪৪১
অথ মহাপ্রসাদ ভোজন বিধিঃ	৪০৮	অথোপবাসদিন-নির্ণয়ঃ	৪৪৩
তত্র বিশেষঃ	৪১০	অথ বিদ্ধা-লক্ষণম্	৪৪৪
অথ অনিবেদিত দ্রব্য ভোজন		অথাক্রোধোদয়বিদ্ধা-পরিচয়ঃ	৪৪৫
দোষাঃ	৪১৪	অথাক্রোধোদয়-লক্ষণম্	৪৪৫
অথ পূজাব্যতিরিক্ত-ভোজনদোষঃ	৪১৫	অথাক্রোধোদয়-বিদ্ধোপবাস-দোষঃ	৪৪৫
অথ নৈবেদ্য-ভোজন-মাহাত্ম্যম্	৪১৬	অথাক্রোধোদয় বিদ্ধা সমাধানম্	৪৪৮
অথ দিনান্তকৃত্যম্	৪২১	অথ শুদ্ধাবিশেষ পরিচয়ঃ	৪৫০
অথ বৈষ্ণব-সমাগম-বিধিঃ	৪২২	অথাক্রোধোদয়মহাদ্বাদশী নিরূপণম্	৪৫১
অথ সায়ন্তন-কৃত্যানি	৪২৪	অথাক্রোধোদয়মহাদ্বাদশী নিত্যভূম্	৪৫২
অথ কৰ্মসমাধানম্	৪২৬	তত্রোন্নীলনী নিরূপণম্	৪৫৩
অথ রাত্রিকৃত্যম্	৪২৭	অথ বজ্রনী নিরূপণম্	৪৫৩
অসমর্থশ্চ কর্তব্যনির্ণয়ঃ	৪৩০	অথ ত্রিস্পন্দী নিরূপণম্	৪৫৪
অথ শয়ন-বিধিঃ	৪৩১	অথ পঞ্চবর্ধনী নিরূপণম্	৪৫৫
তৃতীয়োল্লাসঃ ।		অথ জয়াদি মহাদ্বাদশী নিরূপণম্	৪৫৬
পঞ্চকৃত্য ।		অথ নৃগুণযোগ-নিয়মঃ	৪৫৭
অথ শ্রীমদেকাদশী ব্রত নিত্যতা	৪৩৩	অথ জয়াদিব্রত পারণ নির্ণয়ঃ	৪৫৯

ବିଷୟ	ପୃଷ୍ଠା	ବିଷୟ	ପୃଷ୍ଠା
ଅଥୋପବାସ-ପୂର୍ବଦିନ କୃତ୍ୟମ୍	୫୬୦	ଅଥ ଦୋଳ-ମହୋତ୍ସବଃ	୫୮୮
ଅଥ ହବିଷ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟାଗ୍ନି	୫୬୧	ଅଥ ଦମନକାରୋପଗୋତ୍ସବଃ	୫୮୯
ଅଥ ଦଶମୀଦିନେ ଅଗ୍ନେହପି ନିୟମାଃ	୫୬୨	ଅଥ ଦୈଶାଗକୃତ୍ୟମ୍	୫୯୦
ଅଥୋପବାସ-ଦିନକୃତ୍ୟମ୍	୫୬୨	ଅଥାକ୍ଷୟ-ତୃତୀୟା-କୃତ୍ୟମ୍	୫୯୦
ଅଥ ଜାଗରଣାକରଣେ ଦୋଷଃ	୫୬୩	ଅଥ ଶୁକ୍ଳାସପ୍ତମୀ-କୃତ୍ୟମ୍	୫୯୧
ଅଥୋପବାସ-ଦିନେ ଅଗ୍ନେହପି ନିୟମାଃ	୫୬୪	ଅଥ ନରସିଂହ-ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ-ବ୍ରତମ୍	୫୯୨
ଅଥ ପାର୍ବଣ ଦିନ କୃତ୍ୟମ୍	୫୬୫	ଅଥ ଜ୍ୟୈଷ୍ଠ-କୃତ୍ୟମ୍	୫୯୩
ଅଥ ପାର୍ବଣ ମହୁଃ	୫୬୬	ଅଥ ନିର୍ଜ୍ଜଳେକାଦଶୀ-ବ୍ରତମ୍	୫୯୪
ଅଥ ପାର୍ବଣେ ଦ୍ଵାଦଶ-ପେକ୍ଷନମ୍	୫୬୬	ଅଥାଷାଢ଼କୃତ୍ୟମ୍	୫୯୫
ଅଥ ଦ୍ଵାଦଶବ୍ରତେ କୃତ୍ୟ ସମାଧାନମ୍	୫୬୭	ଅଥ ତପ୍ତମୁଦ୍ରା-ଅନାଦରଣେ ଦୋଷଃ	୫୯୬
ଅଥ ପାର୍ବଣ ଦିନେ ଅଗ୍ନେହପି ନିୟମ	୫୬୮	ଅଥ ଶୟନ-ମହୋତ୍ସବଃ	୫୯୭
ଚତୁର୍ଥାଧ୍ୟାୟଃ । ମାସକୃତ୍ୟ ।		ଅଥ ଚାତୁର୍ଥାଶ୍ଵ ବ୍ରତାରମ୍ଭଃ	୬୦୦
		ଅଥ ଚାତୁର୍ଥାଶ୍ଵ-ନିୟମାଃ	୬୦୧
ଅଥ ମାର୍ଗଶିରାମାସ-କୃତ୍ୟମ୍	୫୯୯	ଅଥ ଅବିଷ-କୃତ୍ୟମ୍	୬୦୨
ଅଥ ପୌଷ-କୃତ୍ୟମ୍	୫୯୭	ଅଥ ଭାଦ୍ର-କୃତ୍ୟମ୍	୬୦୩
ଅଥ ମାଘ-କୃତ୍ୟମ୍	୫୯୮	ତତ୍ର ଶ୍ରୀଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ-ବ୍ରତମ୍	୬୦୪
ଅଥ ମାଘେ ପ୍ରାତଃସ୍ନାନ-ବିଧିଃ	୫୯୯	ଅଥ ଶ୍ରୀଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ-ବ୍ରତାକରଣେ ଦୋଷାଃ	୬୦୫
ଅଥ ବସନ୍ତପଞ୍ଚମୀ-କୃତ୍ୟମ୍	୬୦୦	ଅଥ ଶ୍ରୀଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀବ୍ରତଦିନ-ନିର୍ଣ୍ଣୟଃ	୬୦୬
ଅଥ ଫାଲ୍ଗୁନକୃତ୍ୟମ୍	୬୦୦	ଅଥ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ-ପାର୍ବଣ-କାଳ-ନିର୍ଣ୍ଣୟଃ	୬୦୭
ଅଥ ଶିବରାତ୍ରି-ବ୍ରତମ୍	୬୦୦	ଅଥ ପାର୍ଶ୍ଵପରିବର୍ତ୍ତନୋତ୍ସବଃ	୬୦୮
ଅଥ ଶ୍ରୀଗୋବିନ୍ଦଦ୍ଵାଦଶୀ-ବ୍ରତମ୍	୬୦୮	ଅଥ ଅବିଷାଦ୍ଵାଦଶୀ-ବ୍ରତମ୍	୬୦୯
ଅଥ ବସନ୍ତୋତ୍ସବଃ	୬୦୯	ଅଥ ଅବିଷା-ଦ୍ଵାଦଶୀ-ବ୍ରତ-ନିର୍ଣ୍ଣୟଃ	୬୧୦
ଅଥ ଚୈତ୍ରକୃତ୍ୟମ୍	୬୧୦	ଅଥ ବିଷୁ-ଶୁକ୍ଳ-ଯୋଗଃ	୬୧୧
ଅଥ ଶ୍ରୀରାମ-ନବମୀ-ବ୍ରତମ୍	୬୧୧	ଅଥ ଦ୍ଵିତୀୟବିଷୁ-ଶୁକ୍ଳ-ଯୋଗଃ	୬୧୨

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
অথ দেব-হুন্দুভি-যোগঃ	৫১৮	অথ কৃষ্ণচতুর্দশী-কৃত্যম্	৫৩৫
অথ পারণকাল নির্ণয়ঃ	৫১৮	অথামাবাস্ত কৃত্যম্	৫৩৭
অথ শ্রীবামন-দ্বাদশী ব্রতম্	৫১৯	অথ লক্ষ্মীজাগরণ মন্ত্রঃ	৫৩৭
অথাস্বিন-কৃত্যম্	৫২০	অথ শুক্লপ্রতিপৎকৃত্য নির্ণয়ঃ	৫৩৮
অথ কার্তিক-কৃত্যম্	৫২০	তত্র দিননির্ণয়ঃ	৫৩৯
অথ কার্তিকব্রত-নিত্যতা	৫২১	অথ গোবর্দ্ধন-পূজাবিধিঃ	৫৩৯
অথ কার্তিকব্রত-মাহাত্ম্যম্	৫২২	অথ গোবর্দ্ধন-পূজামন্ত্রঃ	৫৪০
অথ কার্তিক-ব্রতান্নানি	৫২৩	অথ গোপূজা-মন্ত্রঃ	৫৪০
তত্র দীপদান-মাহাত্ম্যম্	৫২৪	অথ গো-ক্রীড়া	৫৪১
অথাকাশে দীপদান-মাহাত্ম্যম্	৫২৫	অথ শ্রীবলিদৈত্যরাজপূজা	৫৪১
অথাকাশে দীপদানমন্ত্রঃ	৫২৬	অথ যমদ্বিতীয়া-কৃত্যম্	৫৪২
অথ কার্তিকে কৰ্ম্মবিশেষকলম্	৫২৬	অথ শুক্লাষ্টমীকৃত্যম্	৫৪২
অথ কার্তিক-ব্রতারম্ভ-কালঃ	৫২৯	অথ প্রবোধিনী-কৃত্যম্	৫৪৩
অথ কার্তিক-কৃত্য-বিধিঃ	৫২৯	অথ প্রবোধিনীকৃত্যানিত্যতা	৫৪৩
তত্র সংকল্পমন্ত্রঃ	৫৩০	অথ প্রবোধিনীমাহাত্ম্যম্	৫৪৩
অথ প্রার্থনামন্ত্রঃ	৫৩০	অথ শ্রীমথুরায়াং বিশেষতো	
অথার্ঘ্যমন্ত্রঃ	৫৩০	মাহাত্ম্যম্	৫৪৪
অথ কার্তিক-বর্জ্যানি	৫৩১	অথ প্রবোধ-কাল-নির্ণয়ঃ	৫৪৬
অথ শ্রীরাধা-দামোদর পূজা-বিধিঃ	৫৩২	অথ শ্রীভগবৎপ্রবোধনবিধিঃ	৫৪৭
অথ দেশবিশেষে কার্তিক-		অথ প্রবোধনমন্ত্রঃ	৫৪৭
ব্রত-ফলম্	৫৩৩	প্রার্থনা মন্ত্রঃ	৫৪৮
তত্র কৃষ্ণাষ্টমী-কৃত্যম্	৫৩৪	অথ কার্তিকব্রতোদ্যাপনম্	৫৫০
অথ কৃষ্ণত্রয়োদশী-কৃত্যম্	৫৩৫	অথ ব্রতবিশেষে দীনবিশেষঃ	৫৫১
অথ তত্র মন্ত্রঃ	৫৩৫	অথ ভীষ্মপঞ্চকাদিঃ	৫৫৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
পঞ্চমোল্লাসঃ ।	
কীর্তন-প্রকরণম্ ।	
অথ কীর্তনলক্ষণম্	৫৫৮
নিশান্তে মঙ্গল আরতি	৫৭৩
প্ৰাতঃকালীন ভজন কীর্তন	৫৭৪
মধ্যাহ্নকালীন ভোজন-আরতি	৫৭৬
শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ভোজন-	
• বিনাস	৫৮০
শ্রীমহাপ্রসাদ-ভোজনকালীন	
কীর্তন	৫৮১
মহাপ্রসাদ-ভোজনকালীন	
• ধ্বনি	৫৮২
সন্ধ্যাকালীন আরতি কীর্তন	
শ্রীমহাপ্রভুর আরতি	৫৮৩
শ্রীরাধাধারীর আরতি	৫৮৩
শ্রীমদন গোপাল আরতি	৫৮৪
শ্রীতুলসী আরতি (১)	৫৮৭
শ্রীতুলসী আরতি (২)	৫৮৮
শ্রীজয়দেব রুত আরতি	৫৮৮
শ্রীনাথ-মালা কীর্তন	৫৮৯
শ্রীপঞ্চতন্ত্র ভজন কীর্তন	৫৯০
শ্রীমহাগবত পাঠাদির আদিত	
গৌরচন্দ্র	৫৯১

বিষয়	পৃষ্ঠা
নান-কীর্তন	৫৯৪
শ্রীহরিবানরেব গৌরচন্দ্র	৫৯৪
শ্রীঅধিবাসকীর্তন	৫৯৫
শ্রীঅদ্বৈত প্রভুব জন্মোৎসব	৫৯৯
শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মোৎসব	৬০১
শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মোৎসব	৬০২
শ্রীকৃষ্ণ জন্মোৎসব	৬০৫
শ্রীরাধিকা জন্মোৎসব	৬১১
দধিমঙ্গল মোহান্ত বিদায় কীর্তন	৬১৬
প্রেম ধ্বনি	৬১৮

ষষ্ঠোল্লাসঃ ।

স্তব-প্রকরণম্ ।

শ্রীশ্রীগুরুদেবাষ্টকম্	৬১৯
শ্রীশ্রীচৈতন্যাষ্টকম্ (১)	৬২০
ঐ (২)	৬২২
শ্রীশ্রীশচীমুতাষ্টকম্ (শ্রীকৃষ্ণ	
গোস্থানি-বিরচিতম্)	৬২৪
শ্রীশ্রীশচীমুতাষ্টকম্ (শ্রীরত্ননাথ-	
দাস গোস্থানি-বিরচিতম্)	৬২৬
শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রাষ্টকম্	৬২৮
শ্রীনিত্যানন্দাষ্টকম্	৬৩১
শ্রীব্রজরাজমুতাষ্টকম্	৬৩৩

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
শ্রীরাধিকাষ্টকম্	৬৩৭	শ্রীমুকুন্দ-মুক্তাবলী	৬১৬
শ্রীব্রজনবযুবদ্বন্দ্বাষ্টকম্	৬৩৬	শ্রীশ্রীচাটুপুষ্পাঙ্গুলিঃ	৬৫২
শ্রীজগন্নাথাষ্টকম্	৬৩৮	ঐ ভাবা	৬৬১
শ্রীমধুরাষ্টকম্	৬৪০	শ্রীশীমমহাপ্রভোরষ্টকালীক-লীলা-	
শ্রীকেশবাষ্টকম্	৬৪২	স্মরণ-মঙ্গল-স্তোত্রম্	৬৬২
শ্রীগোবিন্দাষ্টকম্	৬৪৪	শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃষ্টকালীক-লীলা-	
শ্রীদামোদরাষ্টকম্	৬৪৬	স্মরণ মঙ্গল-স্তোত্রম্	৬৭১
শ্রীশিক্ষাষ্টকম্	৬৪৮		



শ্রীশ্রীরাধামদনগোপালদেবো বিজয়তে বৈষ্ণবাচার-পদ্ধতি ।

মঙ্গলাচরণম্—

ভক্ত্যাভাসেন তুষ্টো বিতরতি সততং প্রেমসারং য একো
যন্মাম প্রেমধাম শ্রবণপথগতং পাতকান্ হস্তি সত্ত্বঃ ।
সংকারুণ্যপ্রবাহৈঃ স্থিরচরনিকরং প্রেমপূতং হি জাতং
দীনোদ্ধারী প্রভুমে' স জয়তি নিতরাং কৃষ্ণচৈতন্যনামা ॥
জয়তি জয়তি দেবো বৃন্দারণ্যপুরন্দরঃ ।
শ্রীমন্মদনগোপালঃ সীতানাথস্য জীবনম্ ॥
বন্দে মদনগোপালং ফণিভূষণবিগ্রহং ।
স্বৈৰ্যদৈবং গুরুকৈব বাঙ্গাকল্পতরুং মুদা ॥
শাকে গ্রহত্রয়ীসিদ্ধি চন্দ্রকর্কটগে রবৌ ।
রাজধান্যাং সমারক্কো গ্রন্থোহয়ং বৈষ্ণবপ্রিয়ঃ ।
অদ্বৈতাশ্রয়সমুত রাধাবিনোদ শর্ম্মণা ।
লিখ্যতে পুনরালোচ্য বৈষ্ণবাচার পদ্ধতিঃ ॥

সম্প্রদায় বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলামতা
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ ।
শ্রীকৃষ্ণমাধ্বং সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্রিতিঃ পাবনাঃ ॥

(পদ্মপুরাণং ।)

- যে মন্ত্র সম্প্রদায় বিহীন অর্থাৎ গুরু পরম্পরা ক্রমে প্রাপ্ত নহে তাহার সাধন পদ্ধতি অবিকৃত ভাবে পাওয়া সম্ভবপর নহে, সুতরাং সে সমস্ত মন্ত্র নিষ্ফল । তাহা জপাদি করিয়া কেহ কখনও মন্ত্র সিদ্ধি কিংবা মন্ত্র দেবতার কৃপা পাইবেন বলিয়া মনে হয় না । এই জন্যই পরম কারুণিক শ্রীভগবান কলিযুগের জীবের প্রতি সদয় হইয়া তাহাদের সাধন পথ নির্দেশ করিবার জন্য, শ্রী, ক্ষুদ্র, মাধব ও সনক এই চারি সম্প্রদায়চার্য্য দ্বারা রামানুজ, নিম্বার্ক, মাধব ও বিষ্ণুস্বামী এই চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব সৃষ্টি করিয়াছেন । সকল সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবের শ্রীভগবান্ই উপাস্ত, তবে সকলেই শ্রীভগবানের বিভিন্ন মূর্তির বিভিন্ন ভাবে উপাসনা করিয়া থাকেন । সকল সম্প্রদায়ের আচার পদ্ধতি এক গ্রন্থে সমাবেশ করা দুক্ল হ ব্যাপার ; কাজেই বঙ্গদেশে প্রচলিত মাধব সম্প্রদায় ভুক্ত শ্রীনাথবেন্দ্র পুরী পাদ হইতে শ্রীশ্রীপ্রভু সীতানাথ, শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরী এই তিন শাখা দিয়া কলিযুগপাবনাবতীর শ্রীশ্রীমন্নহাপ্রভুর কৃপায় যে বৈষ্ণব সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে, যাহা গোড়ীয় বৈষ্ণব নামে সর্বত্র পরিচিত সেই সম্প্রদায়েরই আচার প্রভৃতি এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইবে । গোড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় মাধব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইলেও শ্রীশ্রীমন্নহাপ্রভুর কৃপাদেশে শ্রীশ্রীসনাতন গোস্বামী পাদ, শ্রীশ্রীরূপ গোস্বামী পাদ, শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী পাদ প্রভৃতি গোড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ যে সমস্ত বিশেষ বিধি শ্রীহরিভক্তিবিলাস প্রভৃতিতে আলোচনা করিয়াছেন আমরাও তদনুসারে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব ।
- বৈষ্ণব শব্দটি নানাস্থানে নানা অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়—

বিষ্ণুরেবহি যশ্চৈষ দেবতা বৈষ্ণবং স্মৃতঃ ।

(লিঙ্গ পুরাণং ।)

• ধর্ম্যার্থং জীবিতং বস্য সন্তানার্থঞ্চ মৈথুনং ।

• পচনং বিপ্রমুখ্যার্থং জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবানরাঃ ॥

অধ্বগন্তু পরিশ্রান্তং কালেহত্র গৃহমাগতং ।

যোহতিথিং পূজয়েদ্ভুক্ত্য। বৈষ্ণবঃ স ন সংশয়ঃ ॥

(স্কন্দ পুরাণং ।)

লিঙ্গ পুরাণে লিখিত আছে, বিষ্ণু ঋাহার উপাস্ত্র দেবতা তিনিই বৈষ্ণব ।

• স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে, ধর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত ঋাহার জীবন ধারণের অন্ত কোনও উদ্দেশ্য নাই, যিনি সন্তান লাভ কামনা ব্যতীত ইন্দ্রিয় চরিতার্থের জন্য পত্নী সহবাস করেন না, ব্রাহ্মণ ভোজন ব্যতীত নিজ রসনা পরিতৃপ্তির জন্য যিনি পাক করেন না তিনিই প্রকৃত বৈষ্ণব ।

ভোজন কালে স্ব গৃহাগত অতিথিকে যিনি ভক্তি পূর্ব্বক পূজন কুরিয়া থাকেন, তিনিই বৈষ্ণব ।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে দেখা যায়—শ্রীশ্রীমন্নহাপ্রভু বলিয়াছেন—

ঋাহার বদনে হয় এক কৃষ্ণ নাম ।

সেইত বৈষ্ণব তারে করিবে সম্মান ॥

সাধারণ ভাবে বৈষ্ণব শব্দটি এইরূপ নানা অর্থে ব্যবহৃত হইলেও শ্রীশ্রীমন্নহাপ্রভুর আদেশে গোড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ নানা শাস্ত্র সমালোচনা করিয়া যে সমস্ত বৈষ্ণব কৃত্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন— তাহা বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তিরই পালনীয় । বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত এবং বিষ্ণুপূজাপরায়ণ ব্যক্তিগণ মুখ্য বৈষ্ণব ।

গৃহীত বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরায়ণঃ ।

বৈষ্ণবস্তু সবিশেষে ইতরোহস্মাদবৈষ্ণবঃ ॥

(শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ।)

যথাবিধি বিষ্ণু দীক্ষা গ্রহণ করিয়া যিনি আগমোক্ত পদ্ধতিতে বিষ্ণু পূজা করেন, তিনিই বৈষ্ণব, ইহা ভিন্ন সকলে অবৈষ্ণব । সুতরাং দেখা যাইতেছে, বিষ্ণু দীক্ষা গ্রহণ এবং বিষ্ণু পূজনই বৈষ্ণবত্বের মূল । ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি সকলেই বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ এবং যথাবিধি বিষ্ণুপূজনপরায়ণ হইলেই তাহাকে বৈষ্ণব বলা যাইতে পারে ।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস প্রভৃতি গ্রন্থে এই সমস্ত বৈষ্ণবেরই আচার ব্যবহার প্রভৃতি লিপিবদ্ধ আছে । যথাবিধি বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করিয়া সেই মন্ত্রের সাধনা করিতে হইলে যে সমস্ত আচার প্রভৃতি পালন করা অবশ্য কর্তব্য তাহাকেই বৈষ্ণবাচার বলা যাইতে পারে । বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত গৃহস্থকে গৃহস্থ বৈষ্ণব, বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত সন্ন্যাসীকে বৈষ্ণব সন্ন্যাসী প্রভৃতি বলিলেও দোষ হয় না । শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে দেখা যায়—

“শুনি সার্কভৌম মনে বিচার করিল ।

বৈষ্ণব সন্ন্যাসী ইহ গনেতে জানিল ॥”

বৈষ্ণব গৃহস্থ এবং বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর কোনও কোনও আচারের কিছু পার্থক্য থাকা অসম্ভব নহে । কেননা সন্ন্যাসিগণ প্রায়ই হিঙ্গল ভোজী এবং বৃক্ষতলবাসী । তাহাদের পূজা পার্জন প্রভৃতির অনুষ্ঠান করা সর্বথা অসম্ভব ।

বৈষ্ণবের ধর্ম হয় নাম সংকীৰ্ত্তন ।

মাগিয়া যাচিয়া করে উদর ভরণ ॥

জিহ্বার লালসে যেবা ইতি উতি ধায় ।

শিশ্নোদর পরারণ কৃষ্ণ নাই পায় ॥

(শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ।)

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু, বৈষ্ণব সন্ন্যাসী এবং গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের জুগ,

এই আদেশ করিয়াছেন । শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু গৃহস্থ বৈষ্ণবের জন্ত ব্যবস্থা, করিয়াছেন—

যথায়োগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া ।

মৰ্কট বৈরাগ্য না করিহ লোক দেখাইয়া ॥

(শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ।)

গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ, কিভাবে শ্রীগোবিন্দ সেবন করিবেন ও তাহার অবিরোধে স্ত্রী পুত্রাদিপালন ও ধনোপার্জন প্রভৃতি করিবেন তাহার জন্য অচার পদ্ধতি প্রভৃতির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে । শ্রীহরি-ভক্তি বিলাস প্রভৃতি গ্রন্থে তাহাই বিশেষ রূপে আলোচিত হইয়াছে । আগরাও “বৈষ্ণবাচার পদ্ধতি” গ্রন্থে তাহাই আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব ।

নাম সংকীৰ্ত্তন শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার গৃহস্থ, সন্ন্যাসী প্রভৃতি সমস্ত বৈষ্ণবেরই অবশ্য পালনীয়, সুতরাং তাহাতে কোনই বিরোধ নাই ।

গৃহস্থ বৈষ্ণবের পক্ষে পূজা পার্বণাদি প্রভৃতির অনুষ্ঠান না করিয়া ত্যাগী বৈষ্ণবের আদর্শ গ্রহণ করা বিত্ত শাঠ্যের পরিচায়ক এবং সন্ন্যাসী বৈষ্ণবের গৃহস্থের মত ব্যবহার করা অশুদ্ধ চিত্তের পরিচায়ক তাহা স্ত্রীগণ বিবেচনা করিবেন এবং নিজ নিজ অধিকারানুসারে যথাসাধ্য বৈষ্ণবাচার পালন তৎপর হইবেন ।

• অধিকারী নহে ধর্ম চাহে আচরিতে ।

• অচিরে বিনাশ পায় দেখিতে দেখিতে ॥

(শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ।)

দীক্ষা গ্রহণের আবশ্যকতা ।

• রামানুজ, নিম্বাক, মাধব ও বিষ্ণুস্বামী এই চারি ঋত্নদায়ের যে

কোনও সম্প্রদায়ভুক্ত সাম্প্রদায়িক শাস্ত্রজ্ঞানবান এবং আচারপরায়ণ ও শাস্ত্রীয় লক্ষণ সমন্বিত গুরু চরণাশ্রয় করিয়া বিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া যথাবিধি বৈষ্ণবাচার পালন রত ব্যক্তিই প্রকৃত বৈষ্ণব পদ বাচ্য । সাধারণতঃ বিষ্ণুভক্তিয়ুক্ত কিংবা কৃষ্ণনাম গান রত ব্যক্তিও শাস্ত্রে বৈষ্ণব নামে অভিহিত হইলেও তাঁহারা বিষ্ণুদীক্ষার অভাবে মুখ্য বৈষ্ণব নহেন, কেননা তাঁহাদের যথাবিধি শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন হয় নাই । কোনও রমণী কোন ব্যক্তির সহিত ভাব বিশেষে মিলিত হইলেই তাহাকে তাহার পত্নী বলা হয় না । যথাবিধি বিবাহ সংস্কারপূর্বক মিলিত হইলে ধর্মপত্নী বলা হয় । সেইরূপ যথাবিধি দীক্ষা সংস্কারপূর্বক বিষ্ণু মন্ত্র গ্রহণ করিয়া শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধ করিলেই তাহাকে প্রকৃত বৈষ্ণব বলা হয় । নচেৎ সাধারণ বিষ্ণু ভক্ত মাত্র । বিষ্ণু 'দীক্ষা'ই বৈষ্ণবত্বের মূল, সুতরাং দীক্ষা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সমালোচনা করা একান্ত কর্তব্য ।

অনেকেই মনে করেন ও প্রকাশ করেন, দীক্ষাগ্রহণে আবশ্যক প্রয়োজন কি ? ভগবানের নাম যেমুন তেমন করিয়া করিলেই হইল ।

নো দীক্ষাং ন চ দক্ষিণাং ন চ পুরশ্চর্যাং মনাগীক্ষতে
মন্ত্ৰোহিয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ ॥

—পদ্মাবলী ।

শ্রীকৃষ্ণনাম-রূপ মহামন্ত্র দীক্ষা দক্ষিণা পুরশ্চরণ প্রভৃতি কোন বিধিরই অপেক্ষা করেন না ; উচ্চারণমাত্রেই সর্বজীবকে পরম ফল প্রদান করেন ।

এরূপ নাম-মাহাত্ম্য শাস্ত্রে যথেষ্ট আছে ; কিন্তু শাস্ত্রের সর্বোংশ আলোচনা না করিলে, কোন সুসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না । শাস্ত্রে নানা অধিকারীর জন্ম নানা কথা বলিয়াছেন ; সেগুলি না বুঝার জন্য

বর্তমান সময়ে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে নানা অপধর্ম ও উপধর্মের সৃষ্টি হইয়াছে ।
এ সম্বন্ধে শ্রীজীব গোস্বামিকৃত ষট্‌সন্দর্ভে লিখিত আছে—

তত্র কেবলানি শ্রীভগবন্নামাশ্চাপি নিরপেক্ষাণ্যেব পরমপুরুষার্থকল-
পর্যাস্তদানসমর্থানি । ততোমন্ত্রেষু নামতোহপ্যধিকসামর্থ্যে লক্কে কথং
দীক্ষাঅপেক্ষা ? উচ্যতে । যদ্যপি স্বরূপতো নাস্তি, তথাপি প্রায়ঃ
স্বভাবতো দেহাদিসম্বন্ধেন কদর্য্যশীলানাং বিক্ষিপ্তচিত্তানাং জনানাং তৎ-
সঙ্কোচীকরণায় শ্রীমদৃষিপ্রভৃতিভিরত্রার্চনমার্গে কচিৎ কচিৎ কাচিৎ
কাচিন্মর্যাদা স্থাপিতাস্তু । ততস্তদুন্নত্বেনে শাস্ত্রং প্রায়শ্চিত্তমুদ্রাবয়তি ।

—ভক্তিসন্দর্ভঃ ।

• শ্রীভক্তিসন্দর্ভে অর্চনপ্রসঙ্গে লিখিত আছে—

শ্রীভগবানের নাম, দীক্ষাদির অপেক্ষা না করিয়াই পরমপুরুষার্থ
প্রেম পর্যাস্ত দান করিতে সমর্থ । বীজাদিসম্বন্ধিত মন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ ও
ঈশ্বরিগণ বিশেষ শক্তি লাভ করিয়া রাখিয়াছেন ; অতএব নাম হইতে মন্ত্রে
আরও অধিক সামর্থ্য আছে, তাহা শাস্ত্র-তাৎপর্যালোচনায় স্পষ্টই
প্রতীয়মান হয় । এক্ষেত্রে দীক্ষার অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন কি ?
এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীজীব গোস্বামীপাদ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—একথা
সত্য, শ্রীভগবানের নামে কিংবা মন্ত্রে দীক্ষাদির অপেক্ষা নাই ; তথাপি—
জগতের সমস্ত জীবই ত অপরাধশূন্য মুক্তপুরুষ নহে ; প্রায় জীবেরই দেহ-
গৃহ-প্রভৃতিতে ‘আমি’ ‘আমার’ বোধ আছে ; তজ্জন্ম অপরাধও আছে—
সেই ‘আমি’ ‘আমার’ ভাব সঙ্কোচ করিবার জন্য পরম কারুণিক ত্রিকালজ
ঈশ্বরিগণ অনেক নিয়ম-মর্যাদা প্রভৃতি করিয়া গিয়াছেন ; সেইগুলি
পালন করিলেই জীবের মঙ্গল হয় ; অন্যথা পতন অবশ্যজ্ঞাবী ।

দীক্ষা-বিধানের দ্বারা জীবের সহিত ভগবানের কোন বিশেষ সম্বন্ধ
জন্মে ; দীক্ষাপ্রভাবে জীবের ক্রমশঃ অবিद्या-নাশ হইয়া যায়—শাস্ত্রে :
এ সম্বন্ধে বহু বচন প্রমাণ আছে—

দ্বিজানামনুপেতানাং স্বকৰ্ম্মাধ্যয়নাদিষু ।*

যথাধিকারো নাস্তীহ স্যাচ্চোপনয়নাদনু ॥

তথাব্রাদীক্ষিতানামু মন্ত্ৰদেবার্চনাদিষু ।

নাধিকারোহস্ত্যতঃ কুৰ্য্যাদাত্মানাং শিবসংস্তুতম্ ॥

ব্রাহ্মণ বালকের উপনয়ন সংস্কার না হইলে যেমন বেদ অধ্যয়ন করিবার অধিকার জন্মে না, কিন্তু উপনয়ন হইলে অধিকার হয়, সেইরূপ অদীক্ষিত ব্যক্তির ভগবানের পূজাদিতে অধিকার নাই ; দীক্ষাগ্রহণানন্তর সেই অধিকার সঙ্গীত হয় । অতএব মানব সর্বপ্রযত্নে দীক্ষিত হইয়া আত্মশোধন করিবে ।

তে নরাঃ পশবো লোকে কিং তেষাং জীবনে ফলম্ ।*

যৈন লক্সা হরেদীক্ষা নার্চিতে বা জনার্দনঃ ॥

—স্কন্দপুরাণম্ ।

হুতগ্যবশতঃ যে মানবগণ বিষ্ণুদীক্ষালাভ করিতে পারে নাই, কিংবা ভগবান্ বিষ্ণুর পূজা করিতে পারে নাই, তাহারা নরাকৃতি পশু ; তাহাদের মানবজন্ম বৃথা ।

অদীক্ষিতস্য বামোরু কৃতং সৰ্ব্বং নিরর্থকম্ ।

পশুযোনিমবাপ্নোতি দীক্ষাবিরহিতো জনঃ ॥

—স্কন্দপুরাণম্ ।

যে মানব অদীক্ষিত তাহার সমস্ত কৰ্ম্মই নিষ্ফল । অদীক্ষিত ব্যক্তি দেহান্তে পশুযোনি প্রাপ্ত হয় ।

অবিজ্ঞায় বিধানোক্তাং হরিপূজাবিধিক্রিয়াম্ ।

কুৰ্ব্বন্ ভক্ত্যা সমাপ্নোতি শতভাগং বিধানতঃ ॥

—ভক্তিসন্দর্ভ-ধৃত-বিষ্ণুরহস্য-বচনম্ ।

শাস্ত্রে আছে, যে কোন প্রকারে বিষ্ণুর আরাধনা করিলেই জীব স্ফুৰ্ণ ফল প্রাপ্ত হয় ; তবে দীক্ষাদি গ্রহণ করিয়া পূজা করিতে হইবে, এই শাস্ত্র বিধাতার তাৎপর্য্য কি ? এই আশঙ্কায় শাস্ত্রকার বলিতেছেন,—পূৰ্ব্ব মহাজনগণ যে বিধানে হরিপূজা করিয়া গিয়াছেন, অদীক্ষিত ব্যক্তি যদি অবিকল সেই বিধানে পূজাদি করে, তাহা হইলে পূজাফলের শত ভাগের এক ভাগ মাত্র প্রাপ্ত হয় । এটিও ভাগবত ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বুঝিতে হইবে ।

দীক্ষা সম্বন্ধে শাস্ত্রপ্রমাণ যথেষ্ট আছে, সকলগুলি লিখিতে গেলে গ্রন্থবাহুল্য হয় । তবে মোটের উপর সকলেরই জানা উচিত যে, দীক্ষা দ্বারা জীবের এক নূতন জীবন গঠিত হয় । অজ্ঞান ব্যক্তিরও দীক্ষা প্রভাবে দিব্য জ্ঞানের উন্মেষ হয় । দীক্ষাই মনুষ্যের প্রকৃত মনুষ্যত্ব আনয়ন করে ।

দিব্যজ্ঞানং যতো দৃঢ়াৎ কুৰ্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্ ।

তস্মাদ্দীক্ষেন্ধি সা . প্রাপ্তা দেশিকৈস্তুত্বকোবিদৈঃ ॥

অতো গুরুং প্রণম্যৈব সর্বস্বং বিনিবেদ্য চ ।

গৃহীয়াদ্ বৈষ্ণবং মন্ত্রং দীক্ষাপূর্ব্বং বিধানতঃ ॥

৩

—বিষ্ণুসামলঃ ।

মায়ামুগ্ধ জীবকে দিব্য জ্ঞান দান করে ও অশেষ-জন্ম-সঞ্চিত পাপ-রাশি ক্ষয় করে, সেই জন্য তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ দীক্ষা এই নামকরণ করিয়াছেন । অতএব গুরুকে প্রণাম করিয়া, তাঁহাকে দেহ ও দৈহিক সর্বস্ব বিনিবেদন করিয়া, বিধিপূর্ব্বক বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করিবে ।

তপস্বিনঃ কৰ্ম্মনিষ্ঠাঃ শ্রেষ্ঠান্তে বৈ নরা ভূবি ।

প্রাপ্তা যৈস্তু হরেদীক্ষা সর্বদুঃখবিমোচনী ॥

—স্কন্দপুরাণম্ ।

যে সমস্ত ব্যক্তি ভাগ্যক্রমে সৰ্ব্বভূত-বিমোচন-কারিণী ‘বিষ্ণুদীক্ষা’ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা তপস্বী, তাঁহারা কৰ্মনিষ্ঠ—তাঁহারা শ্রেষ্ঠ ।

অধিক কি বলিব, দীক্ষা জীবকে সমুন্নত করে, দীক্ষা জীবের সাত্ত্বিক স্বভাব আনয়ন করিয়া মানুষকে দেবতার উপরিস্তরে স্থাপন করে ।

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যো রসবিধানতঃ ।

তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্ ॥

যেমন যথাযোগ্য ভাবে রাসায়নিক ক্রিয়াপ্রয়োগে কাংস্য স্বর্ণরূপে প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সুবিধানক্রমে দীক্ষাগ্রহণ করিলে, মানব যাত্রাই দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হয় ।

এই শ্লোকের অর্থ না বুঝিয়া অনেক অনেক অপসিদ্ধান্ত করিয়া বসেন । এক সম্প্রদায় আছেন, তাঁহারা এই শ্লোকবলে দীক্ষার পর শূদ্রের উপনয়ন সংস্কারের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন । সেটি কিন্তু সম্পূর্ণ ভ্রমমূলক । দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হয় শব্দের অর্থ—দ্বিজস্বভাব প্রাপ্ত হয় ও দ্বিজত্বলা পূজনীয় হয় । তাহাদের যে উপনয়ন সংস্কার হইবে, এটি শাস্ত্রসিদ্ধান্ত নহে । শ্রীশ্রীজীব-গোস্বামিপাদ “স্বাদোতপি সত্যঃ সবনায় কল্পতে” এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় আলোচনা করিয়াছেন, শ্রীশ্রীভগবানের নাম-গ্রহণাদি করিলে অতি নীচ জাতিও পবিত্র হয় সত্য, কিন্তু যেমন ব্রাহ্মণ-বালকের জন্মগত ব্রাহ্মণ্য থাকিলেও সাবিদ্যা জন্ম অর্থাৎ উপনয়ন সংস্কার না হইলে বেদাদি পাঠের অধিকার জন্মে না, সেইরূপ শ্রীশ্রীভগবানের নাম-প্রভাব পবিত্র হইলেও তাহার দ্বিজোচিত কৰ্ম করিতে জন্মান্তরের অপেক্ষা থাকে । বিশেষ জানিতে ইচ্ছা হইলে, শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি গ্রন্থ আলোচনা করিবেন ।

∴ যাহা হউক, নানা শাস্ত্র আলোচনায় স্পষ্টই বুঝা যায়, প্রত্যেকেরই দীক্ষিত হইয়া শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধ-বিশেষ স্থাপন করা নিতান্ত

প্রয়োজনীয় । কোনও উন্নতাত্মা মহাপুরুষের চরণাশ্রয় করিলে, তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তিপ্রভাবে হীনশক্তি জীবেরও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন হইয়া থাকে, ইহাই দীক্ষাগ্রহণের প্রকৃত উদ্দেশ্য । যেমন সূর্য্যকান্ত মণির (আতস কাচ) মধ্য দিয়া সূর্য্যকিরণ সঞ্চারিত হইয়া তৃণাদি দগ্ধ করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ ভগবানের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট মহাপুরুষের মধ্য দিয়া মনুষ্যজাতি রূপে ভগবচ্ছক্তি সঞ্চারিত হইয়া হীনশক্তি জীবের পাপতাপ দগ্ধ করিয়া তাহাকে নির্মল ও সমুন্নত করে । এই জন্যই পরম কারুণিক ঋষিগণ অনাদিকাল হইতে দীক্ষা দ্বারা আত্মার উন্নতি সাধনের ব্যবস্থা দিয়া আসিতেছেন ।

শ্রী গুরুতত্ত্ব ।

দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইলে, শ্রী গুরুর পদাশ্রয় একান্ত কর্তব্য । বিশেষতঃ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থ-সম্মত চৌষটি মন্ত্র ভজনের প্রথমাদ্ধই গুরু-পদাশ্রয় ।

গুরুপাদাশ্রয়স্তস্ম্যাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদিশিক্ষণম্ ।

—শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ ।

প্রথমে গুরুপাদাশ্রয় করিয়া তাঁহার নিকট কৃষ্ণদীক্ষা ও পূজাদি ভজনাঙ্গ শিক্ষা করিবে ।

শ্রী গুরুর তত্ত্ব না জানিলে, তাঁহার পদাশ্রয় প্রভৃতি করিবার সুযোগ ভালরূপে পাওয়া যায় না । কাজেই প্রথমতঃ শ্রী গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করা কর্তব্য । শাস্ত্রে দেখিতে পাই—

আচার্য্যং মাং বিজ্ঞানীয়াৎ নাবমশ্ৰোত কহিচিৎ ।

ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্বদেবময়ে গুরু ॥

—শ্রীমদ্ভাগবতম্ ।

শ্রীভগবান্ উদ্ভবকে বলিতেছেন,—গুরু আমাকেই জানিবে । অর্থাৎ
সামান্য জীব সামান্য ইন্দ্রিয় দ্বারা আমার প্রকৃত স্বরূপগ্রহণ করিতে
পারে না বলিয়া আমিই ভক্তশ্রেষ্ঠরূপে তাহাদিগকে নিজতত্ত্ব উপদেশ
দেই । অতএব গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি করিবে না—গুরু সর্বদেবময় ।

যো গুরুঃ স হরিঃ সাক্ষাদ্ যো হরিঃ স গুরুঃ স্বয়ম্ ।

গুরুর্হস্য ভবেৎ তুষ্টিস্তস্য তুষ্টিঃ স্বয়ং হরিঃ ॥

গুরুই সাক্ষাৎ হরি এবং হরিই জীবের গুরু ; গুরু বাহার উপর সন্তুষ্ট
হন, ভগবান্ও তাহার উপর সন্তুষ্ট থাকেন ।

হারৌ কৃষ্ণে গুরুস্তাতা গুরৌ কৃষ্ণে ন কশ্চন ।

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন গুরুমেব প্রসাদয়েৎ ॥

কাহারও উপর ভগবান্ কৃষ্ণ হইলেও যদি গুরু তুষ্ট থাকেন, তাহা
হইলে ভগবান্ তাহাকে আবার করুণা করেন, কিন্তু যদি গুরু কৃষ্ণ হন,
তাহা হইলে অশেষ প্রকারে শ্রীভগবদ্ভজন করিলেও ভগবান্ তাহার
উপর সন্তুষ্ট হন না । অতএব সর্বপ্রযত্নে গুরুদেবকে প্রসন্ন রাখিবে ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে,—প্রভু সীতানাথের শিষ্য
শ্রীকমলাকান্ত বিশ্বাসের উপর শ্রীমন্নহাপ্রভু কোন কারণবশতঃ কৃষ্ণ
হইয়া তাহাকে অপরাধী করেন ও নিকটে আসিতে বারণ করেন ।
কমলাকান্ত মনের দুঃখে শ্রীমন্নহাপ্রভুর করুণার দিকে দৃষ্টি করিয়া
তাহার চক্ষুর অন্তরালেই থাকেন । সময়ে প্রভু সীতানাথ আসিয়া প্রিয়
শিষ্য কমলাকান্তকে না দেখিয়া শ্রীশ্রীমন্নহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—
প্রভো কমলাকান্ত কোথায় ? তদন্তরে শ্রীমন্নহাপ্রভু বলিলেন,—আমি
তাহাকে অপরাধী করিয়াছি । এই কথা শ্রবণমাত্র প্রভু সীতানাথের
সর্বশরীর রোমাঞ্চিত,—নয়নে দরদর ধারে অশ্রুপাত । গদগদ কণ্ঠে
বলিলেন,—কমলাকান্ত ধন্য ! তাই সে প্রভুর দণ্ডরূপ কৃপা পাইয়াছে,

আমার কখনও এমন ভাগ্য হয় নাই । এই কথা শুনিয়া ও এই ভাব দেখিয়া শ্রীমন্নহাপ্রভু প্রভু সীতানাথকে বলিলেন,—আচার্য্য ! তুমি তাহার গুরু, তাহার উপর তোমার যখন এত কৃপা, তখন আমি আর কেমন করিয়া তাহাকে অপরাধী করি ? এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ কমলাকান্তকে ডাকিয়া প্রভু কৃপালিঙ্গন দিয়া কৃতার্থ করিলেন ।

এইরূপ নানা প্রমাণে পাওয়া যায়,—গুরুকৃপাই জীবের একমাত্র ভরসা ও গুরুতে কদাপি মনুষ্য বুদ্ধি করিবে না ; সর্বদা তাঁহাকে তুষ্ট রাখিবে । শাস্ত্রে এই গুরু ত্রিবিধ দেখিতে পাওয়া যায় । যথা—

শ্রবণগুরু বা বহ্যোদ্দেশক গুরু, দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু । প্রথমতঃ কোনও অনির্বাচনীয় ভাগ্যবশে শ্রীশ্রীভগবদ্ভজন-মার্গে শ্রদ্ধা হইলে যাহার নিকট ভজনতত্ত্ব কিংবা ভজনপথের কিঞ্চিৎ শ্রবণ করিয়া জীব গুরু-পদাশ্রয় করিয়া দীক্ষাদি গ্রহণপূর্বক ভজনে প্রবৃত্ত হয়, শাস্ত্র তাঁহাকে শ্রবণগুরু বলেন ।

তস্মাদ্গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্ ।

শাক্তে পরে চ নিষাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্ ।

পরম পুরুষার্থ লাভাকাজক্ষী ব্যক্তি শাস্ত্র ও ভগবানে জ্ঞানসম্পন্ন গুরুর শরণাপন্ন হইবেন ও তাঁহার নিকট ভজনপথের উদ্দেশ্য জানিবেন ।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভে এই বচনটি শ্রবণগুরু সম্বন্ধে উদ্ধৃত করিয়াছেন ।

মহাজনের আচারেও দেখা যায়, লীলাশুক শ্রীবিশ্বমঙ্গল ঠাকুর গুরুবন্দনা করিতে ত্রিবিধ গুরুরই বন্দনা করিয়াছেন ।

চিস্তামনির্জয়তি সোমগিরিগুরুমে

শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্ শিখিপিজ্জমৌলিঃ ॥ ইত্যাদি

• আমার বয়োদেশক গুরু—চিন্তামণির জয় হউক—দীক্ষাগুরু
সোমগিরিপাদের জয় হউক—শিক্ষাগুরুর জয় হউক ইত্যাদি । •

যাঁহার নিকট বিষ্ণুদীক্ষা গ্রহণ করা হয়, তিনি দীক্ষাগুরু ও যাঁহার
নিকট ভজনাদি শিক্ষা করা যায়, তিনি শিক্ষাগুরু ।

শ্রবণগুরু ও শিক্ষাগুরু বহু হইতে পারেন, কারণ যত মহাত্মার
নিকট ভজন শিক্ষা কিংবা ভজনপথের উদ্দেশ্য পাওয়া যাইবে, সকলেই
শিক্ষাগুরু ও শ্রবণগুরু । শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় শ্রীচরিতা-
মৃতে লিখিয়াছেন—

শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ,
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ,
এই ছয় গুরু শিক্ষাগুরু যে আমার ।

ইহাতে শিক্ষাগুরুর বহুত্ব যে মহাজনসম্মত, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায় ।
শিক্ষাগুরু ও শ্রবণগুরুও কৃষ্ণের স্বরূপ ।

শিক্ষাগুরুকে ত জানি কৃষ্ণের স্বরূপ ।

অন্তর্যামী ভক্তশ্রেষ্ঠ এই দুই রূপ ॥

• শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ।

ভগবানের তত্ত্ব ভগবান্ ছাড়া আর কে জানিতে পারে ? তাই
ভগবানই অন্তর্যামী ও ভক্তশ্রেষ্ঠ রূপে জীবকে নিজের তত্ত্বোপদেশ
করিয়া থাকেন ।

মোট কথা, সমস্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে—গুরু দেবতা ও মনুষ্য এই
তিনই এক পদার্থ ; এ তিনে ভেদ জ্ঞান থাকিলে কখনই কেহ সিদ্ধি
লাভ করিতে পারেন না ; অতএব গুরুতত্ত্ব জানিয়া শাস্ত্রোপদেশ যত
তাঁহার চরণশ্রুয় করিতে পারিলে অনায়াসে ভববন্ধন মোচন হয়,
তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই ।

শ্রী গুরু-নির্বাচন ।

শ্রী গুরু-পদাশ্রয়ে জীব পরম পুরুষার্থ লাভ করিতে পারে, ইহাতে কোন শাস্ত্রেরই মতদ্বৈধ নাই ; কিন্তু এই গুরু নির্বাচন করা বড় কঠিন ব্যাপার । রোগার্ন্ত ব্যক্তি রোগোপশমের জন্য অসদ্বৈষ্ণোর আশ্রয় গ্রহণ করিলে যেমুন রোগমুক্ত হওয়া দূরে থাকুক, আরও রোগ বাড়িয়া যায়, সেইরূপ ভবরোগগ্রস্ত ব্যক্তিও অসদগুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিলে সংসার ক্ষয় হওয়া দূরে থাকুক, আরও নানাপ্রকার অপরাধে পতিত হইয়া নরক ভোগ করে ।

সদগুরু পাওয়ে ভেদ বাতাওয়ে জ্ঞান করি উপদেশ ।
কয়লাকে ময়লা ছোড়ে যব্ আগ্ করে পর্বেশ ॥

প্রকৃত অগ্নি স্পর্শ না হইলে কয়লার ময়লা কাটে না ; তাই শাস্ত্র-কারগণ গুরুর নানা প্রকার লক্ষণ করিয়াছেন । শাস্ত্রীয় লক্ষণদ্বারা গুরু পরীক্ষা করিয়া দীক্ষা গ্রহণ প্রকৃত যুম্মুর একান্ত কর্তব্য । এই গুরু-পরীক্ষা না থাকায় বর্তমান সময়ে আমাদের চিরন্তন ভজনপ্রথা এক প্রকার লোপ পাইতে বসিয়াছে । যাহা হউক কয়েকটি শাস্ত্রীয় গুরুলক্ষণ আলোচনা করা যাইতেছে—

বিপ্রং প্রধ্বস্তকামপ্রভৃতি রিপুঘটং নিশ্চলাঙ্গং গরিষ্ঠাং

ভক্তিং কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি পঙ্কেরুহযুগলরজোরাগিনীমুদ্রহস্তম্ ।

বেত্তারং বেদশাস্ত্রাগমধিমলপথাং সন্ন্যতং সৎসু দাস্তম্

বিদ্যাং যঃ সংবিবিৎসুঃ প্রবণতনুমনা দেশিকং সংশ্রয়েত ॥

—শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃতক্রমদীপিকাভট্টনম্ ।

কাম ক্রোধাদি রিপুগণকে যিনি সম্যকপ্রকারে জয় করিয়াছেন, যিনি নিশ্চলাঙ্গ অর্থাৎ কুর্মা দি মহামোক্ষহীন, শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে

ঋহাষ অহৈতুকী ঐকান্তিকী ভক্তি, যিনি বেদ পুরাণ তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্র-
দর্শী, যিনি পূর্ব মহাজনগণের আচারনিষ্ঠ, যিনি সাধুগণের প্রিয়, যিনি
ইন্দ্রিয়গণকে স্ববশে রাখিতে পারেন,—এতাদৃশ ব্রাহ্মণ গুরুর নিকট
বিদ্যা অর্থাৎ মন্ত্র গ্রহণের জন্ত দেহ মন নত করিবে । অর্থাৎ এতাদৃশ
গুরুই আশ্রয় করিবে ।

শ্রুতিতেও আছে—

তদ্বিজ্ঞানার্থং সদগুরুমেবাভিগচ্ছেৎ ।

অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা জানিবার জন্ত সদগুরুর নিকটেই গমন করিবে ।

সদগুরুর পরীক্ষার জন্ত শাস্ত্রে কতকগুলি লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন ।
সেইগুলি পর্যালোচনা করিলেই সদগুরু কি না, তাহা অনন্দ্রাসেই
বুঝিতে পারা যায় ।

অবদাতাম্বয়ঃ শুদ্ধঃ স্বেচিতাচারতৎপরঃ ।

আশ্রমী ক্রোধরহিতো বেদবিৎ সর্বশাস্ত্রবিৎ ॥

শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ প্রিয়বাক্ প্রিয়দর্শনঃ ।

শুচিঃ স্তবেশস্তরুণঃ সর্বভূত-হিতে রতঃ ।

ধীমান্নুদ্ধতমতিঃ পূর্ণোহহস্তাবিদর্শকঃ ।

সগুণোচ্চাস্তু কৃতধীঃ কৃতজ্ঞঃ শিষ্যবৎসলঃ ।

নিগ্রহানুগ্রহে শক্তো হোমমন্ত্রপরায়ণঃ ॥

উহাপোহপ্রকারজ্ঞঃ শুদ্ধাত্মা যঃ কৃপালয়ঃ ॥

ইত্যাদিলক্ষণৈরুক্তো গুরুঃ স্যাৎগরিমান্মুখিঃ ।

—শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত-মন্ত্রমুক্তাবলীবচনম্ ।

যিনি অশ্রুতিত কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, নিজের শুদ্ধ অর্থাৎ কখনও
ঋহাষ কোন পাপিত্য দোষ জন্মে নাই, বর্ণাশ্রমাদি-বিহিত শাস্ত্রাচার-

সম্পন্ন, আশ্রমী অর্থাৎ যিনি গৃহস্থাদি আশ্রমধর্মবহির্ভূত নহেন, ক্রোধশূন্য, বেদজ্ঞ, সর্বশাস্ত্র-তাৎপর্য্যবিৎ, শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসসম্পন্ন, অস্বয়াহীন অর্থাৎ যিনি কাহারও গুণে দোষারোপ করেন না, প্রিয়বাদী, প্রিয়দর্শন অর্থাৎ যাহাকে দেখিলেই আনন্দ বোধ হয়, শুদ্ধ, স্ববেশ অর্থাৎ নিজের সম্প্রদায়োচিত বেশ-ভূষায় ভূষিত, তরুণ অর্থাৎ অতি বৃদ্ধ নহেন, সর্বপ্রাণীর হিতে রত, বুদ্ধিমান, ঔদ্ধত্যরহিত, পূর্ণ অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষারহিত, অহন্তা অর্থাৎ হিংসাবিহীন, বিমর্শক অর্থাৎ বিবেচক, বাৎসল্যাদি গুণযুক্ত, ভগবৎপূজানিরত, কৃতজ্ঞ, শিষ্যের প্রতি বাৎসল্যযুক্ত, নিগ্রহ ও অল্পগ্রহে সমর্থ, হোম-মন্ত্রাদিপরায়ণ, তর্কবিতর্কাদি দ্বারা শাস্ত্রীয় মতামত খণ্ডন-মণ্ডনে সমর্থ, শুদ্ধচিত্ত, দয়ালু,—এতাদৃশ গুরুই গরিমার নিধি অর্থাৎ গৌরবের যোগ্য । এইরূপ গুরুর পদাশ্রয় করাই শাস্ত্রসম্মত ।

অগস্ত্য-সংহিতায় লিখিত আছে—

দেবতোপাসকঃ শান্তো বিষয়েষপি নিম্পৃহঃ ।

অধ্যাত্মবিদ ব্রহ্মবাদী বেদশাস্ত্রার্থ-কোবিদঃ ॥

উদ্ধর্তুং চৈব সংহর্তুং সমর্থো ব্রাহ্মগোন্তমঃ ।

তদ্বজ্ঞো যজ্ঞমজ্ঞাণাং মর্শ্মভেদো রহস্যবিৎ ॥

পুরুষচরণকৃৎকোমমন্ত্রসিদ্ধঃ প্রয়োগবিৎ ।

তপস্বী সত্যবাদী চ গৃহস্থো গুরুরুচ্যতে ॥

দেবতাপূজনকারী, শমগুণযুক্ত, বিষয়ে স্পৃহাশূন্য, অধ্যাত্মতত্ত্বজ্ঞানী, বেদাধ্যাপক, বেদশাস্ত্রার্থপারগ, মন্ত্রোচ্চার-মন্ত্রসংহার প্রভৃতি করিতে সুনিপুণ ।

• ব্রাহ্মগণশ্রেষ্ঠ, যজ্ঞমন্ত্র প্রভৃতির তত্ত্বজ্ঞ, সংশয়-নিরাস করিতে সমর্থ

শাস্ত্রের গূঢ়ার্থবিৎ, পুরস্চরণ হোম মন্ত্র প্রভৃতি সিদ্ধ ও পুরস্চরণাদি প্রয়োগে দক্ষ, তপস্যাসম্পন্ন, সত্যবাদী—এই সকল গুণসম্পন্ন গৃহস্থ গুরুই শাস্ত্রসম্মত ।

পরিচর্য্যাযশোলাভলিপ্সুঃ শিষ্যাদ্ গুরুন হি ।

কৃপাসিদ্ধুঃ সুসম্পূর্ণঃ সর্বসম্ভোপকারকঃ ॥

নিম্প্ৰহঃ সর্বতঃ সিদ্ধঃ সর্ববিদ্যাবিশারদঃ ।

সর্বসংশয়-সংচ্ছেদানলসো গুরুরাহতঃ ॥

বিষ্ণুস্মৃতিঃ ।

যে গুরু শিষ্যের নিকট সেবা যশঃ ও ধন লাভের ইচ্ছা করেন, তিনি কদাপি গুরুপদের যোগ্য হইতে পারেন না । পরন্তু যিনি দয়ার সাগর, সর্বগুণসম্পন্ন ও আকাজক্ষারঞ্জিত, সর্বপ্রাণীর হিতকারী, স্পৃহাশূন্য, সর্ববিষয়ে সিদ্ধ, সমস্ত বিদ্যায় প্রবীণ, সর্ব সন্দেহ নিরাস করিতে সমর্থ ও আলস্যরহিত, তিনিই প্রকৃত গুরুপদবাচ্য ।

এতাদৃশ বহু গুরুলক্ষণ শাস্ত্রে বর্ণিত আছে ; মুখ্য মুখ্য গুণের এখানে সন্নিবেশ করা গেল । গুরুসম্বন্ধে আরও একটি বিশেষ বিচারের প্রয়োজন আছে ; সেটি অণ্ড কিছুই নহে ; বর্ণ ব্যবস্থা । হীন বর্ণ শূদ্রাদি উত্তম বর্ণ ব্রাহ্মণাদিকে দীক্ষা দিতে পারেন কি না, এ সম্বন্ধে একটি তুমুল বিরোধ সম্প্রদায়ের মধ্যে আছে । অনেকেরই ধারণা শ্রীশ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় কায়স্থ ছিলেন, অথচ তাঁহার ব্রাহ্মণ শিষ্যের কথা শুনা যায় ; তদুত্তরে আমরা বলি, শ্রীনরোত্তম দাসের কায়স্থ দেহ পরিবর্তিত হইয়াছিল ; কারণ শ্রীশ্রীমন্নহাপ্রভু শ্রীনরোত্তম দাসের জন্মপদ্মাগর্ভে প্রেম নিহিত রাখিয়াছিলেন ; তখন শ্রীনরোত্তম দাসের জন্মকৃত্য নাই ; তাহার পর শ্রীনরোত্তম দাস রাজপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, একদিন পদ্মায় স্নান করিতে গিয়াছেন ;

জ্ঞান করিয়া উঠিয়াই আর সে নরোত্তম নাই ! • তাঁহার দেহ কৃষ্ণবর্ণ ছিল, তাহার পরিবর্তে তপ্ত কাঞ্চনের গায় বর্ণ হইয়াছে এবং বিষয়ী রাজপুত্রের সে বিষয়-ভোগ-লালসা কোথায় অন্তহিত হইয়াছে,— কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর, নয়নে দরদর অশ্রু পতন হইতেছে, অঙ্গে স্তম্ভ শ্বেদ পুলক প্রভৃতি সাত্ত্বিক বিকার, মুখে কৃষ্ণ নাম ইত্যাদি । ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়, নরোত্তমের কায়স্থ দেহের পরিবর্তে এক অপ্রাকৃত দেহের আবির্ভাব হইয়াছিল ; সে অবস্থায় তিনি ব্রাহ্মণ কেন, দেবতারও গুরু হইতে পারেন ।

“কিবা বিপ্র কিবা শ্যাসী শূদ্র কেনে নয় ।

যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়” ॥

ইত্যাদি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-বাক্য শ্রবণগুরু সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হইয়াছে,—দীক্ষা গুরু সম্বন্ধে নহে ।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস দীক্ষাগুরু সম্বন্ধে যাহা আলোচনা করিয়াছেন, তাহা নিম্নে দেওয়া গেল । •

ব্রাহ্মণঃ সর্বকালজ্ঞঃ কুর্য্যাৎ সর্বেষ্বনুগ্রহম্ ।

তদভাবাদ্ভিজশ্রেষ্ঠ ! শাস্ত্রাত্মা ভগবান্ময়ঃ ॥

ভাবিতাত্মা চ সর্বজ্ঞঃ শাস্ত্রজ্ঞঃ সংক্রিয়াপরঃ ।

সিদ্ধিত্রয়সমায়ুক্ত আচার্য্যত্বেহভিষেচিতঃ ।

ক্ষত্রুবিটশূদ্রজাতীনাং ক্ষত্রিয়োহনুগ্রাহে ক্ষমঃ ।

ক্ষত্রিয়স্যাপি চ গুরোরভাবাদীদৃশো যদি ।

বৈশ্যঃ স্যাৎ তেন কার্য্যশ্চ দ্বয়ে নিত্যমনুগ্রহঃ ।

সজাতীয়েন শূদ্রেণ তাদৃশেন মহামতে ।

অনুগ্রহাভিষেকৌ চ কার্য্যে শূদ্রস্য সর্বদা ॥

— শ্রীনারদপঞ্চরাত্রবচনম্ ।

শ্রীভগবান্ নারদকে বলিতেছেন,— হে নারদ ! যে ব্রাহ্মণ কালজ্ঞ অর্থাৎ পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রোক্ত দীক্ষাপযুক্ত পঞ্চকালের তত্ত্বদর্শী এবং পূর্বোক্ত লক্ষণযুক্ত, তিনিই সর্ববর্ণকে মন্ত্র প্রদান পূর্বক অনুগ্রহ করিবেন । এতাদৃশ ব্রাহ্মণগুরুর যদি অভাব হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রস্বভাব, ভগবন্ময় অর্থাৎ সর্বভূতে যিনি ভগবদ্বিভূতিজ্ঞান-যুক্ত, শুদ্ধচিত্ত, দীক্ষাবিধানাদি সম্বন্ধে প্রধান, শাস্ত্রদর্শী, সংক্রিয়ান্বিত, সিদ্ধিত্রয়যুক্ত অর্থাৎ পুরশ্চরণ দ্বারা মন্ত্র, গুরু ও দেবতার সাধন সম্পন্ন ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের দীক্ষা দানে অধিকারী হইতে পারেন । এতাদৃশ ক্ষত্রিয়ের অভাব হইলে, পূর্বোক্ত গুণযুক্ত বৈশ্য, বৈশ্য ও শূদ্রের দীক্ষাগুরু হইতে পারেন । এতাদৃশ বৈশ্যেরও যদি অভাব হয়, তাহা হইলে পূর্বলক্ষণাক্রান্ত শূদ্র শূদ্রের দীক্ষাগুরু হইতে পারেন ।

হীনবর্ণ শূদ্রাদি যে উত্তমবর্ণ ব্রাহ্মণাদির গুরু হইতে পারেন না, এ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণের অভাব নাই ।

বর্ণোক্তমেহথুচ গুরৌ সতি বা বিশ্রুতেহপি চ ।

স্বদেশতোহথবাগ্নত্ৰ নেদং কার্য্যং শুভার্থিনা ॥

বিদ্যমানে তু যঃ কুর্য্যাৎ যত্র তত্র বিপর্য্যয়ম্ ।

তশ্চেহামুত্র নাশঃ স্যাৎ তস্মাচ্ছাস্ত্রোক্তমাচরেৎ ।

ক্ষত্রবিট্শূদ্রজাতীয়ঃ প্রাতিলোম্যং ন দীক্ষয়েৎ ॥

শ্রীনারদপঞ্চরাত্র-বচনম্ ।

বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ গুরু স্বদেশে কিংবা অগ্নত্ৰ বিদ্যমান থাকিলে কখনই আত্মহিতাকাঙ্ক্ষী ক্ষত্রিয়াদি মন্ত্র প্রদান করিবেন না । অর্থাৎ পূর্ব বচনে বলা হইয়াছে, ক্ষত্রিয় যোগ্য হইলে ক্ষত্রিয়াদি তিন বর্ণের গুরু হইতে পারেন । এই বচনে তাহাই বিশেষ করিয়া বলিতেছেন,—যদি কোন প্রকারে ব্রাহ্মণ গুরু অনুসন্ধান করিয়া না পাওয়া যায়, তবেই ক্ষত্রিয়াদি

মন্ত্র প্রদান করিবেন ; নচেৎ নহে । যদি ব্রাহ্মণ গুরু বিদ্যমান থাকিতে ক্ষত্রিয়াদি মন্ত্র প্রদান করেন, তাহা হইলে তাঁহার ইহলোকে ও পরলোকে বিশেষ হানি হয় । অতএব শাস্ত্রানুসারে কার্য্য করিবে ।

ক্ষত্রিয়াদির মন্ত্র প্রদানের বিশেষ ব্যবস্থা এই যে, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র কদাপি প্রতিলোম ক্রমে অর্থাৎ হীনবর্ণ হইয়া উচ্চবর্ণকে দীক্ষা দিবেন না । •

ব্রাহ্মণই সকলের গুরু হইবেন, এ বিষয়ে সর্ব শাস্ত্রেরই একমত ।

মহাভাগবত-শ্রোষ্ঠা ব্রাহ্মণো বৈ গুরুর্নৃণাম্
সর্বেষামেব লোকানাং সচ পূজ্যো যথা হরিঃ ॥

পদ্ম-পুরাণম্ ।

ভাগবত-চূড়ামণি ব্রাহ্মণই সমস্ত বর্ণের গুরু ; শ্রীভগবানের আশ্রয় তিনি সকলের পূজ্য ।

• কিন্তু বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ সহজে শাস্ত্রে আর একটি বিশেষ নিয়ম করিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণ স্বরূপতঃ সকল বর্ণের গুরু হইলেও দীক্ষা গ্রহণে বৈষ্ণব ব্রাহ্মণই আদরণীয় ।

মহাকুল-প্রসূতোহপি সর্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ ॥

পদ্ম-পুরাণম্ ।

দোষ-সম্পর্ক-বিহীন, উত্তম কূলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, বেদের সহস্র শাখা অধ্যয়ন করিয়াছেন, সর্ব যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছেন, এতাদৃশ ব্রাহ্মণও যদি অবৈষ্ণব অর্থাৎ বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত না হন, তাহা হইলে তিনি কদাপি বৈষ্ণবের গুরু হইতে পারেন না অর্থাৎ বিষ্ণুমন্ত্র প্রদান করিতে পারেন না ।

• শাস্ত্রে আরও লিখিত আছে—

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্ৰেণ নিরয়ং ভজেৎ ।

পুনশ্চ বিধিনা সম্যক্ গ্রাহয়েৎ বৈষ্ণবাদ্গুরোঃ ॥

শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রম্ ।

যিনি বিষ্ণু মন্ত্ৰোপাসক নহেন, তাঁহার নিকট বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করিলে, নরকগামী হইতে হয় । যদি দৈবাৎ কেহ অবৈষ্ণবের নিকট বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে পুনশ্চ বিধিপূর্বক বৈষ্ণব গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবেন ।

গুরু সম্বন্ধে বহু বিচার আছে । গুরু-নির্বাচন একটি সহজ কার্য্য নহে । আজ কাল আমাদের দেশ হইতে গুরু-নির্বাচন-প্রথা একে বারে উঠিয়া গিয়াছে । সঙ্কে সঙ্কে সাধন-পথ লোপ পাইয়াছে । কুলগুরু-প্রথায়া অশেষ প্রকারে ভজন-রাজ্যের অকল্যাণ সাধিত হইতেছে । কুলগুরু অত্যন্ত অসদাচার-সম্পন্ন হইলেও ভ্রম ধারণার বশবর্তী হইয়া লোকে তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে । কিন্তু বিবেচনা করা উচিত যে, আত্মোন্নতি করিতে হইলে, কোন এক মহাত্মার চরণে শরণাপন্ন হইতে হয় । যিনি সর্বপ্রকারে আগারই মত বা আমা হইতেও নীচ; তাঁহাকে ধরিয়া আমি কেমন করিয়া আত্মোন্নতি করিব ? আমাদের সম্প্রদায়ের আদি গুরু শ্রীশ্রীমন্নহাপ্রভু, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীশ্রীগদাধর প্রভু, শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী—ইঁহারা কেহই কুলগুরুর অপেক্ষা রাখেন নাই । ইঁহারা সকলেই কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত সদাচার-পুণ্যায়ণ, শাস্ত্রাভিজ্ঞ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন ।

শাস্ত্রে গুরুর লক্ষণ বলিয়া শেষে কতকগুলি গুরুর দোষও কীর্তন করিয়াছেন । এই সকল দোষবিশিষ্ট ব্যক্তি গুরু হইতে পারেন না ।—

বহুবাহী দীর্ঘসূত্রী চ বিষয়াদিষু লোলুপঃ ।

হেতুবাদরতো দুৰ্য্যোহবাগ্‌বাদী গুণ-নিন্দকঃ ॥

অরোমা বহুরোমাচ নিন্দিতাশ্রম-সেবকঃ ।

শ্যাবদন্তোহসিতৌষ্ঠশ্চ দুর্গন্ধিখ্যাস-বাহকঃ ॥

দুষ্কলক্ষণসম্পন্নো যদ্যপি স্বয়মীশ্বরঃ ।

বহুপ্রতিগ্রহাসক্ত আচার্য্যঃ শ্রীক্ষয়্যাবহঃ ।

তত্ত্বসাগরঃ ।

বহুভোজনশীল, দীর্ঘমুত্রী, বিষয়-লালসায়ুক্ত, হেতুবাদরত অর্থাৎ ভক্তি ও ভক্তিশাস্ত্র বিরুদ্ধ গুরু তর্ক নিরত, দুষ্ট অর্থাৎ স্বসম্প্রদায়-বিগর্হিত কক্ষকারী, পরনিন্দা বিষয় বার্তা প্রভৃতি-শাস্ত্র-নিষিদ্ধ বাক্য-কথনপ্রিয় ; গুণের নিন্দাকারী অর্থাৎ অপর কাহারও গুণ কীর্ত্তন করিলে, তাহা গায়ে সহ্য হয় না—যেমন করিয়া হউক তাহার একটা দোষ বাহির করিতেই হইবে এতাদৃশ স্বভাবসম্পন্ন, লোমহীন কিংবা বহুলোমযুক্ত, নিন্দিতাশ্রমসেবক অর্থাৎ গৃহস্থ হইয়া গার্হস্থ্য ধর্ম পালন করেন না—সন্ন্যাসী হইয়া সন্ন্যাসধর্ম পালন করেন না ইত্যাদি রূপ, কৃষ্ণদন্ত, কৃষ্ণবর্ণ ওষ্ঠবিশিষ্ট, মুখে দুর্গন্ধযুক্ত, হীনাক্ষ, অধিকাক্ষ প্রভৃতি দুষ্টলক্ষণ-সম্পন্ন, অর্থ-সামর্থ্য থাকিতেও বহু দান গ্রহণকারী, (সম্প্রতি এই দোষটি সংক্রামক হইয়া উঠিয়াছে ; •যাবন্নিব্বাহ প্রতিগ্রহ অর্থাৎ ঠিক বাহাতে নিজের পরিবার পোষণ করা যায়—এইরূপ দান গ্রহণ করাই বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য ; তাহার পরিবর্তে আজ কাল দেখিতে পাই, অর্থের অভাব নাই—অথচ দেশে দেশে ঘুরিয়া বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাহা দ্বারা সুদী কারবার প্রভৃতি নিম্নিত কার্য্য করা হইতেছে ; জিজ্ঞাসা করিলে বলেন—“শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিবার বাসনা আছে, সেইজন্য ঠাকুর-সেবার কিছু সংগ্রহ করিতেছি,—আমার জন্ম কিছুই নহে” ইত্যাদি) । শাস্ত্রে বলেন, এই সমস্ত দোষযুক্ত গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলে •শিষ্য শ্রীভ্রষ্ট হয়, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই ।

আজকাল দেশে অনেক নামজাদা গুরুর মধ্যেও এই সুকল দোষের অভাব নাই ; শিষ্যগণ যথা শাস্ত্র বিচার করিয়া লইলেই ধর্মপথের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হয় । প্রকৃত-গুরু-নির্বাচন-ব্যতীত, দীক্ষা গ্রহণে কোনই ফল নাই ।

শিষ্য-নির্বাচন ।

গুরু-নির্বাচনের মত শিষ্য-নির্বাচনও একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যাপার । নিন্দিত গুরু যেমন শিষ্যের ইহলোক ও পরলোক নষ্ট করেন, সেইরূপ নিন্দিত শিষ্যও গুরুর ইহলোক ও পরলোকের সমস্তই নষ্ট করিয়া থাকে, ইহাতে সন্দেহ নাই । লক্ষণ সম্পন্ন গুরুর অভাব থাকিলেও শিষ্য যদি যোগ্য হন, তাহা হইলে, তিনি নিজ গুণে গুরুর গুরুত্ব স্থাপন করিতে পারেন । শিষ্যের গুণে অনেক নিন্দিত গুরুও প্রশংসিত হইয়াছেন, একরূপ কথা শুনা যায় ।

“গুরু মিলে লাখে লাখে শিষ্য মিলে এক”

এই প্রাচীন কথাটি বড় মিথ্যা নহে ।

শিষ্যলক্ষণ শাস্ত্রে লিখিত আছে ।—

শিষ্যঃ শুদ্ধাশ্রয়ঃ শ্রীমান্ বিনীতঃ প্রিয়দর্শনঃ ।

সত্যবাক্ পুণ্যচরিতোহদব্রধীদম্ববর্জিতঃ ॥

কাম-ক্রোধ-পরিত্যাগী ভক্তশ্চ গুরুপাদয়োঃ

দেবতাপ্রবণঃ কায়মনোবাক্‌ভির্দেবানিশম্ ॥

নীর্ভজো নির্জিতাশেষপাতকঃ শ্রদ্ধামান্বিতঃ ।

দ্বিজদেবপিতৃণাঞ্চ নিত্যমর্চ্যাপরায়ণঃ ॥

যুবা বিনিয়ন্তাশেষকরণঃ করুণালয়ঃ ।

ইত্যাদিলক্ষণৈযুক্তঃ শিষ্যো দীক্ষাধিকারবান্ ॥

মন্ত্রমুক্তাবলী ।

সদ্বংশজাত, শ্রীসম্পন্ন, বিনয়াদিগুণযুক্ত, সুদর্শন, সত্যবাদী, শুদ্ধাচার-সম্পন্ন, বুদ্ধিমান (বুদ্ধিমান না হইলে ভজনতত্ত্ব বুঝিতে পারেন না— অধ্যাত্ম বিজ্ঞান বড়ই সূক্ষ্ম), কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার প্রভৃতি পরিত্যাগী, গুরুভক্ত কায়মনোবাক্যে ভজনীয় দেবতার প্রতি ভক্তিবিশ্বাসী, নীরোগ, পাপজয়ী, শ্রদ্ধাযুক্ত, দেব দ্বিজ ও পিতৃগণের সেবা-পরায়ণ, যুবা (অধিক বয়স হইলে শক্তিহীনতা বশতঃ ভজন বিষয়ে পরিশ্রম করিতে পারে না), ইন্দ্রিয়জয়ী, দয়াশীল,—এতাদৃশ লক্ষণযুক্ত শিষ্য প্রকৃত দীক্ষাধিকারী ।

কেহ আপত্তি করিতে পারেন,—এতাদৃশ লক্ষণ যাহার নাই, তাহার যদি ভগবদ্ভজনে প্রবল বাসনা হয়, তবে কি সে দীক্ষার অভাবে ভজন করিবে না ? তদুত্তরে আমরা বলি—শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, আত্মনিবেদন প্রভৃতি বহুবিধ ভক্ত্যঙ্গ আছে ; সেগুলি যাজন করিতে দোষ কি ? ভজনের পথের ত অভাব নাই । বিশেষতঃ কাহারও কৃষ্ণ-দীক্ষা গ্রহণ করিয়া আত্মশোধন করিবার যদি প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও উৎকণ্ঠা হয়, তাহা হইলে, তাহার আর কোন দোষ থাকে না । দোষ থাকিলেও উৎকণ্ঠার অনলে তাহা ভস্মীভূত হইয়া যায় । অযোগ্য হইলেও তাহার যোগ্যতা জন্মে । প্রকৃত উৎকণ্ঠিত ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, তাহাতে সমস্ত লক্ষণ গুলিই প্রকট হইয়াছে ।

অমান্যমৎসরো দক্ষো নির্মমো দৃঢ়সৌহৃদঃ ।

অসঙ্করোহথজিজ্ঞাসুরনসূরমোঘবাক্ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্ ।

নিরভিমান, পরশ্রীকাতরতাহীন, বিষয়-মমতাহীন, গুরুতে দৃঢ়

প্রীতিযুক্ত, অচঞ্চল-স্বভাব অর্থাৎ ধৈর্যশালী, ভগবান্ ও ভগবদ্ভজনের তত্ত্বজিজ্ঞাসু, পরের দোষাবিকরণ-স্বভাব-শূন্য ও বৃথা আলাপহীন ব্যক্তিই শিষ্যের উপযুক্ত ।

গুরুর যেমন নিন্দিত লক্ষণ আছে, শিষ্যেরও সেইরূপ আছে । যথা—

অলস। মলিন। ক্লিষ্ট। দান্তিকাঃ কৃপণাস্তথা ।
 দরিদ্র। রোগিণো রুষ্টা রাগিণো ভোগলালসাঃ ॥
 অসূয়া মৎসরগ্রস্তাঃ শঠাঃ পরুষবাদিনঃ ।
 অন্যাযোপার্জিতধনাঃ পরদাররতাশ্চ যে ॥
 বিদুষাং বৈরিণশ্চৈব অজ্ঞাঃ পণ্ডিতমানিনঃ ।
 ভ্রষ্টব্রতাশ্চ যে কষ্টবৃত্তয়ঃ পিশুনাঃ খলাঃ ॥
 বহ্বাশিনঃ ক্রুরচেষ্ঠা দুরাত্মানশ্চ নিন্দিতাঃ ।
 ইত্যেবমাদয়োহপ্যন্যে পাপিষ্ঠাঃ পুরুষাধমাঃ ॥

অগস্ত্যসংহিতা । •

যে অলস (অলস হইলে আলস্যের বশবর্তী হইয়া প্রায়ই ভজনবিমুগ্ধ হইয়া থাকে), মলিন, অনর্থকক্লেণকারী, অহঙ্কারী, কৃপণ অর্থাৎ ধনাদির সহায় করিতে অক্ষম, দরিদ্র (এক্ষানে দরিদ্র বলিতে যে ব্যক্তি নিজের অভাব জ্ঞানে মদা অসন্তুষ্ট থাকে এতাদৃশ ব্যক্তি) মহারোগগ্রস্ত, ক্রোধন-স্বভাব, বিষয়াসক্ত, অতান্ত ভোগলালসাবান্, অসূয়াপরায়ণ, মাৎসর্যশীল, শঠ, রুষ্টভাবী, অন্যায় উপায়ে স্তুর্য্যৎ পর-বঞ্চনা প্রভৃতি দ্বারা অর্থোপার্জনশীল ; পরদার-রত, পণ্ডিতগণের সহিত শত্রুতাকারী, নিজে মূর্থ হইয়াও পণ্ডিতাভিমानी, ভ্রষ্টব্রত অর্থাৎ বাহার কোন সংকল্পই কার্য্যে পরিণত হয় না, কষ্টবৃত্তি অর্থাৎ যে জীবিকার জন্য অবৈধ আচার করে, পরদোষদর্শী, পরদুঃখদাতা, বহুভোজনশীল, ক্রুর-কর্ম্মা, দুরাত্মা ও নিন্দিত—এতাদৃশ ব্যক্তিকে কখনও শিষ্য করিবে না ।

অকৃত্যেত্যোহনিবার্য্যাস্চ গুরুশিক্ষাসহিষ্যবঃ ।

এবম্ভূতাঃ পরিত্যাজ্যাঃ শিষ্যে লোককল্লিতাঃ ॥

যদ্ব্যেতে হ্যাপকল্লেরন্ দেবতাক্রোশভাজনাঃ ।

ভবন্তীহ দরিদ্রাস্তে পুত্রদার-বিবর্জিতাঃ ।

নারকশ্চৈব দেহাস্তে তিৰ্য্যকঃ প্রভবন্তি তে ॥

অগস্ত্য সংহিতা ।

যাহাকে অকার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে পারা যায় না, যে গুরুকৃত শাসন সহ্য করিতে পারে না, এবম্ভূত ব্যক্তিকে কখনই শিষ্যত্বে বরণ করিবে না । যদি কেহ লোভের বশবর্তী হইয়া এতাদৃশ ব্যক্তিকে শিষ্য করেন, তবে তিনি দেবতার ক্রোধভাজন হন । দরিদ্র ও স্ত্রী পুত্রাদি বিবর্জিত হন এবং দেহাস্তে নরক ভোগ করতঃ পশু পক্ষী প্রভৃতি যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন ।

জৈমিনিঃ সুগতশ্চৈব নাস্তিকো নগ্নএবচ ।

কপিলশ্চান্ধপাদশ্চ ষড়্ভেতে হেতুবাদিনঃ ॥

এতন্মতানুসারেণ বর্ত্তন্তে যে নরাধমাঃ ।

তে হেতুবাদিনঃ প্রোক্তা স্তেভ্যস্তম্ভং ন দাপয়েৎ ॥

হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রম্ ।

• জৈমিনি, বুদ্ধ, নাস্তিক, দিগম্বর, কপিল ও গৌতম—ইহারা হেতুবাদী ; যাহারা ইহাদের মতানুযায়ী, তাহারাও হেতুবাদী । হেতুবাদীকে কখনই মন্ত্র প্রদান করিবে না ।

নানাবিধ শাস্ত্রালোচনায় স্পষ্টই জানা যায় যে, গুরু ও শিষ্য পরস্পর পরস্পরকে পরীক্ষা না করিয়া কখনই গুরু-শিষ্য-ব্যবহারে রত হইবেন না ।

তয়োঃ পরীক্ষা চাত্যোন্ত্যমেকাঙ্কং সহবাসিতঃ ।

ব্যবহার-স্বভাবানুভবে নৈবাভিজায়তে ॥

হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রম্ ।

এক বৎসর একত্র বাস করিলে, গুরু ও শিষ্যের পরস্পর ব্যবহার ও স্বভাবানুভব দ্বারা পরস্পরের পরীক্ষা হইয়া থাকে ।

তয়ো বৎসরবাসেন জ্ঞাতাত্যোন্ত্যস্বভাবয়োঃ ।

গুরুতা শিষ্যতা চেতি নাত্যগৈবেতি নিশ্চয়ঃ ॥

মন্ত্রমুক্তাবলী ।

গুরু ও শিষ্য এক বৎসর একত্র বাস করিলে, পরস্পর পরস্পরের স্বভাব জানিতে পারেন ; ইহাতেই গুরুত্ব ও শিষ্যত্ব ব্যবহার সুসিদ্ধ হয়—অন্য কোন প্রকারেই হয় না ।

নাসম্বৎসরবাসিনে দেয়াৎ ।

শ্রুতিঃ ।

এক বৎসর একত্র বাস না করিলে, মন্ত্র দিবে না ।

পরীক্ষা না করার বিশেষ দোষ শাস্ত্রে এইরূপ বলেন যে—

রাজ্ঞি চামাত্যজা দোষাঃ পত্নীপাপং স্বভর্তরি ।

তথা শিষ্যার্জিতং পাপং গুরুঃ প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্ ॥

সারসংগ্রহঃ ॥

যেমন অমাত্য-কৃত দোষ নৃপতিতে উপস্থিত হয়, পত্নীকৃত দোষের ফল পতি ভোগ করেন, সেইরূপ শিষ্যকৃত পাপফলও গুরুকে ভোগ করিতে হয় । এইরূপ বহুল শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে । মোট কথা গুরু বা শিষ্য কেহ—কাহাকেও বিশেষভাবে পরীক্ষা না করিয়া মন্ত্র দান বা মন্ত্র গ্রহণ করিবে না । এই পরীক্ষার অভাবেই আগাদের দেশের সুবিমল ধর্মপথ এখন অন্ধ-কণ্টকে আবৃত হইয়া গিয়াছে ।

গুরু ও শিষ্যের কর্তব্য ।

পূর্বোক্ত প্রকারে গুরু ও শিষ্যের লক্ষণ দেখিয়া পরস্পর পরস্পরকে পরীক্ষা করিয়া, গুরুদেব শিষ্যকে কৃষ্ণমন্ত্র প্রদান করিবেন । মন্ত্র প্রদান করিলেই গুরু ও শিষ্যের কর্তব্য শেষ হইল না । প্রত্যুত পরস্পর চির-জীবনের জন্ত এক অভিনব সম্বন্ধ-সূত্রে গ্রথিত হইলেন । গুরু শিষ্যকে নিজ পুত্রবৎ জ্ঞান করিয়া, তাহার হিতচিন্তা ও শাসন প্রভৃতি করিবেন । শিষ্যও গুরুদেবকে সাক্ষাৎ ভগবান্ জ্ঞান করিয়া নিজের দেহ ও দৈহিক সর্বস্ব গুরুর চরণে অর্পণ পূর্বক ভৃত্যবৎ চিরজীবন তাহার আজ্ঞা পালনে তৎপর হইবেন । এতদ্ব্যতীত পরস্পর পরস্পরের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবেন, শাস্ত্রে তাহারও নিয়ম আছে । দীক্ষিত ব্যক্তির স্বপ্নেও যদি গুরুর প্রতি অশ্রদ্ধা কিংবা অবজ্ঞা আসে, তাহা হইলে তাহার আর গতি নাই ;—ইহলোক পরলোক দুই দিকই যাইবে । কাজেই শাস্ত্রলিখিত আচারে গুরুর সহিত ব্যবহার করিতে হইবে । কেহ ইহার কিছুমাত্র অগ্রথা করিবেন না । গুরুর সহিত যথাশাস্ত্র ব্যবহার করা হয় না বলিয়াই—কাহারও ধর্ম্মে উন্নতি নাই বা দুঃখেরও শান্তি নাই । কেহ বলিতে পারেন, আমার গুরুদেব যে ভাবে আজ্ঞা করেন, তাহা পালন করা আমার অসম্ভব । তদুত্তরে আমরা বলি পূর্বে পরীক্ষা কর নাই বলিয়াই এক্ষণে তুমি তাহার ফলভোগ করিতেছ ।

• যাহা হউক, গুরু ও শিষ্যের ব্যবহার সম্বন্ধে শাস্ত্রে যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে লিখিত হইল ।—

উদকুস্তং কুশান্ পুষ্পাং সমিধোহ স্যাহরেৎ সদা ।

মার্জজনং লেপনং নিত্যমঙ্গানাং বাসসাং চরেৎ ॥

নাম্য নিৰ্ম্মাণ্যশয়নং পাছুকোপানহাবপি ।
 আক্রামেদাসনং ছায়ামাসন্দীং বা কদাচন ॥
 সাধয়েদন্তুকাষ্ঠাদীন্ কৃত্যং চান্মৈ নিবেদয়েৎ ।
 অনাপৃচ্ছ্য ন গন্তব্যং ভবেৎ প্রিয়হিতে রতঃ ॥
 ন পাদৌ সারয়েদস্য সন্নিধানে কদাচন ।
 জুস্তাহাস্যাদিকং চৈব কণ্ঠপ্রাবরণং তথা ॥ *
 বর্জয়েৎ সন্নিধৌ নিত্যমথাস্থোঢ়নমেবচ ॥

কর্মপুরাণম্ ।

গুরুদেবের জন্ম জন, কুশ, পুষ্প, সমিধ্ প্রভৃতি প্রত্যহ আহরণ করিবে ।
 [পূর্বপ্রচলিত বৈদিক আচারানুসারে কুশ সমিধ প্রভৃতি আহরণের কথা
 শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে, বর্তমান সময়ে শ্রীগুরুদেবের আচারানুসারে
 তাহার নিত্য প্রয়োজনীয় পুষ্প তুলস্তাদি আহরণেই—সেই কার্য্য
 হইবে] । তাঁহার বাসগৃহ মার্জন লেপনাদি করিবে । তাঁহার শরীর
 মার্জন উপলেপন প্রভৃতি করিবে । পরিধেয় বস্ত্র প্রক্ষালন করিবে ।
 তাঁহার নিৰ্ম্মাণ্য অর্থাৎ অন্ধোত্তীর্ণ পুষ্পমালা প্রভৃতি, শয্যা, কাষ্ঠপাছুকা,
 চর্মপাছুকা, আসন, ছায়া, ভোজন-পাত্র প্রভৃতি কদাচ লঙ্ঘন করিবে
 না । দন্তকাষ্ঠ প্রভৃতি সংগ্রহ করিবে । নিজকৃত কর্ম সং কিম্বা
 অসং হউক, গুরুর নিকট নিবেদন করিবে । গুরুদেব উপস্থিত
 থাকিলে তাঁহার অনুমতি না লইয়া গমন করিবে না । সর্বদা তাঁহার
 প্রিয়কার্য্য করিবে ও হিতে রত থাকিবে । * গুরুদেবের সম্মুখে পাদ-
 প্রসারণ, হাই তোলা, উচ্চহাস্ত, উত্তরীয় দ্বারা কণ্ঠাবরণ, অঙ্গুলী-
 ফোটন প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবে ।

গুরু-শয্যাসনং যানং পাছুকে পাদপীঠকম্ ।
 স্নানৈদিকং তথা ছায়াং লঙ্ঘয়েন্ন কদাচন ॥

গুরোরগ্রে পৃথক পূজামন্বৈতঞ্চ পরিত্যজেৎ ।

দীক্ষাং বাখ্যাং প্রভুত্বঞ্চ গুরোরগ্রে বিবৰ্জয়েৎ ॥

আগমবাক্যম্ ।

শ্রীগুরুদেবের শয্যা, আসন, যান, পাদপীঠ, স্নানজল ও ছায়া
কদাপি লঙ্ঘন করিবে না। গুরুসম্মুখে পৃথক পূজা অর্থাৎ গুরুর
অনুমতি ব্যতীত অন্য কাহারও সেবা করিবে না। গুরুদেবের
সহিত নিজের অভেদ-ভাবনা পরিত্যাগ করিবে। গুরুসম্মুখে শিক্ষা-
দান, শাস্ত্রব্যাখ্যা ও নিজের প্রভুত্ব পরিত্যাগ করিবে।

শ্রেয়স্ত গুরুবদ্বৃতি নিত্যমেব সমাচরেৎ ।

গুরুপুত্রেষু দারেষু গুরোশ্চৈব সবক্ষুৰু ॥

কৃষ্ণপুরাণম্ ।

গুরুপুত্র, গুরুপত্নী ও গুরুর জ্ঞাতি বন্ধুগণের সহিতও গুরুর ন্যায়
ব্যবহার করিবে এবং তাহাদের হিতাচরণ করিবে।

গুরো গুরৌ সন্নিহিতে গুরুবদ্বৃতিমাচরেৎ ।

ন চাবিস্থিষ্ঠো গুরুণা স্নান গুরুনভিবাদয়েৎ ॥

মহাশ্বতিঃ ।

গুরুর গুরুর সম্মুখে উপস্থিত হইলে, তাহার সহিত গুরুবৎ ব্যবহার
করিবে। গুরুর সম্মুখে গুরুর অনুমতি ব্যতীত নিজের পিতা মাতা
প্রভৃতি গুরুবর্গকে প্রণামাদি করিবে না।

নোদাহরেৎ গুরোনাম পরোক্ষমপি কেবলম্ ।

নৈবেদ্যস্যানুকুবীত গতিভাষণচেষ্টিতম্ ॥

মহাশ্বতিঃ ।

প্রত্যক্ষে কিংবা পরোক্ষে গুরুর নাম উচ্চারণ করিবে না। গুরুর
গতি, বাক্য ও কাণ্ডের অনুকরণ করিবে না অর্থাৎ গুরুদেব এই কার্য্যটি

এইরূপে করেন, অতএব আমিও করি,—এইরূপ অনুকরণ করিলে বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে । কারণ, তিনি কি উদ্দেশ্যে কি কৰ্ম্ম করিতেছেন, তাহা করিবার প্রণালীই বা কিরূপ এ সমস্ত কিছুই জানি না—অথচ কেবল দেখিয়া অনুকরণ করিলে, কেন না দোষ ঘটিবে? তবে গুরুর অনুমতি পাইলে, করা যাইতে পারে ।

* পূৰ্ব্বোক্ত বচনে গুরুর নাম গ্রহণ করিবে না,—এইরূপ পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু কোন কারণে যদি নামগ্রহণের প্রয়োজন হয়, তবে কি করিবে? এই আশঙ্কায় শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রের বচন দ্বারা তাহার মীমাংসা করিতেছেন ।

যথা তথা যত্র তত্র ন গৃহীয়াচ্চ কেবলম্ ।

অভক্ত্যা ন গুরোর্নাম গৃহীয়াচ্চ যতাত্মবান্ ॥

প্রণবঃ শ্রীস্তুতো নাম বিষ্ণুশব্দাদনন্তরম্ ।

পাদশব্দ-সমেতঞ্চ নতমূর্দ্ধাঞ্জলীযুতঃ ॥

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রম্ ।

যেখানে সেখানে যে সে ভাবে গুরুর নাম উচ্চারণ করিবে না—এবং অভক্তিতে নাম উচ্চারণ করিবে না—প্রয়োজন হইলে কৃতাঞ্জলি হইয়া নতমস্তকে প্রথমে ওঙ্কার, পরে গুরুদেবের নাম, অন্তে বিষ্ণুপাদ অর্থাৎ ওঁ শ্রীঅমুক বিষ্ণুপাদ—এইভাবে উচ্চারণ করিবে ।

যত্র যত্র গুরুং পশ্যেৎ তত্র তত্র কৃতাঞ্জলিঃ ।

প্রণমেদগুবদভূমৌ ছিন্নমূল ইব ক্রমঃ ॥

গুরো বাক্যাসনং যানং পাদুকোপানহৌ তথা ।

বস্ত্রং ছায়াং তথা শিষ্যো ন লজ্যয়েৎ কদাচন ॥

শ্রীনারদ-সংহিতা ।

যেখানে যেখানে গুরুদেবের দর্শন পাওয়া যাইবে, সেখানে সেখানেই

কৃতাজ্ঞানি হইয়া তাঁহার চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে । গুরুর বাক্য, আসন, যান, পাছুকা, বস্ত্র ও ছায়া কদাপি লঙ্ঘন করিবে না ।

আয়ন্তুমগ্রতো গচ্ছেদ্ গচ্ছন্তং তমনুব্রজেৎ ।

আসনে শয়নে বাপি ন তিষ্ঠেদগ্রতো গুরোঃ ॥

যৎকিঞ্চিদন্নপানাদি প্রিয়ং দ্রব্যং মনোরমম্ ।

সমর্প্য গুরবে পশ্চাৎ স্বয়ং ভুঞ্জীত প্রত্যাহম্ ॥

শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রম্ ।

গুরুদেব যখন নিজগৃহে আগমন করিবেন, তখন পথ প্রদর্শন করিয়া, অগ্রে অগ্রে গমন করিবে । যখন তিনি গমন করিবেন, তখন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিবে । নিজ প্রিয় ভোজ্য দ্রব্যাদি গুরুকে প্রত্যাহ সমর্পণ করিয়া ভোজন করিবে ।

ন গুরোরপ্রিয়ং কুর্যাৎ তাড়িতঃ পীড়িতোহপি বা ।

নাবমন্যেত তদ্বাক্যং নাপ্রিয়ং হি সমাচরেৎ ॥

আচার্যস্য প্রিয়ং কুর্যাৎ প্রাণৈরপি ধনৈরপি ।

কর্ম্মণা মনসা বাচা স য়াতি পরমাং গতিম্ ॥

বিষ্ণুস্থতিঃ ।

গুরুদেব তাড়ন কিংবা পীড়ন করিলেও কদাপি তাঁহার অপ্রিয় কার্য্য করিবে না । তাঁহার বাক্য কদাপি অবমাননা করিবে না । প্রাণ, ধন, কায়, মনঃ ও বাক্য দ্বারা যে সর্ব্বদা গুরুর প্রিয় কার্য্য করে, সে পরম গতি লাভ করে ।

ন তমাজ্ঞাপয়েন্মোহাৎ তস্যাজ্ঞাং ন বিলঙ্ঘয়েৎ ।

নানিবেদ্য গুরোঃ কিঞ্চিস্তোক্তব্যং বা গুরোস্তুথা ॥

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রম্ ।

ভ্রম বশতঃ কখনও গুরুদেবকে কোন আজ্ঞা করিবে না। গুরুদেবকে সমর্পণ না করিয়া কোন দ্রব্য ভোজন করিবে না। গুরুদেবের আজ্ঞা ব্যতীত তাঁহার কোন দ্রব্য ভোজন করিবে না।

গুরু পরীক্ষা হইতে গুরু সেবা বিধি পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয় জানিয়া পরে দীক্ষা গ্রহণ করিবে—ইহা শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। এ সমস্ত না জানিয়া গুরুপাদাশ্রয় করিলে মহানর্থ ঘটে।

শিষ্যের এইরূপ বহু কর্তব্য আছে—গুরুদেবেরও শিষ্য সম্বন্ধে বহু কর্তব্য আছে।—গুরুদেব সর্বদা শিষ্যের আধ্যাত্মিক উন্নতি কিসে হইবে, সে বিষয়ে সচেষ্ট থাকিবেন। কেবল সাংসারিক দুঃখ জানাইয়া শিষ্যের অর্থ শোষণ করাই গুরুর কর্তব্য নহে। শিষ্যের যেমন কর্তব্য, কোন বিচার না করিয়া সর্বদা গুরুর আজ্ঞা পালন করা, সেইরূপ গুরুরও কর্তব্য * শিষ্যকে কোন আজ্ঞা না করা। পাছে আজ্ঞা পালন না করিতে পারিয়া শিষ্যের অপরাধ হয়, এই জন্তই শিষ্যকে আজ্ঞা করা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ আছে। এই সমস্ত সিদ্ধান্ত ও গুরুশিষ্য পরীক্ষা ব্যতীত কদাপি মন্ত্রদান বা মন্ত্রগ্রহণ করিতে নাই।

যো বক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ ।

তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্ ॥

শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রম্ ।

গুরু ও শিষ্য পরস্পরের পরীক্ষা এবং কর্তব্য না জানিয়া মন্ত্রদান বা মন্ত্র গ্রহণ করিলে উভয়েই অনন্তকাল নরক ভোগ করেন।

গুরুর আজ্ঞাপালন সম্বন্ধেও একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত আছে ; গুরুদেব যদি অশাস্ত্রীয় আজ্ঞা করেন অর্থাৎ শিষ্যকে বলিলেন—“বাপু, হে তুমি আমার মুখে একটি পদাঘাত কর” তখন শিষ্যের কর্তব্য কি ? শাস্ত্রে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—অশাস্ত্রীয় আজ্ঞা স্থলে গুরুদেব আমাদের

পরীক্ষা করিতেছেন মনে করিয়া, শিষ্য মনে মনে গুরুদেবের চরণ চিন্তা করিবেন ও নিশ্চেষ্টভাবে থাকিবেন ।

শ্রীজীব গোস্বামিকৃত ভক্তিসন্দর্ভে আরও একটি বিশেষ কথা আছে ।—

যঃ প্রথমং শাক্বে পরে চ নিষ্ণাতং ইত্যাদুক্ত্যলক্ষণং
গুরুং নাশ্রিতবান্ তাদৃশ গুরোশ্চ মৎসরাদিতো মহাভাগবত-
সৎকারাদাবনুমতিং ন লভতে, উভয়সঙ্কটপাতো হি তন্মি-
নু ভবত্যেব । এবমাদিকাভি-প্রায়ৈণৈব যো বক্তিন্যায়রহিতমন্যায়েন
শৃণোতি যঃ, তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্ অতএব
দূরত এবারাদ্যস্তাদৃশো গুরুঃ । বৈষ্ণববিদ্বেশী চেৎ পরিত্যজ্য-
এব । গুরোরপ্যবলিপুস্ত্য কার্য্যাকার্য্যমজ্ঞানতঃ । উৎপথপ্রতি-
পন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে ॥ ইতি স্মরণাৎ । তস্য বৈষ্ণব-
ভাবরাহিত্যেনৈবাবৈষ্ণবতয়া ‘অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্ৰেণ নিরয়ং
ব্রজেৎ ।’ ইত্যাদিবচন বিধীয়ত্বাচ্চ । শ্রীভক্তিসন্দর্ভঃ । ৫২৬ পৃষ্ঠা ।

যে ব্যক্তি প্রথমতঃ শাস্ত্রজ্ঞ ভগবদ্ভাবসম্পন্ন এবং শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ দেখিয়া প্রকৃত গুরু আশ্রয় করিতে পারে নাই অর্থাৎ অজ্ঞতা বশতঃ অযোগ্য কুলগুরু কিংবা অন্য কোন গুরু আশ্রয় করিয়াছে, তাহাকে পরিশেষে বিশেষ বিপদাপন্ন হইতে হয় । যে গুরুতে শাস্ত্রীয় লক্ষণ নাই, তিনি যে প্রায়ই কামক্রোধাদির বশবর্তী, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । তাহার হয়ত কোন মহাত্মার প্রভাব দেখিয়া মৎসরভাবের উদ্রেক হইয়াছে । মনে করেন, আমার শিষ্য যদি অমুক মহাত্মার কাছে যায় তাহা হইলে আমার পসার কমিয়া যাইবে ; অমনি তিনি শিষ্যকে আজ্ঞা করিলেন, তুমি অমুকের নিকট যাইবে না । তাহাতে শিষ্যের উভয় সঙ্কট হয় । কারণ সে মহাত্মার নিকট গমন করিলে, গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন হয় এবং সে

মহাত্মার সেবা না করিলে বৈষ্ণবাপরাধ হয় । আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি শিষ্য গুরুভক্তির বশবর্তী হইয়া, গুরুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে প্রহার করিয়াছেন । এখনও কোন কোন নামজাদা মহাত্মার শিষ্য-সম্প্রদায়ে দেখা যায়, গুরুদেব আসিলে, সকলে উঠিয়া দাঁড়ান—প্রণাম করেন ; কিন্তু সেইরূপ কিংবা তদপেক্ষা অধিক শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন কোন মহাত্মা আসিলে, শিষ্যগণ গ্রাহ্যও করেন না । এগুলি শিষ্যের দোষ নহে, গুরু দেবের মাংসর্ষ্যবশতঃ শিষ্যেরা এইরূপ শিক্ষা পায় । এই অনর্থ ঘটিবে বলিয়াই শাস্ত্র বলিয়া রাখিয়াছেন,—গুরু ও শিষ্য পরস্পর পরীক্ষা করিয়া লক্ষণাদি না দেখিয়া মন্ত্রদান বা মন্ত্রগ্রহণ করিলে, গুরু ও শিষ্য উভয়েই নরকগামী হন । যাহা হউক, কাহারও ভাগ্যে যদি এইরূপ ঘটিয়া যায়, তাহা হইলে তাদৃশ গুরুর সঙ্গ না করিয়া, দূর হইতে ভক্তি করিবেন । গুরু যদি ভগবদ্ভুক্তবিদ্বেষী হন, তাহা হইলে, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবে । শাস্ত্রে আছে, গুরু যদি উৎপথগামী অর্থাৎ নাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত না জানিয়া, যথেষ্টাচারী বা কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞানহীন হন, তাহা হইলে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবে । কারণ, বৈষ্ণববিদ্বেষী হইলে, তিনি বৈষ্ণব-ভাব-রহিত অর্থাৎ অবৈষ্ণব হইলেন ; তাহাতে অবৈষ্ণব কর্তৃক উপদিষ্ট মন্ত্রে নরক ভোগ করিতে হয়,—ইত্যাদি বচনোক্ত দোষপাত হয় ।

শাস্ত্রে এইরূপ নানা সিদ্ধান্ত আছে ; মোট কথা, গুরু-শিষ্য-ব্যবহার বড় কঠিন ব্যাপার । বর্তমান সময়ে কেহই সৈদিকে দৃষ্টি রাখেন না । সামান্য কোন ভজনাভাষ বা ভণ্ডামি দেখিয়া ভুলিয়া যান ও যাহাকে তাহাকে গুরু স্বীকার করেন । বোধ হয়, একবার শাস্ত্র দেখিলে আর এ অনর্থ ঘটে না ।

উপাস্য-নির্ণয় ।

• ভগবানের নানা মূর্তি আছে,—তাহার পর অনেক দেবতা আছেন ; ইহাদের মধ্যে কাহার উপাসনা করিতে হইবে, এসম্বন্ধে সন্দেহ স্বাভাবিক । সেজন্য শাস্ত্রকার উপাস্ত-দেবতা-নির্ণয় সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছেন । যদিও একই ভগবান্ নানা মূর্তিতে জগজ্জীবকে রূপা করিতেছেন, তথাপি মূর্তিবিশেষের উপাসনায় ফল-বিশেষ লাভ হয় ।

সদ্বৎ রজস্তম ইতি প্রকৃতে গুণাত্মৈ-

যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে ।

স্থিত্যদয়ে হরিবিরিক্খিহরেতি সংজ্ঞাঃ

শ্রেয়াংসি তত্র খলু সদ্বতনো নৃণাং স্মৃতাঃ ॥

শ্রীগদ্গাগবতম্ ।

• একই ভগবান্ সদ্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণযুক্ত হইয়া জগ-
তের স্থিতি, সৃষ্টি ও লয়-কার্য্যার্থ বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব এই তিন মূর্তি
প্রকট করিয়াছেন । অতএব তিন মূর্তিই যখন ভগবানেরই, তখন
আর ভিন্ন ভাব কিসে আসিবে ? কিন্তু তদ্ব্যংশে অভেদ হইলেও
সদ্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের ভেদবশতঃ ঔপাধিক ভেদ
অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে । ঔপাধিক ভেদ স্বীকার করিলেই,
উপাসনায় ফলভেদ স্বীকার করিতে হইবে । কারণ, উপাস্ত দেবতার
গুণ উপাসক ভক্তে সঞ্চারিত হয় । সেই জন্যই শাস্ত্রকার বলিতে-
ছেন, সদ্ব মূর্তি শ্রীবিষ্ণুর উপাসনাতেই জীব পরম পুরুষার্থ লাভ
করিয়া থাকে ।

অথাপি যৎ শাদনখাবশ্যম্

জগদ্বিরিক্খোপহৃতাহংগান্তঃ ॥

সেশং পুনাত্যগ্যতমো মুকুন্দাৎ ।

কো নাম লোকে ভগবৎপদার্থঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১ম স্কন্ধঃ ১৮শ অঃ ২১শ শ্লোঃ ।

ব্রহ্মা ভগবানের চরণযুগল ধৌত করিতেছেন ; সেই চরণোদক শ্রীশ্রীমহাদেব পরমাদরে নিজ মস্তকে ধারণ করিয়াছেন ও শিব-মস্তক হইতে মিস্ত্রিত হইয়া সেই চরণবারি গঙ্গারূপে জগৎপবিত্র করিতেছেন । অতএব শ্রীহরিব্যতীত সর্বেশ্বর ভগবান্ আর কাহাকে বলিব ? এই শ্লোকে শ্রীহরি যে ব্রহ্মা ও শিবেরও উপাস্ত, ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে ।

তন্নিশম্যাথ মুনয়ো বিস্মিতা মুক্তসংশয়াঃ ।

ভূয়াংসং শ্রদ্ধধুর্বিষ্ণুং যতঃ ক্ষেমো যতোহভয়ম্ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০ম স্কন্ধঃ ৮৯ অঃ ১৪ শ্লোঃ ।

শ্রীভৃগুমুনি অগ্গাণ্ড মুনিসমাজে শ্রীহরির মহিমা বর্ণন করিলে, সমস্ত মুনিগণ বিস্মিত হইলেন এবং শ্রীহরিই একমাত্র উপাস্ত ; এবিষয়ে তাঁহাদের কোনই সন্দেহ রহিল না । শান্তি ও অভয়ের হেতু এক মাত্র শ্রীহরি,—ইহা বিবেচনা করিয়া মুনিগণ শ্রীহরিকেই সর্বেশ্বর নিশ্চয় করিয়া ভজন করিতে লাগিলেন ।

ব্যামোহায় চরাচরস্য জগত স্তে তে পুরাণাগমা-

স্তাং তামেব হি দেবতাং পরমিকাং জল্পন্তু কল্পাবধি ।

সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্ বিষ্ণুঃ সমস্তাগম-

ব্যাপারেষু বিবেচন-ব্যতিকরং নীতেষু নিশ্চীয়তে ॥

পদ্মপুরাণম্ ।

চরাচর ব্রহ্মাণ্ডবাসীকে মুক্ত করিবার জন্য সেই সেই পুরাণ আগম প্রভৃতি শাস্ত্রসকল ভুক্তি সিদ্ধি প্রভৃতির লোভ দেখাইয়া,

‘সেই সেই’ দেবতাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কল্পকাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের মাহাত্ম্য কীর্তন করুন,—তাঁহাতে কোনই ‘আপত্তি নাই ; কিন্তু সিদ্ধান্ত স্থলে অর্থাৎ সমস্ত শাস্ত্র বিচার করিয়া যখন জীবের প্রকৃত প্রয়োজন নির্দ্ধারিত হইবে, তখন “মুক্তিমিচ্ছেজ্জনান্দিনাং” অর্থাৎ শ্রীহরি ব্যতীত মুক্তিদাতা কেই নাই—এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে, সকলেরই শ্রীহরিকে সর্ব্বেশ্বর বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ।

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যমুৎক্ষিপ্য ভুজমুচ্যতে ।

বেদাচ্ছাস্ত্রং পরং নাস্তি ন দেবঃ কেশবাং পরঃ ॥

নৃসিংহপুরাণম্ ।

আমি দুই বাহু তুলিয়া তিন সত্য করিয়া ঘোষণা করিতেছি, বেদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র নাই আর শ্রীহরি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেবতা নাই ।

অরি মিত্রং বিষং পথ্যমধর্ম্মো ধর্ম্মতাং ব্রজেৎ ।

সুপ্রসন্নো হৃষীকেশে বিপরীতে বিপর্য্যয়ঃ ॥

পদ্মপুরাণম্ ।

শ্রীহরি প্রসন্ন হইলে শত্রুও মিত্র হয় ; বিষও অমৃত হয় ; অধর্ম্মও ধর্ম্মরূপে পরিণত হয় । কিন্তু শ্রীহরি প্রসন্ন না হইলে, সবই বিপরীত অর্থাৎ মিত্রও শত্রু হয় ইত্যাদি । একথাটি রূপকথা নহে—প্রহ্লাদ-চরিত্রে সকলেই জানিয়াছেন, শ্রীহরি প্রসন্ন ছিলেন বলিয়া কালকূট বিষ প্রহ্লাদের পক্ষে অমৃত হইয়াছিল । মদমত্ত হস্তীও প্রহ্লাদকে পদ-দলিত না করিয়া, মস্তকে ধারণ করিয়াছিল । পক্ষান্তরে রাবণ-বধের সময় রাবণের পরম মিত্র শিব, শ্রীরামচন্দ্র-নিষ্কিপ্ত বাণের অগ্রভাগে ত্রিশূল হস্তে বসিয়া রাবণকে বধ করিয়াছেন ।

মল্লিমিত্তং কৃতং পাপমপি ধর্ম্মায় কল্পতে ।

মামনাদৃত্য ধর্ম্মোহপি পাপং স্যান্মুৎপ্রভাবতঃ ॥

পদ্মপুরাণম্ ।

আমার নিমিত্ত কৃত পাপও ধৰ্ম্মে পরিণত হয় । আবার আমাকে অনাদর করিয়া ধৰ্ম্ম করিলেও তাহা পাপে পরিণত হয় ।

বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোহন্যদেবমুপাসতে ।

স্বমাতরং পরিত্যজ্য শ্বপটীং বন্দতে হি সঃ ॥

স্কন্দ পুরাণম্ ।

যে ব্যক্তি শ্রীহরিকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেবতার উপাসনা করে, সে নিজ জননীকে পরিত্যাগ করিয়া চণ্ডালীকে বন্দনা করে । এই শাস্ত্রীয় বচনের তাৎপর্য্য একটু বিবেচনা করিয়া বুঝিতে হয় । আপাততঃ বচনটি দেখিলে বোধ হয়, বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বুঝি অন্য দেবতাকে উপাসনা করিতে বারণ করিতেছেন । এই ভ্রান্ত বিশ্বাসে এখনও কোন কোন বৈষ্ণবকে দেখা যায়—তাঁহারা শ্রীশ্রীভূগা প্রভৃতিকে প্রণামাদি করেন না । সমস্তই শ্রীহরির মূর্ত্তিভেদ—শ্রীহরিই নানামূর্ত্তিতে জীবকে করুণা করিতেছেন, অতএব শাস্ত্রবাক্য পর্যালোচনা করিয়া বুঝা উচিত । স্কন্দপুরাণের এই বচনে বলিতেছেন যে, যে ব্যক্তি শ্রীহরিকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেবতার উপাসনা করে, তাহারই দোষ হয় । কিন্তু শ্রীহরিকে পরিত্যাগ না করিয়া, তাঁহার সঙ্গে সখ্যতা রাখিয়া, তাঁহারই মূর্ত্তিভেদ জ্ঞান করিয়া, অন্য দেবতার পূজা করিলেও দোষ হইবে, একথা বলিতেছেন কি ? বৈষ্ণব শাস্ত্রে “ইতরে ব্রহ্মরূদ্ৰাত্মা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন” অর্থাৎ ভগবান্কে আরাধনা করিবে ; কিন্তু ব্রহ্মা ও শিব প্রভৃতিকে অবজ্ঞা করিবে না,—“সৰ্বদেব পূজিবে না হবে তৎপর । সৰ্ব্বত্রই মাগি লবে কৃষ্ণভক্তিবর,” এরূপ সিদ্ধান্ত যথেষ্ট স্থানে পাওয়া গিয়াছে ।

বৈষ্ণব শাস্ত্রকারগণের মনোগত ভাব এই,—যেমন পতিব্রতা স্ত্রী পতিসেবা করে, আবার দেবর, ভাসুর, শ্বশুর, দেবর-পুত্র প্রভৃতিরও যথাযোগ্য সেবা করে ; কিন্তু দেবর পতির ভ্রাতা, ভাসুর পতির

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, স্বশুর, পতির পিতা, এইরূপ পতির সহিত সম্বন্ধজ্ঞানে সেবা, ভক্তি প্রভৃতি করিয়া থাকে । পরন্তু ভাস্কর স্বশুর প্রভৃতি পরম ভক্তিভাজন হইলেও পতি ছাড়া অন্যের সহবাস করে না,— তাহাতে পাতিত্বের হানি হয়, সেইরূপ একনিষ্ঠ ভক্তও নিজের উপাস্ত দেবতারই উপাসনা করেন । অন্যান্য দেবতাগণকে তাঁহারই অংশ বা বিভূতি জ্ঞানে যথাযোগ্য সেবা করিয়া থাকেন । যুগপৎ ৫।৭ দেবতার উপাসনা করিলে, একনিষ্ঠতার অভাবে উপাসনার ফল হয় না । সেইজন্যই বৈষ্ণব শাস্ত্রকারগণ বলেন—শ্রীহরির সম্বন্ধ লইয়া সকলেরই যথাযোগ্য সেবাপূজাদি কর, কিন্তু হরিসম্বন্ধ ব্যতীত স্বতন্ত্র দেবতা জ্ঞান করিও না । বিশেষতঃ শ্রীহরিভক্তিবিনাসে পীঠদেবতা পূজা, আবরণ-দেবতা-পূজা প্রভৃতিতে সকল দেবতারই পূজার ব্যবস্থা আছে । সমস্ত শাস্ত্র না দেখিয়া একদেশ দেখিলেই এই অপসিদ্ধান্ত আসে । শ্রীহরিকে পরিত্যাগ করিয়া, অন্য দেবতার উপাসনা করিতে নাই ; এ সম্বন্ধে বহু শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে, কিন্তু একার্থবোধক কতকগুলি বচন লিখিয়া গ্রন্থ কলেবর বৃদ্ধি করা অপেক্ষা, প্রয়োজনীয় অন্য কিছু আলোচনা করা ভাল ; এইজন্য বিষয়ান্তরে প্রবৃত্ত হইলাম ।

বৈষ্ণব-শাস্ত্র আর একটি বিষয় লইয়া বিশেষ আন্দোলন করিয়াছেন । সেটি এই যে শ্রীহরির সহিত অন্য দেবতার সমতা বা সাদৃশ্য জ্ঞান করিতে নাই । এ সম্বন্ধেও বহু পুরাণ-বচন শ্রীহরিভক্তি-বিনাসে উদ্ধৃত হইয়াছে । একথাটিও বিশেষ মনোযোগ করিয়া না বুঝিলে, অপ-সিদ্ধান্তে পড়িতে হয় ।

যো মোহাদ্বিষ্ণুমন্যেহীনদেবেন দুশ্মতিঃ ।

সাধারণং সকৃদ্রূপে মোহস্ত্যজো নাস্ত্যজোহস্ত্যজঃ ॥

শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রম্ ।

যে ব্যক্তি মোহবশতঃ হীন দেব অর্থাৎ ইন্দ্রাদির সহিত বিষ্ণুর তুলনা করে অর্থাৎ ইন্দ্রও যেমন, বিষ্ণুও তেমন ইত্যাদি সাধারণ দৃষ্টিতে দেখে, সেই অত্যন্ত নীচ—চণ্ডালাদি নীচ নহে। অর্থাৎ সে চণ্ডাল অপেক্ষাও নীচ। এস্থলে বিবেচ্য এই যে, ইন্দ্রাদি দেবগণ জীব, জীবের সহিত ভগবানের তুলনা করা মহাপাপ।

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মা রুদ্রাদিদৈবতৈঃ ।

সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেৎ সদা ॥

শ্রীবৈষ্ণব-তন্ত্রম্ ।

ভগবান্ ও ব্রহ্মা, শিব প্রভৃতি সমানই—এ প্রকার যে ব্যক্তি জ্ঞান করে সে পাষণ্ড। এ সমস্ত বচন বিশেষ বিবেচনা সহকারে না বুঝিলে, অতি অনর্থ হয়। পাষণ্ড শব্দের অর্থ শাস্ত্রাবিশ্বাসী অর্থাৎ যে শাস্ত্র মানেনা, সেই পাষণ্ড। একথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, শাস্ত্রে আছে ব্রহ্মা, শিব প্রভৃতি ভগবানের গুণাবতার ; ইন্দ্রাদি দেবতা তাহার বিভূতি ; অতএব ইহা না মানিয়া সমান বলিলেইত শাস্ত্রে অনাদর করা হইল। বিশেষতঃ সমান শব্দটি একটু বিবেচনা করিয়া বুঝিলে, দেখা যাইবে—“তদ্বিন্নত্রে সতি তদগতভূয়ো ধর্মবত্ত্বং সমানত্বম্” অর্থাৎ তাহা হইতে পৃথক হইয়া কোন ধর্ম থাকায় যেটির সহিত তাহার তুলনা করা যায়, সেইটিও তাহার সমান। যেমন “চন্দ্রের মত মুখ” এখানে মুখ ও চন্দ্র পৃথক বস্তু, অথচ চন্দ্র দেখিলে যেমন আনন্দ হয়, মুখ খনি দেখিলেও সেইরূপ আনন্দ হয়, সেইজন্য মুখকে চন্দ্রের সমান বলা হইয়াছে। এখানে শিব ও বিষ্ণু সমান বলিলে, শিব ও বিষ্ণু যে পৃথক, একথা স্বীকার করিতে হয় ; অতএব “ভেদকল্পিরয়ং ব্রজেৎ” অর্থাৎ যে শিব ও বিষ্ণুতে ভেদ জ্ঞান করে সে নরকগামী হয়—এই শাস্ত্রানুসারে তাহার নরক অবশ্যস্তাবী। সেইজন্য নারায়ণ ও ব্রহ্মা

শিব সমান এ জ্ঞান করিবে না । তিনিই এক পদার্থ—কোন ভেদ নাই । অভেদ ভাবনা দৃঢ় করিবার জন্যই শাস্ত্রে এ বচন উদ্ধৃত হইয়াছে । ভগবান্ জগতের জীবকে কৃপা করিবার জন্য নানা অবতার গ্রহণ করিয়াছেন, যন্ত্র কুর্মাди যেমন ভগবানের লীলাবতার, ব্রহ্মা-শিবাদিও সেইরূপ গুণবতার—এই জ্ঞান করাই শাস্ত্র-সম্মত ।

যদিও তদ্ব্যংশে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রভৃতি সমস্ত অভিন্ন, তথাপি একই ভগবান্ এক এক মূর্তিতে এক এক রকম ঐশ্বর্য প্রকাশ করিয়াছেন ; এক এক মূর্তিতে জীবকে এক এক রকম ফলদান করিয়া থাকেন ; সেইজন্য শাস্ত্রকারগণ কেবল মাত্র হরির আরাধনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন ।

হরিরেব সদারাধ্যো ভবন্তিঃ সত্বসংস্থিতৈঃ ।

বিষ্ণুমন্ত্রং সদা বিপ্রাঃ পঠধ্বং ধ্যাত কেশবম্ ॥

শ্রীহরিবংশে শ্রীমহাদেব-বাক্যম্ ।

শ্রীমহাদেব বলিতেছেন—হে ব্রাহ্মণগণ তোমরা সকলেই সত্বগুণ-সম্পন্ন, অতএব সর্বদা হরির আরাধনা কর ; বিষ্ণুমন্ত্র জপ কর—শ্রীহরিকেই ধ্যান কর ।

অভিন্ন হইলেও শ্রীভগবান্ শ্রীহরিরূপে সর্বকর্মফল দাতা, শ্রীহরি রূপে মুক্তিদাতা, শ্রীহরিরূপেই সর্বেশ্বর । শ্রীহরির অভিন্নমূর্তি শ্রীমহাদেবও জীবকে এই রূপে উপদেশ দিতেছেন ও স্বয়ং তাঁহার ভজনা করিতেছেন এবং জীবকে দেখাইতেছেন, হরি ভজনই সর্বমূল্যধার ।

তমেব তপসা নিত্যং ভজামি স্তোমি চিন্তয়ে ।

তেনাদ্বিতীয়মহিমা জগৎপূজ্যোহস্মি পার্শ্বতি ॥

বৃহৎ সহস্রনামস্তোত্রে শ্রীশিব-বাক্যম্ ।

হে পার্শ্বতি, আমি সর্বদা তপস্যা দ্বারা সেই শ্রীহরিকেই ভজনা

করি ; তাঁহারই স্তব করি ; সর্বদা তাঁহাকেই চিন্তা করি ; সেই জগুই আমার মহিমা সর্বোপরি, সেই জগুই আমি জগৎপূজ্য ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও শ্রীহরির সর্বেশ্বরত্ব নানা রূপে দেখান হইয়াছে ।

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিভুমিচ্ছতি ।

তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাদনমীহতে ।

লভতে চ ততঃ কামান্ ময়েব বিহিতান্ হিতান্ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৭ম অধ্যায় ।

যে যে ভক্ত শ্রদ্ধা সহকারে যে যে দেবতার অর্চনা করিতে অভিলাষ করেন, আমি সেই সেই ভক্তকে সেই সেই দেবতা সম্বন্ধে অচল শ্রদ্ধা প্রদান করিয়া থাকি । তাঁহারা শ্রদ্ধা সহকারে সেই দেবতার অর্চনা করিলে, পরিশেষে আমি তাঁহাদের অভিলষিত ফল দান করিয়া থাকি ।

মমুনা ভব মদুন্তো মদ্যাজী মাং নমস্করু ।

মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে ॥

সর্ববন্ধনান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।

অহং হ্যং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৮শ অঃ ।

শ্রীভগবান্ অর্জুনকে বলিতেছেন,—তুমি আমাতে চিত্ত সমর্পণ কর, আমার প্রতি ভক্তি পরায়ণ হও, আমার উদ্দেশে যজ্ঞানুষ্ঠান কর, আমাকে প্রণাম কর, তুমি আমার প্রিয় পাত্র, আমি প্রতিজ্ঞা-পূর্বক বলিতেছি, অবশুই আমাকে প্রাপ্ত হইবে ।

তুমি সমস্ত ধর্মাচরণ ত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র আমার শরণা-

পর হও, আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব; তোমার কোন চিন্তা নাই ।

শ্রীহরিই যে একমাত্র উপাশ্রয়, এসম্বন্ধে শাস্ত্রে বহুপ্রমাণ আছে । গ্রন্থবাহিনী ভয়ে সমস্ত উল্লেখ করিলাম না । মোট কথা, শ্রীহরিই সর্বেশ্বর; তাহার আরাধনায় জীব অনায়াসে পরম পুরুষার্থ লাভ করিতে পারে, তাহাতে কোমই সন্দেহ নাই । বিশেষতঃ বৈষ্ণব-গণ এই সমস্ত প্রমাণ আলোচনা করিয়া, সর্বতোভাবে শ্রীহরিপরায়ণ হইবেন; এজন্য বৈষ্ণব শাস্ত্রে বিশেষ ভাবে এগুলি আলোচিত হইয়াছে ।

মন্ত্রতত্ত্ব ও মন্ত্র-নির্ণয় ।

শ্রীভগবানের নাম, বীজাদি-সম্বন্ধিত-ভাবে যাহা বেদ পুরাণ তন্ত্র প্রভৃতিতে উক্ত আছে, তাহার নাম মন্ত্র । সাধারণ নাম ও মন্ত্রে কিছু কিছু প্রভেদ আছে । নাম যে সে ভাবে, যে সে অবস্থায়, করিলেই ফলদান করেন, তাহাতে কোন নিয়ম বিশেষ নাই ।

ন দেশ-নিয়মস্তত্র ন কাল-নিয়মস্তথা ।

নোচ্ছিষ্টাদৌ মিশেধস্ত ইরেনামনি লুক্কক ।

শ্রীভগবানের নাম গ্রহণে দেশ-নিয়ম নাই, কাল-নিয়ম নাই, কিংবা কোন রূপ শুচি, অশুচি, বিচার করিতে হয় না ।

মন্ত্র সম্বন্ধে এ যুক্তি খাটে না, তাহাতে দেশ-কালাদির বিশেষ অপেক্ষা আছে । আসনে বসিয়া, প্রাণায়াম করিয়া, একাগ্রচিত্তে মন্ত্র, দেবতার মূর্তি ও "মন্ত্রার্থ" চিন্তা করিতে করিতে জপ করিতে

হয়। মন্ত্র শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ লিখিতে শাস্ত্রে “মননাং জায়তে” অর্থাৎ যাহা মনন করিলে, জীব জ্ঞান পায়, এই কথাই লেখা আছে। অতএব মন্ত্র, বিধিপূর্বক মনন করিতে হইবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। অনেক বলেন—“আমার গুরুর আজ্ঞা আছে, সর্বদা যে সে অবস্থায় মন্ত্র বলিবে, আমি তাঁহাদের গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে বলি না; কিন্তু মনে হয়, তাহাতে নাম করার ফল হয়; মন্ত্রজপ জনিত বিশেষ ফল তাহাতে পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ শিষ্যকে আজ্ঞা করিতে হইলে গুরুগণেরও একটু শাস্ত্র দেখিয়া ও বুঝিয়া আজ্ঞা করিলেই ভাল হয়।

মন্ত্র সম্বন্ধে আর একটু বিশেষ ব্যবস্থা এই যে, শাস্ত্রোক্ত ছাড়া নিজের ইচ্ছা মত মন্ত্র হয় না। কারণ কতকগুলি নামে, বীজ ও নমঃ স্বাহা প্রভৃতি শব্দ যোগ করিয়া, শ্রীভগবান্, শ্রীমহাদেব ও ঋষিগণ তাহাতে বিশেষ শক্তি সঞ্চাব করিয়া, জীবের হিতার্থ প্রকাশ করিয়াছেন। অনাদি কাল হইতে এই সমস্ত মন্ত্র বেদ, পুরাণ ও তন্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে। বর্তমান সময়েও বেদ, পুরাণ বা তন্ত্র দেখিয়া সেই সকল প্রসিদ্ধ মন্ত্র শিষ্যকে উপদেশ করিতে হয়। এখন শিষ্য-ব্যবসায়ীদের মধ্যে এ ব্যবস্থা নাই; যাহারা শিষ্য ব্যবসায়ী তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য; যা মনে আসে, তাই শিষ্যের কানে মন্ত্র বলিয়া দিয়া বসেন। আমি অল্প সম্প্রদায়ের কথা জানি না,—আমাদের বৈষ্ণবসম্প্রদায় খুঁজিয়া দেখিলে, শতকরা ৯৯ জনেরই মন্ত্র অশাস্ত্রীয়। প্রায়ই “রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ” “রাধিকানাথায় নমঃ” “কৃষ্ণ করুণা কর” “রাধাবল্লভায় নমঃ” “চাঁ চাঁ চৈতন্যায় নমঃ” “নাং নিত্যানন্দায় নমঃ” ইত্যাদি হাত গড়া মন্ত্র শিষ্যদের ভাগ্যে লাভ হয়। জিজ্ঞাসা করিলে, কোন গুরু বলেন—“ওটা আমাদের কৌলিক মন্ত্র”। কেহ বা বলেন—গুরু যা বলিবেন,

তাই মন্ত্র। একজনকে গুরু 'ঢেঁকি' মন্ত্র দিয়াছিলেন শিষ্য 'ঢেঁকি' 'ঢেঁকি' করিতে করিতে সশরীরে স্বর্গে উপস্থিত। এমন সময় নারদের ঢেঁকিটি তাহার কাছে ছুটিয়া আসিল; নারদ আর চলিতে পারেন না, শেষে ভগবান্কে বলিয়া তাহাকে বৈকুণ্ঠে লইয়া গিয়া একটি প্রকাণ্ড বাড়ী করিয়া দিয়া সেখানে রাখিয়া দিলেন ইত্যাদি। কোন্ শাস্ত্র ইহাতে এই গল্প আসিল জানি না; যেমন হাতগড়া মন্ত্র, তেমনই তাহার হাতগড়া শাস্ত্র। গুরুদের আর কি বলিব, শিষ্যেরাই যেন মন্ত্র লওয়ার পূর্বে একবার তন্ত্রসার প্রভৃতি গ্রন্থ দেখিয়া, তাহা ইহাতে মন্ত্র নির্ণয় করিয়া, কিংবা কোন শাস্ত্রজ্ঞ লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া, তাঁহাদের অপোগণ্ড গুরুদের বলিয়া দেন।

পূর্বে একবার একথা আলোচনা করিয়াছি; প্রায় লোকই অপরাধ বশতঃ ধন-পুত্রাদি বিষয়ে মন্ত্র; কাজেই এই সকল অনর্থ দূর করিয়া ভগবানের সহিত সম্বন্ধবিশেষ স্থাপন করিবার জন্য পরম কারুণিক ভগবান ও ঋষিগণ এই মন্ত্র ও তাহা সিদ্ধ করিবার বিশেষ পদ্ধতি শাস্ত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। মন্ত্র বলিতে সাধারণ ভগবানের নাম নহে, বীজাদি-সমন্বিত নির্দিষ্ট কতকগুলি শাস্ত্রোক্ত নাম। এই মন্ত্রে দীক্ষা পুরস্চরণ প্রভৃতির অপেক্ষা আছে। দীক্ষিত না হইয়া শাস্ত্র দেখিয়া, মন্ত্র জপ করিলে, কেহ সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে না; ইহাই শাস্ত্র সিদ্ধান্ত। মন্ত্রের সাধনা করিতে হইলে, শাস্ত্র মত গুরু নির্বাচন করিয়া, বিধিপূর্বক দীক্ষা গ্রহণ করিয়া, শাস্ত্রোক্তপ্রকারে জপাদি করিতে হয়। নিজের যুক্তি বলে একটা সিদ্ধান্ত করিলে হয় না। . . .

বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে গায়ত্রী ভিন্ন অন্য কোন জপ্য ঐবদিক মন্ত্রের প্রচলন বা ব্যবহার নাই। পৌরাণিক মন্ত্রেরও

আদৌ ব্যবহার নাই। তান্ত্রিক মন্ত্রই সর্বত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তন্ত্রে সাধারণতঃ শিব, সূর্য্য, বিষ্ণু, গণেশ ও শক্তি—এ পাঁচটি মন্ত্র দেবতার কথা উল্লিখিত আছে। এ পঞ্চোপাসক যথাক্রমে শৈব, সৌর, বৈষ্ণব, গাণপত্য ও শাক্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। প্রত্যেক দেবতারই বহু মূর্ত্তিভেদ ও মূর্ত্তিভেদে মন্ত্র ও ধ্যানভেদ শাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে। এক এক মূর্ত্তির এক একটি মন্ত্রই যে থাকিবে, এমন কোন নিয়ম নাই; অনেক স্থলেই এক এক মূর্ত্তিরই বহু মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এই বহু মন্ত্র মধ্যে ভূপসংখ্যার ন্যূনাধিক্য ও মন্ত্রবিশেষের ফল-বৈশিষ্ট্য যথেষ্ট-পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। শাস্ত্রজ্ঞান ও শাস্ত্রদৃষ্টি না থাকিলে এসমস্ত বুঝা অত্যন্ত কঠিন; সেইজন্য গুরুলক্ষণে “শাস্ত্রে পরে চ নিষ্ণাতম্” অর্থাৎ শাস্ত্র ও ভগবানে জ্ঞানযুক্ত, এই কথা লিখিত আছে। যাহা হউক, আমাদের এই বৈষ্ণবাচার-পদ্ধতিতে বিষ্ণু মন্ত্র ছাড়া অন্য কোন দেবতার মন্ত্র সম্বন্ধে কোন আলোচনারই প্রয়োজন নাই। বিষ্ণুমন্ত্রই বিশেষভাবে আলোচ্য। শাস্ত্রে বিষ্ণুর বহু মূর্ত্তি ও বহু মন্ত্র আছে। বৈষ্ণবের মধ্যেও বহু সম্প্রদায় আছে; সম্প্রদায়-ভেদে মন্ত্র, উপাসনা-পদ্ধতি ও সদাচারের বহু তারতম্য আছে। তন্মধ্যে আমাদের দেশে গোড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মতানুসারে বিষ্ণুমন্ত্র সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচিত হইবে।

বিষ্ণুমূর্ত্তি ও বিষ্ণুমন্ত্র বহু প্রকার থাকিলেও গোড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে গোপাল-মন্ত্র গ্রহণ করিয়া শ্রীনন্দনন্দনের উপাসনাই পবিত্র ভাবে আদৃত ও গৃহীত হইয়াছে। গোপাল মন্ত্র ও বালগোপাল ও কিশোর গোপাল—এই মূর্ত্তি-দ্বৈবিধ্যানুসারে দ্বিবিধ।

আমাদের সম্প্রদায়ে অশিক্ষিত গুরু ও শিষ্যগণ মধ্যে যুগল মন্ত্র বলিয়া একটি কথার প্রচার আছে; তাহা তাহার কোন শাস্ত্রে

পাইলেন, জানি না, বোধ হয়, এই যুগল মন্ত্রের নাম করিয়াই “রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ” প্রভৃতি অশাস্ত্রীয় মন্ত্রের ব্যবহার হইয়া আসিয়াছে।

অপ্রাসঙ্গিক কবীর বহু বিস্তারে প্রয়োজন নাই। পূর্বোক্ত বাল-গোপাল ও কিশোর-গোপাল মন্ত্র ও তন্ত্রে অনেকগুলি আছে; তন্মধ্যে শাস্ত্রে ২১৪টি মন্ত্রের অধিক মাহাত্ম্য ও জপে অধিক ফল কীর্তিত হওয়ায়, আমাদের সম্প্রদায়ে সেই ২১৪টি মন্ত্রই প্রচলিত আছে ও হইয়া আসিতেছে। তবে না জানিয়া অনেকে ইহার বাহিরেও যান, তাহাতে আর সম্প্রদায় কি করিবেন?

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে সেই সর্বোত্তম ২১৪টি মন্ত্রের মহিমা বাড়াইবার জন্য প্রথমে সাধারণ বিষ্ণু মন্ত্রের মাহাত্ম্য কীর্তন করা হইয়াছে। বক্তব্য এই যে, পঞ্চ দেবতার মন্ত্র মধ্যে বিষ্ণু মন্ত্রই সমধিক ফল প্রদান করিয়া থাকেন। আমিও শ্রীশ্রীহরিভক্তি বিলাস-নুসারে মন্ত্র-মাহাত্ম্য-সূচক কতকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম।

• মন্ত্ৰান্ শ্রীমন্ত্ররাজাদীন্ বৈষ্ণবান্ গুৰ্বনুগ্রহাৎ ।

সর্বৈশ্বর্য্যং জপন্ প্রাপ্য যাতি বিষেণাঃ পরং পদম্ ॥

পুণ্যং বর্ষসহস্রৈশ্চৈঃ কৃতং সুবিপুলং তপঃ ।

জপন্তি বৈষ্ণবান্ মন্ত্ৰান্ নরাস্তে লোকপাবনাঃ ॥

আগম-বাক্যম্ ॥

শ্রীগুরুর অনুগ্রহে মন্ত্ররাজাদি (মন্ত্ররাজ কোন বিষ্ণুমন্ত্র বিশেষের নাম) বিষ্ণুমন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া, যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে জপ করে, সে ইহলোকে অগ্নিমানি অষ্টৈশ্বর্য লাভ করিয়া অস্ত্রে বিষ্ণুর পরম পদ লাভ করে। যে ব্যক্তি গুরু জন্মে সহস্র বৎসর কঠোর তপস্তা করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করে, সেই পর জন্মে বিষ্ণুমন্ত্র লাভ করিয়া জপ করিবার সৌভাগ্য লাভ করে। বিষ্ণু-মন্ত্র-জপকারী নরগণ জগৎ পবিত্র করে।

প্রজপন্ বৈষ্ণবান্ মন্ত্রান্ যং যং পশ্যতি চক্ষুৰ্ভা ।

পদা বা সংস্পৃশেৎ সন্তো মুচ্যতেহসৌ মহাভয়াৎ ॥

বৈষ্ণবতন্ত্রম্ ॥

বৈষ্ণব মন্ত্র জপ করিতে করিতে যাহাকে যাহাকে চক্ষু দ্বারা দেখিবে কিংবা যাহাকে পদ দ্বারাও স্পর্শ করিবে সে তৎক্ষণাৎ মহাভয় হইতে বিমুক্ত হইবে ।

সাক্ষং সমুদ্রং সন্ত্যাসং সঞ্চাষিচ্ছন্দদৈবতম্ ।

সদীক্ষাবিধি সধ্যানং সযন্ত্রং দ্বাদশাক্ষরম্ ॥

অষ্টাক্ষরঞ্চ মন্ত্রেশং যে জপন্তি নরোত্তমাঃ ।

তান্ দৃষ্ট্বা ব্রহ্মহা শুধ্যেৎ তে যতো বিষ্ণবঃ স্বয়ম্ ॥

শঙ্খিনশ্চক্রিণো ভূহা ব্রহ্মায়ু বনমালিনঃ ।

বসন্তি বৈষ্ণবে লোকে বিষ্ণুরূপেণ তে নরাঃ ॥

পদ্মপুরাণম্ ।

যাহারা অঙ্গ, মুদ্রা, ত্যাস, ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা, দীক্ষাবিধি, প্যান ও যন্ত্রের সহিত দ্বাদশাক্ষর ও অষ্টাক্ষর মন্ত্র জপ করেন, তাঁহাদিগকে দর্শন করিলে, ব্রহ্মঘাতী মহাপাপীও পাপমুক্ত হয় ; যে হেতু তাঁহারা বিষ্ণুতুল্য । এই মন্ত্রজপে মনুষ্যগণ শঙ্খ, চক্র ও বনমালা ধারণ করিয়া ব্রহ্মায়ু-পরিমিত কাল বিষ্ণুসাক্ষর্য্য লাভ করিয়া বিষ্ণুলোকে বাস করেন ।

(দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র—ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় । অষ্টাক্ষর মন্ত্র—ওঁ নমো নারায়ণায়) এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রই দেবর্ষি নারদ ঋষি মহাশয়কে দান করিয়াছিলেন ।

জপাশ্চ পরমো গুহ্যঃ শ্রয়তাং মে নৃপাত্মজ ।

যং সপ্তরাত্রং প্রপঠন্ পুমান্ পশ্যতি খেচরান্ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্ ।

• হে রাজকুমার, পরম গোপনীয় জপ্য মন্ত্র আমার নিকট শ্রবণ কর ; যে মন্ত্র সাতদিন মাত্র জপ করিলেই বিষ্ণুপার্শ্বদগণের দর্শন লাভ করিতে পারা যায় । অষ্টাঙ্গর মন্ত্রেরও বহু মাহাত্ম্য শাস্ত্রে কীর্তিত হইয়াছে—

কিমন্যৈ বহুভি মন্ত্রৈঃ কিমন্যৈ বহুভি ত্রৈতৈঃ ।

নমো নারায়ণায়ৈতি মন্ত্রঃ সর্বার্থসাধকঃ ॥

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু নমো নারায়ণেতি যঃ ।

জপেৎ স যাতি বিপ্রেন্দ্র বিষ্ণুলোকং সবাঙ্কবঃ ॥

লিঙ্গপুরাণম্ ।

• অত্ৰ বহু মন্ত্র • কিংবা বহু ত্রিতে কি প্রয়োজন আছে, নমো নারায়ণায় এই মন্ত্রেই সর্বার্থ সিদ্ধ হয় । হে বিপ্রেন্দ্র যে ব্যক্তি সর্বদা এই মন্ত্র জপ করে, সে সবাঙ্কবে বিষ্ণুলোকে গমন করে ।

প্রত্যেক বিষ্ণুমন্ত্রের এইরূপ বহু মাহাত্ম্য শাস্ত্রে কীর্তিত হইয়াছে । দিগ্‌দর্শনের জন্ত ২১ মাত্র দেখাইলাম । শ্রীমুসিংহ মন্ত্র সম্বন্ধে শাস্ত্রবাক্য যথা—

• দেবী হবৈ প্রজাপতিমজ্জবন্ তন্ত্ৰ আনুষ্টুভমজ্জরাজন্ত্ৰ নারসিংহন্ত্ৰ ফলং নো ব্রহ্মীতি । স হোবাচ প্রজাপতিঃ ।

য এতৎ মজ্জরাজং নারসিংহমনুষ্টুভং নিত্যমধীতে স আদিত্য-পুতো ভবতি । সোহগ্নিপুতো ভবতি । স বায়ুপুতো ভবতি । স সূর্য্যপুতো ভবতি । স চন্দ্রপুতো ভবতি । স সত্যপুতো ভবতি ।

স ব্রহ্মপুতো ভবতি । স বিষ্ণুপুতো ভবতি । স রুদ্রপুতো ভবতি ॥
স সৰ্বপুতো ভবতি ।

তাপনীয় শ্রুতিঃ ।

দেবগণ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিলেন—হে
প্রজাপতে শ্রীনরসিংহ দেবের অনুষ্টুভ মন্ত্ররাজের মাহাত্ম্য আমাদিগের
নিকট কীর্তন করুন । তদন্তরে ব্রহ্মা বলিতে লাগিলেন ।

যে ব্যক্তি এই নারসিংহ মন্ত্ররাজ প্রতাহ পাঠ করেন, তিনি
আদিত্য হইতে পবিত্র হন । অগ্নি হইতে পবিত্র হন । বায়ু হইতে
পবিত্র হন । সূর্য্য হইতে পবিত্র হন । চন্দ্র হইতে পবিত্র হন ।
সত্য হইতে পবিত্র হন । ব্রহ্মা হইতে পবিত্র হন । বিষ্ণু হইতে
পবিত্র হন । রুদ্র হইতে পবিত্র হন । এমন কি সমস্ত হইতে পবিত্র হন ।

অর্থাৎ আদিত্য অগ্নি প্রভৃতি সকলেই তাঁহাকে পবিত্র করেন ।

অনুপনীতশতমেকেনোপনীতেন তৎসমম্ ।

উপনীত শতমেকেন গৃহস্থেনচ তৎসমম্ ॥

গৃহস্থশতমেকেন বানপ্রস্থেন তৎসমম্

বানপ্রস্থশতমেকেন যতিনা তৎসমম্

যতীনাস্তু শতং পূর্ণমেকেন রুদ্রজাপকেন তৎসমম্

রুদ্রজাপকশতমেকেনাথর্ববাস্তিরসশাখ্যাধ্যাপকেন তৎসমম্ ।

অথর্ববাস্তিরসশাখ্যাধ্যাপকশতমেকেন মন্ত্ররাজাধ্যাপকেন তৎসমম্ ॥

তাপনীয়শ্রুতিঃ ।

ফাহার উপনয়ন সংস্কার হয় নাই, এইরূপ একশত ব্যক্তি একজন
উপনয়ন-সংস্কারযুক্ত ব্যক্তির সমান । এক শত উপনীত ব্যক্তি একজন
গৃহস্থের সমান । একশত গৃহস্থ একজন বানপ্রস্থের সমান । একশত
বানপ্রস্থ একজন যতি অর্থাৎ সন্ন্যাসীর সমান । একশত যতি একজন

পূর্ণ রুদ্রমন্ত্রজপকারী ব্যক্তির সমান । একশত রুদ্রমন্ত্রজপকারী একজন অথর্বাঙ্গিরস-শাখাধ্যাপকের সমান । একশত অথর্বাঙ্গিরস-শাখাধ্যাপক একজন মন্ত্ররাজ নৃসিংহমন্ত্রজপকারী ব্যক্তির সমান ।

এইরূপ শ্রীরাম-মন্ত্র-মাহাত্ম্যও শাস্ত্রে কীৰ্ত্তিত আছে ।

সর্বেষু মন্ত্রবর্গেষু শ্রেষ্ঠং বৈষ্ণবমুচ্যতে ।

গাণপত্যেষু শৈবেষু শাক্তসৌরেষ্বভীষদম্ ॥

বৈষ্ণবেষপি মন্ত্রেষু রামমন্ত্রাঃ ফলাধিকাঃ ।

গাণপত্যাदि-মন্ত্রেষু কোটিকোটিশুনাধিকাঃ ॥

অগস্ত্যসংহিতা ।

সৌর, শৈব, শাক্ত, গাণপত্য প্রভৃতি সমস্ত মন্ত্র অপেক্ষা বৈষ্ণব মন্ত্র শ্রেষ্ঠ । বৈষ্ণব-মন্ত্র মধ্যে রামমন্ত্র বিশেষ ফল দানে সমর্থ বলিয়া শ্রেষ্ঠ । এই রামমন্ত্র গাণপত্যাदि মন্ত্র অপেক্ষা কোটি কোটি গুণ ফল দান করিয়া থাকেন ।

ব্রহ্মহত্যাসহস্রাণি জ্ঞানাজ্ঞানকৃতানি চ ।

স্বর্ণস্তেয়-সুরাপান-গুরুতল্ল-যুতানি চ ॥

কোটিকোটিসহস্রাণি হ্যপপাপানি যান্মপি ।

সর্বথাপি প্রণশ্যন্তি রামমন্ত্রানুকীৰ্ত্তনাং ॥

অগস্ত্যসংহিতা ।

জ্ঞানাজ্ঞানকৃত সহস্র সহস্র ব্রহ্মহত্যা, স্বর্ণচুরি, মদ্যপান, গুরুগত্যাগমন এবং কোটি কোটি উপপাতক—সমস্তই রামমন্ত্রকীৰ্ত্তনে তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয় ।

য এতত্তারকং ব্রাহ্মণো নিত্যমধীতে স পাপ্যানং তরতি । স মুত্যাং তরতি । স ব্রহ্মহত্যাং তরতি । স সর্বব্রহ্মহত্যাং তরতি ।

স সংসারং তরতি । স সর্বং তরতি । স বিমুক্তাশ্রিতো ভবতি ।
সোহমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি ।

ভূপনীয়শ্রুতিঃ ।

যে ব্রাহ্মণ এই তারণকারী রামমন্ত্র নিত্য জপ করেন, তিনি মৃত্যু
হইতে উত্তীর্ণ হন । ক্রণহত্যাঞ্জনিত পাপ হইতে উত্তীর্ণ হন ;
সমস্ত হত্যাঞ্জনিত পাপ হইতে উত্তীর্ণ হন । সংসার হইতে উত্তীর্ণ
হন । সমস্ত হইতে উত্তীর্ণ হন । তিনি ভগবন্তকৃষ্ণদেবের আশ্রয় প্রাপ্ত
হন । তিনি মুক্তি-পদবী লাভ করেন ।

শ্রীবিষ্ণুর সকল অবতারেরই মন্ত্রের এইরূপ মাহাত্ম্য শাস্ত্রে বহুশঃ
কীর্তিত হইয়াছে । অবতার-মাহাত্ম্য দ্বারা অবতারী স্বয়ং ভগবান্
শ্রীনন্দনন্দনের মাহাত্ম্যই বর্ণিত হয়, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই ।
সম্প্রতি গোপাল-মন্ত্র সম্বন্ধে নানা শাস্ত্রে যাহা লিখিত আছে, তাহা
দেখান হইতেছে ।

সর্বেষাং মন্ত্রবর্গ্যাণাং শ্রেষ্ঠো বৈষ্ণব উচ্যতে ।

বিশেষাৎ কৃষ্ণমনবো ভোগমোক্শকসাধনম্ ॥

যস্য যস্যচ মন্ত্রস্য যো যো দেবস্তথা পুনঃ ।

অভেদাৎ তন্মুনীনাঞ্চ দেবতা সৈব ভাস্ক্যতে ॥

কৃষ্ণ এব পরং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ ।

স্বতিমাত্রেন তেষাং বৈ ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদঃ ॥

তত্রাপি ভগবন্তাং স্বাং তদ্বতো গোপিনীলয়া ।

তস্য শ্রেষ্ঠতমা মন্ত্রাস্তেষুপ্যর্চ্যাদশাক্ষরঃ ॥

বৃহদগৌতমীয়তন্ত্রম্ ।

সমস্ত শ্রেষ্ঠ মন্ত্রের মধ্যে বিষ্ণুমন্ত্রই প্রধান বলিয়া শাস্ত্রে কথিত
হইয়াছে । বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র আনন্দ, ভোগ ও মুক্তির সাধন

যে যে দেবতার মন্ত্র, সেই সেই দেবতা, সেই সেই দেবতার সঙ্গে
অভিন্ন ; অতএব সেই দেবতাই মন্ত্রদেবতা । কাজেই দেবতার তার-
তম্যানুসারে মন্ত্রেরও তারতম্য আছে । সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ-শ্রীকৃষ্ণই
পরং ব্রহ্ম ; অতএব কৃষ্ণমন্ত্র স্বরণমাত্রেই জীবের আনন্দ, ভোগ
ও মোক্ষ প্রাপ্তি হইয়াছে । শ্রীকৃষ্ণও শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীমথুরা ও শ্রীদ্বারকা
এই তিন স্থানে লীলা প্রকট করিয়াছেন ; তন্মধ্যে শ্রীবৃন্দাবনে গোপ-
লীলাতেই স্বয়ং ভগবন্তার প্রকাশ । অতএব যেমন সকল লীলা
অপেক্ষা শ্রীবৃন্দাবন-লীলা শ্রেষ্ঠতম, তদ্রূপ সকল মন্ত্রের মধ্যে
শ্রীবৃন্দাবন-লীলোদ্দীপক অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রই শ্রেষ্ঠতম ।

ওঁ মুনয়ো হবৈ ব্রাহ্মণমূচুঃ, কঃ পরমো দেবঃ, কুতো মৃত্যু-
বিভেতি, কস্য জ্ঞানেনাখিলং জ্ঞাতং ভবতি কেনেদং বিশ্বং সংসরতি ।
তানুবাচ ব্রাহ্মণঃ ।

কৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতং গোবিন্দান্মৃত্যু বিভেতি, গোপীজন-
বল্লভ-জ্ঞানেনাখিলং বিজ্ঞাতং ভবতি স্বাহয়েদং সংসরতি ।
তে হোচুঃ ।

কঃ কৃষ্ণো গোবিন্দঃ কোহসাবিতি গোপীজনবল্লভঃ কঃ কা
স্বাহেতি ।
তানুবাচ ব্রাহ্মণঃ ।

পাপকর্মণো, গোভূমিবেদাবদিতো বেদিত, গোপীজনাবিজ্ঞা-
কলাপ্রেমকস্তম্ময়ো চেতি সকলং পরং ব্রহ্ম, তদ্বশো ধ্যায়তি,
রসতি ভজতি, সোহমৃতো ভবতীতি ।
তে হোচুঃ ।

কিং তদ্রূপং কিং রসনং কথং হো তদ্বজনং তৎসর্বং
শ্রুবিবিদিষতামাখ্যাহীতি ।

তানুহোবাচ হৈরগ্যঃ ।

গোপবেশমভ্রাভং তরুণং কল্পক্রমাশ্রিতমিত্যাदि । ভক্তি-
বস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাশ্যেনামুগ্মিন্ মনঃকল্পনমেতদেব
চ নৈকশ্ম্যং, কৃষ্ণং তং বহুধা বিপ্রা যজন্তি, গোবিন্দং সমুতং বহুধা
ধ্যায়ন্তি গোপীজনবল্লভে ভুবনানি দধে স্বাহাশ্রিতো জগদেজয়ৎ
স্বরেতাঃ ॥

বায়ু যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো

জগ্রে জগ্রে পঞ্চরূপো বভূব ।

কৃষ্ণস্তথৈকোহপি জগদ্ধিতার্থং

শব্দেনাসৌ পঞ্চপদো বিভাতি ॥

গোপালতাপনী শ্রুতিঃ ।

সনকাদি মুনিগণ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, শ্রেষ্ঠতম দেবতা কে ?
কাহা হইতে মৃত্যুও ভয় পায় ? কাহাকে জানিলে প্রাকৃতাপ্রাকৃত দর্শ
বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা যায় ? কাহা দ্বারা এই বিশ্ব ব্রহ্মাও সৃষ্ট হয় ?

ব্রহ্মা বলিলেন,—

শ্রীকৃষ্ণই পরম দেবতা । গোবিন্দ হইতে মৃত্যুও ভয় পায় ।
গোপীজন-বল্লভকে জানিতে পারিলে সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান হয় । স্বাহা
হইতে এই বিশ্বব্রহ্মাওঁর সৃষ্টি হইয়া থাকে ।

মুনিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—

কৃষ্ণ কে ? গোবিন্দ কে ? গোপীজনবল্লভ কে ? স্বাহাই বা কে ?

ব্রহ্মা বলিলেন,—

যিনি পাপ কর্ষণ করিতে পারেন, তিনি কৃষ্ণ । যিনি স্বর্গ, ভূমি ও
বেদে বিদিত ও ইহাদিগকে যিনি জানেন, তিনি গোবিন্দ । গোপীজন-
শব্দের অর্থ আবিষ্কা অর্থাৎ সম্যক্ বিজ্ঞা, ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞান ; বল্লভ

শব্দার্থ তাহার প্রেরণকর্তা অর্থাৎ স্বাহার কৃপায় সেই জ্ঞান লাভ হয় । স্বাহা-শব্দার্থ মারা, উল্লিখিত সমস্তই পরব্রহ্ম । যিনি তাঁহাকে ধ্যান করেন, আশ্বাদন করেন, ভজন করেন, তিনিই মোক্ষ লাভে সমর্থ হন ।

মুনিগণ জিজ্ঞাসী করিলেন,—

তাঁহার রূপ কি ? আশ্বাদন কি ? তাঁহার ভজনই বা কেমন ? এই সমস্ত জানিবার জন্য আমাদের অভিলাষ জন্মিয়াছে—অতএব কৃপা পূর্বক আমাদের কাছে বলুন ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—

গোপবেশ, নবজলধরের গায় শ্রাবণ, নবকিশোর, কল্পতরু-মূলে বিরাজিত ইত্যাদি তাঁহার রূপ ।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে ভক্তি, তাহাকেই ভজন বলে ; ইহলোকের ও পরলোকের সমস্ত ভোগ-বাসনা পরিত্যাগ করিয়া, কৃষ্ণকেই সার জ্ঞান করিয়া, তাহাতে চিত্তধারণাই ভক্তি বা ভজন শব্দের মূখ্যার্থ । ঐদৃশ ভজনকেই নৈষ্কর্ম্য অর্থাৎ কর্মশূন্যতা বলে । ব্রাহ্মণগণ কৃষ্ণকে বিবিধ প্রকারে অর্চনা করিয়া থাকেন । কৃষ্ণকে নানাপ্রকারে ধ্যান করিয়া থাকেন । গোপীজন-বল্লভই সমস্ত ভুবন পালন করিতেছেন । স্বাহাকে অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মাও সৃষ্টি করিতেছেন ।

বায়ু যেমন দেহে প্রবেশ করিয়া প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান এই পাঁচরূপ ধারণ করে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণও বিশ্বের হিতের নিমিত্ত এক হইয়াও ক্লী; কৃষ্ণায়, গোবিন্দায়, গোপীজনবল্লভায়, স্বাহা, এই পাঁচ পদে বিভক্ত হইয়া অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্ররূপে বিরাজ করিতেছেন ।

ওঁ কারেণীশ্বরিতং যে জপন্তি

গোবিন্দস্য পঞ্চপদং মনুং তম্ ।

তস্মৈ চাসৌ দর্শয়েদাত্মরূপং

তথা . মুমুকুরভ্যাসেন্নিত্যশাস্ত্য ॥

তস্মাদন্তো পঞ্চপদাভূবন্

গোবিন্দস্য মনবো মানবানাম্ ।

দশার্ণাষ্ঠ্যন্তেহপি সংক্রন্দনাত্তৈ-

রভ্যস্যন্তে ভূতিকািমৈর্যথাবৎ ॥

গোপাল-তাপনীশ্রুতিঃ ।

যে ব্যক্তি প্রণবপুটিত করিয়া গোবিন্দের এই পঞ্চপদাত্মক মন্ত্র জপ করে, গোবিন্দ তাহাকে আত্মস্বরূপ দর্শন করান । মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তিগণ এই মন্ত্র সর্বদা জপ করেন । এই অষ্টাদশাঙ্কর মন্ত্র হইতে জীবহিতার্থ দশাঙ্কর প্রভৃতি মন্ত্র উদ্ভূত হইয়াছে । ইন্দ্রাদি দেবগণ পারমার্থিক উন্নতি-কামনায় তাহা জপ করিয়াছেন ।

তানুবাচ ব্রাহ্মণোহসাবনবরতং মে ধ্যাতঃ স্তুতঃ পরাৰ্দ্ধান্তে সো
হববুধ্যত গোপবেশো মে পুরুষঃ পুরস্তাদাবির্ভূব । ততঃ প্রণতেন
ময়ানুকূলেন হৃদা মহামষ্ঠাদশার্ণস্বরূপং সৃষ্টয়ে দত্তাহস্তহিতঃ ॥

গোপালতাপনী শ্রুতিঃ ।

সৃষ্টির পূর্বে আমি ক্ষীরোদশায়ীর নাভিকমলে বসিয়া পরাৰ্দ্ধ পরিমিতকাল শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান ও স্তুব করিতে করিতে তাঁহার বিষয়ে আমার কিঞ্চিৎ জ্ঞান হইলে গোপবেশধারী ভগবান্ আমার নিকটে আবির্ভূত হইলেন । আমি তাঁহার চরণে প্রণত হইলে তিনি এই অষ্টাদশাঙ্কর মন্ত্র আমাকে উপদেশ করিয়া অস্তহিত হইলেন ।

এতসৈব্য যজনেন চন্দ্রধ্বজো গতমোহিমাআনং বেদয়িত্বা
ঐ কারাস্তুরালকং মনুমাবর্তয়ৎ সঙ্গরহিতো হত্যানয়ৎ ॥

গোপালতাপনী শ্রুতিঃ ॥

এই অষ্টাদশাঙ্কর মন্ত্র চন্দ্রধ্বজ মহাদেব ঐকার-পুটিত করিয়া জপ

করেন এবং এই মন্ত্রদ্বারা ভগবানের মহাপূজা করেন ; তাহা দ্বারা তিনি বিগতমোহ হইয়া আত্মতত্ত্ব জানিয়া নিঃসঙ্গ অহরহঃ এই মন্ত্র আবৃত্তি করেন ও জগতে ইহার মাহাত্ম্য খ্যাপন করেন ।

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামীশ্বরো জগদীশ্বরঃ ।

তস্য সন্তি মহাভাগা অবতারাঃ সহস্রশঃ ॥

ভেষাং মধোহবতারাণাং বালহমতিদুলভম্ ।

অমানুষানি কৰ্ম্মানি তানি তানি কৃতানি চ ॥

শাপানুগ্রহকর্তৃত্বে যেন সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ।

তস্য মন্ত্রং প্রবক্ষ্যামি সাক্ষোপাঙ্গমনুত্তমম্ ॥

যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ নরঃ সর্বজ্ঞতামিয়াৎ ।

পুত্রার্থী পুত্রমাপ্নোতি ধনার্থী লভতে ধনম্ ॥

সর্বশাস্ত্রার্থ পারজ্ঞো ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ।

ত্রৈলোক্যঞ্চ বশীকুর্যাৎ ব্যাকুলীকুরুতে জগৎ ॥

মোহয়েৎ সকলং সোহপি মারয়েৎ সকলান্ রিপূন্ ।

বহুনা কিমিহোক্তেন মুমুক্শুর্মেক্ষমাপ্নুয়াৎ ॥

যথা চিস্তামনিঃ শ্রৌষ্ঠো যথা গৌশ্চ যথা সতী ।

যথা দ্বিজো যথা গজা তথাসৌ মন্ত্র উত্তমঃ ॥

যথাবদখিলং শ্রৌষ্ঠং যথাশাস্ত্রম্ বৈষ্ণবম্ ।

যথা সুসংস্কৃতী বাণী তথাসৌ মন্ত্র উত্তমঃ ॥

কিঞ্চ—

অতো ময়া সুরেশানি প্রত্যহং জপ্যতে মনুঃ ।

নৈতেন সদৃশঃ কৃশ্চিজ্জগত্যগ্নিন্ চরাচরে ॥

ত্রৈলোক্য-সম্বোহন তত্ত্বম্ ।

জগদীশ্বর শ্রীহরি ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের প্রভু ; তাঁহার মহাঐশ্বর্য্যাবিশিষ্ট সহস্র সহস্র অবতার আছে । সেই সমস্ত অবতারের মধ্যে নরলীলাকারী বালক অবতার অতি দুর্লভ । সেই বালক অবতারে বিবিধ অলৌকিক কর্ম ও তৎসহ বিশ্বের দণ্ড ও অমুগ্রহ সম্পাদিত হয় । আমি সেই বালক অবতারের শ্রেষ্ঠ মন্ত্র, অঙ্গ ও উপাঙ্গ-সহ কীর্তন করি, শ্রবণ কর ; বাহা জানিবামাত্র মানব সর্বজ্ঞতা লাভ করিতে পারে । পুত্রার্থী পুত্র লাভ করে, ধনার্থী ধনলাভ করে, বিদ্যার্থী নিখিল শাস্ত্রের জ্ঞানলাভ করে, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । এই মন্ত্র প্রভাবে ত্রিলোক বশীভূত হয় এবং মন্ত্রজপকারী ব্যক্তি সমস্ত বিশ্বকে আকুলিত করিতে পারে, সকল জগৎকে মোহিত করিতে পারে ও সমস্ত বিপু সংহার করিতে পারে । অধিক আর কি বলিব, এই মন্ত্রপ্রভাবে মোক্ষার্থী মোক্ষলাভ করিতে পারে । গণিগণের মধ্যে যেমন চিন্তামণি, পশুগণের মধ্যে যেমন ধেনু, নারীগণের মধ্যে যেমন পতিব্রতা, বর্ণের মধ্যে যেমন ব্রাহ্মণ, নদীর মধ্যে যেমন ভাগীরথী সর্বশ্রেষ্ঠ, সেইরূপ সমস্ত মন্ত্রের মধ্যে এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র সর্বশ্রেষ্ঠ । যেমন সমস্ত শাস্ত্র মধ্যে শ্রীহরিব লীলা-মহিমা-প্রতিপাদক বৈষ্ণবশাস্ত্র শ্রেষ্ঠ, বাক্যের মধ্যে যেমন সংস্কৃত অর্থাৎ বিনয়াদিযুক্ত বাক্য শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ মন্ত্র মধ্যে এই মন্ত্রই প্রধান । হে দেবি । এই জগুই আমি প্রতাহ এই মন্ত্র জপ করি—বিশ্বসংসারে অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের তুল্য আর নাই । এইরূপ অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের বহু মহিমা শাস্ত্রে কীর্তিত হইয়াছে । দশাক্ষর মন্ত্রের মহিমাও শাস্ত্রে বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয় । দশাক্ষর মন্ত্র অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রেরই অংশ বিশেষ ; কাজেই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের মহিমা-কীর্তনেই দশাক্ষর-মন্ত্র-মহিমা কীর্তিত হয় ; তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই ।

আমাদের গোড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রথমারম্ভে এই অষ্টাদশাক্ষর

ও দশাঙ্কর মন্ত্রই ব্যবহৃত হইত । এই দুইটিই আমাদের সাম্প্রদায়িক মন্ত্র ; কিন্তু কালক্রমে অনেক স্থানে এই ধারা লোপ পাইয়াছে ও অন্য মন্ত্র প্রবেশ করিয়াছে । গোড় দেশে প্রথম প্রেমভক্তিবীজের রোপণকারী শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরী পাদ এই অষ্টাদশাঙ্কর মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন । তাঁহার শিষ্য শ্রীমন্নির্য্যাতনন্দপ্রভু, শ্রীমদবৈতপ্রভু ও শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরী দশাঙ্কর মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন ।

শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর শিষ্য শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু বিশ্বম্ভরদেব অষ্টাদশাঙ্কর মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন । শ্রীমন্নির্য্যাতনন্দ প্রভু ও শ্রীমদবৈত প্রভুর শিষ্যবর্গও অষ্টাদশাঙ্কর মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন । এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে অষ্টাদশাঙ্কর ও দশাঙ্কর মন্ত্রই আমাদের সম্প্রদায়ে পূর্বে ব্যবহৃত হইত । এমন অন্তঃসত্ত্ব বস্তু বুঝি শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছা নয় যে সকলে পায় ; তাই আজকাল অনেক স্থানে অনেকে ইহার নাম গন্ধও জানেন না ।

এই দুই মন্ত্রের শেষেই “স্বাহা” শব্দ আছে । সেজন্য অনেকে মনে করিতে পারেন যে, তন্ত্রে আছে—

স্বাহাপ্রণবসংযুক্তং শূদ্রে মন্ত্রং দদদ্বিজঃ ।

শূদ্রো নিরয়মাপ্নোতি ব্রাহ্মণঃ শ্বপচাধমঃ ॥

তন্ত্রসারঃ ।

যদি কোন ব্রাহ্মণ স্বাহা ও প্রণব-সংযুক্ত মন্ত্র স্ত্রী বা শূদ্রকে দান করেন, তাহা হইলে তাহার ত নরকে যায়ই ব্রাহ্মণও চণ্ডালাধম হইয়া জন্মগ্রহণ করেন । •অতএব স্ত্রী ও শূদ্রাদি এই মন্ত্র জপ করিতে পারে না । এই সন্দেহ নিরাস করিবার জন্য শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে ইহার অধিকারী নির্ণয় করা হইয়াছে । সম্প্রতি সেই সমস্ত শ্লোক প্রদর্শন করা যাইতেছে ।

অথ কৃষ্ণমনুন্ বক্ষ্যে দৃষ্টাদৃষ্ট-ফলপ্রদান্ ।

যান্ বৈ বিজ্ঞায় মুনয়ো লেভিরে মুক্তিমঞ্জসা ॥

গৃহস্থা বনগাঠৈশ্চ যতয়ে। ব্রহ্মচারিণঃ ।

স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাদয়শ্চৈব সর্বৈ যত্রাধিকারিণঃ ॥

বৃহদ্ গোতমীয়তন্ত্রম্ ॥

অনন্তর, ইহলোক ও পরলোকের ফলদায়ক শ্রীকৃষ্ণ-মন্ত্র বলিব । যে মন্ত্র জানিয়া মুনিগণ অনায়াসে মুক্তিলাভ করিয়াছেন । ইহাতে কোন অধিকারীর ভেদ বিচার নাই ; গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সম্যাসী, ব্রহ্মচারী, স্ত্রী, শূদ্র প্রভৃতি সকলেই ইহার অধিকারী ; সকলেই এই মন্ত্র গ্রহণ করিয়া পরম ফল লাভ করিতে পারে । ইহা দ্বারা বুঝা যায়, কৃষ্ণমন্ত্র স্বাহা প্রণবসংযুক্ত হইলেও স্ত্রীশূদ্রাদির গ্রহণযোগ্য । কৃষ্ণমন্ত্র ব্যতীত অন্য মন্ত্র স্বাহা-প্রণব-সংযুক্ত হইলে স্ত্রী শূদ্রাদি তাহা গ্রহণ করিতে পারে না ।

যেমন কোন মতেই স্ত্রী শূদ্রাদি বৈদিক মন্ত্র প্রভৃতি গ্রহণ করিতে পারে না, তান্ত্রিক মন্ত্র সেরূপ নহে । তান্ত্রিক মন্ত্রের অধিকার সম্বন্ধে শাস্ত্রে বিচার আছে যে —

তান্ত্রিকেষু চ মন্ত্রেষু দীক্ষায়াং যোষিতামপি ।

সাধ্বীনামধিকারোহস্তি শূদ্রাদীনাক্ষ সন্ধিয়াম্ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ॥

তান্ত্রিক মন্ত্র দীক্ষায় পতিব্রতা স্ত্রী ও ব্রাহ্মণ-সেবা-পরায়ণ শূদ্রের অধিকার আছে ।

আগমোক্তেন মার্গেণ স্ত্রীশূদ্রৈশ্চৈব পূজনম্ ।

কর্তব্যং শ্রদ্ধয়া বিশেষাশ্চিন্তয়িত্বা পতিং হৃদি ॥

শূদ্রাণাক্ষৈব ভবতি নাম্না বৈ দেবতার্চনম্ ।

সর্বৈ চাগমমার্গেণ কুৰ্য্যুর্বেদানুসারিণা ॥

স্ত্রী ও শূদ্র ভগবান্কে হৃদয়ে চিন্তা করিয়া আগমোক্ত মার্গে অবশ্য ত্রীবিধের অর্চনা করিবেন। শূদ্র নামমন্ত্রে সকল দেবতার অর্চনা করিতে পারে। সকলেই বেদানুসারে আগম-মার্গে ত্রীভগবানের অর্চনা করিবেন। এই বচনে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, বেদ-বিরোধী আগম বিধিতে অর্চনা করা কোনরূপে কর্তব্য নহে।

শুচিব্রততমাঃ শূদ্রা ধার্মিকা দ্বিজসেবকাঃ ॥

স্ত্রিয়ঃ পতিব্রতাশ্চাণ্ডে প্রতিলোমানুলোমজাঃ ॥

লোকাশ্চাণ্ডালপর্যন্তাঃ সর্বৈহপাত্রাধিকারিণঃ ॥

অগস্ত্যসংহিতা ।

শুদ্ধাচার, একাদশাদি ব্রতধারী, স্বধর্মরত ও দ্বিজসেবা-পরায়ণ শূদ্র এবং পতিব্রতা স্ত্রী ও অন্যান্য শুদ্ধচিত্ত বর্ণসকল জাতি, এমন কি, চণ্ডাল পর্যন্ত সকলেই ত্রীহরির পূজাদিতে অধিকারী হইতে পারেন।

মোট কথা সর্বশাস্ত্রের একই সিদ্ধান্ত এই যে, ত্রীহরিভজন আচণ্ডাল মনুষ্যের অবশ্য কর্তব্য।

দীক্ষা-পদ্ধতিঃ ।

দীক্ষা-পদ্ধতিতে বৈষ্ণব-গ্রন্থোক্ত দীক্ষা প্রণালী কিছু আলোচিত হইবে। অনিঙ্কিত গৌসাই গুরুর দীক্ষা দেওয়া ও মালসা-ভোগ-মারা বাবাজীর দীক্ষা দেওয়া দেখিয়া অনেকেই মনে করেন, বৈষ্ণব শাস্ত্রে বুঝি এ সব ছাড়া আর কিছু নাই ; কিন্তু তাহা নহে। শাস্ত্রে বিশেষ রকমই আছে ; কিন্তু বাহারা গুরুগিরি করিবেন, তাহারা না শিখিলে কে কি করিবে ? শিষ্যগণ পদ্ধতি দেখিয়া গুরুদ্বারা কাজ করাইয়া না লইতে পারিলে আর গতি নাই।

দীক্ষা দেওয়া ব্যাপার বড় সোজা নহে ; ইহার অনেক কর্তব্য ও বিচার্য আছে । প্রথমতঃ সকল মন্ত্র সকলের পক্ষে খাটে না । কোনও মন্ত্র গ্রহণে শিষ্যের দিন দিন আর্থিক ও পারমার্থিক উন্নতি হয় ; আবার কোন মন্ত্র গ্রহণে শিষ্যকে ধনপুত্র নাশ, ব্যাধি প্রভৃতি নানা উপদ্রব ভোগ করিতে হয় । সে জন্য মন্ত্র দেওয়ার পূর্বে গুরু তিন চক্র বিচার করিয়া রাশি নক্ষত্রানুসারে যে মন্ত্র শিষ্যের যোগ্য হয়, সেই মন্ত্র নির্বাচন করিয়া তদনুসারে অন্যান্য দীক্ষাদ্বৈত সাধন করিয়া, যথাযোগ্য কালে দীক্ষা দান করিবেন । অনেক গুরুর মুখে শুনা যায়, আমার অমুক শিষ্য আমাকে মানে না । কিন্তু ভাবিয়া দেখা উচিত যে, তিনি মন্ত্রদান কালে এমন কি প্রক্রিয়া করিয়াছেন যে, তাহার ফলে শিষ্য পারমার্থিক উন্নতি লাভ করিবে ও গুরু চরণে অচলা ভক্তি রাখিতে সমর্থ হইবে ? জোর করিয়া ত মানান যায় না । বাহা ইউক, গুরুবর্গের এ সমস্ত শিক্ষা করা যে অবশ্যকর্তব্য, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই । এ সম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তিবিলাসে বাহা আলোচিত হইয়াছে, তাহা এস্থলে কিঞ্চিৎ প্রদর্শিত হইল ।

গুরুশ্চ সিদ্ধ-সাধ্যাদি মন্ত্রদানে বিচারয়েৎ ।

স্বকুলান্যকুলকুল বালপ্রৌঢ়ম্বেবচ ॥

স্ত্রীপুং-নপুংসকত্বঞ্চ রাশিনক্ষত্রমেলনম্ ।

সুপ্ত-প্রবোধ-কালঞ্চ তথা ঋণধনাদিকম্ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসমুখ্য শারদাতিলক-বচনম্ ।

মন্ত্র দানের পূর্বে গুরুদেব সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ বা অরি মন্ত্র প্রদান করিতেছেন কিনা, সেটি বিচার করিয়া দেখিবেন এবং মন্ত্রের স্বীয় কুল, পরকুল, বালকত্ব, প্রৌঢ়ত্ব, স্ত্রীত্ব, পুরুষত্ব প্রভৃতি বিচার

করিবেন । রাশিচক্র^১ বিচার, নক্ষত্রচক্র বিচার করিবেন । যে সময়ে মন্ত্র দিবেন, সে সময় স্মৃতি কি প্রবুদ্ধ কাল, তাহাও বিচার করিবেন । ঋণী ধনী চক্র, অকডম চক্র, অকথহ চক্র, কুর্ষ চক্র প্রভৃতি বিশেষ বিচার করিয়া মন্ত্র দান করিবেন ।

• এ সমস্ত চক্র বিচারের কথা শুনিলে বর্তমান সময়ে গুরুমহাশয়-গণের অনেকেই আকাশ পাতাল মুখব্যাচন করেন ।

বহু শাস্ত্রে আছে বলিয়া এবং গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে এই সমস্ত চক্রের চিত্র অঙ্কিত করিয়া দেওয়া হইল না ।

ইহা ছাড়া মন্ত্রের দোষাদি শোধন করিবার জন্য দশবিধ সংস্কার করিতে হয় ।

জননং জীবনঞ্চৈতি তাড়নং বোধনং তথা ।

অথাভিষেকো বিমলীকরণাপ্যায়নে পুনঃ ।

তর্পণং দীপনং গুপ্তিদ শৈতা মন্ত্রসংক্রিয়াঃ ॥

জনন, জীবন, তাড়ন, বোধন, অভিষেক, বিমলীকরণ, আপ্যায়ন, তর্পণ, দীপন ও গুপ্তি—মন্ত্রের এই দশপ্রকার সংস্কার করিতে হয় ।

এই জনন-জীবনাদি দশটি সংস্কারের কোনটা কেমন ক্রিয়া করিতে হয়, তাহা ৭২ পৃষ্ঠায় দেখান হইবে ।

পূর্বেকৃত চক্র-বিচারাদির সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব এই যে সমস্ত মন্ত্রে সমস্ত বিচার করিতে হয় না ।

•নৃসিংহার্ক-বুরাহাণাং প্রসাদপ্রবণশ্চ ।

বৈদিকস্য চ মন্ত্রস্য সিদ্ধাদীন্মৈব শোধয়েৎ ॥

স্বপ্নলঙ্কে স্ত্রিয়া দত্তে মালামন্ত্রেচ ত্র্যম্বক্রে ।

একাক্ষরে তথা মন্ত্রে সিদ্ধাদীন্মৈব শোধয়েৎ ॥

তদ্বচনম্ ।

নৃসিংহ, সূর্য্য, বরাহ প্রভৃতি দেবতার মন্ত্রে, বৈদিকমন্ত্রে, স্বপ্নলক্ষমন্ত্রে, স্ত্রী-প্রদত্তমন্ত্রে, মালামন্ত্রে, ত্র্যক্ষর ও একাক্ষর মন্ত্রে সিদ্ধাদি-বিচারে প্রয়োজন নাই । (বিংশাক্ষরের অধিক অক্ষর-যুক্ত মন্ত্রের নাম মালামন্ত্র)

অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রে সিদ্ধাদি-বিচার ত নাইই, পরন্তু রাশিচক্র, নক্ষত্র-চক্র, ঋণী ধনী চক্র প্রভৃতি কিছুই বিচার করিতে হয় না ।

ত্রৈলোক্য-সম্মোহনতন্ত্রে অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র কথনে উক্ত আছে ।

ন চাত্র শাত্রবা দোষা নর্ণস্বাদিবিচারণা ।

ঋক্ষরাশিবিচারো বা ন কৰ্ত্তব্যো মনো প্রিয়ে ॥

কেচিচ্ছিন্নাশ্চ রুদ্ধাশ্চ কেচিন্মদসমুদ্ধতাঃ ।

মলিনাঃ স্তম্ভিতাঃ কেচিৎ কীলিতা দূষিতা অপি ।

এতৈর্দোষৈর্যুতো নায়ং যতস্ত্রিভুবনোত্তমঃ ॥

ত্রৈলোক্য-সম্মোহন-তন্ত্রম্ ।

শ্রীমহাদেব পার্শ্বতীকে বলিতেছেন,—হে প্রিয়ে এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের বিচারে কোন সাধকের পক্ষে এই মন্ত্রটি অরি মন্ত্র হইল কি না, বিচার করিতে হয় না । ঋণী ধনী চক্র বিচার করিতে হয় না । রাশি চক্র বা নক্ষত্র চক্র বিচার করিতে হয় না । ছিন্ন, রুদ্ধ, মদোদ্ধত, মলিন, স্তম্ভিত, কীলিত, দূষিত প্রভৃতি মন্ত্রের অনেক দোষ থাকে ; কিন্তু এ মন্ত্রের কোন দোষ নাই । অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র ত্রিভুবনোত্তম ।

বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মধ্যেও দেখা যায়, তাঁহারা প্রায়ই কৃষ্ণমন্ত্রের দশসংস্কারও করেন না ;

বলিত্বাৎ কৃষ্ণমন্ত্রাণাং সংস্কারাপেক্ষণং নহি ।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ।

শ্রীকৃষ্ণ-মন্ত্র স্বতঃসিদ্ধ ও অচিন্ত্যপ্রভাব-সম্পন্ন ; কাজেই ইহার দশসংস্কার করিবার প্রয়োজন নাই ।

মোট কথা, গুরুমহাশয়গণ যদি বুদ্ধিপূর্বক শিষ্যদের দশাঙ্কর কিংবা অষ্টাদশাঙ্কর মন্ত্র দান করেন, তাহা হইলে অনেক দোষের হাত এড়াইতে পারেন ।

মন্ত্র গ্রহণের দিন নির্ণয় সম্বন্ধেও শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় । যে সে দিনে মন্ত্র গ্রহণ করিলে শুভ হয় না । আজকাল এ নিয়ম বদলাইয়া গিয়া সহরে রবিবারে ও পল্লীগ্রামে হাটের পরদিন মন্ত্র গ্রহণের দিন বাঁধাবাঁধি চইয়া গিয়াছে । এই সমস্ত কারণেই গুরুশিষ্যের কাহারও বিশেষ ধর্মোন্নতি নাই ।

অথ মাসনির্ণয়ঃ ।

মন্ত্রারম্ভস্ত চৈত্রে স্যাৎ সমস্তপুরুষার্থদঃ ।

বৈশাখে রত্নলাভঃ স্যাৎ জ্যৈষ্ঠে তু মরণং ধ্রুবম্ ॥

আষাঢ়ে বন্ধুনাশঃ স্যাৎ পূর্ণায়ুঃ শ্রাবণে ভবেৎ ।

প্রজানাশো ভবেদ্ভাদ্রে আশ্বিনে রত্নসঞ্চয়ঃ ॥

কার্ত্তিকে মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্যাৎ মার্গশীর্ষে তথা ভবেৎ ।

পৌষে তু শত্রুপীড়া স্যাৎ মাঘে মেধা-বিবর্দ্ধনম্ ।

ফাল্গুনে সর্বকামঃ স্যুমলমাসং বিবর্জ্যয়েৎ ॥

গৌতমীয় তন্ত্রম্ ।

চৈত্রমাসে মন্ত্রগ্রহণ করিলে সমস্ত পুরুষার্থ লাভ হয় । বৈশাখে রত্ন লাভ হয় । জ্যৈষ্ঠে নিশ্চয়ই মৃত্যু ঘটে । আষাঢ়ে বন্ধু নাশ হয় । শ্রাবণে পূর্ণ আয়ুঃ লাভ হয় । ভাদ্রে সম্ভাননাশ হয় । আশ্বিনে রত্ন সঞ্চিত হয় । কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণে মন্ত্রসিদ্ধি হয় । পৌষে শত্রুপীড়া হয় । মাঘে মেধা বর্দ্ধিত হয় । ফাল্গুনে সমস্ত কামনা সফল হয় । মলমাসে মন্ত্র গ্রহণ করিবে না ।

অথ বারনির্ণয়ঃ ।

রবৌ গুরৌ তথা সোমে কর্তব্যং বুধশুক্রয়োঃ ।

রবি, বৃহস্পতি, সোম, বুধ ও শুক্রবারে দীক্ষা গ্রহণ করিবে ।

অথ নক্ষত্রনির্ণয়ঃ ।

রোহিণী শ্রবণাৰ্দ্ধাচ ধনিষ্ঠা চোত্তরা ত্রয়ম্ ।

পুষ্যা শতভিষাশ্চৈব দীক্ষানক্ষত্রমুচ্যতে ॥

নারদ-তন্ত্রম্ ।

রোহিণী, শ্রবণা, আৰ্দ্ধা, ধনিষ্ঠা, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তর ভাদ্রপদ, পুষ্যা ও শতভিষা এই কয় নক্ষত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিবে ।

কোন গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে ।

অশ্বিনী রোহিণী স্বাতী বিশাখা হস্তভেষুচ ।

জ্যেষ্ঠোত্তরাত্রয়েষেব কুর্য্যান্মন্ত্রাভিষেচনম্ ॥

অশ্বিনী, রোহিণী, স্বাতী, বিশাখা, হস্তা, জ্যেষ্ঠা, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া ও উত্তরভাদ্রপদ, এই কয় নক্ষত্রে মন্ত্র গ্রহণ করিবে ।

অথ তিথিনির্ণয়ঃ ।

দ্বিতীয়া পঞ্চমী চৈব ষষ্ঠী চৈব বিশেষতঃ ।

দ্বাদশ্যামপি কর্তব্যং ত্রয়োদশ্যামথাপি বা ॥

সারসংগ্রহঃ ।

দ্বিতীয়া, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, দ্বাদশী ও ত্রয়োদশীতে দীক্ষা গ্রহণ করিবে ।

অন্যত্র আছে,—

পূর্ণিমা পঞ্চমী চৈব দ্বিতীয়া সপ্তমী তথা ।

ত্রয়োদশীচ দশমী প্রশস্তা সর্বকামদা ॥

পূর্ণিমা, পূর্ণনী, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, ত্রয়োদশী ও দশমী, এই কয়
তিথিতে মন্ত্র গ্রহণ করিলে সৰ্ব্ব কামনা পূর্ণ হয় ।

এবং শুদ্ধদিনে শুক্লপক্ষে শুক্রগুরুদয়ে ।

সমুদ্রে চন্দ্রতারানুকূলে দীক্ষা প্রশস্যাতে ॥

এই প্রকার শুদ্ধ দিনে, শুক্লপক্ষে, গুরু ও শুক্রের উদয়-কালে,
অর্থাৎ শুদ্ধকালে, শুভলগ্নে, চন্দ্রতারা-তুষ্কিতে দীক্ষা-গ্রহণই প্রশস্ত ।

এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিশেষ ব্যবস্থা আছে,—

সত্তীর্থেহর্কবিধুগ্রাসে তন্তুদামনপর্বণোঃ ।

মন্ত্রদীক্ষাং প্রকুব্বীত মাসর্কাদি ন শোধয়েৎ ॥

রুদ্রদামনম্ ।

সত্তীর্থে অর্থাৎ গঙ্গাতীরে বা শ্রীবৃন্দাবনাদিধাম প্রভৃতি স্থানে, চন্দ্র ও
সূর্য্য গ্রহণ সময়ে, তন্তুপর্কে অর্থাৎ আবণ মাসে, পবিত্রারোপন-দিনে
ও দামনপর্কে অর্থাৎ চৈত্রমাসে যদনোৎসব দিনে, মাস, নক্ষত্র,
তিথি প্রভৃতির বিচার না করিয়াই দীক্ষা গ্রহণ করিবে ।

দুর্লভে সদগুরুণাঞ্চ সঙ্কংসঙ্গ উপস্থিতে ।

তদনুষ্ঠা যদা লব্ধী স দীক্ষাবসরো মহান্ ॥

গ্রামে বা যদিবারণ্যে ক্ষেত্রে বা দিবসে নিশি ।

আগাচ্ছতি গুরু দৈবাদ্ যদা দীক্ষা তদাশ্রয়া ॥

যদৈবেচ্ছা তদী দীক্ষা গুরোরাজ্ঞানুরূপতঃ ।

ন তীর্থং ন ত্রতং হোমো ন স্নানং ন জপক্রিয়া ।

দীক্ষায়াঃ কারণংকিন্তু স্বেচ্ছাপ্রাপ্তে তু সদগুরৌ ॥

সদগুরুর সঙ্গ অতি দুর্লভ; তাঁহার সঙ্গ ভাগ্যক্রমে একবারও পাওয়া
গেলে, তিনি যখন আজ্ঞা করিবেন, তখনই দীক্ষার কাল জানিবে । গ্রামে

বনে কিংবা ক্ষেত্রে, দিবসে কিংবা রজনীতে, যখন দৈববশে সদগুরু আগমন করিবেন ও আজ্ঞা করিবেন, তখনই দীক্ষা গ্রহণ করিতে পারিবে। গুরুর ইচ্ছা হইলে, তাঁহার আজ্ঞাক্রমে দীক্ষা গ্রহণ করিবে। তাঁহার ইচ্ছা হইলে, তীর্থ ত্রত, স্নান, হোম অপক্রিয়া প্রভৃতি কিছুই দীক্ষার হেতু হয় না। সদগুরুর ইচ্ছাই দীক্ষার কারণ।

এই সমস্ত বচন দেখিয়া কিংবা শুনিয়া, সকলেই সদগুরু সাজিয়া বসিয়া আছেন। অসদগুরু আর পৃথিবীতে নাই। গুরুর লক্ষণযুক্ত, শাস্ত্রজ্ঞ ও ভগবৎ-প্রেমিক ব্যক্তিই সদগুরু; ইহা ছাড়া সদগুরু হইতে পারে না। বিশেষতঃ যাহারা শিষ্যে শক্তি সঞ্চার করিতে সমর্থ এবং যাহাদের দর্শন মাত্রেই বিষয় বাসনা দূর হইয়া শ্রীভগবানে রতিনাভ হয় তাঁহারা এই তিথি নক্ষত্রাদি বিচার না করিয়া স্বেচ্ছায় যন্ত্র দান করিতে সাহসী হন। দুঃখের বিষয় এই যে সদগুরু লাভ করিয়া তিথি নক্ষত্রাদি বিচার না করিয়া যে সে সময়ে যন্ত্রগ্রহণ করিতে অনেককে দেখা যায়। কিন্তু সংসার বাসনা লোপ কাহারও হয় না।

আজকাল দেশে সদগুরু নির্ণয় করাও বড় অদুত। কেহ ভাল কীর্তন করিতে পারেন, তিনি সদগুরু! কেহ ভাল ভাগবত পাঠ করিতে পারেন, তিনি অবশ্যই সদগুরু! কেহ বা কীর্তনে দণ্ডা ধরেন, তিনি সদগুরু! কেহ বা ভাত না খাইয়া আশ্রমণ লুচি কিংবা তিনঝুড়ি ফল খাইয়া থাকেন, তিনি সদগুরু! কেহ তিনদিন হিমাচলে থাকিয়া মাথায় প্রকাণ্ড এক পাগড়ী বাধিয়া, গেরুর কাপড়, পাঞ্জাবী প্রভৃতি পরিধান করিয়া আসিয়াছেন, তিনি সদগুরু! কেহ বারজাতির ভাত খান, অতএব ভেদ-জ্ঞান নাই, তিনি সদগুরু ইত্যাদি। যখন প্রকৃতভাবে শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠিত হইবে, তখন আর ধর্মজগতের এ দুর্দশা থাকিবে না। সকলেই যদি একটু একটু শাস্ত্র চর্চা করেন, তাহা হইলে দেশে আর এ দুর্দশা থাকে না।

দীক্ষা দেওয়ার সময় পূজাহোমাদি কতকগুলি ক্রিয়া করিতে হয় । তাহা অতি বিস্তৃতও আছে, আবার সংক্ষিপ্তও আছে । শাস্ত্রে সাধারণতঃ চারি প্রকার দীক্ষা-প্রথা দেখা যায় ।

ক্রিয়াবত্যাदिভেদেন ভবেদীক্ষা চতুर्विधा ।

অত্র ক্রিয়াवती दীक्षा संक्षेपेणैव लिख्यते ॥

শ্রীহরিভক্তি বিলাসঃ ।

ক্রিয়াবতী, ফলাত্মা, বর্ণময়ী ও বেধময়ী ভেদে দীক্ষা চতুর্বিধা । তন্মধ্যে সূগমবিধায় ক্রিয়াবতী দীক্ষার নিয়ম ও প্রণালী সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে ।

ভূমিং সংস্কৃত্য তস্যাং চার্চयित्वा वास्तुदेवताः ।

सप्तहस्तमितं कुर्यान्मृगुपं रम्यवेदिकम् ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ ।

দীক্ষার পূর্বদিনে গোময়াদি দ্বারা ভূমিসংস্কার করিয়া, তাহাতে বাস্তু দেবতা প্রভৃতির পূজা করিবে ; তদন্তে তদুপরি রম্যবেদী-বিশিষ্ট সাত-হাত-পরিমিত মৃগুপ করিবে ।

এই মৃগুপের কোণে হোমকুণ্ড নির্মাণ করিতে হয় ; তাহারও নানা প্রকার নিয়ম আছে । তাহার পর দীক্ষা-মণ্ডল নির্মাণ করিতে হয় । তাহার পর শাস্ত্রোক্ত প্রকারে কুণ্ডস্থাপন, পূজা, হোম প্রভৃতি করিতে হইবে । পরদিনে অর্থাৎ দীক্ষা-দিনেও যথাবিধি পূজা, হোম, শিষ্টের অভিশেকাদি করিয়া যথানিয়মে দীক্ষা দিবেন । এই ক্রিয়া-বতী দীক্ষারই কিয়দংশ এদেশে প্রচলিত দেখা যায় ।

শ্রীহরিভক্তিবিনাসাঙ্ঘমোদিত একটি সংক্ষিপ্ত দীক্ষাপদ্ধতি নিম্নে প্রদত্ত হইল ।

অথ দীক্ষা প্রয়োগঃ ।

শিষ্যঃ পূৰ্বদিনমুপোষ্য কৃতহবিষ্ঠান্নোবা জ্ঞানাজ্ঞানকৃত সৰ্বপাপ-
ক্ষমার্থং সহস্রসংখ্যক সাবিত্রীজপং কুৰ্যাৎ । ত্রীশূদ্রশ্চ তদ্দিনে জ্ঞান-
জ্ঞানকৃত সৰ্বপাপক্ষমার্থং কাঞ্চনদানং কুৰ্যাৎ । কৃতনিত্যক্রিয়ঃ স্বস্তি
বাচনং কৃৎবা সূৰ্য্যঃ সোম ইতি পঠিত্বা বিষ্ণুঃ শূৰ্য্য গণেশাদি পঞ্চ-
দেবতা আদিত্যাদি নবগ্রহেজাদি দশদিক্‌পালান্ সাপূজ্য সংকল্পং
কুৰ্যাৎ যথা । বিষ্ণুরোঃ তং সদন্য অমুকেমাসি অমুকরাশিশ্চে ভাস্করে
অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ (নিমিত্ত বিশেষে তত্তন্নিমিত্তানামুল্লেখঃ)
অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশৰ্ম্মা ধৰ্ম্মার্থকামমোক্ষপ্ৰাপ্তিকামঃ শ্রীকৃষ্ণপ্ৰীতি
কামো বা অমুকদেবতায়্য অমুকবীজাদি ইয়দক্ষরমন্ত্রদীক্ষামহং করিষ্যে
ইতি সঙ্কল্য গুরুং ব্ৰুয়াৎ । ওঁ সাধুভবানাস্তাঃ । ওঁ সাধবহমাসে ইতি প্রতি-
বচনং । ওঁ অৰ্চয়িষ্যামোভবন্তুঃ । ওঁ অৰ্চয় ইতি প্রতিবচনং । ততো
বজ্রাদিকং দত্ত্বা দক্ষিণং জাহ্নধৃত্বা অগ্নেত্যাদি অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক-
দেবশৰ্ম্মা মংকর্তব্যে অমুকদেবতায়্য অমুকবীজাদি ইয়দক্ষরমন্ত্র-
দীক্ষাকৰ্ম্মণি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশৰ্ম্মাণং গুরুভ্যেন ভবন্তুমহং ব্ৰুণে ।
ততো গুরুঃ ওঁ বৃতোহস্মীতি ক্রিয়াৎ । ততো যথাবিহিতং গুরু
কৰ্ম্মকুরু ওঁ যথা জ্ঞানং করবাণীতি প্রতিবচনং । ততো গুরুরাচম্য
সৰ্ব্বতোভদ্রাশ্চতুৰ্ভুজম মণ্ডলোপরি কুন্ত স্থাপনং কুৰ্যাৎ যথা । ফটু ইতি
কুন্তং প্রক্ষাল্য বিলোমমাতৃকাং জপন্ জলেন পূরয়েৎ । ততো বজ্র
যুগ্মেনাচ্ছাণ্ড তত্র চন্দনাদিকং প্রক্ষিপেৎ । তত্র পঞ্চপল্লবং দত্ত্বা
ওঁ কুন্তায় নম ইত্যভ্যৰ্চ্য পঞ্চরত্নং ক্ষিপেৎ । ততঃ কুন্ত পীঠয়োৰৈক্যং
চিন্তয়েৎ । ততঃ ষোড়শোপচারেণ তত্তদেবতাং পূজয়েৎ । ততো
দেয়মন্ত্ৰশ্চ দশবিধং সংস্কারং কুৰ্যাৎ যথা । তাস্মাদিপাত্রে শক্তিবিশয়ে
ব্রহ্মচন্দনেণ বিষ্ণুবিষয়ে চন্দনেন শিববিষয়ে গোকরীষভাস্মন ।
মাতৃকাযন্ত্রং . লিখিত্বা তদ্যজ্ঞানমন্ত্ৰঘটকবর্ণানুসৃত্য . পাত্ৰান্তরে মন্ত্ৰ

সংস্থানক্রমেণ লিখ্যেদিত্তি জননং ॥ ১ ॥ ততোমন্ত্রস্ত প্রত্যেকবর্ণান্ প্রণক-
 পুটিতান্ কৃদ্ধা শতধা দশধা বা জপেৎ । ইতি জীবনং ॥ ২ ॥ ততো-
 মন্ত্রস্ত প্রত্যেকবর্ণান্ যং ইতি বীজেন শতধা দশধা বা চন্দনাস্তম্ভা
 তাড়য়েৎ । ইতি তাড়নং ॥ ৩ ॥ ততোমন্ত্রবর্ণান্ প্রত্যেকং বঃ ইতি
 বীজেন করবীরপুষ্পেণ সঙ্কুং সঙ্কুং হন্যাৎ । ইতি বোধনং ॥ ৪ ॥ ততো
 মন্ত্রস্ত প্রত্যেকবর্ণান্ অমুকমন্ত্রস্ত অমুকবর্ণমভিষিক্ণামি নমঃ ইত্যুক্ত্বা
 অশ্বখপল্লবৈঃ শতধা দশধা বা সিক্কেং ইত্যভিষেকঃ ॥ ৫ ॥ ততো
 দেয়মন্ত্রং মূলাধারে বিচিত্র্য তস্ত আদৌ মধ্যো অন্তে চ ওঁ হ্রৌঁ মন্ত্রং
 সংযোজ্য পঞ্চবিংশতিবারং জপেৎ । ইতি বিমলীকরণং ॥ ৬ ॥ ততঃ
 কুশাদকেন পুষ্পাদকেন বা মন্ত্রস্ত প্রত্যেকবর্ণান্ দশধা সপ্তধা বা
 দেয়মন্ত্রেণ প্রোক্ষয়েৎ ॥ ইতাপ্যায়নং ॥ ৭ ॥ ততো মধ্বাদিযুক্তজ্বলেণ
 অমুকমন্ত্রং তর্পয়ামি নমঃ ইত্যনেন শতধা দশধা বা মন্ত্রে তর্পয়েৎ ॥
 ইতি তর্পণং ॥ ৮ ॥ ততঃ ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ইতি মন্ত্রেণ পুটিতং কৃদ্ধা মন্ত্রং
 শতধা দশধা বা জপেৎ ॥ ইতি দীপনং ॥ ৯ ॥ ইদং যৈশ্চকৈশ্চিদ্দেয়ং
 মাতৃজারবদ্গোপনীয়ং ইত্যুক্ত্বা অষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা গোপয়েৎ ॥
 ইতি গোপনং ॥ ১০ ॥ ততো গুরুঃ শিষ্যমানীয় বোষট্ ইতি মন্ত্রেণ
 শিষ্যেনেত্রে বস্ত্রগোচ্ছাণ্ড তস্তাঙ্গুলিং পুষ্পেণ পূরয়িত্বা গুরুঃ স্বয়মেব মন্ত্র
 মুচ্চরন্ কনসে দেবতাপ্রীতৌ ক্ষেপয়েৎ । ততো নেত্রবন্ধনং দূরী-
 কৃত্য কুশাভাসনে উপবিষ্টস্য শিষ্যস্ত দেহে গুরুভাসান্ কুৰ্ব্বাৎ । ততঃ
 কুন্তে তাং দেবতাং পঞ্চোপচারৈঃ সম্পূজ্য তন্মুখস্থান্ পঞ্চপল্লবান্
 শিষ্যশিরসি নিধায় অকারাদি ক্ষকারাস্তাঃ মাতৃকাঃ মনসাজপন্ কুন্ত-
 স্বজনং দেয়মন্ত্রেণাভিমন্ত্য তজ্জ্বলেণ বশিষ্ঠোক্তমন্ত্রৈঃ শিষ্যমভিষিক্কেৎ ॥ যথা ॥
 ওঁ সুরাস্বামিভিষিক্ত্ব ত্রৈলোক্যবিষ্ণুমহেশ্বরঃ ॥ ২ ॥ বাসুদেবোজগদ্রাথস্তথা
 সর্গধনো বিভুঃ ॥ প্রহ্লাদচানিরুদ্ধস্ত ভবস্ত বিভবায়তে ॥ ওঁ আখণ্ডলোহগ্নি-
 ত্রগবান্ যমো বৈ নৈশ্বতস্তথা । বরুণঃ পবনশ্চৈব ধনাধ্যক্ষস্তথা শিবঃ ॥

ব্রহ্মণা সহিতাহতে দিকপালাঃ পাস্তবঃ সদা ॥ ওঁ ক্রীষ্ণীর্লক্ষ্মীধৃতি-
 মেধাপুষ্টিঃশ্রদ্ধা ক্রিয়ামতিঃ । বুদ্ধির্লজ্জাবপুঃ শান্তিমায়ী নিদ্রাচ-
 ভাবনা ॥ এতৎস্বামভিষিক্তস্ত দেবপত্ন্যঃ সমাগতাঃ । ওঁ আদিত্য-
 শক্রমভৌমোবুধজীবসিতার্কজাঃ । এতৎস্বামভিষিক্তস্তরাহঃ কেতুশ-
 তর্পিতাঃ ॥ ওঁ দেবদানবগন্ধর্ব্বকরাক্ষসপন্নগাঃ । ঋষয়োমনবে-
 গাবোদেবমাতর এবচ ॥ দেবপত্ন্যো ক্রমানাগা দৈত্যাশ্চাপ্সরসাং গণাঃ ।
 অস্ত্রাণি সর্বশস্ত্রাণি রাজানো বাহনানিচ ॥ ঔষধানিচ রত্নানি কালশ্রা-
 বয়বাশ্চ য়ে । সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাস্তীর্থানি জনদানদাঃ ॥ এতৎস্বা-
 মভিষিক্তস্ত সর্বকামার্থসিদ্ধয়ে । ইত্যানেনাভিষিক্তে ॥ ০ ॥ ততঃ
 শিষ্টোহবশিষ্টেজ্জলেনাচামেৎ ॥ পূর্বমুখো গুরুব্রাহ্মদেবতাশিষ্য-
 সংক্রান্তদেবতয়োঃক্যং বিভাব্য গন্ধাদিভিঃ সম্পূজ্য ওঁ মহম্বাহং
 কট ইতিমন্ত্রেণশিষ্যস্ত শিখাং বদ্বীয়াৎ । ততঃ শিষ্যশরীরে কলাত্মাসং-
 কুর্ধ্যাৎ । যথা । কুশাগ্রেণ পাদতলাজ্জানুপর্য্যন্তঃ স্পৃষ্ট্বা ওঁ নিবৃত্ত্যৈনমঃ ।
 জ্ঞানুনোনাভিপর্য্যন্ত স্পৃষ্ট্বা ওঁ প্রতিষ্ঠায়ৈ নমঃ । নাভেঃ কণ্ঠ-
 পর্য্যন্তঃ স্পৃষ্ট্বা ওঁ বিছায়ৈ নমঃ । কণ্ঠাঙ্গলাট পর্য্যন্তঃ স্পৃষ্ট্বা ওঁ
 শান্ত্যৈ নমঃ । ললাটাদ্ ব্রহ্মবক্ষু পর্য্যন্তঃ স্পৃষ্ট্বা ওঁ শাস্ত্যতীতায়ৈ-
 নমঃ । পুনঃ ব্রহ্মবক্ষু ললাটপর্য্যন্ত স্পৃষ্ট্বা ওঁ শাস্ত্যতীতায়ৈ নমঃ ।
 ললাটায় কণ্ঠপর্য্যন্তঃ স্পৃষ্ট্বা ওঁ শান্ত্যৈ নমঃ । কণ্ঠান্নাভিপর্য্যন্তঃ স্পৃষ্ট্বা
 ওঁ বিছায়ৈ নমঃ । নাভেজ্জানুপর্য্যন্তঃ স্পৃষ্ট্বা ওঁ প্রতিষ্ঠায়ৈ নমঃ ।
 জ্ঞানুনোঃ পাদপর্য্যন্তঃ স্পৃষ্ট্বা ওঁ নিবৃত্ত্যৈ নমঃ ॥ ইত্যানেনান্তসেৎ ।
 ততঃ শিষ্যানিরসি দক্ষিণহস্তং কৃশ্চ অষ্টোত্তরশতবারং দেয়মন্ত্রং জপেৎ ।
 ততঃ অমুক দেবতায় ইয়দক্ষরমন্ত্রং তে অহং দদামি ইত্যুক্ত্বা
 শিষ্যহস্তে জলং দত্ত্বাৎ । শিষ্যঃ ওঁ দদম্ব ইতিক্রিয়াৎ । ততো গুরুঃ
 আবয়োস্তল্যফলদোভবতু ইতি । শিষ্যঃ ওঁ ভবতু ইতি ক্রিয়াৎ । ততঃ
 পশ্চিমাভিমুখো গুরুচরণৌ স্পৃশেৎ । গুরুঃ পূর্বমুখোভূত্বা ঋষিচ্ছন্দো-

দেবতাঃ শ্রাব্যিত্বা শিষ্যস্ত দক্ষিণকর্ণে ত্রিবারং বামকর্ণে একবারং
 জীশূদ্রাণাং বামকর্ণে ত্রিবারং দক্ষিণকর্ণে একবারং মন্ত্রং শ্রাবয়েৎ ।
 ততঃ শিষ্যো গুরুমন্ত্রদেবতানামৈক্যং বিভাব্য সেতুং কুঁদ্বা অষ্টো-
 তরশতবারং মন্ত্রং গুরোঃ সমীপে জপেৎ । গুরুরপি স্বশক্তিরক্ষণায়
 তন্মন্ত্রং অষ্টোতরশতবারং জপেৎ । ততঃ শিষ্যো ভূমৌপতিতএব গুরু-
 চরণৌ ধুত্বা পঠেৎ ॥ ওঁ স্বংপ্রসাদাদহং দেব কৃতকৃত্যোহস্মি সর্বতঃ
 মায়ামৃত্যুমহাপাশাদ্ বিমুক্তোহস্মি শিবোহস্মিচ ॥ ইতি ॥ ততো গুরুঃ
 ওঁ উত্তিষ্ঠ বৎস মুক্তোহসি সমাগাচারবান্ভব । কীর্ত্তিশ্রীকান্তিপুত্রা-
 যুর্বলারোগাং সদাস্তুতে ॥ ইতি পঠিত্বা শিষ্যমুখাপয়েৎ । ততো
 দক্ষিণাং দৃষ্ট্বাৎ । যথা অণ্ডেত্যাदि অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা
 কুতৈতত্ত্ব অমুকদেবতায়। অমুকমন্ত্রীদক্ষাকর্মণঃ সাক্ষতার্থং দক্ষিণামিদং
 সূবর্ণং তন্মূল্যং বা শ্রীবিষ্ণুদৈবতং অর্চিতং অমুকগোত্রায় শ্রীঅমুক
 দেবশর্মণে গুরবে তুভ্যনহং সংপ্রদদে । ততো গুরুঃ প্রদক্ষিণী-
 কৃত্য অষ্টাঙ্গপ্রণামং কুৰ্ব্যাৎ । অণ্ডেত্যাदि কুতৈতত্ত্ব অমুকদেবতায়।
 অমুকমন্ত্রদীক্ষাকর্ম্মচ্ছিন্নমস্ত । ইত্যচ্ছিন্নাবধারণং কুৰ্ব্যাৎ । ততঃ
 ত্রৈং শ্রীগুরবে নমঃ ইতি বস্ত্রালঙ্কারাদিনা গুরুং সম্পূজ্য তদনুজ্ঞাং
 গৃহীত্বা ষোড়শোপচারাদিনা ঐশ্বর্ষ্যদেবতাং পূজয়েৎ । দীক্ষিতব্রাহ্মণান
 যথাশক্তি ভোজয়েৎ । শ্রীগুরুরোরুচ্ছিষ্টাঙ্গং স্বয়ং ভক্তিপূর্ব্বকং ভূঞ্জীত
 ইতি ॥ ০ ॥ ইতি দীক্ষাপ্রয়োগঃ সমাপ্তঃ ॥ ০ ॥

তদ্বাসাগর-নামক গ্রন্থে অতি সংক্ষিপ্ত মন্ত্রোপদেশ-বিধি নামক
 একটি প্রক্রিয়া দৃষ্ট হয় । অশক্ত পক্ষে সেটি মন্দ নহে ।

অত্রাপ্যশক্তঃ কচ্চিচ্ছেদজমভ্যর্চ সাক্ষতম্ ।

তদন্তুসাভিষিচ্যাক্টবারান্ মূলেন কেকরম্ ।

নিধায়ানু জপেৎ কর্ণে উপদেশে ত্বয়ং বিধিঃ ॥

চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে তীর্থে সিদ্ধক্ষেত্রে শিবালয়ে ।

মন্ত্রমাত্র-প্রকথনং উপদেশঃ স উচ্যতে ॥

তন্ত্রসাগরঃ ।

পূর্ব্বোক্ত নানাবিধ দীক্ষা-বিধানোক্ত-প্রয়োগে অক্ষম হইলে, কিংবা শিষ্ণু পূজা সম্ভার সংগ্রহে অসমর্থ হইলে, সজল সাক্ষত শাস্ত্রের জলে আটবার শিষ্টাকে অভিষিক্ত করিয়া, তাহার মন্তকে হস্তদান পূর্ব্বক কর্ণে মন্ত্র দিবেন, মন্ত্রোপদেশের এই বিধি ।

চন্দ্রসূর্য্য-গ্রহণে, গঙ্গাদিতীর্থে, সিদ্ধক্ষেত্রে, শিবালয়ে অর্থাৎ কোন দেব-গৃহে, কেবলমাত্র মন্ত্র-কথনই মন্ত্রোপদেশ ; ইহাতে অন্য কোন প্রকার ক্রিয়াদির প্রয়োজন নাই ।

সংক্ষেপে সূত্ররূপে সমস্তই নির্দেশ করিলাম; বিশেষ জানিতে ইচ্ছা হইলে তন্ত্রসার, হরিভক্তি-বিনাস, ক্রম-দীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থ দেখিবেন ।

সদাচারঃ ।

যিনি যে সম্প্রদায়-ভুক্ত হইবেন, তাঁহার সেই সম্প্রদায়োক্ত সদাচার পালন করা অবশ্য কর্তব্য । বিশেষতঃ দীক্ষা গ্রহণ করিলেই এক গুরুতর কর্তব্যের ভার লওয়া হইল । দীক্ষিতের বহু আচার পালন অবশ্য কর্তব্য ; নচেৎ তাহার অনিষ্ট হয় । বর্ত্তমান সময়ে দেশ-প্রথানুসারে কাণে এক মন্ত্র লইয়া রাখে ; কেননা, তাহাতে দেহ শুদ্ধ হওয়ায় চতুর্ভুজ হওয়া যায়, আর কোন আচার কেহ পালন করে না । আমার মতে দীক্ষিতের আচার পালন করিতে না পারিলে, দীক্ষা না লওয়াই উচিত । ঔষধের সঙ্গে সঙ্গে সুপথ্য না চলিলে, ঔষধের কোনই ফল হয় না । পথ্য ব্যবহার না করিতে

পারিলে, ঔষধ ব্যবহার না করাই ভাল নয় কি? বিশেষতঃ কবিরাজী চিকিৎসায় কবিরাজী মতে ও ডাক্তারী চিকিৎসায় ডাক্তারী মতে চলাই উচিত। কবিরাজী ঔষধ ও ডাক্তারী পথ্য সেবনে ব্যাধি সারে না। সেইরূপ বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে দীক্ষিত হইলে, বৈষ্ণব-চারে চলিতে হইবে; তখন আর ব্রাহ্মমতে জগৎশুদ্ধ ব্রহ্ম বলিলে চলিবে না; •পক্ষান্তরে ব্রাহ্মমতানুযায়ী ব্যক্তিও তাঁহার নিজ সদা-চারে চলিবেন; তাঁহার বৈষ্ণব মতে চলিলে হইবে না ইত্যাদি।

প্রত্যেক বৈষ্ণবেরই বৈষ্ণব-শাস্ত্রোক্ত সদাচার প্রাণ-পণে রক্ষা করিতে হইবে। এখন আর সে সদাচার দেশে নাই; সব বেদবিধির অগোচর হইয়া এক ভীষণ মূর্তি ধারণ করিয়াছে। বৈষ্ণব-শাস্ত্র ও বর্তমান সময়ের বৈষ্ণব একত্র করিলে দিবা রাত্রি প্রভেদ।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি বৈষ্ণবগ্রন্থ দেখিলে, গোড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অনেক সদাচার জানিতে পারা যায়।

অসংসঙ্গ ত্যাগ এক বৈষ্ণব-আচার।

দ্বীপঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণভক্ত আর ॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

কামদ্বী অর্থাৎ পরদ্বী-সঙ্গকারী ব্যক্তি অসং, এবং শ্রীহরি-বিমুখ ব্যক্তি অসং; ইহাদের কখনও সঙ্গ করিবে না; সঙ্গদয় পাঠকমাত্রই বুঝিবেন, এখান ইহাদের কত বৈপরীতা ঘটিয়াছে।

বৈরাগীর ধর্ম হয় নাম-সংকীর্তন।

মাগিয়া যাচিয়া করে উদর ভরণ ॥

জিহ্বার লালসে যেবা ইতি উতি ধায়।

শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায় ॥

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত।

বৈষ্ণব শাস্ত্রে ইন্দ্রিয়-পরায়ণ ও উদর-পরায়ণ ব্যক্তির নিন্দা
কিরূপে লিখিত আছে, তাহা বুঝুন ; আর বর্তমান সময়ে বৈষ্ণবের
নিকে একবার দৃষ্টিপাত করুন ; তাহারা প্রাতঃকাল হইতে শয়ন-
কাল পর্য্যন্ত কেবল উদর লইয়াই ব্যস্ত আছে ।

সদাচার সম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তি-বিনাসে আছে—

পুংসো গৃহীত-দীক্ষাশ্চ শ্রীকৃষ্ণং পূজয়িষ্যতঃ ।

আচারো লিখ্যতে কৃত্যং শ্রুতিস্মৃত্যানুসারতঃ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

শ্রীহরিভক্তনেচ্ছায় যাহারা দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের আচার
ও কৃত্য শ্রুতিস্মৃতি অনুসারে লিখিতেছি ।

ন কিঞ্চিৎ কস্যাচিৎ সিধ্যৎ সদাচারং বিনা যতঃ ।

তস্মাদবশ্যং সর্বত্র সদাচারো হ্যপেক্ষ্যতে ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

যেহেতু সদাচার ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিরই কোন কক্ষ সিদ্ধি
হয় না, তখন সকলেরই সদাচার পালন অবশ্য কর্তব্য ।

বৈষ্ণবমাত্রেরই কতকগুলি অবশ্যপালনীয় সদাচার যথা—

স্বমন্ত্রো নোপদেষ্টব্যো বক্তব্যশ্চ ন সংসদি ।

গোপনীয়ং তথা শাস্ত্রং রক্ষণীয়ং শরীরবৎ ॥

শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রম্ ।

নিজের মন্ত্র কাহাকেও দান করিতে নাই বা কাহারও নিকট
বলিতে নাই । নিজের ইষ্ট পূজাদি সম্বন্ধীয় শাস্ত্র গোপনে রাখিবে
ও শ্রীভাগবতাদি শাস্ত্র নিজের শরীরের নত রক্ষা করিবে ।

বৈষ্ণবানাং পরা ভক্তিরাতার্যাণাং বিশেষতঃ ।

পূজনঞ্চ যথাশক্তি তানাপন্নান্শ্চ পালয়েৎ ॥

শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রম্ ।

শ্রীভগবদ্বক্তৃ ব্যক্তি যাত্রকেই ভক্তি করিবে ; বিশেষতঃ যাহারা বৈষ্ণবাচার্য্য অর্থাৎ বৈষ্ণবাচার-সম্পন্ন ও বৈষ্ণব-ধর্ম-প্রচারক, তাঁহা-দিগকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিবে । শ্রীগুরুদেব ও তাঁহার সম্বন্ধযুক্ত ব্যক্তিকে যথাশক্তি পূজন করিবে । ইহারা বিপদে পড়িলে প্রাণপণে বক্ষা করিবে ।

প্রাপ্তমায়তনাদ্বিষ্ণোঃ শিরসা প্রণতো বহেৎ ।

• নিঃক্ষিপেদস্তসি ততো ন পতেদবনৌ যথা ॥

শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রম্ ।

শ্রীভগবান্দিগের গমন করিলে সেখানে নির্মাল্যাদি যাহা পাওয়া যাইবে, তাহা ভক্তিপূর্বক মস্তকে বহন করিবে ; পরে জলে নিক্ষেপ করিবে ; যেন মাটিতে না পড়ে বা ফেলিয়া দেওয়া না হয় ।

সোম-সূর্য্যাস্তরশ্বঞ্চ গবাশ্বথাগ্নি-মধ্যগম্ ।

ভাবয়েদৈবতং বিষ্ণুং গুরুবিপ্র শরীরগম্ ॥ •

চন্দ্র, সূর্য্য, গো, অশ্বখ, অগ্নি, গুরু ও ব্রাহ্মণ—এইগুলিকে নিজ ইষ্টদেবতার অধিষ্ঠান জ্ঞান করিবে ।

• যত্র যত্র পরীবাদো মাৎসর্য্যাচ্ছ্রুতে গুরোঃ ।

• তত্র তত্র ন বস্তব্যং নির্য্যায়াং সংস্মরন্ হরিম্ ॥

যৈঃ কৃতা চ গুরোর্নিন্দা বিভোঃ শাস্ত্রস্য নারদ । ••

নাপি তৈঃ সহ বস্তব্যং বক্তব্যং বা কথঞ্চন ॥

শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রম্ ।

পরের উন্নতি সহ্য করিতে না পারিয়া অনেকেই নিন্দা আরম্ভ করেন । এই ভাবে যদি কেহ গুরুর নিন্দা করে, তাহা হইলে সেখানে আর ক্ষণ-কালও থাকিবে না ; শ্রীহরি স্মরণ পূর্বক সেখান হইতে চলিয়া যাইবে । যে ব্যক্তি গুরু, ভগবান্ কিংবা শাস্ত্রের নিন্দা করে, তাহাদের সহিত আলাপ করিতে নাই ও একত্র বসিতে নাই ।

প্রদক্ষিণে প্রয়াণেচ প্রদানেচ বিশেষতঃ ।

প্রভাতে চ প্রবাসে চ স্বমন্ত্রং বহুশঃ স্মরেৎ ॥

শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রম্ ।

কোন ভগবান্মন্দিরাদি প্রদক্ষিণ সময়ে, কোন স্থানে গমন করিবার সময়, দান করিবার সময়, প্রভাতকালে ও বিনোদে, বহুবার নিজ মন্ত্র স্মরণ করিতে হয় ।

স্বপ্নে বাক্ষিসমক্ষং বা আশ্চর্য্যমভিহর্ষদম্ ।

অকস্মাদ্ যদি জায়েত নাখ্যাতব্যং গুরোর্বিনা ॥

শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্র ।

স্বপ্নে কিংবা প্রত্যক্ষে কোন অত্যাশ্চর্য্য কিংবা অতিশয় আনন্দজনক ঘটনা অকস্মাৎ দেখিতে পাইলে, তাহা গুরু ভিন্ন অন্তে নিকট প্রকাশ করিতে নাই ।

সময়াংশ্চ প্রবক্ষ্যামি সংক্ষেপাৎ পাঞ্চরাত্রিকান্ ।

ন ভক্ষয়েন্মৎস্য মাংস কূর্ম্ম-শূকরকাংস্তথা ॥

কৃৎস্যপাত্রে ন ভুঞ্জীত ন প্লক্ষ-বট পত্রয়োঃ ।

দেবাগারে ন নিষ্ঠীবেৎ ক্ষুতং চাত্র বিবর্জ্জয়েৎ ॥

ন সৌপানংক-চরণঃ প্রবিশেদন্তুরং নৃচিৎ ।

একাদশ্যাং ন চান্নীয়াৎ পক্ষয়োরুভয়োরপি ॥

জাগরং নিশি কুর্বাণীত বিশেষাচ্চার্চয়েদ্বিভূম্ ॥

হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রম্ ।

• পঞ্চরাত্রোক্ত বৈষ্ণবের বিশেষ নিয়ম সংক্ষেপে বর্ণনা করিব ।
এগুলি প্রতিজ্ঞা করিয়াই বিষ্ণুদীক্ষা গ্রহণ করিতে হয় । মৎস্ত কিংবা
মাংস খাইবে না । বিশেষতঃ কুর্মমাংস কিংবা শূকরমাংস খাইবে না ।
কাঁসার পাত্রে ভোজন করিবে না । বট ও অশ্বখপত্রে ভোজন
করিবে না । দেবালয়ে গিয়া থু থু কেলিবে না ; কিংবা সেখানে
হাঁচিবে না । জুতা খড়ম প্রভৃতি পায়ে দিয়া দেবালয়ে প্রবেশ
করিবে না । শুরু বা কৃষ্ণ পক্ষের একাদশীতে ভোজন করিবে না ;
একাদশী-রজনীতে জাগরণ করিবে ও বিশেষরূপে শ্রীভগবানের অর্চনা
করিবে ।

বিশুদ্ধাহতযুগ্মস্বধারণং দেবতার্চনম্ ।

গোপীচন্দন-মৃৎস্নায়াঃ সর্বদা চোঙ্কপুণ্ড্রকম্ ॥

পঞ্চায়ুধানাং বিধুতিশ্চরণামৃতসেবনম্ ।

তুলসীমণিমালাদি-ভূষাধারণমম্বহম্ ॥

ব্রাহ্মে-মূহূর্ত্ত উত্থানং মহাবিষ্ণোঃ প্রবোধনম্ ।

নীরাজনঞ্চ বাদ্যেন প্রাতঃ স্নানং বিধানতঃ ॥

নির্ম্মাল্যোল্যোদ্বাসনং বিষ্ণো স্তব্ধচন্দনবিলেপনম্ ।

শালগ্রাম-শিলাপূজা প্রতিমাস্তু চ ভক্তিতঃ ॥

নির্ম্মাল্যতুলসীভক্তস্তব্ধচন্দনবিলেপনম্ ।

বিধিনা তান্ত্রিকী সূক্ত্যা শিখাবন্ধো হি কৰ্ম্মণি ॥

ବିଷ୍ଣୁପାଦୋଦକେନିବ ପିତୃଣାଂ ତର୍ପଣକ୍ରିୟା ।
 ମହାରାଜୋପଚାରୈଃ ଚ ତସ୍ୟାଂ ସଂପୂଜନଂ ହରେଃ ॥
 ବିଷ୍ଣୁଭକ୍ତ୍ୟବିରୋଧେନ ନିତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକୀ କ୍ରିୟା ।
 ଭୂତଶୁଦ୍ଧ୍ୟାଦିକରଣଂ ନ୍ୟାସାଃ ସର୍ବେ ଯଥାବିଧି ॥
 ନବୀନଫଳପୁଷ୍ପାଦେର୍ଭକ୍ତିତଃ ସଂନିବେଦନମ୍ ।
 ତୁଳସୀ ପୂଜନଂ ନିତ୍ୟଂ ଶ୍ରୀଭାଗବତ-ପୂଜନମ୍ ॥
 ତ୍ରିକାଳଂ ବିଷ୍ଣୁପୂଜା ଚ ପୁରାଣକ୍ରାନ୍ତିରମ୍ଭହମ୍ ।
 ବିଷ୍ଣୋର୍ନିବେଦିତାନାଂ ବୈ ବନ୍ଦ୍ୟାଦୀନାଂ ବିଧାରଣମ୍ ॥
 ସର୍ବେଷାଂ ପୁଣ୍ୟକାର୍ଯ୍ୟାଣାଂ ସ୍ବାମିଦୃଷ୍ଟ୍ୟା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନମ୍ ।
 ଶୁକ୍ଳବାଜ୍ରାଗ୍ରହଣଂ ତତ୍ର ବିଶ୍ବାସୋ ଶୁକ୍ଳଗୋଦିତେ ॥
 ଯଥା ସ୍ବମୁଦ୍ରାରଚନଂ ଗୀତନୃତ୍ୟାଦି ଭକ୍ତିତଃ ।
 ଶାସ୍ତ୍ରାଦିଧ୍ବନି-ମାଞ୍ଜଲ୍ୟଲୀଳାତ୍ତଭିନୟୋ ହରେଃ ॥
 ନିତ୍ୟାହୋମବିଧାନଃ ବଳିଦାନଂ ଯଥାବିଧି ।
 ସାଧୂନାଂ ସ୍ବାଗତଂ ପୂଜା ଶେଷନୈବେଦ୍ୟଭୋଜନମ୍ ॥
 ତାମ୍ବୁଲଶେଷାଗ୍ରହଣଂ ବୈଷ୍ଣବୈଃ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧଃ ।
 ବିଶିଷ୍ଟଧର୍ମଜିଜ୍ଞାସା ଦଶମ୍ୟାଦିଦିନତ୍ରୟେ ।
 କ୍ଷେତ୍ରେ ନିୟମତଃ ସ୍ନାନାଂ ସନ୍ତୋଷୋ ଯେନ କେନ ବୈ ॥
 ପର୍ବସାତ୍ରାଦିକରଣଂ ବାସରାକ୍ଟକସଦ୍ବିଧିଃ ।
 ବିଷ୍ଣୋଃ ସର୍ବର୍ତ୍ତୁଚର୍ଯ୍ୟା ଚ ମହାରାଜୋପଚାରତଃ ।
 ସର୍ବେଷାଂ ବୈଷ୍ଣବାନାଂ କ୍ଷେତ୍ରାଣାଂ ପରିପାଳନମ୍ ।
 ଶୁକ୍ଳବାସରଭାବଂ ଚ ତୁଳସୀସଂଗ୍ରହଃ ସଦା ।
 ଶୟନାତ୍ମ୍ୟପଚାରଂ ଚ ରାମାଦୀନାଂ ଚିନ୍ତନମ୍ ॥
 ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁସାମ୍ବଲ-ବଚନମ୍ ।

বিশুদ্ধ এবং অচ্ছিন্ন বস্ত্র ও উত্তরীয় ধারণ করিবে । প্রত্যহ মন্ত্র-
দেবতার অর্চনা করিবে । গোপীচন্দন দ্বারা সর্বদা উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ
করিবে । শঙ্খ চক্রাদি চিহ্ন স্বদেহে অঙ্কিত করিবে । তুলসী প্রভৃতি
মালা সর্বদা ধারণ করিবে । প্রত্যহ ব্রাহ্মমূর্ত্তে শয্যাভ্যাগ করিবে ।
স্বগৃহে বিগ্রহ থাকিলে, তাঁহার জাগরণ ও বাচ্য সহকারে মঙ্গল
নীরাঙ্গন করিবে । বিধিপূর্বক যথা সময়ে প্রাতঃস্নান করিবে ।
শ্রীবিগ্রহের অঙ্গ হইতে নির্মাল্য উত্তারণ করিবে । শ্রীভগবানের
প্রসাদী চন্দন অঙ্গে লেপন করিবে । শালগ্রাম ও ইষ্ট প্রতিমা পূজা
করিবে । নির্মাল্য-তুলসী ভক্ষণ ও বিধিপূর্বক তুলসী চয়ন করিবে ।
বিধিপূর্বক তান্ত্রিকী সন্ধ্যা করিবে । সর্বকর্মে শিখা বন্ধন করিবে ।
বিষ্ণুপাদোদক দ্বারা পিতৃ-তর্পণ করিবে । সামর্থ্য থাকিলে মহারাজো-
পচারে শ্রীভগবানের পূজা করিবে । ভক্ত্যঙ্গ কর্মের বাধা না হয়,
এই ভাবে নিত্য ও নৈমিত্তিক কার্য্য করিবে । ভ্রাস, ভূতশুদ্ধি
প্রভৃতি করিবে । নূতন ফল ও নূতন পুষ্প অবশ্য শ্রীহরিকে অর্পণ
করিবে । প্রত্যহ তুলসী ও শ্রীভাগবত পূজা করিবে । সমর্থ হইলে
প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন এই ত্রিকালে বিষ্ণু পূজা করিবে । প্রত্যহ
পুরাণ শ্রবণ করিবে । বস্ত্রাদি সমস্ত বস্তুই শ্রীভগবান্কে অর্পণ
করিয়া নিজে পরিধান করিবে । সমস্ত সংকার্য্যই শ্রীভগবান্ করাই-
তেছেন এই বুদ্ধিতে করিবে । গুরুর আজ্ঞা গ্রহণ করিবে । গুরুর
সমস্ত বাক্যে বিশ্বাস করিবে । নিজগুরু ও দেবতাহুসারে মুদ্রা রচনা
করিবে । ভক্তিভাবে ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা প্রভৃতি গান ও
নৃত্য করিবে । ভগবদ্গন্ধিরে শঙ্খাদি শব্দ করিবে । ভগবানের লীলা-
দির অভিনয় করিবে । (অত্যাপি আমাদের দেশে নৌকাখণ্ড প্রভৃতি
ভগবানের লীলার অভিনয় দেখা যায় ।) সমর্থ হইলে প্রতিদিন হোম
করিবে । শ্রীভগবানের নৈবেদ্য ভক্তকে সমর্পণ করিবে । সাধু-সমাগমে

উাহার সংবর্ধনা ও যথোচিত পূজাদি করিবে । শ্রীভগবানের নৈবেদ্য ও প্রসাদী তাহুল প্রভৃতি ভোজন করিবে । সর্বদা ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ করিবে । বৈষ্ণব ধর্মসম্মুখে বৈষ্ণবাচার্যাগণের দিকট জিজ্ঞাসা করিবে । দশমী, একাদশী ও দ্বাদশী এই দিনত্রয় ব্রতের নিয়মে থাকিবে । সমস্ত অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকিবে । জন্মাষ্টম্যাদি পর্কের অনুষ্ঠান করিবে । দেবালয় তুলসী-বাটিকা প্রভৃতি স্থানে গমন করিবে । অষ্ট মহাদ্বাদশী পালন করিবে । শ্রীভগবানের ঋতুচর্যা অর্থাৎ যে ঋতুতে যে সেবা সুখপ্রদ,—যথা গ্রীষ্মে ব্যাজন, শীতে বস্ত্রাবরণ প্রভৃতি করিবে । সাধা হইলে মহারাজোপচারে ঋতুসেবা করিবে । সমস্ত বৈষ্ণব ব্রত পালন করিবে । গুরুতে ঈশ্বর বুদ্ধি করিবে । সর্বদা তুলসী সংগ্রহ রাখিবে । শ্রীভগবানকে শয্যা প্রভৃতি অর্পণ করিবে । শয়নকালে রামাদি চিন্তা করিবে । যথা—

“রামং কন্দং হনুমন্তং বৈনতেয়ং বৃকোদরম্ ।

শয়নে সংস্মরেম্মিত্যং”—

এই মন্ত্র শয়ন কালে স্মরণ করিবে ।

ইহা ছাড়া কতকগুলি নিম্নলিখিত আছে ; কদাপি সেগুলির অনুষ্ঠান করিতে নাই । যথা—

তিষ্ঠতাচমনং নৈব তথা গুর্বাসনাসনম্ ।

গুর্বগ্রে পাদবিস্তারচ্ছায়ায়া লজ্বনং গুরোঃ ॥

শক্তৌ স্নানক্রিয়াহানি দেবতার্চনলোপনম্ ।

দেবতানাং গুরুণাক প্রত্যাখ্যানাচ্ছতাবনম্ ॥

গুরোঃ পুরস্তাৎ পাণ্ডিত্যং প্রোঢ়পাদক্রিয়া তথা ।

অমস্ততিলকাচামো নীলীবস্ত্রবিধারণম্ ॥

অভ্যস্তৈঃ সহ মৈত্র্যাদি অসচ্ছান্নপরিগ্রহঃ ।
 তুচ্ছসঙ্গসুখাসক্তি মদ্যমাংসনিষেবণম্ ॥
 মাদকৌষধসেবাচ মসূরাদ্যন্নভোজনম্ ।
 শাকং তুন্দীকলঙ্গাদি তথাহভক্তান্নসংগ্রহঃ ॥
 অবৈষ্ণবব্রতরন্তু স্তথা জপ্যমবৈষ্ণবম্ ।
 অভিচারাদিকরণং শক্ত্যা গোণোপচারকম্ ॥
 শোকাদিপারবশ্যঞ্চ দিগ্বিদিকাদশীব্রতম্ ।
 শুক্লা কৃষ্ণা বিভেদশ্চাসদ্ব্যাপারো ব্রতে তথা ॥
 শক্তৌ ফলাদিভুক্তিচ্চ শ্রাদ্ধং চৈকাদশীদিনে ।
 দ্বাদশ্যাঞ্চ দিবাসাপো তুলস্যবচয়স্তথা ॥
 তত্র বিষ্ণোর্দিবাস্নানং শ্রাদ্ধং হর্যনিবেদিতৈঃ ।
 বৃদ্ধাবতুলসীশ্রাদ্ধং তথা শ্রাদ্ধমবৈষ্ণবম্ ॥
 চরণামৃতপানেহপি শুদ্ধার্থাচমনক্রিয়া ।
 কাষ্ঠাসনোপবিষ্টেন বাসুদেবস্য পূজনম্ ॥
 পূজাকালেহসদালাপঃ করবীরাদিপূজনম্ ।
 আয়সং ধূপপাত্রাদি তিথ্যক্ পুণ্ড্রং প্রমাদতঃ ॥
 পূজা চাসংস্কৃতৈর্দ্রব্যৈ স্তথা চক্ৰলচিত্ততঃ ।
 একহস্তপ্রণামাদি অকালে স্বামিদর্শনম্ ॥
 পয়ুষিভাদি-দুষ্কটানামন্নাদীনাং নিবেদনম্ ।
 সংখ্যাং বিনা মন্ত্রজপস্তথা মন্ত্রপ্রকাশনম্ ॥
 সদা শক্ত্যাং মুখ্যলোপো গোণকালপরিগ্রহঃ ।
 প্রসাদাগ্রহণং বিষ্ণোর্বর্জয়েৎ বৈষ্ণবঃ সদা ॥

শ্রীবিষ্ণু-যামল-বচনম্ ।

প্রাতঃ ও সায়াং সন্ধ্যার সময়ে শয়ন করিবে না । মল মূত্রাদি-
 ত্যাগের পর বিনা মৃত্তিকায় শৌচ করিবে না । দাঁড়াইয়া আচমন,
 গুরুদেবের আসনে উপবেশন ও গুরুদেবের ছায়া লঙ্ঘন করিবে না ।
 গুরুদেবের সম্মুখে পা ছড়াইয়া বসিবে না । শক্তি থাকিতে স্নান
 ও ইষ্ট পূজা বন্ধ করিবে না । গুরুদেব ও দেবতা গাত্রোথান
 করিলে, নিজেও উঠিয়া দাঁড়াইবে । গুরুদেবের সম্মুখে পাণ্ডিত্য
 প্রকাশ করিবে না ও প্রোটপাদ অর্থাৎ হাঁটু উঁচু করিয়া বসিবে
 না । বিনা মস্ত্রে তিলক ও আচমন করিবে না । নীল বর্ণের বস্ত্র
 পরিধান করিবে না । অভক্তের সহিত মিত্রতা করিবে না । অসৎ
 শাস্ত্র পড়িবে না । বৈষয়িকসুখ ও বৈষয়িকসঙ্গে আসক্ত হইবে
 না । মদ্য, মাংস, মাদক ঔষধ, মসুর, রক্তবর্ণ শাক, গোল অলাবু,
 কলঙ্গ (পত্র বিশেষ) ও অভক্তের অন্ন ভোজন করিবে না । বৈষ্ণব
 ব্রত ভিন্ন অন্য ব্রত করিবে না । বিষ্ণুমন্ত্র ছাড়া অন্য মন্ত্র জপ করিবে
 না । অভিচার অর্থাৎ কাহারও অনিষ্ট করিবার জন্ত কোন
 যজ্ঞাদি করিবে না । শক্তি থাকিতে গোণোপচারে কৰ্ম করিবে না ।
 (শাস্ত্রে আছে, কোন পূজা-বিশেষে বস্ত্র দিতে হইবে ; কিন্তু অস-
 মর্থ ব্যক্তির, দিতে হইবে না ; আমি, লক্ষপতি ; আমিও অসমর্থ
 হইয়া বসিয়া থাকিলাম—ইহার নাম শক্তি থাকিতে গোণোপচার) ।
 শোক-মোহে অভিভূত হইবে না । দশমী বিদ্যা একাদশী ব্রত করিবে
 না । শুক্লা ও কৃষ্ণা একাদশীতে ভেদজ্ঞান করিবে না । ব্রত-
 দিনে পাশাখেলা প্রভৃতি অসদ্ব্যাপার করিবে না । শক্তি থাকিতে
 একাদশী দিনে ফলাদি ভোজন করিবে না । একাদশী দিনে শ্রাদ্ধ
 করিবে না । দ্বাদশী দিনে দিবানিদ্রা, তুলসীচয়ন ও শ্রীহরিকে
 দিবসে স্নান করাইবে না । শ্রীহরির অনিবেদিত দ্রব্যদ্বারা শ্রাদ্ধ
 করিবে না । তুলসীপত্রহীন শ্রাদ্ধ করিবে না । বৈষ্ণবজনরহিত

শ্রদ্ধা করিবে না । চরণায়ত পান করিয়া মুখশুদ্ধির জন্ত আচমনাদি করিবে না । কাষ্ঠাসনে বসিয়া ভগবানের অর্চনা করিবে না । পূজাকালে বাজে কথা বলিবে না ও আকন্দ প্রভৃতি পুষ্পে অর্চনা করিবে না । লৌহ পাত্রে ধূপাদি দান করিবে না । বক্রপুণ্ড্র ধারণ করিবে না । অশুদ্ধবস্ত্রদ্বারা ও অস্থির চিত্তে পূজা করিবে না । একহস্তে প্রণাম করিবে না ও অকালে শ্রীহরিদর্শন করিবে না । পয়ূষিতবস্ত্র নিবেদন করিবে না । সংখ্যা না রাখিয়া মন্ত্র-জপ করিবে না । মন্ত্র প্রকাশ করিবে না । শক্তি থাকিতে মুখ্য-লোপ করিয়া গোণ কালে কার্য করিবে না । শ্রীভগবানের প্রসাদ অমান্য করিবে না ।

বৈষ্ণব ব্যক্তি অবশ্যই এই সমস্ত সদাচার পালন করিবেন । ইচ্ছাড়া বহু সদাচার আছে । সমস্ত গুলি একত্র করিতে গেলে, একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ হইয়া পড়ে । ভক্তগণ একটু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া হরিভক্তিবিলাসাদি দেখিয়া লইবেন । এ গ্রন্থেও স্থানে স্থানে নিখিত হইবে । মোট কথা—সকলেরই সদাচারপরায়ণ হওয়া নিতান্ত আবশ্যিক ।

গৃহস্থেন সদা কার্য্যমাচার-পরিপালনম্ ।

ন আচারবিহীনস্য সুখমত্র পরত্র চ ॥

যজ্ঞাদানতপাংসীহ পুরুষস্য ন ভূতয়ে ।

ভবন্তি.যঃ সদাচারং সমুদ্ভব্যা প্রবর্ততে ॥

মার্কণ্ডেয়-পুরাণম্ ।

গৃহস্থব্যক্তি সর্বদা সদাচার পালন করিবেন । আচার-বিহীন ব্যক্তির ইহলোক বা পরলোকে সুখ হয় না । যে ব্যক্তি সদাচার উন্নয়ন করে, তাহাকে যজ্ঞ, দান, তপস্বী প্রভৃতি কোন ফলই দিতে পারে না ।

আচারহীনং ন পুনস্তি বেদা, যদ্যপ্যধীতা সহ ষড়্ভিরঙ্গৈঃ ।

ছন্দাংসোমং যত্নাকালে ত্যজন্তি, নীড়ং শাকুন্তাইব জাতপক্ষাঃ ॥

ভবিষ্য-পুরাণম্ ।

ষড়ঙ্গবেদ অধ্যয়ন করিলেও আচারহীন ব্যক্তি পবিত্র হইতে পারে না । যেমন পক্ষীর পাখা উঠিলে, সে নীড় (বাসা) ছাড়িয়া চলিয়া যায়, সেইরূপ অধীত বেদ সকল যত্নাকালে তাহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় ।

অনধ্যয়নশীলঞ্চ সদাচার-বিলজ্জিবনম্ ।

সালস্যঞ্চ দুরম্মাদং ব্রাহ্মণং বাধতেহস্তুকঃ ॥

ততোহভ্যাসেং সদাচারং প্রযত্নেন সদা দ্বিজঃ ।

তীর্থানুপ্যভিলষান্তি সদাচার সমাগমম্ ॥

কাশীখণ্ডম্ ।

যম যেমন আলস্যযুক্ত, বেদাধ্যয়ন-বর্জিত, অসদন্ন-ভোজী ব্রাহ্মণকে সম্মণা দেন, তদ্রূপ সদাচারহীনকেও নরক ভোগ করান । অতএব যত্নপূর্বক সদাচার অভ্যাস করিবে । তীর্থগণও সদাচার-পরায়ণ ব্যক্তির সমাগম প্রার্থনা করেন ।

আচারপ্রভবো ধর্ম্যঃ সন্তুষ্ঠাচারলক্ষণাঃ ।

সাধূনাঞ্চ যথার্ত্তং স সদাচার ইষ্যতে ।

তস্মাৎ কুর্ধ্যাৎ সদাচারং য ইচ্ছেদগুতিমান্ননঃ ॥

ভবিষ্যপুরাণম্ ।

আচার হইতেই ধর্মের উৎপত্তি, সদাচারই সাধুগণের লক্ষণ অর্থাৎ বাহ্যর সদাচার আছে, তিনিই সাধু ; বাহ্যর সদাচার নাই, তিনি শত সহস্র ভণ্ডামি দেখাইলেও তাঁহাকে কদাপি সাধু বলিয়া কেহ গ্রহণ করিয়া বিপদে পড়িবেন না । প্রকৃত সাধুর যে আচার, তাহাই সদা-

চার। অতএব যিনি নিজের পারলৌকিকী গতি কামনা করেন, তিনি অবশ্যই সদাচার পালন করিবেন। সাধুগণের আচারই বে সদাচার, একথা সত্য; কিন্তু আজ কাল বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে সাধু চিনিয়া লওয়া বড় কঠিন; প্রায় সকলেরই মোটা মালা, সর্ব্বাক্ষে শ্রীহরিনামাকর অঙ্কিত, কীৰ্ত্তনে দশা, চক্রে জল, ঘন ঘন কম্প প্রভৃতি ভার দেখিতে পাওয়া যায়। সেইজন্য শাস্ত্রকার চ'থে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন।

সাধবঃ ক্ষীণদোষান্তু সচ্ছব্দঃ সাধুবাচকঃ ।

তেযামাচরণং যন্তু সদাচারঃ স উচ্যতে ॥

বিষ্ণুপুরাণম্ ।

খাহার কামনা, বাসনা, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি কোন দোষ নাই, বিষয়াশক্তির গন্ধ মাত্রও নাই, তাঁহারই নাম সাধু। যিনি লাভ, পূজা বা প্রতিষ্ঠার ধারও ধারেন না, তিনিই সাধু; আমার মত যিনি গ্রামে গ্রামে অর্থ ও সম্মানের জন্য ঘুরিতেছেন, তিনি সাধু নহেন। যাহা হউক, সর্ব্বপ্রকার আসক্তিরহিত মহাত্মাকেই সাধু বলিতে পারা যায়; তাঁহাদের যে আচার, তাহারই নাম সদাচার। আমাদের সম্প্রদায়ে, শ্রীমনাতন গোস্বামী, শ্রীরূপ গোস্বামী, শ্রীজীব গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভৃতি প্রকৃত সাধু। ইহাদের কিছু মাত্র দোষ অর্থাৎ বিষয়-বাসনা ছিল না; ইহারা সর্ব্বত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে আশ্রয় করিয়া, সেখানে বনের শাক সিদ্ধ করিয়া খাইতেন আর সাড়ে সাতপ্রহর যায় শ্রীরূপ ভজনে, অর্দ্ধ প্রহর বিশ্রাম— তাও নহে কোন দিনে—এই ভাবে শ্রীহরি ভজন করিতেন। ইহাদের আচারের নামই সদাচার। তাহা ছাড়া কেহ বা কলিকাতার বিজ্ঞাপন দিয়া বসিয়া আছেন; কেহ বা প্রকাণ্ড দল সহ অর্থ বা

প্রতিষ্ঠা লোভে দেশে দেশে ঘুরিতেছেন ; কেহ বা টাকা স্পর্শ করেন না, তাঁহার বাড়ীতে মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাইয়া দিতে হয় ;— ইত্যাদি ব্যক্তি সাধু নহে । মোট কথা, পূর্ব মহাজনের আচারই সদাচার ; তদনুসারে চলা একান্ত আবশ্যক ।

আচার না থাকিলে তাহার সমস্ত গুণই ব্যর্থ ।

কপালস্থং যথা তৌয়ং শদৃতো বা যথা পয়ঃ ।

দুষ্কং স্ত্রাৎ স্থানদোষেণ বৃদ্ধীনে তথা শুভম্ ॥

যেমন নর-কপালস্থ (নরকপাল—মড়ার মাথার খুলি) স্বচ্ছজল ও কুকুরের চামড়ার পাত্রস্থ দুগ্ধ, কেবল মাত্র স্থান দোষে অপবিত্র হয়, সেই রূপ আচারহীন ব্যক্তিতে যতই গুণ থাকুকনা কেন, তাহা স্থানদোষে দুষ্ট ; তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই ।

সর্বলক্ষণহীনোহপি সমুদাচারবান্ধব ।

শ্রদ্ধধানোহনসূয়শ্চ সর্বান্ কামানবাঞ্ছুয়াৎ ॥

ভবিষ্যপুরাণম্ ।

সর্বলক্ষণহীন ব্যক্তিও যদি সদাচার-পরায়ণ হন এবং শ্রদ্ধাযুক্ত ও অনুয়াবর্ত্তিত হন, তিনি অচিরেই সমস্ত ফল প্রাপ্ত হন ।

আচার এব ধর্মস্য মূলং রাজন্ কুলস্যচ ।

“আচারাদ্ বিচ্যুতো জন্তু ন কুলীনো ন ধার্মিকঃ ॥

ভবিষ্যপুরাণম্ ।

হে রাজন্, আচারই ধর্ম ও কুলের মূল ; আচার-রহিত ব্যক্তি ধার্মিক বা কুলীন হইতে পারে না অর্থাৎ আচারহীন ব্যক্তি ধর্ম যাজন করিলেও তাহা ধর্ম নহে ; সংকূলে জন্মগ্রহণ করিলেও তাহাতে কোন ফল নাই ।

বিশেষতঃ আমাদের শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুর ধর্মটি কঠিন আচারের উপর সংস্থাপিত। অন্য সম্প্রদায়ে বা কোন আচারের কিছু ন্যূনতা থাকিতে পারে; কিন্তু এ সম্প্রদায়ে আচার সম্বন্ধে কড়া নিয়ম।

সকলেই জানেন, কেবলমাত্র আচার-পালন জন্যই শ্রীশ্রীমন্ন্যহাপ্রভু-ঐহার প্রাণসম প্রিয়তম ছোট হরিদাসকে বর্জন করিলেন। আচার-রক্ষার কি কঠিন প্ররোচনা! সম্প্রদায়গুরু মহাত্মগণ মিলিত হইয়া শ্রীশ্রীমন্ন্যহাপ্রভুকে অনুরোধ করিলে, তিনি বলিলেন—

“বৈরাগী হইয়া করে প্রকৃতি সন্তাষণ—

স্বপনেও নাহি হেরি তাহার বদন ॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

গৌরলীলার ইতিহাস পাঠে দেখিবেন, এইরূপ শত শত উজ্জল দৃষ্টান্ত আচারের নিশান ধরিয়া আজও বর্তমান।

ইতি প্রথমোক্তাসঃ সমাপ্তঃ।



দ্বিতীয় উল্লাসঃ ।

নিত্যকৃত্য-প্রকরণম্ ।

নহা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং রাধানিনোদশাস্ত্রণা ।

বৈষ্ণবানাং নিত্যকৃত্যং লিখ্যতেহত্র যথামতি ॥

ব্রাহ্ম মুহূর্তে শয্যাভ্যাগ করিয়া পুনরায় রাত্রিতে শয়নকাল পর্যন্ত বৈষ্ণবের যে যে কর্তব্য কৰ্ম করিতে হয়, তাহাই বৈষ্ণবের নিত্যকৃত্য । সেগুলি আপন ইচ্ছামত করিলে হয় না ; সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থা-গ্রন্থানুসারে করিতে হয় । সেজন্য শ্রীহরি-ভক্তি-বিনামানুসারে গোড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নিত্যকৃত্য লিখিত হইল ।

ব্রাহ্মে মুহূর্তে উথায় কৃষ্ণ কৃষ্ণোক্তি কীর্তয়ন্ ।

প্রক্ষাল্য পানিপাদৌ চ দন্তধাবনমাচরেৎ ॥

আচম্য বসনং রাত্রেস্ত্যক্ত্যুত্তমং পরিধায় চ ।

পুনরাচমনে কুর্যাৎ লেখ্যেন বিধিনাগ্রতঃ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনামঃ ।

সূর্যোদয়ের পূর্বে ৪ দণ্ডের প্রথম দুই দণ্ড ব্রাহ্ম মুহূর্তে ও শেষ দুই দণ্ড রৌদ্র মুহূর্ত বা দৈব মুহূর্ত ।

রাত্রেস্ত্য পশ্চিমো যামো মুহূর্তৌ ব্রাহ্ম উচ্যতে ।

বিষ্ণুস্থতিঃ ।

রাত্রির শেষ যামের নাম ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত । ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত নির্ণয়-সম্বন্ধে অনেক মতবৈধ আছে—তাহাতে আমাদের কোন ক্ষতি নাই ; কিংবা বিচারের প্রয়োজন নাই ; কারণ কোন বিশেষ বিশেষ বেদোক্ত কিংবা স্মৃত্যুক্ত কর্মের জন্য সেই সমস্ত মতানৈক্যের সৃষ্টিপাত হইয়াছে ।

• বিভজ্য পঞ্চাধা রাত্রিং শেষে দেবার্চনাদিকম্ ।

জপং হোমং তথা ধ্যানং নিত্যং কুব্বীত সাধকঃ ॥

বৈহায়ন-পঞ্চরাত্রম্ ।

রাত্রিকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া, শেষ ভাগ হইতেই জপ হোন ধ্যানাদি কর্মে প্রবৃত্ত হইবে ।

• মোট কথা—ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত কোন মতে এক প্রহর, কোন মতে তাহা অপেক্ষা কিছু কম এবং কোন মতে চারি দণ্ড রাত্রি থাকিতে প্রবৃত্ত হয় । শেষ মতটিই গ্রহণীয় ; কারণ, রাত্রির একটি নাম ত্রিযামা অর্থাৎ তিন প্রহরব্যাপিনী । সূর্যাস্ত হইতে অর্দ্ধ প্রহর ও সূর্যোদয়ের পূর্বে অর্দ্ধ প্রহর দিনের মধ্যেই গণ্য । কাজেই সূর্যোদয়ের চারি দণ্ড পূর্ব হইতে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তপ্রবৃত্তি মতটি মন্দ নহে ।

যাহা হউক প্রত্যেক ব্যক্তিই ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে শয্যাভ্যাগ করিয়া উঠিবেন । শয্যাভ্যাগ কালে “কৃষ্ণ কৃষ্ণ” কীর্ত্তন করিবেন । অন্যান্য নিত্যকৃত্য সম্বন্ধীয় গ্রন্থে প্রাতঃস্মরণীয় অনেক রকম শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায় এবং শয্যা হইতে উঠিয়া প্রথম নাটীতে পা দেওয়ার মত প্রভৃতি নানা রকম দেখিতে পাওয়া যায় । সেগুলির মধ্যে মন্দ কিছুই নাই ; কিন্তু শ্রীহরিভক্তিবিলাসে তাহার উল্লেখ না থাকায়, আমি লিখিলাম না ।

বিশেষতঃ শ্রীভগবানের উপাসনা দুই রকম দেখিতে পাওয়া যায় ;—মুক্তি-প্রধান ও ভাব-প্রধান । মুক্তি-প্রধান উপাসনা-মার্গের উদ্দেশ্য এই যে, ভগবানকে ভজনা করা উচিত ;—না করিলে মহাপাপ হয় ও

ভজন্ত্য নরক ভোগ করিতে হয় । ভজন করিলে ক্রমে ক্রমে কৰ্ম-ক্ষয় হইয়া গিয়া, মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে পারা যায় । সুতরাং সে মতে সৰ্বদাই কিসে পাপের হাত এড়াইব, কিসে আমার কৃত-কর্মের ফল পাইব, কিসে পুণ্যসঞ্চয় হইবে ইত্যাদি নানা দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কৰ্ম করিতে হয় ।

ভাব-প্রধান উপাসনায় কোন কামনাই নাই ; নিজ ভাবানুসারে সৰ্বদা শ্রীহরির সম্বন্ধ-স্মৃতিই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য । দান্ত, মথ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই চারি ভাবের যে ভাবে শ্রীভগবান্ ভক্তকে কৰুণা করেন, ভক্ত কেবল মাত্র সেই ভাবের মধ্য দিয়া সৰ্বদা ভগবান্কে আশ্বাদন করিতে ইচ্ছা করেন ।

এ সমস্ত বিষয় অতি জটিল ও সূক্ষ্ম ; অল্প কথায় সূক্ষীমাংসা হয় না ; কেবল দিগ্‌দর্শন মাত্র করাইলাম । “গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার-বারিধি” নামক গ্রন্থে ইহার বিশেষ বিবরণ পাইবেন ।

শ্রীহরি-ভক্তি-বিনাস গ্রন্থে ভাব-প্রধান উপাসনার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, কেবল ভক্ত্যঙ্গের অনুরূপ ও অনুরুল যে সমস্ত শাস্ত্রবিধি আছে, তাহাই আনোচিত হইয়াছে ।

আর একটি বিশেষ কথা এই যে, শ্রীহরিভক্তি-বিনাস গ্রন্থে সাধারণতঃ বৈষ্ণব মাত্রেরই যে কৃত্য, তাহাই লিখিত হইয়াছে । ভক্তগণ নিজ নিজ ভাব ও অধিকার অনুসারে সমস্ত কৰ্ম করিবেন । শ্রীহরি-ভক্তি-বিনাসের আজ্ঞাও তাহাই ।

তদেতল্লিখিতং কুত্র কুত্রচিদ্ব্যবহারতঃ ।

কিন্তু স্বাভীষ্টরূপাদি শ্রীকৃষ্ণস্ত বিচিন্তয়েৎ ॥

শ্রীহরি-ভক্তি-বিনাসঃ ।

কোন কোন সম্প্রদায়ে ব্যবহার আছে বলিয়া, সাধারণ-ভাবে কতকগুলি প্রাতঃস্মরণ ও কীর্তনের বিধি লিখিলাম ; কিন্তু প্রকৃত

কর্তব্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণের স্বাভীষ্ট অর্থাৎ নিজের ভজনীয় রূপ নিজ-
ভাবানুসারে শ্রবণ কীর্তনাদি করিবে ।

আমাদের গোড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার এই যে, শ্রীগৌরলীলার
মধ্য দিয়া শ্রীকৃষ্ণ লীলা আশ্বাদন করিতে হইবে । শ্রীমন্মহাপ্রভুর মধ্য
সুমন্তু ভাবই বর্তমান ; কাজেই কোন ভাবেরই তাহাতে অসামঞ্জস্য হয়
না ; বরং সকল ভাবই পরিপুষ্ট হয় । কীর্তনে—শ্রবণে—সকল কর্মেই
প্রথমতঃ শ্রীগৌর-লীলা, পরে শ্রীকৃষ্ণ লীলা—এই ভাবে চির কালই
চলিয়া আসিতেছে : সুতরাং সেই ভাবেই পদ্ধতি লেখা হইল ।
নিদ্রাভঙ্গের পর প্রথমতঃ নিম্নলিখিত ভাবে কীর্তন করিবে ।

বন্দে গুরুনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্ ।

তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্য-সংজ্ঞকম্ ॥

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ ।

গোড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শনদৌ তমোনুদৌ ॥

নমশ্চৈতন্যচন্দ্রায় কোটিচন্দ্রাননত্রিষে ।

প্রেমানন্দাক্ষি চন্দ্রায় চারু-চন্দ্রাংশুহাসিনে ॥

সংকর্ষণঃ কারণ-অয়শায়ী

গর্ভোদশায়ী চ পয়োন্ধিশায়ী ।

শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যা-

নন্দাখ্যরামঃ শ্রবণং সমাস্ত্র ॥

অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ ।

ভক্তাবতারমীশং তদ্বদ্বৈতাদাচার্য্যমাশ্রয়ে ॥

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ-স্বরূপকম্ ।

ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্ ॥

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ ।

হরে কৃষ্ণ হরে রাম রাধে গোবিন্দ ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে ।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাম্ ।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাম্ ॥

রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব পাহি মাম্ ।

কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব রক্ষ মাম্ ॥

সাধক এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন করিয়া হাত, পা, মুখ প্রভৃতি ধুইয়া দন্ত ধাবন করিবেন । দন্ত ধাবনেরও বিধি আছে, তাহা এখানে লেখা হইল না ; দন্ত-ধাবন প্রকরণে লিখিব ।

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত-কৃত্য সাধারণতঃ দুই ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । যাহাদের বাড়ীতে শ্রীবিগ্রহ আছেন ও সাধক স্বয়ং শ্রীবিগ্রহের সেবা করিয়া থাকেন, সেই স্থলেই শয্যা ত্যাগের পর দন্ত ধাবন করিতে হয় ; কারণ দন্ত ধাবন না করিয়া শ্রীবিগ্রহ স্পর্শ করিতে নাই ।

দন্তকান্ঠমখাদিশা যন্ত মামুপসর্পতি

সর্বকালকৃতং কৰ্ম্ম তেনৈবৈকেন নশ্যতি ॥

বরাহপুরাণম্ ।

দন্ত ধাবন না করিয়া যদি কেহ আমার মন্দিরে প্রবেশ করে, তাহা হইলে তাহার ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, ত্রিকাল-কৃত কৰ্ম্মের ফলই নষ্ট হইয়া যায় ।

শ্রীহরি-ভক্তি-বিনাস আলোচনা করিলে বুঝা যায়, শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া হাত, পা, মুখ ধুইয়া দন্ত ধাবনাতে পুনর্বার

আচমন করিয়া, শ্রীমন্দিরে প্রবেশপূর্বক শ্রীমূর্তির নিম্নাভঙ্গ করাইয়া, সিংহাসনে বসাইয়া, মঙ্গলারাত্রিক প্রভৃতি করিয়া পরিশেষে মল ত্যাগ ও প্রাতঃস্নান করিবে । কিন্তু আমরা প্রাতঃস্নান না করিয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করি না এবং ২।১ জন শাস্ত্রজ্ঞ প্রভু-পাদের বাড়ীতেও দেখিয়াছি, তাঁহারা প্রাতঃস্নান না করিয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করেন না । তাহার কারণ এই যে, মলত্যাগ, মূত্রত্যাগ, স্ত্রীসংবাস প্রভৃতির পরে যে নিয়মে শাস্ত্রে মৃত্তিকাশৌচ বা বস্ত্রত্যাগ প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে, আমরা সে নিয়মে চলি না ; কাজেই আমাদের শরীর অপবিত্র থাকে ; এ অবস্থায় স্নান করিয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করাই সম্ভব ।

যাঁহাদের সাক্ষাৎ শ্রীমূর্তির সেবা করিতে হইবে না, তাঁহারা শয্যা ত্যাগ করিয়া, হাত, পা, মুখ ধুইয়া রাত্রিতে পরিহিত বস্ত্র ত্যাগ করিয়া দুইবার আচমন কারবেন ।

- শুক্লবাসঃ পরীধায় তথা দৃষ্ট্যাপ্যমঙ্গলম্ ।
- প্রমাদাদশুচিং স্পৃষ্ট্য দ্বিরাচাস্তঃ শুচির্ভবেৎ ।

বস্ত্র ত্যাগ করিয়া শুক্ল বস্ত্র পরিধানান্তে, অমঙ্গল দর্শন করিয়া ও অজ্ঞানতঃ অশুচি দ্রব্য স্পর্শ করিয়া, দুই বার আচমন করিলে শুচি হয় ।

অনন্তর অন্তঃশুদ্ধির জন্ত ব্রহ্মরন্ধু-স্থিত সহস্রদল শ্রীগুরুদেবকে ভাবনা করিতে হয় । •

- অথেষ্টছন্ পরমাঃ শুদ্ধিং যুক্তি ধ্যানা গুরোঃ পদৌ ।
- স্তুত্বা চ কীর্তয়ন্ কৃষ্ণং স্মরণশ্চৈতদুদীরয়েৎ ॥

বাহ্য শুদ্ধির পর পরমা শুদ্ধি অর্থাৎ অন্তঃশুদ্ধির জন্ত যন্তুকস্থ সহস্রদলে শ্রীগুরুকে ধ্যান করিয়া, স্তুত্ব করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ কীর্তন করিবে ।

আগমোক্ত বিধিতে শ্রীগুরুর ধ্যান করিতে হয় ; যথা—

ব্রহ্মরক্ষুস্থিতে পদ্মে সহস্রদল-শোভিতে ।

শ্রীগুরুং পরমাত্মানং ব্যাখ্যামুদ্রালসংকরম্ ।

দিনেত্রং দ্বিভুজং পীতং ধ্যায়েদখিলসিদ্ধিদম্ ॥

আগমবাক্যম্ ।

ব্রহ্মরক্ষুস্থিত সহস্রদল পদ্মে দিনয়ন, দ্বিভুজ, পীতবর্ণ ব্যাখ্যামুদ্রায়ুক্ত, পরমাত্মরূপী শ্রীগুরুকে ধ্যান করিবে । তাহাতে সর্বার্থ সিদ্ধ হয় ।

অতঃপর শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া প্রাতঃস্মরণ কীর্তন করিবে ; যথা—

জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো

যদুবর-পরিষৎ সৈ দৌর্ভিরশ্চন্নধর্ম্মম্ ॥

স্থিরচরবৃজিনম্নঃ স্তুম্বিতশ্রীমুখেণ

ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্ ॥ ১

স্মৃতে সকলকল্যাণ-ভাজনং যত্র জায়তে ।

পুরুষং তমজং নিত্যং ভ্জ্যামি শরণং হরিম্ ॥ ২

বিদম্ভগোপাল-বিলাসিনীনাং সন্তোগ-চিহ্নাক্ষিতসর্বগাত্রম্ ।

পবিত্রমাস্নায়-গিরামগম্যং ব্রহ্ম প্রপণ্ডে নবনীত-চৌরম্ ॥ ৩

উদগায়তীনামরবিন্দলোচনং ব্রজাঙ্গনানাং দিবমম্পৃশদ্ধনিঃ ।

দধশ্চ নির্ম্মল-শকমিশ্রিতো নিরস্যাতে যেন দিশামমঙ্গলম্ ॥ ৪

পঠিত শ্লোকের অর্থ বুঝিলে অধিক আনন্দ হয়, সেজন্য লিখিত শ্লোকের বঙ্গানুবাদ দিলাম ।

যিনি সমস্তজীবে অন্তর্যামিরূপে বর্তমান হইয়াও স্বভক্ত-বিনোদার্থ দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া ভক্ত-সমাজে দেবকী-নন্দন এই নামটি রটনা করিয়াছেন । (বস্তুতঃ ভগবানের জন্ম নাই ; যেখানে তদীয় জন্মের কথা শুনা যায়, সে কেবল জন্মানুকরণ মাত্র) । যিনি নিজ বাহুরূপ-বাদব

পাগুব প্রভৃতি ক্ষত্রিয়বৃন্দদ্বারা স্থাবর জঙ্গমের সংসার-দুঃখ নাশ করিতে-
ছেন এবং ঈশ্ব-হাস্ত যুক্ত মুখচন্দ্রের অবলোকন দানে ব্রজগোপীগণের
প্রেমসাগর উচ্ছলিত করিতেছেন, সেই নন্দনন্দন শ্রীহরির জয় হউক ॥ ১

যাঁহাকে স্মরণ করিলে জীব সকল-মঙ্গলের আনয় হয়, সেই অজ,
নিত্য, শ্রীহরির শরণাপন্ন হই ॥ ২

যিনি পবিত্র বেদবাক্য-সকলের অগম্য হইয়াও শ্রীবৃন্দাবনে প্রেম-
পণ্ডিতা গোপীগণের স্তম্ভসন্তোষ-চিহ্নে নব্বাঙ্গাঙ্কিত হইয়া, গোপীগণের
ঘরে ঘরে নবনীত চুরি করিতেছেন, সেই নরাকৃতি পরব্রহ্মের
শরণাপন্ন হই ॥ ৩

• শ্রীবৃন্দাবনে ব্রজাঙ্গনাগণ প্রত্যহ দধিমস্থন করেন ও উচ্চৈঃস্বরে
কৃষ্ণনাম গান করেন ; দধিমস্থন শব্দের সহিত সেই গানশব্দ মিশ্রিত
হইয়া চতুর্দিকের অমঙ্গল নাশ করে ॥ ৪

পুনশ্চ পঠেৎ সাধুনাং সম্প্রদায়ানুসারতঃ ।

চতুঃশ্লোকীমিমাং সর্বদোষশাস্তৈস্ত্য শুভাপ্তয়ে ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ ।

যাঁহারা দুঃস্বপ্ন-দর্শনাদি দোষশাস্তি ও সর্ববিধ মঙ্গল কামনা করেন,
তাঁহারা সাধু সম্প্রদায়ে পঠিত নিম্নলিখিত চারিটি শ্লোক পাঠ করিবেন ।

প্রাতঃ স্মরামি ভবভীতিমহার্তিশাস্তৈস্ত্য

নারায়ণং গরুড়বাহনমজনাভম্ ।

গ্রাহাভিভূত-বর-বারণ-মুক্তি-হেতুং

চক্রায়ুধং তরুণ-বারিজ-পত্র-নেত্রম্ ॥ ১

যিনি কুস্তীরগ্রস্ত গজেক্ষকে মুক্ত করিয়াছেন, সেই গরুড়-বাহন,
পদ্মনাভ, চক্রধারী, নরপদ্মপত্র-পলাশ-লোচন নারায়ণকে ভবভয়-
নিবারণের জন্ত প্রাতঃকালে স্মরণ করি ॥ ১

প্রাতনামামি বচসা মনসাচ মূৰ্দ্ধা ।

পাদারবিন্দযুগলং পরমশ্চ পুংসঃ ।

নারায়ণস্য নরকার্ণব-তারকস্য

পারায়ণ-শ্রাবণ-বিপ্র-পরায়ণস্য ॥ ২

যিনি নরকার্ণব-তারণকারী ও বেদপাঠরত ব্রাহ্মণগণের একমাত্র গতিস্বরূপ সেই নারায়ণের চরণারবিন্দ-যুগলে প্রাতঃকালে কায় মনঃ ও বাক্যদ্বারা প্রণাম করি ॥ ২

প্রাতর্ভজামি ভজতামভয়ঙ্করং তং

প্রাক্ সর্বজন্মকৃত-পাপ-ভয়াবহতৈত্য় ।

যো গ্রাহবক্তৃপতিতাজ্জি গজেন্দ্রঘোর-

শোক-প্রণাশ-মকরোক্তশঙ্খচক্রঃ ॥ ৩

যিনি ভজনশীল ভক্তগণের অভয়দাতা, যিনি শঙ্খচক্র ধারণ করিয়া কুস্তীর মুখপতিত গজেন্দ্রের শোক ও দুঃখ নাশ করিয়াছেন, পূর্বজন্মকৃত অশেষ পাপক্ষয়-কামনায় প্রাতঃকালে সেই শ্রীহরিকে ভজনা করি ॥ ৩

শ্লোকত্রয়মিদং পুণ্যং প্রাতঃ প্রাতঃ পঠেত্তু যঃ ।

লোকত্রয়গুরুস্তস্মৈ দত্তাদাত্তপদং হরিঃ ॥ ৪

এই তিনটি শ্লোক যিনি প্রত্যহ প্রাতঃকালে পাঠ করেন, ত্রিলোক গুরু ভগবান্ তাঁহাকে স্বচরণাবলম্বন দান করেন ॥ ৪

ইথাং বিদধ্যাং ভগবৎকীর্তন-স্মরণাদিকম্ ।

সর্বতীর্থাভিষেকং বৈ বহিরন্তুর্বিশোধনম্ ॥

. . . শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

এইরূপে প্রাতঃকালে শ্রীভগবানের কীর্তন ও স্মরণ করিবে । ইহাতে সর্বতীর্থাভিষেকের ফল হয় ও বাহ্য এবং অন্তর শুদ্ধ হয় ॥

সকলারায়ণেতু কৃত্য। পুমান্ কল্পশতত্রয়ম্ ।
গঙ্গাদি-সর্বতীর্থেষু স্নাতো ভবতি পুত্রক ॥

স্কন্দপুরাণম্ ।

শ্রীমহাদেব কাঙ্ক্ষিকেষুকে বলিতেছেন—হে পুত্র, যদি কেহ একবার
নায়ায়ণ নাম উচ্চারণ করে, তাহা হইলে তাহার গঙ্গাদি সর্বতীর্থে তিন
শত কল্পকাল স্নান করা হয় ।

শয়নাছুখিতো যন্তু কীর্ত্তরেণ্মধুসূদনম্ ।
কীর্ত্তনাৎ তস্যা পাপস্য নাশমায়াত্যশেষতঃ ॥

স্কন্দপুরাণম্ ।

যে ব্যক্তি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া মধুসূদন নাম কীর্ত্তন করে,
তাহার সেই কীর্ত্তনের ফলে অশেষ জন্মের পাপক্ষয় হইয়া যায় ।

স্মরণ কীর্ত্তনের বহু মাহাত্ম্য শাস্ত্রে বর্ণিত আছে ; গ্রন্থ-বিস্তার-ভয়ে
দুই একটি লিখিলাম ।

শ্রীহরিভক্তি-বিল্লাসে এই ভাবে সাধারণতঃ প্রাতঃস্মরণ ও কীর্ত্তনের
বিধি আছে ; কিন্তু বাহারা তটস্থ না থাকিয়া দাস্ত্র, সখ্য, বাৎসল্য বা
মধুর কোন ভাবে শ্রীনন্দ-নন্দনকে ভজন করেন, তাঁহারা নিজ নিজ
ভাবানুযায়ী স্মরণ কীর্ত্তন করিবেন । আগাদের সম্প্রদারে দাস্ত্র, সখ্য
ও বাৎসল্য ভাবে শ্রীনন্দ-নন্দনকে ভজন করার বিশেষ কোন লিখিত
পদ্ধতি নাই । বিশেষতঃ শ্রীমন্ন্যাস্ত্রভূর আদেশ “রম্যা কাচিছুপাসনা
ব্রজবধুবর্গেণ বা কল্পিতা” অর্থাৎ ব্রজ-রমণীগণ যে ভাবে শ্রীনন্দ-নন্দনের
সেবা করিয়াছেন, তাঁহাদের অনুগত হইয়া সেই ভাবে মানস-সেবাই
কর্ত্তব্য । সম্প্রদায়চার্য্যগণও নিজ নিজ গ্রন্থে মধুর ভাবের কথাই
সমস্ত লিখিয়া গিয়াছেন । সম্প্রদায়-চলিত দশাক্ষর ও অষ্টাদশাক্ষর
মন্ত্রঃ যুগল-ভজনেরই অন্তর্কুল । বাহা হউক, বাহার যে ভাবে লোভ

হইবে, তিনি সেই ভাবে ভজন করিবেন । দ্বাস্ত্র, সখা, বা বাৎসল্য রসে ভজন করিতে হইলে, সেই সেই ভাবানুযায়ী শ্লোকাদি শাস্ত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া লইবেন । আমাদের সম্প্রদায়ে প্রায় সকল মহাত্মাই মধুর ভাবে ভজন করেন । তাহা করিতে হইলে, পদ্ধতির অভাব নাই । প্রথমতঃ শ্রীমন্নহাপ্রভুর নিশান্ত-কালীন লীলা স্মরণ করিয়া, নিকুঞ্জে শ্রীরাধা-গোবিন্দের নিশান্তলীলা স্মরণই মধুর ভাবের অনুকূল । নিকুঞ্জরহস্য প্রভৃতি স্তবও পাঠ করিতে পারা যায় । কোন কোন ভক্ত করতাল-সংযোগে শ্রীরাধা-গোবিন্দের নিশান্ত লীলার পদাবলী কীর্তন করেন ; কোনও বা নামরসিক ভক্ত প্রত্যাষে গাত্রোত্থান করিয়া নাম সংকীর্তন করেন ইত্যাদি বহুবিধ আচার, সম্প্রদায়ে দেখা যায় । মোট কথা, নিজ নিজ ভাবানুসারে ইহার কোনটিই মন্দ নহে । কলভঃ যে কোন প্রকারে ভগবৎপ্রসঙ্গে ব্রাহ্মমূর্ত্ত ক্ষেপণ করাই কর্তব্য । সর্বদা কৃষ্ণস্মৃতিই জীবের প্রধান কর্তব্য ।

স্মর্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিষ্মর্তব্যো ন জাতুচিৎ ।

সর্বৈব বিধি-নিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিস্করাঃ ॥

পদ্মপুরাণম্ ।

সর্বদা শ্রীহরিকে স্মরণ করিবে, কখনও ভুলিও না—এই বিধি ও নিষেধ মহারাজতুল্য ; আর যত বিধি-নিষেধ শাস্ত্রে আছে, সে গুলি ইহারই দাস ।

স্মরণ-রসিক সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণ-লীলা স্মরণে আবিস্ট থাকেন । ‘তাহারা ব্রাহ্মমূর্ত্ত হইতে অষ্টকালীয় লীলা স্মরণ আরম্ভ করেন । ঐশ্বাহলা ভয়ে অষ্টকালীয় লীলাস্মরণপদ্ধতি কিংবা নিশান্তকালীন পদকীর্তন প্রভৃতি এ গ্রন্থে সমাবেশ করিতে পারিলাম না । প্রয়োজন হইলে, গোড়ীয় বৈষ্ণবাচার-দর্পণ-নামক গ্রন্থ দেখিবেন ।

ততঃ পানোদকং কিঞ্চিৎ প্রাক্পীত্বা তুলসীদলৈঃ ।

গৃহীতেনাচরেৎ তেন সমৃদ্ধ্যভিষেচনম্ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

অভিমত পুতাদি পাঠান্তে কিঞ্চিৎ শ্রীকৃষ্ণ-চরণামৃত পান করিবেন ।
(বলা বাহুল্য, ভজনশীল ব্যক্তিগণ চরণামৃত নিজ গৃহে সংগ্রহ করিয়া
রাখেন) পরিশেষে তুলসীদলে চরণামৃত লইয়া নিজ মস্তকে দিষেন ।

অথাদৌ শ্রীগুরুং নম্রা শ্রীকৃষ্ণস্য পদাভ্যয়োঃ ।

কিঞ্চিদ্বিজ্ঞাপয়ন্ সর্ববন্ধকৃত্যান্তর্পয়েন্নমেৎ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

চরণামৃত পানান্তে প্রথমতঃ “অথগুমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্ ।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ” এই মন্ত্রে শ্রীগুরুচরণে
প্রণাম করিয়া শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রণাম করিবে । চরণে কিঞ্চিৎ বিজ্ঞাপন
করিবে ও সমস্ত দিনকৃত্য অর্পণ করিবে ।

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শুভম্ ।

নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্বকর্মাণি কারয়েৎ ॥

বামন-পুরাণম্ ।

সকল মঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপ, সর্বেশ্বর, বরদাতা, মঙ্গলময় নারায়ণকে
প্রণাম করিয়া সর্ব কর্ম করিবে ।

প্রথমতঃ বিজ্ঞাপন ও দিমিকৃত্য অর্পণের বিষয় লেখা হইতেছে ।

যদুৎসবাদিকং কস্মৈ তদ্বয়া প্রেরিতো হরে ।

করিষ্যামি ত্বয়া ক্ষেয়মিতি বিজ্ঞাপনং মম ॥

প্রাতঃ প্রবোধি শ্রীবিষ্ণো হৃষীকেশেন যদ্বয়া ।

যদ্যৎ কারয়সীশান তৎ করোমি তবাজ্জয়া ॥

ত্রৈলোক্যচৈতন্যময়াদিদেব

শ্রীনাথ বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব ।

প্রাতঃ সমুথায় তব প্রিয়ার্থং

সংসারযাত্রামনুবর্তয়িষ্যে ॥

সংসারযাত্রামনুবর্তমানং

হৃদাজ্ঞয়া শ্রীনৃহরে হস্তরাত্নান্ ।

স্পর্শা-তিরস্কার-কলিপ্রমাদ-

ভয়ানি মা মাভিভবন্ত ভূমন্ ॥

জানামি ধর্ম্যং নচ মে প্রবৃতিঃ

জানাম্যধর্ম্যং নচ মে নিবৃতিঃ ।

হুয়া হ্রষীকেশ হৃদিস্থিতেন

যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি ॥

হে ভগবন্, আপনিই সকলের সকল কার্যের প্রেরক । আপনার প্রেরণাতেই সকলে কর্ম করিয়া থাকে । আমিও উৎসবাদি যে যে কর্ম করিব, সমস্তই আপনার প্রেরণাতেই করিব জানিবেন, ইহাই আমার নিবেদন । হে বিষ্ণো আপনি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধিপতি, আপনিই আমার নিদ্রাভঙ্গ করাইরাছেন, এখন জাগরিত হইয়া আপনি যাহা করাইবেন, তাহাই করিব ।

হে ত্রিলোকের চৈতন্যদায়িন্, হে আদিদেব, হে শ্রীনাথ, হে বিষ্ণো, প্রাতঃকালে উঠিয়া আপনার আজ্ঞা-পালনরূপ প্রিয় কর্ম করিবার জন্ত সংসার-যাত্রার অনুষ্ঠান করিব । গৃহস্থ যদি সংসারের উপর “আমি” “আমার” ভাব পরিত্যাগ করিয়া, ভগবানের আজ্ঞা বোধে যথারীতি গার্হস্থ্য ধর্মের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে, প্রকৃতই সংসারে স্বর্গস্থ

অনুভব করিতে পারে; এ সমস্ত শ্লোকের মর্মার্থ উত্তমরূপে বুঝিলে সেই কথাই মনে হয়।

হে নৃহরে, হে অন্তরাশ্বিন্, এ সংসার আমার নয়; কেবল আপনার আজ্ঞায় আমি দাসবৎ কার্য্য করিব। বিনীত নিবেদন,—যেন কাহারও উপর স্পর্ধা না করি, কাহাকেও তিরস্কার না করি, কাহারও সহিত কলহ না করি, কোন কর্তব্য কর্ম্মে অসাবধান না হই, কর্তব্য পথে চলিয়া যাইতে যেন কোন ভয় না পাই।

হে অন্তর্যামিন্, আপনি সকলই জানিতেছেন; আমি ধর্ম্ম-শাস্ত্র পড়িয়াছি, মুখে ধর্ম্ম ধর্ম্ম করি; কিন্তু তাহার অনুষ্ঠান করিনা। অধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা আমি জানি; কিন্তু প্রতিক্ষণেই অধর্ম্ম করি। কি করিব, আমার ত কোন কুর্জয় নাই,—আপনি যাহা করাইতেছেন, আমি তাহাই করিতেছি।

এবং বিজ্ঞাপয়ন্ ধায়ন্ কীর্ত্তয়ংশ্চ যথাবিধি।

প্রণামানাচরেচ্ছভ্য চতুঃসংখ্যাবরান্ বুধঃ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে স্মরণ, কীর্ত্তন ও বিজ্ঞাপন করিয়া, শ্রীভগবান্কে প্রণাম করিবে। প্রণাম যেন চারি বারের কম না হয়।

এস্থলে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করাই শাস্ত্রসঙ্গত। এখনও কোন কোন মহাত্মা আছেন, তাঁহারা প্রাতঃকালে ১০৮ বার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করেন। সাষ্টাঙ্গ প্রণামের নিয়মাদি প্রণাম-প্রকরণে লিখিত হইবে।

প্রণাম-মন্ত্ৰো যথা—

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণ-হিতায় চ।

জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ ॥ ১

ব্রহ্মণ্যদেব, গো, ব্রাহ্মণ ও জগতের হিতকারী গোচারণ লীল শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি ॥ ১,

অমুর-বিবুধ-সিকৈষ্ঠীয়তে যশ্চ নাস্তুং
 সকলমুনিভিরন্তুশ্চিস্ত্যতে যো বিশুদ্ধঃ ।
 নিখিলহৃদি নিবিষ্টো বেত্তি যঃ সর্বসাক্ষী
 তমজমমৃতমীশং বাসুদেবং নতোহস্মি ॥ ২

মুর, অমুর, সিক, প্রভৃতি ষাঁহার অন্ত পান না ; সমস্ত মুনিগণ
 ষাঁহাকে অন্তহৃদয়ে ধ্যান করেন ; যিনি সাক্ষি-স্বরূপে সকল জীবের
 হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সমস্ত কর্মই জানিতেছেন, সেই জন্মরহিত,
 সনাতন, সর্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি ॥ ২

শ্রীগোপীচন্দ্রেনোঙ্ক-পুণ্ড্রং কৃতা যথাবিধি ।
 আসীত প্রাণ্ডমুখো ভূতা শুদ্ধস্থানে শুভাসনে ॥

প্রণামান্তে শ্রীগোপী-চন্দ্রন দ্বারা শ্রীহরিমন্দির তিলক রচনা করিয়া,
 শুদ্ধস্থানে ও শুদ্ধাসনে উপবেশন করিবে ।

সম্প্রদায়ানুসারেণ ভূতশুদ্ধিং বিধায় চ ।
 প্রাণায়ামাংশ্চ বিধিবৎ ধ্যারেৎ কৃষ্ণং যথোচিতম্ ॥

সম্প্রদায়ানুসারে ভূতশুদ্ধি ও প্রাণায়াম করিয়া, শাস্ত্রোক্ত প্রকারে
 শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিবে ।

তথৈব রাত্রিশেষন্তু কালং সূর্য্যোদয়াবধি ।
 কর্তব্যং সজপং ধ্যানং নিত্যমারাধুকেন বৈ ॥

রাত্রির শেষভাগ হইতে সূর্য্যোদয় কালাবধি সাধকব্যক্তি শ্রীভগবানের
 ধ্যানসহ মন্ত্র জপ করিবেন ।

এখন আর সম্প্রদায়ে এ সমস্ত অনুষ্ঠান দেখা যায় না ; কোন কোন
 বৃদ্ধ মহাত্মাকে দেখা যায়, তিনি শেষ রাত্রিতে বসিয়া হরিনাম জপ
 করেন । অনুষ্ঠানভাবেই দিন দিন সম্প্রদায় হীনবল হইয়া আসিতেছে ।

তত্র শ্রীকৃষ্ণস্য ধ্যানঃ যথা—

স্মরেদ্বৃন্দাবনে রম্যে মোহয়ন্তুমনারতম্ ।

গোবিন্দং পুণ্ডরীকাক্ষং গোপকন্যাঃ সহস্রশঃ ॥

আত্মনো বদনান্তোজ-প্রেরিতাক্ষি-মধুব্রতাঃ ।

কামবাণেন বিবশাশ্চিরমাল্লোষণোৎসুকাঃ ॥

মুক্তাহার-লসৎপীনোত্তুঙ্গস্তনভরানতাঃ ।

অস্তধম্মিল্ল-বসনা মদস্থলিত-ভাষণাঃ ॥

দন্তপঙ্ক্তি-প্রভোদ্ভাসি-স্পন্দমানাধরাক্ষিতাঃ ।

বিলোভয়ন্তীবিবিধৈর্বিভ্রমৈর্ভাবগর্বিতৈঃ ॥

সারদাতিলকতত্ত্বম্ ॥

সহস্র সহস্র গোপ-রমণী শ্রীকৃষ্ণের বদন কমলে নিজ নিজ নয়ন ভ্রমর নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন ; তাঁহারা সকলেই মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া কাম বাণে বিবশা হইয়া গাঢ় আলিঙ্গনের জগ্ৰ উৎকণ্ঠিতা হইয়াছেন ; সকলেই মুক্তাহার-বিভূষিত স্থল উন্নত কুচভরে অবনতা হইয়াছেন ; কৃষ্ণ দর্শনে মস্তকের কেশপাশ ও কটির বসন স্থলিত হইয়া পড়িতেছে ; প্রেমোন্মাদবশতঃ* বাক্য স্থলিত হইতেছে, দন্তশ্রেণীর শোভায় উদ্ভাসিত অপরদ্বয় প্রকম্পিত হইতেছে, নানাবিধ হাব ভাব দ্বারা গোবিন্দকে প্রলোভিত করিতেছেন ; রমণীয় শ্রীবৃন্দাবনে এতাদৃশ গোপবনিতা-বিমোহনকারী শল্পপলাশ-লোচন শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিবে ।

* ঋগ্ভার্য মধুর-রসে শ্রীগোবিন্দের উপাসনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে এই ধ্যানটি সর্বোৎকৃষ্ট । বিশেষতঃ দশাক্ষর ও অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রোপাসনায় এই ধ্যানটিই অনুরূপ ।

যাঁহারা দাস্য, সখ্য, কিংবা বাৎসল্য-রসে উপাসনা করিবেন, তাঁহাদের ধ্যান পৃথক্ ।

ফুলেন্দীবর-কাণ্ঠিমিন্দুবদনং বর্হাবতংসপ্রিয়ং

শ্রীবৎসাক্ষমুদার-কৌস্তভধরং পীতাম্বরং সুন্দরম্ ।

গোপীনাং নয়নোৎপলার্চিততমুং গো-গোপ-সজ্জাবৃতং

গোবিন্দং কলবেণুবাদনপরং দিব্যাক্ষভূষণং ভজে ॥

বিকসিত নীল কমলের ছায় অক্ষকাণ্ঠি, চন্দ্রনিন্দিত-মুখমণ্ডল, ময়ূর-
পুচ্ছ চূড়ায় শোভিত, শ্রীবৎস-চিহ্ন-চিহ্নিত-বক্ষঃস্থল, দীপ্তিশীল কৌস্তভ-
মণিধারী, পীতবসনপরিধায়ী, সুন্দরাকৃতি, মাতৃস্থানীয়া গোপীগণের
নয়নকমলে পূজিতবিগ্রহ, গোগণ ও গোপগণে পরিবেষ্টিত, মধুর
রসবিশিষ্ট বেণুবাদন-তংপর, দিব্যভূষণে ভূষিত শ্রীগোবিন্দকে ভজনা করি ।

শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রাদৌ তদ্ব্যানং প্রণিতং পরম্ ।

অগ্রতোহত্রাপি সংলেখ্যং যদিষ্ঠং তত্র তদ্ব্যজ্ঞে ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

শ্রীগৌতমীয় তন্ত্র, ক্রমদীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীভগবানের অনেক
ধ্যান বর্ণিত আছে । শ্রীহরিভক্তিবিনাসেও তদনুসারে অনেকানেক ধ্যান
লিখিয়াছেন ; কিন্তু তাহার মধ্যে বাহ্য যে ধ্যান ইষ্ট, সে সেই
ধ্যানানুসারে চিন্তা করিবে ।

মোট কথা, ধ্যান বলিতে উপাস্ত দেবতার মূর্তি ও রূপ বর্ণনা ।
যে সাধক বে মূর্তিতে নিজের উপাস্ত দেবতাকে দেখিতে ভাল বাসেন,
এবং তিনি উপাস্ত দেবতার সঙ্গে যে মন্ত্র লক্ষ্য করিয়া ভজনে
প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তিনি তদনুরূপ ধ্যান দেখিয়া লইবেন । একজন
মধুর ভাবের সাধক, তিনি গোপীমণ্ডল-মণ্ডিত, শ্যামসুন্দর মূর্তি দেখিতে
ভাল বাসেন, তাঁহার সেইরূপ ধ্যানই করা উচিত । একজন সখ্য
ভাবের সাধক, তিনি গোপবালক ও গোবৎস পরিবেষ্টিত গোবিন্দ
মূর্তি দেখিতে ভাল বাসেন ; তাঁহার সেই ভাবে ধ্যান করাই উচিত ।
নিজের ভাব ও মন্ত্র স্থির রাখিতে না পারিলে, ভজনে অগ্রসর

হওয়া বড়ই কঠিন । আজ কাল প্রায়ই দেখা যায়, সর্কধর্মসম্বন্ধের দিকে জীব অগ্রসর হইতেছে, ভাব অভাবে পরিণত । নিজ ভাবে ও সম্বন্ধে ভজন না করিলে, কেহ উন্নতি লাভ করিতে পারে না । বিশেষতঃ সাম্যবাদের এ অর্থ নয় যে সকল দেবতাই এক । তাহার অর্থ একই ভগবান্, নানা মূর্তিতে আছেন । তাহার মধ্যে আমার রুচি ও প্রয়োজনানুসারে কোন মূর্তির ভজন করিব । যেমন হাঁড়ি, কলসী, সরা প্রভৃতি সবই মাটি ; তথাপি অন্নপাকে হাঁড়ি, জন আনিতে কলসী, এইরূপ পৃথকভাবে ঐ সকল বস্তু ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সেইরূপ, একই ভগবানের মূর্তি হইলেও সাধকের ভাব ও রুচিভেদে পৃথকরূপে উপাসনা হইয়া থাকে ।

এইরূপে ধ্যানাদি সমাপনান্তে ষাঁহাদের সাক্ষাৎ বিগ্রহ সেবা করিতে হইবে, তাহারা অরুণোদয়ের পূর্বেই শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিবেন ।

অথ দেবতা-প্রবোধনম্ ।

ততো দেবালয়ে গঙ্গা ঘণ্টাদ্বিঘোষপূর্বকম্ ।

প্রবোধ্য স্তুতিভিঃ কৃষ্ণং নীরাজ্য প্রার্থয়েদিদম্ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ॥

ধ্যানাদি সমাপন করিয়া দেবালয়ে প্রবেশ করিবেন । (বলা-বাহুল্য, দেবালয়ে প্রবেশ করিতে হইলেই যদি দেবালয় বন্ধ থাকে, তাহা হইলে তিন বার করতালি দিতে হয় ; নচেৎ সেবাপরাধ হয়) । প্রবেশ করিয়া, ঘণ্টাবাদনপূর্বক শ্রীবিগ্রহকে জাগাইয়া নীরাজন করিবে ও প্রার্থনা করিবে । শ্রীবিগ্রহকে জাগাইয়া বেদীতে বসাইয়াই যে নীরাজনের কথা বলিতেছেন, ইহা মঙ্গলারত্নিক নহে ; কেবল দীপ-মাত্রদ্বারা নীরাজন করিতে হয় । শ্রীবৃন্দাবনাদি ধামে ইহাকে উত্থান-আশ্রিতি বলে । কোন কোন স্থানে সদাচার দেখা যায়, ইহার পর

কিঞ্চিৎ ভোগ দিতে হয় । এই ভোগের নাম উত্থান-ভোগ । আমরা এ ভোগ দেই না ; মঙ্গল-নীরাঙ্গনের পর ভোগ দেই । নীরাঙ্গনের পর স্তুতি ও প্রার্থনা যথা—

সোহসাবদভ্রকরণো ভগবান্ বিবৃদ্ধ-

প্রেমস্মিতেন নয়নাম্মুরুহং বিজুস্তন্ ।

উত্থায় বিশ্ববিজয়ায় চ নো বিষাদং

মাধব্যা গিরাপনয়তাং পুরুষঃ পুরাণঃ ॥

দেব প্রপন্নার্তিহর প্রসাদং কুরু কেশব ।

অবলোকন-দানেন ভূয়ো মাং পালয়াচ্যুত ॥

পুরাণ পুরুষ ভগবান্ দয়ালুর শিরোমণি ; তিনি প্রেমযুক্ত হস্তদ্বারা নয়ন-কমল বিকসিত করিয়া, বিশ্বমঙ্গলের জন্ত গাত্ৰোত্থান করতঃ স্তমধুর বাক্য দ্বারা আমার বিষাদ দূর করুন । হে দেব ! হে শরণাগত-পরিচালক ! হে কেশব ! হে অচ্যুত ! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন । দৃষ্টিদানে আমাকে পবিত্র করুন ।

অথ নির্মাল্যোত্তারণম্ ।

দেবালয়ং প্রবিষ্টাথ স্তোত্রাণীকটানি কীৰ্ত্তয়ন্ ।

কৃষ্ণস্য তুলসীবর্জ্জং নির্মাল্যমপসারয়েৎ ॥

দেবালয়ে প্রবেশ করিয়া নিজেই ভাস্কর্য্যকূল স্তব পাঠ করিবে ও শ্রীকৃষ্ণের তুলসী ভিন্ন অন্য পুষ্পাদি নির্মাল্য অপসারণ করিবে ।

ভূষিতাঃ পশবো বন্ধাঃ কন্যকা চ রজস্বলা ।

দেবতাচ সনির্মাল্যা হস্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্ ॥

অত্রিস্মৃতিঃ ।

যাহার গৃহে পিপাসায়ুক্ত পশু বন্ধ থাকে ও অবিবাহিত কন্যা রজস্বলা

হয় এবং অরুণোদয়ের পরও দেবতা নির্মাল্যযুক্ত থাকেন, তাহার পূর্বকৃত সমস্ত পুণ্য নষ্ট হয় ।

বস্তুতঃ দেবসেবা সাধারণ কৰ্ম নহে । এ সমস্ত নিয়ম পালন না করিতে পারিলে, মহাপাপ হয় । বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে শাস্ত্র-বিধি এক রকম লোপ পাইতে বসিয়াছে । প্রকৃত প্রেমের সেবা প্রায়ই দেখা যায় না ; কেবল মাত্র ভক্তরূপে পরিচিত হইবার জন্য কিংবা পূর্ব পুরুষের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া অগত্যা দেবসেবা করা হইয়া থাকে ।

নির্মাল্যাপসারণে বিলম্ব হইলে বে দোষ হয়, তাহাও শাস্ত্রে বর্ণিত আছে ; যথা—

অরুণোদয়বেলায়াং নির্মাল্যং শল্যতাং ব্রজেৎ ।
 প্রাতস্ত্ব স্যাৎ মহাশল্যং ঘটিকামাত্রযোগতঃ ॥
 অতিশল্যং বিজানীয়াৎ ততো বজ্রপ্রহারবৎ ।
 অরুণোদয়-বেলায়াং শল্যং তৎ ক্ষমতে হরিঃ ॥
 ঘটিকায়ামতিক্রান্তৌ ক্ষুদ্রং পাতকমাবহেৎ ।
 মুহূর্ত্তে সমতিক্রান্তৌ পূর্ণং পাতকমুচ্যতে ॥
 অতিপাতকমেব স্যাৎ ঘটিকানাং চতুর্ভুজে ।
 মুহূর্ত্ত-ত্রিতয়ে পূর্ণে মহাপাতকমুচ্যতে ॥
 ততঃ পরং ব্রহ্মবধো মহাপাতকপঞ্চকম্ ।
 প্রহরে পূর্ণতাং যাতে প্রায়শ্চিত্তং ততো নহি ॥

নারদ-পঞ্চরাত্রম্ ।

অরুণোদয়-বেলায় নির্মাল্য শেলসম হয় । প্রাতঃকালে অর্থাৎ অরুণোদয়ের পর মহাশেল, একদণ্ড পরে অতিশল্য-তুল্য হয় । তাহার পর নির্মাল্য বজ্র প্রহারবৎ হয় ।

অরুণোদয় কাল পর্য্যন্ত নির্মালা থাকিলে, হরি তাহা ক্ষমা করেন । একদণ্ড অতিক্রান্ত হইলে, সামান্য পাপ হয় । দুই দণ্ড অতিক্রান্ত হইলে, পূর্ণ পাপ হয় । চারি দণ্ড পরে অতিপাতক জন্মে । ছয় দণ্ড পরে মহাপাতক জন্মে । তাহার পরও যদি নির্মালা অপসারণ করা না হয়, তাহা হইলে, ব্রহ্মহত্যা পঞ্চ মহাপাতক হয় । এক প্রহর পূর্ণ হইয়া গেলে অর্থাৎ বেলা এক প্রহরের পরও যদি নির্মালা অপসারণ করা না হয়, তাহা হইলে আর প্রায়শ্চিত্ত নাই ।

নির্মাল্যস্য বিলম্বে ভু প্রায়শ্চিত্তমথোচ্যতে ।

অতিক্রান্তে মুহূর্ত্তাদ্ধে সহস্রং জপমাচরেৎ ॥

পূর্ণে মুহূর্ত্তে সংজাতে সহস্রং সার্কমুচ্যতে ।

সহস্রদ্বিতয়ং কুর্বাৎ ঘটিকানাং চতুষ্টয়ে ॥

মুহূর্ত্তত্রিতয়েহতীতে অযুতং জপমাচরেৎ ।

প্রহরে পূর্ণতাং যাতে পুরশ্চরণমুচ্যতে ।

প্রহরে সমতিক্রান্তে প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ॥

নারদপঞ্চরাত্রম্ ।

যদি নির্মালা অপসারণে বিলম্ব হয় তাহা হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত বলা হইতেছে ।

অরুণোদয়ের পর প্রাতঃকালে একদণ্ড অতীত হইলে, সহস্রবার ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে হয় । দুই দণ্ড অতীত হইলে দেড় সহস্র জপ করিতে হয় । চারিদণ্ড অতীত হইলে, দুই সহস্রজপ করিতে হয় । ছয় দণ্ড অতীত হইলে, অযুত অর্থাৎ দশ সহস্রজপ করিতে হয় । এক প্রহর পূর্ণ হইলে পুরশ্চরণ করিতে হয় । প্রহর অতীত হইয়া গেলে আর প্রায়শ্চিত্ত নাই ।

• অথ শ্রীমুখপ্রক্ষালনাদি ।

শ্রীহস্তাজিহ্বামুখাস্তোজ-ক্ষালনায় চ তদগৃহে ।
গণ্ডুষাণি জলৈর্দদ্বা দন্তকাষ্ঠং সমর্পয়েৎ ॥
জিহ্বোল্লেখনিকাং দদ্বা পাছুকে শুদ্ধমৃত্তিকা ।
সলিলঞ্চ পুনর্দদ্বাৎ বাসোহপি মুখমার্জ্জনম্ ।
ততঃ শ্রীতুলসীং পুণ্যামর্পয়েৎ ভগবৎপ্রিয়াম্ ॥

নারদ-পঞ্চরাত্রম্ ।

• শ্রীবিগ্রহ বেদীতে বসাইয়া মুখ প্রক্ষালনার্থ জল দিবে । দন্তকাষ্ঠ, জিহ্বোল্লেখনিকা (জিব ছোলা), পাছুকা, শুদ্ধমৃত্তিকা, শ্রীমুখমার্জ্জনবস্ত্র অর্থাৎ গামছা দিবে । পরে শ্রীচরণে তুলসী দিবে ।

মধুর ভাবের ভক্তগণ, বিলাস-নিকুঞ্জ এইভাবে দেওয়া হইতেছে—
চিন্তা করিবেন । বাৎসল্য-রসের ভক্তগণ নন্দালয়ে মা যশোদার অনুগত হইয়া, এই সকল বস্তুর অর্পণ-চিন্তা করিবেন ও সখা কিংবা দাস্য রসের ভক্তগণ মা যশোদা দিয়াছেন,—এইরূপ চিন্তা করিবেন । ভজন করিতে হইলে নিজ ভাব ও সম্বন্ধের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয় ।

• অথ মঙ্গল-নীরাজনম্ ।

পঠিত্বাথ প্রিয়ান্ শ্লোকান্ মহাবাদিত্রিনিশ্চনৈঃ ।
প্রভোঁর্নীরাজনং কুর্যাৎ মঙ্গলাখ্যং জগদ্ধিতম্ ॥

• নিজ ভাবানুকূল শ্লোক-পাঠ সহকারে কাংশু, ও করতাল ঘণ্টাদি বাদনপূর্ব্বক ভগবানের মঙ্গল-নীরাজন করিবে । রাত্রিশেষের এই নীরাজনে জগতের মঙ্গল হয়, সেই জন্যই ইহার নাম মঙ্গল-নীরাজন ।

নীরাজনস্তিদং সর্বৈঃ কর্তব্যং শুচিবিগ্রহৈঃ ।
পরমশ্রদ্ধয়োথায়ৈঃ সর্বৈঃ সদা নরৈঃ ॥

স্ত্রীণাং পুংসাঞ্চ সর্বেষামেতৎ সর্বেষ্টপূরকম্ ।

সমস্তদৈন্যদারিদ্র্য-দুরিতাচ্যপশান্তিকৃৎ ॥

নীরাদ'পঞ্চরাত্রম্ ।

এই মঙ্গল-নীরাজন সকলেরই শুদ্ধভাবে করা উচিত । যাহাদের নিজের করিবার শক্তি নাই, তাঁহারা শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া শ্রদ্ধা-সহকারে দর্শন করিবেন । এই মঙ্গল নীরাজন দর্শনে সকলেরই সর্ব্ববাসনা পূর্ণ হয় । দুঃখ, দারিদ্র্য পাপাদি সমূলে নষ্ট হয় ।

মঙ্গল-নীরাজন প্রত্যহই করা উচিত : কিন্তু প্রায় সকল দেবালয়েই আলম্ব্য বা অন্য কোন কারণে বেতন দিয়া পূজারি রাখিয়া দেবদেবা করা হয় ; তাঁহারা পূজারির বেতন বেশী লাগিবে, এই ভয়ে কেবলমাত্র কার্তিক মাসে মঙ্গল-নীরাজন করাইয়া থাকেন । কদাচিৎ কার্তিক, মাঘ ও বৈশাখ এই তিন মাসেও দেখা যায় । পরন্তু যাহারা সত্য সত্যই ধর্ম্মভীরু, তাঁহারা প্রত্যহই করিয়া থাকেন ।

অথ প্রাতঃস্নানার্থোচনম্ ।

ততোহিরণ্যোদয়স্যাস্তে স্নানার্থং নিঃসরেদ্বহিঃ ।

কীর্ত্তয়ন্ কৃষ্ণনামানি তীর্থং গচ্ছেদনন্তরম্ ॥

শয্যাভ্যাগ হইতে মঙ্গল-নীরাজন পর্য্যন্ত কার্য্য সমাপনাস্তে প্রাতঃস্নান করিবার জন্য গৃহ হইতে নির্গত হইবে । পথে যাইবার সময় কেবল কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিবে । বলা 'বাহুলা,' নিজের ভাব ও কৃচির অনুরূপ নাম কীর্ত্তন করাই কর্ত্তব্য । আমরা মতে গোড়ীয় 'বৈষ্ণবের শ্রীগন্যহাপ্রভুর নাম কীর্ত্তন করাই উচিত । নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে জনাশয় নিকটে উপস্থিত হইবেন ।

ত্র্যঙ্গে মূর্ত্ত্তে চোখায় শুচিভূঁত্বা সমাহিতঃ ।

স্তুতিকাদ্যাসনং বদ্ধা ধ্যান্তা কৃষ্ণপদাম্বুজম্ ॥

ততো নির্গত্য নিলয়ান্মানীমানি কীর্তয়েৎ ।
 শ্রীবাসুদেবানিরুদ্ধ প্রদ্যুন্নাধোক্ষজাচ্যুত ।
 শ্রীকৃষ্ণানন্তং গোবিন্দ সংকর্মণ নমোহস্ত তে ॥
 গহ্না তীর্থাদিকং তত্র নিক্ষিপ্য স্নানসাধনম্ ।
 বিধিনাচর্যা মৈত্রাদি কৃত্যং শৌচং বিধায় চ ।
 আচম্য খানি সংমার্জ্য স্নানং কুর্য্যাৎ যথোচিতম্ ॥

ভুক্তস্বতিঃ ।

ব্রাহ্মমূর্ত্তে শয্যাভ্যাগ হইতে প্রাতঃস্নান পর্য্যন্ত যাহা যাহা করিতে হইবে, সংক্ষেপে পুনরায় বলা হইতেছে ।

ব্রাহ্মমূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া আচমনাদি দ্বারা পবিত্র হইয়া আসনে বসিয়া একাগ্রচিত্তে শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করিবে । পরে গৃহ হইতে নির্গত হইয়া, নিজভাবানুরূপ কৃষ্ণনাম কীর্তন করিতে করিতে জনা-শয়েষ তীরে আসিয়া শুষ্ক বস্ত্রাদি তীরে রাখিয়া মলত্যাগ, শৌচ, দন্তদাবন প্রভৃতি করিয়া আচমনপূর্ব্বক চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ছিদ্র সকল মার্জ্জনা করিয়া যথাবিধি স্নান করিবে ।

যাহাদের বিগ্রহ সেবা করিতে হয় না—তাহাদের পক্ষে ঠিক এই নিয়মে কার্য্য করিলেই চলে । বিগ্রহ-সেবকগণের দ্বারা বিশেষ, তাহা পূর্ব্বে লিখিয়াছি ।

অথ মলমূত্রাদি-ত্যাগ-বিধিঃ ।

ততঃ কল্যে সমুথায় কুর্য্যাম্মৈত্রং নরেশ্বর ।
 নৈঋত্যামিষবিক্ষেপমতীত্যাত্যধিকং গৃহাৎ ॥

বিষ্ণুপুরাণম্ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রাতঃকালীন ধ্যানাদি সমাপনান্তে গৃহ হইতে শরক্ষেপ

পরিমিত স্থান (অন্ততঃ ৫০ হাত) অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ পশ্চিমদিকে মলত্যাগার্থ গমন করিবে ।

দূরাদাবসথান্মূত্রং পুরীষঞ্চ সমুৎসৃজেৎ ।

পাদাবাসেচনোচ্ছিষ্টে প্রক্ষিপেন্ন গৃহাঙ্গনে ॥

‘বিষ্ণুপুরাণম্ ।

গৃহ হইতে দূরে মলমূত্র ত্যাগ করিবে । পদধৌত জল কিংবা উচ্ছিষ্ট কখনও অঙ্গনে ফেলিবে না ।

এ সমস্ত নিয়ম পল্লীগ্রামে বেশ প্রতিপালন করা যাইতে পারে, কিন্তু ষাঁহার। নগরে বাস করেন, তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব । নগরবাসিগণের যখন গতান্তর নাই, তখন তাঁহার। নিজগৃহে রক্ষনশালার মধ্যেই হউক বা শয়ন-গৃহেই হউক, মলমূত্রাদি ত্যাগ করিবেন । পল্লীবাসিগণের এ নিয়মে চলা কঠিন নহে । কাজেই তাঁহার। এ নিয়ম পালন করিবেন । সেজন্ত শাস্ত্রকারগণ ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী প্রভৃতিকে নগরে বাস করিতে বারণ করিয়া গিয়াছেন । কিন্তু কালক্রমে এমন হইয়াছে যে, ইঁহার। নগর ছাড়়া বাসই করেন না । কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় সহরে কত কত হিমালয়ের ফেরৎ নির্বিকল্পক সমাবিবোগী বিজ্ঞাপন দিয়া বাস করিতেছেন, কত ব্রহ্মচর্যাশ্রম, কত ব্রাহ্মণসভা প্রভৃতি কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত ! আর একটু উন্নতি হইলে, ‘এগুলি সম্ভবতঃ লগুনেই প্রতিষ্ঠিত হইবে ।

আত্মচ্ছায়াং তরোচ্ছায়াং গোসূর্যাগ্ন্যানিলাংস্তথা ।

‘গুরুং বিজাতীংষ্ট বুধো ন মেহেত কদাচন ॥

ন কৃষ্টে শশুমধ্যে বা গোব্রজে জনসংসদি ।

ন বত্নানি ন নদ্যাতিতীরেষু পুরুষমভ ॥

নাপ্সু নৈবাস্তুসুস্তীরে ন শ্মশানে সমাচরেৎ ।

উৎসর্গং বৈ পুরীষস্য, মৃতস্য চ বিসর্জনম্ ॥

বিষ্ণুপুরাণম্ ।

আশ্রুচ্ছায়া কিংবা বৃক্ষচ্ছায়ায় এবং গো, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, গুরু ও ব্রাহ্মণের সম্মুখীন হইয়া মলমূত্রাদি ত্যাগ করিবে না । কর্ষণ করা ক্ষেত্রে, শস্ত্র মধ্যে, গোচারিণ স্থানে, লোকালয়ে, পথে, জলাশয়ের ঘাটে, জলে, জলাশয়তীরে ও শ্মশানে কদাপি মলমূত্র ত্যাগ করিবে না ।

উদম্মুখো দিবোৎসর্গং বিপরীতমুখো নিশি ।

কুবরীতানাপদি প্রাপ্তো মূত্রোৎসর্গঞ্চ পার্থিব ।

তৃণৈরাচ্ছাণ্ড বস্ত্রধাং বস্ত্রপ্রাবৃতমস্তকঃ ।

তিষ্ঠেন্ন্যতিচিরং তত্র নৈব কিঞ্চিদ্দূরয়েৎ ॥

বিষ্ণুপুরাণম্ ॥

দিনাভাগে উত্তর মুখ হইয়া ও রাত্রিতে দক্ষিণ মুখ হইয়া মলমূত্রাদি ত্যাগ করিবে । যেখানে মলাদি ত্যাগ করিতে হইবে, সে স্থান তৃণাদি দ্বারা আচ্ছাদন করিবে । মলমূত্র ত্যাগকালে বস্ত্রদ্বারা মস্তক আবৃত করিবে, মলমূত্রাদি ত্যাগ স্থানে বেশী ক্ষণ থাকিবে না ও মলমূত্রাদি ত্যাগ কালে কোন কথাবার্তা বলিবে না ।

নিধায় দক্ষিণে কর্ণে ব্রহ্মসূত্রমুদম্মুখঃ ।

প্রাবৃত্য তু শিরঃ কূর্য্যাৎ বিস্মৃতস্য বিসর্জনম্ ॥

ন চৈবাভিমুখঃ স্ত্রীণাং গুরুব্রাহ্মণযোগ্যবাম্ ।

ন দেব-দেবালয়য়োর্নাকামপি কদাচন ॥

কুর্শ্ম-পুরাণম্ ।

যজ্ঞোপবীত দক্ষিণ কর্ণে অর্পণ করিয়া মস্তক আবৃত করিয়া, উত্তর

মূত্র হইয়া মল মূত্রাদি ত্যাগ করিবে । স্ত্রীলোক, গুরু, ব্রাহ্মণ, গো, দেবতা, দেবালয়, নৌকা প্রভৃতির সম্মুখীন হইয়া কদাপি মল-মূত্র ত্যাগ করিবে না ।

গ্রামাদিক্রমঃ শতং গচ্ছেন্নগরাচ্চ চতুর্গম্ ।

কর্ণোপবীতাদগ্ বক্তে । দিবসে সন্ধ্যায়োরপি ।

বিগ্নুত্রে বিহজেমোনী নিশায়াং দক্ষিণামুখঃ ।

নালোকয়েদিশো ভাগান্ জ্যোতিশ্চক্রনভোহমলম্ ॥

কাশী-খণ্ডম্ ।

মল-মূত্র ত্যাগ করিতে গ্রাম হইতে চারি শত হস্ত দূরে নগর হইতে ষোল শত হস্ত দূরে গমন করিবে । দক্ষিণ কর্ণে যজ্ঞোপবীত অর্পণ করিয়া, দিবাভাগে ও সন্ধ্যায় উত্তর মুখে ৩৩ রাত্রিতে দক্ষিণ মুখ ও মোনী হইয়া মল-মূত্র ত্যাগ করিবে । মল-মূত্র ত্যাগ কালে কোন দিকে দৃষ্টি করিবে না ; অধোমুখে থাকিবে ।

ন মূত্রং গোত্রজে কুর্যাৎ ন বন্দীকে ন ভস্মনি ।

ন গর্তেষু সসদেষু ন তিষ্ঠন্ন ব্রজন্নপি ।

কাশী-খণ্ডম্ ।

গোচারণ স্থানে, বন্দীকে অর্থাৎ উই টিবিতে, প্রাণিযুক্ত গর্তে এবং দাঁড়াইয়া কিংবা চলিতে চলিতে মল-মূত্রাদি ত্যাগ করিবে না ।

কচ্ছেন সহিতো যন্তু মূত্রোৎসর্গং সমাচরেৎ ।

বামে পিতৃমুখে কুর্যাৎ দক্ষিণে দেবতামুখে ।

কাশী-খণ্ডম্ ।

(মূত্র ত্যাগ করিবার সময় কাছা খুলিতে হয় । বর্তমান সময়ে এ নিয়ম প্রায়ই উঠিয়া গিয়াছে ।) যে ব্যক্তি কাছা না খুলিয়া মূত্র ত্যাগ করে সে যদি কাছার বাম দিকে মূত্র-ত্যাগ করে, তাহা হইলে নিজ পিতৃ-মুখে ও দক্ষিণ দিকে করিলে দেবতা-মুখে মূত্র-ত্যাগ করা হয় ।

তত্র বিশেষঃ ।

যথাস্থখমুখো রাত্রৌ দিবাচ্ছায়াঙ্ককারয়োঃ ।

ভীতিষু প্রাণবাধায়াং কুর্য্যান্মলবিসর্জনম্ ॥

যদি ভয়, কিংবা প্রাণ-নাশাশঙ্কা প্রভৃতি উপস্থিত হয়, তাহা হইলে দিনে কিংবা রাত্রিতে যে সে মুখে, ছায়ার হউক, অন্ধকারে হউক, নিজ স্বেযোগ মত মল-মূত্র ত্যাগ করিবে ।

অথ শৌচবিধিঃ ॥

মল ও মূত্র ত্যাগান্তে মৃত্তিকাক্ষৌচ করিতে হয় । যে যে স্থানের মৃত্তিকা ঐ শৌচে ব্যবহার করা উচিত, তাহা শাস্ত্রকার দেখাইতেছেন ।

বল্মীক মৃষিকোৎখাতাং মৃদং নাস্তুর্জলাস্তথা ।

শৌচাবশিষ্টাং গেহাচ্চ ন দত্ত্বাল্পেপসম্ভবাম্ ॥

অন্তঃপ্রাণ্যবপন্নাক্ত হলোৎখাতাক্ত পার্থিব ।

পরিত্যজেন্মৃদশৈচতাঃ সকলাঃ শৌচসাধনে ॥

বিষ্ণুপুরাণম্ ।

বল্মীকের মাটি (উইমাটি), ইঁদুরের গর্ত হইতে যে মাটি তোলে সেই মাটি, জলমধ্যস্থ মাটি, একজন মৃত্তিকা-শৌচ করিয়াছে তাহার অবশিষ্ট মাটি, লেপন করা মাটি, যে মাটির মধ্যে কোন প্রাণী আছে সেই মাটি, ও লাঙ্গলের মাটি অর্থাৎ চষা মাটি—মৃত্তিকাক্ষৌচে কদাপি ব্যবহার করিবে না ।

একা লিঙ্গে গুদে তিস্রো দশ বামকরে তথা ।

হস্তদ্বয়ে চ সপ্তান্য মৃদঃ শৌচোপপাদিকাঃ ॥

বিষ্ণু-পুরাণম্ ।

মলত্যাগান্তে—নিঙ্গে একবার, গুহে তিনবার, বাম হস্তে দশ বার ও দুই হাতে সাত বার মৃত্তিকা দিলে প্রকৃত শৌচ হয়। কেহ কেহ ইহার পর দক্ষিণ ও বাম পদে তিন তিন বার মৃত্তিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। মূত্র ত্যাগান্তে নিঙ্গে একবার ও বামহস্তে তিন-বার মৃত্তিকা দিতে হয়।

ইক্ষং শৌচং গৃহী কুর্যাৎ গন্ধলেপক্ষয়াবধি ।

ক্রমাদ্বিগুণমেতত্ত্ব ব্রহ্মচর্যাতিষু ত্রিষু ॥

যম-স্মৃতিঃ ।

গৃহস্থ ব্যক্তি এইরূপে মৃত্তিকা-শৌচ করিবে। ইহাতে হস্তের মলগন্ধ ও মললেপ লোপ না হইলে, আরও মৃত্তিকা ঘর্ষণ করিবেন। ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী ইহার দ্বিগুণ শৌচ করিবেন।

দিবা বিহিত শৌচাচ্চ রাত্রাবর্দ্ধং সমাচরেৎ ।

রজার্দ্ধঞ্চ তদর্দ্ধঞ্চ পথি চৌরাদিপীড়িতে ।

তদর্দ্ধং যোষিতাঞ্চাপি স্নানস্য মূনং ন কারয়েৎ ।

আর্দ্রধাত্রীকলোন্মানাঃ মূদঃ শৌচে প্রকীর্তিতাঃ ॥

যম-স্মৃতিঃ ।

রাত্রিতে দিবাশৌচের অর্দ্ধশৌচ ব্যবস্থা। রোগীরও অর্দ্ধ শৌচ। চৌরাদি ভয়যুক্ত পথে তাহারও অর্দ্ধ শৌচ করিবে। স্ত্রীলোকের তাহারও অর্দ্ধ শৌচ। কিন্তু সকল অবস্থাতেই গন্ধ ও মললেপ না থাকাই উচিত। স্নান শরীরে কদাপি কম শৌচের ব্যবস্থা করিবে না। কাঁচা আমলকী ফল সদৃশ মৃত্তিকা প্রতিবারে ব্যবহার করিতে হয়।

পাদয়ো দে গৃহীত্বা তু সুপ্রক্ষালিতপাণিনা ।

আচম্য তু ততঃ শুদ্ধঃ স্বেদা বিমুগ্ধঃ সনাতনম্ ॥

ব্রহ্মপুরাণম্ ।

পদদ্বয়ে দুইবার মৃত্তিকা দিয়া পদ ও হস্ত ধৌত করিবে, পরিশেষে বিষ্ণু স্মরণপূর্ব্বক আচমন করিবে । এইরূপ করিলে মলত্যাগান্তে শুদ্ধি লাভ করা যায় ।

অচ্ছেনাংগন্ধ-ফেনেন জলেনাবুদ্ধুদেন চ ।

আচামেত মৃদং ভূয়স্তথা দত্বাৎ সমাহিতঃ ॥

নিষ্পাদিতাজ্জিশৌচস্ত পাদাবভ্যক্ষ্য বৈ পুনঃ ।

ত্রিঃ পিবেৎ সলিলং তেন তথা দ্বিঃ পরিমার্জয়েৎ ॥

শীর্ষণ্যানি তথা খানি মূর্দ্ধানঞ্চ মৃদা লভেৎ ।

বাহুং নাভিঞ্চ ভোয়েন হৃদয়ঞ্চাপি সংস্পৃশেৎ ॥

বিষ্ণুপুরাণম্ ।

দুর্গন্ধ ফেন ও বুদ্ধদ-রহিত নির্মল জলে মুখ প্রক্ষালন ও আচমন (কুলকুলা) করিয়া, পুনরায় পদে মৃত্তিকা দিয়া পদ ধৌত করিবে । বস্ত্র ত্যাগান্তে যথাবিধি বিষ্ণু-স্মরণপূর্ব্বক আচমন করিবে ও দুইবার মুখ-মার্জন করিবে । কেশ, ইন্দ্রিয় ও মস্তকে মৃত্তিকা স্পর্শ করিবে ; বাহু, নাভি ও হৃদয়ে জল স্পর্শ করিবে ।

মলমূত্র ত্যাগান্তে আচমন ক্ষান্ত বিহিত যথা ।

ভুক্তা পীত্বা চ স্তপ্ত্বা চ স্নাত্বা রথোপসর্পণে ।

ওষ্ঠৌ বিলোমকৌ স্পৃষ্ট্বা বাসো বিপরিধায় চ ॥

রেতোমূত্রপূরীষাণামুৎসর্গে হনৃতভাষণে ।

• স্তীবিহা ধ্যায়নান্তে কাশশ্বাসাগমে তথা ॥

চন্দ্রং বা শ্মশানং বা সমভ্যস্ত দ্বিজোত্তমঃ ।

সক্ষ্যৈরুভয়োস্তদ্বৎ আচান্তোহপ্যাচমেৎ পুনঃ ॥

কৃষ্ণপুরাণম্ ॥

ভোজনাশ্বে, জলপানাস্বে, স্নানাস্বে, পথভ্রমণ করিয়া ওষ্ঠদ্বয়ের লোমহীন স্থান স্পর্শ করিয়া, বস্ত্রত্যাগ করিয়া, শুক্র, মূত্র ও মল ত্যাগ করিয়া, মিথ্যাকথা বলিয়া, খুখু ফেলিয়া, শাস্ত্র পাঠারম্ভকালে, কাশ ও শ্বাসাস্বে, অঙ্গন ও শ্মশানে ভ্রমণ করিয়া আচমন করিবে । ইহার পূর্বে আচমন করা থাকিলেও পুনরাচমন করিবে ।

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে এই স্থানেই আচমনের বিধি লেখা আছে । কাজেই আমিও তদনুসারে এই স্থানে আচমন-বিধি লিখিতে বাধ্য হইলাম ।

অথাচমন-বিধিঃ ।

প্রাগাশ্চ উদগাসো বা নৃপবিষ্ঠঃ শুচৌ ভূবি ।

উপস্পৃশেদ্বিহীনারাং তুষাঙ্গারান্স্থিভস্মভিঃ ।

অনুষণাভিরফেনাভিরস্তির্দৃগাভিরদ্বরঃ ।

ব্রাহ্মণো ব্রহ্মতীর্থেন দৃষ্টিপূতাভিরাচমেৎ ॥

কণ্ঠগাভিনৃপঃ শুধ্যেৎ তালুগাভিস্তথোরুজঃ ।

স্ত্রী শূদ্রা বোম্বসংস্পর্শমাত্রেণাপি বিশুদ্ধ্যতঃ ॥

কাশীখণ্ডম্

তুষ, অঙ্গার, অস্থি, ভস্ম প্রভৃতি বিহীন স্থানে শুদ্ধাসনে পূর্বমুখে কিংবা উত্তর মুখে বসিয়া অনুষ, ফেনবিহীন ও নির্মল জলদ্বারা আচমন করিবে । আচমনীয় জল করতলে রাখিয়া, ভাল করিয়া দেগিয়া ব্রহ্মতীর্থে অর্থাৎ করতলের ঠিক নীচদেশ দিয়া আচমন করিবে । আচমন-জল পান করিলে, উহা ব্রাহ্মণের হৃদয় পর্য্যন্ত যাইবে ; ক্ষত্রিয়ের কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত যাইবে ; বৈশ্যের তালুদেশ পর্য্যন্ত যাইবে এবং স্ত্রী ও শূদ্রের ওষ্ঠস্পর্শ মাত্রেই আচমন হইবে ।

পানিনা দক্ষিণেনৈব সংহতাস্থলিনাচমেৎ ।
মুক্তাস্থলিকনিষ্ঠেন নথম্পৃষ্টা অপস্ত্যাজেৎ ॥

ভরদ্বাজ-স্মৃতিঃ ।

দক্ষিণ হস্তে গৃহীতজল দ্বারা আচমন করিবে । আচমন-কালে হস্তের অঙ্গুলীসকল পরস্পর মিলিত থাকিবে এবং অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি মুক্ত থাকিবে । নথম্পৃষ্টে জলে আচমন করিবে না ।

শিরঃ প্রাবৃত্য কণ্ঠং বা মুক্তকচ্ছশিখোহপি বা ।
অকৃহা পাদয়োঃ শৌচমাচাত্তোহপ্যশুচির্ভবেৎ ॥

কুর্শ্বপুরাণম্ ।

মস্তক ও কণ্ঠ বস্ত্রদ্বারা আবৃত করিয়া, কাছা খোলা অবস্থায়, শিখা বন্ধন না করিয়া ও পদধোত না করিয়া আচমন করিলে শুদ্ধ হয় না ।

সোপানংকো জলশ্চো বা নোক্ষণীষী চাচমেদ্বুধঃ ।
নচৈব বর্ষধারাভির্হস্তোচ্ছিষ্টে তথা বুধঃ ॥
নৈকহস্তার্চিতজলৈ বিনা সূত্রেন বা পুনঃ ।
ন পাছুকাসনশ্চো বা বহির্জানুরথাপি বা ॥

কুর্শ্ব-পুরাণম্ ।

পাছুক। পায়ে দিয়া, জলমুখ্যে, মস্তকে উষ্ণীষ বন্ধ অবস্থায়, আচমন করিবে না । বৃষ্টির জলে, উচ্ছিষ্ট হস্তে (এই জন্ত আমাদের সম্প্রদায়ে সদা-চার আছে, এক একবার আচমন করিয়া হস্ত ধোত করা হয়) এক হস্ত দত্ত জলে ও যজ্ঞোপবীত যুক্ত না হইয়া (অর্থাৎ আচমন কালে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠে যজ্ঞোপবীত রাখিতে হয়) পাছুকার উপর বসিয়া ও জাত বাহির করিয়া আচমন করিবে না ।

প্রক্ষাল্য হস্তৌ পাদৌ চ ত্রিঃ পিবেদম্বু বীক্ষিতম্ ।
 সবৃত্তাঙ্গুষ্ঠমূলেন দ্বিঃ প্রযজ্যাত্ততো মুখম্ ॥
 সংহত্য তিস্রিভিঃ পূর্ববাসাসামেবমুপস্পৃশেৎ ।
 অঙ্গুষ্ঠেন প্রদেশিষ্ঠা ত্রাণং পশ্চাদনন্তরম্ ॥
 অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাস্তু চক্ষুঃশ্রোত্রে পুনঃ পুনঃ ।
 কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠয়োর্নাভিঃ হৃদয়ন্তু তলেন বৈ ॥
 সর্ববাভিঃচ শিরঃ পশ্চাদ্ভ্রাতু চাগ্রাণ সংস্পৃশেৎ ।

দক্ষ-স্মৃতিঃ ।

হস্ত পাদাদি ধৌত করিয়া পূর্বোক্ত নিয়মে তিনবার জল পান করিবে ।
 জলপান-কালে দ্বিজাতি ও বিষ্ণু ও দ্বী শূদ্রাদি শ্রীবিষ্ণু স্মরণ করিবে ।
 পরে অঙ্গুষ্ঠ কুক্ষিত করিয়া, মুখ মার্জ্জন করিবে । তর্জ্জনী, মধ্যমা ও
 অনামিকা একত্র করিয়া মুখ স্পর্শ করিবে । অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী একত্র
 করিয়া নাসিকা, অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা একত্র করিয়া চক্ষুঃ ও কর্ণ, অঙ্গুষ্ঠ
 ও কনিষ্ঠা একত্র করিয়া নাভি, করতল দ্বারা হৃদয় সমস্ত অঙ্গুলী একত্র
 করিয়া মস্তক ও অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা বাহুমূল স্পর্শ করিবে ।

আচমনে বিষ্ণুস্মরণান্তে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিতে হয় ।

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং, সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ ।

দিবীং চক্ষুরাত্তম্ ॥ ১

অপবিত্রঃ পবিত্রোবা সর্বাবস্থাং গতোহপি বা ।

যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং সবাহ্যভ্যন্তরঃ শুচিঃ ॥ ২

দ্বী-শূদ্রাদি কেবল দ্বিতীয় মন্ত্রটিই পাঠ করিবেন ।

অথ বৈষ্ণবাচমনম্ ॥

ত্রিঃ পানে কেশবং নারায়ণং মাধবমপ্যথ ।

প্রক্ষালনে দ্বয়োঃ পাণ্যোর্গোবিন্দং বিষ্ণুমপ্যুভৌ ॥

মধুসূদনমেকঞ্চ মার্জ্জনেহুত্ৰং ত্রিবিক্রমম্ ।

উন্মার্জ্জনেহুপ্যধরয়ো-বামনশ্রীধরাবুভৌ ॥

প্রক্ষালনে পুনঃ পাণ্যোহুধীকেশঞ্চ পাদয়োঃ ।

পদ্মনাভং প্রোক্ষণে তু মূর্দ্ধি দামোদরং ততঃ ॥

বাসুদেবং মুখে সংকর্ষণপ্রদ্যুম্নমিত্যুভৌ ।

নাসয়োনেত্রযুগলে হনিকৃষ্ণং পুরুষোত্তমম্ ॥

অধোক্ষজং নৃসিংহঞ্চ কর্ণয়ো নীভিতোহুচ্যুতম্ ।

জনার্দনঞ্চ হৃদয়ে উপেন্দ্রং মস্তুকে ততঃ ॥

দক্ষিণেতু হরিং বাহৌ বামে কৃষ্ণং যথাবিধি ।

নমোহুস্তঞ্চ চতুর্থ্যুস্তমাট্যমেৎ ক্রমতো জপন্ ॥

আগম-বাক্যম্ ।

বৈষ্ণবগণ পূর্বোক্ত বিধি অনুসারে আচমন করিয়া শেষে এই নিয়মে বৈষ্ণবাচমন করিবেন । বর্তমান সময়ে এসমস্ত কর্ম প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে ।

প্রথমতঃ কেশবায় নমঃ, নারায়ণায় নমঃ, মাধবায় নমঃ বলিয়া তিন বার পূর্বোক্ত নিয়মে জলপান করিবে । পরে গোবিন্দায় নমঃ, বিষ্ণবে নমঃ বলিয়া দুই হাত ধুইবে । মধুসূদনায় নমঃ বলিয়া দক্ষিণ হস্ত ও ত্রিবিক্রমায় নমঃ বলিয়া বাম হস্ত মার্জ্জন করিবে । বামনায় নমঃ, শ্রীধরায় নমঃ বলিয়া ওষ্ঠদ্বয় মার্জ্জন করিবে । হুধীকেশায় নমঃ বলিয়া পুনরায় হস্তদ্বয় প্রক্ষালন করিবে । পদ্মনাভায় নমঃ বলিয়া পদে ও দামোদরায় নমঃ বলিয়া মস্তুকে জলের ছিট দিবে । অনন্তর বাসুদেবায় নমঃ বলিয়া মুখে, সংকর্ষণায় নমঃ, প্রদ্যুম্নায় নমঃ বলিয়া নাসিকাদ্বয়, অনিকৃষ্ণায় নমঃ, পুরুষোত্তমায় নমঃ, বলিয়া নয়নদ্বয়, অধোক্ষজায় নমঃ, নৃসিংহায় নমঃ বলিয়া কর্ণদ্বয়, অচ্যুতায় নমঃ

বলিয়া নাভি, জনার্দিনায় নমঃ বলিয়া হৃদয়, উপেন্দ্রায় নমঃ বলিয়া
মস্তক, হরয়ে নমঃ বলিয়া দক্ষিণ বাহু ও কৃষ্ণায় নমঃ বলিয়া বাম
বাহু স্পর্শ করিবে ॥

কুবরীতালভনং বাপি দক্ষিণশ্রবণস্য বৈ ॥

শাস্ত্রে বারে বারে আচমন করার নিয়ম দেখা যায় । প্রত্যেক বার যদি
কেহ নিখিত নিয়মে আচমন করিতে না পারেন, তাহা হইলে, তিনি বিষ্ণু
স্মরণ করিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিবেন । কিন্তু
আহ্নিকাদি আরম্ভের সময় এত সংক্ষেপ না করিয়া, পূর্বোক্ত দুই প্রকার
আচমন করাই উচিত । মল-মূত্রাদি ত্যাগ অথবা পথভ্রমণান্তে এই সমস্ত
সময়ে যে আচমন ব্যবস্থা আছে, তাহাষ্ট কর্ণ স্পর্শ করিয়া করিবেন ।

অথ দন্তধাবন-বিধিঃ ।

উথায় নেত্রং প্রক্ষাল্য শুচিভূত্বা সমাহিতঃ ।

পরিজপ্যচ মন্ত্রেণ ভক্ষয়েদদন্তধাবনম্ ॥

কাত্যায়ন-স্মৃতিঃ ।

শয্যা-ত্যাগের পর মুখ-নয়নাদি প্রক্ষালন করিয়া, মলত্যাগাদির
পর শুচি হইয়া, নিম্ন নিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া, দন্তধাবন করিবে ।

তত্র মন্ত্রো যথা—

আয়ুর্বলং যশোবর্চঃ প্রজাঃ পশুবসূনি চ ।

ব্রহ্মপ্রজ্ঞাঞ্চ মেধাঞ্চ তন্নো বোহি বনস্পতে ॥

হে বনস্পতে তুমি আমার আয়ু, বল, যশঃ, তেজঃ, সন্তান, গবাদি
পশু, বন, বেদজ্ঞান, ও মেধা প্রদান কর ।

“ অথ মুখবিশুদ্ধ্যর্থং গৃহীয়াৎ দন্তধাবনম্ ।

আচান্তোহপ্যশুচি বস্মাদকৃৎ দন্তধাবনম্ ॥

কাশীখণ্ডম্ ।

দন্তধাবন করিতেই হইবে ; এসম্বন্ধে কাশীখণ্ডের প্রমাণ যথা—
অনন্তর মুখশুদ্ধির নিমিত্ত দন্ত ধাবন করিবে । না করিলে, আচমন
করিয়াও শুদ্ধ হওয়া যায় না । এমন কি, দন্তধাবন না করিলে, কোন
বৈদিক বা তান্ত্রিক কর্মে অধিকার নাই ।

দন্তকৃষ্ঠমখাদিহা যন্তু মামুপসর্পতি ।

সর্বকালকৃতং কর্ম তেন চৈকেন নশ্যতি ।

বরাহ-পুরাণম্ ।

দন্ত ধাবন না করিয়া যে আমার মন্দিরে প্রবেশ করে, তাহার ভূত,
ভ্রষ্টা, বর্তমান—ত্রিকালকৃত পুণ্য নষ্ট হয় ।

অথ দন্তধাবন-নিষিদ্ধ-দিনানি ।

চতুর্দশ্যষ্টমী দর্শপৌর্ণমাসার্কসংক্রমঃ ।

এষ ত্রীতৈলমাংসানি দন্তকৃষ্ঠঞ্চ বর্জয়েৎ ॥

মহুশ্বতিঃ ।

চতুর্দশী, অষ্টমী, অমাবস্তা, পূর্ণিমা, ও সংক্রান্তি দিবসে ত্রী,
তৈল, মাংস ও দন্তধাবন বর্জন করিবে ।

আদ্যে তিথৌ নবম্যাক্ষ ক্রয়ে চন্দ্রমসস্তথা ।

আদিত্যবারে শৌরেচ বর্জয়েদদন্তধাবনম্ ॥

সম্বর্তক-বচন ।

প্রতিপদ, নবমী, অমাবস্তা, রবিবার ও শনিবারে দন্তধাবন
বর্জন করিবে ।

উপবাসে তথা শ্রাদ্ধে ন খাদেদদন্তধাবনম্ ।

দন্তানাং কৃষ্ঠসংযোগো হস্তি সন্তকুলানি বৈ ॥

বৃদ্ধবশিষ্ঠ-বচনম্ ।

উপবাস দিনে ও শ্রাদ্ধদিনে দন্তধাবন করিবে না ; যদি কেহ করে, তাহার সপ্তকুল বিনষ্ট হয় ।

দিনেষ্বেতেষু কাষ্ঠৈর্হি দন্তানাং ধাবনস্য তু ।
নিষিক্তাং তৃণৈঃ কুর্যাৎ তথা কাষ্ঠৈস্তরৈশ্চ তৎ ॥

বৃদ্ধবশিষ্ঠ-বচনম্ ।

পূৰ্ব্বোক্ত দিনে কাষ্ঠদ্বারা দন্তধাবনই নিষেধ করা হইয়াছে ; অতএব তৃণ, পত্র, কিংবা কাষ্ঠ ছাড়া অন্য কোন দ্রব্যদ্বারা দন্ত ধাবন করা যাইতে পারে ।

কাষ্ঠৈঃ প্রতিপদাদৌ যন্নিষিক্তং দন্তধাবনম্ ।
তৃণপর্ণৈস্তু তৎ কুর্যাদমামেকাদশীং বিনা ॥

পৈঠীনসি-বচনম্ ।

প্রতিপদাদি তিথিতে যে দন্তধাবন নিষেধ করা হইয়াছে, তাহা কাষ্ঠদ্বারা দন্তধাবন-বিষয়ক ; কিন্তু তৃণ-পত্রাদি দ্বারা করা যাইতে পারে ; কিন্তু অমাবস্যা ও একাদশীতে কোনরূপেই দন্তধাবন করিবে না ।

অলাভে দন্তকাষ্ঠানাং নিষিক্তায়াং তথা তিথৌ ।
অপাং দ্বাদশগণ্ডুযৈ বিদধ্যাদদন্তধাবনম্ ॥

ব্যাস-বচনম্ ।

যদি কোনরূপে দন্তকাষ্ঠ কিংবা তৃণপত্রাদি না পাওয়া যায়, সেদিন এবং নিষিক্ত দিনে দ্বাদশবার জনগণ্ডু দ্বারা মুখ-প্রক্ষালন করিলেই দন্তধাবনের কার্য্য হয় ।

অথ দন্তধাবন-কাষ্ঠনির্ণয়ঃ ।

সৰ্কেৰ কণ্টকিনঃ পুণ্যা আয়ুর্দাঃ ক্ষীরিণঃ স্মৃতাঃ ।
কটুতিক্ত-কষায়ান্চ বলায়োগ্যসুখপ্রদাঃ ॥

পলাশানাং দন্তকাষ্ঠং পাছুকে চৈব বর্জয়েৎ ।

বর্জয়েচ্চ প্রযত্নেন বটং বাশ্বথমেব বা ॥

মধ্যাঙ্গুলিসমস্থূলং দ্বাদশাঙ্গুলসম্মিতম্ ।

সহচং দন্তকাষ্ঠং যৎ তদগ্রেণৈব ধারয়েৎ ॥

স্মৃতি-বচনম্ ।

কণ্টকযুক্ত বৃক্ষের দন্তকাষ্ঠ পুণ্যজনক । ক্ষীরী অর্থাৎ শ্বেতবর্ণ আঠাযুক্ত বৃক্ষের দন্তকাষ্ঠ আয়ুঃপ্রদ । কটু, তিক্ত ও কষায় রসযুক্ত বৃক্ষের কাষ্ঠ যথাক্রমে বল, আরোগ্য ও সুখপ্রদ । পলাশ কাষ্ঠের দন্তকাষ্ঠ ও পাছুকা করিবে না এবং বট ও বাশ্বথ কাষ্ঠও এই কার্যে বর্জন করিবে । দক্ষিণ হস্তের মধ্যমাঙ্গুলিসম স্থূল, দ্বাদশাঙ্গুল-পরিমিত লম্বা ও ত্র্যকুণ্ড দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করিবে না । দন্তকাষ্ঠের অগ্রভাগ ধারণ করিবে না ।

অথ কেশ-প্রসাধনবিধিঃ ।

ততশ্চাচম্য. বিধিবৎ কৃৎস্না কেশপ্রসাধনম্ ।

স্মৃতা প্রণবগায়ত্র্যো নিবধীয়াৎ শিখাং ততঃ ॥

দন্তধাবনের পর মুখাদি ধৌত করিয়া কেশ-প্রসাধন করিবে । তদনন্তর বিজগণ ওঁকার ও গায়ত্রী স্মরণপূর্বক শিখা বন্ধন করিবেন । ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের স্নানের পূর্বে এবং শূদ্রের স্নানের পর শিখা বন্ধনের নিয়ম শাস্ত্রে পরিলক্ষিত হয় ।

ন দক্ষিণামুখো নোঙ্কিং কুর্য্যাৎ কেশপ্রসাধনম্ ।

স্মৃত্বোক্তারঞ্চ গায়ত্রীং নিবধীয়াচ্ছিখাস্তুতঃ ॥

দক্ষিণমুখ কিংবা উর্দ্ধমুখ হইয়া কেশ-প্রসাধন কিংবা শিখা-বন্ধন করিবে না । ওঁকার ও গায়ত্রী স্মরণপূর্বক শিখা বন্ধন করিবে ।

অথ স্নানবিধিঃ ।

যথাহনি তথা প্রাতঃ নিত্যং স্নায়াদনাতুরঃ ॥

অত্যন্তমলিনঃ কায়ো নবচ্ছিদ্রসমস্থিতঃ ।

অবত্যেব দিবা রাত্ৰৌ প্রাতঃস্নানং বিশোধনম্ ॥

কাত্যায়ন-স্মৃতিঃ ।

অনাতুর অর্থাৎ বালক, বৃদ্ধ ও উৎকটরোগি-ব্যতীত প্রত্যেকেই দিবা ভাগে ও প্রাতঃকালে অবশ্য স্নান করিবে । তাহার কারণ এই যে, মনুষ্য দেহ হইতে নয়টি ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া দিবারাত্র মল নির্গত হইতেছে ; সুতরাং প্রাতঃস্নান বিনা পূর্বদিনের নির্গত মলসমূহ ধৌত হওয়ার উপায় কি ?

প্রস্বেদ-লালাত্মাক্রিমো নিদ্রাধীনো যতো নরঃ ।

প্রাতঃ স্নানাং ততোহহঃ স্মাং মন্ত্র-স্তোত্র-জপাদিষু ॥

কাশীখণ্ডম্ ।

রাত্রিতে নিদ্রিতাবস্থায় মানস স্বেদ, লাল প্রভৃতি যুক্ত থাকে, —সন্দেহ নাই । সেই জন্তই প্রাতঃস্নানান্তে মন্ত্র-জপ ও স্তব-পাঠাদি করিবার অধিকার জন্মে ।

প্রাতঃ স্নানং বিনা পুংসাং পাপিত্বং কৰ্ম্মসু স্মৃতম্ ।

হোমে জপে বিশেষেণ তস্মাৎ স্নানং সমাচরেৎ ॥

কৃষ্ণ-পুরাণম্ ।

প্রাতঃস্নান বিনা বৈদিক, তাত্ত্বিক কৰ্ম্ম, এবং হোম-জপাদি করিলে, পাপ জন্মে । অতএব সকলেই প্রাতঃস্নান করিবে ।

স্নানং বিনা তু যো ভুঙ্ক্তে মলানী স সদা নরঃ ।

অস্নায়িনোহশুচে স্তস্য বিমুখাঃ পিতৃদেবতাঃ ॥

পদ্মপুরাণম্ ।

যে ব্যক্তি স্নান না করিয়া ভোজন করে, তাহার বিষ্ঠা ভোজন করা হয় ; স্নান না করিলে শরীর অশুচি থাকে ; কাজেই পিতৃগণ কিংবা দেবতাগণ তাহার দত্ত কোন দ্রব্যই গ্রহণ করেন না ।

স্নান সম্বন্ধে বহু বচন শাস্ত্রে থাকিলেও সমস্তগুলি উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থকল্লেখের বৃদ্ধি করিলাম না ।

প্রাতর্মধ্যাহ্নয়োঃ স্নানং বানপ্রস্থ-গৃহস্থয়োঃ ।

যতেহিন্দ্রিসবনং প্রোক্তং সকৃদ্বু ব্রহ্মচারিণঃ ॥

সর্বের চাপি সকৃৎ কুয্যুরশভৌ চোদকং বিনা ॥

দক্ষস্মৃতিঃ ।

বানপ্রস্থ ও গৃহস্থগণ প্রাতঃকালে ও মধ্যাহ্নকালে স্নান করিবেন । সন্ন্যাসী প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন তিনবার স্নান করিবেন । ব্রহ্মচারী কেবল মাত্র প্রাতঃস্নান করিবেন । রোগজনিত সামর্থ্যাভাবে ও জলাভাবে সকলেই একবার স্নান করিবেন ।

অশিরক্ষং ভবেৎ স্নানং অশক্তৌ কশ্মিণাং সদা ।

আর্দ্রেণ বাসসা বাপি পাণিনা বাপি মার্জ্জনম্ ॥

দক্ষ-স্মৃতিঃ ।

রোগাদি জন্ম অশক্ত ব্যক্তি যতক না ডুবাওয়া অর্থাৎ গলা পর্য্যন্ত জলে ধোত করিয়া; স্নানাস্থকল্প করিবেন । তাহাতেও অশক্ত হইলে, আর্দ্র বস্ত্র কিংবা হস্ত দ্বারা অঙ্গ মার্জ্জন করিবেন ।

শাস্ত্রে নানাবিধ স্নানের বিধি দেখা যায় ; অশক্ত ব্যক্তি নানা-ভাবে স্নান জন্ম ফল লাভ করিতে পারেন ।

মাত্রং পার্শ্বিষমাগ্নেয়ং বায়ব্যং দিব্যমেব চ ।

বারুণং মানসক্ষেতি স্নানং সপ্তবিধং স্মৃতম্ ॥

শ্রীমদ-বচনম্ ।

মান্ন, পার্থিব, আগ্নেয়, বায়ব্য, দিব্য, বারুণ ও মানস এই সাত প্রকার জ্ঞান শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে ।

শন্ন আপস্তবৈ মান্নং মৃদালস্তম্ভ পার্থিবম্ ।
 ভস্মনা জ্ঞানমাগ্নেয়ং জ্ঞানং গোরজসানিলম্ ॥
 আতপে সতি যা বৃষ্টি দিব্যং জ্ঞানং তদুচ্যতে ।
 বহিন্দাদ্যাদিশু জ্ঞানং বারুণং চোচ্যতে বুদ্ধিঃ ।
 ধ্যানং যম্মনসা বিষ্ণো মানসং তৎ প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥

বৈদিক সন্ধ্যা করিতে যে শন্ন আপঃ প্রভৃতি মন্ত্রদ্বারা মার্জ্জন করিতে হয়, তাহাকে ‘মান্ন-জ্ঞান’ বলে । স্ত্রী শূদ্রাদি মূল মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া মস্তকে জলের ছিটা দিলেও ‘মান্ন জ্ঞান’ হয় । মৃত্তিকা-স্পর্শে ‘পার্থিব জ্ঞান’, ভস্ম লেপনে ‘আগ্নেয় জ্ঞান’, গরু চলিয়া গেলে তাহার পদোদ্ধত ধূলি অঙ্গে লাগাইলে, ‘বায়ব্যজ্ঞান’, রোদ্র ও বৃষ্টি এক সঙ্গে হইলে সেই বৃষ্টির জলে জ্ঞান ‘দিব্য জ্ঞান’, নদী প্রভৃতিতে ‘বারুণ জ্ঞান’ ও মনে মনে শ্রীভগবানের চরণ ধ্যান করিলে ‘মানস জ্ঞান’ হয় ।

অসামর্থ্যেন কায়স্য কাল-দেশাদ্যপেক্ষয়া ।

তুল্যফলানি সৰ্ব্বাণি স্মরিত্যাহ পরাশরঃ ॥

শরীর অসমর্থ হইলে, কিংবা দেশ-কালাদি অল্পসারে জলাদির অভাবে সমস্ত জ্ঞানেরই তুল্য ফল হয় ; ইহা মহামুনি পরাশরের মত ।

মোট কথা, শরীর অল্প নয় কিংবা জলাদিরও অভাব নাই, এ অবস্থায় আলম্ব্য করিয়া নদী প্রভৃতিতে জ্ঞান না করিলে, প্রকৃত জ্ঞান হয় না । তবে মনে মনে হরিপাদপদ্ম ধ্যান করিলে তাহার যে বাহ ও অন্তর পবিত্র হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ; কিন্তু সেটি মুখের কথা নহে ; একবার চক্ষু বুজিয়া অন্ধকার দেখিলেই হরিপাদপদ্ম ধ্যান হয় না । চিত্ত তাহাতে প্রকৃত লগ্ন হইলে তবে

ধ্যান হয় । ধ্যান করিতে পারিলে, মনের কামনা, বাসনা প্রভৃতি মল দূর হইয়া বাহ্য ও অন্তর শুদ্ধ হয় ।

অথ স্নানবিধিঃ ।

- অথ তীর্থগতস্তত্র ধৌতবস্ত্রং কুশাংস্তথা ।
মৃত্তিকাক্ষ তটে ন্যস্য স্নায়াৎ স্বস্ববিধানতঃ ॥
ধৌতাজ্জিপানিরাচান্তঃ কৃদ্ধা সংকল্পমাদরাৎ ।
গঙ্গাদিস্মরণং কৃদ্ধা তীর্থার্থ্যং সমর্পয়েৎ ॥
সাগরস্নাননির্বোষ-দণ্ডহস্তাস্থরাস্তক ।
• জগৎশ্রুতজ্জগন্মর্দিন্ নমামি ত্বাং শুরেশ্বর ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

অনন্তর তীর্থে আগমন করিয়া শুদ্ধধৌত বস্ত্র, ও কুশপ্রভৃতি তীরে রাখিয়া • বিধানানুসারে স্নান করিবে । তীর্থশব্দে গঙ্গাদি তীর্থ ও সাধারণ জলাশয়ের ঘাটমাত্রই বুঝায় । গঙ্গাদি তীর্থবিশেষকে শাস্ত্রকার গঙ্গাতীর্থ প্রভৃতি নাম দিয়াছেন ; তদ্ব্যতীত সাধারণ সমস্ত জলাশয়েরই স্নানের ঘাটকে ‘বিষ্ণুতীর্থ’ বলে । সেই জন্তই •এখানে “তীর্থে গমন করিয়া” এই কথা বলিলেন ।

স্নানঘাটে গিয়া, হস্ত পদ ধৌত করিয়া আচমন করিবে ; পরে স্নানসংকল্প করিবে : যথা—“বিষ্ণুরাম্ তৎসদন্ত (স্ত্রী ও শূদ্রগণ বিষ্ণু-নামোহন্ত বুলিবেন) অমুকে মাসি, অমুকে পক্ষে, অমুকতিথৌ, অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা শ্রীকৃষ্ণপ্ৰীতিকামঃ অগ্নিন্জলে (গঙ্গাস্নান করিতে হইলে অশ্রাং গঙ্গায়াং বলিবেন) স্নানমহং করিষ্যে । তাহার পর ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়া-গঙ্গা-প্রভাস-পুষ্করাগিচ । তীর্থান্তেতানি পুণ্যানি স্নানকালে ভবন্তিহ” এই প্রার্থনা করিয়া “ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি নরস্বতি । নর্মদে

সিদ্ধু কাবেরি জলেহস্মিন্ সন্নিধিং কুরু” এই মন্ত্রে অকুশ-মুদ্রা বোঁগে সূর্য্য-মণ্ডল হইতে তীর্থাবাহন করিয়া, জলের উপর ধেনুমুদ্রা দেখাইবে । তৎপরে উপরোক্ত “সাগরস্বন” ইত্যাদি মন্ত্রে তীর্থকে অর্ঘ্য প্রদান করিবে ।

নহাথ তীর্থং স্নানার্থমনুজ্ঞাং প্রার্থয়েদিমাম্ ।

দেব দেব জগন্নাথ শঙ্খচক্রগদাধর ।

দেহি বিষ্ণে মমানুজ্ঞাং তব তীর্থ-নিষেবণে ॥

বিধিবন্মৃদমাদায় তীর্থতোয়ে প্রবিশ্য চ ।

প্রবাহাভিমুখো নদ্যাং স্যাদন্যত্রার্কসংমুখঃ ॥

দর্ভপাণিঃ কৃতপ্রাণায়ামঃ কৃষ্ণপদান্বজম্ ।

ধ্যাহা তন্নাম সংকীর্ত্য নিমজ্জেৎ পুণ্যবারিণি ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

অর্ঘ্যদানের পর তীর্থকে প্রণাম করিয়া, শ্রীভগবানের নিকট স্নানের আজ্ঞা প্রার্থনা করিবে । করজোড়ে উপরোক্ত “দেব দেব জগন্নাথ” প্রভৃতি মন্ত্রপাঠ করিলেই আজ্ঞা প্রার্থনা করা হয় । তাহার পর অঙ্গে মৃত্তিকা লেপন করিবে । তাহার মন্ত্র যথা,—

অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে ।

মৃত্তিকে হর মে পাপং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্ ॥

উদ্ধৃতাসি বরাহেণ কৃষ্ণেন শতবাহুনা ।

আরুহ্য মম গাত্রাণি সর্বপাপানি নাশয় ॥

তৎপরে নাভিমগ্ন জলে নামিয়া, স্রোতস্বতী নদীতে স্রোতের দিকে মুখ করিয়া ও স্রোতোহীন জলে পূর্বমুখ হইয়া, হস্তে কুশ ধারণ পূর্বক প্রাণায়াম করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া তাঁহার নাম করিতে করিতে ডুব দিবে ।

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসে বিশেষ ভাবে উক্ত আছে যে, কেশবায় নমঃ, নারায়ণায় নমঃ; মাধবায় নমঃ, গোবিন্দায় নমঃ, বিষ্ণবে নমঃ, মধুসূদনায় নমঃ, ত্রিবিক্রমায় নমঃ, বামনায় নমঃ, শ্রীধরায় নমঃ, হৃষীকেশায় নমঃ, পদ্মনাভায় নমঃ, দামোদরায় নমঃ, এই দ্বাদশ নাম উচ্চারণ করিয়া দ্বাদশবার নিমজ্জিত হইবে ।

বৈদিক, তান্ত্রিক প্রভৃতি স্নানের নানাবিধ বিধি আছে এবং নারদ-পঞ্চরাত্র প্রভৃতিতেও এক এক রকম বিধি আছে ; সমস্ত বিধি পৃথক পৃথক লিখিতে গ্রন্থবাহুল্য হয় ; সেজন্য শ্রীহরি ভক্তিবিনাস দৃষ্টে সমস্ত বিধির সার সংকলন করিয়া লিখিলাম ।

গুরোঃ সন্নিহিতস্যথ পিত্রোশ্চ চরণোদকৈঃ ।

বিপ্রাণাঞ্চ পদান্তোভিঃ কুর্য্যান্মূৰ্দ্ধ্যভিষেচনম্ ॥

দীক্ষাগুরু, পিতামাতা, ও ব্রাহ্মণ সমীপে উপস্থিত থাকিলে, তৎকালে তাঁহাদের চরণোদক মস্তকে ধারণ করিবে ।

• তৎপরে কিঞ্চিৎ কৃষ্ণচরণামৃত পান করিয়া, তাহা মস্তকে ধারণ করিবে ।

অনন্তর দেবাদি তর্পণ করিবে—

ব্রহ্মাদয়ো য়ে দেবাস্তান্ তর্পয়ামি নমঃ । ভূর্দেবাংস্তর্পয়ামি নমঃ । ভুবো দেবাংস্তর্পয়ামি নমঃ । স্বর্দেবাংস্তর্পয়ামি নমঃ । ভূভুবঃ স্বর্দেবাংস্তর্পয়ামি নমঃ ।

ইত্যাদি মন্ত্রে এক এক অঙ্কলি জল দিবে ।

• তৎপরে গঙ্গাস্তোত্র, যমুনা-স্তোত্র প্রভৃতি পাঠ করিবে ও অঙ্গ মার্জ্জন করিবে ।

আচম্যাক্তানি সংমার্জ্জ্য স্নানবস্ত্রান্যবাসসা ।

পরিধায়াংশুকে শুক্রে নিবিশ্যচমনং চরেৎ ॥ .

অন্যান্যে আচমন করিয়া পরিধেয় বস্ত্র ছাড়া, অগ্নি বস্ত্র দ্বারা অঙ্গ
মার্জন করিয়া, শুকবস্ত্র ও উত্তরীয় পরিধান করিয়া আচমন করিবে ।

বিধিবৎ তিলকং কৃৎস্না পুনশ্চাচম্য বৈষ্ণবঃ ।

বিধায় বৈদিকীং সঙ্ক্যামথোপাসীত তান্ত্রিকীম্ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

শুকবস্ত্র পরিধানান্তে বিধিবৎ দ্বাদশাঙ্গে তিলক 'ধারণ' করিয়া,
আচমন পূর্বক প্রথমতঃ বৈদিক সঙ্ক্যা করিবেন, তদনন্তর তান্ত্রিক
সঙ্ক্যা করিবেন ।

তিলক-ধারণের মন্ত্রাদি যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইবে । বৈদিক
সঙ্ক্যাবিধি এখানে কিছু লিখিলাম না ; কারণ তাহার বহুপুস্তক
প্রকাশিত হইয়াছে ; তাহাতেই দেখিবেন । তান্ত্রিক সঙ্ক্যার বিধি
লেখা আবশ্যক ; কারণ তাহা সম্প্রদায় ভেদে বিভিন্ন ।

আমাদের সম্প্রদায়ে কতকগুলি শাস্ত্রজ্ঞানহীন অসভ্য হস্তিমূৰ্খ
আছেন, তাঁহারা সঙ্ক্যা কিছুতেই করিতে চাহেন না । তাহাতে
নাকি তাঁহাদের কৃষ্ণভক্তি উড়িয়া যায় । তাঁহারা যেন শ্রীহরিভক্তি-
বিনাসের এই বচনগুলি একবার দেখেন ।

সঙ্ক্যাহীনোহশুচিনিত্যমনহঃ সর্বকৰ্ম্মসু ।

যদগ্ৰং কুরুতে কিঞ্চিৎ ন তস্য ফলমাপ্নুয়াৎ ॥

যোহগ্ৰত্ৰ কুরুতে যত্নং ধৰ্ম্মকার্য্যে দ্বিজোত্তম ।

বিহায় সঙ্ক্যাপ্রগতিং স যাতি নরকাযুতম্ ॥

যে ব্যক্তি সঙ্ক্যা না করে, সে সর্বদা অশুচি ; কাজেই তাহার
কোন কৰ্ম্মে অধিকার নাই । কোন কৰ্ম্ম করিয়াই সে ফল পায়
না । যে ব্যক্তি সঙ্ক্যা না করিয়া অগ্নি, ধৰ্ম্ম কার্য্য করিতে প্রয়াস
পায়, সে দশ সহস্র নরক ভোগ করে ।

• অথ তান্ত্রিকী সঙ্ক্যা ।

ততঃ সম্পূজ্য সলিলে নিজং শ্রীমন্তদৈবতম্ ।

তর্পয়েদু বিধিনা তন্তু তথৈবাবরণানিচ ॥

স্নানান্তে তিলক ধারণ ও বৈদিক সঙ্ক্যা প্রভৃতি করিয়া, জলে
জলদ্বারা নিজ মন্ত্রদেবতাকে পূজা করিয়া, মন্ত্র-দেবতা ও তাঁহার
আবরণ-দেবতাগণকে তর্পণ করিবে ।

হবিষাগৌ জলে পুষ্পৈ ধ্যানেন হৃদয়ে হরিম্ ।

অর্চন্তি সূর্যো নিত্যং জপেন রবিমণ্ডলে ॥

বোধায়ন-স্মৃতিঃ ।

তদ্বিদ্গং অগ্নিতে দ্বতদ্বারা শ্রীহরির পূজা করিবেন ; জলে পুষ্প-
দ্বারা, হৃদয়ে ধ্যানদ্বারা ও সূর্য্যমণ্ডলে জপদ্বারা শ্রীহরির পূজা করিবেন ।

পূর্বে মন্ত্র-দেবতা প্রভৃতির তর্পণ করিতে বলিয়াছেন, অধুনা
তাঁহার বিধি বলিতেছেন ।

• মূলমন্ত্রমথোচ্চাৰ্য্য ধ্যায়ন্ কৃষ্ণাজিহ্ব-পঙ্কজে ।

শ্রীকৃষ্ণং তর্পয়ামীতি ত্রিঃ সম্যক্ তর্পয়েৎ কৃতী ॥

মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম-যুগল হৃদয়ে ধ্যান করিয়া,
“শ্রীকৃষ্ণং তর্পয়ামি নমঃ” এইরূপে তিন বাব তর্পণ করিবে । আব-
রণ দেবতাগণেরও নামোন্মেষপূর্ব্বক তর্পণ করিবে । আবরণ দেবতা-
গণের নাম পূজাপ্রকরণে লিখিত হইবে ।

• তান্ত্রিকী সঙ্ক্যার অন্যান্য কর্তব্য যথা—

ধ্যানোদ্ভিষ্ট-স্বরূপায় সূর্য্যমণ্ডল-বর্ত্তিনে ।

কৃষ্ণায় কামগায়ত্র্যা দস্তাদর্ঘ্যমনস্তুরম্ ॥

অথার্কমণ্ডলে কৃষ্ণং ধ্যাত্বৈতাং দশধা জপেৎ ।

ক্ষমস্বেতি তমুদ্ভাস্য দত্তাদর্ঘ্যং বিবস্বতে ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

যিনি যে মন্ত্রে দীক্ষিত, তিনি সেই মন্ত্রের শাস্ত্রোক্ত ধ্যানানুসারে সূর্য্যমণ্ডলে শ্রীভগবানের মূর্ত্তি চিন্তা করিয়া, কামগায়ত্রী দ্বারা অর্ঘ্য-প্রদান করিবেন । কামগায়ত্রী যথা—

ক্লীং কামদেবায় বিদ্বাহে, পুষ্পবাণায় ধীমহি, তন্নোহনঙ্গঃ
প্রচোদয়েৎ ।

প্রথমতঃ কামগায়ত্রী উচ্চারণ করিয়া, “এষোহর্ঘ্যঃ সূর্য্যমণ্ডল-বর্ত্তিনে শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ” এই রীতিতে অর্ঘ্যদান করিতে হয় । অনন্তর সূর্য্যমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিয়া দশবার কামগায়ত্রী জপ করিয়া “ক্ষমস্ব” এই মন্ত্রে বিসর্জন করিয়া, সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্য দিবে । তাহার প্রণালী যথা—
কুশীতে জন লইয়া “নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে জগৎ-সবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কৰ্ম্মদারিনে । এহি সূর্য্য সহস্রাংশো তেজোরামে জগৎপতে, অনুকম্পয় মাং নিত্যং গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর । এষোহর্ঘ্যঃ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ” এই মন্ত্রে প্রদান করিবে । শ্রীহরিভক্তিবিনাসে উক্ত না থাকিলেও ইহার পর প্রাণায়াম করিয়া জপ বিসর্জন ও শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করা সদাচার আছে । সেটিও করা মন্দ নহে ।

অথ যতাস্তর তাস্ত্রিক শঙ্ক্যাবিধিঃ ॥

আদৌ দক্ষিণহস্তেন গৃহীয়াৎবারি বৈষ্ণবঃ ।

ততো হৃদয়মস্ত্রেণ বামপাণিতলেহর্পয়েৎ ॥

তদঙ্গুলি-বিনির্ঘাতাস্তঃ-কণৈর্দক্ষপাণিনা ।

মস্তকে নেত্রমস্ত্রেণ কুর্ঘ্যাৎ সংপ্রোক্ষণং ততঃ ॥

শিষ্ঠং তচ্ছাস্ত্রমস্ত্রেণাদায়াস্তো দক্ষপাণিনা ।
 অধঃক্ষিপেৎ পুনশ্চৈবমেবং বারচতুর্ভয়ম্ ॥
 পুনঃস্বদয়মস্ত্রেণাদায়াস্তো দক্ষপাণিনা ।
 নাসাপুটেন বামেনাশ্রায়াগ্গেন বিসর্জ্যয়েৎ ॥
 অথাস্তোহঞ্জলিমাদায় সূর্য্যমণ্ডলবর্ত্তিনে ।
 অর্ঘ্যং গোপাল-গায়ত্রী কৃষ্যায় ত্রির্নিবেদয়েৎ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

বৈষ্ণব সাধক প্রথমতঃ আচমনাদি করিয়া, দক্ষিণহস্তে কিঞ্চিৎ জল লইয়া ‘নমঃ’ এই মন্ত্রে বামহস্তে রাখিবেন ; পরে বামহস্তের অঙ্গুলির ফাঁক দিয়া গলিত জলবিন্দু বোষট্ট এই মন্ত্রে মস্তকে ছিটা দিয়া, ফট্ট এই মন্ত্রে ঐ জল বামহস্ত হইতে দক্ষিণহস্তে আনিয়া ফেলিয়া দিবেন । এইরূপ চারিবার করিবেন । অতঃপর “নমঃ” এই মন্ত্রে দক্ষিণহস্তে জল লইয়া, বাম নাসা দ্বারা আশ্রাণ করিয়া তাহার উপর দক্ষিণ নাসার নিশ্বাস ফেলিয়া, সেই জল মাটিতে ফেলিয়া দিবেন । পরে জলাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া, সূর্য্যমণ্ডলবর্ত্তী শ্রীকৃষ্ণকে গোপাল-গায়ত্রী দ্বারা তিনবার অর্ঘ্য প্রদান করিবে । গোপাল-গায়ত্রী যথা—

গোপীজনায় বিদ্যমহে, গোপীজনায় ধীমহি, তন্নঃ কৃষঃ
 প্রচোদয়েৎ ।

প্রথমতঃ এই গায়ত্রী উচ্চারণ করিয়া ‘এতদর্ঘ্যঃ সূর্য্যমণ্ডলবর্ত্তিনে শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ’ এই মন্ত্রে তিনবার অর্ঘ্য প্রদান করিবেন ।

মূর্দ্ধি ন্যসেৎ তদঙ্গানি ললাটে নেত্রয়োদ্বয়োঃ ।
 ভুজয়োঃ পাদয়োশ্চৈব সর্ব্বাঙ্গেষু তথাক্রমাৎ ॥
 পঞ্চভিষ্চ ত্রিভিঃশ্চৈব পঞ্চভিষ্চ ত্রিভিঃ পুনঃ ।
 চতুর্ভিষ্চ চতুর্ভিষ্চ কুর্য্যাদঙ্গানি বর্ণকৈঃ ॥

পরে, গোপাল গায়ত্রীর পঞ্চবর্ণে মস্তকে, তিন বর্ণে ললাটে, পঞ্চবর্ণে নেত্রদ্বয়ে, তিন বর্ণে হস্তদ্বয়ে, চারি বর্ণে পদদ্বয়ে ও চারিবর্ণে সর্ব্বাঙ্গে স্ত্রাস করিবে । যথা—

গোপীজনায় শিরসে নমঃ, বিদ্যাহে ললাটায় নমঃ,
গোপীজনায় নেত্রাভ্যাং নমঃ, ধীমহি ভূজাভ্যাং নমঃ,
ভ্রমঃ কৃষ্ণঃ পাদাভ্যাং নমঃ,
প্রচোদয়েৎ সর্ব্বাঙ্গেভ্যো নমঃ ।

এই মন্ত্রে অঙ্গস্ত্রাস করিবে ।

রাসক্ৰীড়ারতং কৃষ্ণং ধ্যান্য চাদিত্যমণ্ডলে ।
তৎসম্মুখোংক্ষিপ্তভূজো গায়ত্রীং তাং জপেৎ ক্ষণম্ ॥

তদনন্তর স্বৰ্ঘ্যামণ্ডলে রাস-ক্ৰীড়ারত শ্ৰীকৃষ্ণকে ধ্যান করিয়া, উর্দ্ধহস্তে ১০৮ বার গায়ত্রী জপ করিবে । সদাচার বশতঃ ইহার পর প্রাণায়াম করিয়া ১০৮ বার মূলমন্ত্র জপ করিবে । তদনন্তর পুনঃ প্রাণায়াম করিয়া জপ বিসর্জন ও শ্ৰীকৃষ্ণকে প্রণাম করিবে ।

যাহারা অষ্টাদশাক্ষর কিংবা দশাক্ষর গোপাল-মন্ত্রে দীক্ষিত, তাঁহাদের পক্ষে এই সঙ্খ্যাটি ভাবানুকূল ও পরমোপযোগী । বাৎসল্যাদি রসে যাহারা ভজন করেন, তাঁহাদের পক্ষে এটি ভাবানুকূল হয় না । সাধারণ বৈষ্ণব পূর্ব্বোক্ত সঙ্খ্যাই করিবেন ।

তন্মত্রে অন্তপ্রকার সঙ্খ্যা-পদ্ধতিও দেখা যায় । তাহাতে প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ং এই তিন সঙ্খ্যায় তিন প্রকার গায়ত্রীর ধ্যান ও অন্যান্য মন্ত্রাদিরও কিছু পার্থক্য আছে ; কিন্তু শ্রীহরিভক্তিবিলাসে সে নিয়ম গ্রহণ করেন নাই বলিয়া আমি তাহা উপেক্ষা করিলাম । নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক মতানুসারে চলাই উচিত । নানা শাস্ত্র দেখিয়া

মাথা খারাপ করা ভাল নহে । নানা মুনির নানা মত ; তাহার মধ্যে নিজের সম্প্রদায়ের মতই আদরণীয় ।

ইহার পর দেব-তপণ, পিতৃ-তপণ প্রভৃতি করিতে হয় । তাহার বিধিসম্বন্ধে কোন মতানৈক্য নাই বলিয়া এগ্রন্থে লিখিলাম না । অন্যান্য শাস্ত্র দেখিয়া করিলেই চলিবে । বিশেষতঃ তপণবিধি দুর্লভ নহে,—পঞ্জিকায় পর্য্যন্ত লেখা আছে ।

এবং স্নাত্ত্বা ততঃ পশ্চাদাচম্য স্তুবিধানতঃ ।

উথায় বাসসী শুক্রে পরিধায় বৈ.....॥ ইত্যাদি ।

পদ্ম-পুরাণম্ ।

এই প্রকারে স্নান ও সঙ্ক্যাদি করিয়া আচমনানন্তর শুক বস্ত্র পরিধান করিয়া স্বগৃহে গমন করিবে ।

নিষ্পীড়য়িত্বা বস্ত্রন্তু পশ্চাৎ সঙ্ক্যাং সমাচরেৎ ।

অনুথা কুরুতে যস্ত স্নানং তস্য ফলং ভবেৎ ॥

বস্ত্রং ত্রিগুণিতং যস্ত নিষ্পীড়য়তি মূঢ়ধীঃ ।

বৃথাস্নানং ভবেৎ তস্য নিষ্পীড়য়তি চান্মুনি ॥ •

শ্রীরামার্চন-চন্দ্রিকা ।

প্রথমে পরিবেষ্টি বস্ত্র নিষ্পীড়ন করিয়া, পরে সঙ্ক্যা বন্দনাদি করিবে ; অনুথা স্নান নিষ্ফল হয় । যে ব্যক্তি বস্ত্র ত্রিগুণিত অর্থাৎ তিন ভাঁজ করিয়া নিষ্পীড়ন করে বা জলমধ্যে বস্ত্র নিষ্পীড়ন করে, তাহার স্নান নিষ্ফল ।

এই সমস্ত নিত্য কৰ্ম্ম ভক্তি ও বিশ্বাস সহকারে করা উচিত । যে ব্যক্তি ভাব-হীন অর্থাৎ যাহার অন্তঃকরণ অতি কলুষিত, তাহার কিছুতেই শুদ্ধি হয় না ।

অপি সর্বনদীতোয়ে মৃৎকুটেশ্চাপ্য গৌরসৈঃ ।

আপাতমাচরেচ্ছোচং ভাবদুষ্টো ন শুধ্যতি ॥

নক্তুন্দিবং নিমজ্জ্যাপ্সু কৈবর্তাঃ কিমু পাবনাঃ ।

শতশোহপি তথা স্নাতা ন শুদ্ধা ভাবদূষিতাঃ ॥

কাশী-খণ্ডম্ ।

ভাব-দুষ্ট ব্যক্তি পৰ্বত-প্রমাণ মৃত্তিকা গায়ে লেপন করিয়া, সমস্ত নদীজলে স্নান করিলেও শুদ্ধ হয় । আপাততঃ দেহের মল নষ্ট হয় বটে, কিন্তু মনের ভিতরে মলপূর্ণ থাকায় তাহার শুদ্ধি হয় না । দিবারাত্র জলে ডুব দিয়া কি কৈবর্তগণ শুদ্ধ হয় ? যাহাদের মন হিংসা-বৃত্তিতে পরিপূর্ণ,—বাহু শোচে তাহাদের কি হইবে ?

অশ্রদ্ধধানঃ পাপাত্মা নাস্তিকো হচ্ছিন্নসংশয়ঃ ।

হেতুনিষ্ঠশ্চ পঞ্চোতে ন তীর্থফলভাগ্ ভবেৎ ॥

অশ্রদ্ধা-রহিত, পাপকারী, নাস্তিক, শাস্ত্র-বাক্যে সন্দেহযুক্ত ও শাস্ত্র বিরুদ্ধ-তর্ককারী এই পঞ্চবিধ ব্যক্তি তীর্থের ফল পায় না ।

অথ গৃহস্নানবিধিঃ ।

যেখানে নদী পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয় নাই, কিংবা—থাকিলেও সেখানে বাইবার সামর্থ্য নাই, তাদৃশ স্থলে শাস্ত্রকার গৃহস্নানের ব্যবস্থা করিয়াছেন । নদী প্রভৃতিতে স্নান না করিতে পারিলে বাড়ীতেই উদ্ধৃত জলে স্নান করিবে । তাহার বিধি যথা—

স্বগৃহে বা চরন্ স্নানং প্রক্ষাল্যাজ্জিকরৌ তথা ।

আচম্যাম্যচ প্রাণান্ কৃত্যাসো হরিং স্মরেৎ ॥

ততো গঙ্গাদিকং স্মৃৎ তুলসীমিত্রিতৈর্জলৈঃ ।

পূর্নে পাত্রে সমস্তানি তীর্থান্যাবাহয়েৎ কৃতী ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ ।

বাড়ীতে স্নান করিতে হইলে, হাত পা ধুইয়া আচমন করিবে এবং প্রাণায়াম ও শ্বাসাদি করিয়া পূর্বোক্তরূপে হরিস্বরগাদি করিবে । অনন্তর স্নানীয় জলপাত্রে তুলসী দিয়া তাহাতে “গঙ্গেচ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি, নর্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেহস্মিন্ সন্নিধিং কুরু এই মন্ত্রে অক্ষুণ্ণ মুদ্রাযোগে সূর্য্যমণ্ডল হইতে গঙ্গাদি তীর্থ আবাহন করিবে ।

অথবা জাহ্নবীমেব সর্বতীর্থময়ীং বুধঃ ।

আবাহয়েৎ দ্বাদশভি নামভির্জলভাজনে ॥

অথবা কেবলমাত্র সর্বতীর্থময়ী গঙ্গারই দ্বাদশ নাম উচ্চারণ করিয়া গঙ্গাক্ষে আবাহন করিবে ।

গঙ্গার দ্বাদশ নাম যথা—

নলিনী নন্দিনী সীতা মালিনীচ মহাপগা ।

বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসন্তৃত্য গঙ্গা ত্রিপথগামিনী ॥

ভাগীরথী ভোগবতী জাহ্নবী ত্রিদশেশ্বরী ॥

ইতি ।

অথাচম্য গুরুং স্মৃৎ হাহনুজ্ঞাং প্রার্থ্য চ পূর্ববৎ ।

কৃষ্ণপাদাজতো গঙ্গাং পতন্তীং মূর্দ্ধি চিস্তয়েৎ ॥

আচমন করিয়া গুরু স্বরণ করিয়া শ্রীভগবানের নিকট পূর্ববৎ স্নানের আঞ্জা প্রার্থনা করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ-চরণকমল হইতে গঙ্গাজলধারা মন্তকে পড়িতেছে ইহা মনে ভাবিয়া মুখে শ্রীভগবানের নাম বলিতে বলিতে স্নান করিবে ।

আপো নারায়ণোদ্ভূতা স্তা এবাস্যায়নং যতঃ ।

তস্মান্নারায়ণং দেবং স্নানকালে স্মরেদ্বুধঃ ॥

জল শ্রীনারায়ণ হইতে জন্মিয়াছে, আবার নারায়ণও জলশায়িক্রমে জলমধ্যে বাস করেন, অতএব স্নান কালে সকলেই নারায়ণ স্মরণ করিবেন ।

অথোষ্ণোদক-স্নানবিধিঃ ।

কোন কারণ বশতঃ ঐহাদের শীতল জলে স্নান সম্ভব হয় না, তাঁহারা গরম জল দ্বারা স্নান করিবেন । সম্প্রতি গরম জলে স্নানের ব্যবস্থা লেখা হইতেছে ।

স্নায়াদুষ্ণোদকেনাপি শক্তো হপ্যামলকৈস্তথা ।

তিলৈ স্তৈলৈশ্চ সংব্যস্য প্রতিষিদ্ধদিনানি তু ॥

প্রয়োজন হইলে গরম জলে স্নান করিবে । সমর্থ হইলে আমলকী, তিল বা তৈল অঞ্জে মাখিয়াও স্নান করা যায় । কিন্তু কোন কোনও দিনে গরম জলে বা আমলকী প্রভৃতি দ্বারা স্নান করিতে নাই ; সেই সমস্ত দিন বাদ দিয়া অত্র দিনে এই ভাবে স্নান করা যাইতে পারে ।

আপঃ স্বয়ং সদা পূতা বহ্নিতপ্তা বিশেষতঃ ।

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু উষ্ণান্তঃ পাবনং স্মৃতম্ ॥

ষট্‌ত্রিংশত্তমম্ ॥

স্বভাবতঃ জল পবিত্র বস্তু ; তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিলে বিশেষতঃ পবিত্র হয় । অতএব উষ্ণজল যে পবিত্র, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই ।

স্নানসম্বন্ধে একটি বিশেষ কথা সকলেরই জানিয়া রাখা উচিত । স্নান তিন প্রকার ; নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাশ্য । প্রাতঃস্নান, মধ্যাহ্ন-স্নান, অহঃস্নান প্রভৃতি নিত্যস্নান । ঐহারা প্রাতঃ ও মধ্যাহ্নস্নান করিতে 'অক্ষম বলিয়া শরীর-শুদ্ধির জন্ত' দিনের মধ্যে একবার স্নান করেন, তাঁহাদের সেই স্নানকে 'অহঃস্নান' বলে । অহঃস্নান সূর্যোদয়ের পর পূর্বাঙ্কের মধ্যেই করা উচিত । অহঃস্নান ও মধ্যাহ্ন-

স্নানে তৈল মর্দন করা যায় ; কিন্তু প্রাতঃস্নান, নৈমিত্তিকস্নান কিংবা কাম্যস্নানে তৈল মর্দন করা উচিত নহে । জ্ঞাতি প্রভৃতির মরণ কিংবা কোন অশুচি দ্রব্য স্পর্শ নিমিত্ত যে স্নান করা হয়, তাহাকে ‘নৈমিত্তিক স্নান’ বলে এবং কোন তিথিবিশেষে স্বর্গাদি-ফল কামনা করিয়া যে স্নান করা হয়, তাহাকে ‘কাম্যস্নান’ বলে । ইহার মধ্যে কাম্য ও নৈমিত্তিক স্নান শাস্ত্রবিধি অনুসারে বিশেষ বিবেচনা করিয়া করা উচিত । নিত্যস্নান যে-সে ভাবেই হইতে পারে । এ সম্বন্ধে শাস্ত্র-বচন দেখান যাইতেছে ।

কুর্ধ্যান্নৈমিত্তিকং স্নানং শীতান্দিঃ কাম্যমেবচ ।

নিত্যং যাদৃচ্ছিকঞ্চৈব যথারুচি সমাচরেৎ ॥

যমস্মৃতিঃ ॥

নৈমিত্তিক ও কাম্যস্নান শীতল জলে করিবে । নিত্যস্নান নিজের ইচ্ছানুসারে শীতল কিংবা গরম জলে করা যাইতে পারে ।

সম্প্রতি গরম জলে স্নান করার নিষিদ্ধ দিন বলা যাইতেছে ।

পুত্রজন্মনি সংক্রান্তৌ গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ ।

অম্পৃশ্যস্পর্শনে চৈব ন স্নায়াদুক্ষণবারিণা ॥

যমস্মৃতিঃ ॥

পুত্রজন্মে, সংক্রান্তি-দিবসে, চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণে এবং অশুচি দ্রব্য স্পর্শ করিয়া গরম জলে স্নান করিবে না ।

পৌর্ণমাস্যাং তথা দর্শে যঃ স্নায়াদুক্ষণবারিণা ।

স গোহত্যা কৃতং পাপং প্রাপ্নোতীহ ন সংশয়ঃ ॥

বৃদ্ধমহু-বচনম্ ।

পূর্ণিমা ও অমাবস্যায়াং যে ব্যক্তি গরম জলে স্নান করে, তাহার গোহত্যার পাপ হয়, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই ।

যিনি গরম জলে স্নান করিতে ইচ্ছুক, তিনি এই সমস্ত দিন বাদ দিয়া গরম জলে নিত্য স্নান করিতে পারেন ।

অথামলকস্নানম্ ।

তুষ্যাভ্যামলকৈর্বিষুৱেকাদশ্যাং বিশেষতঃ ।

শ্রীকামঃ সর্বদা স্নানং কুৰ্ব্বীতামলকৈর্নরঃ ॥

মার্কণ্ডেয়-বচনম্ ।

আমলকী শ্রীহরির প্রিয় বস্তু ; বিশেষতঃ একাদশী দিনে শ্রীভগবান্ আমলকীতে বিশেষ প্রীতিলাভ করেন । উন্নতিকামী ব্যক্তির আমলকী-স্নান করা উচিত । আমলকী বাটিয়া তাহা অঙ্গে লেপন করিয়া স্নান করাকে ‘আমলক স্নান’ বলে ।

অমাং মষ্টিং সপ্তমীঞ্চ নবমীঞ্চ ত্রয়োদশীম্ ।

সংক্রান্তৌ রবিবারে চ স্নানমামলকৈ স্ত্যজেৎ ॥

মার্কণ্ডেয়-বচনম্ ।

অমাবস্তা, মষ্টি, সপ্তমী, নবমী, ত্রয়োদশী সংক্রান্তি ও রবিবারে আমলক স্নান করিবে না ।

অথ তিলস্নানম্ ।

সর্বকালং তিলৈঃ স্নানং পুনর্ব্যাসোহব্রবীশ্মুনিঃ ॥

বৃহস্পতি-বচনম্ ।

শ্রীব্যাসদেবের আজ্ঞা আছে, সর্বকালে তিলস্নান করিবে । তিল-স্নান বর্ধমান সময়ে প্রচলিত নাই ; তিল বাটিয়া অঙ্গে লেপন করিয়া এই স্নান করা হইত ।

তথা সপ্তম্যমাবস্যা-সংক্রান্তি-গ্রহণেষু চ ।

ধনপুত্রকলত্রার্থী তিলপিষ্টং ন সংস্পৃশেৎ ॥

মৃটত্রিংশতম্ ।

সপ্তমী, অমাবস্তা, সংক্রান্তি ও গ্রহণদিনে ধনপুত্রকামী ব্যক্তি কদাপি তিল স্নান করিবে না ।

অথ তৈলস্নানম্ ।

তৈল স্নানের কথা আর বিশেষ করিয়া কি লিখিব । আমাদের দেশে প্রায় প্রত্যেকেই তৈল মাখিয়া স্নান করিয়া থাকেন । তবে বিশেষ কথা এই যে, প্রাতঃস্নানে তৈল মাখিতে নাই । যাহারা প্রাতঃস্নান করেন, তাহারা মধ্যাহ্ন স্নানে তৈল মাখিবেন । অহঃস্নানে তৈল ব্যবহার করা যায় । তৈলমাখার কতকগুলি নিষিদ্ধ দিন আছে ; সে সমস্ত দিনে কদাপি তৈল মাখিবেন না ।

মোহাৎ প্রতিপদং ষষ্ঠীং কুহুং রিক্তাতিথিং তথা ।

তৈলেনাভ্যঞ্জয়েদ্যস্ত চতুর্ভিঃ পরিহীযতে ॥

পঞ্চদশ্যাং চতুর্দশ্যাং সপ্তম্যাং রবি-সংক্রমে ।

দ্বাদশ্যাং সপ্তমীং ষষ্ঠীং তৈলস্পর্শং বিবর্জয়েৎ ॥

যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ ।

যে ব্যক্তি মোহবশতঃ, প্রতিপদ, ষষ্ঠী, অমাবস্তা, চতুর্থী, নবমী ও চতুর্দশীতে তৈল মাখে, তাহার ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ সমস্তই নষ্ট হয় ।

অমাবস্তা, পূর্ণিমা, চতুর্দশী, সপ্তমী, সংক্রান্তি, দ্বাদশী, সপ্তমী ও ষষ্ঠীতে তৈল স্পর্শ করিবে না ।

প্রাতঃস্নানে ব্রতে আক্ষে চোপবাস-দিনে তথা ।

মদ্যলেপসমং তৈলং তস্মাৎ তৈলং বিবর্জয়েৎ ॥

প্রাতঃস্নানে, ব্রতদিনে, আক্ষেদিনে ও উপবাস-দিনে তৈল মাখিলে, উহা মদ্যলেপসম হয় ; অতএব এ সমস্ত দিনে তৈল ত্যাগ করিবে ।

তাহার মধ্যে কিছু বিশেষ এই যে—

ন তৈলং সার্ষপং তৈলং ন তৈলং পুষ্পবাসিতম্ ।

ন তৈলং পক্কতৈলঞ্চ তৈলম্ তিলতৈলকম্ ॥

সরিষার তৈল, পুষ্পবাসিত তৈল ও পাকতৈল, তৈল মধ্যে গণ্য নহে ; তিল তৈলই প্রকৃত তৈল । তথাচ—

তৈলাভ্যঙ্গনিষেধেতু তিলতৈলং নিষিধ্যতে ॥

তৈলমাখা নিষেধ বলিতে, তিল-তৈল মাখাই নিষিদ্ধ ।

দশমাং তৈলমম্পৃষ্টা যঃ স্নায়াদবিচক্ষণঃ ।

চত্বারি তস্য নশ্যন্তি আয়ুঃ প্রজ্ঞা যশো ধনম্ ॥

যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ ।

যে মূৰ্খ দশমীর দিন তৈল না মাখিয়া স্নান করে, তাহার পরমাণু, বুদ্ধি, যশঃ ও ধন বিনষ্ট হয় ।

তৈলাভ্যক্তো য়তাত্তো বিন্মূত্রে কুরুতে যদি ।

অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥

অত্রিশ্বতিঃ ।

যে ব্যক্তি তৈল কিংবা য়ত মাখিয়া প্রস্রাব কিংবা মল ত্যাগ করে, তাহার দেহ অপবিত্র হয় । দেদিন উপবাসী থাকিয়া, পরদিন পঞ্চগব্য খাইলে আবার শুদ্ধ হয় ।

যাহা হউক এই সমস্ত বচন প্রমাণে স্পষ্টই বুঝা যায়, তৈল মাখা কোন অশাস্ত্রীয় কৰ্ম্ম নহে । আমাদের সম্প্রদায়ে অনেকে তৈল মাখেন না এবং যাহারা তৈল মাখে, তাহাদের ‘বাউল’ বলিয়া পরিহাস করেন । ইহার মূল কি, তাহা জানিনা । সম্ভবতঃ তৈল মাখিলে গায়ের তিলক ও ছাপা উঠিয়া যাইবে, তাহাকে ভণ্ডামি করিয়া

লোক ঠকাইতে অশ্লবিধা হইবে, সেই জন্তই তৈল মাখা বস্ত্র করিয়া বালি দিয়া গা ঘসা হয় ।

গৃহ স্নানের পরও পূর্বোক্ত রীতিতে গুরুপাদোদক, বিপ্রপাদোদক, ও শ্রীকৃষ্ণচরণামৃত প্রভৃতি দ্বারা মস্তক সিক্ত করিবে । গৃহে স্নান করিলে শুষ্ক ধৌত বস্ত্র পরিধান করিয়া, আসনে বসিয়া তিনক ধারণ ও সঙ্ক্যাবন্দনাদি করিবে ।

স্নানের পর আঙ্গিকাদির জন্ত বস্ত্র পরিধানের কিছু বিশেষত্ব আছে । তাহা শাস্ত্রানুসারে আলোচনা করা হইতেছে ।

অথ বস্ত্রধারণ-বিধিঃ ।

অধৌতং কারুধৌতং বা পরেদুধৌতমেব চ ।

কাষায়ং মলিনং বস্ত্রং কোপীনঞ্চ পরিত্যজেৎ ॥

ন চার্দ্দমেব বসনং পরিদধ্যাৎ কদাচন ॥

অত্রিস্মৃতিঃ ।

অধৌত, রজ্জক-কর্জুক ধৌত, পূর্কদিনের ধৌত, কাষায় বস্ত্র (অর্থাৎ যে বস্ত্র কোন বৃক্ষের কন্দিয়া রং করা হইয়াছে) মলিন বস্ত্র ও কোপীন আঙ্গিকাদির সময়ে পরিত্যাগ করিবে । ভিজা কাপড় পরিধান করিয়াও আঙ্গিকাদি করিবে না ।

নগ্নো মলিনবস্ত্রঃ স্যাৎ নগ্নশ্চাৰ্দ্ধপটঃ স্মৃতঃ ।

নগ্নো দ্বিগুণবস্ত্রঃ স্যান্নগ্নো রক্তপটস্তথা ॥

দ্বিকচ্ছেদ্বিনুত্তরীরশ্চ নগ্নশ্চাবস্ত্র এব চ ।

শ্রৌতং স্মার্ত্তং তথা কৰ্ম্মণ ন নগ্নশ্চিস্ত্যেদপি ।

মোহাৎ কুর্ব্বন্নধো গচ্ছেৎ তদ্ববেদাস্মুরং কৃতম্ ॥

অত্রিস্মৃতিঃ ।

মলিন বস্ত্র, অর্দ্ধ বস্ত্র, দ্বিগুণিত অর্থাৎ দুই ভাঁজ করা বস্ত্র ও রক্তবস্ত্র পরিধান করা ও উলঙ্গ থাকা একই কথা ; অর্থাৎ উলঙ্গ হইয়া আত্মিকাদি করিলেও বাহ্য হয়, এই সকল বস্ত্র পরিধান করিয়া আত্মিকাদি করিলেও সেই পাপ হয় । দ্বিকচ্ছ অবস্থায় (অর্থাৎ আত্মিকাদি করিবার সময় কোঁচা বুলাইয়া না রাখিয়া গুঁজিয়া দিতে হয়, তাহা হইলে ত্রিকচ্ছ হয় ; বুলাইয়া রাখিলে দ্বিকচ্ছ হয়) অনুত্তরীয় অর্থাৎ চাদর না লইয়া এক বস্ত্রে থাকা ও উলঙ্গ থাকা, সমানই । উলঙ্গ ব্যক্তির কোন কৰ্ম্মে অধিকার নাই । কোন কৰ্ম্ম করিলে, সেই কৰ্ম্ম আশ্রয় হয় ও কৰ্ম্মকর্ত্তার অধোগতি হয় ।

ন'কুর্যাৎ সঙ্কিতং বস্ত্রং দেবকৰ্ম্মণি ভূমিপ ।
 ন দন্ধং নচ বৈ ছিন্নং পারক্যং নতু ধারয়েৎ ॥
 কাকবিষ্ঠাসমং স্নাত্তমবিধৌতঞ্চ যদ্ববেৎ ।
 রজকাদাহতং যচ্চ ন তদ্বস্ত্রং ভবেচ্ছুচি ॥
 কীটম্পৃষ্ঠন্তু যদ্বস্ত্রং পুরীষং যেন কারিতম্ ।
 মূত্রং বা মৈথুনং বাপি তদ্বস্ত্রং পরিবর্জয়েৎ ॥

০

আঙ্গিরাঃ ।

সেলাই করা বস্ত্র পরিধান করিয়া কদাপি দেবকৰ্ম্ম করিবে না । সম্প্রতি এ প্রথা উঠিয়া যাওয়ার মধ্যে হইয়াছে ; অনেক স্থানে জামা গায়ে দিয়া দেবকার্য্য করা হয় । কিন্তু এরূপ আচার-শৈথিল্য ভাল নহে । দন্ধবস্ত্র, ছিন্নবস্ত্র, পরের পরাবস্ত্র ও অধৌত বস্ত্র কাকবিষ্ঠাসম অপবিত্র । রজকের ধৌত বস্ত্র, কীটাদি ব্যাপ্ত বস্ত্র ও যে বস্ত্র পরিধান করিয়া মলমূত্র ত্যাগ বা মৈথুন করা হইয়াছে সে বস্ত্র, অতি অপবিত্র ; তাহা তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করিবে ।

আবিক বস্ত্র অর্থাৎ ভেড়ার লোম দ্বারা যে বস্ত্র প্রস্তুত হয় । আমাদের

সম্প্রদায়ে উল্ধতি নামে যাহা প্রসিদ্ধ ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহার সম্বন্ধে শাস্ত্রকার কিছু বিশেষত্ব দেখাইতেছেন ।

আবিকৃৎ সদা বস্ত্রং পবিত্রং রাজসত্তম ।
পিতৃদেবমনুষ্যাণাং ক্রিয়ায়াঞ্চ প্রশস্যাতে ॥
ধৌতাদৌতং তথা দগ্ধং রজকাদাহতং তথা ।
শুক্ৰ-মূত্র-রক্ত-লিপ্তং তথাপি পরমং শুচি ॥

আগ্নিরাঃ ।

আবিকবস্ত্র অর্থাৎ উল্ধতি সর্বদাই পবিত্র । পিতৃকর্ম ও দেব কন্মাদিতে এ বস্ত্র ব্যবহার করাই শ্রেষ্ঠ । ইহার ধৌত, অধৌত, দগ্ধ, সেলাই করা, শুক্ৰ মূত্র বা রক্তলিপ্ত সবই সমান । সর্বা-বস্ত্রাতেই পরম পবিত্র ।

অগ্নিরাবিকবস্ত্রঞ্চ ব্রাহ্মণাশ্চ তথা কুশাঃ ।
চতুর্গাং ন কৃতা দোষাঃ ব্রাহ্মণা পরমেষ্ঠিনা ॥

আগ্নিরাঃ ।

অগ্নি, আবিক বস্ত্র, ব্রাহ্মণ ও কুশ ইহাদের কোন দোষই ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন নাই অর্থাৎ এইগুলি সদাই পবিত্র ।

আবিকেন তু বস্ত্রেণ মানবঃ শ্রাদ্ধমাচরেৎ ।
গয়া-শ্রাদ্ধসমং প্রোক্তং পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ॥

আগ্নিরাঃ ।

উল্ধতি পরিধান করিয়া পিতৃশ্রাদ্ধ করিলে, সেই শ্রাদ্ধ গয়া-শ্রাদ্ধ সম হয় ও পিতৃপুরুষকে যাহা দান করা যায়, তাহা অক্ষয় হয় ।

এই সমস্ত শাস্ত্র-বচন দেখিয়াই আমাদের সম্প্রদায়ে উল্ধতি এত বেশী প্রচলিত হইয়াছে । যাহা হউক স্বানান্তে শাস্ত্রবিহিত-ভাবে বস্ত্রাদি

পরিধান করিবেন । যে কৰ্ম করিতে হইবে, তাহা সৰ্বান্ন-স্নান করিয়া করাই ভাল ।

যাহারা গৃহে স্নান করেন, তাঁহারা স্নানান্তে বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া, গৃহেই তিলকাদি ধারণ করিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি করিবেন । যাহারা জনাশয়ে স্নান করেন, তাঁহারা সমর্থ হইলে, জনাশয় তীর হইতে প্রাতঃসন্ধ্যা সারিয়া আসিবেন ।

অথ স্বগৃহমাগচ্ছেদাদৌ নহেচ্চৈদেবতাম্ ।

গুরুন্ জ্যেষ্ঠাংশ্চ পুষ্পৈধঃকুশান্তোদধারকেতরান্ ॥

স্নানান্তে স্বগৃহে আগমন পূৰ্ব্বক নিজ ইষ্ট দেবতার শ্রীচরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া, পরিশেষে পিতা, মাতা, ও অন্য বয়োজ্যেষ্ঠ বা প্রণয় যাহারা উপস্থিত থাকেন, তাঁহাদের চরণে প্রণাম করিবে । কিন্তু যাহাদের হস্তে পুষ্প, যজ্ঞকাষ্ঠ, কুশ বা জল থাকে, তাঁহাদের প্রণাম করিতে নাই ।

মন্দিরং মার্জ্জয়েদ্বিষ্ণো-বিধায়চমনাদিকম্ ।

কৃষ্ণং পশ্যন্ কীর্তয়ংশ্চ দাসোনাত্মানমর্পয়েৎ ॥

স্নানান্তে হস্ত পদ ধৌত ও আচমনাদি করিয়া বিষ্ণুমন্দির মার্জন করিবে ; তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ দর্শন ও কৃষ্ণ-কীর্তন করিবে এবং ‘শ্রীকৃষ্ণ-চরণে দেহ ও দৈহিক সমস্ত অর্পণ করিলাম’—চিন্তা করিবে ।

অথ শ্রীভগবন্মন্দির-মার্জন-বিধিঃ ॥

শুদ্ধং গোময়মাদায় ততো মৃৎস্রাং জলং তথা ।

ভক্ত্যা তৎ পরিতো লিম্পেদভ্যুক্ষেচ্চ তদঙ্গনম্ ॥

স্বভাব-শুদ্ধ গোময়, মৃত্তিকা ও জল দ্বারা শ্রীহরি-মন্দির ও মন্দির-প্রাঙ্গন মার্জন করিবে ; অশুদ্ধে প্রাঙ্গন অভ্যঙ্গণ করিবে ।

শ্রীহরি-মন্দির মার্জ্জনা করার বহু ফল শাস্ত্রে কীর্তিত আছে । আজ কাল আর গৃহকর্তা যে স্বহস্তে শ্রীহরি-মন্দির মার্জ্জনা করেন, এমন দেখা যায় না । প্রায়ই দাস-দাসীগণের দ্বারা এই কার্য সাধিত হইয়া থাকে । এস্থলে শ্রীহরি-মন্দির মার্জ্জনরূপ পবিত্র ও মহৎ কার্য করা তাঁহার ভাগ্যে নাই—ইহাই বলিতে হইবে । নিম্নে ২১টি শ্রীহরি-মন্দির-মার্জ্জন-মাহাত্ম্য লিখিত হইল ।

সংমার্জ্জনন্তু যঃ কুর্যাৎ পুরুষঃ কেশবালয়ে ।

রজস্তমোভ্যাং নিমুক্তঃ স ভবেন্নাত্র সংশয়ঃ ॥

বিষ্ণু-ধর্মোত্তরম্ ।

যে ব্যক্তি শ্রীহরি-মন্দির সংমার্জ্জন করে, তাহার রজঃ ও তমোগুণ দূর হইয়া যায় ; তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই ।

গোময়েন মৃদা তোরৈ যঃ কুর্যাৎপলেপনম্ ।

চান্দ্রায়ণফলং প্রাপ্য বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥

নরসিংহ-পুরাণম্ ॥

যে ব্যক্তি গোময়, মৃত্তিকা এবং জল দ্বারা শ্রীহরি-মন্দির লেপন বা মার্জ্জন করেন, তাঁহার চান্দ্রায়ণ ফল লাভ হয় ও বিষ্ণু লোকে বাস হয় ।

সংমার্জ্জনন্তু যঃ কুরুতে গোময়েনোপলেপনম্ ।

করোতি ভবনে বিষ্ণো স্ত্যাজ্যং তস্য কুলত্রয়ম্ ॥

নরসিংহ-পুরাণম্ ॥

যমরাজ তাঁহার দূতগণকে বলিতেছেন,—যে ব্যক্তি শ্রীহরি-মন্দির মার্জ্জন কিংবা গোময় দ্বারা শ্রীহরি-মন্দির লেপন করিয়াছে, তোমরা তাহার তিন কুল পরিত্যাগ করিবে অর্থাৎ তাহার তিন কুলের মধ্যে কাহাকেও আমার নিকট আনিবে না ।

অথ মণ্ডলাদি-রচনম্ ।

শ্রীহরি-মন্দির মার্জ্জন উপলেপন প্রভৃতি করিয়া তদন্তে শ্রীহরি-মন্দিরে বা প্রাঙ্গণে সর্বতোভদ্র, পদ্ম, স্বস্তিক প্রভৃতি মণ্ডল রচনা করিবে । সকলে এই সমস্ত মণ্ডল রচনা করিতে পারে না ; ঋহারা পারেন, তাঁহারা করিবেন । অত্য়াপি আমাদের দেশের স্ত্রীগণের মধ্যে কেহ কেহ পিটুলি দ্বারা নানা প্রকার পদ্ম প্রভৃতি অঙ্কিত করিতে পারেন । তাঁহারা কোনও উৎসবদির সময়ে দেব-প্রাঙ্গণেও ঐরূপ পদ্মাদি অঙ্কিত করিয়া থাকেন ।

সর্বতোভদ্র-পদ্মাদীনভিজ্ঞঃ স্বস্তিকানিচ ।

বিরচ্য বিচিত্রাণি মণ্ডয়েদ্ধরি-মন্দিরম্ ॥

বিষ্ণু ধর্মোত্তরম্ ।

অভিজ্ঞ ব্যক্তি সর্বতোভদ্র, পদ্ম, স্বস্তিক প্রভৃতি রচনা করিয়া শ্রীহরিমন্দির শোভিত করিবেন ।

অগম্যাগমনে পাপমভক্ষ্যস্য চ ভক্ষণে ;

সর্বং তন্নাশমারাতি মণ্ডয়িত্ব হরেগৃহম্ ॥

স্কন্দ-পুরাণম্ ।

অগম্যা-গমন, অভক্ষ্য-ভক্ষণ প্রভৃতি দুষ্কর্মাচরণে যে পাপ হয়, শ্রীহরি-মন্দিরে মণ্ডলাদি অঙ্কন করিলে তাহা তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয় ।

মণ্ডলং কুরুতে নিত্যং যা নারী কেশবাগ্রতঃ ।

সপ্ত জন্মানি বৈধব্যাং ন প্রাপ্নোতি কদাচন ॥

স্কন্দ-পুরাণম্ ।

যে নারী প্রত্যহ শ্রীহরি-মন্দিরে পদ্মাদি অঙ্কিত করে, সে সপ্ত জন্মেও বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করে না ।

অথ ধ্বজ-পতাকাচারোপণম্ ।

ততো ধ্বজপতাকাদিং বিন্যস্য হরি-মন্দিরে ।

বিচিত্রং ভূষয়েৎ তচ্চ ভগবন্তুক্তিমান্ নরঃ ॥

শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রম্ ।

• অনন্তর শ্রীহরি-মন্দির-চূড়ায় ধ্বজপতাকাদি আরোপণ করিয়া সুশো-
ভিত করিবে । • ভগবন্তুক্তিযুক্ত ব্যক্তি নানা ভাবে শ্রীহরি-মন্দিরের
শোভা সম্পাদন করিয়া থাকেন । তিনি বিষয়াসক্ত ব্যক্তির ন্যায়
নিজের বৈঠকখানা সাজাইয়া ও শ্রীহরি-মন্দিরে চাম্‌চিকে ও কপো-
তের বাসা করিয়া রাখেন না ।

ধ্বজমারোপয়েদ্যন্তু প্রাসাদোপরি ভক্তিতঃ ।

তস্য ব্রহ্মপদে বাসঃ ক্রীড়তে ব্রহ্মণা সহ ॥

স্কন্দ-পুরাণম্ ।

যে ব্যক্তি শ্রীহরি-মন্দিরে ধ্বজা রোপণ করে, সে ব্রহ্মলোকে বাস
করে এবং ব্রহ্মার সহিত পরমানন্দে ক্রীড়া করে ।

অথ বন্দন-মালা-কদলীস্তম্ভাদি-রোপণ-মাহাত্ম্যম্ ।

ভূপ বন্দনমালান্তু কুরুতে কৃষ্ণবেশ্মনি ।

দেবকণ্ঠ্যারুতৈর্ল কৈঃ সেব্যতে সুরনায়কৈঃ ॥

যঃ কুৰ্য্যাৎ কৃষ্ণভবনং কদলীস্তম্ভশোভিতম্ ।

নন্দতে চাম্পুরোযুক্তঃ স্নাগতং তস্য দেবরাট্ ॥

স্কন্দ পুরাণম্ ॥

হে রাজন্, যে ব্যক্তি বন্দন-মালা দ্বারা শ্রীহরি-মন্দির শোভিত করেন,
দেবকণ্ঠ্যপরিবৃত লক্ষ লক্ষ দেবগণ তাঁহার পূজা করেন । যিনি কৃষ্ণ-ভবন
কদলী স্তম্ভে শোভিত করেন, অম্পুরোগণ-পরিবেষ্টিত দেবরাজ তাঁহাকে
স্বর্গে ঘাইবার জন্য অন্তর্ধান ও অহুনয় বিনয়াদি করিয়া থাকেন ।

অথ পীঠপাত্র-বস্ত্রাদি-সংস্কারঃ ।

তত্র তাম্রাদিপাত্রং যৎ প্রভো বস্ত্রাদিকঞ্চ যৎ ।

পীঠাদিকঞ্চ তৎ সর্বং যথোক্তঞ্চ বিশোধয়েৎ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ॥

শ্রীহরি-মন্দির মার্জনাতির পর শ্রীভগবানের সেবার ও পূজার জন্য, তাম্রা কাঁসা পিতল প্রভৃতির যে সমস্ত পাত্র অর্থাৎ বাসন থাকে, তাহা মার্জন করিবে এবং শ্রীবিগ্রহের বস্ত্র সিংহাসন প্রভৃতির সংস্কার করিবে । কোন্ দ্রব্যের কি ভাবে সংস্কার করিতে হয়, তাহা পরে লেখা হইতেছে । যাহার বাড়ীতে শ্রীবিগ্রহ সেবা নাই, তিনিও পূজার বাসন, পূজার স্থান প্রভৃতি মার্জনা করিবেন । শ্রীতুলসী-বেদী মার্জনা করিবেন ইত্যাদি ।

তত্র পীঠ-সংস্কার-বিধিঃ ।

পাদপীঠঞ্চ কৃষ্ণস্যা বিষ্ণুপত্রেণ ঘর্ষয়েৎ ।

উষ্ণশ্মুনা চ প্রক্ষাল্য সর্করাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥

নরসিংহ-পুরাণম্ ।

শ্রীকৃষ্ণের পাদপীঠ অর্থাৎ সিংহাসন উষ্ণ জল দিয়া প্রক্ষালন করিয়া বিষ্ণুপত্র দ্বারা ঘর্ষণ করিবে । ইহাতে মানব সর্করাপ মুক্ত হয় ।

অথ তাম্রাদি-পাত্র-সংস্কার-বিধিঃ ।

উদ্ভূতরাণামগ্নেন ক্ষারেণ ত্রপু-সীময়োঃ ।

ভস্মান্মুভিশ্চ কাংস্যানাং শুদ্ধিঃ প্লাবো-দ্রবস্যচ ॥

মাকৈশ্বর-পুরাণম্ ।

তাম্রপাত্র অগ্নিদ্বারা, রাং ও সীমার পাত্র উদ্ভূতরা ও কাংস্যপাত্র ভস্ম ও জল দ্বারা মার্জনে শুদ্ধ হয় । তুষ্ণাদি দ্রববস্ত্র পাত্রান্তর করিলে শুদ্ধ হয় ।

সুবর্ণরূপ্যশঙ্খাশ্মশুক্রিরত্নময়ানি চ ।

কাংস্যায়স্তাত্মরৈত্যানি ত্রপু-সীসময়ানি চ ॥

নির্লেপানি তু শুধ্যন্তি কেবলেনোদকেন তু ।

শূদ্রোচ্ছিষ্টানি শুধ্যন্তি ত্রিধা ক্ষারায়বারিভিঃ ॥

অতিদুষ্কৃত্য পাত্ৰাণি বিশোধ্যাতিথ্যকৰ্ম্মণি ।

যুজ্ঞাৎ তৎপরিবর্তায় প্রভুকৰ্ম্মাস্তুরায় বা ॥

এতস্য পরিবর্তেন প্রভবেহ্যৎ সমর্পয়েৎ ।

ইত্যয়ং সৰ্ব্বতো লোকে সদাচারো বিরাজতে ॥

ব্রহ্মপুরাণম্ ॥

সুবর্ণ, রৌপ্য, শঙ্খ, প্রস্তর, শুক্রি, স্ফটিক, কাংস, লৌহ, তাম্র, পিত্তল, রাং ও সীসা দ্বারা নিৰ্ম্মিত পাত্ৰাদি যদি নির্লেপ হয় অর্থাৎ পাত্রে কোন দাগ না থাকে, তাহা হইলে কেবল জল দ্বারা ধৌত করিলেই শুদ্ধ হইবে। দাগ থাকিলে, যথাযোগ্য অম্ল ও ভস্মাদি দ্বারা মার্জন করিতে হইবে। এই সমস্ত পাত্ৰ যদি শূদ্রোচ্ছিষ্ট হয়, তাহা হইলে, ভস্ম, অম্ল ও জল—এই তিন দ্রব্য দ্বারা তিনবার মার্জন করিবে। যদিও শ্রীভগবৎ-সেবায় পাত্ৰাদি শূদ্রোচ্ছিষ্ট হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, তথাপি যদি ভ্রম প্রমাদ বশতঃ হইয়া যায়, তাহা হইলে এইরূপ শোধন করিবে। অতিদুষ্কৃত্য অর্থাৎ বিষ্ঠা, মূত্র, মদ্য, রক্ত, শুক্র, আমিষ প্রভৃতি দ্বারা স্পৃষ্ট হইলে, সে পাত্ৰ আর ভগবৎ-সেবায় নিয়োগ করিবে না, অতিথি প্রভৃতির জন্য কিংবা শ্রীবিগ্রহের অন্য কোন কৰ্ম্মের জন্য রাখিয়া শ্রীবিগ্রহ-সেবার জন্য অন্য পাত্ৰ দিবে। এই প্রকার সদাচারই জগতে দেখা যায়।

সূতিকোচ্ছিষ্টভাণ্ডস্য সুরাদ্যুপহতস্য চ ।

ত্রিসপ্তমার্জনচ্ছুদ্ধিঃ নতু কাংস্যস্য তাপনম্ ॥

শঙ্খ-বচনম্ ।

নবপ্রসূতা রমণীর উচ্ছিষ্ট পাত্র ও সূরা, আমিষ, বিষ্ঠা, মূত্র প্রভৃতি স্পৃষ্ট পাত্র অন্ন ভক্ষণ ও জল দ্বারা একুশবার মার্জনে শুদ্ধ হয় ; কাংশ পাত্র একুশবার মার্জন করিয়া অগ্নিতপ্ত করিবে ।

সূতিকাসববিগ্নূত্র-রজস্বল-হতানি চ ।

প্রক্ষেপ্তব্যানি তান্যগ্নৌ যচ্চ যাবৎ সঙ্কেদপি ॥

ব্রহ্মপুরাণম্ ॥

নবপ্রসূতা রমণী ও রজঃস্বলা রমণীর উচ্ছিষ্ট পাত্র এবং মদ্য, বিষ্ঠা, মূত্র, শ্লেষ্মা প্রভৃতি স্পৃষ্ট পাত্র, অগ্নিতপ্ত করিবে ; যতক্ষণ স্ফূটন হয় অর্থাৎ গলিয়া না যায়, ততক্ষণ অগ্নিতে রাখিবে ।

লৌহানাং দহনাচ্ছুদ্ধির্ভস্মনা গোময়েন বা ।

দহনাৎ খননাদ্বাপি শৈলানামস্তুসাপি বা ॥

কাষ্ঠানাং তক্ষণাচ্ছুদ্ধি মৃদুগোময়জলৈরপি ।

মৃন্ময়ানাস্তু পাত্রাণাং দহনাচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে ॥

দেবল-বচনম্ ।

লৌহপাত্র অগ্নিতপ্ত করিলে শুদ্ধ হয় ; অন্ন দূষিত হইলে, ভক্ষণ কিংবা গোময় দ্বারা মার্জন করিলে শুদ্ধ হয় । পাথরের পাত্র সামান্য ভাবে উচ্ছিষ্ট হইলে জল দ্বারা দোত করিলে, শূদ্রাদির উচ্ছিষ্ট হইলে, অগ্নি তপ্ত করিলে ও বিশেষভাবে মল, মূত্রাদি স্পর্শ হইলে, মৃত্তিকা মধ্যে একমাস কাল প্রোথিত রাখিলে শুদ্ধ হয় । মৃত্তিকা-পাত্র অন্নদূষিত হইলে, কুস্তকারের পয়ন মধ্যে দগ্ধ করিলে শুদ্ধ হয় ।

সংহতানাস্তু পাত্রাণাং যদ্যেকমুপহন্ততে ।

তস্যৈব শোধনং প্রোক্তং সামান্যদ্রব্যশুদ্ধিকৃৎ ॥

বৃদ্ধশাতাতপ-বচনম্ ।

এক স্থানে মিলিত ভাবে অবস্থিত, বহুপাত্র মধ্যে যদি একটি পাত্র অশুদ্ধ হয়, তাহা হইলে সেই পাত্রেরই শোধন করিবে । তাহার প্রমাণান্তর যথা—

অশুচিং সংস্পৃশেদ্ যন্তু সএক এব দুষ্টিতি ।

তং স্পৃষ্ট্বান্যো ন দূষ্যেৎ তু সর্বদ্রব্যেষু বিধিঃ ॥

বাহাতে অশুচি স্পর্শ হইবে, কেবল সেই পদার্থ দূষিত হইবে ; তাহার স্পর্শে অন্য দ্রব্য অশুচি হইবে না । সর্ব দ্রব্যেই এই বিধি জানিবে ।

অথ বস্ত্রাদীনাং সংস্কার-বিধিঃ ।

তান্দ্রবং মলিনং পূর্বমস্তুঃ ক্ষারৈশ্চ শোধয়েৎ ।

অংশুভিঃ শোধয়িত্বা বা বায়ুনা বা সমাহরেৎ ॥

উর্ণ-পট্টাংশুক-ক্ষৌম-দুকূলাবিক-চর্ম্মণাম্ ।

অল্লাশৌচে ভবেচ্ছুদ্ধিঃ শোধনপ্রোক্ষণাদিভিঃ ॥

তান্যেবামেধ্যালিপ্তানি নৈনিজ্যাদ্ গৌরসম্পৈঃ ।

• তুলিকাছুপধানানি পুষ্পরত্নান্ধরাণি চ ।

শোধয়িত্বাতপে কিঞ্চিৎ কৈরকুম্মার্জ্জয়েন্মুহঃ ॥

পশ্চাচ্চ বারিণা প্রোক্ষ্য শুচীভ্যেবমুদাহরেৎ ।

তান্যপ্যতিমলাকৃতানি যথাবৎ পরিশোধয়েৎ ॥

শব্দ-বচনম্ ।

• কার্পাস • বস্ত্র মলিন কিংবা কোনও কারণে অশুচি হইলে, প্রথমতঃ জল ও ক্ষার দিয়া শোধন করিবে । পশ্চাৎ বায়ুতে কিংবা রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবে । লোম-নির্ম্মিত বস্ত্র, পট্টবস্ত্র, ক্ষৌম বস্ত্র, মেঘ-লোমজ বস্ত্র ও চর্ম্ম সামান্য ভাবে অশুদ্ধ হইলে, জলের ছিটা দিয়া রৌদ্রে দিলেই শুদ্ধ হয় । যদি বিষ্ঠা মূত্র প্রভৃতি লিপ্ত হয়, তবে সর্বপ কঙ্ক অর্থাৎ খইল দ্বারা শোধন করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে । লেপ, তোষক,

বালিশ, রঙ্গিন বস্ত্র ও রত্নাদিখচিত বস্ত্র সামান্যভাবে দূষিত হইলে, রৌদ্রে দিয়া শোধন করিবে ; পশ্চাৎ হস্ত দ্বারা পুনঃ পুনঃ মার্জ্জন করিয়া জলের ছিটা দিবে । অতি অপবিত্র বা অতি মলিন হইলে যথাবৎ ক্ষারাদি দ্বারা শোধন করিবে ।

ব্রীহয়ঃ প্রোক্ষণাদপ্তিঃ শাকমূলফলানি চ ॥

তন্মাত্রস্যাপহারাদ্ভা নিস্তব্ধীকরণেন বা ॥

বোধায়ন-বচনম্ ॥

ধান্য ও শাক-কল-মূলাদি জল দ্বারা ধৌত করিলে শুদ্ধ হয় । বিশেষ অপবিত্র বোধে যে অংশে অশুচিস্পর্শ হইয়াছে, সেই অংশ পরিত্যাগ করিবে । ধান্য নিস্তব্ধ করিলে অর্থাৎ চাউল করিলেই শুদ্ধ হয় ।

তাপনং ঘৃততৈলানাং প্লাবনং গোরসশ্চ ।

তন্মাত্রমুদ্ধৃতং শুধ্যেৎ কঠিনস্ত পয়োদধি ॥

অবিলীনং তথা সর্পিঃ বিলীনং ত্রপণেন তু ।

আধার দোষে তু নয়েৎ পাত্রাৎ পাত্রান্তরং দ্রবম্ ॥

বৃহস্পতি বচনম্ ॥

ঘৃত তৈল প্রভৃতি উত্তপ্ত করিলে শুদ্ধ হয়, দুগ্ধ প্লাবন অর্থাৎ পাত্রান্তরে ঢালিলেই শুদ্ধ হয় । ক্ষীর, দধি ও জমাট বাঁধা ঘৃতে অশুচি স্পর্শ হইলে, যে অংশে অশুচি স্পর্শ হইয়াছে, সেই অংশ উঠাইয়া ফেলিলে শুদ্ধ হয় । যে পাত্রে ঘৃতাদি থাকে, তাহা কোনরূপে অশুচি হইলে, পাত্রান্তর করিবে । অন্ন দূষিত হইলে তাহা এই ভাবে শুদ্ধ হইবে, বিষ্ঠা মূত্রাদি স্পর্শ হইলে তাহা ত্যাগ করাই উচিত । শাস্ত্রে নানা দ্রব্যের নানা ভাবে শুদ্ধির কথা আছে । গ্রন্থ-বাহুল্য ভয়ে নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুর শুদ্ধি বিষয়ে কথঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম ।

অথ পূজার্থ-পুষ্প-তুলসীপ্রভৃতিগ্রহণম্ ॥

স্নান করিয়া হরিমন্দির ও পূজার বাসন প্রভৃতি মাজ্জান করিয়া, পরিশেষে পূজার্থ পুষ্প তুলসী প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে হয়। এ সমস্ত কার্য নিজে করা আজ কাল প্রায়ই দেখা যায় না। বিশেষতঃ ধনী ভক্তগণ বেতনভোগী ব্যক্তি দ্বারা ও প্রভুভক্তগণ শিষ্য প্রভৃতি দ্বারা, পণ্ডিতভক্তগণ ছাত্র দ্বারা এই সমস্ত কার্য করাইয়া থাকেন। সমস্ত কার্যই যদি অন্য লোক দ্বারা করান হইল, তবে দাসবৎ কৃষ্ণের সেবা কেমন করিয়া হয়, বুঝিতে পারি না। রাগমার্গের ভক্তদের ত কোন বান্ধাই নাই;—তাহাদের ভজন বেদবিধির অগোচর; কাজেই প্রাতঃকালে উঠিয়াই সেবা অর্থাৎ ভোজন করিতে হয়। সিদ্ধ পুরুষ ভক্ত কিংবা উচ্চাঙ্গের ভক্তগণ আত্মমত সেবা করেন; কাজেই প্রাতঃকালে উঠিয়া “চা”র পাত্র হাতে করিয়া একটু চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, পরে সেবা আরম্ভ করেন। মোট কথা, ভক্তি-যাজন একটা খেলা নহে; বিশেষ ভাবে শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ না করিলে কিছুতেই হয় না।

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।

ঐকান্তিকী হরেৰ্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কেবলম্ ॥

বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ও পঞ্চরাত্রের বিধি ব্যতীত নিজ কল্পিত মতে যদি খুব নিষ্ঠা সহকারেও ভক্তি-যাজন করা যায়, তাহাও উৎপাতমাত্র। যাহা হউক, সম্প্রতি তুলসী প্রভৃতির চয়ন-বিধি বলা হইতেছে।

অস্নাত্বা তুলসীং চিত্বা দেবার্থে পিতৃকৰ্ম্মণি।

তৎসর্বং নিষ্ফলং যাতি পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥

পদ্মপুরাণম্।

স্নান না করিয়া দেবকৰ্ম্ম কিংবা পিতৃকৰ্ম্মের জন্য তুলসী প্রভৃতি

চয়ন করিলে, তাহা নিষ্ফল হয় অর্থাৎ দেবকর্ম কিংবা পিতৃকর্মের অযোগ্য হয় । তাহাতে পঞ্চগব্য দিলে, তবে সকল অর্থাৎ ঐ সকল কর্মের যোগ্য হয় । মধ্যাহ্ন স্নানের পর তুলসী প্রভৃতি তুলিতে নাই । বচন যথা—

স্নানং কৃৎস্বা তু য়ে কেচিৎ পুষ্পং গৃহ্ণন্তি বৈ বিজঃ ।

দেবতাস্তন্ন গৃহ্ণন্তি ভস্মীভবতি কাষ্ঠবৎ ॥ ৭

হারীত-বচনম্ ।

মধ্যাহ্ন-স্নান করিয়া পুষ্প প্রভৃতি চয়ন করিলে, তাহা দেবতা গ্রহণ করেন না । পুষ্পাদি-চয়ন-ফল কাষ্ঠের গায় ভস্মীভূত হইয়া যায় ।

পুষ্প তুলসী প্রভৃতি নিজে চয়ন করাই শাস্ত্র-সঙ্গত ।

পত্র-পুষ্প-কুশাদীনি সাধকঃ সয়মাহরেৎ ।

অগ্নানীতৈঃ ক্রয়ক্রীতৈঃ পূজয়ন্নারকী ভবেৎ ॥

তুলসী প্রভৃতি পত্র, পুষ্প ও কুশাদি সাধক নিজে সংগ্রহ করিবেন । অশ্রুকর্ষক আনীত কিংবা মূল্য দ্বারক্রীত পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিলে নরক ভোগ করিতে হয় ।

যে স্থানে ক্রয় ব্যতীত কোনরূপেই পুষ্পাদি প্রাপ্তির উপায় নাই সে স্থানে শাস্ত্রান্তরে “বীর-ক্রয়” অর্থাৎ দর না করিয়া বিক্রেতা যাহা দেয়, তাহাই লইয়া মূল্য দিতে হয় ; বাচিত পুষ্পে পূজা করাও শাস্ত্র-নিষিদ্ধ ।

অথ তুলসী-চয়ন-বিধিঃ ।

প্রাতঃস্নান করিয়া তুলসী চয়ন করা উচিত । স্নান না করিয়া তুলসী চয়ন করা শাস্ত্র-নিষিদ্ধ ।

অস্নান্না তুলসীং চিত্বা যঃ পূজাং কুরুতে নরঃ ।

সোহপরাধী ভবেন্নিত্যং তৎ সর্বং নিষ্ফলং ভবেৎ ॥

বায়ুপুরাণম্ ।

যে ব্যক্তি স্নান না করিয়া তুলসী চয়ন করে ও তদ্বারা শ্রীভগবৎপূজা করে, সে অপরাধী ; তাহার সমস্ত কৰ্ম নিষ্ফল হয় ।

- স্নানান্তে তুলসী-বনের নিকট গমন করিয়া প্রণাম করিবে ও তিনবার কবতালি দিয়া বাম হস্তে তুলসী-শাখা ধারণপূর্বক নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া, এক একটি তুলসী চয়ন করিবে ও নিকটস্থ কোন পাত্রে রাখিবে ।

অথ তুলসী-চয়নমন্ত্রঃ ।

তুলসামৃতজন্মাসি সদা হং কেশব-প্রিয়া ।
 কেশমার্থে বিচিন্য়ামি বরদা ভব শোভনে ॥
 হৃদঙ্গসমুভৈঃ পত্রৈঃ পূজয়ামি যথা হরিম্ ।
 তথা কুরু পবিত্রাঙ্গি কলৌ মল-বিনাশিনি ॥
 মোক্ষৈকহেতো ধরণী-প্রশস্তে
 বিষ্ণোঃ সমস্তস্য গুরোঃ প্রিয়েতি ।
 আরাধনার্থং বর-মঞ্জরীকং
 লুণামি পত্রং তুলসি ক্ষমস্ব ॥

হে তুলসি ! হে শোভনে ! অমৃত হইতে তোমার উৎপত্তি হইয়াছে, তুমি সর্বদাই জনার্দনের প্রিয়া, কেশবের অর্চনার্থ আমি তোমাকে চয়ন করি, তুমি বরদায়িনী হও । হে পবিত্রাঙ্গি ! হে কলিমল-নাশিনি ! তোমার অঙ্গসমুত্ত পত্র দ্বারা যাহাতে শ্রীভগবানের অর্চনা করিতে পারি, তুমি তাহাই কর । হে তুলসি ! তুমি মুক্তির একমাত্র কারণ ; ভূতলে তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ নাই । তুমি চরাচর-গুরু শ্রীবিষ্ণুর প্রিয়া ; তাহার আরাধনার্থ তোমার মঞ্জরী ও পত্র চয়ন করিতেছি, তুমি ক্ষমা কর ।

মন্ত্ৰেণানেন যঃ কুর্যাৎ গৃহীত্বা তুলসীদলম্ ।
পূজনং বাসুদেবস্য লক্ষকোটিকলং লভেৎ ॥

স্কন্দপুরাণম্ ।

এই মন্ত্ৰে তুলসী চয়ন করিয়া শ্রীভগবানের পূজায় লক্ষকোটি গুণ ফললাভ হয় ।

অথ তুলসীচয়নে নিষেধঃ ।

সংক্রান্ত্যাং পক্ষয়োঃস্তে দ্বাদশ্যাং নিশি সন্ধ্যায়াঃ ।
তুলসীচ্ছেদনেনৈব বিষ্ণোঃ শির-বিকৰ্ত্তনম্ ॥

সংক্রান্তি, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, দ্বাদশী, রাত্রি ও সন্ধ্যা এই সমস্ত সময়ে তুলসী চয়ন করিলে বিষ্ণুর মস্তক ছেদন তুল্য হয় ।

তত্রাপবাদঃ—

সংক্রান্ত্যাদ্যৌ নিষিক্কাহপি তুলসাবচয়ঃ স্মৃতৌ ।
পরং শ্রীবিষ্ণুভক্তৈশ্চ দ্বাদশ্যামেব নেম্যতে ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

সংক্রান্তি প্রভৃতিতে তুলসী চয়ন করা নিষেধ থাকিলেও হরিভক্তগণ কেবল দ্বাদশীতে তুলসী চয়ন করিতে ইচ্ছা করেন না ।

নচ্ছিন্দ্যাৎ তুলসীং বিপ্রা দ্বাদশ্যাং বৈষ্ণবঃ কচিৎ ॥

বিষ্ণুধর্ষোত্তরম্ ।

বৈষ্ণব ব্যক্তি দ্বাদশীতে তুলসী চয়ন করিবেন না ।

দেবার্থে তুলসীচ্ছেদো হোমার্থে সমিধস্তথা ।

ইন্দুক্ষয়ে ন দুষ্যেত গবার্থে তু তৃণস্ত চ ॥

গরুড়পুরাণম্ ।

হরিপূজার্থ তুলসী চয়ন, হোমার্থে সমিধাহরণ, এবং গোসেবার জন্তু .
তুণ-সংগ্রহ অমাবস্তাদিতে দৃশ্যীয় নহে ।

এস্থলে মন্তব্য এই যে, ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ সমস্ত দিনে তুলসী চয়ন না .
করাই ভাল, দৈবীং যদি তুলসীর অভাব হয়, তাহা হইলে অমাবস্তা
পূর্ণিমা প্রভৃতিতে শ্রীহরিপূজার জন্তু তুলসী চয়ন করা যাইতে পারে ; কিন্তু
ছাদনীতে কদাচ চয়ন করিবে না । আলম্ব্য করিয়া চতুর্দশীতে তুলসী চয়ন
না করিয়া পূর্ণিমায়া চয়ন করিয়া শাস্ত্রমৰ্য্যাদা লঙ্ঘন না করাই উচিত ।

অথাসন-বিধিঃ ।

তুলসী পুষ্পাদি চয়ন করিয়া শুদ্ধ স্থানে রাখিবে । অনন্তর হস্ত
পদাদি ধৌত করিয়া শুদ্ধাসনে উপবেশন করিয়া আচমন করিবে ।
আসন নিয়ম যথা—

যতীনাশাসনং শুক্লং কূর্মাশাসনং কারয়েৎ ।

অন্যেষাম্ চতুষ্পাদং চতুরশ্রয়ং কারয়েৎ ॥

গোশকৃন্মাশয়ং ভিন্নং তথা পালাশ-পৈপ্পলম্ ।

লৌহবন্ধং সদৈবার্কং বর্জয়েদাসনং বৃধঃ ॥

দানমাচমনং হোমং ভোজনং দেবতার্চনম্ ।

প্রোঢ়পাদো ন কুবরীত স্বাধ্যায়কৈব তর্পণম্ ॥

আসনারুঢ়পাদস্ত জামুনোর্বীথ জজ্বয়োঃ ।

কৃতাবসকথিকো যন্ত প্রোঢ়পাদঃ স উচ্যতে ॥

বহুচ-পরিশিষ্টম্ ।

সন্ন্যাসীর আসন শুক্লবর্ণ ও কূর্মাশ্রুতি হইবে । তন্নিম্ন সকলেরই
আসন চতুষ্কোণ ও চতুর্দিকে এক হস্ত পরিমিত হইবে । দান, আচমন,
হোম, ভোজন, দেবতাপূজা, জপ ও তর্পণ প্রভৃতি প্রোঢ়পাদ হইয়া

ললাটে—ওঁ অং ধাতৃসহিতায় কেশবায় কীৰ্ত্ত্য নমঃ ।

উদরে—ওঁ আং অর্যম-সহিতায় নারায়ণায় কাৰ্ত্ত্য নমঃ ॥

বক্ষঃস্থলে—ওঁ ইং মিত্র-সহিতায় মাধবায় তুৰ্ভ্য নমঃ ।

কণ্ঠকূপে—ওঁ ঈং বরুণসহিতায় গোবিন্দায় পুৰ্ভ্য নমঃ ॥

দক্ষিণ কুক্ষিতে—ওঁ উং অংশুসহিতায় বিষ্ণবে ধৃত্য নমঃ ।

দক্ষিণ বাহুতে—ওঁ উং ভগসহিতায় মধুসূদনায় শান্ত্য নমঃ ॥

দক্ষিণ কন্ধরে—ওঁ ঋং বিবস্বৎসহিতায় ত্রিবিক্রমায় ক্রিয়ায়ৈ নমঃ ।

বাম কুক্ষিতে—ওঁ ৯ং ইন্দ্রসহিতায় বামনায় দয়ায়ৈ নমঃ ॥

বাম বাহুতে—ওঁ এং পৃষসহিতায় শ্রীধরায় মেধায়ৈ নমঃ ।

বাম কন্ধরে—ওঁ ঐং পর্জন্ত্যসহিতায় অম্বীকেশায় হর্ষায়ৈ নমঃ ॥

পৃষ্ঠে—ওঁ ওং ইক্ষ্ণুসহিতায় পদ্মনাভায় শ্রদ্ধায়ৈ নমঃ ।

কটিনেশে—ওঁ ঔং বিষ্ণুসহিতায় দামোদরায় লজ্জায়ৈ নমঃ ॥

শ্রীভগবানের অর্চনা যত সংক্ষেপে হয়, ততই সুবিধা ; কাজেই কেহ আর এভাবে তিলক ধারণ করেন না ! পূর্বোক্ত সহজ মন্ত্রেই করিয়া থাকেন । কিন্তু শাস্ত্রালোচনায় ও 'সাম্প্রদায়িক' মহাত্মার আচারে বুঝা যায়, এই ভাবে তিলক ধারণ করাই উচিত ।

কোন কোন পুরাণের মতে কণ্ঠ মূলেও তিলক ধারণের ব্যবস্থা আছে ; আমাদের সম্প্রদায়ে প্রচলিত নাই বলিয়া তাহার ব্যবস্থা লিখিলাম না ।

উক্তপুণ্ড্রং ললাটেতু সর্বেষাং প্রথমং স্মৃতম্ ।

ললাটাদিক্রমেণৈব ধারণন্তু বিধীয়তে ॥

উক্তপুণ্ড্র প্রথমেই ললাটে ধারণ করিতে হয় । শেষে মন্ত্রের ক্রমানুসারে পর পর অঙ্গে ধারণ করিতে হয় ।

অথোঙ্কপুণ্ড্র-রচনা-নিয়মঃ ।

বীক্ষ্যাদর্শে জলে বাপি যো বিদধ্যাৎ প্রযত্নতঃ ।

উঙ্কপুণ্ড্রং মহাভাগ স যাতি পরমাং গতিম্ ॥

দশাঙ্গুলপ্রমাণন্তু উত্তমোত্তমমুচ্যতে ।

নবাঙ্গুলং মধ্যমং স্যাৎ অষ্টাঙ্গুলমতঃ পরম্ ॥

এতৈরঙ্গুলিভেদৈস্তু কারয়েন্ন নথৈঃ স্পর্শেৎ ।

ত্রিকাণ্ডপুরাণম্ ।

দপর্গে কিংবা জলে মুখ দেখিয়া উঙ্ক পুণ্ড্র রচনা করিতে হয় । যিনি উঙ্ক পুণ্ড্র ধারণ করেন, তিনি পরমা গতি লাভ করেন । দশ অঙ্গুলি পরিমিত উঙ্কপুণ্ড্র উত্তম, নয় অঙ্গুলি পরিমিতি মধ্যম ও অষ্ট অঙ্গুলি পরিমিত কনিষ্ঠ, ইহাই শাস্ত্রের মত । উঙ্কপুণ্ড্র অঙ্গুলি দ্বারা রচনা করিবে, যেন নথস্পর্শ না হয় ।

• আরভ্য নাসিকামূলং ললাটাস্ত্যং লিখেন্মৃদম্ ।

• নাসিকায়ান্ত্রয়ো ভাগা নাসামূলং প্রচক্ষতে ॥

সমারভ্য ক্রবোমূলমন্তুরালং প্রকল্পয়েৎ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

নাসিকা-মূল হইতে আরম্ভ করিয়া ললাট পর্যন্ত মৃদিকা লেপন করিবে । নাসিকার তিনভাগ পর্যন্ত স্থানকে নাসিকামূল কহে । ক্রমূল হইতে মধ্যস্থলে ক্রান্তুরাল করিবে অর্থাৎ মধ্যস্থল মুছিয়া ফেলিয়া কেবল দুই পার্শ্বে তিলক রাখিবে ।

নাসাদিকেশপৰ্য্যন্তমূৰ্দ্ধপুণ্ড্রং সুশোভনম্ ।

মধ্যে ছিদ্রসমাযুক্তং তদ্বিছাদকরিমন্দিরম্ ॥

বামপার্শ্বে স্থিতো ব্রহ্মা দক্ষিণে তু সদাশিবঃ ।

মধ্যে বিষ্ণুং বিজানীয়াৎ তস্মান্মধ্যং ন লেপয়েৎ ॥

পদ্মপুরাণম্ ।

নাসিকা হইতে কেশ পর্যন্ত মধ্যে ছিদ্র সমায়ুক্ত সুশোভন উর্দ্ধপুণ্ড্রকে হরিমন্দির কহে । উর্দ্ধপুণ্ড্রের বামভাগে ব্রহ্মা, দক্ষিণে সদাশিব ও মধ্যস্থলে বিষ্ণু বাস করেন ; সেজন্য কদাপি মধ্যস্থল লেপন করিবে না ।

অনামিকা কামদোক্তা মধ্যমায়ুকরী ভবেৎ ।

অঙ্গুষ্ঠঃ পুষ্টিদঃ প্রোক্তস্তর্জ্জনী মোক্ষসাধনা ॥

স্বতিবচনম্ ৬

অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা তিলক রচনা করিলে, কামনা পূর্ণ হয় । মধ্যমা দ্বারা আয়ুবৃদ্ধি, অঙ্গুষ্ঠদ্বারা পুষ্টিলাভ ও তর্জ্জনী দ্বারা মোক্ষ লাভ হয় । আমাদের সম্প্রদায়ে তর্জ্জনীদ্বারা তিলক রচনাই প্রচলিত ।

অথোর্দ্ধপুণ্ড্র মৃত্তিকাঃ ।

পর্বতাত্রে নদীতীরে বিশ্বমূলে জলাশয়ে ।

শিশুতীরে চ বল্মীকে হরিক্ষেত্রে বিশেষতঃ ॥

বিম্বোঃ স্নানোদকং যত্র প্রবাহয়তি নিত্যশঃ ।

পুণ্ড্রাণাং ধারণার্থায় গৃহীয়াৎ তত্র মৃত্তিকাম্ ॥

শ্রীরঙ্গে বেকটাদ্রৌ চ শ্রীকৃষ্ণদ্বারকে শুভে ।

প্রয়াগে নারসিংহাদৌ বারাহে তুলসীবনে ॥

গৃহীত্ব মৃত্তিকাং ভক্ত্যা বিষ্ণুপাদজলৈঃ সহ ।

ধ্বজা পুণ্ড্রাণি চাক্ষেয় বিষ্ণুসায়ুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥

পদ্মপুরাণম্ ।

পৰ্বত, নদীতীর, বিষ্ণুশূল, জলাশয়, সমুদ্রতীর, বন্যীক, হরিতীর্থ, যেখানে প্রত্যহ বিষ্ণুপাদোদক পতিত হয় সেস্থান, শ্রীরঙ্গক্ষেত্র, বেকট পৰ্বত, কুর্মক্ষেত্র, দ্বারকা, প্রয়াগ, নরসিংহ ক্ষেত্র, বরাহ ক্ষেত্র, তুলসী বন প্রভৃতি স্থান ইহাতে মৃত্তিকা লইয়া যে ব্যক্তি বিষ্ণু চরণামৃত দ্বারা দ্বাদশাঙ্গে উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করেন, তিনি বিষ্ণুসায়ুজ্য লাভ করেন ।

অথ শ্রীগোপীচন্দন মাহাত্ম্যম্ ।

ব্রহ্মস্রো বাথ গোস্রো বা হেতুকঃ সর্বপাপকৃৎ ।
গোপীচন্দনসম্পর্কাৎ পূতো ভবতি তৎক্ষণাৎ ॥
গোপীচন্দনখণ্ডস্ত যো দদাতি হি বৈষ্ণবে ।
কুলমেকোত্তরং তেন সম্ভবেৎ তারিতং শতম্ ॥

পদ্মপুরাণম্ ।

ব্রহ্মঘাতী, গোঘাতী, শুক্লতর্ককারী, এমন কি সর্ববিধ পাপকারী ব্যক্তি গোপীচন্দন অঙ্গে ধারণ করিলে, তৎক্ষণাৎ পবিত্র হইয়া যায় । যে ব্যক্তি এক খণ্ড গোপীচন্দন বিষ্ণুভক্ত ব্যক্তিকে দান করেন, তাঁহার একশত এক কুল উদ্ধার হইয়া যায় ।

শঙ্খচক্রাঙ্কিততনুঃ শিরসা মঞ্জরীধরঃ ।
গোপীচন্দনলিপ্তাস্তো দৃষ্টশ্চেৎ তদঘং কুতঃ ॥

স্কন্দ পুরাণম্ ।

যে ব্যক্তির দেহে শঙ্খ চক্র অঙ্কিত থাকে, যে ব্যক্তি মস্তকে তুলসী মঞ্জরী ধারণ করেন ও যাহার সূর্য্যাস্ত গোপীচন্দন-লিপ্ত এতাদৃশ মহাত্মার দর্শন পাইলে, আর পাপভয় কোথা ?

গোপীমৃতুলসীশঙ্খঃ শালগ্রামঃ সচক্রকঃ ।

গৃহেহপি যস্য পঠ্যেতে তস্য পাপভয়ং কুতঃ ॥

স্কন্দ-পুরাণম্ ।

যাঁহার গৃহে গোপীচন্দন, তুলসী, শঙ্খ, শালগ্রাম শিলা ও দ্বারকা-চক্র
এই পঞ্চ বস্তু থাকে, তাঁহারই বা পাপভয় কোথা ?

অম্বরীষ মহাঘস্য ক্ষয়ার্থে কুরু বীক্ষণম্ ।

ললাটে যৈঃ কৃতং নিত্যং গোপীচন্দন-পুণ্ড্রকম্ ॥

পদ্ম-পুরাণম্ ।

গৌতম ঋষি অম্বরীষ রাজাকে বলিতেছেন,—হে অম্বরীষ, যদি মহা
পাতক ক্ষয় করিতে ইচ্ছাকর, তাহা হইলে, যাঁহার ললাটে গোপীচন্দন-
নির্ম্মিত উর্দ্ধ পুণ্ড্র আছে, তাঁহাকে দর্শন কর ।

দূতাঃ শৃণুত যদ্বালং গোপীচন্দনলাঙ্ঘিতম্ ।

জ্বলদিক্কনবৎ সোহপি ত্যাজ্যো দূরে প্রযত্নতঃ ॥

কাশীখণ্ডম্ ।

যমরাজ তাঁহার দূতগণকে বলিতেছেন,—হে দূতগণ, যাঁহার ললাটে
গোপীচন্দন লেপিত থাকিবে, তাঁহাকে জ্বলিত কাষ্ঠবৎ পরিত্যাগ করিবে
অর্থাৎ যেমন জ্বলিত কাষ্ঠ গ্রহণে হস্তদাহ অনিবার্য্য, তদ্রূপ গোপীচন্দনধারী
ব্যক্তির স্পর্শে যম-দূতগণও তাঁহার তেজে দগ্ধ হইয়া যাইবে ।

অথ তুলসীমূল-মৃত্তিকাধারণম্ ।

অথ তস্যোপরি শ্রীমতুলসীমূল-মৃৎস্রয়া ।

তত্রৈব বৈষ্ণবৈঃ কার্য্যমূর্দ্ধপুণ্ড্রঃ মনোহরম্ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ ।

গোপীচন্দন দ্বারা উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিয়া তদুপরি তুলসীমূল-মৃত্তিকা দ্বারা উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করা বৈষ্ণবের অবশ্যকর্তব্য ।

তুলসীমৃত্তিকাপুণ্ড্রং ললাটে यस্য দৃশ্যতে ।

দেহং ন স্পৃশতে পাপং ক্রিয়ামাণস্তু নারদ ॥

কাশীখণ্ডম্ ।

যাঁহার ললাটে তুলসীমূল-মৃত্তিকা-রচিত উর্দ্ধপুণ্ড্র থাকে, তিনি পাপ কার্য্য করিলেও পাপে লিপ্ত হন না ।

অথ মুদ্রাদি-ধারণম্ ।

ততো নারায়ণীং মুদ্রাং ধারয়েৎ প্রীতয়ে হরেঃ ।

মৎস্যকূর্মাদিচিহ্নানি চক্রাদীন্তাযুধানি চ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণানন্তর শ্রীহরির প্রীতির নিমিত্ত নারায়ণী মুদ্রা, শঙ্খ-চক্র প্রভৃতি আয়ুধ চিহ্ন ও মৎস্য কূর্মাদি চিহ্ন ধারণ করিবেন ।

আমাদের সম্প্রদায়ে কতকগুলি অতিরিক্ত ঐকান্তিক ভক্ত আছেন তাঁহারা ব্রজোপাসনা করেন বলিয়া শ্রীনারায়ণের নাম শুনিতে পারেন না ; শঙ্খচক্রাদি ধারণ তও দূরের কথা । বৈষ্ণব শাস্ত্র সিদ্ধান্ত না জানিয়া কতকগুলি মূর্খই এই মতের পক্ষপাতী হইয়াছেন । শঙ্খ চক্র চিহ্ন ধারণ বৈষ্ণবের অবশ্যকর্তব্য, তাহা শ্রীহরিভক্তিবিনাস দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় ।

অঙ্কিতঃ শঙ্খচক্রাভ্যাংমুভয়োর্ববাহুমূলয়োঃ ।

সমর্চয়েৎকরিং নিত্যং নাশ্বথা পূজনং ভবেৎ ॥

শ্রুতি বচনম্ ॥

বাহুযুগে শঙ্খচক্র চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া হরি পূজন করিবে ; অন্যথা পূজা নিফল হয় ।

শঙ্খচক্রোদ্ধিপুণ্ড্রাদিরহিতং ব্রাহ্মণাধমম্ ।

গদভঙ্গু সমারোপ্য রাজা রাষ্ট্রাৎ প্রবাসয়েৎ ॥

আদিত্যপুরাণম্ ।

শঙ্খচক্র চিহ্ন ও উদ্ধিপুণ্ড্রবিহীন ব্যক্তিকে রাজা গদভে চড়াইয়া রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিবেন ।

সর্বকৰ্ম্মাধিকারশ্চ শুভীনাংমৈব চোদিতঃ ।

শুচিব্রহ্ম বিজানীয়াৎ মদীয়াযুধধারণাৎ ॥

গরুড়-পুরাণম্ ।

শুচি অর্থাৎ পবিত্র না হইলে কোন কৰ্ম্ম অধিকার হয় না । আবার শঙ্খচক্রাদি চিহ্ন ধারণ না করিলে কেহই পবিত্র হইতে পারে না । এ কথা শ্রীভগবান্ গরুড়কে বলিয়াছেন ।

শঙ্খচক্রাদি চিহ্ন ধারণ বৈষ্ণবমাত্রাই অবশ্যকর্তব্য । যাহারা ব্রজোপাসনা করেন, তাঁহাদের পক্ষেও শঙ্খচক্রাদি চিহ্ন ধারণ বিরুদ্ধ নহে । এ সম্বন্ধে ভক্তি সন্দর্ভে লিখিত আছে—

“অথ শ্রীকৃষ্ণ-গোকুলোপাসনায়াগমিঃ যৎ শঙ্খচক্রগদাযুদাদি-
ধারণং, তৎ শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-চিহ্নেনৈব সঙ্গচ্ছতে” ।

শ্রীভক্তি সন্দর্ভঃ ।

শ্রীকৃষ্ণের গোকুলোপাসনাতেও যে শঙ্খচক্রাদি চিহ্ন ধারণ করার ব্যবস্থা আছে, তাহা আযুধ-বুদ্ধিতে ধারণ না করিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণ-চিহ্ন বুদ্ধিতে ধারণ করিলে ব্রজোপাসনার কোনই বিরোধ হয় না ।

অথ মুদ্রাদিধারণবিধিঃ ।

চক্রঞ্চ দক্ষিণে বাহৌ শঙ্খং বামেহপি দক্ষিণে ।
 গদাং বামে গদাধস্তাৎ পুনশ্চক্রঞ্চ ধারয়েৎ ॥
 শঙ্খোপরি তথা পদ্মং পুনঃ পদ্মঞ্চ দক্ষিণে ।
 খড়্গং বক্ষসি চাপঞ্চ সশরং শীর্ষি ধারয়েৎ ॥
 ইতি পঞ্চায়ুধান্যাদৌ ধারয়েদবৈষণ্বো জনঃ ।
 মংস্যঞ্চ দক্ষিণে হস্তে কূর্ম্মং বামকরে তথা ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাস-ধৃত-গৌতমীয়তন্ত্র-বচনম্ ।

দক্ষিণ বাহুমূলে চক্র ধারণ করিবে । বাম ও দক্ষিণ উভয় বাহু-
 মূলেই শঙ্খ-চিহ্ন ধারণ করিবে । বাম বাহুতে গদা, তন্নিম্নে চক্র ও বাম
 বাহু মূলস্থ শঙ্খের উপর পদ্ম ধারণ করিবে । দক্ষিণ বাহুতেও চক্রের
 নিম্নে পদ্ম ধারণ করিবে । বক্ষঃস্থলে খড়্গ ও মস্তকে স-শর চাপচিহ্ন
 ধারণ করিবে । এই পঞ্চ আয়ুধ চিহ্ন ধারণ করিয়া, দক্ষিণ হস্তে মংস্য ও
 বাম হস্তে কূর্ম্ম চিহ্ন ধারণ করিবে ।

সাম্প্রদায়িকশিষ্টানামাচারাচ্চ যথাকৃতি ।
 শঙ্খচক্রাদি-চিহ্নানি সর্বেষ্বঙ্গেষু ধারয়েৎ ।
 ভক্ত্যা নিজেষ্ঠদেবশু ধারয়েন্নক্ষণান্যপি ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাস-ধৃত-গৌতমীয়-তন্ত্রবচনম্ ।

স্বসাম্প্রদায়াচার্য্যগণের আচারানুসারে কেহ কেহ যে কোন অঙ্গেই
 শঙ্খচক্রাদি ধারণ করিয়া থাকেন । নিজ অভীষ্ট দেবের বেগুপ্রভৃতি
 চিহ্ন ও ধারণ করা কর্তব্য ।

ଅଥ ମାଳାଦି-ଧାରଣମ୍ ।

ତତଃ କୃଷ୍ଣାର୍ପିତା ମାଳା ଧାରୟେଽ ତୁଳସୀଦଳେଃ ।
 ପଦ୍ମାକ୍ଷେଷ୍ଟୁଳସୀକାର୍ଥେଃ କଳେଧାତ୍ରୀଞ୍ଚ ନିର୍ମିତାଃ ॥
 ଧାରୟେଽ ତୁଳସୀକାର୍ଥ-ଭୂଷଣାନି ଚ ବୈଷ୍ଣବଃ ।
 ମନ୍ତ୍ରକେ କର୍ଣ୍ଣୟୋ ବାହୋଃ କରୟୋଞ୍ଚ ଯଥାରୁଚି ॥

ଶ୍ରୀହରିଭକ୍ତି-ବିମ୍ଳାସଃ ।

ଅନନ୍ତର ତୁଳସୀପତ୍ର, ପଦ୍ମବୀଜ, ତୁଳସୀକାର୍ଥ ଓ ଧାତ୍ରୀ-ବୀଜ-ନିର୍ମିତ
 ମାଳା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକେ ଅର୍ପଣ କରିয়া ଅନ୍ତୋର୍ତ୍ତୀର୍ଣ ମାଳା ଧାରଣ କରିବେ । ବୈଷ୍ଣବ
 ଗଣ ମନ୍ତ୍ରକେ, କର୍ଣ୍ଣେ, ବାହୁତେ ଓ କରେ ତୁଳସୀ କାର୍ଥେର ଭୂଷଣ ଧାରଣ କରିବେ ।

ଅଥ ମାଳାଧାରଣ-ବିଧିଃ ।

ସନ୍ନିବେଶ୍ଚେବ ହରୟେ ତୁଳସୀକାର୍ଥମନ୍ତ୍ରବୀଜମ୍ ।
 * ମାଳାଂ ପଞ୍ଚାଂ ସ୍ବୟଂ ଧତ୍ତେ ସ ବୈ ଭାଗବତୋତ୍ତମଃ ॥
 ହରୟେ ନାର୍ପୟେଦ୍ ଯନ୍ତୁ ତୁଳସୀକାର୍ଥମନ୍ତ୍ରବୀଜମ୍ ।
 ମାଳାଂ ଧତ୍ତେ ସ୍ବୟଂ ମୃତଃ ସ ଯାତି ନରକଂ ହ୍ରୀବମ୍ ॥
 ଶ୍ଵାଳିତାଂ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟେନ ମୂଳମନ୍ତ୍ରେନ ସନ୍ନିତାମ୍ ।
 ଗାୟତ୍ରୀ ଚାର୍ତ୍ତକୃତ୍ତୋ ବୈ ସନ୍ନିତାଂ ଧୂପୟେଚ୍ଚ ତାମ୍ ।
 ବିଧିବଂ ପରୟା ଭକ୍ତ୍ୟା ସତ୍ତୋଜାତେନ ପୂଜୟେଽ ॥
 ତୁଳସୀକାର୍ଥ-ମନ୍ତ୍ରତେ ମାଳେ ବିଷ୍ଣୁଜନପ୍ରିୟେ ।
 ବିଭର୍ତ୍ତି ହାମହଂ କର୍ଣ୍ଣେ କୁରୁ ମାଂ କୃଷ୍ଣବଲ୍ଲଭମ୍ ॥
 ଯଥା ହଂ ବଲ୍ଲଭା ନିତ୍ୟଂ ବିଷ୍ଣୋର୍ବିଷ୍ଣୁଜନପ୍ରିୟା ।

তথা মাং কুরুদেবেশি নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ম্ ॥

দানে লা-ধাতুরুদ্দিষ্টো লাসি মাং হরিবল্লভে ।

ভক্তেভ্যশ্চ সমস্তেভ্য স্তেন মালা নিগত্বসে ॥

এবং সংপ্রার্থ্য বিধিবৎ মালাং কৃষ্ণগলেহপিভাম্ ।

ধারয়েদ্বৈষ্ণবো যো বৈ স গচ্ছেদ্বৈষ্ণবং পদম্ ॥

স্বন্দপুরাণম্ ।

যিনি তুলসীকাষ্ঠ-নির্মিত মালা হরিকে অর্পণ পূর্বক পরে নিজের ধারণ করেন, নিশ্চয়ই তিনি ভগবদ্বক্ত শ্রেষ্ঠ । যে মূর্থ তুলসীকাষ্ঠ-মালা ভগবান্কে প্রদান না করিয়া স্বয়ং ধারণ করে, তাহার নরক ভোগ অবশ্যস্তাবী । প্রথমতঃ তুলসীমালা পঞ্চগব্য দ্বারা ধৌত করিবে ; তদনন্তর তদুপরি মূলমন্ত্র জপ করিয়া, আটবার গায়ত্রী জপ করিবে ; পরে ধূপ ধূম স্পর্শ করাইয়া সন্তোজাত মন্ত্রে পূজা করিবে । সন্তোজাত মন্ত্র যথা—

• ওঁ সন্তোজাতং প্রপদ্যামি সদ্যোজাতায় বৈ নমো নমঃ ।

ভবে ভবেনাভিভবে ভজস্বমাং ভবোদ্ভবায় নমঃ ।

অনন্তর করজোড়ে প্রার্থনা করিবে । হে মালে, তুমি তুলসীকাষ্ঠ-নির্মিতা, বৈষ্ণবগণ তোমাকে অত্যন্ত প্রীতি করেন ; আমি তোমাকে কণ্ঠে ধারণ করিতেছি ; তুমি আমাকে শ্রীহরির প্রিয়পাত্র কর । হে কৃষ্ণ-বল্লভে ! যে রূপ তুমি কৃষ্ণপ্রিয় ও কৃষ্ণভক্তগণ তোমাতে যে রূপ নিরন্তর প্রীতি করেন, আমাকে সেই রূপ কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের প্রিয়পাত্র কর । লা-ধাতুর অর্থ দান করা ; তুমি আমাকে নিখিল ভক্তকে দান কর ; অতএব তোমার “মালা” এই নাম সার্থক । এইরূপ বিধি অনুসারে সংস্কার, পূজা ও প্রার্থনাদি করিয়া প্রথমতঃ শ্রীবিগ্রহের কণ্ঠে তুলসীমালা অর্পণ করিয়া পরিশেষে যে ব্যক্তি স্বয়ং ধারণ করেন, তাহার অবশ্য শ্রীহরি ধামে গতি হয় ।

অথ মালা-ধারণ-নিত্যতাঃ ।

ধারণ্যস্তি ন যে মালাং হৈতুকাঃ পাপবুদ্ধয়ঃ ।

নরকায় নিবর্তন্তে দক্ষাঃ কোপায়িনাঃ হরেঃ ॥

গরুড়পুরাণম্ ।

ন জহাৎ তুলসীমালাং ধাত্রীমালাং বিশেষতঃ ।

মহাপাতকসংহন্ত্রীং ধর্মকামার্থদায়িনীম্ ॥

স্কন্দপুরাণম্ ।

যে পাপমতি হেতুনিষ্ঠ অর্থাৎ “মালা পরিলে কি হয়” ইত্যাদি তর্কনিষ্ঠ হইয়া তুলসীমালা ধারণ করে না—সে শ্রীহরির কোপাননে দণ্ড হয় ও তাহার কদাপি নরক-নিবৃত্তি হয় না । মহাপাতকনাশিনী ও চতুর্ভুজ-দায়িনী তুলসীমালা ও ধাত্রীমালা কদাপি পরিত্যাগ করিবে না ।

অথ মালাধারণ-মাহাত্ম্যম্ ।

নির্ম্মাল্য-তুলসীমালামুক্তো যশ্চার্চয়েদ্ধরিম্ ।

যদ্ যৎ কৰোতি তৎ সর্বমনস্তফলদং ভবেৎ ॥

অগস্ত্যসংহিতা ।

শ্রীহরির অঙ্কোত্তীর্ণ তুলসী-মালা কণ্ঠে ধারণ করিয়া যে ব্যক্তি শ্রীহরির অর্চনা করেন, তাঁহার সমস্ত কর্ম্মই অশেষ ফল হয় ।

যে কণ্ঠলগ্ন-তুলসী-নলিনাক্ষমালা,

যে বা ললাটফলকে লসদৃক্ষপুণ্ড্রাঃ ।

যে বাহমূল পরিচিহ্নিত শঙ্খচক্রা-

স্তেবৈষ্ণবা ভুবনমাশু পবিত্রয়স্তি ॥

নারদীয়-পুরাণম্ ।

যাঁহাদের কণ্ঠদেশে তুলসীমালা ও পদ্মবীজমালা সংলগ্ন থাকে, যাঁহাদের ললাটে উৎকৃষ্ট বিরাজমান, যাঁহাদের বাহ্যমূলে শঙ্খচক্রাদিচিহ্ন বর্তমান সেই সকল বৈষ্ণব ভুবন পবিত্র করেন ।

তুলসীকাষ্ঠ-মালাস্তু কণ্ঠস্থং বহতে তু যঃ ।

অপ্যশৌচোহপ্যনাচারো মামেবৈতি ন সংশয়ঃ ॥

বিষ্ণুধর্মোত্তরম্ ।

যে ব্যক্তি তুলসীকাষ্ঠ নির্মিতা মালা কণ্ঠদেশে বহন করেন, তিনি অপবিত্রই হউন বা আচারভ্রষ্টই হউন, আমাকে নিশ্চয়ই পাইবেন ; তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই ।

ধাত্রীফলকৃতা মালা তুলসীকাষ্ঠসম্ভবা ।

দৃশ্যতে যস্য দেহে তু স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥

স্কন্দ-পুরাণম্ ।

যাঁহাদের দেহে ধাত্রী-বীজ মালা ও তুলসীকাষ্ঠ-নির্মিত মালা দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা শ্রীহরিভক্তচূড়ামণি অর্থাৎ তাঁহাদের সম্বন্ধে কোন বিচার না করিয়া তাঁহাদিগকে পক্ষ ভাগবত বলিয়া জ্ঞান করিবে ।

মালাযুগ্মস্তু যো নিত্যং তুলসীধাত্রীসম্ভবম্ ।

বহতে কণ্ঠদেশে চ কল্পকোটি দিবং বসেৎ ॥

স্কন্দপুরাণম্ ।

যিনি ধাত্রীমালা ও তুলসীমালা কণ্ঠদেশে ধারণ করেন, তিনি কোটি কল্প হরিধামে বাস করেন ।

তুলসীকাষ্ঠসমুতাং যো মালাং বহতে নরঃ ।

ফলং যচ্ছতি দৈত্যারিঃ প্রভ্যহং ধারকোত্তমম্ ॥

নিবেদ্য বিষ্ণবে মালাং তুলসীকাষ্ঠসম্ভবাম্ ।

বহতে যো নরো ভক্ত্যা তস্য বৈ নাস্তি পাতকম্ ॥

প্রায়শ্চিত্তং ন তস্যাস্তি নাশোচন্তস্য বিগ্রহে ।

তুলসীকাষ্ঠসম্ভূতং শিরসো যস্য ভূষণম্ ।

বাহ্ৰোঃ করে চ মর্ত্যস্য দেহে তস্য সদা হরিঃ ॥

তুলসীকাষ্ঠমালাভি ভূষিতঃ পুণ্যমাচরেৎ ।

পিতৃণাং দেবতানাঞ্চ কৃতং কোটিগুণং কলৌ ॥

তুলসীকাষ্ঠমালাস্তু প্রেতরাজস্য দূতকাঃ ।

দৃষ্ট্বা নশ্যন্তি দূরেণ বাতোক্কৃতং যথা দলম্ ॥

তুলসীকাষ্ঠমালাভিভূষিতো ভ্রমতে যদি ।

দুঃসপং দুর্নিমিত্তঞ্চ ন ভয়ং শস্ত্রজং ক্ৰটিৎ ॥

গরুড়পুরাণম্ ।

যে ব্যক্তি প্রত্যহ তুলসীকাষ্ঠ-মালা ধারণ করিয়া থাকেন, দৈত্য-
নিশ্চরন হরি তাঁহাকে দ্বারকাবাসের ফল দান করেন । যে ব্যক্তি তুলসী-
কাষ্ঠমালা শ্রীহরিকে নিবেদন করিয়া, পরে স্বয়ং ভক্তিপূর্বক ধারণ করেন,
তাঁহাকে কোনরূপ পাপই স্পর্শ করিতে পারে না । যিনি তুলসীকাষ্ঠ-
মালা শিরোভূষণরূপে ধারণ করেন, তিনি বাহতে কিংবা করে ধারণ
করেন, তাঁহার কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত নাই, তাঁহার দেহে কোনরূপ অশৌচ
নাই, তাঁহার দেহে সর্বদা হরি বাস করিয়া থাকেন । তুলসীকাষ্ঠ-মালা
ধারণ করিয়া কোন পুণ্য কর্ম কিংবা দৈব ও পৈত্র কর্ম করিলে, কোটিগুণ
ফললাভ করা যায় । যমদূতগণ দূর হইতে তুলসীকাষ্ঠমালাধারী ব্যক্তিকে
দেখিয়া বায়ু-তাড়িত পত্রবৎ পলায়ন করে । যে ব্যক্তি তুলসীকাষ্ঠ-মালা

ভূষিত হইয়া বিচরণ করেন, তাঁহার দুঃস্বপ্ন, দুর্ঘটনা, শঙ্কভয় প্রভৃতি কিছুই থাকে না ।

তিলক,মুদ্রা ও তুলসীমালা ধারণের বহু মাহাত্ম্য পুরাণাদিতে কীর্তিত আছে ; গ্রন্থ-বিস্তার-ভয়ে সমস্ত বচন উদ্ধৃত করিলাম না । মোট কথা, বাহ্যচার হইলেও এগুলি ভজনাদি ; তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই । পরম কারুণিক শ্রীভগবান্ এ গুলির মধ্যে কি যে অচিন্ত্যশক্তি নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা বুঝা ভার । ঘোর পাষণ্ড ব্যক্তিও যদি তিলক-মুদ্রাদি ধারণ করে, তাহা হইলে অল্পকাল মধ্যে সেও হরিদাস হইয়া উঠে ।

এক সময়ে এক ব্যাধ পক্ষী বধ করিবার জন্য অনেকক্ষণ বনে বনে ঘুরিয়া একটিও পক্ষী ধরিতে পারিল না ; তাহার ভীষণ মূর্তি দেখিলেই পক্ষিগণ উড়িয়া যায় ; পরিশেষে সে পিপাসাতুর হইয়া এক জনাশয়ের নিকটবর্তী হইয়া দেখে,—একজনবৈষ্ণব তিলক-মুদ্রাদি ধারণ করিয়া সেই দিকে আসিতেছেন । তিনি যে পথে আসিতেছেন, তাহার দুই পার্শ্বে কত পক্ষী বসিয়া আছে ; কিন্তু তাঁহাকে ছেঁথিয়া একটিও উড়িয়া গেল না । এই ব্যাপার দেখিয়া ব্যাধ মনে মনে ভাবিল,—আমিও কা'ল এইরূপ তিলকমুদ্রা ধারণ করিয়া পক্ষী ধরিতে আসিব ; তাহা হইলে আমার পক্ষী উড়িয়া যাইবে না । এইরূপ চিন্তা করিয়া সে জলপানান্তে সেদিন নিষ্কণ্ঠে গমন করিল । পরদিন প্রাতঃকালে গলদেশে মোটা মোট তুলসী মালা, ললাটে উচ্চ পুণ্ড্র ও সর্বাঙ্গে শ্রীহরিনামাকর ও শঙ্খচক্রাদি চিহ্ন ধারণ করিয়া ব্যাধ শিকারে বহির্গত হইল । কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! তাহাকে দূর হইতে দেখিবামাত্র বনের পক্ষিগণ উড়িয়া পলায়ন করিত, সেই ব্যাধ আজ নিকটবর্তী হইলেও পক্ষিগণ উড়িয়া গেল না । ইহাতে সেই ব্যাধ বিস্মিত হইল ; কি যেন এক ভাবের স্রোতে তাহার আশ্চর্য্যবৃত্তিগুলি ধুইয়া গেল । ব্যাধ মনে মনে ভাবিতে লাগিল, আমার ভণ্ডবেশেই

পক্ষিগণ মুগ্ধ হইয়াছে ; কিন্তু ইহা যদি আমার প্রকৃত বেশ হইত, তবে না জানি কি হইত !! বোধ হয়, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইত। এ বেশের এত শক্তি !! এত দিন, ত ইহা জানিতাম না। হায় হায়, এত দিন এ বেশ ধারণ না করিয়া কি কুকর্মই করিয়াছি ! এইরূপ নানাবিধ অশুভাপ করিয়া, ব্যাধ সেই তিলক মুদ্রাদি-রচিত বেশকেই জীবনের সার অবলম্বন করিয়া লইল এবং 'উত্তরকালে একজন ভগবন্তকৃচ্ছাদামণি হইয়া উঠিল।

“এগুলি বাহ্য” বলিয়া অনেকেই নাসিকা কুঞ্জন করিয়া থাকেন ; কিন্তু তাহারা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, যে ব্যক্তি অল্লায়াস-সাধ্য বাহ্য কর্ম করিতে পারে না, সে কেমন করিয়া হুঃসাধ্য মানস ভজন করিতে সমর্থ হইবে ? বিশেষতঃ—সার্ট, কোট, চেন, ঘড়ি, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, মাথায় টেড়ি ইত্যাদি বেশে সাজিয়া, জীপুত্র, ইয়ার, বন্ধু, আইনের পুস্তক, ঔষধের দোকান, জমিদারীর কাগজ পত্র প্রভৃতি সম্মুখে লইয়া মানস ভজন করা অপেক্ষা তুলসীমালা, তিলক, মুদ্রা, হরিনামাক্ষর প্রভৃতিতে সাজিয়া শালগ্রাম চিত্রপট শিবলিঙ্গ দেবপ্রতিমা প্রভৃতি সম্মুখে রাখিয়া মানস ভজন করাটাই সহজ নহে কি ? “যেন কেনাপ্যুপায়েন মনঃ ক্রমেষু নিবেশয়েৎ” যে কোনও উপায়ে মন ক্রমে নিবেশ করিবে ; এই শাস্ত্রবাক্য অনুসরণ করিয়া, বাহাতে সর্বদা মনে হরিশ্রুতি জাগরুক থাকে, এমন কর্ম করা সকলেরই একান্ত আবশ্যক। ভক্তের বেশে থাকিলে, হরিশ্রুতি অবশ্যই আসিবে ; তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

গঙ্গা-পিপাচ যেমন পানীর অস্থি গঙ্গায় থাকিতে দেয় না, সেইরূপ আজকাল অনেক পিপাচের আবির্ভাব হইয়াছে। তাহারা কিছুতেই শাস্ত্রীয় আচারে কাহাকেও থাকিতে দেয় না। অনেকেই তাহাদের কুহকে পড়িয়া মালা-তিলকাদি-রচিত সর্বশেষ ত্যাগ করিয়া, স্ব স্ব দুর্ভাগ্যের পরিচয়

দিত্তেছেন । আমার অনুরোধ, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, তাঁহারা যে বেশে থাকেন, তদপেক্ষা তত্ত্ব-বেশের সার্থকতা অধিক কি না ।

• অথ গৃহে সঙ্ক্যাপাসনাবিধিঃ ।

নদীতীরে সঙ্ক্যাবন্দনাদি করিবার সুযোগ না পাইলে, স্থানান্ত্রে তিনক-
ধারণাদি করিয়া গৃহে সঙ্ক্যাবন্দনাদি করিবেন । তাহাতে বিশেষ
এই যে—

সঙ্ক্যাপান্ত্যাদিকং কার্য্যং ততঃ কুর্য্যাদ্ যথাবিধি ।

কৃষ্ণপাদোদকে নৈব তত্র দেবাদিত্তর্পণম্ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ।

তিনকাদি ধারণান্ত্রে বৈদিকী ও তান্ত্রিকী সঙ্ক্যা করিবে । শ্রীকৃষ্ণ-
চরণামৃত দ্বারা দেবতর্পণ ও পিতৃতর্পণ প্রভৃতি করিবে ।

গৃহে ত্রেকগুণা সঙ্ক্যা গোষ্ঠে দশগুণা স্মৃতা ।

শতসাহস্রিকা নট্যামনস্তা বিষ্ণুসম্মিধৌ ॥

বশিষ্ঠবচনম্ ।

গৃহে সঙ্ক্যাবন্দনাদি করিলে ত্রেক গুণ হয়, গোষ্ঠে করিলে তাহার দশগুণ,
নদীতীরে শত সহস্রগুণ ও বিষ্ণুমন্দিরে অনন্তগুণ ফললাভ হয় ।

আমাদের সমুদায়ে প্রায় সকলকেই বিষ্ণু-মন্দিরে কিংবা তুলসী-
বৃক্ষতলে সঙ্ক্যাপূজাদি করিতে দেখা যায় । শাস্ত্রানুসারে বিবেচনা করিলে,
দেখা যায়—এ ব্যবস্থাটি মন্দ নহে ।

• অথ শ্রীগুরুপূজা ।

পূজয়িষ্যন্ততঃ কৃষ্ণমাদৌ সন্নিহিতং গুরুম্ ।

প্রণম্য পূজয়েন্তুগুণা দক্ষা কিঞ্চিদুপায়নম্ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ।

শ্রীকৃষ্ণ পূজাভিনাবী ব্যক্তি প্রথমতঃ নিকটস্থ শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করিয়া, কিঞ্চিৎ উপায়ন অর্থাৎ প্রণামী দিয়া তাঁহাকে পূজা করিবেন ।

রিক্তপাণি ন'পশ্যেত রাজানং ভিষজং গুরুম্ ।

নোপায়নকরঃ পুত্রং শিষ্যং ভৃত্যং নিরীক্ষয়েৎ ॥

শ্রুতিমহার্ণব-বচনম্ ।

রাজা, চিকিৎসক ও গুরুর সহিত রিক্তহস্তে সাক্ষাৎ করিবে না এবং উপায়ন-হস্ত হইয়া পুত্র, ভৃত্য ও শিষ্যের সহিত সাক্ষাৎ করিতে নাই ।

প্রথমম্ভু গুরুং পূজ্য ততশ্চৈব মদর্শনম্ ।

কুর্ত্বন্ সিদ্ধিমবাপ্নোতি হনুত্থা নিষ্ফলং ভবেৎ ॥

শ্রীমন্তাগবতম্ ।

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—প্রথমে গুরুপূজা করিয়া, পরে আমার পূজা করিলে সিদ্ধিলাভ হয় ; অন্যথা পূজা কলবতী হয় না ।

অথ শ্রীগুরুপাদানাং প্রাপ্যানুজ্ঞাক্ষ সাধকঃ ।

প্রাক্ সংস্কৃতং হরের্গেহং প্রবিশন্ পাদুকে ত্যজেৎ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ।

এইরূপে সাধক শ্রীগুরুদেবকে প্রণামাদি করিয়া, তাঁহার আজ্ঞা লইয়া, শ্রীহরি পূজনার্থ গোময়াদি দ্বারা সংস্কৃত শ্রীহরি-মন্দিরে প্রবেশ করিবেন । শ্রীমন্দিরে প্রবেশকালে পাদুকা ত্যাগ করিবেন ।

অগ্ন্যাগারে গবাং গোষ্ঠে দেবব্রাহ্মণসম্মিধৌ ।

জপে ভোজনকালে চ পাদুকে পরিবর্জয়েৎ ॥

আপস্তম্ব-বচনম্ ।

যে গৃহে হোমাদি থাকে সেই গৃহে, গোশালায়, দেব ব্রাহ্মণ সম্মুখে, জপ সময়ে ও ভোজনকালে পাদুকা ত্যাগ করিবে ।

ততঃ শ্রীভগবৎপূজামন্দিরস্থানং গতঃ ।

প্রক্ষাল্য হস্তৌ পাদৌ চ দ্বিরাচমনমাচরেৎ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ।

তদনন্তর শ্রীভগবৎপূজা-মন্দিরের অঙ্গনে গিয়া হস্ত ও পদ প্রক্ষালন-পূর্বক দুইবার আচমন করিবে ।

শ্রীগুরুপূজা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা ও বিবেচনার বিষয় আছে । আমাদের সম্প্রদায়ে দেখা যায়, অনেকেই গুরুপূজা লইয়া খুব একটা ধুম-গাম বাধাইয়া বসেন । ইষ্ট পূজা করিবার পূর্বে ফুল তুলসী দিয়া কেহ কেহ গুরুপূজা করেন । কেহ বা গুরুদেবের পাছকা (খড়ম) ফুল তুলসী দিয়া পূজা করেন । কেহ বা ভাগ্যবলে কোন দিন গুরুদেবের দর্শন পাইলে, ফুল তুলসী দিয়া তাঁহার চরণ পূজা করেন । কেহ বা গুরুকে কৃষ্ণদাস জ্ঞান করিয়া, কেহ বা শ্রীরাধিকার দাসী মনে করিয়া, কৃষ্ণের প্রসাদ প্রভৃতি দ্বারা গুরুপূজাদি করিয়া থাকেন ; কেহ বা গুরুকে স্বয়ং কৃষ্ণ জ্ঞান করিয়া তাঁহার সহিত ব্রজ-গোপীদের লীলাদি করিয়া থাকেন—ইত্যাদি নানা ভাবে গুরুপূজার আবির্ভাব হইয়াছে । কোন কোন সংগ্রহপুস্তকে শ্রীগুরুর ধ্যানও দেখিতে পাওয়া যায় । কিন্তু গুরু কেমন করিয়া জীত্ব প্রাপ্ত হন, তাহা ত খুঁজিয়া পাই না । বাহা ইউক, এ সম্বন্ধে সকলেরই স্ব সম্প্রদায়-প্রচলিত শাস্ত্র ও আচারের অনুসন্ধান রাখা উচিত । শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে প্রাতঃকালে শয্যাভ্যাগের পর ব্রহ্ম-রক্ষুস্থিত সহস্রদলপদ্মে শ্রীগুরুর চিত্তা, প্রাতঃস্নানান্তে তিলকাদি ধারণের পর গুরুদেব নিকটবর্তী থাকিলে তাঁহাকে প্রণাম, ইষ্টপূজার আজ্ঞা-গ্রহণ ও পূজাকালে আসনে বসিয়া—“গুরুভ্যো নমঃ” ইত্যাদিরূপে প্রণাম ছাড়া শ্রীগুরুপূজা সম্বন্ধে আর কিছুই নাই । যদি অন্য কোন শাস্ত্রে থাকে, তাহা হইলে, তাহা গোড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার নহে । এ সম্বন্ধে শ্রীজীব গোস্বামী নাম শ্রীভাগবত-সন্দর্ভে লিখিয়াছেন—

“তথা পীঠপূজায়াং ভগবদ্বামে শ্রীগুরুপাদুকা-পূজনমেবং
সঙ্গচ্ছতে । যথা, যএব ভগবানত্র ব্যষ্টিরূপতয়া ভক্তাবতারত্বেন
শ্রীগুরুরূপো বর্ততে, সএব তত্র সমষ্টিরূপতয়া স্ববামপ্রদেশে
সাক্ষাদবতারত্বেনাপি তদ্রূপো বর্ততে ।”

পীঠপূজায় শ্রীভগবানের বামভাগে শ্রীগুরু-পাদুকা পূজার এইভাবে
সামঞ্জস্য হয় । (গুরুপাদুকাশব্দে অনেকে গুরুদেবের খড়ম বুঝিয়া
গুরুদেবের একজোড়া খড়ম পূজা করিয়া থাকেন ; কিন্তু গুরু-পাদুকা
শব্দে গুরুর খড়ম নহে, এস্থলে পাদুকাশব্দটি গৌরবার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ;
গুরুপাদুকা শব্দের অর্থ গুরুদেব) । যে ভগবান্ ভক্তাবতার ব্যষ্টিগুরুরূপে
জগতে প্রকাশিত আছেন, তিনিই সমষ্টিরূপে সাক্ষাৎ অবতার-মূর্তিতে
শ্রীভগবানের বামপ্রদেশে বিরাজ করিতেছেন ।

শ্রীভগবান্ নিজে তাঁহার তত্ত্ব বা ভজন প্রণালী না দেখাইলে, জীবের
সাধ্যও নাই যে নিজ বুদ্ধিবলে তাহা বুঝিতে পারে । কাজেই তিনি গুরুরূপে
নিজতত্ত্ব বুঝাইয়া জীবকে কৃতার্থ করেন । ভগবান্ যে প্রকাশে নিজ তত্ত্ব
বুঝাইয়া দেন, সেই প্রকাশের নাম “গুরু” । তিনিই শ্রীভগবানের বাম-
দেশস্থ সমষ্টি গুরু । জীব সে মূর্তি সাক্ষাৎ গ্রহণ করিতে পারে না ;
এজন্য তিনি জাগতিক কোন ভক্তশ্রেষ্ঠে নিজশক্তি সঞ্চার করিয়া, তাঁহার
দ্বারা জীবকে ভক্তনোপদেশ করেন ; এই ভক্তশ্রেষ্ঠই ব্যষ্টিগুরু । যে
ভক্তশ্রেষ্ঠ আমাকে ভক্তনোপদেশ করিলেন, তিনি আমার গুরু ; যিনি
রামকে ভক্তনোপদেশ করিলেন, তিনি রামের গুরু ; যিনি শ্রামকে ভক্তনো-
পদেশ করিলেন, তিনি শ্রামের গুরু । এই ভাবে জাগতিক ব্যষ্টি গুরু বহু ।
কিন্তু সমস্ত জাগতিক ব্যষ্টিগুরুই সেই শ্রীভগবানের বামদেশস্থ সমষ্টি
গুরুর শক্তিতে জগতে ভজনতত্ত্ব প্রকাশ করিতেছেন । শ্রীভগবানের
বামদেশস্থ সমষ্টিগুরুই জাগতিক সমস্ত ব্যষ্টিগুরুর মূল ; অতএব তিনিই

জগদগুরু । ব্রহ্মরক্ষা হিঁসিত সহস্রদল পদে ও পীঠপূজার গুরু-পাদুকা রূপে এই সমষ্টি গুরুই গৃহীত হইয়াছেন । পূর্বনির্দিষ্ট পূজার পূর্বে যে গুরু-দেবের অনুমতি গ্রহণ করিতে হয়, তিনি ভক্তশ্রেষ্ঠ বা ভক্তাবতার ব্যষ্টি-গুরু । এখন সুধীগণ বিবেচনা করিবেন, কি ভাবে গুরুপূজা করিতে হয় । প্রত্যক্ষ দৃষ্টে আমার গুরুকে আমি শাস্ত্রের আঁজার মনুষ্য মনে করিব না বটে, কিন্তু তিনি ভক্তশ্রেষ্ঠ ; কাজেই আমার নিকট তদনুরূপ পূজাই গ্রহণ করিবেন ; আমিও তাঁহার প্রীতির নিমিত্ত কৃষ্ণপ্রসাদাদি দ্বারা তাঁহার সেবা করিব । কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বামপার্শ্বস্থ সমষ্টি গুরুকে শ্রীকৃষ্ণেরই মূর্তিবিশেষ জ্ঞানে তদনুরূপ পূজাদি করিবে—এইভাবে গুরুতত্ত্ব হির করিয়া সাধুনপথে অগ্রসর হইতে না পারিলে, পরম-পুরুষার্থ লাভ সুদূর পরাহত ।

বর্তমান সময়ে ব্যবসাদার গুরুগণ আপন আপন প্রসার প্রতিপত্তি বাড়াইবার জন্য প্রায়ই কৃষ্ণ হইয়া বসেন এবং শিষ্যদের এইরূপ উপদেশ দেন, বাহাতে তাহারা কৃষ্ণবুদ্ধিতে তাঁহাদের চরণে ফুল তুলসী দান করে । কোন কোন প্রেমদাতা গুরু রমণীমহলে শিক্ষামন্ত্র প্রভৃতি প্রদানকালে স্বয়ং কৃষ্ণ হইয়া তাহাদিগকে গোপীভাব আশ্বাদন করান । শাস্ত্র দেখিয়া এখন সকলেরই সাবধান হওয়া উচিত । ধর্মের নামে অধর্মের বৃদ্ধি করিয়া সম্প্রদায় লোপ করা কখনও উচিত নহে । আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে,—সকলে শাস্ত্র দেখুন, ভজনপ্রণালী বুঝুন এবং অন্তরমহলবিহারী কৃষ্ণদের শিক্ষা দিবার জন্য “কৌৎকা হাতে বলরাম” হউন । এ বিষয়ে অধিক আলোচনা করিয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি না করিয়া নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবের নিত্যকৃত্য সম্বন্ধে আলোচনা করাই উচিত মনে করি ।

দীক্ষাগুরু উপস্থিত থাকিলে, সাধক তাঁহার নিকট অনুমতি গ্রহণ করিয়া ইষ্টপূজার উপক্রম করিবেন । বৈদিক, পৌরাণিক ও তান্ত্রিক এই ত্রিবিধ আচারে যন্ত্র-দেবতার পূজা হইতে পারে । বর্তমান সময়ে

বৈদিকী ও পৌরাণিকী দীক্ষা আমাদের দেশে প্রচলিত না থাকায়, কেবল তত্ত্বোক্ত দীক্ষা ও পূজাই অচ্যুত হইয়া থাকে ; সুতরাং তাত্ত্বিকী পূজাই আলোচনার প্রবৃত্তি হইবে । বিশেষতঃ কলির জীব শক্তিহীন ; কাজেই তাহাদের বৈদিকী ও পৌরাণিকী দীক্ষায় সিদ্ধিলাভ সহজ নহে ।

কৃতে শ্রুত্যান্তমার্গঃ স্মৃতাং ত্রেতায়াং স্মৃতিভাবিতঃ ।

দ্বাপরে তু পুরাণোক্তঃ কলাবাগমসম্ভবঃ ॥

অশুদ্ধাঃ শূদ্রকন্না হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ ।

তেষামাগম-মার্গেণ শুদ্ধিন্ শ্রোতবজ্জনা ॥

বিষ্ণুসামল-বচনম্ ॥

সত্যযুগে বেদোক্ত মার্গে, ত্রেতার স্মৃত্যুক্ত মার্গে, দ্বাপরে পুরাণোক্ত মার্গে ও কলিকালে আগমোক্ত মার্গে হরিভজন করা বিধেয় । কলিকালে ব্রাহ্মণগণ সংস্কারাদিহীন ও যথোচিত বেদপাঠ, গুরুগৃহে বাস প্রভৃতি ত্যাগ করিয়াছেন ; সেজন্য সত্য প্রভৃতি যুগের জায় তাহাদের পবিত্রতা নাই এবং তাদৃশ সাধনশক্তিও নাই ; অতএব শূদ্রতুল্য ইহাদের বেদোক্ত মার্গে সিদ্ধিলাভ সুদূর ; সুতরাং আগমোক্ত মার্গই আদরণীয় ।

তদ্ব শাস্ত্রের অবধি নাই । যিনি যে সম্প্রদায়ভুক্ত, তিনি সেই সম্প্রদায় পরিগৃহীত তদ্ব্যমতে নিজমন্ত্র-দেবতার অর্চনা করিবেন । বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে গোতমীয় তদ্ব, সনৎকুমার সংহিতা, ত্রৈলোক্য-সংমোহন তদ্ব প্রভৃতি গৃহীত হইয়াছেন ; কাজেই বৈষ্ণবের তদনুসারে অর্চনাদি করাই বিধেয় ।

অথ দ্বার-দেবতা-পূজা ।

শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণ হইতে হস্ত পদাদি ধৌত করিয়া, শ্রীমন্দিরের দ্বারদেশে আসিয়া, প্রথমতঃ দ্বার-দেবতাগণের পূজা করিতে হয় । শ্রীভগবানের শাস্ত্রে বাহারা দ্বারপালানিরূপে দ্বারদেশে অবস্থান করেন, তাহারাষ্ট দ্বার-

দেবতা নামে কথিত হন । শ্রীভগবানের বৈকুণ্ঠাদি ধামস্থ শ্রীমন্দিরের চতুর্দিকে চারিটি দ্বার ও প্রত্যেক দ্বারে দুইজন করিয়া দ্বারপাল ; শ্রীমন্দির সম্মুখে শ্রীগুরু প্রভৃতি পার্শ্বদগণ বর্তমান আছেন ; তাঁহারাও দ্বার-দেবতা-রূপে কথিত হন । শ্রীভগবানের অনন্ত মূর্তি ও অনন্তধাম আছেন । ধামভেদে দ্বারদেবতা ও পার্শ্বদগণ পৃথক্ পৃথক্ নির্দিষ্ট আছেন । যিনি যে ধামগতরূপে শ্রীভগবানের অর্চনা করিবেন, তিনি সেই ধামের দ্বারদেবতা ও পার্শ্বদগণের যথাবিধি অর্চনা করিবেন । নিজ গৃহে যে শ্রীমন্দির আছেন, তাঁহাকেও সাধক সেই ধাম জ্ঞান করিয়া, শ্রীমন্দিরের দ্বারদেশে আসিয়া দ্বারদেবতাগণের অর্চনা করিবেন । শ্রীহরিভক্তি-বিন্যাসে সর্ব-বৈষ্ণব সাধারণ্যে শ্রীভগবৎপূজাবিধি লিখিত আছে ; তদনুসারে এখানেও তাহাই লিখিত হইল । শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীমথুরা, শ্রীদ্বারকা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ধামগতরূপে শ্রীভগবানের অর্চনা করিতে হইলে, সেই সেই ধামের পার্শ্ব ও দ্বারদেবতাগণের নাম নিজ নিজ মন্ত্রগুরুর নিকট জানিয়া লইবেন ।

শ্রীকৃষ্ণদ্বার-দেবেভ্যো দত্তা পাদ্যাদিকং ততঃ ।
 গন্ধপুষ্পৈরর্চয়েৎ তান্ যথাস্থানং যথাক্রমম্ ॥
 দ্বারাণ্যে সপরীবারান্ ভূপীঠে কৃষ্ণপার্ষদান্ ।
 তদগ্রে গুরুডং দ্বারস্যোদ্ধে দ্বারশ্রিয়ং যজেৎ ॥
 প্রাগ্ দ্বারোভয়পার্শ্বে তু যজেচ্চতুপ্রচণ্ডকৌ
 দ্বারে চ দক্ষিণে ধাতুবিধাতারৌ চ পশ্চিমে ।
 জয়কৃৎ বিজয়কৈশ্চ বলং প্রবলমুত্তরে ॥
 দ্বন্দ্বশস্ত্রেবমভ্যর্চ্য দেহল্যাং বাস্তুপুরুষম্ ।
 দ্বারান্তঃ পার্শ্বয়োগজাং সমুনাঞ্চ ততোহর্চয়েৎ ॥
 তৎপার্শ্বয়োঃ শঙ্খনিধিং ততঃ পদ্মনিধিং যজেৎ ।

গণেশং মন্দিরস্যাগ্নিকোণে দুর্গাঞ্চ নৈঋতে ।

বাণীং বায়ব্য ঐশানে ক্ষেত্রপালং তথার্চয়েৎ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ ।

শ্রীভগবন্মন্দিরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া, প্রথমতঃ “শ্রীকৃষ্ণ-দ্বার-দেবতাভ্যো নমঃ” এই মন্ত্রে পাণ্ড অর্ঘ্য প্রভৃতি দ্বারা সামাগুতঃ পূজা করিয়া, শেষে প্রত্যেকের নাম গ্রহণ করিয়া, গন্ধপুষ্পাদিদ্বারা অর্চনা করিবে । যথা—দ্বারের অগ্রবর্তী স্থানে “এতে গন্ধপুষ্পে সপরিবারেভ্যঃ শ্রীকৃষ্ণপার্বদেভ্যো নমঃ । তদগ্রে—“এতে গন্ধপুষ্পে গরুড়ায় নমঃ” দ্বারের উর্দ্ধদেশে “এতে গন্ধপুষ্পে দ্বারপ্রিয়ে নমঃ” পূর্বদ্বারের উভয় পার্শ্বে “এতে গন্ধপুষ্পে চণ্ডায় নমঃ” “এতে গন্ধপুষ্পে প্রচণ্ডায় নমঃ” এইরূপে দক্ষিণ দ্বারের উভয় পার্শ্বে, দ্বায়ে নমঃ, বিধায়ে নমঃ । পশ্চিম দ্বারের উভয় পার্শ্বে—জয়ায় নমঃ, বিজয়ায় নমঃ । উত্তর দ্বারের উভয় পার্শ্বে—বলায় নমঃ, প্রবলায় নমঃ এইরূপে পূজা করিয়া দেহলী অর্থাৎ চৌকাঠের উপরে—“এতে গন্ধপুষ্পে বাস্তবপুরুষায় নমঃ । দ্বারমধ্যস্থ দুই পার্শ্বে—গঙ্গায়ৈ নমঃ, যমুনায়ৈ নমঃ । তাহার দুই পার্শ্বে—শঙ্খনিধয়ে নমঃ, পদ্মনিধয়ে নমঃ । মন্দিরের অগ্নিকোণে—গণেশায় নমঃ । নৈঋতকোণে—দুর্গায়ৈ নমঃ । বায়ুকোণে—বাণ্যৈ নমঃ । ঐশানকোণে—ক্ষেত্রপালায় নমঃ । এই ভাবে দ্বারদেবতাগণের পূজা করিয়া বামভাগস্থ দ্বারশাখা দ্বিষং স্পর্শ করিয়া নিজ অঙ্গ সঙ্কুচিত করিয়া, চৌকাঠে পাদস্পর্শ না হয় এই ভাবে দক্ষিণপদ অগ্রে অর্পণ করিয়া, শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিবে ।

প্রবিশন্নালয়ং বিষ্ণোর্চনার্থং সুভক্তিমান্ ।

ন ভূয়ঃ প্রবিশেন্মাতুঃ কুল্লিকারাগৃহং সুধী ॥

শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়-বচনম্ ।

পূজার্থ ভক্তিপূর্বক শ্রীহরিমন্দিরে প্রবেশ করিলে, আর মাতৃগর্তরূপ কারাগারে প্রবেশ করিতে হয় না। শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিয়া নৈমিত্তে “বাস্তপুরুষায় নমঃ, ব্রহ্মণে নমঃ” এই মন্ত্রে পূজা করিয়া শ্রীভগবদ্বিগ্রহের সম্মুখীন হইয়া “ওঁ শাক্ষায় শশরায় হুঁ ফট নমঃ” এই মন্ত্রে পুষ্প ও আতপ তণ্ডুল চতুর্দিকে ক্ষেপণ করিয়া দিগ্‌বন্ধন করিবে।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে আতপতণ্ডুলের ব্যবহার দেখা যায় না; তাহার কারণ কি বলিতে পারি না; কিন্তু শ্রীহরিভক্তিবিলাসে দিগ্‌বন্ধন, ভূতাপসারণ, অর্ঘ্য প্রদান প্রভৃতি স্থানে আতপতণ্ডুল ব্যবহার করিতে বলিয়াছেন। যদি কেহ বলেন—“নাক্ষতৈরর্চয়েদ্ বিষ্ণুং” এই প্রমাণমূলে আতপতণ্ডুল দেওয়া হয় না। তদ্বত্তরে আমি বলি, এ বচনের অর্থ সম্যক না বুঝিয়া শ্রীহরিভক্তি-বিলাসকার অপেক্ষাও বৈষ্ণবতা দেখান যথ্যতা নহে কি? উক্ত বচনের অর্থ এই যে, পুষ্পাদি না থাকিলে, অগ্ন্যাগ্ন দেবতার যেমন কেবল আতপচাউল দিয়া পূজা হয়, সেইরূপে শ্রীবিষ্ণুকে পূজা করিবেন। যদি আতপতণ্ডুল বিষ্ণুপূজায় একেবারে অব্যবহার্য্যই বলেন, তবে নবান্ন নিবেদনের দিন আতপতণ্ডুলের নৈবেদ্য কোন্ শাস্ত্র অনুসারে ব্যবহার করেন?

শ্রীভগবদ্মন্দিরে ইষ্টপূজা করিতে হইলে, এই ভাবে দ্বারদেবতা-পূজা হইতে দিগ্‌বন্ধন পর্য্যন্ত কার্য্য সমাপনান্তে আসনে উপবেশন করিবেন। শ্রীভগবদ্মন্দির ভিন্ন অগ্ন্যে ইষ্ট পূজা করিতে হইলে, আসনে বসিয়া শ্রীভগবদ্মন্দির চিন্তা পূর্বক দ্বার-দেবতাদির পূজা করিবে। কেহ যদি সংক্ষেপে পূজা নির্বাহ করিতে চান, তিনি কেবল “এতে গন্ধপুষ্পে শ্রীকৃষ্ণ-দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ” এই মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দিবেন।

আসনমন্ত্র দ্বারা আসনাভিমন্ত্রণ করিয়া পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন প্রভৃতি ক্রমে আসনে বসিবেন।

তত্র কৃষ্ণার্চকঃ প্রায়ো দিবসে প্রাশ্নুথো ভবেৎ ।

উদশ্নুথো রজশ্চাস্তু স্থিরমূর্ত্তিঞ্চ সংমুখঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণ-পূজাকারী ব্যক্তি দিবসে পূর্বমুখে ও রাত্রিতে উত্তরমুখে স্থির মূর্ত্তি ও কৃষ্ণসম্মুখীন হইয়া পূজাদি করিবেন ।

অথাসননিকূপণম্ ।

বংশাশ্ম-দারু-ধরণী-ভূগ-পল্লব-নির্ম্মিতম্ ।

বর্জ্জয়েদাসনং বিদ্বান্ দারিদ্র্য-ব্যাধি-দুঃখদম্ ॥

কৃষ্ণাজিনং কশ্মলং বা নাশ্তদাসনমিচ্ছতে ।

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রম্ ।

বংশ, পাষাণ, কাষ্ঠ, মৃত্তিকা, কুশব্যতীত অন্য ভূগ ও পত্র-রচিত আসন দারিদ্র্য, ব্যাধি ও দুঃখ প্রদান করে । সুতরাং বিচক্ষণ ব্যক্তি এই সমস্ত আসন পরিত্যাগ করিবেন । কৃষ্ণসার মৃগচর্ম্ম ও কশ্মল ব্যতীত অন্য আসন গ্রহণ বিবেচ্য নহে ।

বংশাদাত্ত দরিদ্রত্বং পাষাণে ব্যাধিসম্ভবম্ ।

ধরণ্যাং দুঃখসম্ভূতিং দৌর্ভাগ্যং দারবাসনে ॥

ভূগাসনে বশোহানিং পল্লবে চিত্তবিভ্রমম্ ।

দর্ভাসনে ব্যাধিনাশং কশ্মলং দুঃখমোচনম্ ॥

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রম্ ।

বংশ-নির্ম্মিত আসন ব্যবহারে দরিদ্রতা, পাষাণ-নির্ম্মিত আসনে ব্যাধি, ভূম্যাননে দুঃখ, কাষ্ঠাসনে দৌর্ভাগ্য, ভূগাসনে বশোহানি ও পল্লবাসনে চিত্তবিক্ষেপ হয় । অতএব পূজাদি করিতে এই সমস্ত আসন পরিত্যাগ করিবেন । কুশাসনে উপবেশন করিয়া সন্ধ্যাপূজাদি করিলে, ব্যাধিনাশ

ও কম্বলাসনে ছঃখনাগ হয় ; সুতরাং সন্ধ্যাপূজাদিকালে কুশাসন কিংবা কম্বলাসন ব্যবহার করাই বিধেয় ।

যথোক্তমুপবিষ্টাথ সম্প্রদায়ানুসারতঃ ।

শঙ্খাদিপূজাসম্ভারান্ অসেৎ তদ্বৎপদেষু তান্ ॥

স্বসম্প্রদায়-প্রচলিত মতানুসারে যথাবিধি আসনে উপবেশন করিয়া আসনাভিমন্ত্রণ পূর্বক শঙ্খাদি পূজাপাত্র যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিবে ।

আসনাভিমন্ত্রণম্ ।

আসন নিম্নে ত্রিকোণ অঙ্কিত করিয়া তত্ক্ষণে “এতে গন্ধপুষ্পে আধার-শক্তি-কম্বলাসনায় নমঃ” এই মন্ত্রে পূজা করিয়া—আসন ধরিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে—

আসনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠঋষিঃ কূর্মোদেবতা সূতলং ছন্দঃ
আসনাভিমন্ত্রণে বিনিয়োগঃ । পৃথিৱী ইয়া ধৃতী লোকা দেবি ত্বং
বিষ্ণুনা ধৃতী । ইক্ষু ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনম্ ।

অথ পাত্রসিদ্ধনম্ ।

আসনাভিমন্ত্রণের পর পূজার্থ যে সকল পাত্রাদির প্রয়োজন হইবে, সেগুলি যথাস্থানে রাখিবে । যথা—

স্বস্য বামাগ্রতঃ শঙ্খং সাধারণং স্থাপয়েদ্বুধঃ ।

তত্রৈবার্ঘ্যাদিপাত্রানি অসেচ্ছ দ্বারি ভাগশঃ ॥

তুলসীগন্ধপুষ্পাদি-ভাজনানি চ দক্ষিণে ।

বামে চ স্থাপয়েৎ পার্শ্বে কলসং পূর্ণমগ্ধসম্ ॥

দক্ষিণে, স্নাতদীপঞ্চ তৈলদীপঞ্চ বামতঃ ।

সস্তারানপরান্ শ্যামোঃ স্বদৃষ্টিবিসরে পদে ।

করপ্রক্ষালনার্থঞ্চ পাত্রমেকং স্বপৃষ্ঠতঃ ॥

শ্রীহরিকৃষ্ণ-বিনাসঃ ।

সাধক নিজের অগ্রবর্তী বামভাগে ত্রিপদীসহ শঙ্খ, এবং পাত্ৰ, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক প্রভৃতির পাত্ৰ রাখিবেন । নিজ দক্ষিণভাগে তুলসী, পুষ্প, চন্দন প্রভৃতি রাখিবেন । নিজ বামভাগে এক পার্শ্বে জলপূর্ণ কুম্ভ, দক্ষিণে ঘৃতদীপ, বামে তৈলদীপ, দেবতার সম্মুখে দক্ষিণদিকে নৈবেদ্যাদি রাখিবেন । নিজ পশ্চাদ্দেশে হস্তপ্রক্ষালনাদির জন্য একটি পাত্ৰ রাখিবেন ।

অথ পাত্রাণি ।

নানাবিচিত্ররূপাণি পুণ্ডরীকাকৃতীনি চ ।

শঙ্খনীলোৎপলাভানি পাত্রাণি পরিকল্পয়েৎ ॥

হৈমপাত্রেণ সর্বানি চেপ্সিতানি লভেশ্বনে ।

অর্ঘ্যং দত্ত্বা তথা রৌপ্যোণায়ুরাজ্যং শুভং ভবেৎ ।

তাম্রপাত্রেণ সৌভাগ্যং ধর্ম্যং মৃগয়সম্ভবম্ ।

দেবীপুরাণম্ ।

নানাবিধ বিচিত্ররূপ পদ্ম, শঙ্খ, নীলোৎপল প্রভৃতির আকৃতিবিশিষ্ট পাত্র কল্পনা করিবে । শঙ্খনীলোৎপল পাত্রে অর্ঘ্য প্রদান করিলে, বাহিতার্থ লাভ হয় । রৌপ্যপাত্রে অর্ঘ্য প্রদানে আয়ুঃ, রাজ্য ও সর্ববিধ মঙ্গল লাভ হয় । তাম্রপাত্রে অর্ঘ্য প্রদান করিলে সৌভাগ্য ও মৃৎপাত্রে ধর্ম লাভ হয় ।

সৌবর্ণং রাজতং কাংস্যং যেন দীয়েত ভাজনম্ ।

তান্ সর্বান্ সংপারিত্যজ্য তাম্রম্ভ মম রোচতে ॥

পবিত্রাণাং পবিত্রং যো মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলম্ ।
 বিশুদ্ধানাং শুচিকৈব তাত্রং সংসারমোক্ষণম্ ॥
 দীক্ষিতানাং বিশুদ্ধানাং মম কৰ্ম্মপরায়ণঃ ।
 সদা তাত্রেণ কৰ্ত্তব্যমেবং ভূমি মম প্রিয়ম্ ॥

বরাহপুরাণম্ ।

শ্রীভগবান্ পৃথিবীকে বলিতেছেন—সুবর্ণ, রজত, কাংস প্রভৃতি যাহা
 স্বারাই পাত্র নিৰ্ম্মিত হউক, আমি সৰ্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া তাম্রপাত্রই
 গ্রহণ করি । যেহেতু তাম্রপাত্র আমার কুচিজনক । যাবতীয় পবিত্র
 পাত্রমধ্যে তাম্রপাত্র পবিত্রতম ; নিখিল মঙ্গলের মঙ্গল স্বরূপ, শুদ্ধ অপে-
 ক্ষাও শুদ্ধ এবং ভবপাশহারক । হে ধরনি ! দীক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে
 যে ব্যক্তি আমার পূজাপরায়ণ, তাঁহার তাম্রপাত্র ব্যবহার করাই বিধেয় ।

অথ মঙ্গলঘট-স্থাপনম্ ।

মঙ্গলার্থঞ্চ কলসং সজলং করকান্বিতম্ ।
 ফলাদিসহিতং দিব্যং গৃহসেং ভগবতোহগ্রতঃ ॥
 সনীরঞ্চ সকপূরং কুন্তং কৃষ্যায় যো গৃহসেং ।
 কল্লং তস্য ন পাপেক্ষাং কুর্নবন্তি প্রপিতামহাঃ ॥

স্কন্দ-পুরাণম্ ।

শ্রীভগবানের অগ্রে •জলপূর্ণ, প্রস্তুতধণ্ডযুক্ত, তাম্র-পল্লব ও ফলযুক্ত
 কলস মঙ্গলার্থ স্থাপন করিবে । যে ব্যক্তি কপূর-বাসিত জলপূর্ণ মঙ্গলঘট
 শ্রীকৃষ্ণোদ্দেশে স্থাপন করেন, কল্লকাল পর্য্যন্ত তিনি নিপাপ থাকেন ।

অথার্বাঙ্গা-পাত্ৰাণি ।

শ্রীভগবৎ-পূজায়, পাণ্ড, অৰ্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপক প্রভৃতি প্রদান
 করিতে পৃথক্ পৃথক্ পাত্র ও তাহাতে বিশেষ বিশেষ অব্যয়

প্রয়োজন হয়। তন্মধ্যে পাত্ত ও আচমনীয়-পত্র তাহ্রনির্মিত হওয়াই উচিত। অর্ঘ্যপাত্র দুইটি রাখিতে হয়। সামান্যার্ঘ্যের জন্য কোশা ও বিশেষার্ঘ্যের জন্য শঙ্খ। বর্তমান গোড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে কোশার ব্যবহার দেখা যায় না; কারণ কি, জানিনা। বোধ হয়, দাম বেশী ও ঝোলার মধ্যে রাখিয়া দেশে বিদেশে যাওয়ার অসুবিধাবশতঃ কোশার পরিবর্তে পঞ্চপাত্র ব্যবহার করা হয়। কিন্তু শ্রীহরিভক্তিবিনাসানুসারে পূজা করিতে গেলে, পঞ্চপাত্রে কাজ মেটেনা। কারণ, পঞ্চপাত্রে অর্ঘ্য-স্থাপনের স্থান নাই ও তাহাতে যেটুকু জল থাকে, তাহা দ্বারা সমস্ত কাৰ্য্য শেষ হয় না। মধুপকপাত্র তাহ্রনির্মিত হওয়াই শ্রীহরিভক্তিবিনাসের মত। তবে পঞ্চাস্তরে লেখা আছে, তাম্রপাত্রে মধুসংযোগ দূষণীয় বলিয়া, কেহ কেহ মধুপকে তাম্রপাত্র ব্যবহার করেন না। শেষোক্ত মতে মধুপকে কাংস্থ ব্যবহার করা মন্দ নহে।

প্রক্ষিপেদর্ঘ্যপাত্রেতু গন্ধপুষ্পাঙ্কতান্ যবান্ ।

কুশাগ্র-তিল-দূর্ব্বাশ্চ সিদ্ধার্থানপি সাধকঃ ॥

কেচিচ্চাত্র জলাদীনি দ্রব্যান্য্যকৌ বদন্তি হি ॥

অর্ঘ্যপাত্রে গন্ধ, পুষ্প, আতপতগুল, যব, কুশাগ্র, তিল, দূর্ব্বা ও শ্বেত-সর্ষপ প্রক্ষেপ করিবে। কেহ কেহ জলাদি অষ্ট দ্রব্য অর্ঘ্যে ব্যবহার করেন। যথা—

আপঃ ক্ষীরং কুশাগ্রানি দধ্যাক্ততিলাস্তথা ।

যবাঃ সিদ্ধার্থকান্শ্চ বমর্ঘ্যোহষ্টাঙ্গঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥

ভবিষ্যপুরাণম্ ।

জল, দুগ্ধ, কুশাগ্র, দধি, আতপতগুল, তিল, যব ও শ্বেত সর্ষপ এই আটটি অর্ঘ্যের অঙ্গ।

পাণ্ডপাত্রে চ কমলং দূর্বাং শ্যামাকমেবচ ।
 বিনিষ্কিপেদ্বিষুপত্রীত্যেবং দ্রব্যচতুষ্টয়ম্ ॥
 তথৈবাচমনীয়পাত্রে দ্রব্যত্রয়ং বুধঃ ।
 জাতীফলং লবঙ্গঞ্চ কক্কোলমপি নিষ্কিপেৎ ॥
 মধুপর্কীয়পাত্রে চ গব্যং দধি পয়ো ঘৃতম্ ।
 মধু খণ্ডমপীত্যেবং নিষ্কিপেদ্ দ্রব্যপঞ্চকম্ ॥

ভবিষ্যপুরাণম্ ।

পাণ্ডপাত্রে কমল, দূর্বা, শ্যামাধান্ড ও তুলসীপত্র এই চারিটি দ্রব্য প্রক্ষেপ করিবে । আচমনীয়পাত্রে জাতীফল, লবঙ্গ ও কক্কোল এই তিন দ্রব্য প্রক্ষেপ করিবে । মধুপর্কপাত্রে গব্যদুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু ও খণ্ড (অর্থাৎ খাড়) এই পঞ্চ দ্রব্য প্রক্ষেপ করিবে ।

• কেচিং ত্রীণ্যেব পাত্রেহস্মিন্ দ্রব্যাণীচ্ছন্তি সাধবঃ ।

কোন কোন সাধু মধুপর্কপাত্রে তিনটি মাত্র দ্রব্যের ব্যবস্থা করেন ।

যথা—

ঘৃতং দধি তথা ক্ষৌদ্রং মধুপর্কে বিধীয়তে ।

ঘৃত, দধি ও মধু এই তিনদ্রব্য দ্বারা মধুপর্ক রচনা করিবে ।

মধুনস্ত অলাভে তু গুড়েন সহ মিশ্রয়েৎ ।

মধুলাভে শুশ্রোণি লাজৈশ্চ সহ মিশ্রয়েৎ ॥

তথা দধৌহপ্যলাভে তু ক্ষীরেণ সহ মিশ্রয়েৎ ।

তেষামভাবে পুষ্পাদিতত্তদ্রাবনয়া ক্ষিপেৎ ॥

নারদস্তাহ বিমলেনোদকেনৈব পূর্য্যতে ॥

শ্রীবরাহপুরাণম্ ।

মধুর অভাবে গুড় দ্বারা কার্য্য করিবে । স্বক্ৰান্তাবে লাজ অর্থাৎ ঠৈ ও দধির অভাবে দুগ্ধ দিবে । যদি কোন দ্রব্যই না পাওয়া যায়, তাহা হইলে পুষ্প কিংবা তুলসী লইয়া মধুপর্কাদি চিত্তা করিয়া, শ্রীকৃষ্ণচরণে দিবে । শ্রীনারদঋষি বলেন,—যথোক্ত দ্রব্যের অভাবে নিম্নলিখিত পবিত্র জল প্রদান করিবে ।

মূলেণ পাত্রেণৈকৈকমমৃষ্টকৃত্বোহভিমদ্বয়েৎ+।

কুর্ঘ্যচ্চ তেষাং পাত্রাণাং রক্ষণং চক্রমুদ্রয়া ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

পাণ্ড, আচমনীয়, মধুপর্ক প্রভৃতির পাত্র যথাবিধি জলাদি দ্বারা পূর্ণ করিয়া, তদুপরি আট বার করিয়া মূলমন্ত্র জপ করিবে ও চক্রমুদ্রা দেখাইয়া রক্ষা করিবে । পরে যথাসময়ে শ্রীভগবান্কে অর্পণ করিবে ।

পূজামারভমাণো হি যথোক্তাসনমাস্থিতঃ ।

পঠেন্নম্নলশান্তিঃ তাং বার্চনে সম্যতা সতাম্ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

পূর্বোক্ত প্রকারে পূজাপাত্র সকল রক্ষা করিয়া, পূজারম্ভ করিবে । পূজারম্ভে প্রথমতঃ আসনে বসিয়া স্বশাপোক্ত মঙ্গলশান্তিমন্ত্র ও স্বস্তিবাচন পাঠ করিবে । শান্তিমন্ত্র পাঠান্তে ও শান্তিঃ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মারাধনেষু শান্তির্ভবতু—এই বাক্য উচ্চারণ করিবে । স্বস্তিবাচন প্রভৃতির মন্ত্র পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত হইল ।

স্বস্তিবাচনাদি পাঠান্তে সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিবে । ফেহ কেহ আসনভঙ্কির পূর্বে সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিয়া থাকেন । সামান্যার্ঘ্যস্থাপন কালে প্রথমতঃ সম্মুখস্থ ভূমিতে একটি বৃত্ত অঙ্কিত করিয়া, তন্মধ্যে একটি চতুষ্কোণ ও চতুষ্কোণ মধ্যে একটি ত্রিকোণ অঙ্কিত করিবে । তদুপরি “এতে গন্ধপুষ্পে ও আধারশক্তয়ে নমঃ” “এতে গন্ধপুষ্পে ও কৃষ্ণায় নমঃ”

“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ” “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অনন্তায় নমঃ” এই মন্ত্রে পূজা করিয়া “ফট্” এই মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্র (কোশা) প্রক্ষালন করিয়া তত্পরি স্থাপন করিবে । তদনন্তর প্রণব কিংবা মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া জলপূর্ণ করিবে । অতঃপর অর্ঘ্যপাত্রের অগ্রভাগে পুষ্প, তুলসী, দুর্কা প্রভৃতি স্থাপন করিয়া “ওঁ জলায় নমঃ” এই মন্ত্রে জলে গন্ধ পুষ্প ও তুলসী দিয়া “গন্ধে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি, নর্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেহশ্বিন্ সন্নিধিং কুরু” এই মন্ত্রে অক্ষুশ মুদ্রায় সূর্য্যমণ্ডল হইতে তীর্থ আবাহন ও চক্র মুদ্রায় রক্ষণ করিয়া তত্পরি আটবার প্রণব কিংবা মূলমন্ত্র জপ করিবে । পরে অর্ঘ্যপাত্র হইতে কিঞ্চিৎ জল লইয়া পূজাদ্রব্যে ও নিজ মস্তকে প্রোক্ষণ করিবে ।

অথ বিঘ্নাপসারণম্—

সামান্ভার্ঘ্য স্থাপনান্তে নিম্নলিখিত মন্ত্রে ভূমিতে অক্ষত ক্ষেপণপূর্ব্বক বিঘ্ন নিবারণ করিবে ।

অপসর্পন্ত তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ ।

যে ভূতা বিঘ্নকর্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্জয়া ॥

যে ভূত সকল পৃথিবীতে অধিষ্ঠিত আছে, তাহারা দূরে প্রস্থান করুক । যে সমস্ত ভূত বিঘ্নকারী, তাহারা শিবের আদেশে বিনষ্ট হউক ।

ইত্যুদীর্ঘ্যাস্ত্রমস্ত্রেণ বামিপাদস্য পার্শ্বিনা ।

• যাতৈস্ত্রিভিবুধৈ বিঘ্নান্ ভৌমান্ সর্বান্ নিবারয়েৎ ॥

আস্তুরীক্ষাংশ্চ তেনৈবোর্ধ্বোদ্ধিতালত্রেয়ৈ হি ।

নিরসোৎসারয়েদ্বিঘ্নান্ মাস্ত্রিকো দিব্যদৃষ্টিতঃ ॥

ত্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ।

পরে “ফট্” এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বামুপদ-পার্শ্ব দ্বারা ভূমিতে তিনবার আঘাত করিয়া ভৌম বিঘ্ন নিবারণ করিবে । অনন্তর উর্দ্ধোর্দ্ধ তিনবার তালি দিয়া অন্তরীক্ষ বিঘ্ননাশ করিবে ও মূলমন্ত্র চিন্তা করিয়া দিব্য দৃষ্টিতে দিব্য বিঘ্ন নাশ করিবে ।

অথ গুরুাদি-নতিঃ ।

ততঃ কৃতাঞ্জলির্বামে শ্রীগুরুং পরমং গুরুম্ ।
 পরমেষ্ঠীগুরুক্ষেতি নমেদৃগুরুপরম্পরাম্ ॥
 গণেশং দক্ষিণে ভাগে দুর্গামগ্রেহথ পৃষ্ঠতঃ ।
 ক্ষেত্রপালং নমেদন্ত্যো মধ্যো চাত্মেষ্ঠদৈবতম্ ॥
 ততশ্চাত্মেণ সংশোধ্য করৌ কুবরীত তেন হি ।
 তালত্রয়ং দিশাং বন্ধমগ্নিপ্ৰাকারমেবচ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ।

পূর্বোক্ত প্রকারে বিঘ্নাপসারণের পর কৃতাঞ্জলিপুটে শ্রীভগবানের বামদিকে শ্রীগুরু, পরমগুরু, পরমেষ্ঠীগুরু প্রভৃতি গুরু-পরম্পরা প্রণাম করিবে । (সকলেই নিজ গুরুর নিকট গুরুপ্রণালী চাহিয়া লইবেন ও তদনুসারে গুরুপরম্পরা প্রণাম করিবেন) শ্রীগুরু প্রণাম করিতে ওঁ গুরুভ্যো নমঃ ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ এই রীতিতে করিবে । তদনন্তর শ্রীভগবানের দক্ষিণদিকে গাং গণেশায় নমঃ । অগ্রে ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ । পূর্বে ক্ষেত্রপালায় নমঃ । মধ্যো শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ । (ষে দেবতার পূজা করিবে, মধ্যো সেই দেবতাকে প্রণাম করিতে হয় । যথা,— শ্রীকৃষ্ণপূজায় শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ । শিবপূজায় শিবায় নমঃ ইত্যাদি) তদনন্তর একটি পুষ্প লইয়া “ফট্” এই মন্ত্রে দুই হস্তে মার্জন করিয়া ফেলিয়া দিবে ; ইহাতে করশুদ্ধি হইবে । তদনন্তর তিনবার

করতালি ও ছোটিকা অর্থাৎ তুড়ী দিয়া দিগন্ধন করিবে ও নিজের চতুর্দিকে জলধারা দিয়া অগ্নি-প্রাচীর চিন্তা করিবে ।

অথ ভূত-শুদ্ধিঃ ।

শরীরাকারভূতানাং ভূতানাং যদ্বিশোধনম্ ।

অব্যয়-ব্রহ্ম-সম্পর্কাদ্ ভূতশুদ্ধিরিয়ং মতা ॥

ভূতশুদ্ধিং বিনা কৰ্ত্তুৰ্ভূতপহোমাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ।

ভবন্তি নিষ্ফলাঃ সৰ্ব্বা যথাবিধ্যপানুষ্ঠিতাঃ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

শরীররূপে পরিণত ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চ ভূতের অক্ষয়-ব্রহ্ম-সম্বন্ধ-নিমিত্তক যে শুদ্ধি, তাহার নাম “ভূতশুদ্ধি” । অর্থাৎ কৰ্ম্মমাত্রেরই শুদ্ধির আবশ্যকতা আছে ; অশুদ্ধ দ্রব্যদ্বারা কিংবা দেহাদি দ্বারা শ্রীভগবৎকৰ্ম্ম করিলে, তাহা সফল হয় না । পূজার্থ আসন, জল, পুষ্প, নৈবেদ্য প্রভৃতি সমস্ত উপকরণই যেমন মন্ত্রদ্বারা শোধন করিয়া লওয়া হয়, তদ্রূপ পঞ্চভূত-নির্মিত এই দেহেরও কোন প্রকার শোধন-প্রণালী থাকা আবশ্যক ; যেহেতু শ্রীভগবৎপূজায় দেহেরও আবশ্যকতা আছে ; সেই জন্যই শাস্ত্রে ভূতশুদ্ধির প্রকার দেখান হইয়াছে । পঞ্চভূত-নির্মিত এই দেহে যে অক্ষয় ব্রহ্মস্বরূপ কিংবা তদংশ-স্বরূপ জীবাত্মা আছেন, তাঁহার সহিত এই পঞ্চ ভূতের সম্বন্ধ চিন্তা করিলেই ভূতশুদ্ধি হয় । ভূতশুদ্ধি সম্বন্ধে নানাবিধ মত ও নানা প্রকার ব্যবস্থা শাস্ত্রে দেখা যায় । সমস্ত মত সংগ্রহ করিতে গেলে, গ্রন্থ-কলেবর বৃদ্ধি করা হয় । কাজেই শ্রীহরিভক্তিবিনাসে যেভাবে ভূতশুদ্ধি দেখান হইয়াছে, এখানে কেবল তাহাই আলোচনা করিব । মোট কথা,—ভূতশুদ্ধিঃ অবশ্যকর্তব্য ; ইহা না করিলে অপ-হোমাদি কোন ক্রিয়াই সফল হয় না ।

অথ ভূতশুদ্ধি-প্রকারঃ ।

করকচ্ছপিকাং কৃহাত্মানং বুদ্ধ্যা হৃদজতঃ ।

শিরঃ-সহস্রপত্রাজে পরমাত্মনি যোজয়েৎ ॥

পৃথিব্যাদীনি তদ্বানি তত্র লীলানি ভাবয়েৎ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

প্রথমতঃ করকচ্ছপিকা মুদ্রা রচনা করিয়া প্রদীপ-কলিকাকার জীবা-
স্বাক্ষে “সোহং এই মস্ত্রে মস্তকস্থ সহস্রদলপদ্মস্থিত পরমাত্মায় যোজিত
করিবে ও তাহাতে দেহের উপাদান-স্বরূপ পঞ্চ মহাভূত লীন হইল ইহা
চিন্তা করিবে। নাভির নিম্নে বাম হস্ত চিৎভাবে রাখিয়া, তাহার নিম্নে
দক্ষিণ হস্ত সংযোগ করিলেই করকচ্ছপিকা মুদ্রা হয়। সংক্ষেপতঃ
ভূতশুদ্ধির নিয়ম লিখিত হইল ; বিস্তৃতভাবে জানিতে হইলে, নিজ
নিজ গুরুদেবের নিকট জানিবেন। বিশেষতঃ কেবলমাত্র পুস্তকের
লেখা দেখিয়া এসমস্ত কঠিন বিষয় আয়ত্ত করা সম্ভবপর নহে।
বর্তমান সময়ে এসমস্ত কার্য্য প্রায়ই কেহ অনুষ্ঠান করিতে চাহেন
না ; কাজেই বৃথা গ্রন্থ-কলেবর বাড়াইতে ইচ্ছা করি না ; কেবল
ভূতশুদ্ধির কর্তব্যতামাত্র দেখাইয়াই নিরস্ত হইলাম।

এরূপভাবে ভূতশুদ্ধি করা যাহাদের অসাধ্য, তাঁহারা কেবল নিজ
ইষ্ট দেবতা স্মরণ করিবেন ; তাহাতেই ভূতশুদ্ধি হইবে। যাহারা
একান্ত ভক্ত, তাঁহাদের এভাবে সময় নষ্ট না করিয়া, সেবাযোগ্য দেহ চিন্তা
দ্বারা ভূতশুদ্ধি করাই বিধেয়। এ সম্বন্ধে শ্রীজীব গোস্বামি-পাদ বুলিয়াছেন,

অথ শুদ্ধভক্তানাং ভূতশুদ্ধাদিকং যথামতি ব্যাখ্যায়তে—তত্র
ভূতশুদ্ধি নিজাভিলষিত-ভগবৎ-সেবোপায়িক-তৎপার্ষদ-দেহ-ভাবনা-
পর্যন্তৈব তৎসেবৈকপুরুষার্থিভিঃ কর্য্যা নিজানুকূল্যাৎ ।

ভক্তিসন্দর্ভঃ ।

শুদ্ধ ভক্তগণ কিভাবে ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি করিবেন, তাহা বলা হইতেছে। সাধক, শ্রীভগবানের যে ধামস্থ যে মূর্তির সেবা করিবেন, সেই সেবার উপযুক্ত পার্শদ-দেহ চিন্তা করিলেই ভূতশুদ্ধি হইবে। যথা, কোনও সাধক শ্রীরুদ্ৰাবননিকুঞ্জস্থ গোপীগণ-পরিবেষ্টিত শ্যামসুন্দর মূর্তির মধুর-ভাবে সেবা করিতে ইচ্ছা করেন; তাঁহার নিজ দেহকে গোপীদেহ রূপে চিন্তা করিলেই ভূতশুদ্ধি হইবে। এইভাবে সমস্ত সেবার উপ-যুক্ত দেহ চিন্তার নিয়ম বুঝিয়া লইবেন।

দেহং সংশোষ্য দন্ধেদমাপ্লাব্যামৃতবর্ষতঃ ।

উৎপাচ্য দ্রঢ়য়িত্বাস্থ-প্রতিষ্ঠাং বিধিনাচরেৎ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

প্রথমতঃ নাভিস্থ বায়ুদ্বারা দেহ শোষণ, পরে হৃদয়স্থ বহি দ্বারা দহন, তৎপরে ললাটস্থিত চন্দ্র হইতে ক্ষরিত অমৃত-ধারায় আপ্লাবন চিন্তা করিয়া নিজ দেহে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে।

অথ প্রাণ-প্রতিষ্ঠাবিধিঃ ।

প্রথমতঃ করজোড়ে —

“ওঁ অস্ম্য প্রাণ-প্রতিষ্ঠা-মন্ত্রস্য ব্রহ্মা-বিষ্ণু-রুদ্রা দেবতা ঋগ্-যজুঃ-সামানি চন্দ্রাংসি ক্রিয়াময়-বপুঃ প্রাণাখ্যা দেবতা প্রাণপ্রতিষ্ঠার্থে বিনিয়োগঃ ।”

এই মন্ত্র পাঠ করিবে। তৎপরে, নিম্নলিখিত মন্ত্রে হৃদয়াদি স্থান স্পর্শ করিবে। যথা—

ওঁ কং খং গং ঘং ঙং অং পৃথিব্যপ্তেজোবায়ুকাশাত্মনে অং হৃদয়ায় নমঃ । ওঁ চং ছং জং ঝং ঞং ইং শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাত্মনে ঈং শিরসে স্বাহা । ওঁ টং ঠং ডং ঢং ণং উং শ্রোত্র-ত্বক্-

চক্ষু-জিহ্বা-গ্রাণাত্মনে উং শিখারৈ বষট্ । ॐ তং থং দং ধং নং
 এং বাক্-পানি-পাদ-পায়ুপস্থাত্মনে ঐং কবচায় হুঁ । ॐ পং ফং বং
 ভং মং ॐ বচনাদানগমন-বিসর্গানন্দাত্মনে ঔং নেত্রত্রয়ার বৌষট্ ।
 ॐ যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অং মনোবুদ্ধ্যাহঙ্কার-
 চিত্তাত্মনে অঃ অস্ত্রায় কট্ । ॐ আং নাভেরধঃ । ॐ হ্রীং
 হৃদয়াদানাভি । ॐ হ্রৌঁ মস্তকাদাহৃদয়ম্ । ॐ যং ব্রগাত্মনে নমঃ ।
 হৃদি । ॐ রং অস্থগাত্মনে নমঃ । দক্ষিণাংসে । ॐ লং
 মাংসাত্মনে নমঃ । ককুদি । ॐ বং মেদ আত্মনে নমঃ ।
 বামাংসে । ॐ শং অস্থ্যাত্মনে নমঃ । হৃদয়াদক্ষিণহস্ত-পর্য্যন্তম্ ।
 ॐ* ষং মজ্জাত্মনে নমঃ । হৃদয়াদ্ বামহস্ত-পর্য্যন্তম্ । ॐ সং
 শুক্রাত্মনে নমঃ । হৃদয়াদ্ দক্ষিণপদ-পর্য্যন্তম্ । ॐ হং প্রাণাত্মনে
 নমঃ । হৃদয়াদ্ বামপদ-পর্য্যন্তম্ । ॐ লং জীবাাত্মনে নমঃ । হৃদয়াদ্
 নাভিপার্য্যন্তম্ । ॐ ক্ষং পংরমাাত্মনে নমঃ । হৃদয়াদ্ মস্তকপর্য্যন্তম্ ।

এইভাবে যথাস্থানে হস্ত স্পর্শ করিয়া প্রাণশক্তির ধ্যান করিবে । যথা—

রক্তাস্তোমিস্থ-পোতোল্লসদরুণ-সরোজাধিরূঢ়া করাতৈত্রাঃ
 পাশং কোদণ্ডনিষ্কৃদ্বমথ গুণমপ্যকুশং পুষ্পবাগান্ ।
 বিভ্রাণাস্থকপালং ত্রিনয়নমলিতা পীনবক্ষোরুহাঢ্যা
 দেবী বালার্কবর্ণা ভবতু শুভকরী প্রাণশক্তিঃ পরা নঃ ॥

এই মন্ত্রে প্রাণ শক্তির ধ্যান করিয়া নিজ হৃদয়ে হস্ত রাখিয়া
 নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে । যথা—

ওঁ আং হ্রীং ক্রৌং মং রং লং বং শং ষং সং হং লং ঋং হৌং
হং সঃ মম প্রাণা ইহ প্রাণাঃ । ওঁ আং হ্রীং ইত্যাদি—মম জীব
ইহ স্থিতঃ । ওঁ আং.হ্রীং ইত্যাদি—মম সর্বেন্দ্রিয়াণীহ স্থিতানি ।
ওঁ আং হ্রী ইত্যাদি—মম বাহ্যনত্বক্চক্ষুঃশ্রোত্র-গ্রাণ-প্রাণা
ইহায়াংস্তু স্বস্তয়ে চিরং স্তুথেন তিষ্ঠন্তু স্বাহা ।

অনন্তর বোলবার প্রণব আবৃত্তি করিবে ।

অথ প্রাণায়ামঃ ।

রেচঃ ষোড়শমাত্রাভিঃ পূরো দ্বাত্রিংশতা ভবেৎ ।

• চতুঃষষ্ঠ্যা ভবেৎ কুস্তু এবং স্তাৎ প্রাণসংযমঃ ॥

বিরেচ্য পবনং পূর্ববং সংকোচ্য গুদমণ্ডলম্ ।

পূরয়িত্বা বিধানেন স্বশক্ত্যা কুস্তুকে স্থিতঃ ॥

ততঃ প্রণবমভ্যস্যন্ বীজং বা মন্ত্রমূর্দ্ধগম্ ।

• ঋষ্যাদিস্মরণং কৃৎস্বা কুর্যাদ্ধ্যানমতন্দ্রিতঃ ॥

• শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

ভূতভুঙ্কি ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া যথাবিধি প্রাণায়াম করিতে হইবে ।
প্রাণায়ামের বহু প্রকার নিয়ম আছে, তন্মধ্যে স্ব-সম্প্রদায়ের মতই গ্রাহ্য ।
বিশেষতঃ কৃষ্ণমন্ত্রের প্রাণায়াম করিতে হইলে, এক সঙ্গে তিন বার প্রাণা-
য়াম করিতে হয় । প্রথমতঃ দক্ষিণ নাসায় বায়ু রেচন করিয়া বাম
নাসায় পূরণ ও উভয়ে কুস্তক । পুনশ্চ বাম নাসায় রেচন, দক্ষিণ
নাসায় পূরণ ও উভয়ে কুস্তক । পুনশ্চ দক্ষিণ নাসায় রেচন, বাম
নাসায় পূরণ ও উভয়ে কুস্তক । এইভাবে তিন বার এক যোগে
করিতে হয় । শরীরের মধ্যস্থ বায়ু বহির্গত করার নাম “রেচন”
বাহিরের বায়ু শরীরের মধ্যে আকর্ষণ করার নাম “পূরণ” ও বায়ু রোধ
করার নাম “কুস্তক” । রেচনে বোল মাত্রা, পূরণে বত্রিশ মাত্রা ও

কুন্তকে চৌষটি মাত্রা কাল অপেক্ষা করিতে হইবে । হাঁটুর উপরে এক বার হাত ঘুরাইয়া আনিতে যে টুকু সময় লাগে, তাহাকে “মাত্রা” কহে । সেই মাত্রাপরিমিত কালে কেহ বা প্রণব, কেহ বা কাম-বীজ মনে মনে আবৃত্তি করেন । মোটের উপর ষোলবার বীজ কিংবা জপে রেচন, বত্রিশ বার জপে পূরণ ও চৌষটি বার জপে কুন্তক করিতে হইবে । প্রাণায়ামের পূর্বে ঋষাদি স্মরণ করিতে হয় । প্রণব জপ করিয়া প্রাণায়াম করিতে হইলে—“অশ্রু প্রণবমন্ত্রশ্রু প্রজাপতিঋষি গায়ত্রী চন্দ্রঃ পরমাত্মা দেবতা অকারো বীজম্ উকারঃ শক্তিঃ মকারঃ কীলকং প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ” । এই ভাবে ঋষাদি স্মরণ করিতে হয় । বীজ জপ করিয়া প্রাণায়াম করিতে হইলে, নিজ মন্ত্রের ঋষাদি স্মরণ করিতে হয় । যথা,—অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র স্থলে “অশ্রু অষ্টাদশাক্ষর-গোপালমন্ত্রশ্রু নারদ ঋষিঃ গায়ত্রী চন্দ্রঃ শ্রীকৃষ্ণঃ পরমাত্মা দেবতা ক্লীং বীজং স্বাহা শক্তিঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ” ইত্যাদি । দোষিত ব্যক্তির নিজ মন্ত্র-বীজ অভ্যাস করিয়া প্রাণায়াম করাই ভাল । প্রণব জপে প্রাণায়াম করিতে হইলে রেচনে ললাটে মহাদেব, পূরণে নাভিদেহে ব্রহ্মা ও কুন্তকে হৃদয়ে বিষ্ণু চিন্তা করিতে হয় । বীজজপে প্রাণায়াম করিতে হইলে, সর্বত্র নিজ উপাশ্রু দেবকে চিন্তা করিবে ।

অথ প্রাণায়াম-বাহ্যায়াম্ ।

যমলোকং ন পশ্যন্তি প্রাণায়ামরতা নরাঃ ।

অপি দুষ্কৃতকৰ্ম্মাণ স্তৈরেব হতকিন্দিয়াঃ ॥

তপাংসি যানি তপ্যন্তে ব্রতানি নিয়মাশ্চ য়ে ।

গো-সহস্রপ্রদানক প্রাণায়ামস্ততৎসমঃ ॥

পদ্মপুরাণম্ ।

যে ব্যক্তি প্রাণায়াম করে, সে দুষ্ক্রিয়া রত হইলেও তাহার যমপুরী

দর্শন করিতে হয় না । • যে হেতু প্রাণায়ামেই সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া যায় । যত কিছু তপস্যা বা ত্রুত নিয়মাদি করা যায়, কিংবা সহস্র গোদান করা যায়, প্রাণায়াম সেই সমস্ত কার্যেরই তুল্য ফল দান করে ।

অথ শ্বাস-বিধিঃ ।

শ্বাসান্ বিনা জপং প্রাহু-রাস্মরং বিফলং বুধাঃ ।

অতো যশাসম্প্রদায়ং শ্বাসান্ কুর্যাৎ যথাবিধি ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

শ্বাস না করিয়া জপ করিলে, তাস্মর জপ হয় ও তাহা দ্বারা কোন ফলই প্রাপ্ত হওয়া যায় না । অতএব প্রথমতঃ স্বসম্প্রদায়ানু-সারে যথাবিধি শ্বাস করিবে ।

শ্রীভগবানের কোন কোন মূর্তি ও মন্ত্রাদি স্মরণপূর্বক শরীরের স্থানে স্থানে হস্ত স্পর্শ করার নাম “শ্বাস” । যথাবিধি শ্বাসের দ্বারা চিত্তসংযম ও দেহ-শুদ্ধি হয়, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই । কিন্তু কাল-প্রভাবে এ সমস্ত বিধির একেবারে লোপ হইয়া যাইতেছে । শ্রীহরি-ভক্তিবিনাসে যে সমস্ত শ্বাসের কথা উল্লিখিত আছে, বৈষ্ণব-সম্প্র-দায়ের প্রায় কেহই তাহার খবর রাখেন না, কিংবা প্রকৃত তাৎপর্য্য না বুঝিয়া বিধিমাৰ্গ বলিয়া উপেক্ষা করেন । কিন্তু তাহাদের বিবেচনা করা উচিত, এসমস্ত বিধি উল্লভজনপূর্বক চিরজীবন মন্ত্রাদি জপ করিয়া কি ফল লাভ করিলেন ।

অকার হইতে ঋকার পর্য্যন্ত একাদশটি অক্ষরের নাম “মাতৃকা” । সেই মাতৃকা-বর্ণগুলি উচ্চারণ করিয়া শরীরের স্থানে স্থানে হস্ত স্পর্শ করার নাম “মাতৃকা শ্বাস” ।

ঋষিচ্ছন্দো-দেবতাদি স্মৃদাদৌ মাতৃকা-মনোঃ ।

শিরো-বস্ত্র-হৃদয়াদৌ শ্বাস তদ্যানমাচরেৎ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

প্রথমতঃ ঋষি, ছন্দঃ ও দেবতাদি স্মরণপূর্বক, মস্তক, মুখ ও হৃদয়াদি স্থানে মাতৃকা বর্ণ গ্রাস করিয়া মাতৃকা ধ্যান করিবে ।

ললাট-মুখ-বিশ্বাক্ষি শ্রুতি-স্রাণেষু গণ্ডয়োঃ ।

ওষ্ঠদন্তোত্তমাক্ষাশ্চে দোঃপৎসক্ষ্যাগ্রকেষু চ ॥

পার্শ্বয়োঃ পৃষ্ঠতো নাভৌ জঠরে হৃদয়েহংসকে ॥

ককুতংসেচ হংপূর্বং পাণিপাদযুগে ততঃ ।

জঠরানলয়োগ্যস্যোং মাতৃকার্গান্ যগাক্রমম্ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

ললাট, মুখ, চক্ষুদ্বয়, কর্ণদ্বয়, নাসিকাচ্ছিদ্রদ্বয়, গণ্ডদ্বয়, ওষ্ঠদ্বয়, দন্ত-পঙ্ক্তিদ্বয়, মস্তক, মুগচ্ছিদ্র, হস্তসন্ধি, পদসন্ধি, হস্তাগ্র, পদাগ্র, পার্শ্বযুগল, পৃষ্ঠ, নাভি, উদর, হৃদয়, দক্ষিণ স্কন্ধ, ককুৎ, বামস্কন্ধ, হৃদয় হইতে আরম্ভ করিয়া হস্ততলদ্বয়, চরণতলদ্বয়, এই সমস্ত অঙ্গে অকারাদি বর্ণ অনুস্মারযুক্ত, বিসর্গযুক্ত, অনুস্মার বিসর্গযুক্ত ও কেবল—এই ভাবে চারিবার গ্রাস করিয়া মাতৃকা ধ্যান করিবে ।

মাতৃকাগ্রাসের পূর্বে ঋষ্যাদি স্মরণ যথা—

অস্যা মাতৃকাবর্ণস্য ব্রহ্মা ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ মাতৃকা সরস্বতী
দেবতা হলো বীজানি স্বরাঃ শব্দয়ঃ মাতৃকাগ্রাসে বিনিয়োগঃ ।

মাতৃকা গ্রাসান্তে মাতৃকাধ্যান যথা—

পঞ্চাশল্লিপিভির্বিভক্তমুখদোঃপদ্মদ্যবক্ষুহলীং

ভাস্বশ্মোলিনিবদ্ধ-চন্দ্রশকলামাপীনতুঙ্গস্তনীম্ ।

মুদ্রামক্ষগুণং সুধাত্যকলসং বিছাঞ্চ হস্তাশ্বজৈ-

বিভ্রাণাং বিশদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্-দেবতামাগ্রয়ে ॥

অথাস্তমাতৃকান্যাসঃ ।

কণ্ঠহৃদয়াভিগুহ্যেযু পায়ুক্রমধ্যয়ো স্তুথা ।
স্থিতে ষোড়শপত্রাজ্জে ক্রমেণ দ্বাদশচ্ছদে ॥
দশপত্রেচ ষট্পত্রে চতুষ্পত্রে দ্বিপত্রকে ।
ন্যাসেদেকৈকপত্রান্তে সবিন্দ্বৈকৈকমক্ষরম্ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

কণ্ঠ, হৃদয়, নাভি, শিশ্ন, পায়ু ও ক্রমধ্য এই ছয় স্থানে ষোড়শদল, দ্বাদশদল, দশদল, ষট্‌দল, চতুর্দল ও দ্বিদল এই ছয় পদ্য বিরাজিত আছে । এই পদ্যের প্রতি পত্রে মাতৃকা ন্যাস করিতে “অং নমঃ” “আং নমঃ” এই ভাবে উচ্চারণ করিতে হইবে ।

অথ কেশবাদি ন্যাসঃ ।

স্মৃতা ঋষাদিকং বর্ণান্ মূর্ত্তিভিঃ কেশবাদিভিঃ ।
কীর্ত্তাদিভিঃ শক্তিভিঃচ ন্যাসেং তান্ পূর্ববৎ ক্রমাৎ ॥
ন্যাসেচ্চতুর্থী নত্যস্তা মূর্ত্তীঃ শক্তীশ্চ যাদিভিঃ ।
সপ্তধাতূন্ প্রাণজীবো ত্রেমধমপ্যাঅনেহস্তকান্ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

ঋষাদি স্মরণ পূর্বক কেশবাদি মূর্ত্তি ও শক্তিসমূহের সহিত পূর্বকথিত বর্ণ সমুদয়কে পূর্বকথিত স্থানে ন্যাস করিতে হইবে । প্রত্যেক বার চতুর্থী ও নমঃ শব্দ যোগ করিবে । যথা অং কেশবায় কীর্ত্তো নমঃ ইত্যাদি । ষকার হইতে ক্ষকার পর্য্যন্ত ন্যাস করিতে স্বক্, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, রক্ত, শুক্র এই সপ্তধাতু প্রাণ, জীব ও ক্রোধ ইহাদের “আত্মনে” যোগ করিয়া ন্যাস করিবে । যথা—যং “অগাঅনে পুরুষোত্তমায় বহুধায়ৈ নমঃ ইত্যাদি ।

কেশবাদিন্যাসের ঋগ্‌আদি-স্মরণ-প্রকার যথা—

অস্য কেশবাদিন্যাসস্য প্রজাপতি ঋষি গায়ত্রী চন্দ্রঃ ।
লক্ষীনারায়ণো দেবতা হলো বীজানি স্বরাঃ শব্দয়ঃ আত্মনো
হুত্যাযত্বে বিনিয়োগঃ ।

মাতৃকাত্ম্যাসে যেমন ললাট, মুখ, চক্ষুর্দ্বয় প্রভৃতি একান্নস্থানে অং নমঃ, আং নমঃ, প্রভৃতি একান্নটি বর্ণ দ্বারা ন্যাস করিতে হয়, এ ন্যাসেও সেই-রূপ ললাট প্রভৃতি একান্ন স্থানে একান্নটি বর্ণন্যাস করিতে হয় । বিশেষ এই যে, বর্ণের সহিত কেশবাদি একান্ন মূর্তি ও কীর্ত্ত্যাদি একান্ন শক্তি যুক্ত করিয়া ন্যাস করিতে হইবে । প্রয়োগ যথা—ললাটে ঔ অং কেশবার কীর্ত্ত্যনমঃ । মুখে ঔ আং নারায়ণায় কাঠৈস্ত্য নমঃ ইত্যাদি এই ভাবে মকার পর্য্যন্ত বলিবে । যকার হইতে একটু বিশেষত্ব এই যে, ভৃগাদি সপ্তধাতু প্রাণ জীব ও ক্রোধ শব্দ সহিত ন্যাস করিতে হইবে । যথা—ঔ যং ভৃগাত্মনে পুরুষোত্তমায় বসুধায়ৈ নমঃ ঔ রং মাংসাত্মনে বলিনে পরায় নমঃ—ইত্যাদি ।

কেশবাদি একান্নমূর্ত্তির নাম যথা—

প্রথমং কেশবো নারায়ণঃ পশ্চাচ্চ মাধবঃ ।

গোবিন্দশ্চ তথা বিষ্ণু মধুসূদন এবচ ॥

ত্রিবিক্রমো বামনোহথ শ্রীধরশ্চ ততঃ পরম্ ।

ঈশীকেশঃ পদ্মনাভ স্ততো দামোদরস্তথা ॥

বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রত্যাশ্নোহ্থানিরুদ্ধকঃ ।

চক্রী গদী তথা শার্ঙ্গী খড়্গী শঙ্খী হলী তথা ॥

মুষ্ণীশ্চ তথা শূলী পাশী চৈবাক্ষুণী তথা ।

মুকুন্দো নন্দজটৈশ্চ তথা নন্দী নরস্তথা ॥

নরকজিহ্বরিকৃষ্ণঃ সত্যঃ সাহসত এব চ ।
 ততঃ শৌরিস্তথা শূরস্ততঃ পশ্চাজ্জনাদিনঃ ॥
 ভূধরো বিশ্বমূর্ত্তিঃ চ বৈকুণ্ঠঃ পুরুষোত্তমঃ ।
 বলী বলানুজো বালো বৃষল্লো বৃষ এব চ ॥
 হংসো বরাহো বিমলো নৃসিংহশ্চেতি মূর্ত্তয়ঃ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনামঃ ।

কেশব, নারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসূদন, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হৃষীকেশ, পদানাভ, দামোদর, বাসুদেব, সৰ্ব্বণ, প্রতাপ, অনিরুদ্ধ, চক্ৰী, গদী, শাক্তী, খড়্গী, শঙ্খী, হলী, মূলী, শূলী, পানী, অঙ্কুশী, মুকুন্দ, নন্দজ, নন্দী, নর, নরকজিহ্ব, হরি, কৃষ্ণ, সত্য, সাহসত, শৌরি, শূর, জনাদিন, ভূধর, বিশ্বমূর্ত্তি, বৈকুণ্ঠ, পুরুষোত্তম, বলী, বলানুজ, বাল, বৃষল্ল, বৃষ, হংস, বরাহ, বিমল ও নৃসিংহ এই একাদশ মূর্ত্তি ।

অথ একাদশ শৃতি মথা—

কীর্ত্তিঃ কান্তিঃ স্তুতিপুষ্টিঃ ধৃতিঃ শান্তিঃ ক্রিয়া দয়া ।
 মেধা হর্ষা তথা শ্রদ্ধা লজ্জা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী ॥
 প্রীতি রতি জয়া দুর্গা প্রভা সত্য চ চণ্ডিকা ।
 বাণী বিলসিনী চৈব বিজয়া বিরজা তথা ॥
 শ্ৰীমাচ বিনদা চৈব সুনন্দাচ স্মৃতি স্তুতি ।
 ঋদ্ধিঃ সমৃদ্ধিঃ শুদ্ধিঃ শুদ্ধিঃ শুদ্ধিঃ শুদ্ধিঃ ॥
 রমোমা ক্রেদিনী ক্রিয়া বসুদা বসুধা পরা ।
 পরাশরাচ সূক্ষ্মাচ সূক্ষ্মা প্রজ্ঞা প্রজ্ঞা শিশা ।
 অমোঘা বিদ্যাভ্যেত্যেক-পক্ষাশচ্ছন্দয়ো যত্নাঃ ॥

কীৰ্ত্তি, কাঙ্ক্ষা, তুষ্টি, পুষ্টি, ধৃতি, শান্তি, ক্রিয়া, দয়া, মেধা, হর্ষা, শ্রদ্ধা, লজ্জা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, প্রীতি, রতি, জয়া, দুর্গা, প্রভা, সত্যা, চণ্ডিকা, বাণী, বিলসিনী, বিজয়া, বিরজা, বিশ্বা, বিনদা, সুনন্দা, স্মৃতি, ঋদ্ধি, সমৃদ্ধি, শুদ্ধি, বুদ্ধি, মুক্তি, মতি, ক্ষমা, রমা, উমা, ক্লেদিনী, ক্লিষ্টা, বসুদা, বসুধা, পরা, পরায়ণা, সূক্ষ্মা, সঙ্ক্যা, প্রজ্ঞা, প্রভা, নিশা, অমোঘা, বিদ্যুতা এই একান্ন শক্তি ।

এই একান্ন মূর্ত্তি ও একান্ন শক্তির সহিত অকারাদি একান্ন বর্ণকে ললাটাদি একান্ন স্থানে গ্ৰাস করার নাম “কেশবাদি” গ্ৰাস ।

অথ তত্ত্বগ্ৰাসঃ ।

মকারাদি-ককারান্ত-বর্ণৈর্যুক্তং সবিন্দুকৈঃ ।

নমঃ পরায়েতি পূর্ববদ্ব্যনে নম ইত্যনু ॥

নাম জীবাদিতদ্বানাং গ্ৰাসেৎ তত্ত্বপদে ক্রমাৎ ।

গ্ৰাসেনানেন লোকোহি ভবেৎ পূজাধিকারবান্ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ।

প্রথমতঃ নমঃ পরায়, অনন্তর আত্মনে নমঃ বলিয়া অল্পস্বার-সম্বিত মকারাদি ককারান্ত বর্ণসমূহের সহিত বক্ষ্যমাণ স্থানসমূহে জীবাদি তত্ত্বের গ্ৰাস করিবে । এই গ্ৰাস করিলে সাধক পূজাধিকার প্রাপ্ত হন ।

অথ তত্ত্বগ্ৰাস-বিধিঃ ।

তত্রাদৌ সকলে গ্ৰাসেদ্ জীবপ্রাণৌ কলেবরে ।

হৃদয়ে মত্যাংকার-মনাংসীতি ত্রয়স্ততঃ ॥

শব্দং স্পর্শং ততোরূপং রসং গন্ধঞ্চ মস্তকে ।

মুখে হৃদিচ গুহেচ পাদয়োশ্চ যথাক্রমম্ ॥

শ্রোত্রং স্বচং দৃশং জিহ্বাং ত্রাণং স্বপদে ততঃ ॥

বাঙ্-পাণি-পাদ-পায়ুপস্থানি স্বস্বপদে তথা ।
 আকাশ-বায়ু তেজাংসি জলং পৃথ্বীঞ্চ মূৰ্দ্ধনি ।
 বদনে হৃদয়ে লিঙ্গে পাদয়োশ্চ যথাক্রমম্ ॥
 হৃদি হৃৎপুণ্ডরীকঞ্চ দ্বিষড়্ দ্ব্যষ্টদশাদিকম্ ।
 কলাব্যাপ্তেতি পূৰ্ব্বঞ্চ সূর্য্যচন্দ্রাগ্নিমণ্ডলম্ ॥
 বর্গৈঃ সহ সরৈশ্চৈশ্চ ক্রমান্বাসেৎ সবিন্দুকৈঃ ।
 বাসুদেবং ষকারেণ পরমেষ্ঠিযুতঞ্চ কে ॥
 ষকারেণ মুখে সঙ্কর্ষণং শ্যস্যেৎ পুমন্ত্রিতম্ ।
 হৃদি শ্যস্যোল্লকারেণ প্রদ্ব্যস্তং বিশ্বসংযুতম্ ॥
 অনিরুদ্ধং নিবৃত্তাত্যং বকারেণ চ গুহ্যকে ।
 নারায়ণঞ্চ সর্ব্বাত্যং লকারেণৈব পাদয়োঃ ॥
 নৃসিংহং কোপসংযুক্তং তদ্বীজেনাখিলাত্মনি ।
 তদ্ব্যাসোসংযমচিরাৎ কৃষ্ণসান্নিধ্যাকারকঃ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ।

প্রথমতঃ সকল শরীরে জীবতত্ত্ব ও প্রাণ তত্ত্বের শ্রাস করিবে । প্রয়োগ
 যথা—মং নমঃ পরায় জীবতত্ত্বাত্মনে নমঃ, ভং নমঃ পরায় প্রাণতত্ত্বাত্মনে
 নমঃ ইত্যাদি । তদনন্তর হৃদয়ে বং নমঃ পরায় মত্যাাত্মনে নমঃ, ফং নমঃ
 পরায় অহঙ্কারাত্মনে নমঃ, ঙ্গং নমঃ পরায় মনস্তত্ত্বাত্মনে নমঃ । এই
 তিন মন্ত্রে শ্রাস করিবে । অনন্তর মস্তকে নং নমঃ শব্দাত্মনে নমঃ,
 মুখে ধং নমঃ পরায় স্পর্শাত্মনে নমঃ, হৃদয়ে দং নমঃ পরায় রূপাত্মনে
 নমঃ, গুহ্যে থং নমঃ পরায় রসাত্মনে নমঃ, পদদ্বয়ে তং নমঃ পরায়
 গন্ধাত্মনে নমঃ, কর্ণে গং নমঃ শ্রবণাত্মনে নমঃ, গাত্রে টং নমঃ
 পরায় দৃশ্যাত্মনে নমঃ, চক্ষুতে ডং নমঃ পরায় নেত্রাত্মনে নমঃ,

জিহ্বাতে ঠং নমঃ পরায় জিহ্বাত্মনে নমঃ, নাসিকায় টং নমঃ পরায়
 ভ্রাণাত্মনে নমঃ, মুখে ঞং নমঃ পরায় বাণাত্মনে নমঃ, হস্তে বাং নমঃ
 পরায় পাণ্যাত্মনে নমঃ, পদে জং নমঃ পরায় পাদাত্মনে নমঃ, গুহ্যে
 ছং নমঃ পরায় পায়াত্মনে নমঃ, লিঙ্গে চং নমঃ পরায় উপস্থাত্মনে নমঃ,
 মস্তকে ঙং নমঃ পরায় আকাশাত্মনে নমঃ, মুখে ঘং নমঃ পরায় বায়ু-
 ত্মনে নমঃ, হৃদয়ে গং নমঃ পরায় তেজ আত্মনে নমঃ, লিঙ্গে থং নমঃ
 পরায় জলাত্মনে নমঃ, পদে কং নমঃ পরায় পৃথ্বীত্মনে নমঃ, হৃদয়ে শং
 নমঃ পরায় পুণ্ডরীকাত্মনে নমঃ, হং নমঃ পরায় দ্বাদশকলাব্যাপ্তসূর্য্য-
 মণ্ডলাত্মনে নমঃ, সং নমঃ পরায় ষোড়শকলাব্যাপ্ত-চন্দ্রমণ্ডলাত্মনে নমঃ,
 রং নমঃ পরায় দশকলাব্যাপ্তবহ্নিমণ্ডলাত্মনে নমঃ । মস্তকে ষং নমঃ
 পরায় বাসুদেবায় পরমেশ্বরাত্মনে নমঃ, বদনে ঘং নমঃ পরায় সঙ্কর্ষণায়
 পূর্নাত্মনে নমঃ, হৃদয়ে লং নমঃ পরায় প্রহ্লাদায় বিশ্বাত্মনে নমঃ
 গুহ্যে বং নমঃ পরায় অনিরুদ্ধায় নিরুত্তাত্মনে নমঃ, পদদ্বয়ে লং নমঃ,
 পরায় নারায়ণায় সর্কাত্মনে নমঃ । সর্কান্দ্রে ক্ষৌং নমঃ পরায় নৃসিং-
 হায় কোপাত্মনে নমঃ । এই সমস্ত মন্ত্রদ্বারা উল্লিখিত স্থানে হস্ত
 স্পর্শ করিয়া স্তাস করিবে । এই স্তাসের নাম “তত্ত্বস্তাস” ; যে
 ব্যক্তি এই স্তাস করেন, তিনি অচিরেই কৃষ্ণ নিকটে বাইতে পারেন ।

যঃ কুর্য্যাৎ তত্ত্ববিন্যাসং স পূতো ভবতি ধ্রুবম্ ।

তদাত্মনামুপ্রবিষ্ট্য ভগবানিত্তি তিষ্ঠতি ॥

যতঃ স এব তত্ত্বানি সর্ব্বং তস্মিন্ প্রাতিষ্ঠিতঃ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিন্যাসঃ ।

যিনি এইরূপে তত্ত্ববিন্যাস করেন, তিনি পবিত্র হন । ভগবান্ সেই
 ব্যক্তির দেহে স্তাস রূপে প্রবিষ্ট হইয়া বিরাজ করেন, যেহেতু ভগ-
 বান্ই অধিন তত্ত্ব এবং নিখিল পদার্থই তাঁহাতে অধিষ্ঠিত ।

অথ পুনঃ প্রাণায়াম-বিশেষঃ ।

প্রাণায়ামাংস্ততঃ কুর্যাৎ মূলং মন্ত্রং জপন্ ক্রমাৎ ।
বারৌ ধৌ চতুরঃ ষট্ চ রেচ-পূরক-কুস্তকৈঃ ॥
অথবা রেচকাদীংস্তান্ কুর্যাদ্ভারান্ধ্র, ষোড়শ ।
দ্বাত্রিংশচ্চ, চতুঃষষ্টিং কামবীজং জপন্ ক্রমাৎ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

অনন্তর মূল মন্ত্র দুইবার জপে দক্ষিণ নামায় রেচন, চারি বার জপে শ্বাম নামায় পূরণ ও ছয় বার জপে উভয় নামায় কুস্তক করিবে ।
কিংবা ষোল বার কাম বীজ জপে রেচন, বত্রিশ বার কামবীজ জপে পূরণ ও চৌষষ্টি বার কামবীজ জপে কুস্তক করিবে ।

অথ পীঠস্থাসঃ ।

ততো নিজতনূমেব পূজাপীঠং প্রকল্পয়ন্ ।
পীঠস্থাধারশক্ত্যাदीন্ গ্রাস্যেৎ স্নানেষু ভাবয়েৎ ॥
আধারশক্তিং প্রকৃতিং কূর্মান্তো চ তত্র তু ।
পৃথিবীং ক্ষীরসিন্ধুঞ্চ শ্বেতদ্বীপঞ্চ ভাস্বরম্ ॥
শ্রীরত্নমণ্ডপকৈব কল্পবৃক্ষং তথা হৃদি ।
গ্রাস্যেৎ প্রদক্ষিণার্হেন ধর্মজ্ঞানে ততোহংসয়োঃ ॥
উর্বেষা বৈরাগ্যমৈশ্বর্যং তথৈব ধর্ম্যমাননে ।
ত্রিকেহজ্ঞানমবৈরাগ্যমনৈশ্বর্যঞ্চ পার্শ্বয়োঃ ॥
হৃদজ্জহনস্তপস্বঞ্চ সূর্যেন্দুশিখিনাং তথা ।
মণ্ডলানি ক্রমাচ্চর্গৈঃ প্রণবাংশৈঃ সবিম্বুকৈঃ ॥

সদ্বৎ রজস্তমশ্চাত্মাস্তুরাত্মানৌ চ তত্র হি ।
 পরমাত্মানমপ্যাত্মাত্মাত্মবর্গৈঃ সবিন্দুকৈঃ ॥
 জ্ঞানাত্মানঞ্চ ভুবনেশ্বরীবীজেন সংযুতম্ ।
 তস্যাক্টদিক্ণু মধ্যোহপি নব শক্তীশ্চ দিক্ ক্রমাৎ ॥
 বিমলোৎকর্ষিণী জ্ঞানা ক্রিয়া যোগেতি শক্তয়ঃ ।
 প্রহ্বী সত্যা তথেশানানুগ্রহা নবমী স্মৃতা ॥
 শ্যামো তদুপরিষ্ঠাচ্চ পীঠমন্ত্রঃ যথোদিতম্ ।
 ঋষ্যাদিকং শ্বরেদস্যাক্টাদশার্ণমনোস্তুতঃ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ ।

তৎপরে সাধক নিজ দেহকেই পূজাপীঠরূপে কল্পনা করতঃ আধার-
 শক্তি প্রভৃতিকে প্রণব সংযুক্ত করিয়া নিজ অঙ্গসমূহে গ্রাস করিবেন ।
 তাহার প্রকার যথা—হৃদয়ে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, ওঁ প্রকৃতয়ে নমঃ,
 ওঁ কৃষ্যায় নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ, ওঁ স্বর্গীয় সিন্ধবে নমঃ,
 ওঁ শ্বেতদ্বীপায় নমঃ, ওঁ রত্ন মণ্ডপায় নমঃ, ওঁ কল্পবৃক্ষায় নমঃ । দক্ষিণ ও
 বামদিক্কে প্রদক্ষিণক্রমে ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ, ওঁ জ্ঞানায় নমঃ । দক্ষিণ ও বাম
 উক্ৰতে প্রদক্ষিণ-ক্রমে ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ, ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ, মুখে ওঁ
 অধর্ম্মায় নমঃ, কটিদেশে ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ, পার্শ্বদ্বয়ে ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ,
 ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ, হৃদয়ে ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পদ্মায় নমঃ, ওঁ অং
 সূর্য্যমণ্ডলায় নমঃ, ওঁ উং নোমমণ্ডলায় নমঃ, ওঁ মং বহুমণ্ডলায় নমঃ,
 ওঁ সং সহায় নমঃ, ওঁ রং রজসে নমঃ, ওঁ তং তমসে নমঃ, ওঁ আং
 আত্মনে নমঃ, ওঁ অং অস্তুরাত্মনে নমঃ ওঁ পং পরমাত্মনে নমঃ, ওঁ
 হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ । অনন্তর হৃদয়ে . অষ্টদল পদ্ম চিত্তা করিয়া
 পূর্বাঙ্গ দল ক্রমে ওঁ বিমলায়ৈ নমঃ, ওঁ উৎকর্ষিণ্যৈ নমঃ, ওঁ জ্ঞানায়ৈ নমঃ,
 ওঁ ক্রিয়ায়ৈ নমঃ ওঁ যোগায়ৈ নমঃ, ওঁ প্রহ্ব্যৈ নমঃ, ওঁ সত্যায়ৈ নমঃ,

ওঁ ঈশানায়ৈ নমঃ, মধ্যো ওঁ অমৃতহায়ৈ নমঃ, এই প্রকারে গ্রাস করিয়া, তদুপরি পীঠ মন্ত্র গ্রাস করিবে এবং নিজ মন্ত্রের ঋত্বাদি স্মরণ করিবে ।

পীঠমন্ত্রো যথা—

“ওঁ নমো ভগবতে বিষ্ণবে সর্বভূতাত্মনে বাসুদেবায়
সর্বভূতাত্ম-সংযোগপদ-পাঠাত্মনে নমঃ” ॥

অথ ঋত্বাদিস্মরণম্ ।

ঋষির্নারদ ইত্যুক্তো গায়ত্রী চন্দ উচ্যতে ।

গোপবেশধরঃ কৃষ্ণো দেবতা পরিকীর্তিতঃ ॥

বীজং মন্থথসংজ্ঞস্তু প্রিয়া শক্তির্বিভূজঃ ।

ইমেব পরমেশানি অস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবতা ।

চতুর্বর্গফলাবাপ্ত্যৈ বিনিয়োগঃ প্রকীর্তিতঃ ॥

সম্বোধনতন্ত্রে অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রমধিকৃত্য শিববচনম্ ।

অষ্টাদশাক্ষর গোপাল-মন্ত্রের ঋষি নারদ, চন্দঃ গায়ত্রী, দেবতা শ্রীকৃষ্ণ, কাম বীজ, স্বাহা শক্তি, দুর্গা অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, চতুর্বর্গ লাভার্থ ইহার বিনিয়োগ ।

প্রত্যেক মন্ত্রেরই ঋষি, চন্দঃ ও দেবতা প্রভৃতি পৃথক পৃথক আছে এবং জপের পূর্বে প্রতিমন্ত্রেরই ঋষি, চন্দঃ ও দেবতা প্রভৃতি স্মরণ করিতে হয় । বর্তমান সময়ে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে যে ভাবে মন্ত্রাদির ব্যবহার চলিতেছে, তাহাতে ঋষি চন্দঃপ্রভৃতি দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছেন । দীক্ষা, বিধানের দ্বারা শ্রীভগবানের সহিত সংস্কৃত স্থাপন করিতে হইলে, এই সকল প্রক্রিয়া অবশ্যই অবলম্বন করিতে হয় । শ্রীভগবৎ-প্রোক্ত মন্ত্র প্রথমে যিনি প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাকে সেই মন্ত্রের “ঋষি” বলা হয় । তন্ত্রোক্ত প্রতিমন্ত্রেরই ঋষি প্রভৃতির নাম

সেই সেই তত্ত্বে আছে । বৈষ্ণব-সমাজে বর্তমান সময়ে চলিত—“রাধা-
কৃষ্ণাভ্যাং নমঃ” “চাং চীং চৈতন্যায় নমঃ” প্রভৃতি হাতগড়া আজ-
গবী মন্ত্রের ঋষি ছন্দঃ প্রভৃতির নামই বা কোথায় আছে জানি না ।

অষ্টাদশাঙ্কর মন্ত্রে পূজাদি করিতে হইলে—

“ওঁ অস্যাষ্টাদশাঙ্কর-গোপাল-মন্ত্রস্য নারদ ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ
শ্রীকৃষ্ণঃ পরমাত্মা দেবতা ক্লীং বীজং স্বাহা শক্তিঃ দুর্গাহিষ্ঠাত্রী
দেবতা শ্রীকৃষ্ণপ্ৰীত্যর্থৈ জপে বিনিয়োগঃ” ॥

এই ভাবে ঋষ্যাদি স্মরণ করিতে হয় ।

দশাঙ্কর মন্ত্রে পূজাদি করিতে হইলে—

“ওঁ অস্যা দশাঙ্কর-গোপাল-মন্ত্রস্য নারদ ঋষির্বিরাট্ ছন্দঃ
সকললোকমঙ্গল শ্রীনন্দতনয়ো দেবতা ক্লীং বীজং স্বাহা শক্তিঃ
দুর্গাহিষ্ঠাত্রী দেবতা শ্রীকৃষ্ণপ্ৰীত্যর্থৈ জপে বিনিয়োগঃ” । ”

এই ভাবে ঋষ্যাদি স্মরণ করিতে হয় ।

যদিও শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র বহু আছে, তথাপি আমাদের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ে এই দুই মন্ত্রেরই ব্যবহার ও আদর অধিক ; নেই
জন্য এই দুই মন্ত্রেরই ব্যবস্থা লিখিলাম ।

অথাস্ত্রোক্তাঃ ।

চতুশ্চতুর্ভি বৈ নৈশ্চ চত্বার্যাঙ্গানি কল্পয়েৎ ।
দ্বাভ্যাংদ্বা থামঙ্গক তস্যোত্যঙ্গানি পঞ্চ বৈ ।
ন্যস্যেচ্চ ন্যাপকত্বেন তান্ধ্যঙ্গানি কল্পয়েৎ ।
তান্ধ্যঙ্গুলীষু পঞ্চাথ কেচিদ্ভানান্ স্মরণপি ॥

দ্রাবণ-ক্ষোভণাকর্ষবশীকৃৎস্রাবণাস্তথা ।

শোষণো মোহনঃ সন্দীপনস্তাপনমাদনৌ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

অষ্টাদশাঙ্করে চারি চারিবর্ণে চারিটি ও দুই বর্ণে একটি—মোট পাঁচটি অঙ্ক কল্পনা করিবে । প্রথমতঃ হস্তের বাহিরে ভিতরে চতুঃ-পার্শ্বে সমস্ত মন্ত্র দ্বারা গ্রাস করিবে ; পরে প্রতি অঙ্ক দ্বারা প্রতি অঙ্গুলীতে গ্রাস করিবে ।

প্রয়োগ যথা—ক্লী কৃষ্ণায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, গোবিন্দায় তর্জনীভ্যাং স্বাহা, গোপীজন-মধ্যমাভ্যাং বষট্, বল্লভায় অনামিকাভ্যাং হ্রীং, স্বাহা অঙ্গায় ফট্ । •কেহ কেহ অঙ্গুলীসমূহে পঞ্চাঙ্গ গ্রাসের সহিত পঞ্চ মহাবাণ ও পঞ্চ মদন গ্রাস করিবার ব্যবস্থা করেন । যথা ক্লী কৃষ্ণায় ক্লী হ্রীং দ্রাবণায়, ক্লী শোষণানন্দায় নমঃ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ । ক্লী গোবিন্দায় হ্রীং ক্ষোং ক্ষোভণায় নমঃ হ্রীং মোহনমদনায় নমঃ তর্জনীভ্যাং স্বাহা । হ্রীং গোপীজন হ্রীং আং আকর্ষণায় ক্লী মদনায় নমঃ মধ্যমাভ্যাং বষট্ । হ্রীং বল্লভায় • হ্রীং বশীকরণবাণায় হ্রীং সন্দীপন-তাপনানন্দায় নমঃ অনামিকাভ্যাং হ্রীং । হ্রীং স্বাহা হ্রীং স্রাং স্রাবণায় নমঃ হ্রীং মাদন মকরধ্বজায় নমঃ অঙ্গায় কনিষ্ঠিকাভ্যাং ফট্ ॥

কিঞ্চ

নমোহস্তং হৃদয়ধ্বজৈঃ শিরঃ স্রাবণিতং শিখাম্ ।

বষড়্ যুতঞ্চ কবচং স্তংযুগস্তং চ ফড়্ যুতম্ ॥

শ্যস্ত্রি পুনরঙ্গুষ্ঠৌ তর্জুনৌ মধ্যমে তথা ।

অনামিকে কনিষ্ঠে চ ক্রুমাৎস্রৈশ্চ পঞ্চভিঃ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

এই পঞ্চাঙ্গ নমঃ শব্দ সহ হৃদয়ে, স্বাহা শব্দ সহ মস্তকে, বষট্ শব্দ সহ শিখায়, হং শব্দ সহ কবচে ও ফট্ শব্দ সহ অঙ্গ ন্যাস করিবে । ইহার পরে নমঃ প্রভৃতি শব্দ যুক্ত করিয়া অঙ্গুষ্ঠ প্রভৃতি পঞ্চাঙ্গুলিতে ন্যাস করিবে ।

প্রয়োগ যথা—ক্লী কৃষ্ণায় হৃদয়ায় নমঃ, গোবিন্দায় শিরসে স্বাহা, গোপীজন শিখায়ৈ বষট্, বল্লভায় কবচায় হং, স্বাহা অঙ্গায় ফট্ ॥ ক্লী কৃষ্ণায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ—ইত্যাদি ।

অঙ্গন্যাসের নানা প্রকার পদ্ধতি আছে ; তন্মধ্যে সাধারণ দুই এক রকম লেখা হইল । যেগুলি বুদ্ধিতে শাস্ত্রজ্ঞানের প্রয়োজন হয় ও অঙ্গুষ্ঠান করিতে কিছু সময় লাগে, সেগুলি বর্তমান সময়ে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে “বিধিমাৰ্গ” বলিয়া নামিকাকুঞ্চন পূর্বক ত্যাগ করা হয় ; কাজেই অধিক লিখিলাম না । যাহারা দশাঙ্গুর মধ্যে উপাসনা করেন, তাঁহারা অঙ্গ ন্যাস করিবার সময়—

আচক্রায় স্বাহা হৃদয়ায় নমঃ, বিচক্রায় স্বাহা শিরসে স্বাহা, সূচক্রায় স্বাহা শিখায়ৈ বষট্, ত্রৈলোক্যরঞ্জন-চক্রায় স্বাহা কবচায় হং, অম্বরাস্তক-চক্রায় স্বাহা অঙ্গায় ফট্—এই সমস্ত মন্ত্র ব্যবহার করিবেন । অঙ্গুলীতে ন্যাস করিবার সময়েও আচক্রায় স্বাহা অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ এই ভাবে মন্ত্র বলিবেন ।

অথাঙ্গুর-ন্যাসঃ ।

ততোহষ্টাদশ বর্ণাংষ্ট মন্ত্রস্যাস্য যথাক্রমম্ ।

দন্তে ললাটে ক্রমেন্যে কণ্ঠয়ো নৈত্রয়োদ্বয়োঃ ॥

নাসায়োৰ্দ্ধদনে কণ্ঠে হৃদি নাভৌ কটিদ্বয়ে ।

গুহ্যে জাম্বুদ্বয়ে চৈকং ন্যাস্যেদেকঞ্চ পাদয়োঃ ॥

সম্পূর্ণা ন্যাস্যন্তি তারাদিনগোহস্তান্ তান্ সবিন্দুকান্ ॥

অঙ্গন্যাস সমাপনান্তে মন্ত্রের অষ্টাদশটি অঙ্গুর যথাক্রমে দন্তে, ললাটে,

প্রয়োগ যথা—দন্তে ও ক্লীং নমঃ । ইত্যাদি ।

গুহাদ্‌গ্‌লাশ্‌ম্‌স্ত্‌কাচ্‌চ ব্যাপযা চরণাবধি ॥

তন্মধ্যে প্রয়োগ যথা—দক্ষিণ নেত্রে “ক্লী ক্লী নমঃ” বামনেত্রে “ক্লী
ক্লী নমঃ” মুখে “গোং গোবিন্দায় নমঃ,” দক্ষিণ পদে “গোং গোপী-
জনবল্লভায় নমঃ,” বাম পদে “স্বাং স্বাহা নমঃ” ।

কেহ কেহ স্বাহা শব্দান্ত করিয়া উত্তরোত্তর, নিম্নগপূর্বক গুহ, গলদেশ ও মস্তক ইহিতে চরণাবধি ন্যাস করিয়া থাকেন ।

তন্মতে প্রয়োগ যথা—গুহ ইহিতে চরণ পর্য্যন্ত “ক্লীং কৃষ্ণায় স্বাহা,” গলদেশ ইহিতে চরণ পর্য্যন্ত “ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় স্বাহা” মস্তক ইহিতে চরণ পর্য্যন্ত “ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা” ।

ন্যাস সম্বন্ধে একটি বিশেষ বিবেচনার বিষয় আছে । যে দেবতাকে যে স্থানে ন্যাস করা হয়, সেই দেবতা সেই স্থানে ন্যস্ত থাকিলেন এইরূপ ভাবনা করিতে হয় । যথা,—কেশবাদি ন্যাসে “অং কেশবার কীৰ্ত্ত্য নমঃ” বলিয়া ললাটে ন্যাস করিতে হয় । এই ন্যাস সময়ে ললাটে কীৰ্ত্তিসহ কেশব ন্যস্ত রহিয়াছেন এইরূপ ভাবনা করিতে হইবে । সেইরূপ গুহে ও পদে কোন কোন নাম উচ্চারণ হইলে গুহাদি স্থানে সেই দেবতা ন্যস্ত রহিয়াছেন ভাবনা করিতে হইবে । কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-কমলে ভক্তিনিষ্ঠ সজ্জনগণ নিজ অধমাস্ত্রে স্বকীয় ইষ্ট দেবতা ন্যস্ত আছেন এইরূপ ভাবনা কেমন করিয়া করিবেন ? শাস্ত্রাজ্ঞায় করিলেই বা তাঁহাদের দাস্ত প্রভৃতি ভাব কেমন করিয়া থাকে ? এই আশঙ্কার পরিহারার্থ ব্যবস্থা করিতেছেন যে—

• ন্যাসোহত্র জ্ঞাননিষ্ঠানাং গুহাদিবিষয়স্ত যঃ ।

স্বস্ববর্ণতনোঃ কার্য্যস্তত্ত্ববর্ণেষু বৈষ্ণবৈঃ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

শ্রীহরিভক্তিবিনাসে যে সমস্ত ন্যাসের কথা বলা হইয়াছে, তাহা জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি সর্বভক্তের জন্য । জ্ঞানপরায়ণ ভক্তগণ এই ভাবে ন্যাস করিলে, তাঁহাদের কোন দোষ হইবে না ; কারণ তাঁহারা নিজের সহিত ইষ্টদেবতার অভেদ ভাবনা করিয়া পূজাদি করিয়া থাকেন । “দেবো ভূত্বা দেবং যজ্ঞেং” এই জ্ঞানাদিকারস্থ শাস্ত্রবাক্যানুসারে তাঁহারা শিবপূজায় “শিবোহহং” অর্থাৎ আমিই শিব, কৃষ্ণ-

পূজায়—“কৃষ্ণোহহং” অর্থাৎ আমিই কৃষ্ণ - এইরূপ অভেদ ভাবনা করিয়া পূজা করেন এবং অভেদ অর্থাৎ অদ্বৈত ভাবই তাঁহাদের চরম লক্ষ্য ; কাজেই এই ভাবে ন্যাস করিলে, তাঁহাদের ভাবে কোন দোষ হইবেনা। কিন্তু শুদ্ধভক্তিनिष्ठ সাধকগণ অর্থাৎ যাহারা অদ্বৈত ভাব প্রার্থনা করেন না, দাসাদি ভাবে সেবা প্রাপ্তিই যাহাদের চরম লক্ষ্য, তাঁহারা এভাবে ন্যাস করিতে পারিবেন না। তাঁহারা ভূত-শুদ্ধির পর চিন্তিত বর্ণময় শরীরের সেই সেই স্থানে ন্যাস করিবেন। অর্থাৎ মাতৃকান্যাসোক্ত প্রকারে পঞ্চাশটি বর্ণদ্বারা যে বর্ণময় শরীর চিত্রা করিতে হয়, সেই বর্ণময় শরীরের, পদ গুহ্য প্রভৃতি অঙ্গ যে যে বর্ণ দ্বারা গঠিত হইয়াছে, সেই সেই বর্ণের উপর ন্যাস করিবেন ; তাহাতে কোন দোষ হইবে না। ভূতশুদ্ধির সময়ে, নিজ প্রাকৃত দেহ দগ্ধ হইয়া বর্ণময় দেহ হইয়াছে—এইরূপ চিন্তা করিয়াই পূজাদি কার্যে রত হইতে হয়।

যাহারা ব্রজোপাসক, তাঁহারা শুদ্ধ দাস্য, শুদ্ধ সখ্য প্রভৃতি ভাবে শ্রীনন্দনন্দনের উপাসনা করেন। অতএব তাঁহাদের পক্ষে পূর্বোক্ত ভূতশুদ্ধি ও ন্যাসাদি কিছুই ভাবানুকূল হয় না ; কারণ তাঁহাদের বর্ণময় দেহ হইলে সেবা চিন্তা করিবার বিশেষ অসুবিধা ও অসামঞ্জস্য হয়। সেজন্য শ্রীভাগবত-সন্দর্ভে শ্রীজীবগোশ্বামি-পাদ ব্যবস্থা করিয়াছেন।

“অথ শুদ্ধভক্তানাং ভূতশুদ্ধাদিকং যথামতি ব্যাখ্যায়তে ।
তত্র ভূতশুদ্ধিনিজাভিলষিত-ভগবৎ-সেবোপায়িক-তত্ত্বং পার্শদ-দেহ-
ভাবনাপর্য্যন্তেব তৎসেবৈকপুরুষার্থিভিঃ কার্য্যা নিজানুকূল্যাৎ ।
এবং যত্র যত্রাশ্রনো নিজাভীষ্ট-দেবতারূপত্বেন চিন্তনং বিধীয়তে
তত্র তত্রৈব পার্শদত্বে গ্রহণং ভাব্যম্ । অহং-গ্রহোপাসনায়াঃ
শুদ্ধভক্তৈর্গর্হিতত্বাৎ ।”

“অথ কেশবাদি-ন্যাসানাং যত্রাধমাস্ত বিষয়ত্বং তত্র তন্মূর্ত্তিং
 ধাত্বা তত্তন্মাত্রাংশ্চ জপৈশ্চ তদঙ্গস্পর্শমাত্রং কুর্য্যাৎ । নতু
 তত্তন্মাত্রদেবতা স্তত্র ন্যস্তা ধ্যারেৎ ভক্তানাং তদনৌচিত্যাৎ ।”

শ্রীভক্তি-সন্দর্ভঃ ।

“শ্রীকৃষ্ণার্চন-বিষয়ে শুদ্ধভক্তগণের অর্থাৎ ষাঁহার। দাস্য সখ্য প্রভৃতি
 ভাববিশেষে ব্রজোপাসনা করিতেছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে ভূতশুদ্ধি প্রভৃ-
 তির কথা কিছু লিখিতেছি । সাধারণতঃ ভূতশুদ্ধি করিতে হইলে,
 শরীরাকার পরমাত্মার সহিত ক্ষিতি, অপ, তেজঃ প্রভৃতি ভূতগণের
 সম্বন্ধ চিন্তা করিয়া শোধন করা বুঝায় ; কিন্তু শুদ্ধরসাম্বিত ভক্তগণ
 সেভাবে ভূতশুদ্ধি না করিয়া তাঁহারা যে রসে শ্রীশ্রীনন্দনন্দনকে
 আশ্বাদন করিতে ইচ্ছুক, সেই রসাত্মকুল সেবার উপযুক্ত নিজদেহ
 চিন্তা করিবেন ;—তাহাতেই ভূতশুদ্ধি হইবে । অর্থাৎ ষাঁহার। সখ্য-
 রসে শ্রীশ্রীনন্দনন্দনকে আশ্বাদন করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা শ্রীদাম সুবল
 প্রভৃতির ন্যায় নিজ দেহ চিন্তা করিবেন । ষাঁহার। মধুর রসে শ্রীশ্রীনন্দ-
 নন্দনকে আশ্বাদন করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা ব্রজগোপীদের ন্যায় নিজ
 দেহ চিন্তা করিবেন ইত্যাদি । এইরূপ চিন্তাই সেবাপ্রার্থী সাধকের
 সেবাপ্রাপ্তির অন্তকূল হইয়া থাকে ।

যেখানে যেখানে আপনাকে ইষ্টদেবতা স্বরূপ চিন্তা করিবার ব্যবস্থা
 আছে, ব্রজোপাসনাকারী সাধক তত্তৎস্থলেও আপনাকে নিজাভীষ্ট
 পার্শদরূপে চিন্তা করিবেন । আপনাকে ইষ্টদেবতারূপে চিন্তা করার
 নাম “অহংগ্রহোপাসনা” । শুদ্ধ ভক্তিমাগে অহং-গ্রহোপাসনা করা
 কোন মতেই যুক্তিসিদ্ধ নহে ।

এস্থলে ইহাও জানিয়া রাখা উচিত যে, আপনাকে কোন নিত্য
 পার্শদরূপে (অর্থাৎ আমি শ্রীদাম কিংবা আমি সুবল, কিংবা আমি
 ব্রজেশ্বরী বা যশোদা কিংবা আমি শ্রীরাধা কিংবা আমি শ্রীললিতা

প্রভৃতিরূপে) চিন্তা করিলেও অহংগ্রহোপাসনা হয় ; কারণ শ্রীভগবান্ ও তাঁহার নিত্য পার্শ্বে ভেদ নাই । আপনাকে পার্শ্বে চিন্তা করিতে হইলে নিত্যপার্শ্বদের অল্পগত তৎস্বজাতীয় রূপে চিন্তা করাই আবশ্যক ।

“কেশবাди-ন্যাসং প্রভৃতি যে সময় অধমাজ্জ-বিষয়ক হইবে অর্থাৎ শুষ্ক, পদ প্রভৃতি অধমাজ্জে করিতে হইবে, তখন সেই সেই অঙ্গে সেই সেই দেবতাকে ভাবনা না করিয়া সেই সেই দেবতাকে স্মরণ . ও ন্যাসমন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক কেবল সেই সেই অঙ্গ স্পর্শ করিবেন, দেবতাকে সেখানে নাস্ত ভাবিবেন না ; ভক্তগণের পক্ষে তাহা একান্ত ভাববিরুদ্ধ ও অসুচিত ।”

অথ ঋষ্যাদিন্যাসঃ ।

ঋষ্যাদীন্ সপ্ত ভাগাংশ্চ ন্যাস্যেদস্য মনোঃ ক্রমাৎ ।

মূর্ধাস্য-হৃৎস্ব-কুচয়োঃ পুনর্হৃদি পুনর্হৃদি ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

অনন্তর মন্ত্রের ঋষি ছন্দঃ দেবতা প্রভৃতি সাতটি ভাগ যথাক্রমে মস্তকে, মুখে, হৃদয়ে, স্তনদ্বয়ে ও পুনঃ দুইবার হৃদয়ে ন্যাস করিবে ।

প্রয়োগ যথা—শিরসি নারদায় ঋষয়ে নমঃ । মুখে গায়ত্রী চন্দ্রে নমঃ । হৃদয়ে সকললোক-মঙ্গল-শ্রীমদতনয়ায় দেবতায়ৈঃ নমঃ । দক্ষিণ-স্তনে ক্রী বীজায় নমঃ । বামহস্তে স্বাহা শক্তয়ে নমঃ । হৃদয়ে দুর্গায়ৈ অধিষ্ঠাতৃদেবতায়ৈ নমঃ ; পুনঃ হৃদয়ে অভিমত ফলপ্রাপ্তে, নমঃ ।

অথ মুদ্রাপঞ্চকম্ ।

বেণুাখ্যাং বনমালাখ্যাং মুদ্রাং সন্দর্শয়েৎ ততঃ ।

শ্রীবৎসাখ্যাং কোস্তভাখ্যাং বিদ্যাখ্যাঞ্চ মনোরমাম্ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের অতিপ্রিয় বেণু, বনমালা, শ্রীবৎস, কৌন্তভ ও বিষ নামক পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন করিবে ।

শুদ্ধ ভক্তগণের পক্ষে মুদ্রা প্রদর্শনের বিশেষ নিয়ম এই যে, তাঁহারা এই মুদ্রাগুলি নিজ শরীরে জ্ঞান করিবেন না ; শ্রীকৃষ্ণের অতিপ্রিয় বলিয়া কেবলমাত্র দেখাইবেন । জ্ঞানপর ভক্তগণ এই সমস্ত মুদ্রা নিজ শরীরে চিন্তা করেন ।

শ্রীকৃষ্ণপূজায় নানাপ্রকার মুদ্রার প্রয়োজন হয় । সেগুলি পুস্তকে লেখা দেখিয়া শিক্ষা করা অসম্ভব । নিজ নিজ গুরুর নিকট দেখিয়া লইবেন ।

বর্তমান সময়ে ব্যবসাদার গুরুগণের নিকট মুদ্রার কথা জিজ্ঞাসা করিলে অনেকেই সফল পাইবেন না । কারণ তাঁহাদের শতকরা ৯৯ জন অন-
ভিষ্ট । কেবল কাদিয়া কাটিয়া দশাধরির ভারকালি করিয়া রত্নতমুদ্রা সংগ্রহ করেন ; পূজায় যে মুদ্রা লাগে, তাহার নামও তাঁহারা জানেন না । জিজ্ঞাসা করিলে “ও সমস্ত বিধিমাৰ্গ, রাগের ভঞ্জে প্রয়োজন নাই” বলিয়াই কাদিয়া ফেলিবেন । তাহা দেখিয়া যেন কেহ পথ-
ভ্রষ্ট হইবেন না । ঘটসন্দর্ভ, শ্রীহরিভক্তি-বিনাস প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিবেন, রাগের ভঞ্জন কাহাকে বলে এবং তাহাতে মুদ্রার প্রয়োজন হয় কিনা ।

ইথাং শ্যামশরীরঃ সন্ কৃতা দিব্যদ্বন্দ্বং পুনঃ ।

করকচ্ছপিকাং কৃতা ধ্যায়েচ্ছ্রী-নন্দনন্দনম্ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

পূর্বোক্ত প্রকারে ন্যাসাদি করিয়া নিজ শরীরকে পূজাযোগ্য করিয়া, “ও নমঃ সুদর্শনায় অজ্ঞায় কৃৎ” এই মন্ত্রে দিব্যদ্বন্দ্ব করিয়া শ্রীনন্দনন্দনের ধ্যান করিবে । ধ্যান কালে কর-কচ্ছপিকা মুদ্রা বন্ধন করিবে । এই সমস্ত মুদ্রাবন্ধনবিধি পরিশিষ্টে লিখিত হইল ।

অতীষ্ট দেবতার ধ্যান করিতে হইলে, তাঁহাকে তাঁহার ধামে রাখিয়া ধ্যান করাই শুদ্ধ ভক্তের কর্তব্য ও ভাবানুকূল । নিজ হৃদয়ে ধ্যান করা

কিংবা সম্বন্ধ শূন্য অবস্থায় ধ্যান করা ব্রজোপাসকগণের কুচিবিক্রম।
অভীষ্ট দেবতাকে যে রসে আশ্বাদন করা সাধকের অভিপ্রেত, সেই
রসাম্বুকুল পার্শ্বদেহচিন্তা পূর্বক অভিলষিত ধামে গমন করিয়া সেই
ধামস্থ অভিলষিত মূর্তির ধ্যান করিতে হয়। মধুর-রসোপাসক ভক্ত-
গণ নিজের মঞ্জরী দেহ চিন্তাপূর্বক শ্রীবৃন্দাবন-নিকুঞ্জে শ্রীশ্যামসুন্দরের
ধ্যান করিবেন। শ্রীবৃন্দাবন-বিহারীর উপাসকগণ প্রথমতঃ শ্রীবৃন্দাবনের
ধ্যান করিবেন। যথা—

অথ প্রকটসৌরভোদগলিত-মাধ্বিকোৎফুল্লসং

প্রসূন-নবপল্লব-প্রকর-নম্রশাখৈর্দ্রুমৈঃ ।

প্রফুল্লনবমঞ্জরীললিতবল্লরীবেষ্টিতৈঃ

স্মরেচ্ছিশিরিতং শিবং সিতমতিস্তু বৃন্দাবনম্ ॥

বিকাসি-সুগনোরসাস্বাদনমঞ্জুলৈঃ সঞ্চর-

ঙ্খিলীমুখ-মুখোদগতৈর্মুখরিতান্তরং বন্ধুতৈঃ ।

কপোত-শুক-শারিকা-পরভূতাদিভিঃ পত্রিভি-

বিরাজিতমিতস্ততো ভূজগশক্রনৃত্যাকুলম্ ॥

কলিন্দদুহিতুশ্চল্লহরিবিপ্রস্যাং বাহিভি-

বিনিদ্রসরসীরুহোদর-রজশ্চয়োদ্ধূসরৈঃ ।

প্রদীপিত-মনোভব-ব্রজবিলাসিনী-বাসসাং

বিলোলন-বিহারিভিঃ সততসেবিতং মারুতৈঃ ॥

প্রবাল-নবপল্লবং মরকতচ্ছদং বজ্রমৌ-

ক্তিক-প্রকরকোরকং কমলরাগনানাফলম্ ।

স্ববিষ্ঠমখিলকুণ্ডলৈঃ সততসেবিতং কামদং

ভদ্রশূরপি কল্পকাণ্ডে শ্রিপমুদকিতং চিন্তয়েৎ ॥

সুহেমশিখরাবলেকুদিতভাগুবদ্যাস্বরা-

মধোহস্ত কনকশ্রলীমমৃতশীকরাসারিণঃ ।

প্রদীপ্তমণিকুণ্ডিমাং কুসুম-রেণুপুঞ্জোজ্জ্বলাং

স্মরেৎ পুনরতদ্রিতো বিগত-ষট্‌তরঙ্গাং বুধঃ ॥

তদ্রত্নকুণ্ডিমনিবিষ্টমহিষ্ঠযোগ-

পীঠেহৃৎপত্রমরুণং কমলং বিচিন্ত্য ।

উত্ত্বাখ্যৈরোচন-সরোচিরমুগ্ধ মধো

সঙ্কিন্তয়েৎ সুখনিবিষ্টমথো মুকুন্দম্ ॥

ক্রমদীপিকা ।

অনন্তর বিশুদ্ধচিত্তে শ্রীবৃন্দাবন চিন্তা করিবে । শ্রীবৃন্দাবন, উদাম সৌরভপরিপূর্ণ, মধুস্রাবি ও বিকসিত অত্যুত্তম পুষ্প ও নবপল্লবভরে অবনত ও বিকসিত নবমঞ্জরীদ্বারা মনোহারিণী লাতকাপরিবেষ্টিত বৃক্ষ-রাজির ছায়ায় অতি সুশীতল । যেখানে বিকাশোন্মুখ কুসুমের রসা-স্বাদ করিয়া অলিকুল চতুর্দিকে বিচরণ করিতেছে; তাহাদের মুখোদগত গুণ্ গুণ্ ঝঙ্কারে চতুর্দিক পরিপূরিত হইতেছে । পারাবত, জুক, শারিক ও কোকিলগণ সর্বদা কলরব করিতেছে ; ময়ূর ময়ূরী নৃত্য করিতেছে ; প্রফুল্ল-কমলপরাগ-সংসর্গে ধূসরবর্ণ মৃদু মন্দ মলয় পবন, উত্তেজিত কামভাবাপন্ন ব্রজবিলাসিনীগণের বসন কম্পিত করিয়া ও শ্রীযমুনার ললিত-লহরীর জলবিন্দু বহন করিয়া ইতস্ততঃ সঞ্চারিত হইতেছে । চতুর্দিকে কল্লতরুগণ বিরাজমান রহিয়াছে : প্রবাল ঐ কল্লতরুর নবপল্লব, নীলকান্তমণি উহার পত্র, হীরক ও মুক্তাসকল উহার কোরক, পদ্মরাগমণি উহার ফল । ঐ বৃক্ষ অতীব উচ্চ ও শুল । সর্বত্র সর্বদা ঐ বৃক্ষের সেবা করিতেছে (অর্থাৎ উহাতে সর্বদা সর্ব প্রভুজাত পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হয়) । সুধীব্যক্তি নিরলস

হইয়া ঐ সুধাবর্ষণকারী • কল্লতরুর মূলদেশে রত্নময়ী ভূমি চিন্তা করিবেন । অত্যাশ্রয় কাঞ্চনময় পর্বতমালা-সন্নিধানে সূর্য্য উদিত হইলে, তাহার যেমন আভা হয়, ঐ ভূমির আভাও সেইরূপ । সেখানে মণি-রচিত প্রাঙ্গন-সকল শোভা পাইতেছে ; তাহাতে প্রস্ফুটিত কুসুমের পরাগরাজি নিপতিত হওয়ায় অধিকতর শোভা হইয়াছে । এস্থানে শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা, পিপাসা প্রভৃতি সংসার-সাগরের তরঙ্গগুলি একেবারেই নাই । কল্লতরুর মূলদেশে এতাদৃশ মণিময়ী ভূমিতে লোহিতবর্ণ অষ্টদল পদ্মে যোগপীঠ চিন্তা করিবে ; ঐ যোগপীঠে উদয়োন্মুখ কোটি সূর্য্য তুল্য দীপ্তিশালী শ্রীনন্দনন্দনকে চিন্তা করিবে ।

যাহারা মধুর রসে উপাসনা কবেন, তাঁহারাই এইভাবে শ্রীবৃন্দাবন চিন্তা করিয়া, সেখানে নিজাভীষ্ট দেবকে চিন্তা করিবেন ।

শ্রীবৃন্দাবন নানা প্রকাশে প্রকাশিত । যাহারা সখ্য কিংবা বাৎসল্য রসে উপাসনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে শ্রীবৃন্দাবনের ধ্যান অত্র প্রকার । সখ্যভাবে উপাসনা করিতে হইলে, শ্রীদাম সুবল প্রভৃতিগণে ও বাৎসল্য ভাবে উপাসনা করিতে হইলে শ্রীনন্দ, যশোদা, রোহিণী ও অন্যান্য যাতৃস্থানীয়া গোপীগণে পরিবেষ্টিত ভাবে শ্রীনন্দনন্দনকে চিন্তা করিতে হয় । মধুরভাবে উপাসনা করিতে হইলে, ললিতা বিশাখা প্রভৃতি সখী-গণপরিবেষ্টিত-ভাবে শ্রীনন্দনন্দনকে চিন্তা করিতে হয় । যাহার যেমন মত্ত ও যেমন ভাব, তাঁহার সেই রূপেই শ্রীনন্দনন্দনকে চিন্তা করা উচিত ।

শ্রীবৃন্দাবনে দাম্ভ, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই চারি ভাবের পার্শদ ভক্তগণ নিজ নিজ শুদ্ধভাবে শ্রীনন্দনন্দনকে আশ্বাদন করিতেছেন এবং নারদাদি ঋষি, সনকাদি আত্মারাম ও ব্রহ্ম-শিবাদি দেবগণ ঐশ্বর্য্য দৃষ্টিতে শ্রীনন্দনন্দনকে আশ্বাদন করিতেছেন । ইহার মধ্যে যাহার যে ভাবে ইচ্ছা, তিনি সেই ভাবেই আশ্বাদন করিতে পারেন । তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, দাম্ভ-রসবিশিষ্ট ভক্তগণ ‘আমার প্রভু’ এই বুদ্ধিতে,

সখ্যরসবিশিষ্ট ভক্তগণ ‘আমার সখা’ এই বুদ্ধিতে, বাৎসল্যরসবিশিষ্ট ভক্তগণ, ‘আমার পুত্র’ এই বুদ্ধিতে, মধুর রস-বিশিষ্ট ভক্তগণ ‘আমার প্রাণবল্লভ’ এই বুদ্ধিতে ও নারদাদি ভক্তবৃন্দ, ‘সূর্যেশ্বর সূর্যকারণ-কারণ শ্রীগোবিন্দ’ এই বুদ্ধিতে শ্রীনন্দনন্দনকে আশ্বাদন করেন। আশ্বাদনের নানা ভাব থাকিলেও শ্রীমন্নহাপ্রভুর সম্প্রদায়ে মধুরভাবে আশ্বাদনই সমধিক প্রচলিত এবং শ্রীমন্নহাপ্রভুর ধর্মমতও তাহাই ; কাজেই তদনুসারেই পদ্ধতি লিখিত হইল।

আমাদের সম্প্রদায়ে কদাচিৎ দুই একজনের বাল-গোপাল মন্ত্র দেখা যায় ; তাঁহারা নিজ নিজ গুরুর নিকট বাৎসল্য-রসের পদ্ধতি জানিয়া লইবেন। আর যাহারা “রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ” “রাধামাধবায়” নমঃ” “কেটো কেশবো” প্রভৃতি বিট্কেল মন্ত্র পাইয়াছেন, তাঁহারা এক একটা বিট্কেল পদ্ধতি প্রস্তুত করিয়া লইবেন।

শ্রীবৃন্দাবনের যে ধ্যান লিখিত হইল, সেটি ক্রমদীপিকা-নামক গ্রন্থস্থ ও হরিভক্তি-বিলাস-ধৃত ; কাজেই এই ধ্যানের উপরেই সকলের নিষ্ঠা থাকা উচিত। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে গোতনীয় তন্ত্র, সম্মোহন তন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থ হইতেও ধ্যান উদ্ধৃত করা আছে। কিন্তু গ্রন্থকলেবরবৃদ্ধি ভয়ে সেগুলি লেখা হইল না।

ক্রমদীপিকোক্ত এই ধ্যানটি কিছু দুর্বোধ বলিয়া সম্প্রদায়ে ইহার ব্যবহার অতি কম। বিশেষতঃ শ্রীবৃন্দাবন ধ্যান প্রভৃতি যে করিতে হয়, তাহাও হয়ত অনেকে জানেন না। জানিলেও মহাজনগণের পদাবলী প্রভৃতি হইতে এক রকম সংগ্রহ করিয়াই অনেকে কাজ চালায়। কেহ বা সংক্ষেপে এক আধটি শ্লোকদ্বারা কার্য্য নির্বাহ করেন ; কারণ ভক্তদের সংক্ষেপ সকলেরই প্রিয় বস্তু। সেজন্য সংক্ষিপ্ত ভাবে আর একটি ধ্যান লিখিতেছি। এ ধ্যানটি সম্ভবতঃ পূর্বলিখিত ধ্যানের ভাব লইয়াই রচিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্বন্দাবনং ধ্যায়েৎ পরমানন্দবর্দ্ধনম্ ।
 সর্ববর্তু-কুসুমোপেতং পতত্রিগণ-নাদিতম্ ॥
 ভ্রমদ্রমর-ঝঙ্কার-মুখরীকৃত-দিঙ মুখম্ ।
 কালিন্দীজল-কল্লোল-সঙ্গি-মারুতসেবিতম্ ॥
 নানাপুষ্প-লতা-বন্ধ-বৃক্ষষট্শ্চ মণ্ডিতম্ ।
 কমলোৎপল-কহ্লার-ধূলি-ধূসরিতাস্তুরম্ ॥
 তন্মধ্যে রত্নভূমিষ্চ সূর্য্যায়ুতসমপ্রভম্ ।
 তত্র কল্পতরুদ্যানং নিয়তং রত্নবর্ষণম্ ॥
 মাণিক্যশিখরালম্বি তন্মধ্যে মণিমণ্ডপম্ ।
 নানারত্নগণৈশ্চিত্রং সর্বতঃ সুবিরাজিতম্ ॥
 নানারত্ন-লসচ্চিত্র-বিতানৈরুপশোভিতম্ ।
 রত্নতোরণ-গোপূর-মাণিক্যাচ্ছাদনাব্বিতম্ ॥
 দিব্যঘণ্টাযুক্তমুক্তামণিশ্রেণীবিরাজিতম্ ।
 কোটিসূর্য্যসমাতাসং বিমুক্তং ষট্ তরঙ্গকৈঃ ॥
 তন্মধ্যে রত্নখচিতং রত্নসিংহাসনং মহৎ ।
 তত্রস্থৌ রাধিকাক্ষৌ ধ্যায়েদখিল-সিদ্ধিদৌ ॥

সাধক পরমানন্দবর্দ্ধন শ্রীবন্দাবন ধ্যান করিবেন । তথায় মল্লিকা,
 মালতী, জাতী, যুধী, শেকার্লিকা প্রভৃতি সকল ঋতুর কুসুম রাশি
 সর্বদা বিকাসিত ; শুক, শারিকা, কোকিল প্রভৃতি পক্ষিগণ সর্বদা
 কুজন করিতেছে । মধুমত্ত ভ্রমর ঝঙ্কারে চতুর্দিক মুখরিত ; যমুনা
 জলকল্লোল সঙ্গে মলয় মারুত ইত্যন্ততঃ সঞ্চারিত হইতেছে । নানা
 পুষ্পযুক্ত কনকলতা-নিবন্ধ বৃক্ষরাজি চারিদিকে শোভা পাইতেছে ।
 সেই সকল বৃক্ষতলে কুমুদ, কমল, কহ্লার প্রভৃতি পুষ্পপরাগব্যাপ্তা

কোটি সূর্যাসমপ্রভা রত্নময়ী ভূমি সকল শোভা পাইতেছে । সেখানে নিয়ত রত্নবর্ষণশীল কল্পতরুকাননমধ্যে মানিক্যমণ্ডিত-শিখরবিশিষ্ট মণিমণ্ডপ সকল শোভা পাইতেছে । সে মণি-মণ্ডপগুলি নানা-রত্ন-দ্বারা নির্মিত ও নানা-রত্নখচিত-চন্দ্রাতপ-দ্বারা স্নশোভিত । সম্মুখে রত্ন-নির্মিত তোরণ গোপূর প্রভৃতি মানিকা-দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া শোভা পাইতেছে । মণিমণ্ডপের চতুর্দিক দিব্যঘটিকা ও মণিমুক্তা-প্রভৃতি-পরিব্যাপ্ত কোটি সূর্য্যতুল্য দীপ্তিশালি স্থান, সেখানে শোক-মোহ প্রভৃতি নাই । এতাদৃশ মণিমণ্ডপ মধ্যে রত্নখচিত রত্নসিংহা-সনোপরি অখিলসিদ্ধিপ্রদ শ্রীরাধাগোবিন্দ ধ্যান করিবে ।

শ্রীগোবিন্দলীলামৃত গ্রন্থে ইহা অপেক্ষাও সংক্ষিপ্ত একটি ধ্যান আছে । যথা—

শ্রীগোবিন্দস্থলাখ্যং তটমিদমমলং প্রেষ্ঠসংযোগপীঠং

বৃন্দারণ্যোত্তমাস্তং ক্রমনতমভিতঃ কূর্ম্মপৃষ্ঠস্থলাভম্ ।

কুঞ্জশ্রেণী-দল্যাঢ্যং মণিময়গৃহসূৎকর্ণিকং স্বর্ণরস্তা-

শ্রেণী-কিঞ্জল্কমেঘা দশশতদলরাজীবতুল্যং দদর্শ ॥

শ্রীগোবিন্দলীলামৃতম্ ॥

শ্রীধমুনার বিমলতটে সহস্রদল পদ্মে শ্রীগোবিন্দস্থল-নামক যোগ-পীঠ বিরাজমান ; তাহার চতুর্দিক কূর্ম্মপৃষ্ঠের গায় ক্রমনত । ঐ সহস্রদল পদ্মের প্রতিনলে বিচিত্র কুঞ্জগৃহ সকল বিরাজিত । প্রতি কিঞ্জকে (পদ্ম কেশরে) স্বর্ণরস্তাতরু ও কর্ণিকারে মণিময় কোণ-গৃহ । ইহাই শ্রীরাধাগোবিন্দের বিলাসভূমি ও সাধকের ধ্যায় ।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ইহা অপেক্ষা সংক্ষেপে ও সরল ভাষায় শ্রীবৃন্দাবন-চিন্তার পথ দেখাইয়াছেন । যথা—

বৃন্দাবন রম্যস্থান

দিব্য চিন্তামণি-ধাম

রতন-মন্দির মনোহর ।

আবৃত কালিন্দী-নীরে

রাজহংস কেলি করে

কুবলয় কনক উৎপল ।

তার মধ্যে হেম পীঠ

অষ্ট দলে বেষ্টিত

অষ্ট দলে প্রধান নারিকা ।

তার মধ্যে রত্নাসনে

বসি আছেন দুইজনে

শ্যাম সঙ্গে সুন্দরী রাধিকা ।

রূপ লাবণ্য-রাশি

অমিয়া পাড়িছে খসি

হাস্য পরিহাস সম্ভাষণে ।

নরোত্তম দাস কয়

নিত্য-লীলা সুখময়

সেবা দিয়া রাখহ চরণে ।

সংস্কৃত ভাষা বুঝা ও মুগ্ধ করা কুঠিন বলিয়া স্বীলোক ও স্বীজাতীয় পুরুষগণ এইরূপে শ্রীবৃন্দাবন ধ্যান করিতে পারেন। তবে শ্রীহরিভক্তি-বিনাসোক্ত পদ্ধতি অনুসারে ধ্যান করাই যে সকলের কর্তব্য, তাহাতে বোধ হয় গোড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে মতদ্বৈধ নাই।

মধুর রসোপাসক সাধকগণ এইরূপে শ্রীবৃন্দাবন ধ্যান করিয়া যোগ-পীঠস্থ অষ্টদল পদ্মে উত্তরাদি-ক্রমে ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, তুঙ্গবিজয়া, ইন্দুরেখা, রঙ্গদেবী ও সুদেবী এই অষ্ট প্রধানা সখীগণকে চিন্তা করিবেন ও সখীর অনুগত মঞ্জরীগণকে যথাযোগ্যস্থানে চিন্তা করিবেন। মধ্যস্থ কর্ণিকারে শ্রীরাধাগোরিন্দ চিন্তা করিয়া পূর্ব-লিখিত-ক্রমে—
“স্বরেদ্ বৃন্দাবনে রম্যে” প্রভৃতি ধ্যান করিবেন। ধ্যানকালে নিজেও ভাবযোগ্য দেহে গুরুরূপা সখীর অনুগত হইয়া, যথাযোগ্য স্থানে উপস্থিত

থাকিবেন । ইহার বিশেষ বিবরণ মংকৃত গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার-দর্পণ
গ্রন্থে দেখিবেন ।

ধ্যাত্বৈবং ভগবন্তং তং সংপ্রার্থ্য চ যথাসুখম্ ।

আদৌ সম্পূজয়েৎ সর্বৈবরূপচারৈশ্চ মানসৈঃ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

এই প্রকারে শ্রীভগবানের ধ্যান করিয়া, তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়া
প্রথমতঃ বাহ্যোপচার দ্বারা মানস পূজা করিবে ।

অথাস্তর্য্যাগঃ ।

লেখ্যা যে বহিরর্চায়া-মুপচারা বিভাগশঃ ।

তে সর্বৈহপ্যস্তুরর্চায়াং কল্পনীয়্য যথারুচি ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

বাহ্য পূজায় যে সকল উপচারের প্রয়োজন, তাহা পরে লিখিত হইবে ।
স্বীয় অভিরুচি অনুসারে সেই সমস্ত উপচারগুলি মনে মনে চিন্তা করিয়া
মানস-পূজন করিবে । ইহারই নাম অস্তর্য্যাগ ।

অথ প্রার্থনা-বিধিঃ ।

স্বাগতং দেব-দেবেশ সন্নিধৌ ভব কেশব ।

গৃহাণ মানসীং পূজাং যথার্থ-পরিভাবিতাম্ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

ধ্যানের পর করজোড়ে “স্বাগতং দেব-দেবেশ” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ
করিবে তাহার অর্থ এই যে,—হে দেব-দেবেশ ! হে কেশব ! স্থখে সমা-
গত হউন, নিকটে আগমন করুন, আমার মানসী পূজা গ্রহণ করুন ।

অথোপচারৈর্বাহৈশ্চ স্বাত্মাণ্যেব স্থিতং প্রভুম্ ।

পূজয়ন্ স্থাপয়েদাদৌ শঙ্খং মৃৎসম্প্রদায়তঃ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

অনন্তর সাধু সম্প্রদায়ের আচারানুসারে বাহ্যার্চনার দ্রব্যদ্বারাও স্বীয় দেহস্থ শ্রীকৃষ্ণের পূজার্থ শঙ্খ স্থাপনাদি করিবে ।

পূর্বনিখিত মানস-পূজার সহিত এই পূজার কিছু ভেদ আছে । মনে মনে পাণ্ড অর্ঘ্য প্রভৃতি চিন্তা করিয়া পূজার নাম “মানস-পূজা” । পাণ্ড-প্রভৃতি বাহ্য উপচার-দ্বারা অন্তঃস্থিত শ্রীগোবিন্দের পূজা করার নাম “বাহ্যোপচারে মানস পূজা” । এ পূজা আমাদের সাম্প্রদায়িক আচারে দেখা যায় না । কোন কোন সম্প্রদায়ে দেবতার সহিত নিজের অভেদ চিন্তা করিয়া নিজপদে পুষ্পাঞ্জলি প্রভৃতি অর্পণ করিয়া বাহ্যোপচারে মানস-পূজা করার কথা শুনা যায় । শ্রীভগবদ্ভক্তিপর সাধকগণের পক্ষে তাহা নিতান্ত ভাব-বিরুদ্ধ হয় । অনেক সম্প্রদায়ে এখনও দেখা যায়, প্রথমতঃ ধ্যান করিয়া ধ্যানের পুষ্পাদি নিজ মস্তকে দেওয়া হয় । আমাদের সাম্প্রদায়িক আচারে তাহা করা হয় না—অভীষ্ট দেবতার চরণেই অর্পণ করা হয় । কোন কোন সাধকের নিকট শুনা যায়, মানস পূজায় মন-ফুল, ভক্তি-চন্দন প্রভৃতি ব্যবহার করিতে হয় ; কিন্তু আমাদের শ্রীহরিভক্তি-বিনাসকার ও অন্যাগ্ৰ মহাজন-গণ এ ফুলের বাগান চিনিতেন না বলিয়া, সাধারণ ফুল চন্দন প্রভৃতি চিন্তা করিয়াই মানস-পূজা করিতেন ।

যাহা হউক বাহ্যোপচারে মানস-পূজা শ্রীহরিভক্তি-বিনাসে নিখিত থাকিলেও সাধারণের কৃতি-সাধ্য নহে ; এ গ্রন্থে তাহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিলাম না ।

সাধক মানস-পূজার পর বাহ্যোপচারে বাহ্যপূজা করিবার জন্ত শঙ্খ স্থাপন করিবেন ।

অথ শঙ্খ-স্থাপন-বিধিঃ ।

স্বস্য বামাগ্রতো ভূম্বাবুল্লিখ্য ত্র্যশ্রমগুলম্ ।

তত্রাস্ত্র-ক্ষালিতং শঙ্খং সাধারণং স্থাপয়েদ্বুধঃ ॥

শঙ্খে হৃদয়-মন্ত্রেণ গন্ধ-পুষ্পাঙ্কতান্ ক্ষিপেৎ ।
 ব্যাংক্রান্তৈস্তম্ভৃত্কাণৈস্তং শিরোস্তৈঃ কেন পূরয়েৎ ॥
 সবিন্দুনা মকারেণ তদাধারেহগ্নিমণ্ডলম্ ।
 সংপূজয়েদকারেণ শঙ্খে চাদিত্যমণ্ডলম্ ॥
 উকারেণ জলে সৌম-মণ্ডলঞ্চ তথার্চয়েৎ ।
 তীর্থমন্ত্রেণ তীর্থান্যাবাহরেচ্চাকর্মণ্ডলাৎ ॥
 কৃষ্ণাঙ্কাবাহু হৃৎপদ্মাৎ গালিনীং শিখরৈক্ষয়েৎ ।
 নেত্র-মন্ত্রেণ বীক্ষ্যাস্তঃ কবচেনাবগুণ্ঠয়েৎ ॥
 কুর্ঘ্যান্মাসং জলে মূল-মন্ত্রাঙ্গাণাং তথা দিশঃ ।
 বদ্ধান্ত্রৈণামৃতীকুর্ঘ্যাৎ অথ তদ্বেনুমুদ্রয়া ॥
 তচ্চক্রমুদ্রয়া রক্ষ্য সলিলং মৎস্যমুদ্রয়া ॥
 আচ্ছাদ্য সংস্পৃশন্ শঙ্খাং জপেন্ম লং ততোহষ্টধা ।
 তজ্জলং প্রোক্ষণীপাত্রে কিঞ্চিৎ ক্ষিপ্ত্বা ত্রিরুক্ষয়েৎ ।
 তচ্ছেষণার্চনদ্রব্য-জাতানিস্থতনুমপি ॥
 ততোহপাস্থাবশিষ্টান্তঃ শঙ্খাং বদ্ধানিকাম্বুনা ।
 পুনরাপর্য্য কৃষ্ণাঙ্গে নৃসেদাচারতঃ সতাম্ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

সাধক নিজের অগ্রবর্তী বামভাগে একোণ মণ্ডল অঙ্কন করিবে ।
 অনন্তর “ফট্” এই মন্ত্রে শঙ্খাধার অর্থাৎ ত্রিপদী ধৌত করিয়া তদুপর
 স্থাপন করিবে ও “এতে গন্ধ পুষ্পে ও আধার-শক্তয়ে নমঃ” এই মন্ত্রে
 পূজা করিবে ; তৎপরে “ফট্” এই মন্ত্রে শঙ্খ প্রক্ষালন করিয়া ত্রিপদীর
 উপর স্থাপন করিবে ; “নমঃ” এই মন্ত্রে শঙ্খের অগ্রভাগে গন্ধ পুষ্প
 আতপ তত্ত্ব প্রভৃতি স্থাপন করিবে । ব্যাংক্রান্ত মাতৃকারণ অর্থাৎ

ক্ষ হইতে বিপরীত ভাবে ক পর্য্যন্ত ব্যঞ্জনবর্ণ ও অঃ হইতে বিপরীত ভাবে অ পর্য্যন্ত স্বরবর্ণ অনুস্বার-যোগে ক্ষং হং সং যং শং এই ভাবে উচ্চারণ করিয়া শঙ্খ জলপূর্ণ করিবে । অতঃপর “ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ” বলিয়া ত্রিপদীতে, “ওঁ অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশ-কলাত্মনে নমঃ” বলিয়া শঙ্খে এবং “ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শ-কলাত্মনে নমঃ” বলিয়া জলে গন্ধ পুষ্প দ্বারা পূজা করিবে । “গঞ্জে চ যমুনে চৈব” ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক অক্ষুশ মুদ্রা-যোগে সূর্য্য-মণ্ডল হইতে তীর্থাবাহন করিবে । শঙ্খে শ্রীকৃষ্ণকে আবাহনপূর্ব্বক “বষট্” এই মন্ত্রে গালিনী মুদ্রা প্রদর্শন করিবে । অনন্তর “বৌষট্” এই মন্ত্রে জলে দৃষ্টিপাত করিয়া “হং” এই মন্ত্রে হস্ত দ্বারা ঐ জল আবৃত করিবে । জলে ‘ক্লীং কৃষ্ণায় হৃদয়ায় নমঃ’ প্রভৃতি মন্ত্রাঙ্কগুলি গ্রাস করিবে, ফট্ এই মন্ত্র দ্বারা দিগ্‌বন্ধন ও ধেনু মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া অমৃতীকরণ করিয়া শঙ্খ স্পর্শ করিয়া আটবার মূলমন্ত্র জপ করিবে । পরে সম্মুখস্থ প্রোক্ষণীপাত্রে ঐ জল তিনবার কিঞ্চিৎ ফেলিয়া অবশিষ্ট জল দ্বারা পূজোপকরণ ও স্বদেহ প্রোক্ষণ করিবে । অবশিষ্ট জল ফেলিয়া দিয়া নিকটস্থ বন্ধানিকা (বধনা) কিংবা কমণ্ডলু-জলে শঙ্খ পূর্ণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণগ্রে স্থাপন করিবে ।

অথ বহিঃপূজা ।

অনুজ্ঞাং দেহি ভগবন্ বহির্যোগে মম প্রভো ।

শ্রীকৃষ্ণমিত্যনুজ্ঞাপ্য বহিঃ পূজাং সমাচরেৎ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

হে ভগবন্ আমাকে আজ্ঞা দিউন্, আমি বহিঃ পূজা করি,—এই প্রার্থনা করিয়া বহিঃ পূজায় প্রবৃত্ত হইবে ।

• বাহ্য পূজা করিতে হইলে, প্রতিমা প্রভৃতি শ্রীভগবানের বাহ্য-

দিষ্টানে মন্ত্র দ্বারা পাদ্য অর্ঘ্য প্রভৃতি অর্পণ করিতে হয় । প্রতিমা নানা প্রকার আছেন ; তন্মধ্যে যে মূর্তি যাহার ইষ্ট, তিনি সেই মূর্তিতেই পূজা করিবেন ।

শ্রীভাগবতে উক্ত আছে—

মহাপুরুষমভ্যর্চেন্মূর্ত্যাভিমতয়াত্মনঃ ।

শ্রীমদ্ভাগবতম্ ।

শ্রীভগবানের অনন্ত মূর্তি আছে ; তাহার মধ্যে যাহার যে মূর্তি অভীষ্ট, তিনি সেই মূর্তিতে পূজা করিবেন । কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন, আপনার ইচ্ছামত মূর্তি কল্পনা করিয়া শ্রীভগবানের আরাধনা করিবে । এই মত শাস্ত্র-সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না ; কারণ শাস্ত্র যথেষ্টাচারের পক্ষপাতী নহেন ।

“উপাসকানাং সিদ্ধার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা ।” এই শাস্ত্রবাক্য দেখিয়া কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন,—শ্রীভগবানের কোন মূর্তি নাই ; উপাসকগণ সিদ্ধিলাভের জন্য রূপ কল্পনা করেন । আমরা এ মতের পক্ষপাতী হইতে পারি না ; কারণ যাহা নাই, তাহার কল্পনা হয় না । আকাশ-কুসুম প্রভৃতি অলীক পদার্থ কেহ কখনও কল্পনা করেন নাই । অতএব “ব্রহ্মণো রূপকল্পনা” এই শাস্ত্রবাক্যের “ব্রহ্মের নিত্য-সিদ্ধ রূপ-প্রকাশ” এইরূপ বুঝাই সঙ্গত ।

অথ পূজাস্থানানি ।

শালগ্রামে মনো যন্তে স্থণ্ডিলে প্রতিমাদিষু ।

হরেঃ পূজা তু কর্তব্যে কেবলে ভূতলে নতু ॥

সম্বোধন-তত্ত্বম্ ।

শালগ্রামে, ইষ্ট মন্ত্রে, অভীষ্ট দেবতার, যন্তে, মন্ত্র-সংস্কৃত স্থণ্ডিলে ও প্রতিমাদিতে শ্রীহরির পূজা করিবে । ভূতলে পূজা করিতে নাই ।

পরন্তু শালগ্রামে শ্রীভগুবানের পূজা করা সর্বশ্রেষ্ঠ । শালগ্রাম শ্রীভগুবানের শ্রেষ্ঠ পূজাহান । “শ্রীহরিভক্তি-বিনাসে” এ সম্বন্ধে বহু কথা আছে, তাহা পরে আলোচনা করিব । গমনাগমনশীল ব্যক্তিগণের পক্ষে তাম্রপাত্রে মূলমন্ত্র লিখিয়া বা চন্দনদ্বারা যন্ত্র লিখিয়া পূজা করাই সহজ-সাধ্য । অষ্টাদশাক্ষর ও দশাক্ষর মন্ত্রের যন্ত্র বাহা তন্ত্রে দেখা যায়, তাহা লেখা কঠিনও সকলে লিখিতে জানেন না ; কাজেই মূলমন্ত্র লিখিয়া পূজা করাই সর্বাপেক্ষা স্থলভ । যন্ত্র কিংবা যন্ত্র খোদিত করিয়া লিখিয়া রাখা ভাল নহে ; কারণ অন্য লোকে জানিতে পারিলে সাধনার ক্ষতি হয় ; পূজা করিবার সময় চন্দন দিয়া লিখিয়া পূজান্তে মুছিয়া ফেলাই ভাল । বর্তমান সময়ে আমাদের সম্প্রদায়ে মন্ত্র-গোপন দেখা যায় না ; প্রায়ই দেখা যায় “আপনার শ্রী কত অক্ষর মন্ত্র ?” “আজ্ঞে, আমার শ্রীদশাক্ষর গোপীজন-বল্লভ-মন্ত্র শ্রীকৃপা করিয়াছেন” ইত্যাদি ভাবে বৈষ্ণবতার আলাপ হয় । পূজা করিতেও মন্ত্র লেখার পদ্ধতি দেখা যায় না ; ছাপার উপরে “শ্রীনাম ব্রহ্ম-সেবা” নামক এক প্রকার পূজার প্রচলন দেখা যায় । এ ব্যবস্থা কোন্ শাস্ত্র হইতে আসিয়াছে, তাহা জানিনা । মন্ত্রে পূজা করা যায়, এরূপ ব্যবস্থা শ্রীহরিভক্তি-বিনাসে আছে ; নাম মাত্রেরই উপর পূজা হইবে, এমন কথা নাই । উৎকট প্রেমিক ভক্তগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা প্রথমে কান্দিয়া ভাব ধরিবেন ও পরে বলিবেন—“শ্রীনাম ও শ্রীমন্ত্র অভেদ ; কাজেই শ্রীকাম ব্রহ্মে তুলসী দিলেই সর্বার্থ সিদ্ধি হয় ।” তাঁহাদের নিকট আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, এ বুদ্ধি কি শ্রীমদাত্মন গোস্থামি-পাদের ছিল না ? না, তত্ত্বকর্তা নামানন্দে সর্বত্যাগী শ্রীমহাদেবের ছিল না ? তবে তাঁহারা যন্ত্র লিখিয়া পূজা করিতে ব্যবস্থা দিয়াছেন কেন ? বিশেষতঃ যে ছাপার উপর তুলসী দেওয়া হয়, তাহাতে ও নাম লেখা নাই ; নামের অক্ষরগুলি বিপরীতাবে বসান আছে, তাহা

গায়ে লাগাইলে সোজাভাবে নামাকর উঠে ; কিন্তু ছাপায় থাকিলে ত কিছুই নয় । ছাপাতে তুলসী দিলে যে দোষ হয়, তাহা বলিতেছি না ; কিন্তু শ্রীহরিভক্তি-বিলাসানুমোদিত বহিঃপূজা ছাপায় হয় না ।

আমাদের গোড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে শ্রীগোবর্দ্ধন-শিলায় শ্রীকৃষ্ণ-পূজার বহুল প্রচলন দেখা যায় । শাস্ত্র খুঁজিয়া ইহার মূল না পাওয়া গেলেও কেহ কেহ বলেন, “চৈতন্যের যেই অঙ্কিত সেই বেদ হয়” । অতএব শ্রীমন্নহাপ্রভু শ্রীরঘুনাথ দাসকে পূজা করিতে বলিয়াছেন, সেই আমাদের শাস্ত্রবিধি । কেহ কেহ বৃন্দাবন-রহস্য-নামক গ্রন্থ হইতে একটি শ্লোক দেখান ; কিন্তু অনেকে তাহার প্রামাণ্য মানেন না । আবার কেহ কেহ বলেন,—শ্রীমন্নহাপ্রভু শ্রীরঘুনাথ দাসকে পূজা করিতে বলিয়াছেন, সর্ব সাধারণকে বিধি দেন নাই ; অতএব শাস্ত্রে যাহা আছে, তাহাই করিব ; এই দুই মতেরই প্রচলন দেখা যায় । তাহার মধ্যেই শ্রীগোবর্দ্ধন শিলায় শ্রীকৃষ্ণ পূজার পক্ষপাতীই বেশী । নিজ নিজ গুরুপদেশ ও শাস্ত্র দেখিয়া সকলেই কার্য্য করিবেন । আমি দুই মতই লিখিলাম ।

শ্রীগোবর্দ্ধন সম্বন্ধে শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত আলোচনা করিলে দেখিতে পাইব—

হস্তায়মদ্রিরবলা হরিদাস-বর্ষ্যঃ ।

শ্রীমদ্ভাগবতম্ ।

শ্রীশ্রীব্রজগোপী বলিতেছেন—সখি ! এই গোবর্দ্ধন পর্বত হরিভক্ত-গণের শিরোমণি ।

শ্রীকৃষ্ণদাস-বর্ষ্যোহয়ং শ্রীগোবর্দ্ধন-ভূধরঃ ।

শুরুপ্রতিপদি প্রাতঃ কার্তিকেহর্চ্যেত্র বৈষ্ণবৈঃ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসনৃত-কন্দপুরাণ-বচনম্ ।

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে যেখানে শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজার ব্যবস্থা আছে,

সেখানে বলিতেছেন,—এই গোবর্দ্ধন পর্বত শ্রীকৃষ্ণভক্তশ্রেষ্ঠ ; অতএব কার্তিক মাসের শুক্ল প্রতিপদে বৈষ্ণবগণ ইহাকে অবশ্য পূজা করিবেন ।

গোবর্দ্ধনো জয়তি শৈলকুলাধিরাজো-

যৌ গোপিকাভিরুদিতো হরিদাসবর্ষ্যঃ ॥

শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতম্ ।

শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ তাঁহার স্বকৃত শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধনের জয় হউক ; শ্রীগোপিকাগণ ইহাকে শ্রীহরিদাস চূড়ামণি বলেন ।

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামি পাদ তাঁহার “শ্রীগোবর্দ্ধন-বাস-প্রার্থনা-দশকম্” নামক স্তোত্রে লিখিয়াছেন ।

গিরি-নৃপ হরিদাসশ্রেণিবর্ষ্যোতি নামা-

মৃতমিদমুদিতং শ্রীরাধিকা-বক্তৃচন্দ্রাৎ ॥

শ্রীসুবাবলী ।

হে গিরিরাজ শ্রীরাধিকার মুখচন্দ্র হইতে তোমার “হরিদাসশ্রেণিবর্ষ্য” এই নামামৃত প্রকট হইয়াছে ।

শাস্ত্র খুঁজিলে এইরূপ বহু প্রমাণ পাওয়া যায় । গ্রন্থ-কুলেবর-বৃদ্ধি ভয়ে দুই চারিটি প্রকাশ করিলাম ।

অনেকেই বলিয়া থাকেন—“শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে শ্রীগোবর্দ্ধন শিলা পূজনের ব্যবস্থা আছে” । • যথা—

এত বলি তাঁরে পুনঃ প্রসাদ করিল ।

গোবর্দ্ধনের শিলা গুঞ্জামালা তারে দিল ॥

শঙ্করানন্দ সরস্বতী বৃন্দাবন হইতে আইলা ।

তিঁহ সেই শিলা গুঞ্জামালা লয়ে গেলা ॥

পার্শ্বে গাঁথা গুঞ্জা মালা গোবর্দ্ধনের শিলা ।
 দুই বস্তু মহাপ্রভুর আগে আনি দিলা ॥
 দুই অপূর্ব বস্তু পাঞা প্রভু তুষ্ট হইলা ।
 স্মরণের কালে গলে পরে গুঞ্জামালা ॥
 গোবর্দ্ধনের শিলা প্রভু হৃদয়ে নেত্রে ধরে ।
 কভু নাসায় ঘ্রাণ লয় কভু ধরে শিরে ॥
 নেত্রজলে সেই শিলা ভজে নিরন্তর ।
 শিলাকে কহেন প্রভু কৃষ্ণ-কলেবর ॥
 এই মত তিন বৎসর শিলা মালা ধরিল ।
 তুষ্ট হঞা শিলা মালা রঘুনাথে দিল ॥
 প্রভু কহে এই শিলা কৃষ্ণের বিগ্রহ ।
 ইহার সেবা কর তুমি করিয়া আগ্রহ ॥
 এই শিলার কর তুমি সাদ্বিক পূজন ।
 অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণ-প্রেম ধন ॥

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ।

সুদীর্ঘ এই প্রমাণানুসারে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, শ্রীশ্রীমন্নহা-
 প্রভুর এই লীলায় শ্রীগোবর্দ্ধন শিলায় শ্রীকৃষ্ণপূজা করা যায়,—এই
 ব্যবস্থা পাওয়া যায় কেমন করিয়া, শ্রীশ্রীমন্নহাপ্রভু ভাবাবেশে শ্রীগোব-
 র্দ্ধন শিলাকে শ্রীকৃষ্ণ-কলেবর জ্ঞান করিতেন ও তিনি শ্রীরঘুনাথ
 দাসকে সেই শিলা দান করিলেন এবং বলিলেন,—তুমি এই শিলার
 সাদ্বিক পূজন কর ; এই শিলা শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ । শ্রীশ্রীমন্নহাপ্রভু এমন
 ব্যবস্থা দেন নাই যে, শ্রীশালগ্রাম শিলার পরিবর্তে শ্রীগোবর্দ্ধন শিলা
 ব্যবহার করিবে, এবং তাহাতেই সকলের শ্রীকৃষ্ণ পূজা সিদ্ধ হইবে ।

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীরুজ্জ্বল তিনি বিশেষ ব্যবস্থা করিলেন । ইহা কোন বিধিবাক্য নহে । বিশেষতঃ শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী সেই শিলা পাইয়া কি সিদ্ধান্ত করিলেন, তাহা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতেই আছে—

রঘুনাথ সেই শিলা মালা যবে পাইল ।
গোসাঞির অভিপ্রায় এই ভাবনা করিল ॥
শিলা দিয়া প্রভু মোরে সমর্পিল গোবর্দ্ধনে ।
গুঞ্জামালা দিয়া দিল রাধিকা চরণে ॥

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ।

শ্রীগোবর্দ্ধন শিলা পাইয়া শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী মনে মনে ভাবিলেন ;—প্রভু আমাকে শ্রীগোবর্দ্ধনে সমর্পণ করিলেন ; পরিশেষে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামি-পাদ শ্রীগোবর্দ্ধন নিকটেই বাস করিতেন । শ্রীগোবর্দ্ধন নিকটে বাস করার সময়েই তিনি গোবর্দ্ধন গিরিকে শ্রীহরিদাস-চূড়ামণি বলিয়া কথ্য করিয়াছিলেন ; কিন্তু শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে লিখিত আছে—

এই মত রঘুনাথ করেন পূজন ।
পূজাকালে দেখে শিলা ব্রজেন্দ্র-নন্দন ॥

ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়, শ্রীশ্রীমন্নহাপ্রভু যে শিলা “এই শিলা কৃষ্ণের বিগ্রহ” বলিয়া শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীকে দিয়াছিলেন, তাহা তিনি শ্রীশ্রীমন্নহাপ্রভুর আজ্ঞায় ব্রজেন্দ্রনন্দন জ্ঞানই করিতেন ; কিন্তু শ্রীগোবর্দ্ধন গিরিরাজকে তিনি হরিদাস বলিয়াই জানিতেন ।

কেহ মনে করিবেন না যে, আমি শ্রীনাথের ছাপায় ও শ্রীগোবর্দ্ধন শিলায় তুলসী দিতে বারণ করিতেছি । আমার বক্তব্য এই যে, শ্রীহরি-ভক্তি-বিনাসে বাহ্য পূজাধিষ্ঠান বলিয়া যে সমস্তগুলি ধরা আছে, তাহার কার্য্য শ্রীগোবর্দ্ধন কিংবা নামের ছাপায় হয় না । তাহার

জগৎ শ্রীশালগ্রাম শিলা, মন্ত্র, যন্ত্র, প্রতিমা প্রভৃতির আবশ্যক হয় । শ্রীভগবানের নাম, ধাম, মন্ত্র ও শ্রীভগবান্ এ সমস্তই এক পদার্থ—তাহাতে কোন ভেদ নাই ; অতএব তাহাতে “কৃষ্ণায় নমঃ” বলিয়া তুলসী দিলে কোনই দোষ নাই ; বিশেষতঃ সমস্ত জগৎই শ্রীকৃষ্ণের বিভূতি, সর্বভূতে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানই সাধনার চূড়ান্ত । তবে প্রথম অবস্থায় শাস্ত্রাজ্ঞানুসারে কৰ্ম করাই ভাল । প্রথম প্রবর্তকের উচ্চাধিকারীর ভান করা কোন মতেই উচিত নহে । অনেক ভক্ত শ্রীগিরিধারীর সেবা লইয়া আছেন ; তাঁহাদের উদ্দেশ্য সৎ, অতএব তাঁহাদের বারণ করিনা ; কিন্তু তাঁহারা যেন মনে করেন না যে, এই ভাবেই শ্রীগোবর্দ্ধন শিলা পূজার ব্যবস্থা শাস্ত্র আছে । ইহা ছাড়াও ভক্তশ্রেষ্ঠভাবে শ্রীগোবর্দ্ধনপূজার মন্ত্র শাস্ত্রে আছে । পূজাধিষ্ঠান সন্থকে শ্রীহরি-বিলাসে আরও লিখিত আছে ।

সূর্য্যোগ্নি ব্রাহ্মণাগারো বৈষ্ণবঃ খং ময়াজ্জলম্ ।

ভূরাশ্মা সর্বভূতানি ভদ্র পূজাপদানি মে ॥

সূর্য্যে তু বিদ্যয়া ত্রয্যা হবিষাগ্নৌ যজেত মাম্ ।

আতিথ্যেন তু বিপ্রাগ্র্যে গোহঙ্গ যবসাদিনা ॥

বৈষ্ণবে বন্যুসংকৃত্যা হৃদি খে ধ্যাননিষ্ঠয়া ।

বার্যৌ মুখ্যধিরা তোরে দ্রব্যে স্তোয়পুরস্কৃতৈঃ ॥

স্থণ্ডিলে মন্ত্রহৃদরৈভোগৈরাশ্মানমাত্মনি ।

ক্ষেত্রজং সর্বভূতেষু সননৈন যজেত মাম্ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্ ।

শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিতেছেন,—হে উদ্ধব ! সূর্য্য, অগ্নি, ব্রাহ্মণ, গো, বৈষ্ণব, আকাশ, বায়ু, জল, পৃথিবী, আত্মা ও সর্বভূত এই একাদশ পদার্থ আমার অর্চনার আধার স্বরূপ । আধার-ভেদে পূজার উৎকরণের

তারতম্য আছে । যথা—ব্রহ্মী বিদ্যা-কথিত সূক্ত উপস্থান প্রভৃতি দ্বারা সূর্য্যে, ঘটাহুতি দ্বারা অগ্নিতে, সংকার দ্বারা ব্রাহ্মণে, তৃণাদি প্রদান দ্বারা গো-সমূহে, বন্ধুভাব দ্বারা বৈষ্ণবে, ধ্যাননিষ্ঠা দ্বারা হৃদাকাশে, প্রাণদৃষ্টিদ্বারা বায়ুতে, তর্পণাদি দ্বারা জলে, স্থণ্ডিলাধিকরণক মন্ত্রাঙ্গাস দ্বারা ভূতলে, ভোগ দ্বারা আত্মায় ও ক্ষেত্রজ রূপে সমজ্ঞানে সর্বভূতে আনার অর্চনা করিবে ।

প্রতিমাসম্বন্ধে শ্রীভগবন্ত-বিনামে উক্ত আছে—

শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখাচ সৈকতী ।

• মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাস্তবিধা মতা ॥

চলা চলেতি দ্বিবিধা প্রতিষ্ঠা জীব-মন্দিরম্ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্ ।

পাশাণময়ী, দারুময়ী, বাতুময়ী, লেপ্যা, লেখা, বালুকাময়ী, মনোময়ী ও মণিময়ী আমার মূর্ত্তি এই অষ্টবিধ হয় । চল ও অচল এই দ্বিবিধ প্রতিমাতে শ্রীভগবান্ প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন । অর্থাৎ এই সমস্ত মূর্ত্তি শাস্ত্রবিধি অনুসারে প্রতিষ্ঠা করিলে, তাহাতে আমার পূজা হয় । কতকগুলি স্থিরা প্রতিমা আছেন ; সেগুলি চিরদিন পূজা করিবার জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয় । কতকগুলি অস্থিরা প্রতিমা আছেন, সেগুলি পূজার জন্য প্রাণপ্রতিষ্ঠাদি করিয়া, পরিশেষে বিনর্জ্জন দেওয়া হয় । কোন স্থানে মূর্ত্তিকা চন্দন প্রভৃতি লেপন করিয়া তাহাতে শ্রীমূর্ত্তি অঙ্কিত করিলে, তাহাকে লেপ্যা প্রতিমা, চিত্রপট প্রভৃতিকে লেখ্যা প্রতিমা, মনে মনে শ্রীভগবানের মূর্ত্তি মানসপটে অঙ্কিত করিলে তাহাকে মনোময়ী প্রতিমা বলে । মনোময়ী প্রতিমার প্রতিষ্ঠাদি নাই ; মানস-পূজায় এই প্রতিমারই পূজা করা হইয়া থাকে ।

বর্ত্তমান সময়ে লেখ্যপ্রতিমা অর্থাৎ চিত্রপট অনেকেই সেবা করিয়া

থাকেন। ক্রমে ক্রমে ফটোগ্রাফও লেখ্য প্রতিমার স্থান অধিকার করিয়াছেন। কিন্তু এসমস্ত প্রতিমা কেহই প্রতিষ্ঠা করেন না। বিশেষতঃ প্রতিমা পূজা করিতে হইলে, তাঁহাকে স্পর্শ করা প্রয়োজন কিন্তু উপরে কাচ দেওয়া থাকিলে তাহাতে স্পর্শ করা দূরে থাক, তুলসী প্রভৃতি কাচের উপরেই থাকে। এ কেমন প্রেম, তাহা জানি না। এখন ফটোগ্রাফে পূজা আরম্ভ হইয়াছে; আর কিছুদিন পরে, বোধ হয় ফটোগ্রাফে কীর্তন ও টেলিগ্রাফে দীক্ষা আরম্ভ হইবে!

শ্রীমূর্তির চরণে তুলসী দেওয়া ঈহাদের ভাগ্যে নাই, তাঁহারা কাচের উপর দিউন, তাহাতে আমার কোনই আপত্তি নাই; তবে এইমাত্র বক্তব্য যে, কাচবাঁধান অপ্রতিষ্ঠিত চিত্রপটে প্রতিমা পূজা হয় না। শ্রীমূর্তি স্মরণ জন্য কাচ বাঁধান ফটো নিকটে রাখা মন্দ নহে; কিন্তু শ্রীশ্রীচিত্রপট সেবা করিতেছি বলিয়া যেন কেহ মনে করেন না যে “খুব একটা কিছু” করিলাম।

আরও দেখা যায়, কেহবা একখানি “গীতা-রত্নাবলী পুস্তক” কেহবা একখানি পঞ্জিকা, কেহবা একখানি গানের খাতা, কেহবা একখানি কথকতার পুঁথি, কাপড় জড়াইয়া তাহার উপর তুলসী দিয়া ভাবকালি দেখান। এসমস্ত গ্রন্থে অনেক শ্রীভগবানের নাম আছে—অতএব ঈহাদের সম্মান করা ভাল; কিন্তু বাড়ীতে মাচার উপর তুলিয়া রাখিয়া, জনসমাজে ভাবকালি দেখাইয়া একটা কু-প্রথার সৃষ্টি করা ভাল নহে।

শ্রুতি স্মৃতি মমৈবাজ্ঞে যন্ত উল্লঙ্ঘ্য বর্ততে ।

আজ্ঞাচ্ছেদী মম দেবী মন্তুক্তোহপি ন বৈষ্ণবঃ ॥

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ-ধৃতম্ ।

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—বেদ ও স্মৃতি আমারই আজ্ঞা,—যে ব্যক্তি বেদ ও স্মৃতি বাক্য উল্লঙ্ঘন করে, সে আমার আজ্ঞা মানে না; অতএব

আমার ঘেষী । এতদূশ ব্যক্তি মহাভক্ত হইলেও বৈষ্ণব-পদ-বাচ্য নহে । অতএব স্বেচ্ছাচার পরিত্যাগ করিয়া সকলেই যাহাতে শাস্ত্র-বিধি অনুসারে চুলিষ্ঠে পারেন, তাহার চেষ্টা করিবেন ।

শ্রীমূর্তি অনেক প্রকার আছেন ; কারণ শ্রীভগবান্ অনন্ত-মূর্তি ; অতএব সমস্ত শ্রীমূর্তির বিবরণ লেখা অসম্ভব । শ্রীহরিভক্তি-বিনাসে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, কৈশব নারায়ণ প্রভৃতি অনেক শ্রীমূর্তির বিবরণ লেখা আছে । কিন্তু সে সমস্ত শ্রীমূর্তি স্থাপন করা বর্তমান সময়ে দেখা যায় না ; বিশেষতঃ গোড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে যুগলমূর্তির সেবাই সকলে করিয়া থাকেন ; কাজেই আমি শ্রীমূর্তির বিবরণ কিছু এগ্রন্থে লিখিলাম না । সেগুলি কাহারও জানিতে ইচ্ছা হইলে, শ্রীহরিভক্তি-বিনাস দেখিবেন ।

শ্রীমূর্তি প্রতিষ্ঠাবিধি ও শ্রীমূর্তির পরিমাণ প্রভৃতি নিত্যকর্ম-গ্রন্থে লিখিত হইল না ।

অথ শালগ্রাম-শিলাঃ ।

গুণ্ডক্যশ্চৈব দেশেচ শালগ্রামস্থলং মহৎ ।

পাষণং তদ্বৎ যত্র শালগ্রামমিতি স্মৃতম্ ॥

গৌতমীয়তন্ত্রম্ ।

গণ্ডকী নদীর তীরে বিস্তৃত শালগ্রাম-স্থান বিরাজিত । সেখানকার প্রস্তরকেই শালগ্রাম শিলা কহে ।

স্নিগ্ধা কৃষ্ণা পাণ্ডুরা বা পীতা নীলা তথৈবচ ।

বক্রা রুক্ষাচ রক্তাচ মহাস্থলা ত্বলাঙ্জিতা ॥

কপিলা দর্দূরা ভগ্না বহুচক্রৈক-চক্রিকা ।

বৃহস্পতী বৃহচ্চক্রা লগ্ন-চক্রাথবা পুনঃ ॥

বহুচক্রাথবা কাচিৎ ভগ্নচক্রা বৃহস্পতী ॥

স্কন্দ-পুরাণম্ ।

স্নিগ্ধবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ, পাণ্ডুরবর্ণ, পীতবর্ণ, নীলবর্ণ, বক্র, কৃষ্ণ, লোহিত
বর্ণ, অতি স্থূল, চিহ্নহীন, কপিলবর্ণ, ভেকাকৃতি, ভগ্ন, বহুচক্রযুক্ত, এক-
চক্র, বৃহস্পৃথ, বৃহচ্চক্র, লগ্নচক্র, বদ্ধচক্র, ভগ্নচক্র ও অধোমুখ প্রভৃতি
নানারূপ শালগ্রাম আছে।

অর্থ শালগ্রাম-দোষগুণো ।

স্নিগ্ধা সিদ্ধিকরী মন্ত্রে কৃষ্ণা কীর্ত্তিং দদার্তি চ ।

পাণ্ডুরা পাপদহনী, পীতা পুত্রফলপ্রদা ॥

নীলা সন্দিশতে লক্ষ্মীং রক্তা রোগ-প্রদায়িকা ।

কৃষ্ণা চোদেগদা নিত্যং বক্রা দারিদ্র্য দায়িকা ॥

স্থূলা নিহন্তি চৈবায়ু-নিষ্ফলা তু অলাঙ্ঘিতা ।

কপিলা দর্দুরা ভগ্না বহুচক্রৈকচক্রিকা ॥

বৃহস্পৃথী বৃহচ্চক্রা লগ্নচক্রাথবা পুনঃ ।

বদ্ধচক্রাথবা যা স্রাদ্ভগ্নচক্রা অধোমুখী ॥

পূজয়েদ্ যঃ প্রমাদেন দুঃখমেব লাভেত সঃ ॥

স্কন্দপুরাণম্ ।

স্নিগ্ধবর্ণ শিলা মন্ত্রসিদ্ধিদায়িকা, কৃষ্ণবর্ণা কীর্ত্তিদায়িনী, পাণ্ডুবর্ণ
শিলা পাপনাপিনী, পীতবর্ণা পুত্র-ফলদাত্রী, নীলবর্ণা লক্ষ্মীদাত্রী, রক্তবর্ণা
রোগদায়িকা, কৃষ্ণ শিলা উদেগ-জনয়িত্রী, বক্রা দারিদ্র্য-দায়িকা,
স্থূলশিলা পরমায়ু ক্ষয়করী, চিহ্নশূন্যা নিষ্ফলা । যিনি প্রমাদবশতঃ
কপিলবর্ণ, কৰ্করবর্ণ, ভগ্ন, বহুচক্র-বিশিষ্ট, একচক্র, বৃহস্পৃথ, বৃহচ্চক্র,
লগ্নচক্র বদ্ধচক্র, ভগ্নচক্র অথবা অধোমুখ শিলার অর্চনা করেন, তাঁহাকে
দুঃখ পাইতে হয়—দন্দেহ নাই ।

স্নিগ্ধা শ্যামা তথা মুক্তা হমায়া বা সমচক্রিকা ।

যোনিমূর্ত্তিরনন্তাখ্যা গুপ্তীবা সম্পূটা তথা ॥

সূক্ষ্মমূর্তিরমূর্তিঃ সংমুখা সিদ্ধিদায়িকা ।
 ধাত্রীফলপ্রমাণা যা করণোভয়সম্পূটা ॥
 পূজনীয়্য প্রযত্নেন শিলা চৈতাদৃশী শুভা ॥

অগ্নিপুৰাণম্ ।

স্নিগ্ধ, শ্রামবর্ণ, মুক্তাফল-সদৃশ সমবর্তুল, অকৃত্রিম, সমচক্র, বরাহা-
 রুতি, গভীর-নাভি, সম্পূট, সূক্ষ্মমূর্তি, বাসুদেব মূর্তি, সমবদন, আমলকী
 ফলের সদৃশ পরিমাণ বিশিষ্ট, করপৃষ্ঠবৎ উন্নত ও করতলের ন্যায়
 সমানাকার যে সমস্ত শালগ্রাম আছে, যত্নসহকারে তাঁহাদের অর্চনা
 করিবে ।

দৌষাশ্চৈতে সকামার্চন-বিষয়াঃ ।—তথাহি—
 খণ্ডিতং স্ফুটিতং ভগ্নং পার্শ্বভিন্নং বিভেদিতম্ ।
 শালগ্রাম-সমুদ্ভূতং শৈলং দোষাবহং নহি ॥

ব্রহ্মপুরাণম্ ।

শালগ্রাম-পূজায় যে সমস্ত দোষের কথা শাস্ত্রে আছে, সেগুলি সকাম
 পূজা-বিষয়ক ; অর্থাৎ বাহ্যিক কিছু কামনা করিয়া পূজা করিবেন,
 তাঁহাদের নির্দোষ শালগ্রাম পূজা করাই উচিত । নিকাম পূজায়
 কোনই বাধা নাই । খণ্ডিত, স্ফুটিত, কি ভগ্ন যেকোনই হউক না, শাল-
 গ্রাম-শিলায়, কোন দোষ নাই । নিকামপূজা-বিষয়ক এই প্রমাণ শাস্ত্রে
 আছে ।

মুখ্যাভাবে ত্রুমুখ্যাহি পূজ্যা ইত্যাচ্যতে পরৈঃ ॥

কোন কোন শাস্ত্রকার বলিয়া থাকেন,—মুখ্য অর্থাৎ দোষ-রহিত
 শালগ্রাম না পাওয়া গেলে, নিকাম পূজার জন্য অগত্যা দোষযুক্ত
 শালগ্রাম গ্রহণ করা যাইতে পারে । কিন্তু সকাম পূজায় কোন
 মতেই গ্রহণ করা যায় না ।

অথ লক্ষণ-বিশেষেণ শালগ্রাম-বিশেষঃ ।
 নিবসামি সদা ব্রহ্মন্ শালগ্রামাখ্য-বেশ্মনি ।
 তথৈব রথচক্রাক্ষ-ভেদনামানি মে শৃণু ॥
 দ্বারদেশে সমে চক্রে দৃশ্যেতে নাস্তুরীয়কে ।
 বাসুদেবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ শুক্লাভ্যুচাতিশোভনঃ ॥১
 স্বে চক্রে একলগ্নেতু পূর্বভাগস্ত পুঙ্কলঃ ।
 সঙ্কর্ষণাখ্যো বিজ্ঞেয়ো রক্তাভ্যুচাতিশোভনঃ ॥২
 প্রদ্যুম্নঃ সূক্ষ্মচক্রস্ত পীতদীপ্তিস্থথৈবচ ।
 শুঘিরং ছিদ্রবহুলং দীর্ঘাকারস্ত তদ্ববেৎ ॥৩
 অনিরুদ্ধস্ত নীলাভো বর্তুলশ্চাতিশোভনঃ ।
 রেখাত্রয়স্ত তদ্বারি পৃষ্ঠং পদ্মেন লাক্ষিতম্ ॥৪
 সৌভাগ্যং কেশবো দৃঢ়াৎ চতুষ্কোণো ভবেত্তুযঃ ॥৫
 শ্যামং নারায়ণং বিজ্ঞান্নাভিচক্রং তথোন্নতম্ ।
 দীর্ঘরেখং সমোপেতং দক্ষিণে শুঘিরং পৃথু ॥৬
 উর্দ্ধং মুখং বিজানীয়াৎ দ্বাদ্বে চ হরিরূপিণম্ ।
 কামদং মোক্ষদক্কেন অর্থদঞ্চ বিশেষতঃ ॥ ৭
 পরমেষ্ঠী লোহিতাভঃ পদ্ম-চক্র-সমন্বিতঃ ।
 বিদ্যাকৃতিস্তথা পৃষ্ঠে শুঘিরু চাতিপুঙ্কলম্ ॥৮
 কৃষ্ণবর্ণস্তথা বিষ্ণুঃ স্থূলে চক্রে সুশোভনঃ ।
 ব্রহ্মচর্য্যেণ পূজ্যোহসাবগ্য়গা বিঘ্নদো ভবেৎ ॥৯

ব্রহ্মপুরাণম্ ।

শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিতেছেন ;—হে ব্রহ্মন্ ! আমি শালগ্রাম-
 নামক গৃহে সর্বদা বাস করি ; ঐ সমস্ত শিলায় চক্রচিহ্নের প্রভেদ
 থাকিলে নামেরও ভিন্নতা হয় ; সেই সমস্ত নাম আমার নিকট অবর্ণ কর ।

যে শিলার দ্বারদেশে সমান ও সংলগ্ন চক্রদ্বয় আছে এবং যাহা শুভ্রবর্ণ ও অতীব মনোহর, তাহাকে বাসুদেব কহে ॥ ১

যে শিলায় চক্রদ্বয় একভাগে সংলগ্ন, কিন্তু অগ্রভাগ পৃথক পরিপুষ্ট, দেখিতে লোহিত বর্ণ ও অতীব শোভাযুক্ত, তাহাকে সঙ্কর্যণ কহে ॥ ২

যে শিলায় চক্র সূক্ষ্ম, বর্ণ পীত, মুখচ্ছিদ্র দীর্ঘ ও সেই ছিদ্রের অভ্যন্তর বহু ছিদ্রযুক্ত, তাহাকে প্রদ্যুম্ন কহে ॥ ৩

যে শিলার বর্ণ নীল, আকৃতি বর্তুলবৎ দেখিতে অতি সুন্দর, মুখ-দ্বারে রেখাত্রয় ও পৃষ্ঠদেশ পদ্ম-সংযুক্ত, তাহাকে অনিরুদ্ধ কহে ॥ ৪

যে শিলা চতুষ্কোণ, তাহাকে কেশব কহে ; ইনি সৌভাগ্যপ্রদ ॥ ৫

শ্যামবর্ণ শিলাকে নারায়ণ কহে । ইহার নাভিচক্র উন্নত, দীর্ঘ-রেখাযুক্ত ও দক্ষিণে ছিদ্র-বিশিষ্ট ॥ ৬

বাহার বিবরদ্বার উর্দ্ধ মুখ, তাহাকে হরি কহে । ইনি অভীষ্টপ্রদ, মুক্তিদাতা ও বিশেষতঃ অর্থপ্রদাতা ॥ ৭

যে শিলার বর্ণ লোহিত এবং পদ্ম ও চক্র-চিহ্নযুক্ত, তাহাকে পরমেষ্ঠী কহে । ইহার আকার বিন্মতুল্য ও পৃষ্ঠ বিস্তৃত-ছিদ্রযুক্ত ॥ ৮

যে শিলা কৃষ্ণবর্ণ ও দুইটি স্থূল চক্রবিশিষ্ট, পরম সুন্দর, তাহার নাম বিষ্ণু । ব্রহ্মচারি-ভাবে থাকিয়া ইহার পূজা করিতে হয় ; নচেৎ বিঘ্নপ্রদ ॥ ৯

নরসিংহস্ত্রিবিन्दুঃ স্তাৎ কপিলঃ পঞ্চবিন্দুকঃ ।

ব্রহ্মচর্য্যেণ পূজ্যঃ স্তাদন্যথা সর্ববিঘ্নদঃ ॥

স্থূলং চক্রদ্বয়ং মধ্যে গুড়লাক্ষা-সবর্ণকম্ ।

দ্বারোপরি তথা রেখা পদ্মাকারা সুশোভনা ।

স্ফুটিতং বিষমং চক্রং নারসিংহস্ত কপিলম্ ॥

সংপূজ্য মুক্তিমাপ্নোতি সংগ্রামে বিজয়ী ভবেৎ ॥১০॥১১

বারাহং শক্তিলিঙ্গে চ চক্রে চ বিষমে স্থিতে ।

ইন্দ্রনীল নিভং স্থূলং ত্রিরেখালাঙ্ঘিতং শুভম্ ॥১২

দীর্ঘা কৃষ্ণবর্ণা যা বিন্দুত্রয়-বিভূষিতা ।

মৎস্যাত্মা সা শিলা জ্ঞেয়া ভুক্তি-মুক্তি-ফলপ্রদা ॥১৩

কৃষ্ণস্তোমসতঃ পৃষ্ঠে বর্তুলাবর্ত-পূরিতঃ ।

হরিতং বর্ণমাধন্তে কৌস্তভেন চ চিহ্নিতঃ ॥১৪

শ্রীধরস্তু তথা দেবশিহ্নিতো বনমালয়া ।

কদম্বকুসুমাকারো রেখা-পঞ্চক-ভূষিতঃ ॥১৫

বর্তুলাশ্চাতিহ্রস্বশ্চ বামনঃ পরিকীর্তিতঃ ।

অতসীকুসুম-প্রখ্যো বিন্দুনা পরিশোভিতঃ ॥১৬

উপর্য্যধশ্চ চক্রে ধ্ব নাতিদীর্ঘং মুখে দিলম্ ।

মধ্যে রেখাচ লম্বৈকা সচ দামোদরঃ স্মৃতঃ ॥১৭

তারক্তং পদ্মনাভাত্ম্যং পঞ্চজ ছত্র সংযুতম্ ।

তুলস্যা পূজয়নিত্যং দরিদ্রস্বামীশ্বরো ভবেৎ ॥১৮

বামপার্শ্বে সমে চক্রে কৃষ্ণবর্ণঃ সবিন্দুকঃ ।

লক্ষ্মীনৃসিংহো বিখ্যাতো ভুক্তি-মুক্তি-ফলপ্রদঃ ॥১৯

প্রদক্ষিণাবর্তকৃত-বনমালা-বিভূষিতা ।

যা শিলা কৃষ্ণসংজ্ঞা সা ধনধান্য-সুখপ্রদা ॥

বহুভি জ্ঞানভিঃ পুণ্যৈর্যদি কৃষ্ণশিলাং লভেৎ ।

গোপ্পদেন চ চিহ্নেন জন্মন্তেন সমাপ্যতে ॥২০

পদ্মাকারে চ পংক্তি ধ্ব মধ্যে লম্বা চ রেখিকা ।

গরুড়ঃ স তু বিজ্ঞেয়ঃ ॥২১॥ চতুষ্টকো জনার্দিনঃ ॥২২

চতুশ্চক্রঃ সূক্ষ্মদ্বারো বনমালাক্ষিতোদরঃ ।
 লক্ষ্মীনারায়ণঃ শ্রীমান্ ভুক্তি-মুক্তি-ফলপ্রদঃ ॥২৩
 এতলক্ষণযুক্তাশ্চ শালগ্রাম-শিলাঃ শুভাঃ ।
 যশ্চ তাম্বপি সূক্ষ্মাঃ সূ-স্তাঃ প্রশস্তকরাঃ স্মৃতাঃ ॥
 যথা যথা শিলা সূক্ষ্মা মহৎ পুণ্যং তথা তথা ।
 তস্মাৎ তাং পূজয়েন্নিত্যং ধর্ম্যকামার্থসিদ্ধয়ে ॥
 তত্রাপ্যামলকীভুল্যা সূক্ষ্মা চাতীব যা ভবেৎ ।
 তস্যামেব সদা ব্রহ্মন্ শ্রিয়া সহ বসাম্যহম্ ॥

ব্রহ্মপুরাণং পদ্মপুরাণকং ।

যে শিলা তিনটি বিন্দুযুক্ত, তাহাকে নরসিংহ কহে এবং যে শিলা
 পঞ্চবিন্দু-যুক্ত তাহাকে কপিল কহে । ব্রহ্মচারি-ভাবে থাকিয়া ইহাদের
 অর্চনা করিতে হয় । অতীথ্য সর্বপ্রকার বিঘ্ন হয় । যে নরসিংহ ও
 কপিলের দুইটি স্থূল চক্র আছে, বর্ণ গুড় ও লাক্ষার সদৃশ, মুখদ্বারের
 উপরে পদ্মাকৃতি মনোহর রেখা, চক্র বিভিন্ন ও বিষম, তাহাদের অর্চনা
 করিলে মুক্তিলাভ হয় ও সংগ্রামে বিজয়ী হওয়া যায় ॥ ১০ ॥ ১১

যে শিলায় দুইটি শক্তিচিহ্ন ও বিষম চক্রদ্বয় বিद्यমান থাকে এবং
 ষাঁহার বর্ণ ইন্দ্রনীল-মণিভূলা, আকৃতি স্থূল ও সূদৃশ রেখাত্রয়-সমন্বিত,
 তাহাকে বরাহ কহে ॥ ১২

যে শিলা দীর্ঘ, সূবর্ণবর্ণ ও বিন্দুত্রয়ে সমলকৃত, তাহাকে মংস্ত্র কহে ;
 ইনি ভোগ ও মোক্ষ-প্রদ ॥ ১৩

যে শিলার পৃষ্ঠদেশ উন্নত, বিনি বর্তুল আবর্তে পূর্ণ, হরিদ্বর্ণ-
 বিশিষ্ট ও কোস্তভ চিহ্নে ভূষিত, তাহাকে কূর্ম কহে ॥ ১৪

যে শিলায় বনমালা চিহ্ন থাকে, ষাঁহার আকৃতি কদম্বকুসুমের ত্রায়
 ও পঞ্চটি রেখাযুক্ত, তাহাকে শ্রীধর কহে ॥ ১৫

যে শিলা বর্জুলাকৃতি, ইন্দ্র, বিন্দুযুক্ত ও অতসী কুম্ভের স্তায় বর্ণবিশিষ্ট, তাঁহাকে বামন কহে ॥ ১৬

যে শিলার উপরে ও নিম্নে চক্রদ্বয়, মুখবিবর অনতিদীর্ঘ এবং মধ্যে একটি লম্বিত রেখা আছে, তাঁহাকে দামোদর কহে ॥ ১৭

যে শিলার বর্ণ ঈষৎ লোহিত এবং ষাঁহাতে পদ্ম ও চক্র-চিহ্ন থাকে, তাঁহাকে পদ্মনাভ কহে ; ইহাকে তুলসীদ্বারা পূজা করিলে দরিদ্র ও ধনবান্ হয় ॥ ১৮

যে শিলার বামপার্শ্বে দুইটি সমান চক্র আছে, ষাঁহার বর্ণ কৃষ্ণ ও বিন্দু চিহ্নযুক্ত, তাঁহাকে লক্ষ্মী-নৃসিংহ কহে ; ইহাকে পূজা করিলে, ভোগ ও মোক্ষ প্রাপ্তি হয় ॥ ১৯

যে শিলাতে দক্ষিণাবর্ত ভাবে বনমালা চিহ্ন বিরাজমান, তাঁহাকে কৃষ্ণ কহে । ইনি ধনধান্য সুখপ্রদ । গৌতমীয় তন্ত্রে লিখিত আছে— বহুজন্মার্জিত পুণ্যবলে যদি গোম্পদ-চিহ্নযুক্ত কৃষ্ণশিলা পাওয়া যায়, তাহা হইলে আর পুনর্জন্ম হয় না ॥ ২০

যে শিলার পদ্মাকার দুইটি পঙ্ক্তি ও মধ্যে একটি লম্বিত রেখা আছে, তাঁহাকে গরুড় কহে ॥ ২১

যে শিলায় পূর্বকৃত চিহ্ন ও চারিটি চক্র থাকে, তাঁহাকে লক্ষ্মী জনার্দন কহে ॥ ২২

যে শিলার চারিটি চক্র থাকে এবং মুখদ্বার সূক্ষ্ম ও মধ্যস্থলে বনমালা-যুক্ত, তাঁহাকে লক্ষ্মী-নারায়ণ কহে, ইনি ভোগ ও মোক্ষপ্রদ ॥ ২৩

যে সমস্ত শিলাতে উল্লিখিত লক্ষণসমূহ বিদ্যমান থাকে, তাঁহারা শুভ-প্রদ । তন্মধ্যে আবার ষাঁহার ক্ষুদ্রাকৃতি, তাঁহারা অধিকতর মঙ্গলপ্রদ ।

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে,—শালগ্রাম শিলা যত ক্ষুদ্রাকৃতি হইবে, তাহা ততই শুভপ্রদ হইবে । সুতরাং, ধর্মার্থ-কাম-লাভোদ্দেশে সেই শিলারই পূজা করিবে । হে ব্রহ্মন্, তাঁহাদিগের মধ্যে আবার যে সমস্ত

শিলা আমনকীবৎ ক্ষুদ্রাকৃতি, আমি প্রিয়তমা কমলার সহিত নিরন্তর তাহাতে বাস করি ।

শালগ্রাম-শিলা বহু প্রকার আছে ; সমস্তগুলির লক্ষণ বৃহস্পতিও বলিয়া শেষ করিতে পারেন না । প্রত্যেক শিলা আবার নানারকম আছেন । বিশেষতঃ গ্রন্থোল্লিখিত লক্ষণ দেখিয়া শালগ্রাম চিনিতে পারা যায় না ; শালগ্রাম দেখিতে দেখিতে তাঁহার কৃপা হইলে, তবে চিনিতে পারা যায় । গুরুপদেশ ব্যতীত কেবল গ্রন্থ দেখিয়া সামুদ্রিক রেখাদি বিচার করা যেমন অসম্ভব, সেইরূপ বিনা গুরুপদেশে শালগ্রাম চিহ্ন বিচার করাও অসম্ভব । এ গ্রন্থে কতকগুলি চিহ্নের বিবরণ, লিখিয়া, দিগ্‌দর্শন মাত্র করিয়া দিলাম । যাহাদের বিশেষ-রূপে জানিতে বাসনা আছে, তাঁহারা পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ, অগ্নি-পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ দেখিবেন ।

অথ শালগ্রাম-শিলা-মাহাত্ম্যম্ ।

শালগ্রাম-শিলাস্পর্শাৎ কোটিজন্মাঘনাশনম্ ।

কিং পুনর্জন্মং তত্র হৃদিসান্নিধ্য-কারকম্ ॥

যঃ পূজয়েদ্ধরিং চক্রে শালগ্রাম-শিলোল্লভে ।

রাজসূয়-সহস্রৈশ তেনৈষ্ঠং প্রতিবাসরম্ ॥

ন তথা রমতে লক্ষ্ম্যাং ন তথা নিজমন্দিরে ।

শালগ্রাম-শিলাচক্রে যথা স রমতে সদা ॥

অগ্নিহোত্রং হুতং তেন দত্তা পৃথ্বী সমাগরা ।

যেনার্চিতে হরিশ্চক্রে শালগ্রাম-শিলোল্লভে ॥

কামৈঃ ক্রোধৈঃ প্রলোভৈশ্চ ব্যাপ্তো যোহত্র নরাধমঃ ।

সোহপি যাতি হরেলোকং শালগ্রাম-শিলার্চনাৎ ॥

বিনাতীর্থৈর্ বিনাদানৈ বিনা যজ্ঞৈ বিনা মতিম্ ।
 মুক্তিং যাতি নরো বৈশ্য শালগ্রাম-শিলার্চনাৎ ॥
 লিঙ্গৈস্তু কোটিভি দৃষ্টৈর্ঘণ্য ফলং পূজিতৈঃ স্তুতৈঃ ।
 শালগ্রাম-শিলায়াস্তু একেনাপীহ তৎ ফলম্ ॥
 শালগ্রাম-শিলায়াস্তু যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে নরঃ ।
 পিতরস্তস্য তিষ্ঠন্তি তৃপ্তাঃ কল্পশতং দিবি ॥
 শালগ্রাম-শিলা যত্র ততীর্থং যোজনত্রয়ম্ ।
 তত্র দানং জপো হোমঃ সর্বং কোটিগুণং ভবেৎ ॥
 শালগ্রামসমীপে তু ক্রোশমাত্রং সমস্তৃতঃ ।
 কীকটোহপি মৃতে যাতি বৈকুণ্ঠভুবনং নরঃ ॥
 শালগ্রাম-শিলাচক্রং যো দদ্যাদ্দানমুত্তমম্ ।
 ভূ-চক্রং তেন দত্তং স্যাৎ সশৈল-বনকাননম্ ॥

পদ্মপুরাণম্ ।

যদি কেহ শালগ্রাম-শিলা স্পর্শ করে, তাহার কোটিজন্মের পাপ
 নাশ হয় । অর্চনার কথা আর কি বলিব,—অর্চনা করিলে, তিনি
 শ্রীহরির নিকট বাস করিতে পারেন । যে ব্যক্তি শালগ্রাম-শিলায়
 শ্রীহরির অর্চনা করে, তাহার প্রত্যহ সহস্র রাজহুয় যজ্ঞের ফললাভ
 হয় । শালগ্রাম শিলায় শ্রীহরির নিরন্তর যেমন মনস্তৃষ্টি হয়, সেরূপ
 লক্ষ্মীতে বা বৈকুণ্ঠেও হয় না । শালগ্রাম শিলায় হরির আরাধনা
 করিলে, অগ্নিহোত্র যজ্ঞ ও সমাগরা পৃথিবী-দানের ফললাভ হয় ।
 ইহলোকে যে নরাধম কাম, ক্রোধ ও লোভের বশীভূত, সেও শালগ্রাম-
 শিলা পূজন করিলে, হরিধামে গমন করে । হে বৈশ্য ! তীর্থসেবা, দান,
 যজ্ঞ ও জ্ঞানার্জন ব্যতিরেকে কেবল মাত্র শালগ্রাম-শিলা-পূজনেই মানব
 মোক্ষলাভ করিতে পারে । একমাত্র শালগ্রাম-শিলা পূজনে কোটি

শিবলিঙ্গ দর্শন ও পূজনের ফললাভ হয় । শালগ্রাম-শিলা সমীপে শ্রাদ্ধ করিলে, শ্রাদ্ধ-কর্তার পিতৃলোক তৃপ্ত হইয়া শতকল্প কাল স্বরপুরে বাস করেন । যেখানে শালগ্রাম শিলা বিরাজিত থাকেন, তত্রত্য যোজনত্রয়-পরিমিত স্থান তীর্থস্বরূপ । তথায় দান, জপ, হোম প্রভৃতি যে কোন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে, কোটিগুণ ফললাভ হয় । শালগ্রাম-শিলার চতুর্দিকে ক্রোশ-পরিমিত স্থানের মধ্যে দেহত্যাগ করিলে, নরাধম ব্যক্তি ও বৈকুণ্ঠে গমন করে । যদি কেহ শালগ্রাম-শিলা দান করেন, তাহা হইলে, তাঁহার গিরি-কাননাদি-বিরাজিত বসুন্ধরা দানের ফল হয় ।

এতাদৃশ শালগ্রাম-শিলা মাহাত্ম্য স্কন্দপুরাণ, গরুড়পুরাণ, নারদীয় পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে অসংখ্য লিখিত আছে । গ্রন্থ-বিস্তার ভয়ে লিখিলাম না ।

অথ শালগ্রাম-শিলা-ক্রয়-বিক্রয়-নিষেধঃ ।

শালগ্রাম শিলা ক্রয় করিতেও নাই, বিক্রয় করিতেও নাই, করিলে উভয়েই নরকগামী হয় । তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রপ্রমাণ যথা—

• শালগ্রাম-শিলায়াং নো মূল্যমুদ্ঘাটয়েন্নরঃ ।

বিক্রেতা চানুমন্তাচ যঃ পরীক্ষামুদীরয়েৎ ॥

সর্বের তে নরকং যাপ্তি যাবদাহুত-সংপ্লবম্ ।

অতঃ সংবর্জ্জয়েদ্ বিপ্র চক্রস্য ক্রয় বিক্রয়ম্ ॥

স্কন্দপুরাণম্ ।

যে ব্যক্তি শালগ্রাম-শিলার মূল্য উদ্ঘাটিত করে, যে ব্যক্তি বিক্রয় করে, যে ব্যক্তি অনুমোদন করে অর্থাৎ ক্রয় করিবার জন্ত নির্দ্ধারিত মূল্য স্বীকার করে, যে ক্রয়-কিংবা বিক্রয়ার্থ শালগ্রামের হৃদাঘণ্ডণ পরীক্ষা করে, তাহারা সকলেই প্রলয়কাল পর্য্যন্ত নরকে বাস করে অতএব শালগ্রাম ক্রয় কিংবা বিক্রয় যত্নপূর্বক ত্যাগ করিবে ।

অথ প্রতিষ্ঠা-নিষেধঃ ।

শালগ্রাম-শিলায়াস্তু প্রতিষ্ঠা নৈব বিচ্যতে ।

মহাপূজাস্তু কুত্বাদৌ পূজয়েৎ তাং তর্জি বুদ্ধঃ ॥

স্কন্দপুরাণম্ ।

শালগ্রাম-শিলা স্থাপন করিতে হইলে, প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন হয় না । প্রথমতঃ মহাপূজা করিয়া নিয়মিত পূজা করিতে হয় । শালগ্রাম শিলা সর্বদেবতার অধিষ্ঠান ; শালগ্রামে সর্বদেবতারই পূজা করা যাইতে পারে ; কাজেই কোন দেবতাবিশেষের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ?

অথ সর্বাধিষ্ঠান-শ্রেষ্ট্যম্ ।

অতোহধিষ্ঠানবর্গেষু সূর্যাদিষ্বিব মূর্তিষু ।

শালগ্রামশিলৈব স্যাদধিষ্ঠানোত্তমং হরেঃ ॥

স্কন্দপুরাণম্ ।

সূর্য্যপ্রভৃতি ত্রীভগবানের অনেক পূজাধিষ্ঠান আছে ; তন্মধ্যে শালগ্রামই সর্বশ্রেষ্ঠ অধিষ্ঠান ।

অথ শালগ্রাম-পূজা-নিত্যতা ।

শালগ্রাম-শিলাপূজাং বিনা যোহশ্রীতি কিঞ্চন ।

স চণ্ডালাদি-বিষ্ঠায়া-মাকল্লো জায়তে কুমিঃ ।

পদ্মপুরাণম্ ।

যে ব্যক্তি শালগ্রাম শিলা পূজা না করিয়া ভোজন করে, সে কল্প কাল পর্যন্ত চণ্ডাল-বিষ্ঠায় কুমি হইয়া থাকে ।

গৌরবাচলশূন্যৈর্ভিত্তিতে তস্য বৈ তমুঃ ।

ন মতির্জায়তে যস্য শালগ্রাম-শিলার্চনে ॥

স্কন্দপুরাণম্ ।

শালগ্রাম-শিলাপূজনে যাহার বাসনা হয় না, তাহার দেহ যমদূতগণ গিরিশঙ্ক নিপাত করিয়া বিদীর্ণ করে ।

অথ শালগ্রাম-পূজাধিকার-বিচারঃ ।

কেবলমাত্র ব্রাহ্মণেই শালগ্রাম পূজা করিবেন ; স্ত্রী-শূদ্রাদি কেহ শালগ্রাম শিলাস্পর্শ করিবে না ; এরূপ শাস্ত্রবচন দেখা যায়—

ব্রাহ্মণস্যৈব পূজ্যোহহং শুচেরপ্যশুচেরপি ।

স্ত্রীশূদ্রকর-সংস্পর্শো বজ্রাদপি সূদুঃসহঃ ॥

পদ্মপুরাণম্ ।

ব্রাহ্মণ শুচিই হউন, আর অশুচিই হউন, আমার পূজা করিবেন ; স্ত্রী ও শূদ্রাদির সংস্পর্শ আমার পক্ষে বজ্র অপেক্ষা যন্ত্রণাপ্রদ ।

প্রণবোচ্চারণাচ্চৈব শালগ্রামশিলার্চনাৎ ।

ব্রাহ্মণী-গমনাচ্চৈব শূদ্রশ্চাণ্ডালতামিয়াৎ ॥

প্রণবোচ্চারণে, শালগ্রাম-পূজনে ও ব্রাহ্মণী-গমনে শূদ্র চণ্ডালসহ প্রাপ্ত হয় ।

এইরূপ অনেক বচনে স্ত্রী-শূদ্রাদির শালগ্রামস্পর্শ নিষেধ সঙ্কীর্ণ প্রমাণ পাওয়া যায় । আবার অন্য বচনে দেখা যায়—

ব্রাহ্মণ-কৃত্রিয়বিশাং সচ্ছূদ্রাণামথাপি বা ।

শালগ্রামেহধিকারোহস্তি ন চাত্মেবাং কদাচন ॥

স্কন্দপুরাণম্ ।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও সচ্ছূদ্রের শালগ্রাম-পূজার অধিকার আছে ;
অন্য কাহারও নাই ।

স্ত্রিয়ো বা যদি বা-শূদ্রা ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াদয়ঃ ।

পূজয়িত্বা শিলাচক্রং লভন্তে শাস্বতং পদম্ ॥

স্কন্দপুরাণম্ ।

স্ত্রী, শূদ্র, ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়,—যেই হউক না কেন, শালগ্রাম-
পূজা করিলে নিত্য পদ প্রাপ্ত হয় ।

এ সমস্ত বচনে স্পষ্টই বুঝা যায়, স্ত্রী-শূদ্রাদিরও শালগ্রাম শিলা
পূজনে কোন বাধা নাই ।

এই দ্বিবিধ বচনের একবাক্যতা সম্পাদন করা নিতান্ত কর্তব্য ;
নচেৎ প্রত্যেকেরই সংশয়াপন্ন হইতে হয় । এ সম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তি-বিনাসে
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—

অতো নিষেধকং যদ্ যদ্বচনং শ্রুয়তে স্মৃটম্ ।

অনৈক্যবপরং তত্তদ্বির্ভেদ্যং তদ্বদর্শিভিঃ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

শালগ্রাম-শিলাপূজার নিত্যতা-প্রসঙ্গে পদ্মপুরাণীয় বচনে দেখা
যায়, যে ব্যক্তি শালগ্রাম পূজা ব্যতিরেকে জল গ্রহণ করে, সে নারকী ।
ইহাতে কোন অধিকারিভেদের ব্যবস্থা দেখা যায় না । আবার স্ত্রী
শূদ্রাদির কর-স্পর্শ বজ্রপাতাপেক্ষা যন্ত্রণাপ্রদ । এই বচনে বুঝা যায়,
স্ত্রী শূদ্র ভিন্ন ব্যক্তিই শালগ্রাম-পূজাধিকারী । আবার শেষোক্ত
বচনে স্ত্রীশূদ্রপ্রভৃতি যে কেহ হউক না কেন, শালগ্রাম পূজা
করিলে পরম পদ প্রাপ্ত হয় । এই 'নানাবিধ' বচনের সামঞ্জস্য কিরূপে
হইবে ? তদ্বৃত্তরে শ্রীহরিভক্তি-বিনাসকার'বলিতেছেন—শালগ্রাম-পূজার

সকলেরই অধিকার আছে, তবে স্ত্রী শূদ্রের পক্ষে যে নিষেধ বচন দেখা যায়, তাহা অবৈষম্যবশত অর্থাৎ যে স্ত্রী-শূদ্রাদি বিষ্ণুদীক্ষা গ্রহণ করে নাই, তাহাদের শালগ্রাম-শিলার পূজাধিকার নাই । বিষ্ণুদীক্ষাগ্রহণে স্ত্রীশূদ্রাদির শালগ্রাম পূজার অধিকার জন্মে ; সে সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় আচারও দেখা যায়—

ততঃ স বিস্মিতঃ শ্রদ্ধা ধর্মব্যাদস্য তদ্বচঃ ।

তস্মৌ সচ সমানীয় দর্শয়ামাস তাবুভৌ ॥

নির্নিক্তবসনৌ বৃদ্ধা-বাসনস্মৌ নিজৌ গুরু ।

শালগ্রাম-শিলানৈকৈব তৎসমীপে স্তুপূজিতাম্ ॥

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণম্ ।

এই বচনে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, ধর্ম-ব্যাদ শালগ্রাম-শিলা পূজা করিতেন । বিশেষতঃ বিষ্ণুদীক্ষা প্রভাবে সকলেই বিপ্রসাম্য প্রাপ্ত হয়, এ বচনও দেখা যায় ; অতএব স্ত্রী শূদ্রাদির শালগ্রাম-শিলাপূজা সম্বন্ধে নিষেধ-বচন অবৈষম্যবশত, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই ।

মোটকথা শাস্ত্র বচনগুলি আলোচনা করিলে, বিষ্ণু দীক্ষা-প্রভাবে স্ত্রী শূদ্রাদিরও শালগ্রাম পূজাধিকার জন্মে বলিয়াই বোধ হয়, কিন্তু ইহার আচার দেখা যায় না । শাস্ত্রে ব্যবস্থা থাকিলেও সদাচার না থাকিলে, তাহা করা উচিত নহে । শ্রীমন্নৃসিংহপ্রভুর সম-সাম্যিক কিংবা কিছু পরবর্তী শূদ্রভক্তগণ শালগ্রাম-শিলা স্পর্শ করিতেন না ; তাহার পর যে সময় হইতে ভেকগ্রহণ-প্রথার প্রচলন হইল, তাহার পর হইতে শূদ্রভক্তগণ বাবাজী মূর্তি ধারণ করিয়া, শালগ্রামাদি স্পর্শ করিতে আর আপত্তি করেন না । এখনও গৃহস্থ শূদ্রভক্তগণ প্রায়ই শালগ্রাম স্পর্শ করেন না । তবে ছুই একজনের বড়লোক শূদ্রভক্ত কোন কোন পতিতশ্রাবণ প্রভুর কৃপায় শালগ্রামাদি স্পর্শ করিতে আপত্তি করেন



না। জীলোকের মধ্যেও এইরূপ ব্যবস্থাই চলিতেছে। এগুলিকে ব্যবস্থাদাতার স্বার্থপরতা ভিন্ন সদাচার বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।

পরমভক্ত হইলেও দৈন্তবশতঃ আপনাকে তুচ্ছ জ্ঞান করাই শ্রীশ্রীমন্ন্যায় প্রভুর সম্প্রদায়ের বিশেষত্ব। শ্রীমনাতন গোস্বামি-প্রভৃতি ইহার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত; এখন কালপ্রভাবে দৈন্তের পরিবর্তে দম্ভের প্রসার বাড়িয়া গিয়াছে; কাজেই কোন কক্ষেই আর কাহারও আপত্তি নাই।

শাস্ত্রে সকল প্রকার ব্যবস্থাই আছে। সেগুলি আলোচনা করিয়া কেহ বা দৈন্তবশতঃ নিজের অযোগ্যতা, আর কেহ বা দম্ভবশতঃ নিজের যোগ্যতা জ্ঞান করিয়া কৰ্ম্মাধিকার ত্যাগ কিংবা গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহাতে আমার কিছু বক্তব্য নাই; নিজের হিতাহিত নিজে বুঝিয়া কৰ্ম্ম করাই ভাল।

শ্রীশালগ্রাম-শিলার সঙ্গে শ্রীদ্বারকাচক্র সংযুক্ত রাখিয়া পূজা করিবার ব্যবস্থা শ্রীহরিভক্তি-বিনাসে দেখা যায়। কিন্তু শ্রীদ্বারকাচক্র প্রায়ই দেখা যায় না। যাহারা শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত জানিয়া যাজন করেন, তাঁহাদের নিকট দেখা যায়—

সন্ধার্য্যা বৈষ্ণবৈব্যভ্রাৎ শালগ্রাম-শিলাসুবৎ ।

স্মা চার্চ্যা দ্বারকাচক্রা-কিতোপেতৈব সর্বদা ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

প্রাণতুল্য সমস্তে শালগ্রাম শিলা ধারণ করা বৈষ্ণবের কর্তব্য। পূজার সময় দ্বারকাচক্রাক্ত শিলার সহিত একত্র করিয়া অর্চনা করা উচিত।

অথ শালগ্রামশিলা শ্রীদ্বারকাচক্রাশিলা-সংযোগ-

মাহাত্ম্যম্ ।

শালগ্রামোদ্ভবো দেবো দেবো দ্বারাবতীভবঃ ।

উভয়োঃ সঙ্গমো যত্র মুক্তিস্তত্র ন সংশয়ঃ ॥

ব্রহ্মপুরাণম্ ।

শালগ্রাম শিলা ও দ্বারকাচক্র যে স্থানে মিলিত আছেন, মূর্তিও সেখানে বিদ্যমান আছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই ।

চক্রাঙ্কিতা শিলা যত্র শালগ্রাম-শিলাগ্রতঃ ।

তিষ্ঠতে মুনিশার্দূল বর্দ্ধন্তে তত্র সম্পদঃ ॥

স্বন্দপুরাণম্ ।

যেখানে শালগ্রাম শিলার পুরোভাগে দ্বারকাচক্র বিরাজিত থাকেন, সেখানে সকল প্রকার সম্পদ পরিবর্দ্ধিত হয় ।

অথ দ্বারকা-চক্রাঙ্ক-শিলা-লক্ষণানি ।

একঃ সুদর্শনো দ্বাভ্যাং লক্ষ্মীনারায়ণঃ স্মৃতঃ ।

ত্রিভিঙ্গিবিক্রমো নাম চতুর্ভিঃ জনার্দনঃ ॥

পঞ্চাতি বাসুদেবস্তুষ্টভিঃ প্রদ্যুম্ন উচ্যতে ।

সপ্তভির্বলদেবস্তুষ্টভিঃ পুরুষোত্তমঃ ॥

নবভিঃ নবব্যূহো দশভিঃ দশমূর্তিকঃ ।

একাদশৈশ্চানিরুদ্ধো দ্বাদশৈর্দ্বাদশাত্মকঃ ।

অগ্রেষু বহুচক্রেষু অনন্তঃ পরিকীর্তিতঃ ॥

শ্রীপ্রহ্লাদ-সংহিতা ।

এক-চক্রকে সুদর্শন, দ্বিচক্রকে লক্ষ্মীনারায়ণ, ত্রিচক্রকে ত্রিবিক্রম, চতুশ্চক্রকে জনার্দন, পঞ্চচক্রকে বাসুদেব, ষ্টচক্রকে প্রদ্যুম্ন, সপ্তচক্রকে বলদেব, অষ্টচক্রকে পুরুষোত্তম, নবচক্রকে নবব্যূহ, দশচক্রকে দশমূর্তি, একাদশচক্রকে অনিরুদ্ধ, দ্বাদশচক্রকে দ্বাদশাত্মক ও তদপেক্ষাও যাহার চক্রসংখ্যা অধিক তাহাকে অনন্ত কহে ।

অথ বর্ণাদি-ভেদেন দোষগুণাঃ ।

কৃষ্ণে মৃত্যুপ্রদো নিত্যং ধূম্রশ্চৈব ভয়াবহঃ ।
 অশ্বাস্ত্যং কৰ্করুরো দত্তাৎ নীলস্ত ধনহানিদঃ ॥
 ছিদ্রো দারিদ্র্যদুঃখানি দত্তাৎ সম্পূজিতো ধ্রুবম্ ।
 পাণ্ডুরস্ত মহদুঃখং ভগ্নো ভাৰ্য্যাবিযোগদঃ ॥
 পুত্র-পৌত্র-ধনৈশ্বৰ্য্য-সুখমত্যন্তমুত্তমম্ ।
 দদাদি শুক্লবর্ণশ্চ তস্মাদেনং সমৰ্চয়েৎ ॥

কপিল-পঞ্চরাত্রম্ ।

কৃষ্ণবর্ণ দ্বারকাচক্র মৃত্যুপ্রদ, ধূম্রবর্ণ নিরন্তর ভয়জনক, কৰ্করবর্ণ অশ্বাস্ত্যকর, নীলবর্ণ ধননাশক, ছিদ্রযুক্ত দ্বারকা চক্রের অর্চনা করিলে, দারিদ্র্য দুঃখ জন্মে ; তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই । পাণ্ডুবর্ণ শিলা দুঃখপ্রদ, ভগ্ন শিলা ভাৰ্য্যাবিযোগকর, শুক্লবর্ণ শিলা পুত্র, পৌত্র, ধন, ঐশ্বৰ্য্য ও নানাবিধ সুখদায়ক । অতএব শুক্লবর্ণ দ্বারকা-চক্রের অর্চনা করাই উচিত ।

সচ্ছিদ্রাচ ত্রিকোণাচ তথৈ বিঘ্ন চক্রিকা ।

‘অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতিৰ্ঘা তু পূজ্যাস্তা ন ভবন্তি হি ॥

শ্রীপ্রহ্লাদ-সংহিতা ।

ছিদ্রবিশিষ্ট, ত্রিকোণ, বিঘ্ন-চক্রযুক্ত ও অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি দ্বারকাচক্র অর্চনা করিবে না ।

অথ শ্রীমূর্তি-পূজনং তন্মাহাত্ম্যক ।

শালগ্রাম শিলায় সৰ্ব দেবদেবীর পূজা করা যায় ; তথাপি ভক্তগণ নিজাভীষ্ট শ্রীমূর্তি সম্মুখে রাখিয়া পূজা করিতেই আনন্দানুভব করিয়া থাকেন ; সেজন্য শ্রীমূর্তি সম্বন্ধে দুই এক কথা আলোচনা করিতেছি ।

স্বয়ংব্যক্তাঃ স্থাপনাশ্চ মূর্তয়ো দ্বিবিধা মতাঃ ।

স্বয়ংব্যক্তাঃ স্বয়ং কৃষ্ণাঃ স্থাপনাশ্চ প্রতিষ্ঠয়া ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

শ্রীমূর্তি দ্বিবিধ । স্বয়ং প্রকাশিত আর স্থাপিত । যে শ্রীমূর্তি কেহ প্রতিষ্ঠা করেন নাই, অথচ অনাদিকাল হইতেই আছেন, কোন সময়ে কোন ভক্তের নিকট প্রকাশিত হইয়া পূজিত হইয়া আসিতেছেন, তাঁহাকে “স্বয়ংব্যক্ত” মূর্তি বলা হয় । স্বয়ংব্যক্ত শ্রীমূর্তি সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ । যে মূর্তি শাস্ত্রবিধি অনুসারে প্রতিষ্ঠাদি করিয়া স্থাপন করা হয়, তাঁহাকে “স্থাপিত” মূর্তি বলা হয় । স্থাপিত মূর্তিতে প্রতিষ্ঠাদি বিধি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন ।

দুর্লভত্বাৎ স্বয়ংব্যক্ত-মূর্তেঃ শ্রীবৈষ্ণবোত্তমঃ ।

যথাবিধি প্রতিষ্ঠাপ্য স্থাপিতাং মূর্তিমর্চয়েৎ ॥

পদ্মপুরাণম্ ।

স্বয়ংব্যক্ত মূর্তি দুর্লভ অর্থাৎ যাহার তাহার ভাগ্যে মিলে না ; অতএব শ্রীভগবদ্ভক্তগুণ শ্রুতিস্মৃতি আগম প্রভৃতির বিধি অনুসারে শ্রীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার অর্চনা করিবেন ।

অথ শ্রীমূর্তি-পূজন-মাহাত্ম্যম্ ।

নৈকং স্ববংশস্ত নরস্তারয়ত্যখিলং জগৎ ।

অর্চয়ামীপ্সিতং নুগাং ফলং যাগাদিদুর্লভম্ ।

প্রতিমামাশ্রিতোহভীষ্ট-প্রদাং কল্পলতাং যথা ॥

শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ঃ ।

শ্রীমূর্তি কল্পলতা-সদৃশী । তাঁহাকে আশ্রয় করিলে, অভীষ্ট সিদ্ধি হয় । প্রতিমার্চনে কেবল স্বকুল, নহে, অখিল জগৎ পবিত্র হয় ও যাগাদি দুর্লভ ফল পাওয়া যায় ।

অথ শ্রীমূর্তেঃ প্রসাদনম্ আত্মাদিশুদ্ধয়শ্চ ।
 শ্রীমূর্তিঃ কালনার্হাস্তু শস্ত্রগন্ধজলাদিনা ।
 প্রক্ষালয়েৎ তদন্ত্যাস্তু মূলমন্ত্রেণ মার্জ্জয়েৎ ॥
 শ্রীমূর্তিহৃদয়ং স্পৃষ্ট্বা স্বমন্ত্রং চাষ্টধা জপেৎ ।
 এবং প্রসাদনং মূর্তে-রাজ্ঞনস্তৎপ্রসাদনাৎ ।
 শুদ্ধিরেকা দ্বিতীয়াতু স্যাদব্যগ্রতয়াপি চ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

প্রক্ষালন-যোগ্যা অর্থাৎ পায়াণময়ী বা ধাতুময়ী প্রতিমা উত্তম গন্ধ-
 জলাদি দ্বারা ধোত করিবে । কালনের অযোগ্য অর্থাৎ লেখা প্লেপ্যা
 প্রভৃতি প্রতিমা মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মার্জ্জনা করিবে । শ্রীমূর্তির হৃদয়
 স্পর্শ করিয়া আটবার মূলমন্ত্র জপ করিবে । এইরূপে শ্রীমূর্তি সংস্কার
 করিলে আত্মশোধন হয় । চিত্তের হৈর্যা সম্পাদন করিলেও এক
 প্রকার আত্মশুদ্ধি হয় ।

স্থানশুদ্ধিস্তথা দ্রব্য-শুদ্ধিশ্চ লিখিতা পুরা ।
 ইতি প্রকারভেদেন ভবেচ্ছুদ্ধি-চতুষ্টয়ম্ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিনাসঃ ।

পূর্বে দেবালয়-মার্জ্জনাди দ্বারা স্থানশুদ্ধি ও শাস্ত্রপ্রতিষ্ঠা করিয়া
 সেই জল প্রোক্ষণ দ্বারা দ্রব্যশুদ্ধি লেখা হইয়াছে । এখন শ্রীমূর্তি-
 সংস্কার ও আত্মশুদ্ধি—এই চারি প্রকার শুদ্ধির বিষয় বলা হইল ।
 পূজা করিতে হইলে, এই চারি শুদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন । কেহ কেহ
 অস্ত্র মন্ত্র দ্বারা মন্ত্রশুদ্ধি ও অস্ত্র চিন্তা পরিত্যাগ দ্বারা চিত্তশুদ্ধি—এই
 ছয় প্রকার শুদ্ধি বলিয়া থাকেন । অস্ত্র মন্ত্র দ্বারা মন্ত্রশুদ্ধি আমাদের
 সম্প্রদায়ে ব্যবহার নাই । অবশিষ্ট পঞ্চশুদ্ধি বিশেষ প্রয়োজনীয় ।

অথ পীঠ-নির্ণয়ঃ ।

তাত্ৰাদিপীঠে শ্রীখণ্ডা-দ্যা লিপ্তেহষ্টদলং লিখেৎ ।

সংকর্ণিকং ত্রিব্রজাঢ্যং পদ্মং ষোড়শকেশরম্ ॥

সদলাগ্রং চতুষ্কোণং চতুর্দ্বার-বিভূষিতম্ ।

পূজাযন্ত্রং সমুদ্ভূত্যা পীঠার্চ্যাং তত্র সাধয়েৎ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

তাত্ৰাদি গঠিত পীঠে চন্দন লেপন করিয়া, তাহাতে পূজাপীঠ অঙ্কিত করিতে হয় । প্রথমতঃ চতুর্দ্বারযুক্ত একটি চতুষ্কোণ অঙ্কনপূর্বক তন্মধ্যে ত্রিব্রজবেষ্টিত অষ্টদল, ষোড়শ-কেশর কর্ণিকার সহ দলাগ্রবিশিষ্ট পদ্ম অঙ্কিত করিবে । এই প্রকারে পূজাযন্ত্র লিখিয়া তদুপরি পীঠপূজা করিবে ।

বর্তমান সময়ে শ্রীশালগ্রাম কিংবা শ্রীমূর্তিতে পূজা করিতে প্রায়ই কেহ পূজা-যন্ত্র অঙ্কিত করেন না । কিন্তু শ্রীহরিভক্তি-বিনাস-মতে পূজা-যন্ত্রের উপর শালগ্রামকে রাখিয়া পূজা করারই ব্যবস্থা দেখা যায় ।

অথ পীঠপূজা ।

পীঠে ভগবতো বামে শ্রীগুরুন্ গুরু-পাদুকাম্ ।

নারদাদীন্ পূর্বসিদ্ধান্ যজ্ঞেদগ্যাংশ্চ-বৈষ্ণবান্ ॥

দক্ষিণে চাচ্চ'য়েদুর্গাং গণেশঞ্চ সরস্বতীম্ ।

তত্র প্রাগ্ লিপ্তিতন্যাসস্থানুসারেণ পূজয়েৎ ॥

মধ্যে চাধারশক্ত্যাदीন্ ধর্মাদীংশ্চ বিদিস্থথ ।

অধর্মাদীংশ্চতুর্দিক্ নৃত্যাদীন্ মধ্যতঃ পুনঃ ॥

শক্তীর্নবায়ুপত্রেষু কর্ণিকায়ঞ্চ পূজয়েৎ ।

তথা তদুপরিষ্ঠাচ্চ পীঠমন্ত্রং যথোদিতম্ ।
 তৎপীঠে মূলমন্ত্রেণ শ্রীমূর্তিঃ স্থাপয়েদথ ।
 পুষ্পাঞ্জলিং গৃহীত্বৈষ্ঠ-দেবরূপং বিচিস্তয়েৎ ॥
 ততশ্চ মূলমন্ত্রেণ ক্ষিপ্ত্বা পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ম্ ।
 নিজৈষ্ঠদেবমূর্তেষ্ঠ পরমৈক্যং বিভাবয়েৎ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ ।

পীঠে শ্রীভগবানের বামদিকে শ্রীগুরু, পরমগুরু, পরাপর গুরু, পর-
 মেষ্ঠি গুরু প্রভৃতির অর্চনা করিবে । এখানে কেহ কেহ “শ্রীগুরু-পরম-
 গুরু-পরমেষ্ঠি-গুরুভ্যো নমঃ” এই মন্ত্রে পূজা করেন । কেহবা “গুরু-
 গুরুভ্যো নমঃ” এই মন্ত্রে পূজাদির ব্যবস্থা করেন । এবিষয়ে শ্রীগুরু-
 দেবের আজ্ঞা ও সদাচারই প্রমাণ । অতঃপর গুরুপাদুকা, নারদাদি
 পূর্বসিদ্ধ ও আধুনিক বৈষ্ণবগণের পূজা করেন । “এতে গুরুপুষ্পে
 গুরুপাদুকাভ্যো নমঃ, এতে গুরুপুষ্পে নারদাদি-পূর্বসিদ্ধেভ্যো নমঃ,
 এতে গুরুপুষ্পে আধুনিক-বৈষ্ণবেভ্যো নমঃ” এই ভাবে পূজা করাই
 বিধেয় । শ্রীভগবানের দক্ষিণে দুর্গা, গণেশ ও সরস্বতীর পূজা করিবে ।
 পূর্বলিখিত পীঠস্থাসের নিয়মানুসারে আধারশক্তি, কৃষ্ণ, অনন্ত প্রভৃতিকে
 পীঠ মধ্যে অর্চনা করিবে । পীঠের চারিকোণে ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও
 ঐশ্বর্যের অর্চনা করিবে । পূর্বাদি চারিদিকে অধর্ম, অজ্ঞান, প্রভৃতির
 অর্চনা করিবে । মধ্যে অনন্ত, পদ্ম, সূর্যমণ্ডল প্রভৃতির অর্চনা করিবে ।
 পীঠপদ্মের অষ্টদল ও কর্ণিকারে বিমলাদি অষ্ট শক্তির অর্চনা করিবে ।
 তদনন্তর পীঠস্থাসোক্ত নিয়মানুসারে সূর্যাদি মণ্ডল ও সজ্জাদির পূজা
 করিবে । পীঠপূজা সংক্ষেপে লিখিত হইল । পীঠস্থাস দেখিলেই স্পষ্ট
 বুঝিতে পারিবেন । এই ভাবে পীঠপূজা করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক
 পীঠে শ্রীমূর্তি অথবা শালগ্রামাদি স্থাপন করিবেন । পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ পূর্বক

অভীষ্ট দেবতার রূপ চিন্তা করিবেন । মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া নিজাভীষ্ট দেব ও পীঠ-স্থাপিত প্রতিমার ঐক্য চিন্তা করিবেন ।

অথাবাহনাদীনি ।

ততো দেবার্চনে প্রোঢ়-পাদতায় নিষেধনাৎ ।

ভূমৌ নিহিতপাদঃ সন্ কুর্যাদাবাহনাদিকম্ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

ভূতলে পদস্থাপন পূর্বক অভীষ্ট দেবতার আবাহন প্রভৃতি করিবে ; কেননা দেবার্চনে প্রোঢ়পাদ হওয়া নিষিদ্ধ ।

যচ্চাবাহমধিষ্ঠানং তত্রাবাহনমাচরেৎ ।

শালগ্রাম-স্থাপনে চ নাবাহন-বিসর্জনে ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

যে অধিষ্ঠানে শ্রীভগবানের পূজা করিতে হইবে, সেই অধিষ্ঠানেই আবাহনাদি করিবে । শালগ্রাম শিলা ও প্রতিষ্ঠিত প্রতিমার আবাহনাদি করিতে হয় না ।

অথাবাহনাদি-বিধিঃ ।

আবাহনাদি-মুদ্রাশ্চ সংদর্শ্যাবাহনং বুধঃ ।

তথা সংস্থাপনং সন্নিধাপনং সন্নিরোধনম্ ॥

সকলীকরণঞ্চ অবগুণ্ঠনঞ্চ যথাবিধি ।

অমৃতীকরণং কুর্য্যাৎ পরমীকরণং তথা ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

স্বধীব্যক্তি সম্যকরূপে আবাহনাদি মুদ্রা দেখাইয়া, আবাহন, সংস্থাপন, সন্নিধাপন, সন্নিরোধন, সকলীকরণ, অবগুণ্ঠন, অমৃতীকরণ ও পরমীকরণ সম্পাদন করিবেন । আবাহনাদি মুদ্রা প্রকার পরিশিষ্টে লিখিত হইল ।

আবাহনাদি করিবার সময়, “শ্রীকৃষ্ণ ইহাবহ ইহাবহ ইহ সম্যক্ তিষ্ঠ
তিষ্ঠ ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিধ্যাম ইহ সন্নিধ্যাম ইহ সকলী
কুরু ইহ সকলী কুরু ইহাবগুষ্ঠাম ইহাবগুষ্ঠাম ইহামৃতীকুরু ইহামৃতীকুরু ইহ
পরমীকুরু ইহ পরমীকুরু ।” এই সমস্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয় ।
আবাহনাদির সঙ্গে সঙ্গে মূদ্রা দেখাইতে হয় । কেহ কেহ বলেন, প্রথমে
আবাহনাদি আটটি মূদ্রা দেখাইয়া শেষে যথাক্রমে আবাহনাদি করিতে
হইবে । সকলেই নিজ নিজ গুরুপদেশানুসারে কর্তব্য নির্দ্ধারণ করিবেন ।

অথাবাহনাগ্ৰ্থঃ ।

আবাহনঞ্চাদরেণ সংমুখীকরণং প্রভোঃ ।

ভক্ত্যা নিবেশনং তস্য সংস্থাপনমুদাহৃতম্ ॥

তবাস্মীতি তদীয়ত্ব-দর্শনং সন্নিধাপনম্ ।

ক্রিয়াসমাপ্তিপৰ্য্যন্ত-স্থাপনং সন্নিরোধনম্ ॥

সকলীকরণঞ্চোক্তং তৎসর্বজ্ঞপ্রকাশনম্ ।

আনন্দঘনতাত্পর্য-প্রকাশাহুত্ববগুষ্ঠনম্ ॥

অমৃতীকরণং সর্বৈব-রেবাসৈববরুদ্ভতা ।

পরমীকরণং নামাভীষ্ট-সম্পাদনং পরম্ ॥

আগম-বাক্যম্ ।

অভীষ্ট দেবতাকে সাদরে অভিমুখীকরণকে “আবাহন” বলে । ভক্তি-
সহকারে স্থাপনের নাম ‘সংস্থাপন’ । “আমি তোমার” এইকথা মনে
করিয়া তদীয় দাসত্ব প্রদর্শনের নাম ‘সন্নিধাপন’ । ক্রিয়া-সমাপ্তি পর্য্যন্ত
স্থাপনের নাম ‘সন্নিরোধন’ । তদীয় সর্বজ্ঞপ্রকাশনের নাম ‘সকলী-
করণ’ । কেহ কেহ বলিয়া থাকেন “অঙ্গৈরেবাক্যবিষ্ণাসং সকলীকরণং
বিদুঃ” অর্থাৎ “শ্রীং কৃষ্ণায় হৃদয়ায় নমঃ । ইত্যাদি অঙ্গমন্ত্র দ্বারা দেব-

তার অঙ্গগ্ৰাস করার নাম 'সকলীকরণ' । অতীব গাঢ় আনন্দ প্রকটন করাকে 'অবগুণ্ঠন' কহে । নিখিল অঙ্গদ্বারা অবরুদ্ধ করাকে 'অমৃতী-করণ' কহে । অতীষ্ট সম্পাদনকে 'পরমীকরণ' কহে ।

আবাহনাদি-মুদ্রাশ্চ দর্শয়িত্বা ততঃ পুনঃ ।

অঙ্গগ্ৰাসঞ্চ দেবস্ত কৃত্বা মুদ্রাঃ প্রদর্শয়েৎ ॥

তত্বেসারঃ ।

আবাহনাদি-মুদ্রা-প্রদর্শনান্তে দেবতার অঙ্গে পুনঃ অঙ্গগ্ৰাস করিয়া মুদ্রা দেখাইবে । এস্থলে শ্রীহরিভক্তি-বিনাসে লিখিত আছে,—শঙ্খ, চক্র, গদা, শাঙ্গ, খড়্গ, পাশ প্রভৃতি সপ্তদশ মুদ্রা দেখাইতে হয় । কিন্তু শ্রীনন্দনন্দনের উপাসনায় এ সকল মুদ্রা ভাবানুকূল হয় বলিয়া মনে হয় না এবং সম্প্রদায়ে তাদৃশ আচারও দেখা যায় না । শ্রীহরিভক্তি-বিনাস-কার সর্ববৈষ্ণব-সাধারণ-বিধি লিখিয়াছেন বলিয়াই এ সমস্ত মুদ্রার কথা উল্লেখ করিয়াছেন । গোপালোপাসকগণ শ্রীবৎস-কৌস্তভাদি পঞ্চ মুদ্রা দেখাইলেই নিজ ভাব স্থির রাখিতে পারিবেন ।

অথাসনাত্তর্পণম্ ।

ততো নিক্ষিপ্য দেবসোপরি পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ম্ ।

দত্ত্বাসনार्थং পুষ্পঞ্চ স্বাগতং বিধিনাচরেৎ ॥

আসন্নাত্ত্যপচারেষু মুদ্রাঃ ষোড়শ দর্শয়েৎ ।

প্রসিদ্ধাঃ পদ্মস্বস্তীাদ্যাঃ বিধান্ ষোড়শসু ক্রমাৎ ॥

শ্রীকৃষ্ণায়াপ্যেদর্য্যং পাদ্যমাচমনীয়কম্ ।

মধুপর্কং পুনশ্চাচ-মনীয়ঞ্চ বিধিবৎ ততঃ ।

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

অনন্তর দেবতোপরি পুষ্পাঞ্জলিত্রয় দিয়া, আসনার্থ কুসুম নিবেদন করিয়া, যথাবিধি স্বাগত বিধান করিবে । রজতাদি নির্মিত আসনের অভাবে আসনার্থ পুষ্প অর্পণ করিতে হয় । প্রথমতঃ আসন কিংবা আসনার্থ পুষ্প গ্রহণ করিয়া মূল-মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক “শ্রীকৃষ্ণায়াসনং নিবেদয়ামি, শ্রীকৃষ্ণ ইদমাসন আস্যতাং সুখম্” এই মন্ত্রে আসন অর্পণ করিতে হয় । আসন প্রদানান্তে “শ্রীকৃষ্ণ সহ পরিবারেণ স্বাগতং করোষি” এইভাবে স্বাগত বিধান করিবে । এইরূপে ক্রমশঃ “শ্রীকৃষ্ণায় পাত্তং নিবেদয়ামি” “শ্রীকৃষ্ণায়ার্ঘ্যং নিবেদয়ামি” প্রভৃতি মন্ত্রে পাত্ত অর্ঘ্য প্রভৃতি অর্পণ করিবে । প্রতি উপচার অর্পণ করিতে প্রথমে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া প্রতি উপচারের মুদ্রা দেখাইতে হইবে । আসন প্রদানে পদ্ম-মুদ্রা, স্বাগতে স্বস্তি মুদ্রা পাত্তাপর্গে পাত্ত মুদ্রা প্রভৃতি দেখাইতে হয় । মুদ্রা-বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য ।

কেহ বা মহারাজোপচারে, কেহ মোড়শোপচারে, কেহ বা দশোপচারে, কেহ বা পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া থাকেন । নিজ নিজ সাধ্যানুসারে উপচারার্পণ বিধেয় । শক্তি থাকিতে গোণোপচার কল্পনা করা উচিত নহে । নিত্যপূজায় প্রায়ই দশোপচার কিংবা পঞ্চোপচার অর্পণ করা হইয়া থাকে । কৰ্মবিণেষে ষোড়শোপচারার্পণ দেখা যায় । মহারাজোপচার প্রদান বিরল ।

প্রত্যেক উপচার অর্পণের পূর্বে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিবেন এবং শেষে “শ্রীকৃষ্ণায় নিবেদয়ামি” এই বাক্য উচ্চারণ করিবেন ।

অথ পাত্তাৰ্ঘ্যপৰ্ণ-নিয়মঃ ।

শ্রীমূর্তৌ তু শিরস্যর্ঘ্যং দদ্যাৎ পাদ্যঞ্চ পাদয়োঃ ।

মুখে চাচমনীয়ং ত্রি-মধুপকঞ্চ তত্র হি ॥

স্বত্বার্থসারঃ ।

শ্রীমূর্তি-পূজায় প্রতিমার শিরোদেশে অর্ঘ্য, চূরণদ্বয়ে পাত্ত, বদনে বার-

ত্রয় আচমনীয় ও মধুপর্ক প্রদান করিতে হয় । শ্রীমূর্তি ভিন্ন শালগ্রামাদি অধিষ্ঠানে পূজা করিতে যন্তক, চরণ, বদন প্রভৃতি চিন্তা করিয়া অর্ঘ্যাদি দান করিতে হয় । অর্ঘ্য, মধুপর্ক ও স্নানীয় দানান্তে আচমনীয় দিতে হয় ; কাজেই বারত্রয় আচমনীয় লিখিত হইল ।

সর্বেষ্বপ্যুপচারেষু পাদ্যাদিষু পৃথক্ পৃথক্ ।

আদৌ পুষ্পাঞ্জলিং কেচিদিচ্ছন্তি ভগবৎপরাঃ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ।

শ্রীভগবদ্ভক্তগণের মধ্যে কেহ কেহ পাদ্যাদি সমস্ত উপচার নিবেদন-ক্রিয়াতেই অগ্রে এক একটি পুষ্পাঞ্জলি দানের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন ।

অথ স্নানম্ ।

বিজ্ঞাপ্য দেবং স্নানার্থং পাছুকে পুরতোহর্পয়েৎ ।

মহাবিদ্যাদিনা তঞ্চ স্নানস্থানং ততো নয়েৎ ॥

প্রাগ্‌বৎ তত্রাসনং পাদ্যং তত্রৈবাচমনীয়কম্ ।

নিবেদ্য দর্শয়েন্মুদ্রামমূর্তীকরণীং বুধঃ ॥

শালগ্রাম-শিলারূপং ততো দেবং নিবেশয়েৎ ।

স্নানপাত্রে নিজাভীক্টাং চলাং শ্রীমূর্তিমিব বা ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ।

“ভগবন্, স্নানভূমিমলঙ্করু” এই বাক্য প্রভুসকাশে উচ্চারণ-পূর্বক স্নানার্থ অমুমতি লইয়া “পাছুকে নিবেদয়ামি নমঃ” বলিয়া পুরোভাগে পাছুকাষয় সমর্পণ করিতে হইবে । অনন্তর স্তোত্র ও গীতবাদ্যাদি সহকারে শ্রীমন্দিরের ঈশান কোণে নির্মিত স্নান-বেদীতে লইয়া যাইতে হইবে । (স্নানবেদী না থাকিলে গৃহমধ্যে স্নানবেদী ভাবনা করিবে) । স্নানস্থানে

শ্রীমূর্তি স্থাপন করিয়া আসন, পাদ্য ও আচমনীয় প্রদান করিবে ও অমৃতীকরণ মুদ্রা দেখাইবে । পরে তাম্রাদি-নির্মিত স্নানাধারে শালগ্রাম কিংবা স্নানযোগ্য শ্রীমূর্তি স্থাপন করিয়া স্নান করাইবে ।

অথ স্নানপাত্রম্ ।

কৃষ্ণা তাম্রময়ে পাত্রে যোহর্চয়েন্মধুসূদনম্ ।
ফলমাপ্নোতি পূজায়াঃ প্রত্যহং শতবার্ষিকম্ ॥
যোহর্চয়েন্মাধবং ভক্ত্যা অশ্বখ-দল-সংস্থিতম্ ।
প্রত্যহং লভতে পুণ্যং পদ্মায়ুত-সমুদ্ভবম্ ॥
রস্তাদলোপরি হরিং কৃষ্ণা যোহর্চয়েন্নরঃ ।
বর্ষায়ুতং ভবেৎ প্রীতঃ কেশবঃ প্রিয়য়া সহ ॥
যে পশ্যন্তি সফলভক্ত্যা পদ্মপত্রোপরি স্থিতম্ ।
ভক্ত্যা পদ্মালয়া-কান্তং তৈরাপ্তং দুর্লভং ফলম্ ॥

স্কন্দপুরাণম্ ।

যে ব্যক্তি তাম্রপাত্রে মধুসূদনের অর্চনা করেন, তিনি একদিনেই শতবৎসর কাল পূজার ফল প্রাপ্ত হন । অশ্বখ-পত্রে স্থাপন করিয়া অর্চনা করিলে, অযুত-সংখ্যক পদ্মদানের ফল হয় । কদলীপাত্রে শ্রীহরিকে স্থাপন করিয়া অর্চনা করিলে, কেশব স্বীয় প্রিয়তমা কমলাসহ সেই অর্চকের প্রতি দশ সহস্র বৎসর সমুদ্ভূত থাকেন । যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে একবার মাত্র হরিকে পদ্মপত্রের উপর দেখিয়াছেন, তাঁহার দুর্লভ ফল লাভ হইয়াছে ।

ততঃ শঙ্খেনাভিষেকং কুর্যাদৃঘণ্টাদিনিস্বনৈঃ ।

মূলেনাঘটাকরেণাপি ধূপয়ন্নস্তুরাস্তুরা ॥

তত্র তু প্রথমং ভক্ত্যা বিদধীত স্নগন্ধিভিঃ ।
দিব্যৈস্তৈলাদিভির্দ্রব্যৈ-রভ্যঙ্গং শ্রীহরেঃ শনৈঃ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ।

স্নানপাত্রে শ্রীহরিকে বসাইয়া ঘণ্টাদি বাদ্যসহকারে শঙ্খস্থ জল দ্বারা স্নান করাইতে হয় । মধ্যো মধ্যো মূলমন্ত্র কিংবা অষ্টাঙ্কর মন্ত্র পাঠ সহকারে ধূপ সমর্পণ করিতে হয় । স্নানের পূর্বে দিব্য স্নগন্ধি তৈলাদি দ্বারা শ্রীহরির অঙ্গ মৃদু মৃদু মর্দন করিতে হয় । স্নগন্ধি তৈল প্রভৃতি সমর্পণের অনন্ত ফল শাস্ত্রে কীর্তিত আছে ।

অথ পঞ্চামৃতস্নপনম্ ।

ততঃ শঙ্খভূতেনৈব ক্লীরেণ স্নাপয়েৎ ক্রমাৎ ।
দগ্না ঘৃতেন মধুনা খণ্ডেন চ পৃথক্ পৃথক্ ॥
পঞ্চামৃতাত্মৈঃ স্নপনং সদা নেচ্ছন্তি তৎপ্রিয়াঃ ।
কিন্তু তৈঃ কালদেশাদি-বিশেষে কারয়ন্তি তৎ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ।

পঞ্চামৃত-স্নান করাইতে হইলে, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু ও খণ্ড (খাঁড়) শঙ্খে করিয়া নইয়া পৃথক্ পৃথক্ সমর্পণ করিতে হইবে । দুগ্ধ দধি প্রভৃতি শোধন করিয়া লওয়া উচিত । পঞ্চামৃত-শোধন-মন্ত্র পরিশিষ্টে লিখিত হইল । শ্রীভগবদ্ভক্ত-গণ প্রত্যহ পঞ্চামৃত-স্নান করাইতে ইচ্ছা করেন না । কোনও তিথিতে পূজা-বিশেষে পঞ্চামৃত-স্নান করাইয়া থাকেন । প্রায়ই জন্মাভিষেক প্রভৃতিতে পঞ্চামৃত স্নান দেখা যায় ।

ইহা ছাড়া নানাবিধ উৎসর্গ ও স্নগন্ধি তৈল প্রভৃতি দ্বারা শ্রীমূর্তির

অঙ্গ মার্জনাতির ব্যবস্থাও শাস্ত্রে আছে । গ্রহবাহন্য ভয়ে লিখিলাম না ; জানিতে ইচ্ছা হইলে শ্রীহরিভক্তিবিলাস দেখিবেন । নিত্য পূজায় এত আড়ম্বর করা অসম্ভব ; তবে সাফা ক্রীমূর্তির সেবা করিতে হইলে, প্রত্যহ শুদ্ধ জল দ্বারা স্নান করান আবশ্যক । যাহারা যন্ত্র কিংবা মন্ত্র প্রভৃতি অধিষ্ঠানে অর্চনা করেন, তাহারা স্নান চিন্তা করিয়া স্নানীয়োদক প্রদান করিবেন ।

অথ শুদ্ধজল-স্বপনম্ ।

ততঃ কোষেণ সংস্রাপ্য সংস্কৃতেন স্নগন্ধিনা ।

শীতলেনাম্বুনা শঙ্খ-ভূতেন স্নাপয়েৎ পুনঃ ।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ।

পঞ্চামৃতে স্নান করাইলে তাহার পর সর্বৌষধি প্রভৃতি দ্বারা সংস্কৃত ও স্নগন্ধি ঐষদুষ্ণ জল দ্বারা স্নান করাইতে হয় । পঞ্চামৃতাদি লেপ অঙ্গ হইতে দূর করাইবার জন্যই এই উষ্ণ জলে স্নানের ব্যবস্থা হইয়াছে । অনন্তর শঙ্খস্থিত স্নগন্ধি শীতল জলদ্বারা স্নান করাইতে হয় । স্নানীয় জল মন্ত্রদ্বারা শোধন করিয়া লওয়া উচিত । মাধ্য হইলে চন্দন, উষীর, কর্পূর, কুঙ্গুম, অগুরু প্রভৃতি স্নানীয় জলে দেওয়া উচিত । কিছু না পারিলে অন্ততঃ চন্দন ও কর্পূর দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক ।

অথ স্নানীয়জল-পরিমাণম্ ।

স্নানে পলশতং দেয়মভ্যঙ্গে পঞ্চবিংশতিঃ ।

পলানাং দ্বৈ সহস্রে তু মহাস্নানং প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥

ভবিষ্য-পুরাণম্ ।

স্নানে শত পল-পরিমিত জল প্রদান করিবে । অভ্যাঙ্গে পঞ্চবিংশতি পল পরিমিত জল দিতে হয় । দুই সহস্র পল-পরিমিত জলে স্নান করাইলে মহাস্নান হয় ।

জল-পরিমাণং যথা—

পঞ্চকৃষ্ণলকা মাষন্তে স্তবর্ণস্ত বোড়শ ।

স্তবর্ণানাঞ্চ চত্বারঃ পলমিত্যভিধীয়তে ॥

ব্রহ্মপুরাণম্ ।

পাঁচ রতিতে এক মাষ, ষোল মাষে এক স্তবর্ণ ও চারি স্তবর্ণে এক পল হয় ।

অথ পূজার্থ-জল-গ্রহণ-কালঃ ।

ন নক্তোদক-পুষ্পাদৈরচ্চনং স্নানমহতি ।

যাজ্ঞবল্ক্যঃ ।

রাত্রিকালে সংগৃহীত পুষ্প কিংবা জল দ্বারা শ্রীহরির পূজা কিংবা স্নান করান উচিত নহে ।

ন নক্তং গৃহীতোদকেন দৈবকর্ম্য কুর্যাৎ ।

বিষ্ণুবচনম্ ।

রাত্রিতে গৃহীত জল দ্বারা দৈব কর্ম্য করিবে না ।

রাত্রাবেতা আপঃ বরুণং প্রবিশন্তি তস্মান্ন রাত্রৌ গৃহীয়াৎ ।

হারীতবচনম্ ।

রাত্রিকালে সমস্ত জল জলাধিদেবতা বরুণে প্রবিষ্ট হয় ; অতএব রাত্রিতে জল গ্রহণ করা উচিত নহে ।

গঙ্গাজল ভিন্ন অন্য জল পূর্বদিনে আনিয়া রাখিলে পূর্য়বিত হয় ; কাজেই যে দিন পূজা করিবেন, সেই দিনই পূজার্থ জল সংগ্রহ করা উচিত ।

শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, শঙ্খস্থজলে স্নান করাইবে, শঙ্খে অর্ঘ্য-স্থাপন করিবে, দেবাগারে শঙ্খবাত্য করিবে ইত্যাদি । স্তূতরাং বুঝা

যাইতেছে, শঙ্খজলের কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব আছে । এজন্য শঙ্খমাহাত্ম্য
লিখিত হইতেছে ।

অথ শঙ্খমাহাত্ম্যম্ ।

শঙ্খস্থিতেন তোয়েন যঃ স্নাপয়তি কেশবম্ ।
কপিলা-শতদানস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ১
শঙ্খে তীর্থোদকং কৃৎবা যঃ স্নাপয়তি মাধবম্ ।
দ্বাদশ্যাং বিন্দুমাत्रেণ কুলানাং তারয়েচ্ছতম্ ॥ ২
শঙ্খে কৃৎবাচ পানীয়ং সাক্ষতং কুসুমাবিতম্ ।
স্নাপয়েৎ দেবদেবেশং হন্যাৎ পাপং চিরার্জিতম্ ॥ ৩
নাশ্চ তড়াগজং বারি বাপী-কূপ হ্রদাদিকম্ ।
গাঙ্গেয়ঞ্চ ভবেৎ সর্বং কৃতং শঙ্খে কলিপ্রিয় ॥ ৪
ত্রৈলোক্যে যানি তীর্থানি বাসুদেবস্য চাপ্তবান্ ।
শঙ্খে তিষ্ঠন্তি বিপ্রেন্দ্র তস্মাৎ শঙ্খং সদাচ্চর্যেৎ ॥ ৫
অর্য্যং দত্তাতু শঙ্খেণ যঃ কৰোতি প্রদক্ষিণম্ ।
প্রদক্ষিণীকৃত্য তেন সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা ॥ ৬
দর্শনেনাপি শঙ্খস্য কিং পুনঃ স্পর্শনে কৃতে ।
বিলয়ং যান্তি পাপানি হিমং সূর্য্যোদয়ে যথা ॥ ৭
নিত্যে নৈমিত্তিকে কাম্যে স্নানার্চন-বিলেপনে ।
শঙ্খমুদ্রহতে যন্তু শ্বেতদ্বীপে বসেচ্চিরম্ ॥ ৮

স্বন্দপুরাণম্ ।

যে ব্যক্তি শঙ্খস্থিত জল দ্বারা ত্রীহরিকে স্নান করান, তিনি একশত
কামধেনু দানের ফলপ্রাপ্ত হন ॥ ১

যে ব্যক্তি শঙ্খস্থ তীর্থবারি দ্বারা দ্বাদশী তিথিতে শ্রীহরিকে স্নান করান, তিনি প্রতি বারিবিব্দুতে শতকুল পরিভ্রাণ করেন ॥ ২

অক্ষত ও কুম্ভম-সংযুক্ত জল শঙ্খমধ্যে রাখিয়া দেবদেব শ্রীহরিকে স্নান করাইলে, চিরকালার্জিত পাপ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয় ॥ ৩

নদীজল, বাণীজল, কূপোদক বা তড়াগোদক প্রভৃতি সমস্ত জলই শঙ্খে স্থাপনমাত্র গঙ্গাজল সদৃশ হইয়া থাকে ॥ ৪

ত্রৈলোক্যে যত তীর্থ আছে, শ্রীহরির আদেশে তৎসমস্তই শঙ্খে অধিষ্ঠিত, এজন্ত নিরন্তর শঙ্খের সম্মাননা করিবে ॥ ৫

যে ব্যক্তি শঙ্খদ্বারা অর্ঘ্য সমর্পণপূর্বক প্রদক্ষিণ করেন, তাঁহার সপ্ত-দ্বীপসমম্বিতা ধরণী প্রদক্ষিণের ফললাভ হয় ॥ ৬

সূর্য্যোদয় হইলে যেমন হিমরাশি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ শঙ্খ দর্শন করিলে, নিখিল পাতক বিদূরিত হইয়া থাকে ; সূতরাং স্পর্শ করিলে যে কি ফল হয়, তাহা আর কি বলিব ॥ ৭

যে ব্যক্তি নিত্য, নৈমিত্তিক কিংবা কাম্যকর্মে, স্নান, অর্চনা প্রভৃতি কর্মে শঙ্খ ব্যবহার করেন, তিনি চিরকাল শ্বেতদ্বীপে অবস্থান করিয়া থাকেন ॥ ৮

নত্বা শঙ্খং করে ধৃত্বা মন্ত্ৰেণানেন বৈষ্ণবঃ ।

যঃ স্নাপয়তি গোবিন্দং তস্য পুণ্যমনন্তকম্ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ।

যে ব্যক্তি এই (নিম্নলিখিত) মন্ত্রপাঠপূর্বক শঙ্খকে নমস্কার করিয়া সেই শঙ্খজলে শ্রীহরিকে স্নান করান, তাঁহার অশেষ পুণ্য সঞ্চিত হয় ।

তত্র মন্ত্ৰো যথা—

ত্ৰং পুরা সাগরোৎপন্নো বিষ্ণুনা বিধৃতঃ করে ।

মানিতঃ সর্বদেবৈশ্চ পাকজন্তু নমোহস্ত তে ॥

তব নাদেন জীমূতা বিদ্রম্যন্তি সুরাসুরাঃ ।

শশাঙ্কায়ুতদীপ্তাভ পাঞ্চজন্ম নমোহস্ত তে ॥

গর্ভে দেবারি-নারীণাং বিলীয়ন্তে সহস্রাধা ।

তব নাদেন পাতালে পাঞ্চজন্ম নমোহস্ত তে ॥

শ্রীহরিভক্তি বিলাসঃ ১

হে পাঞ্চজন্ম, তুমি সমুদ্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছ, বিষ্ণু তোমাকে করে ধারণ করিয়াছেন, দেবগণ তোমাকে সম্মাননা করিয়া থাকেন, তোমাকে নমস্কার করি । হে পাঞ্চজন্ম, তোমার গর্জনে মেঘ, সুর ও অসুরগণ ভীত হয়, তোমার দীপ্তি অযুত চন্দ্র তুল্য তোমাকে নমস্কার করি । হে পাঞ্চজন্ম, তোমার নিনাদে পাতালে সহস্র সহস্র দৈত্যনারীর গর্ভপাত হয় ; তোমাকে নমস্কার করি ।

বরাহপুরাণাদিতে দক্ষিণাবর্ত শঙ্খের অনেক মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে । দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ দুর্লভ ; কাজেই সেগুলি লিখিলাম না । আগমে শঙ্খের গুণ বর্ণিত আছে । যথা—

বৃহদ্রং স্নিগ্ধতাচ্ছদ্রং শঙ্খস্যেতি গুণত্রয়ম্ ॥

আগম-বাক্যম্ ।

শঙ্খ যত বড় পাওয়া যায়, ততই ভাল এবং যত স্নিগ্ধ ও স্বচ্ছ হইবে, ততই ভাল ।

আবর্ত-ভঙ্গ-দোষস্ত হেমযোগান্ন জায়তে ।

নালিকায়াং স্বভাবেন যদি ছিদ্রং ভবেন্ন হি ॥

আগম-বাক্যম্ ।

শঙ্খের নালিকায় স্বাভাবিক ছিদ্র না থাকিলে, স্বর্ণসংযোগ থাকিলে, আবর্তভঙ্গাদি জনিত দোষ হয় না ।

অথ ঘণ্টাবাদ্যম্ ।

দেবপূজায় ঘণ্টাবাদ্যের ব্যবহার দেখা যায় । শাস্ত্রে ঘণ্টাবাদ্যের অনেক মহিমা বর্ণিত আছে এবং কোন্ কোন্ সময়ে ঘণ্টাবাদ্য করিতে হইবে, তাহারও নিয়ম নির্দিষ্ট আছে । যথা—

ঘণ্টাবাদ্যঞ্চ নিতরাং স্নানকালে প্রশস্ততে ।

যতো ভগবতো বিষ্ণো-স্তৎ সদা পরমং প্রিয়ম্ ॥

আগম-বাক্যম্ ।

স্নানসময়ে ঘণ্টাবাদন অতীব কর্তব্য । যেহেতু ঐ বাদ্য সর্বদা ভগবান্ হরির পরম প্রীতি-জনক ।

আবাহনার্থে ধূপেচ পুষ্প-নৈবেদ্য-যোজনে ।

নিত্যমেতাং প্রযুক্তীত তন্মন্ত্রেণাভিমন্ত্রিতাম্ ॥

শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রম্ ।

আবাহনে, অর্ঘ্য, ধূপ, পুষ্প ও নৈবেদ্য-দানে ঘণ্টাবাদন করিতে হয় । ঘণ্টাবাদ্যের পূর্বে নিম্নলিখিত মন্ত্রে ঘণ্টাকে অভিমন্ত্রিত করিতে হয় ।

অথ ঘণ্টাভিমন্ত্রণ-মন্ত্রঃ ।

জয়ধ্বনি ততো মন্ত্রমাতঃ স্বাহেতু্যদীর্ঘ্য চ ।

অভ্যর্চ্য বাদয়ন্ ঘণ্টাং ধূপং নীচৈঃ প্রদাপয়েৎ ॥

শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রম্ ।

“জয়ধ্বনি মন্ত্রমাতঃ স্বাহা” এই মন্ত্র পাঠ-পুরঃসর পূজা করিয়া ঘণ্টাবাদন করিতে করিতে ধূপাদি অর্পণ করিতে হয় ।

অথ ঘণ্টাবাদন-কালঃ ।

পূজাকালং বিনাশ্চ ত্র হিতং শাস্তাঃ প্রচালনম্ ।
ন তয়া চ বিনা কুর্যাৎ পূজনং সিদ্ধিলাভকং ॥

নারদ-পঞ্চরাত্রম্ ।

পূজার সময় ভিন্ন ঘণ্টাবাদন করা হিতকর নহে; সিদ্ধিকাম্য ব্যক্তি কদাচ ঘণ্টাভিন্ন অর্চনা করিবেন না ।

অথ ঘণ্টানিয়মঃ ।

মম নামাক্ষিতা ঘণ্টা পুরতো মম তিষ্ঠতি ।
অর্চিতা বৈষ্ণবগৃহে তত্র মাং বিদ্ধি দৈত্যজ ॥
বৈনতেয়াক্ষিতাং ঘণ্টাং সুদর্শন-যুতাং যদি ।
মমাগ্রে স্থাপয়েদ্ যন্তু দেহে তস্য বসাম্যহম্ ॥
যন্তু বাদয়তে ঘণ্টাং বৈনতেয়েন চিহ্নিতাম্ ।
ধূপে নীরাজনে স্নানে পূজাকালে বিলিপনে ॥
মমাগ্রে প্রত্যহং বৎস প্রত্যেকং লভতে ফলম্ ।
মথাযুতং গোহযুতঞ্চ চান্দ্রায়ণ-শতোদ্যুতম্ ॥

বিষ্ণুধর্মোত্তরম্ ।

শ্রীভগবান্ প্রহ্লাদকে বলিয়াছেন,—হে দৈত্যানন্দন, বৈষ্ণবালয়ে মৎপুরোভাগে সংস্থাপিত মদীয় নামাক্ষিত ঘণ্টার অর্চনা হইলে, আমি সেখানে অধিষ্ঠিত থাকি । ঘণ্টার শিখরদেশে গরুড় কিংবা সুদর্শন চক্র থাকিলে, সেই ঘণ্টা যে ব্যক্তি আমার সম্মুখে স্থাপন করে, আমি তাহার দেহে সর্বদা বাস করি । হে বৎস, যে ব্যক্তি প্রত্যহ ধূপ দান, নীরাজ-

জন, স্নান, অর্চনা ও বিলেপন সময়ে আমার সম্মুখে গরুড়-চিহ্নিত ঘণ্টা বাদন করেন, তিনি প্রতিকর্ষে দশ সহস্র যজ্ঞের, দশ সহস্র ধেনু দানের ও শত চান্দ্রায়ণ ত্রৈতের ফললাভ করেন ।

এই প্রকার বহু শাস্ত্রের বহুবচন দেখিলে জানিতে পারা যায় যে, গরুড় কিংবা সুদর্শনচক্র-যুক্ত ঘণ্টাই শ্রেষ্ঠ । গরুড় কিংবা চক্রযুক্ত ঘণ্টার অভাবে অন্য ঘণ্টা যে ব্যবহার করা যায় না, এমত নহে ; তবে গরুড় কিংবা চক্রযুক্ত ঘণ্টাবাদনে শ্রীভগবান্ অতিশয় প্রীতলাভ করেন ।

অভাবে বৈনতেয়স্য চক্রস্যাপি ন সংশয়ঃ ।

ঘণ্টানাদেন ভক্তানাং প্রসাদং কুরুতে হরিঃ ॥

বিষ্ণুধর্মোত্তরম্ ।

গরুড় কিংবা চক্র-সংযুক্ত ঘণ্টার অভাবে অন্তবিধ ঘণ্টার ধ্বনিতেও শ্রীহরি প্রসন্ন হন । মোটকথা,—ঘণ্টাবাদন অতি প্রয়োজনীয় ।

যস্য ঘণ্টা গৃহে নাস্তি শঙ্খাশ্চ পুরতো হরেঃ ।

কথং ভাগবতং নাম গীয়তে তস্য দেহিনঃ ॥

অতো ভগবতঃ প্রীত্যৈ ঘণ্টা শ্রীগরুড়াস্থিতা ।

সংগৃহ্য বৈষ্ণবৈর্বজ্রাং চক্রেণোপরিমণ্ডিতা ॥

বিষ্ণুধর্মোত্তরম্ ।

যে ব্যক্তির গৃহে হরির পুরোভাগে শঙ্খ ও ঘণ্টা না থাকে, সে ব্যক্তিকে কিরূপে হরিভক্তিপরায়ণ বলা যাইতে পারে ? অতএব, বৈষ্ণব-বর্গ শ্রীভগবানের সন্তোষার্থ গরুড় ও চক্র-চিহ্নে অঙ্কিত ঘণ্টা ব্যবহার করিলেন ।

অথ ঘণ্টাবাদন-মাহাত্ম্যম্ ।

স্নানার্চন-ক্রিয়াকালে ঘণ্টানাদং কৰোতি যঃ ।

পূরতো বাসুদেবস্য তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥

বর্ষকোটি-সহস্রাণি বর্ষকোটি-শতানি চ ।

বসতে দেবলোকে তু অপ্সরোগণ-সেবিতঃ ॥

সর্ববাদ্যময়ী ঘণ্টা কেশবস্য সদাপ্রিয়া ।

বাদনাল্লভতে পুণ্যং যজ্ঞকোটি-সমুদ্রবম্ ॥

সর্ববাদ্যময়ী ঘণ্টা দেবদেবস্য বল্লভা ।

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন ঘণ্টানাদন্তু কারয়েৎ ॥

মন্বন্তর-সহস্রাণি মন্বন্তর-শতানি চ ।

ঘণ্টানাদেন দেবেশঃ প্রীতো ভবতি কেশবঃ ॥

স্কন্দ-পুরাণম্ ।

যে ব্যক্তি স্নান ও পূজাকালে হরির সম্মুখে ঘণ্টাবাদন করেন, তাঁহার পুণ্যফল অৰণ কর । সে ব্যক্তি শত সহস্র কোটি বৎসর স্বরপুরে অবস্থান করেন ; সেই স্থানে অপ্সরোগণ তাঁহার সেবা করিয়া থাকে । ঘণ্টা সর্ববাদ্যময়ী ; উহা কেশবের প্রিয়তমা ; ঘণ্টাবাদ্য করিলে কোটি যজ্ঞাক্ষুণ্ণানের পুণ্য-সঞ্চয় হইয়া থাকে । ঘণ্টা সর্ববাদ্যময়ী ও দেবদেব হরির প্রিয় । এই হেতু যত্নসহকারে ঘণ্টাবাদন করা আবশ্যক । ঘণ্টার রবে দেবদেবেশ্বর হরি শতসহস্র মন্বন্তর যাবৎ প্রীত থাকেন ।

অথ স্নানকালে বাদ্যাদি মাহাত্ম্যম্ ।

স্নানে শঙ্খাদিবাদ্যন্তু নাম-সংকীৰ্ত্তনং হরেঃ ।

গীতং নৃত্যং পুরাণাদি-পঠনঞ্চ প্রশস্যাতে ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ ।

শ্রীভগবানের স্নানকালে শঙ্খবাদ্য, নামসঙ্কীৰ্ত্তন, সঙ্গীত, নৃত্য ও পুরাণাদি পাঠ প্রশস্ত ।

স্নানকালে তু কৃষ্ণস্য শঙ্খাদীনাস্তু বাদনম্ ।
কুরুতে ব্রহ্মলোকে তু বসতে ব্রহ্মবাসরম্ ॥
গীতং বাদ্যঞ্চ নৃত্যঞ্চ তথা পুস্তকবাচনম্ ।
পূজাকালে তু কৃষ্ণস্য সৰ্বদা কেশবপ্রিয়ম্ ॥
স্নানকালে তু কৃষ্ণস্য জয়শব্দং কৰোতি যঃ ।
করতাড়ন-সংযুক্তং গীতং নৃত্যং প্রকুৰ্বতে ॥
উন্মত্তচেষ্ঠাং কুৰ্ব্বাণো হসন্ জল্পন্ যথেচ্ছয়া ।
নোত্তানশায়ী ভবতি মাতুরঙ্কে নরেশ্বর ॥
স্নানকালে তু দেবস্য পঠেন্নামসহস্রকম্ ।
প্রত্যক্ষরং লভেৎ পুণ্যং কপিলা গো-শতোদ্ভবম্ ॥

যে ব্যক্তি শ্রীহরির স্নানকালে শঙ্খাদি বাদন করেন, ব্রহ্মার এক দিবস-পরিমিত কাল তাঁহার ব্রহ্মপুরে স্থিতি হয় । পূজাদি সময়ে গীত, বাদ্য, নৃত্য ও পুরাণাদি-বচন শ্রীহরির অতীব প্রীতিকর । যে ব্যক্তি শ্রীহরির স্নানকালে করতালি দিয়া “জয় জয়” শব্দ করেন, নৃত্য-গীতাদি করেন, প্রেমবশে উন্মত্তবৎ হাস্য-প্রলাপাদি করেন, তাঁহার আর মাতৃ-গর্ভে উত্তানশায়ী হইতে হয় না । শ্রীহরির স্নানকালে যে ব্যক্তি বিষ্ণু সহস্র-নাম পাঠ করেন, তিনি প্রতি অক্ষরে শত কপিলা গোদান জন্ত ফল লাভ করেন ।

অথবস্ত্রাপৰ্ণম্ ।

স্নানমুদ্রাং প্রদর্শ্যাম্ শুকসূক্ষ্মাঙ্গবাসসা ।
‘শনৈঃ সংযাজ্য’ গাত্রানি দিব্যে বস্ত্রে সমর্পয়েৎ ॥

মধ্যদেশীয়-নেপথ্যাণুসারেণ ভক্তিতঃ ।

কেহপ্যত্র কঙ্ককোষীষাদ্যম্বরাণ্যপ্যয়ন্তি হি ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

স্নান-মুদ্রা-প্রদর্শনান্তে বিগুহ, সূক্ষ্ম অঙ্গবস্ত্র (গামছা) দ্বারা শনৈঃ শনৈঃ শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জন করিয়া অত্যুত্তম পরিধেয় ও উত্তরীয় বস্ত্র প্রদান করিতে হয় । কোন কোন ভক্ত এই সময় মধ্যদেশীয় বেশবিন্যাস-প্রণালীতে কঙ্কক উষীষ প্রভৃতি প্রদান করিয়া থাকেন । এসম্বন্ধে গ্রন্থকারের মত এই যে—

ভূষয়েদ্বহুভির্বস্ত্রৈ-বিচিত্রৈঃ কঙ্কুকাদিভিঃ ।

ভোগানন্তরমেবেতি বহুনাং সম্মতং সতাম্ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

বহুসংখ্যক ভক্তের মত এই যে, ভোগাবসানে কঙ্কুকাদি বিবিধ বসনে শ্রীহরিকে সজ্জিত করিবে । এস্থলে শ্রীহরিভক্তি-বিনাস-টীকায় লিখিত আছে—

পরমতং লিখিত্বা সম্মতং লিখতি—ভূষয়েদिति বহুনাং সতামিতি ভোজনসময়ে বস্ত্রদ্বয়মেব স্মৃতিশাস্ত্রে বিহিতত্বাৎ ।

বস্ত্রাপর্ণসম্বন্ধে পর-মত লিখিয়া এই শ্লোকে গ্রন্থকার নিজমত বলিতেছেন । ভোগাবসানে কঙ্কুকাদি ধারণ করাইবে । “ভূষয়েৎ” এসম্বন্ধে বহু ভক্তের মত আছে ; পরন্তু ভোজনকালে পরিধেয় ও উত্তরীয় মাত্র ধারণই স্মৃতিশাস্ত্র-বিহিত ।

বস্ত্রাপর্ণে নিষিদ্ধম্ ।

নীলী রক্তং তথা জীর্ণং বস্ত্রমশুভ্রতং তথা ।

দেব-দেবায় যো দদ্যাৎ স তু পাপৈর্হি যুজ্যতে ॥

বিষ্ণুধর্মোত্তরম্ ।

নীলবর্ণে রঞ্জিত, জীর্ণ ও অন্ত-পরিহিত বস্ত্র ভগবান্কে প্রদান করিলে পাপভাগী হইতে হয় ।

তত্র বিশেষবিধিঃ ।

আবিকে পটুবস্ত্রেচ নীলীরাগো ন দুষ্যতি ॥

বিষ্ণুধর্মোত্তরম্ ।

মেঘলোমজ বস্ত্র ও পটুবস্ত্র নীলবর্ণে রঞ্জিত হইলেও দোষ হয় না ।

স্নান ও বসন-পরিধাপনান্তে শ্রীমূর্তিকে যজ্ঞোপবীত ও ভূষণাদি প্রদান করিতে হয় । এসমস্ত দানের বহু মাহাত্ম্য শাস্ত্রে লিখিত আছে । প্রেম-বান্ ভক্তগণ এসময়ে অধিক ভূষণ অপর্ণ না করিয়া, ভোগাবসানে সর্বদা ভূষণ প্রদান করেন । কারণ, সর্বদা আভরণ থাকিলে ভোজনের বিশেষ অসুবিধা হয় । শ্রীহস্তের মুরলী, মস্তকের চূড়া প্রভৃতি ভোগের সময় নামাইয়া রাখাই সদাচার দেখা যায় ।

সংপ্রার্থ্যাথ প্রভু প্রাগ্‌বৎ নিবেদ্য শুচিপাদুকে ।

বাদ্যগীতাতপত্রাদৈঃ পূজাস্থানং পুনর্নয়েৎ ॥

প্রাগ্‌বদ্বাসনাদীনি গন্ধং তন্মুদ্রয়ার্পয়েৎ ।

শঙ্খো নিধায় তুলসীদলেনৈবাত চন্দনম্ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

ভূষণাদি পরিধাপনান্তে পূর্ববৎ প্রভুর অমুজ্জা প্রার্থনা করিয়া, বিগুহ পাদুকাঙ্ঘ্রয় নিবেদন পূর্বক বাঁশ, গীত ও ছত্রাদি সহ শ্রীমূর্তি পূজাস্থানে লইয়া যাইবে । পূজাস্থানে পূর্ববৎ আসনাদি অপর্ণ করিয়া, গন্ধ ও মুদ্রা প্রদর্শনপূর্বক তুলসীপত্র দ্বারা শঙ্খস্থিত চন্দনাদি গন্ধ অপর্ণ করিবে ।

অথ গন্ধঃ ।

চন্দনাগুরু-কপূর-পঙ্কং গন্ধ ইহোচ্যতে ।

আগম-বাক্যম্ ।

চন্দন, অগুরু ও কপূর একত্র ঘর্ষণ করিলে যে পদ্ব উৎপন্ন হয়, এস্থলে তাহাই 'গন্ধ' নামে অভিহিত হইল ।

কস্তুরিকায়া দ্বৌ ভাগৌ চত্বারশ্চন্দনশ্চ তু ।

কুঙ্কুমশ্চ ত্রয়শ্চৈকঃ শশিনঃ স্খাচ্চতুঃসমম্ ॥

গরুড়পুরাণম্ ।

দুইভাগ কস্তুরি, চারিভাগ চন্দন, তিনভাগ কুঙ্কুম, ও একভাগ কপূর একত্র মিলিত করিলে, তাহার নাম "চতুঃসম" । এই প্রকার নানাবিধ গন্ধ দানের ব্যবস্থা ও মাহাত্ম্য শাস্ত্রে আছে । নিজ নিজ সাধ্য ও প্রীতি অনুসারে প্রদান করিবেন ।

এই সমস্ত চন্দনাদি বিলেপন শ্রীমূর্ত্তির অঙ্গে যথাযোগ্য-ভাবে অর্পণ করিতে হয় । কুঙ্কুম, কস্তুরি, চন্দন প্রভৃতি নানারূপ গন্ধদ্রব্য থাকিতেও শাস্ত্রে তুলসী কাষ্ঠ চন্দনের অতীব মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত আছে ।

অথ তুলসীকাষ্ঠ-চন্দন-মাহাত্ম্যম্ ।

যো দদাতি হরেনিত্যং তুলসীকাষ্ঠচন্দনম্ ।

যুগানি বসতে স্বর্গে হনস্তানি নরোত্তমঃ ॥

মহাবিক্ষৌ কলৌ ভক্ত্যা দত্তা তুলসি-চন্দনম্ ।

যোহর্চ্চয়েন্মালতীপুষ্পৈ ন ভূয়স্তনপো ভবেৎ ॥

তুলসীকাষ্ঠসম্পূতং চন্দনং যচ্ছতো হরেঃ ।

নির্দহেৎ পাতকং সর্বং পূর্বজন্মশতৈঃ কৃতম্ ॥

মৃত্যুকালে তু সম্প্রাপ্তে তুলসীকাষ্ঠচন্দনম্ ।

ভবতে যস্য দেহে তু হরিভূত্বা হরিং ব্রজেৎ ॥

গরুড়পুরাণম্ ।

যে নরোত্তম প্রত্যহ জনার্দিনকে তুলসীকাষ্ঠের চন্দন প্রদান করেন, অনন্ত-যুগ তাঁহার স্বরূপে বাস হয় । কলিকালে যে ব্যক্তি মহাবিষ্ণুকে তুলসী-চন্দনাক্ত মালতীপুষ্প প্রদান করেন, তাঁহার আর মাতৃস্তু পান করিতে হয় না । যে ব্যক্তি শ্রীহরিকে তুলসী-কাষ্ঠ-সম্মত চন্দন প্রদান করেন, তাঁহার অশেষ জন্মার্জিত পাতক নষ্ট হয় । মৃত্যুকালে যাহার অঙ্গে তুলসীকাষ্ঠ-চন্দন লেপিত থাকে, তিনি হরিসদৃশ হইয়া হরিপুরে গমন করেন ।

যো হি ভাগবতো ভূত্বা কলৌ তুলসি-চন্দনম্ ।
নার্পয়তি সদা বিষ্ণো ন স ভাগবতো নরঃ ॥
ন তেন সদৃশো লোকে বৈষ্ণবো বিদ্যতে ভুবি ।
যঃ প্রযচ্ছতি কৃষ্ণায় তুলসীকাষ্ঠচন্দনম্ ॥

শ্রীপ্রহ্লাদ-সংহিতা ।

কলিযুগে যে ব্যক্তি শ্রীভগবান্কে তুলসীকাষ্ঠ-চন্দন প্রদান না করেন, তিনি ভগবদ্ভক্ত হইতে পারেন না । যে ব্যক্তি শ্রীভগবান্কে তুলসীকাষ্ঠ-চন্দন প্রদান করেন, তাঁহার মত ভক্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নাই ।

অথানুলেপন-নিষিদ্ধানি ।

দারিদ্ৰ্যং পদ্বকং কুৰ্যাদস্বাস্থ্যং রক্তচন্দনম্ ।
উষীরং চিত্তবিশ্রামন্তো কুৰ্য্যুরূপদ্রবম্ ॥
পদ্বকাদি ন দাতব্যমৈহিকমিচ্ছতা সুখম্ ।
মুখ্যালাভে তু তৎ সৰ্ব্বং দাতব্যং ভগবৎপরৈঃ ॥

বিষ্ণুধর্মোত্তরম্ ।

পদ্মকাষ্ঠ-সমুত চন্দন দারিद्र্য প্রদান করে, রক্তচন্দন স্বাস্থ্যহানিকর, উষীর চিত্তবিভ্রমকর ও অপরাপর উগ্রগন্ধ-বিশিষ্ট অমুলেপন উপদ্রবকর । অতএব ঐহিক সুখেচ্ছু ব্যক্তি এ সমস্ত অমুলেপন 'শ্রীভগবান্কে' অর্পণ করিবেন না । যদি মলয়জ চন্দন প্রভৃতি মুখ্য বস্তুর অভাব হয়, তাহা হইলে ভগবদ্ভক্তগণ ঐহিক দুঃখ উপেক্ষা করিয়া এ সমস্ত নিষিদ্ধ অমুলেপনও প্রদান করেন ।

অমুলেপন প্রদানান্তে তালবৃন্ত চামর প্রভৃতি দ্বারা শ্রীভগবান্কে ব্যজন করিতে হয় । ব্যজনের অশেষ ফল শাস্ত্রে কীর্তিত আছে । কিন্তু ব্যজন-সেবা কেবল মাত্র গ্রীষ্মকালের জন্ত । প্রেমবান্ ভক্তগণ ভগবান্কে শীতকালে অমুলেপনও প্রদান করেন না ।

অথ পুষ্পানি ।

পুষ্পৈররণ্যসমুতৈঃ স্তথা নগরসমুতৈঃ ।

অপৰ্যুষিতনিশ্চিদ্রৈঃ প্রোক্ষিতৈঃ জম্বুবর্জিতৈঃ ।

আত্মারামোদ্ভবৈবৰ্বাপি পুতৈঃ সম্পূজয়েদ্ধরিম্ ॥

শ্রীনারসিংহ-পুরাণম্ ।

বনজাত কিংবা নগরোৎপন্ন অথবা নিজের উদ্যানজাত, অপৰ্যুষিত, অচ্ছিন্ন, জলাদি দ্বারা প্রোক্ষিত, কীটাদি জীবশূন্য বিশুদ্ধ পুষ্পদ্বারা শ্রীহরির অর্চনা করিবে ।

তাণ্ডেব সুপ্রশস্তানি কুসুম্যানি মহাসুর ।

যানি স্যুর্বর্ণযুক্তানি রসগন্ধযুতানি চ ॥

বামনপুরাণম্ ।

প্রহ্লাদ মহাশয় বলিকে বলিত্বেছেন,—হে দৈত্যপতে যে সকল পুষ্প বর্ণ, রস ও স্গন্ধবিশিষ্ট বিষ্ণুপূজার সেইগুলিই প্রশস্ত ।

জগতে নানাবিধ পুষ্প আছে ; তাহাদের মধ্যে কতকগুলি শ্রীহরির অতি প্রিয় ও কতকগুলি নিষিদ্ধ এবং কতকগুলিতে বিধি নিষেধ কিছুই নাই । তাহার অতি প্রিয় পুষ্প সম্বন্ধে শাস্ত্রে লিখিত আছে ।

মালতী-বকুলশোক-শেফালী নবমালিকাঃ ।

আম্রঞ্চ তগরাখ্যঞ্চ মল্লিকা মধু পিণ্ডিকা ॥

যুথিকার্ষ্টপদং কুন্দ-কদম্ব-শিথিপিজ্জকম্ ।

পাটলা চম্পকং হৃদ্যং লবঙ্গমতিমুক্তকম্ ॥

কেতকং কুরুবকং বিল্বং কহ্লারং বাসকং দ্বিজ ।

পঞ্চবিংশতি-পুষ্পানি লক্ষ্মীতুলাপ্রিয়ানি মে ॥

মদীয়া বনমালাচ পুষ্পৈরেভিময়া পুরা ।

গ্রথিতাচ তথা তদ্বৈঃ পঞ্চবিংশতিভিঃ ক্রমাৎ ॥

নারদীয়-পুরাণম্ ।

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—মালতী, বকুল, অশোক, শেফালিকা, নব-মালিকা, আম্র, তগর, মল্লিকা, মধু, (মৌফুল) পিণ্ডিকা (নন্দ্যাবর্ত) যুথিকা, নাগকেশর, কুন্দ, কদম্ব, শিথি, হরিদ্রা, পাটলা, চম্পক, লবঙ্গ, গাধবী, কেতকী, কুরুবক, বিল্ব, কহ্লার ও বাসক—এই পঞ্চবিংশতি পুষ্প লক্ষ্মীর গ্ৰায় আমার প্রিয় । আমি পঞ্চবিংশতি তত্ত্বরূপ এই পঞ্চবিংশতি পুষ্পে আমার বনমালা গ্রথিত করিয়াছি ।

শ্রীহরিকে পুষ্পপ্রদান করিলে অশেষ ফল লাভ হয় । কতকগুলি বিশেষ বিশেষ পুষ্প মাস বিশেষে কিংবা সর্ব সময়ে প্রদান করিলে বিশেষ ফল লাভ হয় । দ্রোণ, কুমুদ, নীলোৎপল, করবীর, বক, পলাশ প্রভৃতি পুষ্প মহাফলপ্রদ । ইঁহা ছাড়া আষাঢ়ে কেতকী, কদম্ব প্রভৃতি পুষ্প, কার্তিকে মালতী, বক প্রভৃতি পুষ্প, বসন্ত কালে আম্র পুষ্প প্রভৃতি প্রদান করিলে বিশেষ ফল লাভ হয় । পুষ্প সম্বন্ধে শাস্ত্রে বহু কথা আছে ।

এখান্নে সংক্ষেপেই লিখিত হইল । বিশেষ জানিতে ইচ্ছা হইলে, স্বন্দ-
পুরাণ, গরুড়পুরাণ, পদ্মপুরাণ প্রভৃতি দেখিবেন ।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে আর একটি পুষ্পের কথা লিখিত আছে—আশা-
করি তাহার নাম করিলে বৈষ্ণবগণ আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না ।
সে পুষ্পটির নাম “জবাকুল” । অনেকের বিশ্বাস জবাকুল স্পর্শ করিলে,
তাহার হরিভক্তি বিলুপ্ত হয়, কিন্তু শ্রীহরিভক্তিবিলাসে কি লেখা আছে
দেখুন—

সমুজ্জ্বলৈর্জবা-পুষ্পৈ-রভ্যর্চ্য জলশায়িনম্ ।

সুপুণ্যাং গতিমাপ্নোতি বীতভীর্বীতমৎসরঃ ॥

জবাপুষ্পৈঃ পুমান্ ভক্ত্যা সম্পূজ্য পুরুষোত্তমম্ ।

উত্তমাং গতিমাপ্নোতি প্রসন্নৈ গরুড়ধ্বজে ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত বিষ্ণুরহস্ত-বচনম্ ।

শুক্লবর্ণ জবাপুষ্প দ্বারা জলশায়ী শ্রীহরির অর্চনা করিলে, নির্ভীক ও
মৎসরহীন হইয়া অতীব বিদগ্ধ গতি প্রাপ্ত হওয়া যায় । যে ব্যক্তি
ভক্তিসহকারে জবাপুষ্প দ্বারা শ্রীহরির অর্চনা করেন, তিনি হরিসন্তোষ
হেতু পরমা গতি লাভ করেন ।

অথ পুষ্পদানে নিয়ম-বিশেষঃ ।

মল্লিকান্তু দিবা রাত্রেয়ান'ক্লং সম্পাকয়ুথিকে ।

নন্দ্যাবর্ত্তকাক্ষরাত্রে মালতীং প্রাতরেব হি ॥

ইतराणि तु पुष्पानि दिवा भगवतेऽर्पयेत् ।

এবং কেচিচ্চ মণ্ডন্তে পূজাবিধি-বিশারদাঃ ॥

কোন কোন পূজাবিধি-বিচক্ষণ ভক্তগণ বলিয়া থাকেন, মল্লিকাপুষ্প
দিন কিংবা রাত্রি যে কোন সময়ে শ্রীহরিকে অর্পণ করা যায় । যুথি ও

চম্পক (সোঁদালি ফুল) রাত্রিতে, নন্দ্যাবর্ত অর্দ্ধরাত্রে, মানতী প্রাতঃ-
কালে ও অন্যান্য পুষ্প দিবাভাগে শ্রীভগবানকে অর্পণ করিবে ।

পুষ্পচয়ন করিয়া অবিলম্বে শ্রীভগবানকে অর্পণ করা উচিত । প্রাতঃ-
কালে পুষ্প চয়ন ও বিষয় কর্মাদি সারিয়া বেলা তিনটার সময় শ্রীভগ-
বানের পূজা করা ভাল নহে । পুষ্প চয়ন করিয়া বেশীক্ষণ রাখিলে,
তাহা পয়ুষ্মিত বস্ত্রিয়া গণ্য হয় । তবে কোন কোন পুষ্পে বিশেষ
আছে । যথা—

প্রহরং তিষ্ঠতে জাতী করবীরমহর্নিশম্ ।

জলজং সপ্তরাত্রাণি ষন্মাসন্তু বকং তথা ॥

অবচায়োত্তরকালে জ্যেমেতদ্বিচক্ষণৈঃ ॥

বিষ্ণুরহস্যম্ ।

চয়নের পর জাতীপুষ্প একপ্রহর, করবীর অহোরাত্র—পদ্ম প্রভৃতি
জলজাত কুসুম সাতদিন ও বকপুষ্প ছয় মাস বিস্তৃত থাকে ।

অথ স্বর্ণাদি-পুষ্পাণি ।

স্বর্ণরত্নাদিপুষ্পৈশ্চ ভগবন্তং সমর্চয়েৎ ।

ন চ নির্মাল্যতাং যাতি তানি তন্মূহুরপ্যয়েৎ ॥

স্কন্দপুরাণম্ ।

স্বর্ণনির্মিত ও রত্নাদি নির্মিত পুষ্পে শ্রীভগবানের অর্চনা করিবে ।
ঐ সমস্ত পুষ্প নির্মাল্য হয় না । একবার পুষ্প প্রস্তুত করাইয়া রাখিলেই
তাহা প্রত্যহ নিবেদন করা যায় ।

ন নির্মাল্যং হেম পুষ্পমর্পয়েদাপিতং সদা ।

দেবীপুরাণম্ ।

সুবর্ণপুষ্প নির্মাণ্য হয় না । উহা নিবেদিত হইলেও পুনঃ পুনঃ
নিবেদন করিতে পারা যায় ।

স্বর্ণ-পুষ্পার্চিতো যস্য গৃহে তিষ্ঠতি কেশবঃ ।

তসৈব পাদরজসা শুধ্যতি ক্ষিতিগুণম্ ॥

স্কন্দপুরাণম্ ।

শ্রীভগবান্ যাঁহার গৃহে সুবর্ণপুষ্প দ্বারা পূজিত হইয়া বিরাজ করেন,
তাঁহার চরণ-ধূলিতে পৃথিবী পবিত্র হয় ।

বিহিত পুষ্প দ্বারা মণ্ডপ, ছত্র, বিতান, দোলা, মঞ্চমালা প্রভৃতি প্রস্তুত
করিয়া, শ্রীহরির সেবা করিলেও তাঁহার অনন্ত ফল লাভ হইয়া থাকে ।

কেশবোপরি যঃ কুর্যাৎ ছত্রং বা পুষ্পমণ্ডপম্ ।

পুষ্পস্তম্ভকং বাপি তস্য পুণ্যং বদাম্যহম্ ॥

প্রাপ্তৈশ্বর্যো মহাভোগৈঃ ক্রীড়া-রতি-সমম্বিতৈঃ ।

নিত্যন্তু মোদতে স্বর্গে স নরো নাত্র সংশয়ঃ ।

স্কন্দপুরাণম্ ।

যে ব্যক্তি শ্রীভগবানের জন্য পুষ্প-মণ্ডপ নির্মাণ করেন, কিংবা তদীয়
মস্তকোপরি পুষ্পছত্র প্রদান করেন, অথবা পুষ্পমঞ্চ নির্মাণ করেন,
তাঁহার পুণ্যের কথা বলিতেছি—সে ব্যক্তি ঐশ্বর্য্য, নানারূপ উত্তম
ভোগ, ক্রীড়া ও বিহারাদি উপভোগ করিয়া নিত্য স্বরপূরে অবস্থান
করেন, তাহাতে সন্দেহ নাই ।

এবমুক্তৈরনুত্কৈশ্চ শোভাটোৰ্বা সুগন্ধিভিঃ ।

সংপূজ্যো ভগবান্ পুষ্পৈর্ন নিষিক্তৈস্তু দুঃখদৈঃ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ ৫

যে সমস্ত পুষ্পের কথা শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে, কিংবা যাহাদের উল্লেখ নাই, সুগন্ধি ও সুদৃশ্য হইলে যে সমস্ত পুষ্পই শ্রীহরিকে অর্পণ করা যায় । কিন্তু নিষিদ্ধ পুষ্প কদাপি অর্পণ করিবে না । ক্লেদ পুষ্প অর্থাৎ যে পুষ্প ব্যবহার করিতে ক্লেদ বোধ হয়, যেমন কণ্টকযুক্ত পুষ্প কিংবা ভারবিশিষ্ট পুষ্প প্রভৃতি শ্রীহরিকে কদাপি অর্পণ করিবে না ।

অথ নিষিদ্ধ-পুষ্পানি ।

শ্মশান-চৈত্য-দ্রুমজং ভূমৌ বাপি নিপাতিতম্ ।

কলিকাচ ন দাতব্য দেবদেবস্য চক্রিণঃ ॥

শুক্লান্যবর্ণকুসুমং ন দেয়ঞ্চ তথা ভবেৎ ।

সুগন্ধি শুল্কং দেয়ং স্যাজ্জাতং কণ্টকিনো দ্রুমাৎ ॥

দত্তা কণ্টকিসমুত্ত-মমুক্তং পরিভূয়তে ।

অমুক্ত-রক্তকুসুমাদসৌভাগ্যমবাগ্নুয়াৎ ॥

উগ্রগন্ধি তথা দত্তা নিত্যমুদ্বিগমাগ্নুয়াৎ ।

অগন্ধি দত্তাবাগ্নোতি হৃদ্যভং পরমং নরঃ ॥

শ্মশানজাত পুষ্প, চৈত্যবৃক্ষজাত পুষ্প, (কোন কোন বৃক্ষের নীচে বেদি বাঁধিয়া ঐ বৃক্ষকে কোন কোনও সম্প্রদায়ের সাধকগণ পূজা করিয়া থাকেন ; ঐ বৃক্ষকে চৈত্যবৃক্ষ কহে) ভূমিতে পতিত পুষ্প ও কলিকা অর্থাৎ অফুটন্ত ফুল, শ্রীহরিকে নিবেদন করিবে না । শুক্লবর্ণ ব্যতীত অন্য বর্ণের পুষ্প প্রদান করিবে না । কণ্টক তরু অর্থাৎ যে বৃক্ষে কাঁটা আছে, এমন বৃক্ষের পুষ্প শ্রীহরিকে প্রদান করিতে নাই ; কিন্তু কণ্টক তরুর পুষ্প যদি শুক্লবর্ণ ও সুগন্ধি হয়, তাহা হইলে শ্রীহরিকে প্রদান করা যায় । কণ্টক তরুর পুষ্প যাহা প্রদান করিতে শাস্ত্রে নিষেধ আছে, তাহা সুগন্ধি হইলেও প্রদান করিতে নাই । রক্তবর্ণ পুষ্প শ্রীহরিকে প্রদান

করিবে না । যদি কেহ করেন, তাহা হইলে তিনি অসৌভাগ্য প্রাপ্ত হইবেন । পরন্তু পদ্ম, করবীর প্রভৃতি পুষ্প রক্তবর্ণ হইলেও শাস্ত্রবিহিত ; অতএব তাহা শ্রীহরিকে প্রদান করা যায় । যে পুষ্পের গন্ধ উগ্র, তাহা শ্রীহরিকে অর্পণ করিলে, উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় । গন্ধহীন পুষ্প প্রদান করিলে পরম অশুভ প্রাপ্ত হইতে হয় ।

ন গৃহে করবীরৈস্ত কুসুমৈরর্চয়েদ্ধরিম্ ।
পতিতৈমুকুলৈশ্চানৈঃ শ্বাসৈর্বা জন্তুদূষিতৈঃ ।
আত্মাতৈরঙ্গসংস্পৃষ্টৈর্দূষিতৈশ্চৈব নাচ্চয়েৎ ॥

বিষ্ণুধর্মোত্তরম্ ।

গৃহজাত করবীর পুষ্প দ্বারা শ্রীভগবানের অর্চনা করিতে নাই । এইজন্য বরাহ পুরাণে লিখিত আছে—“বন্ধুক-করবীরে চ ন গৃহে রোপয়েৎ কচিৎ” অর্থাৎ বন্ধুক ও করবীর বৃক্ষ কদাপি বাসস্থানে রোপণ করিবে না । ভূমি-পতিত, মুকুলিত, (অর্থাৎ বাহা প্রক্ষুটিত হয় নাই) শ্বান, শ্বাসদুষ্ট (অর্থাৎ বাহাতে নিশ্বাস লাগিয়াছে) কীট দূষিত, আত্মাত (অর্থাৎ বাহার গন্ধ গ্রহণ করা হইয়াছে) অঙ্গ সংস্পৃষ্ট অথবা গর্হিত পুষ্প দ্বারা কদাপি অর্চনা করিবে না ।

মুকুলিত ও শ্বান পুষ্পের দ্বারা অর্চন নিষিদ্ধ হইলেও এসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিশেষ ব্যবস্থা আছে । যথা—

কলিকাভিস্তথা নেজ্যং বিনা চম্পকজৈঃ শুভৈঃ ।

শুভৈর্ন পূজয়েদ্বিষ্ণুং পত্রেঃ পুষ্পৈঃ ফলৈরপি ॥

জাতিযুথো স্তথামল্লী নব মালিকয়োরপি ।

কলিকাভিহরেভক্তৈঃ সৌরভ্যাং কৈশ্চিদিস্যতে ।

।

জ্ঞানমালা ।

চম্পক ছাড়া অন্য পুষ্পের কলিকা দ্বারা শ্রীহরির অর্চনা করিবে না । পত্র, পুষ্প, ফল প্রভৃতি শুষ্ক হইলে, তাহাদ্বারা কদাপি শ্রীহরির অর্চনা করিবে না । জাতি, যুথী, মল্লিকা ও নবমল্লিকার কলিকা সুগন্ধবিশিষ্ট বলিয়া কোন কোন ভগবদ্ভক্তগণ তাহাদ্বারাও শ্রীহরির অর্চনা করিয়া থাকেন ।

পর্যুষিত অর্থাৎ পূর্বদিনের সংগৃহীত পত্র, পুষ্প কিংবা জল দ্বারা শ্রীহরির অর্চনা করিতে নাই । তৎসম্বন্ধেও বিশেষ বিধি এই যে—

ন পর্যুষিতদোষোহস্তি জলজোৎপল-চম্পকে ।

তুলস্যাগস্ত্য-বকুলে বিল্বে গঙ্গাজলে তথা ॥

জ্ঞানমালা ।

পদ্ম, উৎপল, চম্পক, তুলসীপত্র, বকপুষ্প, বকুলপুষ্প, বিল্বপত্র ও গঙ্গাজল পর্যুষিত হয় না অর্থাৎ পূর্বদিনে কিংবা তৎপূর্বেও সংগ্রহ করিলে, তাহা দ্বারা শ্রীহরির অর্চনা করা যায় ।

অথ বিশেষতো নিষিদ্ধ-পুষ্পানি ।

পূর্বে যে সকল নিষিদ্ধ পুষ্পের কথা বলা হইয়াছে, সে গুলি অবস্থা-বিশেষে বিহিতও বটে । যথা—শ্মশানজাত, চৈত্য, ভূপতিত প্রভৃতি নিষিদ্ধ, কিন্তু শ্মশানজাত না হইলে সেই পুষ্পই বিহিত ; আবার বিহিত পুষ্পও অবস্থা-বিশেষে নিষিদ্ধও হইতে পারে ; পূর্বে তাহাই দেখান হইয়াছে । সম্প্রতি কতকগুলি পুষ্পের নাম পাওয়া যাইতেছে, সেগুলি সুলভ অবস্থাতেই নিষিদ্ধ । যথা—

ক্রকরস্য চ পুষ্পানি তথা ধুস্তুরকস্য চ ।

কৃষ্ণক কুটজং চার্কং নৈব দেয়ং জনাৰ্দ্দনে ॥

বিষ্ণুধর্মোত্তরম্ ।

করবীর পুষ্প (এখানে করবীর পুষ্প বলিতে পূর্বোক্ত গৃহজাত করবীর
বুঝিতে হইবে) । কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, হরিদ্রাবর্ণ করবীরই ক্রুর ।
ধূতুরপুষ্প, কৃষ্ণবর্ণ কুটজ পুষ্প ও আকন্দ পুষ্প দ্বারা শ্রীহরির অর্চনা
করিতে নাই ।

নার্কং নোন্মত্তকং ঝিণ্টং তথৈব গিরিকর্ণিকাম্ ।
ন কণ্টকারিকাপুষ্পং অচ্যুতায় নিবেদয়েৎ ॥
কুটজং শাল্মলীপুষ্পং শিরীষঞ্চ জনার্দনে ।
নিবেদিতং ভয়কোপাং নিঃসত্ত্বঞ্চ প্রযচ্ছতি ॥
যেহর্চয়ন্তি ত্রিলোকেশমর্কপুষ্পৈর্জনার্দনম্ ।
তেভ্যঃ ক্রুদ্ধো ভয়ং দুঃখং ক্রোধং বিষুঃ প্রযচ্ছতি ॥
উন্মত্তকেন যে মূঢ়াঃ পূজয়ন্তি ত্রিবিক্রমম্ ।
উন্মাদং দারুণং তেভ্যো দদাতি গরুড়ধ্বজঃ ॥
কাঞ্চনাবয়বৈঃ পুষ্পৈর্নৈহর্চয়ন্ত্যশুরদ্বিষম্ ।
দারিদ্র্যদুঃখবহুলং তেষাং বিষুঃ প্রযচ্ছতি ॥
গিরিকর্ণিকয়া বিষুং যেহর্চয়ন্ত্যবুধা নরাঃ ।
তেষাং কুলক্ষয়ং ঘোরং কুরুতে মধুসূদনঃ ॥

স্বন্দপুরাণম্ ।

আকন্দ, ধূতুর, ঝিণ্টি, গিরিকর্ণিকা ও কণ্টকারিপুষ্প শ্রীহরিকে
প্রদান করিতে নাই । কুটজ, শাল্মলী ও শিরীষপুষ্প শ্রীহরিকে প্রদান
করিলে, মহাভয় উৎপন্ন হয় ও দুর্বলতা সঞ্চার হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি
আকন্দ পুষ্প দ্বারা শ্রীহরির অর্চনা করে, শ্রীহরি কুপিত হইয়া তাহাকে
ভয়, কষ্ট ও শাস্তি প্রদান করিয়া থাকেন । যে সমস্ত মূর্থ ধূতুরপুষ্প

দ্বারা শ্রীহরির অর্চনা করে, গরুড়কব্জ শ্রীহরি তাহাদিগকে ভীষণ উন্মাদ রোগ প্রদান করিয়া থাকেন। যে সকল ব্যক্তি কাঞ্চনাকৃতি পুষ্প দ্বারা শ্রীহরির অর্চনা করে, শ্রীহরি তাহাদিগকে দারিদ্র্য যন্ত্রণা প্রদান করেন। যাহারা গিরিকর্ণিকা পুষ্প দ্বারা শ্রীহরির অর্চনা করে, শ্রীহরি তাহাদের বংশ নাশ করিয়া থাকেন।

• অথ পুষ্পগ্রহণ-কালঃ।

মধ্যাহ্নে স্নানমার্চ্য কুসুমৈস্তু সমাহৃতৈঃ।

নৈব সম্পূজয়েদ্বিষ্ণুং যন্নিষিক্তানি তান্যপি ॥

শ্রীহবিভক্তি-বিনাসঃ।

মধ্যাহ্ন-স্নান করিয়া পুষ্প চয়ন করিলে, তাহা দ্বারা কদাপি শ্রীহরির অর্চনা করিবে না। যেহেতু তাহা অত্যন্ত নিষিদ্ধ। ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, প্রাতঃস্নানের পরই পুষ্প চয়নের প্রশস্ত সময়। বচনান্তরে পাওয়া যায়, স্নান না করিয়া কুসুম চয়ন করিতে নাই। এখানে স্নান শব্দে প্রাতঃস্নান বুঝিতে হইবে। যাহারা প্রাতঃস্নানে অশক্ত, তাহারা বস্ত্রাদি ত্যাগ করিয়া মাত্র স্নান কিংবা স্নানানুকল্প করিয়া মধ্যাহ্ন স্নানের পূর্বে কুসুম চয়ন করিবেন।

স্নানং কুর্বা তু যৎ কিঞ্চিৎ পুষ্পং গৃহ্ণন্তি বৈ নরাঃ।

দেবতাস্তন্ন গৃহ্ণন্তি পিতরঃ খলু বৈ দ্বিজ ॥

ঋষ্যস্তন্ন গৃহ্ণন্তি ভক্ষীভবতি কাষ্ঠবৎ।

স্বন্দপুরাণম্।

স্নানান্তে পুষ্প চয়ন করিলে, দেবগণ, পিতৃগণ ও ঋষিগণ তাহা গ্রহণ করেন না, উহা কাষ্ঠবৎ ভক্ষীভূত হইয়া যায়।

অথ পুষ্পাভাব-সমাধানম্ ।

কুসুমানামলাভে তু চৌর্যাদানং ন দুষ্টিতি ।
দেবতার্থন্তু কুসুমমন্তেয়ং মনুরত্রবীৎ ॥

স্কন্দপুরাণম্ ।

যদি কোন প্রকারে পুষ্প সংগ্রহ করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে অগত্যা চুরি করিয়া আনিলেও দোষ নাই । যেহেতু মনু বলিয়াছেন, দেবতার জন্ত পুষ্পচৌর্য্যকে চৌর্য্যের মধ্যে ধরা হয় না ।

তৃণং কাষ্ঠং ফলং পুষ্পাং প্রকাশ্যং বৈ হরেদ্বুধঃ ।
ধর্ম্মার্থং কেবলং বিপ্রো হনুথা পতিতো ভবেৎ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরম্ ।

ধর্ম্মার্থে তৃণ, কাষ্ঠ, ফল ও পুষ্পাদি প্রকাশ্য ভাবেই হরণ করিতে পারা যায় ; কিন্তু অন্য কোন কারণে হরণ করিলে পাতিত্য জন্মে ।

বিহিতেষু নিষিক্তানাং বিহিতা লাভতো মতম্ ॥
কুসুমানামুপাদানং নিষিক্তানাং ন কহি'চিৎ ।
বিহিত-প্রতিষিক্তৈস্তু বিহিতালাভতোহর্চয়েৎ ॥

কুর্ম্মপুরাণম্ ।

শাস্ত্রবিহিত পুষ্প সংগ্রহ করিতে না পারিলে, অগত্যা বিহিত-প্রতিষিক্ত (অর্থাৎ যে পুষ্পাদির কোন শাস্ত্রে কিছু ও কোন শাস্ত্রে নিষেধ আছে ; যথা—বন্ধূকাদি পুষ্প বামন পুরাণে নিষিক্ত ও পুরাণান্তরে গৃহীত) দ্বারা অর্চন করিতে পারা যায় । যে পুষ্প অবস্থা বিশেষে বিহিত ও অবস্থা বিশেষে নিষিক্ত, তঁহাকেও বিহিত-প্রতিষিক্ত বলা

যাইতে পারে । যেমন শাস্ত্রে আছে, যে পুষ্প হস্তে করিয়া কাহারকেও প্রণাম করা যায়, সে পুষ্প শ্রীহরিকে দান করিতে নাই ; এ পুষ্পগুলি বিহিতই বটে, কিন্তু হস্তে করিয়া প্রণাম করায় নিষিদ্ধ হইল ; ইহাকেও বিহিত-প্রতিষিদ্ধ বলা যায় । বিহিত পুষ্পের অভাবে, বিহিত-প্রতি-ষিদ্ধকুশ্লেমে পূজা করা যাইতে পারে ; কিন্তু একেবারে নিষিদ্ধ আকন্দ, ধুস্তুর, গন্ধহীন প্রভৃতি পুষ্প দ্বারা কদাপি অর্চনা করিবে না ।

পত্রাণি চার্পয়েদুর্ব্বা-কুরানপিচ ভক্তিতঃ ।

কিন্তু শ্রীতুলসীপত্রং সর্বত্রৈব বিশেষতঃ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

শ্রীভগবানের অর্চনা-কালে পত্র, দুর্ব্বাকুর প্রভৃতি ভক্তিসহকারে প্রদান করিবে । বিশেষতঃ সর্বত্রই তুলসী পত্র দ্বারা অর্চনা করিবে ।

পুষ্পাভাবেন যো দদ্যাদত্র দুর্ব্বাকুরানপি ।

সোহপি পুণ্যমবাপ্নোতি পুষ্পদানস্য বৈ দ্বিজাঃ ॥

পুষ্পাভাবে হি দেয়ানি পত্রাণ্যপি জনার্দনে ।

পত্রাভাবে পয়ো দেয়ং তেন পুণ্যমবাপ্নুয়াৎ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরম্ ।

ফুলের অভাবে যে ব্যক্তি শ্রীভগবান্কে দুর্ব্বাকুর প্রদান করেন, তিনিও পুষ্প-দানের ফল লাভ করেন । শ্রীভগবান্কে পুষ্পের অভাবে পত্র ও পত্রের অভাবে জল প্রদান করিবে, তাহাতেও ফল লাভ হইবে ।

অথ-পত্রাণি ।

পত্রাণ্যপি সুপুণ্যানি হরিপ্রীতিকরাণি চ ।

• প্রবক্ষ্যামি নৃপশ্রেষ্ঠ শৃণু গদতো মম ॥

অপামার্গস্তু প্রথমং ভৃঙ্গরাজমতঃপরম্ ।
 ততস্তমালপত্রঞ্চ ততশ্চ শমীপত্রকম্ ॥
 দুর্বাপত্রং ততঃ শ্রেষ্ঠং ততোহপি কুশপত্রকম্ ।
 তস্মাদামলকং শ্রেষ্ঠং ততো বিল্বস্য পত্রকম্ ॥
 বিল্বপত্রাদপি হরেস্তুলসীপত্রমুত্তমম্ ।
 এতেষাঞ্চ যথালঙ্কৈঃ পট্টৈর্ঘর্ষচার্চয়েৎকরিম্ ॥
 সর্বপাপবিনিমুক্তো বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ।

নারসিংহপুরাণম্ ।

হে নৃপশ্রেষ্ঠ ! শ্রীহরির সন্তোষজনক, অতি বিশুদ্ধ পত্রসমূহের বিষয় আমি বর্ণন করিব, অবধান কর । অপামার্গ, ভৃঙ্গরাজ, তমালপত্র, শমীপত্র, এতদপেক্ষা দুর্বাপত্র শ্রেষ্ঠ ; দুর্বাপত্র অপেক্ষা কুশপত্র, কুশপত্র অপেক্ষা আমলকপত্র, আমলকপত্র অপেক্ষা বিল্বপত্র ও বিল্বপত্র অপেক্ষা তুলসীপত্র শ্রেষ্ঠ । যে ব্যক্তি যথাপ্রাপ্ত এই সমস্ত পত্র দ্বারা শ্রীভগবানের অর্চনা করেন, তিনি সর্বপাপ-বিমুক্ত হইয়া সমন্মানে শ্রীহরি-ধামে বাস করেন ।

কেতকী-পুষ্পপত্রঞ্চ ভৃঙ্গরাজস্য পত্রকম্ ।
 তুলসী কালতুলসী সত্যসৃষ্টিকরং হরেঃ ॥
 বিল্বপত্রং শমীপত্রং পত্রং ভৃঙ্গরাজস্য চ ।
 তমালপত্রঞ্চ হরেঃ সত্যসৃষ্টিকরং ভবেৎ ॥

অগ্নিপুরাণম্ ।

কেতকীপুষ্পের পত্র, ভৃঙ্গরাজ পত্র ও শ্বেত এবং কৃষ্ণতুলসী শ্রীহরির আশু প্রীতিকর । বিল্বপত্র, শমীপত্র, ভৃঙ্গরাজপত্র ও তমালপত্র দ্বারা অর্চনা করিলে শ্রীহরি সত্য সন্তুষ্ট হন ।

প্রত্যেক পত্র প্রদানেরই বহু মাহাত্ম্য শাস্ত্রে কীর্তিত আছে ; গ্রন্থ-
বাহন্যভয়ে সমস্তগুলির উল্লেখ করিব না । কিন্তু আমাদের সম্প্রদায়-
ভুক্ত উৎকট প্রেমিকগণের কুসংস্কার দূর করিবার জন্য শ্রীহরিভক্তি-
বিলাসে শ্রীমদাতন গোস্বামিপাদ বিষ্ণুপত্রের যে মাহাত্ম্য কীর্তন
করিয়াছেন, তাহার দুই একটি দেখাইব । আশা করি, ইহাতে কেহ
আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না । কেহ কেহ শিষ্ণুগণকে আদেশ
করিয়াছেন, যে ব্যক্তি বিষ্ণুপত্র স্পর্শ করিবে, আমি তাহার হস্তের জল
গ্রহণ করিব না—এরূপ ভক্ত আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি ।

অথ বিষ্ণুপত্র-মাহাত্ম্যম্

বিষ্ণুপত্রেণ যে দেবং কার্তিকে কলিবর্দ্ধন ।
পূজয়ন্তি মহাভক্ত্যা মুক্তিস্তেষাং ময়োদিতা ॥
বিষ্ণুপত্রৈরষ্টৈশ্চ সৰ্বদেবং প্রপূজ্য বৈ ।
সৰ্বপাপবিনিমুক্তো মম লোকে স তিষ্ঠতি ॥

স্কন্দপুরাণম্ ।

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, হে নারদ যে ব্যক্তি আমাকে কার্তিকমাসে
বিষ্ণুপত্র দ্বারা ভক্তিসহকারে অর্চনা করেন, তাঁহার মুক্তি হুইবে তাহা
তোমাকে বলিয়াছি । অথও বিষ্ণুপত্র সমূহ দ্বারা যে ব্যক্তি একবার
মাত্র আমায় অর্চনা করেন, তিনি সৰ্বপাপমুক্ত হইয়া আমার ধামে
বাস করেন ।

স্কন্দভ্যর্চ্য গোবিন্দং বিষ্ণুপত্রেণ মানবঃ ।
মুক্তিভাগী নিরীতকঃ কৃষ্ণস্যামুচরো ভবেৎ ॥

বিষ্ণুরহস্যম্ ।

বিষ্ণুপত্র দ্বারা একবার মাত্র শ্রীহরির অর্চনা করিলে, মানব মুক্ত ও
নির্ভীক হইয়া শ্রীহরির অনুচর হইতে পারে ।

অথ পত্রপুষ্পাদি-সমর্পণ-নিয়মঃ ।

পুষ্পং বা যদি বা পত্রং ফলং নৈষ্ঠমধোমুখম্ ।

দুঃখদং তৎ সমাখ্যাতং যথোৎপন্নং তথাপর্ণম্ ॥

জ্ঞানমানা ।

পত্র, পুষ্প কিংবা ফল অধোমুখ করিয়া শ্রীভগবান্কে অর্পণ করিতে নাই ; যেহেতু তাহা শ্রীভগবানের অত্যন্ত অপ্রীতিকর ; অতএব পত্রপুষ্পাদি যে ভাবে উৎপন্ন হয় সেই ভাবেই সমর্পণ করিতে হয় ।

শাস্ত্রকার বিশ্বপত্র, তুলসী পত্র প্রভৃতি বহু পত্রের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন ; কিন্তু তন্মধ্যে তুলসীপত্রের মাহাত্ম্য অধিক এবং তুলসী-পত্র শ্রীভগবানের পূজায় অর্পণ করিতেই হইবে । তুলসীপত্র ভিন্ন পূজা, নৈবেদ্যদান প্রভৃতি কিছুই হইবে না । তুলসীপত্র-রহিত পূজাদি শ্রীহরির অপ্রীতিকর । অন্যান্য পত্রসম্বন্ধে সে নিয়ম নহে ; কিন্তু দান করিলে, ফলবিশেষ লাভ হইবে । তুলসী পত্রাৰ্পণ নিত্য, অন্য পত্রাৰ্পণ তেমন নহে ।

অথ শ্রীতুলসীপত্রাৰ্পণ-নিত্যতা ।

তুলসী ন যেযাং হরিপূজনার্থং, সম্পদ্যতে মাধবপুণ্যবাসরে ।

ধিগ্‌র্যোবনং জীবনমর্থসমুত্তিঃ, তেষাং সুখং নেহ চ দৃশ্যতে পরে ॥

পদ্মপুরাণম্ ।

হৈশাখ মাসের পুণ্যদিনে যে সকল ব্যক্তি শ্রীভগবানের পূজার্থ তুলসী পত্র সংগ্রহ না করে, সেই সকল ব্যক্তির যৌবনে, জীবনে ও অর্থোপার্জনে দিক্ । কি ইহকাল, কি পরকাল, কোন কালেই তাহাদের সুখ হয় না ।

তুলসীং প্রাপ্য যো নিত্যং ন করোতি মমার্চনম্ ।

তস্যাহং প্রতিগৃহ্মামি ন পূজাং শতবার্ষিকীম্ ॥

গরুড়-পুরাণম্ ।

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যহ তুলসীপত্র সংগ্রহ করিয়া আমার পূজা না করে, আমি শতবৎসর তাহার পূজা গ্রহণ করি না ।

যদগৃহে নাস্তি তুলসী শালগ্রাম-শিলার্চনে ।

শ্মশানসদৃশং বিদ্যাৎ তদগৃহং শুভবর্জিতম্ ॥

বৃহন্নারদীয়-পুরাণম্ ।

যাহার গৃহে শ্রীশালগ্রাম-শিলা-পূজার্থ তুলসী বিদ্যমান না থাকে, তদীয় গৃহ শ্মশানবৎ ও অমঙ্গলজনক ।

তুলসীং বিনা যা ক্রিয়তে ন পূজা,

স্নানং ন তদ্যত্তুলসীবিনাকৃতম্ ।

ভুক্তং ন তৎ যত্তুলসীবিনাকৃতং,

পীতং ন তৎ যত্তুলসীবিনাকৃতম্ ॥

বৃহন্নারদীয়পুরাণম্ ।

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—তুলসীরহিত পূজা, পূজা নহে, তুলসীরহিত স্নান, স্নান নহে, তুলসীরহিত ভোজন, ভোজন নহে ও তুলসীরহিত পানও পান নহে ।

তুলসীরহিতাং পূজাং ন গৃহ্ণাতি সদা হরিঃ ।

কাষ্ঠং বা স্পর্শয়েৎ তত্র নোচেৎ তন্মামতো যজ্ঞেৎ ॥

তুলসীদলমাদায় যোহন্যং দেবং প্রপূজয়েৎ ।

ব্রহ্মহা সহি গোব্রশ্চ স এব গুরুতল্লগঃ ॥

বায়ুপুরাণম্ ।

শ্রীভগবান্ কদাচ তুলসী ভিন্ন পূজা গ্রহণ করেন না । সুতরাং তুলসীর অভাব হইলে তুলসীকাষ্ঠ শ্রীঅঙ্গে স্পর্শ করাইবে । তুলসীকাষ্ঠেরও যদি অভাব হয়, তাহা হইলে তুলসী নাম উচ্চারণ পূর্বক পূজা করিবে ।

যে ব্যক্তি তুলসীপত্র দ্বারা দেবতাস্তরের অর্চনা করে, সে ব্রহ্মঘাতী, গোঘাতী ও গুরুদারগামীর তুল্য পাপী হয় ।

বর্জ্যং পর্যুষিত পুষ্পং বর্জ্যং পর্যুষিতং জনম্ ।

নবর্জ্যং তুলসীপত্রং ন বর্জ্যং জাহ্নবীজলম্ ॥

নারদীয়-পুরাণম্ ।

পর্যুষিত পুষ্প জন প্রভৃতি বর্জনীয় । কিন্তু তুলসীপত্র ও গঙ্গাজল কিছুতেই বর্জনীয় নহে ।

তুলসীপত্র প্রদানের বহুতর মাহাত্ম্য শাস্ত্রে কীর্তিত আছে । মোট-কথা সকলেরই সচন্দন তুলসীপত্র শ্রীগোবিন্দ-চরণে অর্পণ করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় । বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যেই এক শ্রেণীর প্রেমিকভক্ত আছেন, তাঁহারা তুলসী স্পর্শ করেন না ; বলেন,—ওগুলি “ঐশ্বর্য” । এটি যে তাঁহাদের দুর্ভাগ্য, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই ।

তুলসী চয়নের মন্ত্র ও বিধি পূর্বে লিখিত হইয়াছে ।

এবং কৃত্বা মহাপূজা-মঙ্গোপাঙ্গাদিকং প্রভোঃ ।

ক্রমাদ্ যথাসম্প্রদায়ং তত্তৎস্থানেষু পূজয়েৎ ॥

‘শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

এইরূপ আবাহন হইতে তুলসীদান পর্যন্ত পূজা করিয়া, শ্রীভগবানের অঙ্গোপাঙ্গাদি স্বসাম্প্রদায়িক মতানুসারে ও নিজের ভাবানুসারে পূজা করিবেন ।

অথান্নোপাঙ্গ-পূজা ।

মস্তবর্ণপদাণ্যাদৌ তত্তন্যাসপদেষু চ ।

বেণুঞ্চ মালাং শ্রীবৎসং কোস্তভঞ্চ যথাম্পদম্ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ ।

পূর্বলিখিত গ্রাসস্থানে স্থানান্তরে মস্তবর্ণ, পদ, বেণু, বনমালা, শ্রীবৎস, কোস্তভ প্রভৃতির অর্চনা করিবে ।

শ্রীভগবানের মস্তক, বদন প্রভৃতি অঙ্গ এবং বেণু প্রভৃতি উপাঙ্গ । শ্রীভগবানের গ্রায় এসমস্তই চিন্ময় বস্তু । অতএব প্রত্যেকেরই অর্চনা করা উচিত । যাহারা শ্রীমূর্তির অঙ্গে গ্রাসাদি করিয়া থাকেন, তাঁহারা সেই গ্রাসান্তরে মস্তকে ও হ্রীং নমঃ । ললাটে ও ক্লীং নমঃ প্রভৃতি মন্ত্রে শ্রীঅঙ্গের পূজা করিবেন । যাহারা শ্রীমূর্তি সাক্ষাৎ ভগবান্ বোধে অর্চনা করেন, তাঁহাদের শ্রীমূর্তিতে অঙ্গগ্রাস করিতে হয় না । তাঁহারা নিজের অভিরুচি অনুসারে শ্রীঅঙ্গের পূজা করিবেন । উপাঙ্গ পূজা করিতে হইলে, “শ্রীমুখবেণবে নমঃ” প্রভৃতি মন্ত্রে পূজা করিবেন । যাহারা যে মূর্তির উপাসনা করিবেন, তাঁহারা সেইমূর্তির ভূষণ আয়ুধ, প্রভৃতি উপাঙ্গের অর্চনা করিবেন । শ্রীনন্দ-নন্দনোপাসকগণ বেণু, বনমালা, শ্রীবৎস, কোস্তভ প্রভৃতি উপাঙ্গের ও শ্রীচতুর্ভুজোপাসকগণ শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ, প্রভৃতি উপাঙ্গের পূজা করিবেন ।

ততশ্চ মূলমন্ত্রেণ ক্ষিপ্ত্বা পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ম্ ।

প্রার্থ্যানুজ্ঞাং ভগবতোহর্চয়েদারতিদেবতাঃ ॥

তশ্চ প্রত্যেকমাবাহ্য স্নানাদি পরিকল্প্য চ ।

পূজয়েদ্ গন্ধপুষ্পাভ্যাং যথাস্থানং যথাক্রমম্ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ ।

অঙ্ক ও উপাঙ্ক পূজার পরে মূলমন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া, শ্রীভগবানের অনুমতি লইয়া, আবরণ-দেবতাগণের প্রত্যেককে আবাহন করিয়া স্নানাদি সমাপনান্তে গন্ধপুষ্প দ্বারা যথাস্থানে ক্রমান্বয়ে অর্চনা করিবে ।

যোগপীঠে অষ্টদল পদ্মে শ্রীভগবান্কে ঘিরিয়া যে সমস্ত পার্শ্বদ আছেন, তাহাদিগকে আবরণ-দেবতা বলা হয় । এই আবরণ-দেবতা শ্রীভগবানের মূর্তি ও লীলাভেদে পৃথক পৃথক । শ্রীহরিভক্তি-বিনাসে সর্ব-বৈষ্ণবসাধারণ্যে যে আবরণ-দেবতার পূজা লিখিত আছে, তাহাই এখানে লিখিত হইল ।

অথাবরণ-পূজা । তত্র প্রথমাবরণম্ ।

কর্ণিকায়াং চতুর্দিশু ছোতমানান্ প্রভোঃ সখীন্ ।

বাসুদামং সূদামঞ্চ দামঞ্চ কিল্কিনীং যজেৎ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

যোগপীঠে অষ্টদল পদ্মের কর্ণিকায় শ্রীভগবানের চতুর্দিকে তাঁহার প্রিয় বয়স্ক বাসুদাম, সূদাম, দাম ও কিল্কিনীক অর্চনা করিবে । পূজায় “বাসুদামায় নমঃ” ইত্যাদি মন্ত্র প্রয়োগ করিবে ।

অথ দ্বিতীয়াবরণম্ ।

তদ্বহিঃচাগিকোণাদৌ কেশরেষুদেবতাঃ ।

হৃদয়াদিষুতাঃ পূজ্যাঃ সস্ববর্ণাদিশোভিতাঃ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

দ্বিতীয়াবরণে কর্ণিকার বহির্ভাগে অগ্নি, ঈশান, বায়ু ও নৈঋত এই চারি কোণে কেশরে বিদ্যমান অঙ্গদেবগণকে নিজ নিজ বর্ণাদি ও হৃদয়াদি মন্ত্রসহ পূজা করিবে । ক্রমদীপিকা গ্রন্থে লিখিত আছে, শুক্ল, নীল ও রক্তবর্ণা স্ত্রীরূপা বরাভয়করীঃ অঙ্গদেবতাগণকে “হ্রীং

হৃদয়ায় নমঃ, নমঃ শিরসে স্বাহা” ইত্যাদি মন্ত্রে অর্চনা করিতে হয় ।

তত্র তৃতীয়াবরণম্ ।

ততো বহিষ্ঠ পূর্বাদি-দিগ্‌দলৈষকেষু প্রভোঃ ।
মহিষী রুক্ষিণী সত্যভামা নাগজিতী ক্রমাৎ ॥
সুনন্দা মিত্রবিন্দা চ সম্পূজ্যাগ সুলক্ষণা ।
জাম্ববতী সুশীলা চ তত্তদ্রব্যাদি-ভূষিতাঃ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ।

তৃতীয়াবরণে যোগপীঠস্থ অষ্টদল পদ্মের পূর্বাদি ক্রমে অষ্টদলে রুক্ষিণী, সত্যভামা, নাগজিতী, সুনন্দা, মিত্রবিন্দা, জাম্ববতী ও সুশীলা এই অষ্ট মহিষীকে লীলাকমল প্রভৃতি ভূষণে ভূষিত রূপে চিত্রা করিয়া পূজা করিবেন ।

তত্র চতুর্থাবরণম্ ।

পূর্বোক্তদলানাং বসুদেবঞ্চ দেবকীম্ ।
শ্রীনন্দং শ্রীযশোদাঞ্চ বলভদ্রং সুভদ্রিকাম্ ॥
গোপান্ গোপীশ্চ তদ্যাব-ত্ৰপয়া দূরতঃ স্থিতাঃ ।
বিচিত্ররূপ-বেশাদি-শোভমানানিমান্ যজেৎ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ।

চতুর্থাবরণে যোগপীঠস্থ অষ্টদলপদ্মের দলানাং পূর্বাদিক্রমে বিচিত্র রূপ ও বেশ প্রভৃতি দ্বারা অলঙ্কৃত শ্রীবসুদেব, দেবকী, নন্দ, যশোদা, বলভদ্র, সুভদ্রা, গোপবৃন্দ ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অমুরাগ-সম্বিত-লজ্জাবিশতঃ সুরে সংস্থিত গোপীগণকে পূজা করিবে ।

তত্র পঞ্চমাবরণম্ ।

তদ্বহিষ্চতুরশ্রান্ত-পূর্ববাচ্যশা-চতুষ্টয়ে ।
সন্তানং পারিজাতকং কল্পদ্রুমমথার্চয়েৎ ॥
হরিচন্দনমপ্যেবং দিব্যবৃক্ষানভীষ্টদান্ ।
কর্ণিকায়াক্ষং সম্পূজ্য মন্দারং দেবপৃষ্ঠতঃ ॥

শ্রীহরিভক্তি বিলাসঃ ।

পঞ্চমাবরণে যোগপীঠস্থ অষ্টদলপদ্মের বহির্ভাগস্থ চতুরশ্রের পূর্বাঙ্গি
চারিকোণে সন্তান, পারিজাত, কল্পদ্রুম ও হরিচন্দন এই চারিটি
অভীষ্ট ফলদ দিব্য বৃক্ষের অর্চনা করিবে। কর্ণিকায় শ্রীভগবানের
পৃষ্ঠ-মন্দার নামক দেবতরুর পূজা করিবে।

তত্র ষষ্ঠাবরণম্ ।

তদ্বহিষ্চাষ্টদিক্‌পালান্ স্বস্বদিক্‌শ্চ পূজয়েৎ ।
তত্তদ্বীজাধিপত্যাস্ত্র-বাহন স্বজনান্বিতান্ ।
তত্তদ্বর্ণান্ দিব্যবেশাননন্তরু তথার্চয়েৎ ।
নৈঋত্যশ্মুপয়ো মধ্যো ব্রহ্মাণং চেন্দ্ররুদ্রয়োঃ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ।

ষষ্ঠাবরণে যোগপীঠস্থ অষ্টদলপদ্মের বহির্ভাগস্থ চতুরশ্রের বহির্দিশে
পূর্বাঙ্গি অষ্টদিকে, বীজ, আধিপত্য, অস্ত্র, বাহন ও স্বজনান্বিত
তত্তদ্বর্ণবিশিষ্ট, ইন্দ্র, বহু, পিতৃপতি, নৈঋত, বরুণ, মরুৎ, 'কুবের ও
ঈশান এই অষ্টদিক্‌পালগণকে পূজা করিবে। নৈঋত ও বরুণ
কোণের মধ্যো অধোদিক্‌পালগণকে, অনন্তকে ও ইন্দ্র ও রুদ্রের
মধ্যস্থলে উর্দ্ধদিক্‌পাল ব্রহ্মাকে পূজা করিবে। দশদিক্‌পালের বীজ

যথাক্রমে লাং, বাং, মাং, কাং, রাং, যাং, সাং, হাং, ইং ও আং ।
বর্ণ যথা—ক্রমে, কপিশ, কপিল, নীল, শ্যামল, শ্বেত, ধূম্র, অমল,
সিত, শুচি ও রক্ত । পূজাপ্রয়োগ যথা—পূর্বদিকে “লাং ইন্দ্রায়
দেবাধিপত্যে সায়ুধায় সবাহনায় সপরিবারায় কপিশবর্ণায় বিবিধ-মণিগণ-
কিরণ-প্রসূরভূষণায় নমঃ ইত্যাদি ।

তত্ৰ সপ্তমাবরণম্ ।

ততো বহিষ্ঠাষ্টদিক্শু মৌলিস্থানাত্মলক্ষণান্ ।

ভগবৎপার্ষদাংস্তত্র বর্ণায়ুধবিভূষণান্ ॥

বজ্রং শক্তিকঞ্চ দণ্ডঞ্চ খড়্গ-পাশাঙ্কুশান্ ক্রমাৎ ।

যজেদ্ গদাং ত্রিশূলঞ্চ চক্রাজ্জেত্ৰধউর্দ্ধয়োঃ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ।

সপ্তমাবরণে যোগপীঠস্থ অষ্টদল পদ্মের বহির্ভাগস্থ চতুরশ্চের
বহির্দেশবর্তী অষ্টদিকপালের বহির্ভাগে বজ্র, শক্তি, দণ্ড, খড়্গ, পাশ,
অঙ্কুশ, গদা ও ত্রিশূল, এই অষ্ট আয়ুধগণকে পূর্বাদি অষ্টদিকে পূজা
করিবে ও অধঃ এবং উর্দ্ধে চক্র ও পদ্মের পূজা করিবে । এই সকল
আয়ুধগণ শ্রীভগবানের পার্শ্বদ ; ইহাদের মস্তকে নিজ নিজ লক্ষণ
বিদ্যমান আছে । “বজ্রায় নমঃ, শক্তয়ে নমঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে পূজা
করিতে হয় ।

সর্বানন্দপ্রদং হেতৎ সপ্তাবরণপূজনম্ ।

অশক্তোহগ্নেসেন্দ্রবজ্রাদ্যমাবৃতিত্রয়মর্চয়েৎ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ ।

এই সাতটি আবরণ-পূজন সর্বানন্দপ্রদ । যাহারা সাতটি আবরণ পূজা
করিতে না পারিবেন, তাঁহারা প্রথম, ষষ্ঠ ও সপ্তমাবরণ পূজা করিবেন ।

ঐদৃক্ চৈকান্তিভিষ্ণেয়ং তত্তৎকামবতাং মতম্ ।

অন্যথা গোকুলে কৃষ্ণ-দেবে তত্তদসমুবাৎ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ ।

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে যে ভাবে আবরণ-পূজার ব্যবস্থা আছে, ঐকান্তিক ভক্তগণ বিবেচনা করিবেন যে, এ ব্যবস্থা তাঁহাদের জন্ম নহে । যাহারা শক্রনাশ ধর্মলাভ প্রভৃতি কামনা করিয়া পূজা করিবেন, তাঁহারা এইভাবে আবরণ পূজা করিবেন । এভাবে আবরণপূজা ব্রজোপাসকগণের ভাবানুকূল হয় না ।

“স্বরেদ্বন্দ্বাবনে রম্যে” ইত্যাদি ধ্যানে অসংখ্যগোপী-পরিবেষ্টিতরূপে শ্রীনন্দনন্দনের ধ্যান করা হয় এবং “ফুল্লেন্দীবর-কান্তি-মিন্দুবদনঃ” ইত্যাদি ধ্যানে গো, গোপ ও গোপী-পরিবেষ্টিতরূপে শ্রীনন্দনন্দনের ধ্যান করা হয় । উপরোক্ত আবরণ-দেবতা শ্রীবৃন্দদেব, শ্রীকৃষ্ণিণী বা বজ্র প্রভৃতি আয়ুধের শ্রীবৃন্দাবনে গন্ধনাত্রও নাই । অতএব এভাবে আবরণ-পূজা কেমন করিয়া সম্ভবপর হইবে ? যে সকল পার্শদ-পরিবেষ্টিতরূপে ধ্যান করা হয়, সেই সমস্ত পার্শদই আবরণ দেবতা । শ্রীবৃন্দাবন-বিহারী ত এ সমস্ত পার্শদ-বেষ্টিত নহেন ; কাজেই ইহারা স্বকভাবে ব্রজোপাসনায় আবরণ-দেবতা হইতে পারেন না । সকাম পূজার জন্ম এই সমস্ত পার্শদ-বেষ্টিত-রূপে ঐশ্বর্য্য ভাব-মিশ্রিত ধ্যান ক্রমদীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লিখিত আছে । যাহারা শক্রনাশ প্রভৃতি প্রার্থনা করেন, তাঁহারা সেই নিয়মে ও সেই ধ্যানে পূজা করিয়া, এই সমস্ত আবরণ পূজা করিবেন । যাহারা সখ্য, বাৎসল্য কিংবা মধুরভাবে শ্রীনন্দনন্দনের সহিত সম্বন্ধ মনন করিয়া উপাসনা করেন, তাঁহারা যাহাতে নিজ ভাব সঙ্কুচিত না হয়, সেইভাবে পূজাদি করিবেন । শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে একান্ত-ভক্তগণের জন্ম পৃথক্ ব্যবস্থা আছে । যথা—

একান্তিভিত্তি রাধাচ্ছা যথাধ্যানং প্রভোঃ প্রিয়া ।
 প্রথমাবরণে পূজ্যা কালে কৃষ্ণান্তিকং গতাঃ ॥
 ততো গোপকুমারাস্ত তদ্বয়শ্চাস্তুতো বহিঃ ।
 নন্দো যশোদা-রোহিণ্যো গোপা গোপ্যশ্চ তৎসমাঃ ॥
 ততো বৎসশ্চ গাবশ্চ বৃষারণ্যমৃগাদয়ঃ ।
 ততো ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ প্রাপ্তা নীরাজনোৎসবে ॥
 রামঃ কদাচিৎ কৃষ্ণশ্চ কদাচিৎ মাতুরন্তিকে ।
 শ্রীনারদশ্চ পরিতো ভ্রমন্ হর্ষভরাকুলঃ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ ।

একান্তি ভক্তগণ প্রথমাবরণে শ্রীরাধাপ্রভৃতি শ্রীভগবানের প্রিয়াবর্গকে শাস্ত্রোক্তধ্যানানুসারে অর্চনা করিবেন । প্রিয়াবর্গ লঙ্কাবশতঃ দূরস্থ হইলেও অর্চনাকালে সন্নিহিত থাকেন । তৎপরে শ্রীভগবানের বয়শ্চ গোপবালকদিগকে অর্চনা করিবেন । তদ্বহির্দেশে নন্দ ও ততুল্যা গোপদিগকে এবং যশোদা রোহিণী ও ততুল্যা গোপীদিগকে অর্চনা করিবেন । তৎপরে বৎস, গাবী, বৃষ ও আরণ্য মৃগদিগকে অর্চনা করিতে হইবে । অনন্তর নীরাজনোৎসবে আগত ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতাগণকে পূজা করিবেন । শ্রীবলদেবকে কোন সময়ে কৃষ্ণের সমীপে ও কোন সময়ে রোহিণীর সমীপে অর্চনা করিবেন । এতদ্ব্যতীত আনন্দভরে চতুর্দিকে পর্যটনকারী শ্রীনারদকেও অর্চনা করিবেন ।

যাহারা সখ্য কিংবা ব্যংসল্যরসে ব্রজোপাসনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে এই ভাবে আবরণ-পূজাই ভাবানুকূল হয় । কিন্তু মাধুর্য্যভাবে উপাসনা করিতে হইলে, একরূপ ভাবে আবরণ চিন্তা করিলেও রসপুষ্টি হয় না ; সেজন্য শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে অন্য প্রকার ব্যবস্থা দিয়াছেন ।

এবং যক্ষ্যান-পূজাদাবেকাশ্চিভ্যঃ প্ররোচতে ।

কৃষ্ণায় রোচতেহত্যন্তং তদেব চ সত্যং মতম্ ॥

শ্রীহরিভক্তি বিলাসঃ ।

এই প্রকার ধ্যান ও পূজাদির মধ্যে শ্রীভগবদ্ভক্তগণের যাহা রুচিকর, তাহাই শ্রীভগবানের প্রীতিকর ও সাধু সম্মত ।

তাণ্যেব তেহভিরূপানি রূপানি ভগবৎস্তুব ।

যানি যানিচ রোচন্তে স্বজনানামরূপিণঃ ॥

যদ্যক্ষিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি,

তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহার্থম্ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্ ।

হে ভগবন্ আপনি প্রাকৃত রূপহীন এবং অনির্বচনীয়-মাহাত্ম্য ; আপনার তত্ত্ব নিরূপণ করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত্ব নহে । তথাপি আপনার প্রিয় ভক্তগণ আপনার যেক্রূপে মুগ্ধ ও আসক্ত হন, সেইরূপই আপনার অভিরূপ । সাধুরা যেক্রূপে, যেভাবে, যে লীলা-বিনাসিক্রূপে আপনাকে চিন্তা করেন, আপনি তাঁহাদিগের উপর করুণা করিয়া সেইরূপে, সেইভাবে ও সেই লীলা-বিনাসিক্রূপে তাঁহাদিগের নিকটে প্রকটিত হইয়া থাকেন ।

শাস্ত্র, বিষয়াবিষ্ট জীবকে দিগ্‌দর্শন করাইবার জন্য নানা কথা বলিয়াছেন ; কিন্তু সেগুলি নিজ ভাবের সহিত মিলাইয়া লইয়া উপাসনা করিতে পারিলেই প্রকৃত উপাসনা হয় । সাক্ষ্য পূজাদির বিষয় আলোচনা করিতে চাহি না ; কারণ সেগুলি কেবল শাস্ত্রবিধি-সাপেক্ষ । কিন্তু নিষ্কামভাবে শ্রীভগবানের উপাসনা করিতে হইলে, কেবল শাস্ত্রবিধিতে হয় না, তাহার সঙ্গে ভাব মিশাইতে হয় ।

প্রথমতঃ সাধকের বিবেচনা করিতে হইবে, আমি উপাসনা করি

কেন ? যদি স্বর্গপ্রাপ্তি কিংবা মোক্ষলাভ প্রভৃতির জন্তু করিতে হয়, তবে শাস্ত্র দেখুন, ~~ক~~ কার্য্যে স্বর্গ বা যে কর্ম্মে মোক্ষ হয়, যথাবিধি তাহারই অনুষ্ঠান করুন । কোন কামনা না করিয়া যদি কেবলমাত্র শ্রীভগবান্কে চান, তাহা হইলে কোন্ ভাবে চান ? যদি বলেন,—যে কোনও ভাবে পাইলেই হইবে, তবে সাধনার প্রয়োজন কি ? তিনি ত অন্তর্যামিরূপে হৃদয়েই আছেন । যদি বলেন,—তাহা বুঝিতে পারি না, বুঝিবার জন্তু উপাসনা করি ; তবে আপনি শ্রীভগবদ্বিষয়ক জ্ঞানের জন্তু উপাসনা করিতেছেন, - শ্রীভগবানের জন্তু নহে । শ্রীভগবান্কে পাইতে হইলে, প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, তাঁহাকে কতভাবে পাওয়া যাইতে পারে এবং কোথায় কে কোন্ভাবে পাইয়াছেন । অনুশন্ধান করিলেই দেখিতে পাইবেন,—কেহ বা দাস্ত্র ভাবে, কেহ বা সখ্যভাবে, কেহ বা বাৎসল্য ভাবে এবং কেহ বা মধুরভাবে শ্রীভগবান্কে পাইয়াছেন । সেই সেই ভক্তগণের প্রেমের কথা ও শ্রীভগবানের করুণার লীলাশ্রবণ করিতে করিতে যে ভাবে চিত্ত আকৃষ্ট হয়, সেই ভাবেই তাঁহাকে উপাসনা করা উচিত । উপাসনা করিতে করিতে, ভাব পরিশুদ্ধ ও সম্বন্ধ দৃঢ় হইলে, সাধকের ভাবাক্রান্ত চিত্তে শ্রীভগবানের যে রূপ বা যে লীলার স্ফূর্তি হইবে, সাধক সেই ভাবেই শ্রীভগবান্কে আশ্বাদন করিবেন । প্রেম-পরবশ শ্রীভগবানেরও তাহাই প্রীতিকর ।

এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন, যদি কেহ ব্রজগোপীগণের মত, কান্তভাবে শ্রীভগবান্কে আশ্বাদন করিতে চান, তাহা হইলে, তাঁহার কিরূপে সাধনা করা উচিত । ব্রজগোপীগণ সর্বেশ্বর দ্বারা শ্রীভগবানের মাধুরী আশ্বাদন করিতেছেন ; শ্রীনন্দ, যশোদা বা অন্য কোনও গোপ-গোপীর সমক্ষে তাঁহাদের ভাব কিছুতেই বিকাশ পাইতে পারে না । কাজেই কেবল ব্রজগোপী ও শ্রীভগবান্ যে লীল

স্বাধীন করিতেছেন, তাহাই গোপীভাবলিপ্সু সাধকের পোষ।
অতএব সাধকেরও গোপীপরিবেষ্টিত-ভাবে শ্রীভগবানকে ধ্যান করিয়া
উপাসনা করাই ভাবানুকূল। “স্বপ্নদ্রব্দাবনে রম্যে” প্রভৃতি ধ্যানটিই
ইহার প্রকৃত অনুকূল।

এই ভাবে সাধনা করিতে হইলে, দ্বারদেবতা, আবরণ-দেবতা
প্রভৃতি সমস্তই গোপী ভিন্ন অন্য কেহ হইবে না। এ সাধনা
যোগপীঠস্থ অষ্টদল পদ্মের মধ্য স্থানে শ্রীরাধাগোবিন্দ-যুগল, অষ্টদলে
অষ্ট প্রধানা সখী, অষ্ট উপদলে মঞ্জরীগণ, এই ভাবে ধ্যান ও পূজাদি
করিতে হইবে। শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত প্রভৃতি লীলা-গ্রন্থোক্ত নিত্য-
লীলার সহিত মিলাইয়া উপাসনা করিতে পারিলে, আরও ভাল হয়।
নিত্যলীলানুসারে শ্রীনন্দীশ্বর-গিরিগুহায় কিংবা শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে যেখান-
কার যোগপীঠে অর্চনা করিবেন, সেই স্থানস্থিত গোপীবর্গকে আবরণ
দেবতা প্রভৃতি রূপে পূজা করিবেন। অধিক লেখা বাহুল্য; প্রেমবান্
ভক্তগণ নিজ নিজ ভাবানুসারে বুঝিয়া লইবেন। প্রথম প্রবর্তক
ভক্তগণ নিজ নিজ গুরুদেবের নিকট শুনিয়া লইবেন। মোটকথা
সকলেরই তীব্রদৃষ্টি রাখিতে হইবে, যেন ভাব-বিরুদ্ধ না হয়।
রাগানুরাগীর ভজনের বিশেষ বিধি জানিতে হইলে, সংকৃত “গৌড়ীয়
বৈষ্ণবাচার-বারিধি”-নামক গ্রন্থ দেখিবেন।

অথ শ্রীনামাষ্টক-পূজা ।

ততোহষ্টনামভিঃ কৃষ্ণং পুষ্পাঞ্জলিভিরচ্চয়েৎ ।

কুর্ঘ্যাৎ তৈরেব বা পূজামশক্তোহথিলদৈঃ প্রভোঃ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

আবরণ পূজান্তে, শ্রীকৃষ্ণ, নারায়ণ প্রভৃতি আটটি নামমন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি
দ্বারা শ্রীভগবানের অর্চনা করিবে। যদি কেহ পূর্বোক্ত প্রকারে
পূজা করিতে নিতান্ত অশক্ত হন, তাহা হইলে তিনি এই নামাষ্টক

যারা আটটি সচন্দন তুলসীপত্র প্রদান করিলেও পূজাফল প্রাপ্ত হইবেন ।

অথ নামাষ্টকম্ ।

শ্রীকৃষ্ণো বাসুদেবশ্চ তথা নারায়ণঃ স্মৃতঃ ।

দেবকী-নন্দনশ্চৈব যদুশ্ৰেষ্ঠস্তথৈব চ ॥

বাক্ষ্যেয়শ্চাসুরাক্রান্ত-ভারহারী তথাপরঃ ।

ধর্ম্মসংস্থাপকশ্চেতি চতুর্থ্যন্তৈনমোযুতৈঃ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ।

অষ্টনাম যথা—শ্রীকৃষ্ণ, বাসুদেব, নারায়ণ, দৈবকীনন্দন, যদুশ্রেষ্ঠ, বাক্ষ্যেয়, অসুরাক্রান্ত-ভারহারী ও ধর্ম্মসংস্থাপক । এই আটটি নামে চতুর্থীবিভক্তি ও নমঃ শব্দ যোগ করিয়া পূজা করিবে । প্রয়োগ যথা—শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ । বাসুদেবায় নমঃ । নারায়ণায় নমঃ । দেবকী-নন্দনায় নমঃ । যদুশ্রেষ্ঠায় নমঃ । বাক্ষ্যেয়ায় নমঃ । অসুরাক্রান্ত-ভারহারিণে নমঃ । ধর্ম্মসংস্থাপকায় নমঃ ।

অথ ধূপনম্ ।

ততশ্চ ধূপমুৎসৃজ্য নীচৈস্তন্মুদ্রয়ার্পয়েৎ ।

কৃষ্ণং সংকীর্ত্তয়ন্ ঘণ্টাং বামহস্তেন বাদয়ন্ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ।

[ধূপ ও দীপ প্রদানান্তে এবং নৈবেদ্যার্পণের পূর্বে আবরণ-দেবতা-পূজাবিধি অনেক স্থলে দেখা যায় ; কিন্তু শ্রীহরিভক্তিবিলাসে আবরণ-দেবতাপূজার পর ধূপদীপ প্রদানের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয় । গোড়ীয় বৈষ্ণব-বৃন্দের এই মতে চলাই ভাল ।]

নামাষ্টক পূজান্তে ধূপ উপসর্গ করিয়া, বামহস্তে ঘণ্টাবাদন ও মুখে শ্রীভগবানের নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে ভূমি হইতে শ্রীমূর্ত্তির নাভিদেশ

পর্যন্ত ধূপাধার উত্তোলিত করিয়া ধূপমুদ্রা যোগে অর্পণ করিবেন ।
মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক “এষ ধূপো নমঃ” বলিয়া ধূপ উৎসর্গ করিতে
হয় । ঘণ্টাবাদনের পূর্বে “জয়ধ্বনি মন্ত্র-মাতঃ স্বাহা, অদ্ভায় ফট্” এই
মন্ত্রদ্বারা ঘণ্টা অভিমন্ত্রিত করিতে হয় । ধূপদানে—

বনস্পতি-রসোৎপন্নো গন্ধাঢ্যঃ সুমনোহরঃ ।

আশ্রয়ঃ সর্বদেবানাং ধূপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥

এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয় ।

ধূপস্য বীজনে চৈব ধূপেনাদ্ভ-বিধূপনে ।

নীরাজনেযু সর্বেষু বিঘোনাণ্যামানি কীর্তয়েৎ ॥

জয়ঘোষং প্রকুব্বীত কারুণ্যং চাভিকীর্তয়েৎ ।

তথা মঙ্গলঘোষঞ্চ জগদ্বীজস্য চ স্তুতিম্ ॥

বহু চ পরিশিষ্টম্ ।

ধূপবীজনে অর্থাৎ ধূপের সৌগন্ধ্য-বিস্তারের জন্য ব্যজন করিবার
সময়ে ধূপ-ধূম দ্বারা অঙ্গসৌগন্ধ্য সম্পাদন-কালে ও নীরাজন-সময়ে
শ্রীভগবানের নামকীর্তন করিবে । জগৎ-কারণ প্রভুর জয়-কীর্তন,
মঙ্গল-শব্দোচ্চারণ, কারুণ্যকীর্তন ও স্তবপাঠ করিবে ।

অথ ধূপাঃ ।

রুহিকাথ্যং কণো দারু সিহ্লকঞ্চাণ্ডরুঃ সিতাঃ ।

শঙ্খো জাতীফলং শ্রীশে ধূপানি স্ম্যাঃ প্রিয়ানি বৈ ॥ -

বামনপুরাণম্ ।

জটামাংসী, কণ (এক প্রকার গুগ্গুলু) দারু, সিহ্লক, (লোবান্)
অণ্ডরু, শর্করা, নখী ও জাতীফল এই সমস্ত দ্রব্য দ্বারা প্রস্তুত ধূপ
শ্রীহরির প্রীতিকর ।

সারাসার-বিনিম্বিতৈঃ কল্পয়েৎ পমুক্তমম ॥

গুগ্‌গুলু, অগুরু, উশীর, শর্করা, ঘৃত, মধু ও চন্দন, এই সমস্ত
 দ্রব্য কাষ্ঠাঙ্গারে নিক্ষেপ করিলে শ্রীহরির প্রীতিকর ধূপ হয় ।

বাসুদেবস্য ধর্ম্যজ্ঞে নিবেদ্য দানবেশ্বর ॥

দক্ষিণ ব্যক্তিগণ উত্তমগন্ধযুক্ত ধূপ প্রস্তুত করিয়া জগৎপতি শ্রীহরিকে অর্পণ করিবেন । অর্থাৎ ধূপ প্রস্তুতের জন্য যে সমস্ত গন্ধদ্রব্যের নাম বলা হইল, ইহা ছাড়াও সুগন্ধিদ্রব্য সংগৃহীত হইলে, তাহা ধূপে প্রয়োগ করা যায় ; কিন্তু শ্রীহরিকে ধূপ অর্পণ করিতে কতকগুলি দ্রব্য নিষিদ্ধ আছে ; সেগুলি ত্যাগ করিতে হইবে ।

•ন ধূপার্থে জীবজাতম্ ॥

বিষুধশ্মোক্তরম্ ।

কোন প্রকার জীবজাত বস্তু ধূপে ব্যবহার করিতে নাই।

विना मृगमदं धूपे जीवजातं विवर्जयेत् ।

বিসুদ্ধশোভরম্ ।

মৃগনাভি ভিন্ন জীবজাত কোন বস্তু ধূপে দেওয়া নিষিদ্ধ ।

ন যক্ষধূপং বিতরেন্মাধবায় কদাচন ।

कालिकापुराणम् ।

শ্রীহরিকে কদাপি যক্ষধূপ প্রদান করিতে নাই। শালনিৰ্ঘাস ধূপরূপে ব্যবহৃত হয়; তাহাকেই “যক্ষধূপ” কহে।

শ্রীভগবান্কে ধূপ অর্পণ করিয়া ধূপ শেষ গ্রহণ করিতে হয় ।

তীর্থকোটিশতৈর্দোতো যথা ভবতি নিশ্মলঃ ।

করোতি নিশ্মলং দেহং ধূপশেষস্তথা হরেঃ ॥

পদ্মপুরাণম্ ।

শতকোটি তীর্থস্থানে ঘেরূপ দেহ পবিত্র হয়, শ্রীহরির ধূপশেষ গ্রহণ করিলে তদ্রূপ দেহ পবিত্র হয় ।

অথ দীপদানম্ ।

তথৈব দীপমুৎসৃজ্য প্রাগ্ বদ্ ঘণ্টাঞ্চ বাদয়ন্ ।

পাদাঙ্জাদাদৃগজং তন্মুদ্রয়োচ্চৈঃ প্রদীপয়েৎ ।

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

ধূপ প্রদানান্তে দীপ প্রদান করিতে হয় । দীপদান করিতে হইলে পূর্ববৎ “এব দীপঃ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ” বলিয়া উৎসর্গ করিয়া বামহস্তে ঘণ্টাবাদন পূর্বক চরণকমল হইতে নয়নকমল পর্য্যন্ত উত্তোলন করিয়া দীপমুদ্রায় দীপদান করিতে হয় । দীপদান কালে—

সুপ্রকাশো মহাতেজাঃ সর্বতন্ত্রিমিরাপহঃ ।

সবাহাভ্যন্তরজ্যোতি দীপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ।

এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয় ।

অথ দীপঃ ।

দীপং প্রজ্বালয়েচ্ছত্রৌ কর্পূরেণ ঘৃতেন বা ।

গব্যেন তত্রাসামর্থ্যে তৈলেনাপি স্নগন্ধিনা ॥

শ্রীহরিভক্তিবিনাসঃ ।

অর্থ-সামর্থ্য থাকিলে, কর্পূর কিংবা গব্য ঘৃত দ্বারা দীপ প্রজ্বালন করিবে । অসমর্থ পক্ষে স্নগন্ধি তৈলও ব্যবহৃত হইতে পারে ।

হবিষা প্রথমঃ কল্লো দ্বিতীয়শ্চৌষধীরসৈঃ ॥

মহাভারতম্ ।

স্বতদ্বারা দীপদান মুখ্য কল্প । তিল, সর্ষপ কিংবা কুসুম তৈল দ্বারা দীপদান গৌণকল্প ।

অথ দীপে নিষিদ্ধম্ ।

বসা-মজ্জাদিভির্দীপো নতু দেয়ঃ কদাচন ।

ভবিষ্যোত্তরম্ ।

কোন প্রাণীর বসা (চর্কি) কিংবা মজ্জাদি দ্বারা দীপদান করিতে নাই ।

নীলরক্তদশং দীপং প্রযত্নেন বিবর্জয়েৎ ॥

বিষ্ণুধর্মোত্তরম্ ।

নীল কিংবা লোহিত বর্ণ দশা (বর্তি)-যুক্ত দীপ যত্নপূর্বক ত্যাগ করিবে ।

দীপবৃক্ষাশ্চ কৰ্ত্তব্যাস্তৈজসাদৈশ্চ ভৈরব ।

বৃক্ষেষু দীপো দাতব্যো নতু ভূমৌ কদাচন ॥

কালিকাপুরাণম্ ।

তৈজসাদি নির্মিত দীপাধারে দীপদান করিতে হয় । মৃত্তিকায় দীপ স্থাপন করিয়া কদাপি দান করিতে নাই ।

শোণং বাদরকং বস্ত্রং জার্ণং মলিনমেব বা ।

উপভুক্তং নবা দদ্যাৎ বর্তিকার্থং কদাচন ॥

বিষ্ণুধর্মোত্তরম্ ।

লোহিতবর্ণ, জীর্ণ, মলিন ও ব্যবহৃত বস্ত্রখণ্ড দ্বারা বর্তিকা প্রস্তুত করিয়া দীপদান করিতে নাই ।

অথ দীপ-নির্বাণাদি-দোষঃ ।

স্বয়মন্যেন বা দত্তং দীপং ন শ্রীহরের্হরেৎ ।

নির্বাণয়েন্ন হিংস্যাচ্চ শুভমিচ্ছন্ কদাচন ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ।

স্বীয় মঙ্গলকামী ব্যক্তি.নিজে কিংবা অন্যকর্তৃক শ্রীহরিসকাশে প্রদত্ত দীপ
কদাচ স্থানান্তরে লইয়া যাইবে না ; তৈলশূণ্য কিংবা.নির্বাণ করিবে না ।

দত্তা দীপো ন হর্তব্যস্তেন কস্ম্যবিজানতা ।

নির্বাণঞ্চ দীপস্য হিংসনঞ্চ বিগর্হিতম্ ॥

যঃ কুর্য্যাক্হিংসনং তেন কস্ম্যণা পুষ্পিতেক্ষণঃ ।

দীপহর্তা ভবেদন্ধঃ কাণো নির্বাণকৃদ্ববেৎ ॥

বিষ্ণুধর্মোত্তরম্ ।

দীপদান করিয়া তাহা হরণ করিলে, মহাপাপ জন্মে । দীপের
নির্বাণ ও হিংসনও দোষাবহ । যে ব্যক্তি শ্রীহরি-মন্দিরের দীপ
তৈলশূণ্য করে, তাহার নয়নে “পুষ্প”-নামক রোগ জন্মে । যে ব্যক্তি
দীপ হরণ করে, সে অন্ধ হয় । যে ব্যক্তি দীপ নির্বাণ করে, সে কাণা হয় ।

অথ নৈবেদ্যম্ ।

দত্তা পুষ্পাঞ্জলিং পীঠং পাদ্যমাচমনং তথা ।

কৃত্বা পাত্রেষু কৃষ্ণায়ার্পয়েদুক্ষ্যং যথাবিধি ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ।

শ্রীভগবান্কে পুষ্পাঞ্জলি, আসন, পাত্ত ও আচমন অপর্ণান্তে পাত্রে
নৈবেদ্য স্থাপন পূর্বক যথাবিধি (ছত্র চামর ব্যঞ্জন গীতবাহাদি
সহকারে) প্রদান করিবে ।

অথ নৈবেদ্য-নিবেদন বিধিঃ ।

অস্ত্রং জপ্ত্বাশ্বনা প্রোক্ষ্য নিবেদ্যং চক্রমুদ্রয়া ।

সংরক্ষ্য প্রোক্ষয়েদ্ বায়ু-বীজজপ্ত-জলেন চ ॥

তেন সংশোষ্য তদোষমগ্নিবীজঞ্চ দক্ষিণে ।
 ধ্যান্য করতলেহন্যতৎপৃষ্ঠে সংযোজ্য দর্শয়েৎ ॥
 তদুৎখবহিনা তস্য শুকদোষং হৃদা দহেৎ ।
 ততঃ করতলে সব্যোহমৃতবীজং বিচিন্তয়েৎ ॥
 তৎপৃষ্ঠে দক্ষিণং পাণি-তলং সংযোজ্য দর্শয়েৎ ।
 তদুৎখয়া নিবেদ্য তৎ সিক্তোদমৃতধরয়া ॥
 জলেন মূলজপ্তেন প্রোক্ষ্য তদমৃতাত্মকম্ ।
 সর্বং বিচিন্ত্য সংস্পৃশ্য মূলং বারাকটকং জপেৎ ॥
 অমৃতীকৃত্য তদ্বেনু-মুদ্রয়া সলিলাদিভিঃ ।
 তচ্চ কৃষ্ণঞ্চ সংপূজ্য গৃহীত্বা কুসুমাজ্জলিম্ ॥
 শ্রীকৃষ্ণং প্রার্থ্য তদ্বক্ত্রাৎ তেজো ধ্যান্য বিনির্গতম্ ।
 সংযোজ্য চ নিবেদ্যেতৎ পাত্রং বামেণ সংস্পৃশন ॥
 স্নাহান্তং মূলমুচ্চার্য তজ্জলং বিশ্বজেদুবি ॥
 তৎপাণিভ্যাং সমুত্থাপ্য নিবেদ্য তুলসীযুতম্ ।
 পত্রাঢ্যং তস্য মন্ত্রেণ ভক্ত্যা ভগবতেহর্পয়েৎ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ।

প্রথমতঃ শ্রীভগবন্মূর্ত্তির দক্ষিণ কিংবা সম্মুখ দিকে নৈবেদ্য স্থাপন
 করিবে । তদনন্তর জলে “অস্ত্রায় ফট্” এই মন্ত্র জপ করিয়া, সেই
 জলদ্বারা “স্বপ্রোক্ষিতমস্ত্র” এই মন্ত্রে নৈবেদ্য প্রোক্ষণ করিবে । নৈবে-
 দ্যের উপর চক্রমুদ্রা প্রদর্শন পূর্বক নৈবেদ্য রক্ষণ করিবে । পরে
 জলে বায়ুবীজ (ষং) দ্বানেশ বার জপ করিয়া পুনরায় নৈবেদ্য
 প্রোক্ষণ করিবে । এই প্রকার করিলে নৈবেদ্যের দোষ-শোষণ করা

হয়। অতঃপর দক্ষিণ করতলে বহুবীজ (২০) ভাবনা করিবে ও দক্ষিণ হস্তের পৃষ্ঠভাগে বাম করতল লগ্ন করিয়া নৈবেদ্যের উপরে দেখাইবে। ইহাতে নৈবেদ্যের দোষ সকল দৃষ্ট হইয়া যাইবে। অতঃপর বাম করতলে অমৃতবীজ (১০) চিন্তা করিবে ও বাম করতলের পৃষ্ঠদেশে দক্ষিণ করতল লগ্ন করিয়া নৈবেদ্যের উপরে দেখাইবে ও মনে মনে চিন্তা করিবে—অমৃতধারায় নৈবেদ্য সিক্ত হইতেছে। জনৈক মূল মন্ত্র জপ করিয়া সেই জল দ্বারা নৈবেদ্য প্রোক্ষণ করিবে ও সমস্ত অমৃত-ময় চিন্তা করিবে। তিনবার করতালি দিয়া নৈবেদ্যের চতুর্দিকে তুড়ী শব্দ করিয়া দিগ্বন্ধন করিবে। “হ্র” এই মন্ত্র দ্বারা অবগুষ্ঠন করিবে। দক্ষিণ হস্ত দ্বারা নৈবেদ্য স্পর্শ করিয়া আটবার মূল মন্ত্র জপ করিবে। নৈবেদ্যের উপরে ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন করিবে; তাহাতে নৈবেদ্যের পরিপূর্ণতা সম্পাদন করা হইবে। অতঃপর গন্ধ পুষ্প ও জলদ্বারা নৈবেদ্যের পূজা করিবে ও শ্রীভগবানের পূজা করিবে। হস্তে পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া “ভগবন্ নৈবেদ্যগ্রহণায় শ্রীমুখতন্ত্রে মহঃ প্রসরতু” এই মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক শ্রীভগবানের নিকট নৈবেদ্য গ্রহণার্থ প্রার্থনা করিয়া, শ্রীভগবানের মুখ হইতে তেজঃ নির্গত হইয়া নৈবেদ্য সহ সংযুক্ত হইতেছে এইরূপ চিন্তা করিয়া বাম হস্তে নৈবেদ্য-পাত্র স্পর্শ করিয়া, দক্ষিণ হস্তে গন্ধ পুষ্প ও জল লইয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক “শ্রীকৃষ্ণায় ইদং নৈবেদ্যং কল্পয়ামি” বলিয়া সেই জল ভূমিতে ফেলিবে। অনন্তর তুলসীপত্রযুক্ত নৈবেদ্য দুই হস্তে ধারণ পূর্বক ভূতল হইতে উত্তোলন করিবে এবং ভক্তিসহকারে নৈবেদ্য প্রদানের মন্ত্র দ্বারা শ্রীহরিকে অর্পণ করিবে।

নিবেদন-মন্ত্রো যথা—

নিবেদয়ামি ভবতে জুহাণেদং হরিহরে ।

অমৃতোপস্তরগমসি স্বাহেত্যুচ্চারয়ন্ হরেঃ ॥

দত্বাথ বিধিবদ্ বারি-গণ্ডুষং বামপাণিনা ।
 দর্শয়েদ্গ্রাসমুদ্রাস্তু প্রফুল্লোৎপলসম্মিতাম্ ।
 প্রাণাদিমুদ্রা হস্তেন দক্ষিণেন চ দর্শয়েৎ ।
 মত্বেচ্চতুর্থীস্বাহাশৈস্ত-স্তারাদ্যস্তত্তদাহারৈঃ ॥
 ততঃ স্পৃশংচ্চ করয়ো-রঙ্গুষ্ঠাভ্যামনামিকে ।
 প্রদর্শয়েন্নিবেদ্যস্য মুদ্রাং তস্য মনুং জপন্ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

অনন্তর “অমৃতোপস্বরগমসি স্বাহা” মন্ত্রে শ্রীহরির হস্তে জনগণ্ডুষ
 অর্পণ করিবে । বামহস্ত দ্বারা প্রফুল্ল পদ্মাকৃতি গ্রাসমুদ্রা দেখাইবে ।
 দক্ষিণহস্ত দ্বারা “প্রাণায় স্বাহা” “অপানায় স্বাহা” “সমানায় স্বাহা”
 “উদানায় স্বাহা” ও “ব্যানায় স্বাহা” এই পঞ্চ মন্ত্রে প্রাণাদি পঞ্চ
 মুদ্রা দেখাইবে । দুই হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা অনামিকা স্পর্শ করিয়া
 নৈবেদ্য মুদ্রা রচনা করত প্রদর্শন করিবে ও বহির্দেশে আসিয়া
 নৈবেদ্য মন্ত্র জপ করিবে ।

অথ নৈবেদ্য-মন্ত্রঃ ।

নন্দজোহম্বুমন্সু বিন্দুযুগ্ নতি পার্শ্বরামরুদবাত্মনে নি চ ॥

রুদ্রাণ্ডে-যুত নিবেদ্যাত্মভূমাস পার্শ্বানিলস্তথামিযুগিতি ॥

কুমদীপিকা ।

নন্দজ (ঠ) অম্বুমন্সু (ঙ্গ) বিন্দু (ং) সংযুক্ত নতি (নমঃ) অতঃ-
 পর পার্শ্ব, (প) রা, এবং মরুৎ (য) তৎপরে অবাত্মনে, তদনন্তর ঙ্গে-
 যুক্ত নিরুদ্র (নিরুদ্রায়) তৎপরে নিবেদ্যং আত্মভূ (ক) মাস (ল্)
 পার্শ্ব (প) অনিল (য) যুক্ত অমি শব্দ উচ্চারণ করিলেই নৈবেদ্য মন্ত্র
 হয় । উপরোক্ত শব্দগুলি একত্র করিলে “ঠৌং নমঃ পরায় অবাত্মনে
 নিরুদ্রায় নিবেদ্যং কল্পয়ামি” এই মন্ত্র হয় ।

শ্রীভগবান্কে নৈবেদ্য অপৰ্ণ করিয়া দ্বারকাক করিয়া বাহিরে আসিয়া
নৈবেদ্য মন্ত্র জপ ও শ্রীভগবানের ভোজন ধ্যান করিতে হয় ।

ইথং সমৰ্প্য নৈবেদ্যং দত্ত্বা জবনিকাং ততঃ ।

বহির্ভূয় যথাশক্তি জপং সধ্যানমাচরেৎ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ।

এই প্রকার বিধি অনুসারে নৈবেদ্য অপৰ্ণ করিয়া জবনিকা দ্বারা দ্বার
আবৃত করিয়া বাহিরে আসিয়া যথাশক্তি ধ্যান সহ জপ করিবে ।

ভোজনধ্যানং যথা —

ব্রহ্মেশাদৈর্যঃ পরিত ঋষিভিঃ সূপবিষ্টৈঃ সমেতো

লক্ষ্ম্যা শিঞ্জদ্বলয়করয়া সাদরং বীজ্যমানঃ ।

নশ্মক্ৰীড় প্রহসিতমুখো হাসয়ন্ পঙ্ক্তিভোক্তৃন্

ভুঙ্তে পাত্রে কনক-ঘটিতে ষড়্ৰসং শ্রীরমেশঃ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ ।

ব্রহ্মা শিব প্রভৃতি সুরগণ ও ঋষিগণ যাহার চতুর্দিকে, পরমস্থখে
সমাধীন রহিয়াছেন, কমলা বলয়-শব্দ-সহকৃত করদ্বারা সাদরে যাহাকে
ব্যজন করিতেছেন, যিনি সহাস্রবদনে পরিহাস দ্বারা পঙ্ক্তি ভোজন-
কারিগণকে হাস্য করাইতেছেন, সেই কমলাপতি শ্রীকৃষ্ণ কাঞ্চনময়
পাত্রে ষড়্‌বিধরস-সমন্বিত ভোজ্যবস্তু ভোজন করিতেছেন ।

সমাপ্তিং ভোজনে ধ্যায়া দত্ত্বা গাণ্ডূষিকং জলম্ ।

অমৃতাপিধানমসি স্বাহেত্যুচ্চারয়েৎ সুধীঃ ॥

বিস্বজ্জৈদেববক্ত্রে তন্তেজঃ সংহার-মুদ্রয়া ।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ।

অনন্তর ভোজন সমাপ্তি ধ্যান করিয়া “অমৃতাপিধানমসি স্বাহা”

এই যজ্ঞে শ্রীভগবদুদ্দেশ্যে গণ্ডুষজল প্রদান করিয়া সংহার মুদ্রা দ্বারা
শ্রীভগবানের মুখনির্গত তেজঃ বিসর্জন করিবে ।

অথ বলিদানম্ ।

ততো যবনিকাং বিদ্বানপসার্য যথাবিধি ।

বিষক্সেনায় বিধিবন্মৈবেদ্যাংশং নিবেদয়েৎ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ।

শ্রীভগবানের ভোজন চিন্তার পর দ্বারস্থ যবনিকা অপসারণপূর্বক গৃহে
প্রবেশ করিয়া জল গণ্ডুষ প্রভৃতি প্রদানান্তে নৈবেদ্যাংশ যথাবিধি
বিষক্সেনাকে অর্পণ করিবে ।

বিষক্সেনায় দাতব্যং নৈবেদ্যং তচ্ছতাংশকম্ ।

পাদোদকং প্রসাদঞ্চ লিঙ্গে চণ্ডেশ্বরায় চ ॥

নারদপঞ্চরাত্রম্ ।

শ্রীভগবন্মৈবেদ্যের শতভাগের এক ভাগ কিংবা সহস্র ভাগের একভাগ
ও পাদোদকাদি বিষক্সেনাকে অর্পণ করিতে হয় । যদি লিঙ্গে শিবপূজা
করা হয়, তাহা হইলে ঐ নৈবেদ্যাংশ চণ্ডেশ্বরকে অর্পণ করিতে হয় ।

অথ বলিদান-বিধিঃ ।

মুখ্যাদীশানতঃ পাত্রান্নৈবেদ্যাংশং সমুদ্বরেৎ ।

সর্বদেব-স্বরূপায় পরায় পরমেষ্ঠিনে ।

শ্রীকৃষ্ণ-সেবামুক্তায় বিষক্সেনায় তে নমঃ ॥

ইত্যুক্ত্বা শ্রীহরের্বামে তীর্থক্লিন্নং সমর্পয়েৎ ॥

শতাংশং বা সহস্রাংশমনুথা নিষ্ফলং ভবেৎ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ ।

শ্রেষ্ঠ নৈবেদ্য পাত্রের ঈশানকোণ হইতে নৈবেদ্যাংশ তুলিয়া লইবে এবং “সৰ্বদেবদ্বয়রূপায় পরায় পরমেষ্ঠিনে শ্রীকৃষ্ণসেবায়ুক্তায় বিষ্ণুসেনায় তে নমঃ” এই মন্ত্র উচ্চারণ পূৰ্বক শ্রীকৃষ্ণপাদোদক দ্বারা ঐ নৈবেদ্যাংশ সিক্ত করিয়া, শ্রীহরির বামদিকে অর্পণ করিবে । অর্ঘ্যথা পূজাদি সমস্ত নিফল হইবে ।

পশ্চাচ্চ বলিরিত্যাদি-শ্লোকাবুচ্চাৰ্য্য বৈষ্ণবঃ ।

সৰ্বেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যস্তচ্ছতাংশং বিনিবেদয়েৎ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ ।

তৎপরে বৈষ্ণবজন নিম্নলিখিত দুইটা শ্লোক পাঠ করিয়া নৈবেদ্যের শতভাগের একভাগ বৈষ্ণবগণকে অর্পণ করিবে ।

তোচ শ্লোকো—

বলিবিভীষণো ভীষ্মঃ কপিলো নারদোহর্জুনঃ ।

প্রহ্লাদশ্চাম্বরীষশ্চ বসুর্কনায়স্থতঃ শিবঃ ॥

বিষ্ণু ক্সেনোদ্ধবাক্রূরাঃ সনকাদ্যাঃ শুকাদয়ঃ ।

শ্রীকৃষ্ণস্য প্রসাদোহয়ং সৰ্বে গৃহুস্ত বৈষ্ণবাঃ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ ।

বলি, বিভীষণ, ভীষ্ম, কপিল, নারদ, অর্জুন, প্রহ্লাদ, অম্বরীষ, বসু, হনুমান, শিব, বিষ্ণুসেন, উদ্ধব, অক্রূর, সনকাদি ও শুকদেবাদি বৈষ্ণবসমূহ শ্রীহরির এই প্রসাদ গ্রহণ করুন ।

অথ বলিদান-মাহাত্ম্যম্ ।

ততস্তদন্বশেষেণ পার্শ্বেভ্যঃ সমস্ততঃ ।

পুষ্পান্ধুতৈর্বিমিশ্রেণ বলিং যন্ত প্রযচ্ছতি ॥

বলিনা বৈষ্ণবেনাথ তৃপ্তাঃ সন্তো দিবৌকসঃ ।
শাস্তিঃ তস্য প্রযচ্ছন্তি শ্রিয়মারোগ্যমেবচ ॥

নরসিংহপুরাণম্ ।

যিনি পুষ্প ও অকৃত-সম্বিত মহাপ্রসাদাম্ব দ্বারা পার্শদবগকে বলিপ্রদান করেন, পার্শদগণ পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে শাস্তি, বিত্ত ও আরোগ্য প্রদান করেন ।

অথ জলগণ্ডূষাদ্যপর্ণম্ ।

উপলেপ্য ততো ভূমিং পুনর্গাণ্ডূষিকং জলম্ ।
• দদ্যাৎ দ্বিরগ্রে কৃষ্ণস্য ততোহস্মৈ দন্তশোধনম্ ॥
পুনরাচমনং দত্ত্বা শ্রীপাণ্যোঃ শ্রীমুখস্য চ ।
মার্জ্জনায়াংশুকং দত্ত্বা সর্বাণ্যঙ্গানি মার্জ্জয়েৎ ॥
পারিধাপ্যাপরে বস্ত্রে পুনর্দ্বাসনান্তুরম্ ।
পাদ্যমাচমনীয়ঞ্চ পূর্ববৎ পুনরর্পয়েৎ ॥
চন্দনাগুরুচূর্ণাদি প্রদদ্যাৎ করমার্জ্জনম্ ।
কপূরাদ্যাস্যবাসঞ্চ তাম্বূলং তুলসীমপি ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

শ্রীহরির সম্মুখ হইতে নৈবেদ্যাदि স্থানান্তরিত করিয়া সম্মুখে আচমনার্থ তিন গণ্ডূষ জল প্রদান করিবে । জলগণ্ডূষ দানকালে “ভগবদ্ভ্যাম্” এই মন্ত্র পাঠ করিবে । দন্তশোধনার্থ সূক্ষ্ম তুলাদি প্রদান করিবে । তদনন্তর হস্ত-মুখাদি প্রক্ষালনার্থ পুনরায় তিনবার জলদান করিবে । সূক্ষ্মবস্ত্র দ্বারা সর্বাঙ্গ মার্জ্জন করিবে । তদনন্তর বস্ত্র পরিবর্তন করাইয়া পরিধেয় ও উত্তরীয় ধারণ করাইবে । পুনরায় আসন, পাদ্য, আচমনীয় প্রভৃতি প্রদান করিয়া হস্তমার্জ্জনার্থ চন্দন ও অগুরু চূর্ণ

প্রদান করিবে ও মুখবাসার্থ কপূর লবঙ্গ প্রভৃতি সমন্বিত তাম্বুল ও তুলসীপত্র প্রদান করিবে ।

অথ পুনর্গন্ধাঙ্গপর্ণম্ ।

দিবাং গন্ধং পুনর্দ্বা যথেষ্টমনুলেপনৈঃ ।
 দিব্যৈর্বিচিত্রৈঃ শ্রীকৃষ্ণং ভক্তিচ্ছেদেন লেপয়েৎ ॥
 রম্যানি চোঙ্কপুণ্ড্রানি সদ্বর্ণেন যথাম্পদম্ ।
 সুগন্ধিনানুলেপেন কৃষ্ণস্য রচয়েত্তরাম্ ॥
 দিব্যানি কঙ্ককোষীষ-কাঞ্চাদীনি পরাণ্যপি ।
 বস্ত্রানি সুবিচিত্রানি শ্রীকৃষ্ণং পরিধাপয়েৎ ॥
 ততো দিব্যকিরীটাদি-ভূষণানি যথাকুচি ।
 বিচিত্রদিব্যমাল্যানি পরিধাপ্য বিভূষয়েৎ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

পুনরায় উত্তম চন্দনাদি গন্ধ প্রদান পূর্বক উৎকৃষ্ট অনুলেপন দ্বারা শ্রীহরির সর্বদ্বন্দ্ব লেপন করিবে । কুচি অনুসারে নানা প্রকার তিল-কাদি রচনা করিয়া দিবে । উৎকৃষ্ট বর্ণযুক্ত সুগন্ধপূর্ণ অনুলেপন দ্রব্য দ্বারা যথোপযুক্ত স্থানে মনোরম উৎকৃষ্ট রচনা করিয়া দিবে । অত্যা-
 ত্তম কঙ্কক, উষ্ণীষ, কাঞ্চী প্রভৃতি অলঙ্কার এবং নানারূপ মনোরম বস্ত্র শ্রীহরিকে পরিধান করাইবে । কিরীট প্রভৃতি ভূষণ ও মনোরম মালা প্রভৃতি দ্বারা সুশোভিত করিবে ।

অনন্তর শক্তি থাকিলে ছত্র, চামর, বিতান প্রভৃতি অর্পণ করিয়া শ্রীভগবানের সম্মুখে গীত, নৃত্য বাজ্য প্রভৃতি করিতে হয় । গীত বাদ্যাদির পরে শক্তি থাকিলে, পুনর্ব্বার পঞ্চোপচারে পূজা করিবে ; শক্তি না থাকিলে গীতবাদ্যাদির পরে নীরাজন করিতে হয় ।

অথ নীরাজনম্ ।

ততশ্চ মূলমন্ত্ৰেণ দত্তা পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ম্ ।

মহানীরাজনং কুর্য্যাৎ মহাবাদ্যজয়স্বনৈঃ ॥

প্রজ্বালয়েৎ তদর্থকং কপূরেণ ঘৃতেন বা ।

আরাত্রিকং শুভে পাত্রে বিষমানেকবর্তিকম্ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

অনন্তর মূলমন্ত্ৰোচ্চারণ পূর্বক তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া বাদ্য ও জয়ধ্বনি সহকারে নীরাজন করিবে । নীরাজনের জন্ত উৎকৃষ্ট পাত্রে (পঞ্চপ্রদীপাদিতে) কপূর কিংবা ঘৃতদ্বারা অযুগ্ম ও বহুবর্তি-সমায়ুক্ত দীপ প্রজ্বলিত করিবে ।

ততশ্চ সজলং শঙ্খং ভগবন্যস্তকোপরি ।

ত্রিভ্রাময়িত্বা কুবরীত পুনর্নীরাজনং প্রভোঃ ।

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

অনন্তর জলপূর্ণ শঙ্খ শ্রীভগবানের মস্তকোপরি তিনবার ভ্রামণ করিয়া পুনর্নীরাজন করিতে হইবে ।

ভোগের পর নীরাজন করিতে দীপ ও সজল শঙ্খ ভিন্ন, ধৌত বস্ত্র কিংবা পল্লবাদি দ্বারা নীরাজন করার ব্যবস্থা শ্রীহরিভক্তিবিনাসে দেখা যায় না ; কিন্তু—অনেক প্রসিদ্ধ দেবালয়ে ধৌত বস্ত্র দ্বারা নীরাজন দেখা যায় । “অধিকন্তু ন দোষায়” ।

পূজাদির পর নিরাজন করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় । শাস্ত্রে তাহার বিশেষ মাহাত্ম্য কীর্তিত আছে ।

মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং যৎ কৃতং পূজনং হরেঃ ।

সর্ববৎ সম্পূর্ণতামেতি কৃতে নীরাজনে শিবে ॥

স্কন্দপুরাণম্ ।

শ্রীভগবানের নীরাজন করিলে মন্ত্রবর্জিতই হউক কিংবা ক্রিয়া-
বর্জিতই হউক, সমস্ত পূজা সফল হয় ।

নীরাজনদ্বয়কৈতৎ তাম্বুলস্যাপর্নাং পরম্ ।

কেচিদিচ্ছন্তি কেচিচ্চ দর্পণার্পণতঃ পরম্ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ।

এই দীপ ও শঙ্খ দ্বারা দুই প্রকার নীরাজন কেহ বা তাম্বুল
অর্পণের পর, কেহ বা ছত্র, চামর, দর্পণ প্রভৃতি অর্পণ করিয়া তৎপরে
করিয়া থাকেন ।

কেচিন্নীরাজনং পঞ্চাদিচ্ছন্তি প্রগতিং ততঃ ।

এবং ভাগবতাঃ স্ম-সম্প্রদায়ানুসারতঃ ।

প্রবর্তন্তে প্রভোভক্তা ভক্ত্যা সর্বং হি শোভনম্ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ ।

কেহ কেহ নীরাজনাশ্তে প্রণাম, তৎপরে প্রদক্ষিণ, তদন্তে স্তুতিপাঠ
এবং নৃত্যগীতাদি করিয়া থাকেন । বৈষ্ণবগণ এইরূপে নিজ নিজ
সম্প্রদায়ানুসারে ভক্তিপূর্বক শ্রীভগবানের অর্চনাদি করিয়া থাকেন ।
ভক্তিপূর্বক যে কোন কার্য করা হয়, তৎসমস্তই শ্রীহরির প্রীতিকর ;
সুতরাং সফল হয় । পূর্বাপর ক্রমভঙ্গ কিছু যায় আসে না । অতঃ-
এব সকলেই নিজ নিজ সম্প্রদায়ানুসারে শ্রীগুরুপাদের উপদেশ লইয়া
কোন কৰ্ম পূর্বে ও কোন কৰ্ম পরে করিতে হইবে, তাহা জানিয়া
লইবেন ।

শ্রীশ্রীহরিভক্তি বিলাসে সর্ব বৈষ্ণব সাধারণের যে নৈবেদ্য নিবেদন-
বিধি লেখা আছে, এস্থলে তাহাই লিখিত হইল । কিন্তু যাহারা
কোনও বিশেষ ভাবানুসারে শ্রীভগবানের উপাসনা করিতেছেন, তাহা-
দের পক্ষে এ বিধি ভাবানুকূল হয় না । যেমন, কেহ শুদ্ধসখ্যভাবে

কিংবা বাৎসল্যভাবে শ্রীনন্দনন্দনের উপাসনা করেন ; তিনি নৈবেদ্য-দানের পর শ্রীভগবানের মুখ হইতে তেজোনির্গম হইতেছে,—এরূপ চিন্তা করিলে সুখ পান না । কাজেই তাঁহাদের ভাবানুসারে পৃথকবিধি স্বাকার প্রয়োজন । শ্রীহরিভক্তি-বিনাসকার সেভাবেও ব্যবস্থা দিতে কুণ্ঠিত হন নাই ।

অথ একান্তিনাং নৈবেদ্য-নিবেদন বিধিঃ ।

নিবেদ্যস্য মনুহেন স্বাভীক্টং মনুমেব তে ।

একান্তিনো জপন্তুস্তু গ্রাসমুদ্রাং বিতথ্যতে ॥

নচ ধায়ন্তি তে কৃষ্ণ-বক্ত্রাং তেজো বিনির্গমম্ ।

মঞ্জুল-ব্যবহারেণ ভোজয়ন্তি হরিং মুদা ।

পূর্বে নৈবেদ্য-সমর্পণ প্রসঙ্গে যাহা লিখিত আছে, তাহার মধ্যে একান্তি-ভক্তগণের বিশেষ এই যে, তাঁহারা নৈবেদ্য-শোধন প্রভৃতি যাহা কিছু কর্তব্য, তৎসমস্তই করিবেন ; কিন্তু পূর্বে নৈবেদ্য-মন্ত্ররূপে “ঠৌং নমঃ পরায় অবাত্মনে নিরুদ্ধায় নিবেদ্যং কল্পয়ামি” এই মন্ত্র জপ করার যে ব্যবস্থা আছে, একান্তি-ভক্তগণ এই মন্ত্র জপ না করিয়া, নিজ মূলমন্ত্র জপ করিবেন । পূর্বে বিধিতে লেখা আছে “শ্রীহরির মুখ হইতে তেজঃ নির্গত হইয়া নৈবেদ্যে ব্যাপ্ত হইল—এইরূপ চিন্তা করিবে” ; কিন্তু একান্তি-ভক্তগণ তাহা না করিয়া, নিজ ভাবানুকূল ব্যবহারানুসারে “শ্রীভগবান্ ভোজন করিতেছেন” এইরূপ চিন্তা করিবেন । শ্রীভগবান্ সর্বৈশ্বর্য-পরিপূর্ণ হইলেও ভাবুক ভক্তগণ নিজের ভাব-বিরোধী ঐশ্বর্য অঙ্গীকার করেন না ।

একান্তিভিষ্ঠাত্মকৃতং সবয়স্যস্য গোকুলে ।

যশোদা লাল্যমানস্য ধ্যেয়ং কৃষ্ণস্য ভোজনম্ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

পূর্ববিধিতে লেখা আছে,—“শ্রীভগবান্ ব্রহ্মশিবাদি-পরিবেষ্টিত হইয়া ভোজন করিতেছেন,—কমলা ব্যজন করিতেছেন,—এইরূপ চিন্তা করিবে” ; কিন্তু একান্তি-ভক্তগণ সেভাবে ভোজন-চিন্তা না করিয়া, শ্রীদাম-সুবলাদি বয়শ্চ-পরিবৃত শ্রীনন্দনন্দন ভোজন ‘করিতেছেন,—মা যশোমতী পরমাদরে বাৎসল্যভাবে তাঁহাকে লালন করিতেছেন,—এইরূপ চিন্তা করিবেন । মধুর ভাবের ভক্তগণও নিজ স্বরণীয় লীলা-নুসারে ভগবান্ ললিতা বিশাখা প্রভৃতি সখীগণ-বেষ্টিত হইয়া ভোজন করিতেছেন, এইরূপ চিন্তা করিবেন ; কোন সময়ে বা অন্তরালে থাকিয়া নন্দালয়ের প্রাতভোজন দর্শন চিন্তা করিবেন ইত্যাদি । নিজ নিজ গুরুপাদের নিকট এই সমস্ত প্রণালী বিশেষ করিয়া বুঝিয়া লইবেন ।

পূর্বব্যবস্থানুসারে শ্রীভগবান্কে নৈবেদ্য-দানের পর বিষ্ণুক্সেনকে প্রসাদ সমর্পণ করিতে হয় ; একান্তি-ভক্তগণ সে স্থলে ভদ্রসেনকে প্রদান করিবেন । পার্শদগণকে প্রসাদ সমর্পণ করিবার সময় নিজ নিজ ভাবানুকূল শ্রীদামাদি বয়শ্চবর্গ কিংবা ললিতাদি গোপীবর্গকে প্রদান করিবেন । এখানে সংক্ষেপে সমস্ত বিষয় লিখিত হইল ; বিস্তৃত পদ্ধতি জানিতে হইলে, সংকৃত “গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার-বারিধি” নামক গ্রন্থ দেখুন ।

শ্রীভগবান্কে নৈবেদ্য সমর্পণ করিতে হইলে, শাস্ত্র-বিহিত নৈবেদ্য-পাত্রে শাস্ত্র-বিহিত দ্রব্যাদি দান করিতে হয় । শ্রীহরিভক্তি-বিনাসে নৈবেদ্যপাত্রের বিবরণ ও নৈবেদ্যদানে বিহিত ও নিষিদ্ধ বস্তু সকলের নিরূপণ প্রসঙ্গে লিখিত আছে, যথা—

নৈবেদ্যপাত্রং বক্ষ্যামি কেশবস্যমহাত্মনঃ ।

হৈরণ্যং রাজতং কাংস্যং তাম্রং মৃন্ময়মেবচ ॥

পালাশং পাদ্মপত্রঞ্চ পাত্রং বিষ্ণোরতিপ্রিয়ম্ ॥

স্কন্দপুরাণম্ ।

শ্রীহরির নৈবেদ্যপাত্র সকল বর্ণন করিব। সুবর্ণপাত্র, রৌপ্যপাত্র, তাম্রপাত্র, মৃৎপাত্র, পলাশপত্র ও পদ্ম-পত্র-রচিত পাত্র শ্রীহরির অতি প্রিয়।

এই বচনে সকলেই দৃষ্টি রাখিবেন, নৈবেদ্য-পাত্রের তালিকায় পিত্তলপাত্র নাই। কিন্তু আমাদের দেশে পিত্তল পাত্রের প্রচলনই অধিক। সদাচার বলিয়া পাশ কাটাইলে চলিবে না; কারণ শাস্ত্র-বিরুদ্ধ সদাচার অগ্রাহ্য।

অথ নৈবেদ্যপাত্র-পরিমাণম্।

ষট্‌ত্রিংশদঙ্গুলং পাত্রমুত্তমং পরিকীর্তিতম্।

মধ্যমঞ্চ ত্রিভাগোণং কণ্যসং দ্বাদশাঙ্গুলম্।

বস্মঙ্গুল-বিহীনন্তু ন পাত্রং কারয়েৎ কচিৎ ॥

দেবীপুরাণম্।

ছত্রিশ অঙ্গুলী-পরিমিত নৈবেদ্য-পাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ। চব্বিশ অঙ্গুলি-পরিমিত মধ্যম ও বার অঙ্গুলি-পরিমিত পাত্র অধম। নৈবেদ্য-পাত্র আট অঙ্গুলি পরিমাণের কম কদাচ ব্যবহার করিতে নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৈবেদ্য-পাত্রের ব্যবহার প্রায়ই দেখা যায়; কিন্তু শ্রীহরি-ভক্তি-বিলাস দেখিলে তাহাতে আর আস্থা থাকে না।

অথ ভোজ্যানি।

গুড়-পায়স-সর্পীংষি শঙ্কুলাপ্প-মোদকান্।

সংযাব-দধি-সূপাংশ্চ নৈবেদ্যং সতি কল্পয়েৎ ॥

যদ্যদিচ্ছতমং লোকে যচ্চাপি প্রিয়মাত্মনঃ।

তত্তন্নিবেদয়েন্মহং তদানন্ত্যায় কল্পতে ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্।

অর্থসামর্থ্য থাকিলে গুড়, পায়স, ঘৃত, শঙ্কুলী, অপ্প, সংযাব,

দধি ও সূপ নৈবেদ্যার্থ অপর্ণ করিবে । কিংবা যে সমস্ত বস্তু জগতে অতি প্রিয় এবং যে সমস্ত বস্তু নিজের অতীব প্রীতিকর, সেই সমস্ত বস্তু শ্রীভগবান্কে অপর্ণ করিলে অনন্ত ফল লাভ হয় ।

এই শ্লোকটি বিশেষ বিবেচনা করিয়া বুঝা উচিত । “যে সমস্ত বস্তু নিজের অতি প্রিয়, তাহা শ্রীভগবান্কে অপর্ণ করিবে”, এই শাস্ত্র-বাক্য অনুসারে মৎস্য, মাংস, পলাণ্ডু প্রভৃতি অখাদ্য বস্তুও যদি কাহারও অতিপ্রিয় হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি তাহা নিবেদন করিবে কিনা, এইরূপ সন্দেহ অনেকের মনে উদয় হইতে পারে । বিশেষতঃ কোন কোনস্থানে একথা দেখা যায়, নিজের প্রিয় বস্তু শাস্ত্র-নিষিদ্ধ হইলেও শ্রীভগবান্কে অপর্ণ করিতে প্রেমিক শিরো-মণিগণ আপত্তি করেন না । আমার মতে প্রেমের মাত্রা বাড়িলেও শাস্ত্রবাক্য উল্লঙ্ঘন করিয়া, স্বৈচ্ছাচারিতার প্রসার বৃদ্ধি করা কোন ক্রমেই যুক্তিযুক্ত নহে । এসম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তি-বিলাস-টীকায় লিখিত আছে ।

যচ্চ আত্মনো হত্যন্তপ্রিয়মিতি-লোকেহনিষ্ঠমপি” অবিহিত মপি স্বস্য প্রিয়ক্ষেত্ৰে তর্হি দদ্যাদিত্যর্থঃ । অত্র চ বিহিতমেব নতু নিষিদ্ধমিতি মন্তব্যম্ । অত্যন্তনিষিদ্ধে চ বৈষ্ণবানাং স্বত এবাপ্রবৃত্তে স্তন্ন দেয়মেবেতি কিং তদভিব্যঞ্জনেন ।”

শ্রীহরিভক্তিবিলাস টীকা ।

যে বস্তু নিজের অত্যন্তপ্রিয় এই বাক্যের ব্যাখ্যা করিতেছেন ।— নিজের প্রিয় বস্তু যদি জগতে অনিষ্ট অর্থাৎ অব্যবহার্য্যও হয়, তথাপি শ্রীভগবান্কে নিবেদন করিবে ; কিন্তু এখানে বুঝিতে হইবে শাস্ত্র-বিহিত বস্তু যদি জগতে অব্যবহার্য্য হয়, তাহা হইলে, তাহা নিজের প্রিয় হইলে, শ্রীভগবান্কে নিবেদন করা যাইবে । শাস্ত্রনিষিদ্ধ হইলে,

নিজের মহাপ্রিয় হইলেও শ্রীভগবান্কে নিবেদন করা যাইবে না । বিশেষতঃ শাস্ত্রনিষিদ্ধ বস্তুতে বৈষ্ণবগণের স্বভাবতই প্রবৃত্তি থাকে না ; কাজেই শাস্ত্রনিষিদ্ধ বস্তু প্রিয় হইলেও শ্রীভগবান্কে নিবেদন করিবেনা,—এভাবে মূল শ্লোকে নিষেধ করা হয় নাই ।

ভক্তিদেবীর রূপা হইলে, কখনও নিষিদ্ধাচারে জীবের চিত্তবৃত্তি যাইতে পারে না । যিনি প্রকৃত ভক্ত, তিনি ভ্রমেও কখনও নিষিদ্ধ বস্তু শ্রীভগবান্কে অর্পণ করিতে পারেন না । বর্তমান সময়ে অনেক উৎকট প্রেমিকের দলে দেখা যায়, শাস্ত্র-নিষিদ্ধ বস্তু ব্যবহারে তাঁহাদের কোনই আপত্তি নাই ; জিজ্ঞাসা করিলে, একটা লম্বা চওড়া প্রেমের দৃষ্টান্ত দিয়া তাঁহাদের ভাবাবেশ হয় । আমার মতে এই সকল ভক্তগণের চরণে দূর হইতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া শাস্ত্র-বিহিত আচারে চলাই কুশলেছু ব্যক্তিগণের কর্তব্য ।

মোট কথা, শাস্ত্র-বিহিত সমস্ত বস্তুই ভক্তিসহকারে শ্রীভগবান্কে অর্পণ করা যাইতে পারে । অন্ন, ব্যঞ্জন, পায়স, পিষ্টক প্রভৃতি সমস্ত নৈবেদ্যেই কিঞ্চিৎ ঘৃতসংযোগ থাকা আবশ্যক । কারণ শাস্ত্রে লিখিত আছে—“অঘৃতঞ্চান্নম্বরং বিদুঃ ।” ঘৃতহীন ভোজ্য দ্রব্য সমস্তই আন্নুর অর্থাৎ তাহা দেবভোগ্য নহে ।

আত্মসম্বন্ধ না রাখিয়া, শ্রীভগবান্কে অর্পণ করিতে পারিলে, আর নিষিদ্ধ দ্রব্যে হাত পড়ে না । যে যে স্থানে স্বেচ্ছাচার দেখা যায়, তাহার অধিকাংশই রসনা-পরিতৃপ্তিমূলক । একদিকে জিহ্বার লালসে থাকা যায় না, আবার অত্রদিকে ভক্ত বলিয়াও পরিচয় দিতে হইবে ; কাজেই প্রেমের দোহাই না দিয়া গতি কি ? শ্রীহরি-ভক্তিবিলাসে লিখিত আছে—

যস্তু ভাগবতো দেবি অন্নাদ্যেন তু প্রীণয়েৎ ॥

প্রীণিতস্তিষ্ঠতেহ সৌ বৈ বহুজন্মানি মাধবি ॥

সর্বত্রীহিময়ং গৃহ শুভং সর্ববরসাম্বিতম্ ।

মন্ত্ৰেণ মে প্রদীয়েত ন কিঞ্চিদপি সংস্পৃশেৎ ॥

বরাহপুরাণম্ ।

যে ভক্ত অন্নাদি দ্বারা আমার প্রীতি বিধান করে ও নানাবিধ ভোজ্য বস্তু মন্ত্ৰ দ্বারা আমাকেই অর্পণ করে, নিজে তাহার কিছু স্পর্শ না করে, সে ব্যক্তি বহু জন্ম যাবৎ স্থখে স্বচ্ছন্দে আমার সেবা করিয়া কাটাইতে পারে ।

জীবের লালসা হইলেই শ্রীমন্নহা-প্রভুর কথা যেন মনে হয় ।

জিহ্বার লালসে যেবা ইতি উতি ধায় ।

শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায় ॥

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতম্ ।

যাহা হউক, শ্রীভগবান্কে যাহা অর্পণ করিতে হইবে, তাহা যেন শাস্ত্র-নিষিদ্ধ না হয় ; এজন্য নিষিদ্ধ ভোজ্যগুলির দিকে তীব্র দৃষ্টি রাখিতে হইবে । নিষিদ্ধ ভোজ্য সম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তিবিলাসে লিখিত আছে ।

অথ নৈবেদ্য নিষিদ্ধানি ।

নাভক্ষ্যং নৈবেদ্যার্থে ভক্ষ্যেষ্যপ্যজ্ঞা-মহিষীক্ষীরং

পঞ্চনখা মৎস্যশ্চ ।

হারীতশ্বতিঃ ।

অভক্ষ্য বস্তু নৈবেদ্যে অর্পণ করিতে নাই । ভক্ষ্য বস্তুর মধ্যেও অজাহ্নু, মহিষীহৃৎ, পঞ্চনখ যুক্ত জীব ও মৎস্য অর্পণ করিতে নাই ।

মাহিষং বর্জয়েন্মহং ক্ষীরং দধি স্নাতং যদি ।

বরাহপুরাণম্ ।

মহিষীদুগ্ধ, মহিষীদুগ্ধ-জাত দধি ও ঘৃত কদাচ আমাকে প্রদান করিবে না ।—এই কথা শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন ।

বর্তমান সময়ে মাহিষ-ঘৃতেৰ ব্যবহার প্রায় সৰ্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় । গব্য ঘৃত যে পাওয়া যায় না, এমত নহে ; তবে কিছু অর্থ ব্যয় হয় । রূপণতা কিংবা অভাববশতঃ অর্থব্যয় করা কঠিন ; কিন্তু লুচি কচুরি প্রভৃতি ভোগ না লাগাইলে রসনা পরিতৃপ্তিও হয় না ; কাজেই মাহিষ-ঘৃত ছাড়া আর গতি কি ? কালক্রমে যদি মাহিষঘৃতও দুৰ্ম্মূল্য হয়, তখন অন্য কোন নিষিদ্ধ বস্তু ব্যবহার করিতেও বোধহয় এই শ্রেণীর ভক্তগণ কুণ্ঠিত হইবেন না ।

অভক্ষ্যঞ্চাপ্যহৃদ্যঞ্চ নৈবেদ্যং ন নিবেদয়েৎ ।

কেশ-কীটাবপন্নঞ্চ তথা চাবিহিতঞ্চ যৎ ॥

মূষিকা-লাঙ্গুলোপেতমবধূতমবক্ষুতম্ ।

উদুশ্বরং কপিথঞ্চ তথা দন্তশঠঞ্চ যৎ ॥

এবমাদীনি দেবায় ন দেয়ানি কদাচন ॥

বিষ্ণুধর্মোত্তরম্ ।

অভক্ষ্য ও অহৃদ্য বস্তু (অর্থাৎ যাহার স্বাদ ভাল নহে, কিংবা ভোজন করিলে পীড়া হয়, এমত বস্তু) নৈবেদ্যে অর্পণ করিতে নাই । যে সকল বস্তু শাস্ত্র-নিষিদ্ধ, তাহা কদাপি শ্রীভগবানকে অর্পণ করিতে নাই । কেশযুক্ত, কীটসম্মিশ্রিত, মূষিক ও লাঙ্গুল (জন্তুবিশেষ) দ্বারা উচ্ছিষ্ট, অবধূত অর্থাৎ যে বস্তু অবজ্ঞা সহকারে ভাগ করা হইয়াছে, যে বস্তুর উপরে হাঁচা হইয়াছে তাদৃশ বস্তু কদাপি শ্রীভগবানকে অর্পণ করিবেন না । উদুশ্বর, কপিথ, দন্তশঠ (জন্তুর ফল) ইত্যাদি বস্তু ও প্রদান করিতে নাই ।

অথাভক্ষ্যাণি ।

পূর্বে বলা হইয়াছে, অভক্ষ্য বস্তু শ্রীভগবান্কে প্রদান করিতে নাই ; সেজন্য এখানে কোন্ কোন্ বস্তু অভক্ষ্য তৎসম্বন্ধে কিছু লিপিবদ্ধ করা ঘাইতেছে । মোট কথা যে সকল বস্তু ভোজন করা শাস্ত্রমতে কিংবা লোকাচারে বিরুদ্ধ, সে সমস্ত বস্তুকেই অভক্ষ্য বলা হয় ।

বৃন্তাকং জালিকা-শাকং কুম্ভাস্তাকং তথা ।

পলাণ্ডুং লশুনং শুক্লং নির্যাসকৈব বর্জয়েৎ ॥

গৃঞ্জনং কিংশুককৈব কুকুণ্ডং তথৈবচ ।

উডুম্বরমলাবুঞ্চ জঙ্ঘা পততি বৈ দ্বিজঃ ॥

কুম্ভপুরাণম্ ।

বার্তাকী, জালিকাশাক, কুম্ভাস্ত শাক, অস্তাক শাক, পলাণ্ডু, লশুন, শুক্ল (কাঁজি) ও নির্যাস (আঠা) যত্ন সহকারে পরিত্যাগ করিবে । গৃঞ্জন, কিংশুক, কুকুণ্ড (ফল বিশেষ) উডুম্বর, ও অলাবু ভক্ষণ করিলে পাপিত্য জন্মে ।

বার্তাকী, অলাবু প্রভৃতি আমাদের দেশে কেহ ত্যাগ করেন না বা শ্রীভগবান্কে অর্পণ করিতেও আপত্তি করেন না । কিন্তু শ্রীপুরী ধামে শ্রীজগন্নাথদেবের ভোগে এসমস্ত বস্তু ব্যবহৃত হয় না । আমাদের দেশের পণ্ডিতগণের মতে শ্বেতবর্ণ বার্তাকী ও বর্ন্তুলাকৃতি অলাবু পরিত্যজ্য । তাঁহারা বলিয়া থাকেন—

অলাবু বর্ন্তুলাকারা বার্তাকী দুগ্ধবর্ণিকা ।

দুগ্ধেচ লবণং দদ্বা সচো গোমাংস-ভক্ষণম্ ।

বর্ন্তুলাকৃতি অলাবু, দুগ্ধের স্যায় শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট বার্তাকী এবং লবণ সংযুক্ত দুগ্ধ—গোমাংসবৎ পরিত্যজ্য । চতুর্মাশ প্রভৃতি ব্রতে

বার্তাকী বর্জনের বিধি আছে ; কাজেই বার্তাকী নাহেই অভক্ষ্য বলিয়া বোধ হয় না ।

বার্তাকুং বৃহতীকৈব দক্ষমন্নং মসূরকম্ ।
যশ্চোদরে প্রবর্তেত তস্য দূরতরো হরিঃ ॥
অলাবুং ভুঙ্কয়েদ্ যস্ত দক্ষমন্নং কলম্বিকাম্ ।
স নির্লজ্জঃ কথং ক্রতে পূজয়ামি জনার্দনম্ ॥

স্কন্দপুরাণম্ ।

বার্তাকী, বৃহতী, দক্ষ অন্ন ও মসূর যাহার ভাঠরগত হয়, শ্রীহরি তাহার দূরে অবস্থান করেন । যে ব্যক্তি অলাবু, দক্ষ অন্ন ও কলম্বিকা ভক্ষণ করে, সেই নির্লজ্জ “আমি শ্রীহরির অর্চনা করি” একথা কেমন করিয়া উচ্চারণ করে ?

যত্র মদ্যং তথা মাংসং তথা বৃন্তাক-মূলকে ।
নিবেদয়েন্নৈব তত্র হরৈরৈকান্তিকী রতিঃ ॥

যামল-বচনম্ ।

যেস্থলে সুরা, মাংস, বার্তাকী ও মূলক শ্রীহরিকে নিবেদন করা হয়, সে স্থলে শ্রীহরির ঐকান্তিকী প্রীতি থাকে না ।

শ্রীজগন্নাথদেবের মূলক ভোগ হয় না । আমাদের দেশে কিন্তু মূলক-ভোগ দেওয়া সর্বত্র প্রচলিত আছে ; ইহার কারণ কি, তাহা শ্রীভগবান্‌ই জানেন ।

নিজ রসনা-তৃপ্তির সম্বন্ধ না রাখিয়া, প্রীতিসহকারে শ্রীভগবান্‌কে শাস্ত্রবিহিত দ্রব্য অর্পণ করাই উচিত । ভক্তগণ নিজ নিজ ভাবানুসারে সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া লইবেন । পত্র, পুষ্প, ফল, জল প্রভৃতি যে কোন বস্তুই হউক না কেন, প্রীতি-পূর্বক অর্পণ করিলে,

তাহাতে অনন্ত কল লাভ হয় । নৈবেদ্য দানের বহুঁ মহাত্ম্য শাস্ত্রে
কীৰ্ত্তিত আছে ; গ্রন্থবাহুল্য ভয়ে সেগুলি লিখিলাম না ।

নৈবেদ্য অপণের পর নীরাজন, গীত, বাদ্য প্রভৃতি দ্বারা শ্রীভগ-
বানের সেবা করিয়া পরিশেষে স্তব পাঠ করিতে হয় । •

ততো নিক্ষিপ্য দেবসোপরি পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ম্ ।

বিচিত্রৈর্মধুরৈঃ স্তোত্রৈঃ স্তুতিং কুবৰ্বীত ভক্তিমান্ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

নৈবেদ্য প্রদানান্তর শ্রীভগবদ্দেশ্যে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি নিক্ষেপ
করিয়া, বিচিত্র ও মধুর স্তুতি দ্বারা স্তব করিবে ।

আরিরাধয়িষুঃ কৃষ্ণং বাচং জিগদিস্যামি যাম্ ।

তয়া ব্যাস-সমাসিন্ধ্যা প্রীয়তাং মধুসূদনঃ ॥

মহাভারতম্ ।

শ্রীহরিকে উপাসনা করিতে বাসনা করিয়া যে সমস্ত বচন বলিতে
ইচ্ছা করিতেছি, সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত সেই সমস্ত বচন দ্বারা মধুরিপু
প্রসন্ন হউন ।

আরম্ভেচ স্তুতেরেতং শ্লোকং স্তুতিপরঃ পঠেৎ ।

সত্যং তস্যাং সমাপ্তোচ শ্লোকং সংকীৰ্ত্তয়েদিমম্ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

স্তবকারী ব্যক্তি স্তবারম্ভে পূৰ্ব্বকথিত “আরিরাধয়িষুঃ” ইত্যাদি শ্লোক
পাঠ করিবেন এবং স্তব পাঠান্তে নিম্নলিখিত শ্লোক পাঠ করিবেন ।

ইতি বিদ্যা-তপো-যোনিরযোনি-বিষ্ণুরীরিতঃ । •

বাগ্ যজ্ঞেনার্চিতো দেবঃ প্রীয়তাং মে জনার্দনঃ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিনাসঃ ।

বিদ্যা ও তপস্তার কারণ স্বরূপ অযোনিজ শ্রীভগবান্ বাক্য-যজ্ঞ দ্বারা
পূজিত হইয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ।

অথ স্তোত্রাণি ।

ওঁ নমো বিশ্বরূপায় বিশ্বস্থিত্যন্তুহেতবে ।
 বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় গোবিন্দায় নমোনমঃ ॥
 নমো বিজ্ঞান-রূপায় পরমানন্দরূপিণে ।
 কৃষ্ণায় গোপীনাথায় গোবিন্দায় নমোনমঃ ॥
 নমঃ কমলনেত্রায় নমঃ কমল-মালিনে ॥
 নমঃ কমলনাভায় কমলাপতয়ে নমঃ ।
 বর্হীপীড়াভিরামায় রামায়াকুণ্ঠমেধসে ।
 রমা-মানস-হংসায় গোবিন্দায় নমোনমঃ ॥
 (কংস-বংস-বিনাশায় কেশি-চানূরঘাতিনে ।
 বৃষভধ্বজ-বন্দ্যায় পার্থসারথয়ে নমঃ ।)
 বেণুবাদন-শীলায় গোপালায়াহিমর্দ্দিনে ।
 কালিন্দীকূললোলায় লোলকুণ্ডলবল্লবে ॥
 বল্লবীনয়নাশ্তোজ-মালিনে নৃত্যশালিনে ।
 নমঃ প্রণতপালায় শ্রীকৃষ্ণায় নমোনমঃ ॥
 নমঃ পাপপ্রণাশায় গোবর্দ্ধনধরায়চ ।
 পূতনাজীবিতান্তায় তৃণাবর্তাসুহারিণে ॥
 নিষ্কলায় বিমোহায় শুদ্ধায়াশুদ্ধিবৈরিণে ।
 অদ্বিতীয়ায় মহতে শ্রীকৃষ্ণায় নমোনমঃ ॥
 প্রসীদ পরমানন্দ প্রসীদ পরমেশ্বর ।
 আধিব্যাধিভুজঙ্গেন দর্শ্যং মামুদ্রক প্রভো ॥
 শ্রীকৃষ্ণ রুক্ষিণীকাস্ত গোপীজন-মনোহর ।
 সংসার-সাগরে মগ্নং মামুদ্রক জগদুত্তরো ॥

কেশব ক্লেশহরণ নারায়ণ জনার্দন ।

গোবিন্দ পরমানন্দ মাং সমুদ্র মাধব ॥

তাপনীয় শ্রুতিঃ ।

বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয় কারণ, বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপ শ্রীগোবিন্দকে প্রণাম করি । যিনি জ্ঞান ও পরমানন্দস্বরূপ সেই গোপীনাথ, গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি ॥ পদ্মলোচন, পদ্মমালাধারী, পদ্মনাভ, কমলাপতিকে নমস্কার করি । যাহার শিরোদেশে ময়ূর পুচ্ছে শোভিত, যিনি অকুণ্ঠ জ্ঞানবান্, সেই কমলার মানস-সরসী-হংস-স্বরূপ গোবিন্দকে প্রণাম করি ॥ কংসকুল-বিনাশকারী, কেশী ও চানুরনিসূদন, মহেশ্বরবন্দ্য, অর্জুন-সারথি শ্রীভগবান্কে প্রণাম করি ॥ যিনি বেণুবাদন-নিরত, গোপালক, কালীয়-দমন, যমুনাকুলবিহারী, চপল কুণ্ডলে শোভমান, গোপীগণের নয়ন-কমলের মালাধারী, নৃত্যপরায়ণ, প্রণত জনগণের প্রতিপালক সেই শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি । পাপনাশন, গোবর্দ্ধনধারী, পুতনা ও ভৃগাবর্তেব জীবনবিনাশক গোবিন্দকে প্রণাম করি ॥ পরিপূর্ণ, নির্মোহ, শুদ্ধ, অশুদ্ধি-বিনাশন অদ্বয় ও সর্ববন্দ্য গোবিন্দকে প্রণাম করি । হে পরমানন্দস্বরূপ পরমেশ্বর, প্রসন্ন হউন ॥ হে প্রভো, মনঃপীড়া ও ব্যাধিসর্প আমাকে দংশন করিতেছে ; আপনি আমাকে ত্রাণ করুন । হে ক্লিষ্টকান্ত, হে গোপীজন-চিন্তাহারিন্, হে জগদ্গুরো, আমি সংসার-সাগরে মগ্ন হইয়াছি, আমাকে উদ্ধার করুন ॥ হে কেশব ! হে দুঃখ-নাশন ! হে নারায়ণ ! হে জনার্দন ! হে গোবিন্দ ! হে পরমানন্দ ! হে মাধব ! আমাকে ত্রাণ করুন ॥

বিশেষতঃ কলিকালে স্তোত্রানি ।

ধ্যেয়ং সদা পরিভবন্নমস্তীমদোহং

তীর্থাস্পদং শিব-বিরিক্ণুভূতং শরণ্যম্ ।

ভূত্যাতিহং প্রণতপাল ভবাক্রিপোতং

বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥

তাক্ত। সুদুস্ত্যজ-সুরেপ্সিত রাজ্যলক্ষ্মীং

ধর্ম্মিষ্ঠ আর্থ্য-বচসা যদগাদরণ্যম্ ।

মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমম্বধাবদ্

বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্ ।

হে প্রণতজন-রক্ষক ! হে মহাপুরুষ ! ধ্যানযোগ্য, ইন্দ্রিয় ও কুটুম্ব-
জ্ঞ পরাভব-নাশক, অভীষ্ট-সাধক, গঙ্গাদি তীর্থের আশ্রয়, শিব-
বিরিক্ষিকর্তৃক সংস্কৃত, আশ্রয়যোগ্য ভক্তবর্গের দুঃখহারক এবং ভব-
সমুদ্রের পরিত্রাণ-কারক আপনার চরণারবিন্দ বন্দনা করি ।

হে ধার্ম্মিকপ্রবর মহাপুরুষ ! অপরের পক্ষে ত্যাগ করা দুঃক্লেশ ও
সুরগণেরও অভীপ্সিত রাজ্যলক্ষ্মী বিসর্জন করিয়া আপনি আর্থ্যবচনে
বনে প্রস্থান করিয়াছিলেন এবং প্রিয়তমার প্রীতি-সমুৎপাদনার্থে
মায়ামৃগাভিমুখে প্রধাবিত হইয়াছিলেন ; আমি আপনার চরণারবিন্দ
বন্দনা করি ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত আছে, কলির জীব এই শ্লোকদুইটি পাঠ
করিয়া শ্রীভগবানের স্তব করিবেন ; অতএব সকলোই এই শ্লোক
দুইটি পাঠ করা উচিত । কার্য্যবশতঃ অন্যান্য স্তব পাঠ করিতে
অসম্বিধা হইলেও কেহ এ দুইটি শ্লোক পাঠ করিতে ছাড়িবেন না ।

বৈদিকানীদৃশাণ্যেব কৃষ্ণে পৌরাণিকাণ্যপি ।

তান্ত্রিকাণ্যপি শাস্তানি স্তোত্রাণ্যপি নবান্যপি ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ।

এতাদৃশ গোকুল-লীলাসুতময় বেদোক্ত, পুরাণ-কথিত, তন্ত্রোক্ত, কিংবা নবীন-কবি-রচিত সমস্ত স্তবই শ্রীহরির সন্তোষ বিধান করে ।

ভক্তগণ যে ভাবে ও যে সম্বন্ধে শ্রীভগবানের আরাধনা করিবেন, সেই ভাব ও সম্বন্ধের অনুকূল স্তবপাঠ করাই, তাঁহাদের পক্ষে বিধেয় । শাস্ত্রে বহুপ্রকার স্তব লিখিত আছে ; তাহার মধ্যে কতকগুলি স্তব-প্রকরণে লিপিবদ্ধ করিব ।

অথ স্তুতিমাহাত্ম্যম্ ।

সর্বদেবেষু যৎ পুণ্যং সর্বতীর্থেষু যৎ ফলম্ ।

তৎ কলং সমবাপ্নোতি স্তুত্বা দেবং জনার্দনম্ ॥

মহাভারতম্ ।

নিখিল দেবতার উপাসনা করিলে যে পুণ্য সঞ্চার হয় এবং সর্বতীর্থে স্নান করিলে যে ফল লাভ হয়, দেবদেব জনার্দনের স্তুতি করিলে সেই ফললাভ হয় ।

যথা নরস্য স্তবতো বালকস্যেব ভূষ্যতি ।

মুগ্ধবাক্যে ন হি তথা বিবুধানাং জগৎপিতা ॥

অবলং প্রভুরীপ্সিতোন্নতিং, কৃতযত্নং স্বয়শঃস্তবে ঘৃণী ।

স্বয়মুক্করতি স্তনার্থিনং, পদলগ্নং জননীং বালকম্ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ।

বালকবৎ স্তৃতিকারী মানবগণের মুগ্ধ বচনেও জগৎপিতা খেদরূপ প্রীতিলাভ করেন, জ্ঞানিগণের জ্ঞানগর্ভ বচনেও তাদৃশ প্রীতিলাভ করেন না ।

মাতা যেমন স্তনপানেচ্ছু চরণলগ্ন বলহীন শিশুকে উত্তোলন পূর্বক স্বয়ং গ্রহণ করেন, সেইরূপ দয়াবান্ প্রভু স্তৃতিকারী অক্ষম ব্যক্তিকে বাঞ্ছিতফল প্রদান-পূর্বক সহজে আশ্রয় দান করেন ।

শাস্ত্রে শ্রীবিষ্ণু-সহস্র-নাম স্তোত্রের মাহাত্ম্য সর্বোচ্চরূপে কীর্তিত হইয়াছে । যথা—

স্তোত্রাণাং পরমং স্তোত্রং বিষ্ণোৰ্নামসহস্রকম্ ।

হিহা স্তোত্রসহস্রাণি পঠনীয়ং মহামুনে ॥

স্কন্দপুরাণম্ ।

হে মহামুনে শতসহস্র স্তোত্র পরিত্যাগ পূর্বক শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম স্তোত্র পাঠ করিবে । উহা স্তোত্রগণের মধ্যে পরম স্তোত্র ।

অথ বন্দনম্ ।

প্রণমেদথ সাক্ষাৎ তন্মুদ্রাঞ্চ প্রদর্শয়েৎ ।

পঠেৎ প্রতিপ্রণামঞ্চ প্রসীদ ভগবন্মিতি ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

স্তবপাঠের পর প্রণাম মুদ্রা সহকারে সাক্ষাৎ প্রণাম করিবে এবং প্রতি প্রণামে “ভগবন্ প্রসীদ” এই বাক্য উচ্চারণ করিবে ।

অথ প্রণাম-বিধিঃ ।

শিরো যুৎপাদয়োঃ কৃতা বাহুভ্যাঞ্চ পরম্পরম্ ।

প্রপন্নং পাহি মামীশ ভীতং মৃত্যুগ্রহার্ণবাৎ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্ ।

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—দক্ষিণ ও বামহস্ত দ্বারা আমার দক্ষিণ ও বামচরণ ধারণ করিয়া, আমার চরণে মস্তক অর্পণ পূর্বক “প্রপন্নং পাহি মামীশ ভীতং মৃত্যুগ্রহার্ণবাৎ” অর্থাৎ হে ঈশ আমি মৃত্যুর আক্রমণরূপ সমুদ্র হইতে ভীত হইয়া আপনার চরণে শরণাপন্ন হইলাম, আমাকে রক্ষা করুন । এই বলিয়া প্রণাম করিবে ।

প্রণাম সময়ে সাক্ষাৎ চরণ ধারণ ও তাহাতে মস্তক সমর্পণ ঘটে না ; কাজেই মনে মনে চিন্তা করিতে হয় যে, শ্রীভগবানের চরণদ্বয়

ধারণ করিয়া, তাহাতে মস্তক অর্পণ করিলাম । কেহ কেহ হস্তদ্বয় পরস্পর নিবদ্ধ করিয়া নিজ পৃষ্ঠে রাখিয়া প্রণাম করিয়া থাকেন । এভাবে প্রণাম করা শ্রীধরস্বামিপাদের অসম্মত নহে ; কারণ, শ্রীমন্তা-গবত টীকায় “বদ্ধা” পক্ষে এই ভাবেই শ্রীস্বামিপাদ ব্যাখ্যা করিয়া-ছেন ; কিন্তু আমাদের সাম্প্রদায়িক সদাচারে পৃষ্ঠে হস্তনিবদ্ধ করিয়া প্রণাম করিতে দেখা যায় না । কেহ কেহ প্রণাম-সময়ে হাত দুই-খানি চিৎ করিয়া লম্বাভাবে রাখেন ; কেহবা হাত দুইখানি চিৎ করিয়া জপ করার মত কর ধরিয়া থাকেন—ইত্যাদি নানাবিধ প্রণাম দেখিতে পাওয়া যায় । এভাবে প্রণাম প্রায়ই সহজিয়া সম্প্রদায়-প্রচলিত । কেহবা বিগ্রহের সম্মুখে কিংবা পূজনীয় কোন ব্যক্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া একটু চক্ষু “পিট্ পিট্” করেন । এই এক ভাবের প্রণাম । এইরূপ ভাবের ঘরের প্রণাম, ভাবের মাত্মমেই দেখা যায় । শাস্ত্রজ্ঞ কিংবা তদনুগত সম্প্রদায়ে বিরল । মোটকথা শ্রীহরিভক্তি-বিলাস দেখিয়া তদনুসারে সমস্ত কৰ্ম করাই গোড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কর্তব্য ।

গরুড়ং দক্ষিণে কৃতা কুর্যাৎ তৎপৃষ্ঠতো বুধঃ ।

অবশ্যঞ্চ প্রণামাঃ স্ত্রীন্ শক্তিশ্চেদধিকাধিকান্ ॥

আগন-বাক্যম্ ।

শ্রীবিগ্রহ-প্রাঙ্গণস্থ গরুড়স্তম্ভ দক্ষিণ ভাগে রাখিয়া ও শ্রীবিগ্রহকে বামদিকে রাখিয়া প্রণাম করিবে । প্রণাম তিনবার অবশ্যই করিবে ; শক্তি থাকিলে আরও অধিক করিতে পারা যায় ।

সন্ধিং বীক্ষ্য হরিং চাণ্ডং গুরুন্ স্বগুরুমেব চ ।

দ্বিচতুর্নিংশদগবা চতুর্নিবংশদদর্শকম্ ।

নমেৎ তদর্শমথবা তদর্শং সর্বথা নমেৎ ॥

নারদ-পঞ্চরাত্রম্ ।

যে সময়ে শ্রীবিগ্রহ কিংবা শ্রীগুরু প্রভৃতি শরনে থাকেন, কিংবা যে সময়ে ভোগ বা আরাত্রিক প্রভৃতি হয়, সে সমস্ত সময় ভিন্ন অন্য সময়ে, শ্রীভগবান্কে, পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুবর্গকে ও আচার্য্য, মন্ত্রদাতা প্রভৃতি গুরুকে প্রণাম করিতে হয়। প্রণাম আটচল্লিশ বার অথবা চল্লিশ বার, অথবা দ্বাদশ বার, অথবা ছয় বার, একান্ত অশক্ত হইলে তিন বার অবশ্যই করিবে।

দেবার্চা দর্শনাদেব প্রণামেন্নধুসূদনম্ ।

স্থানাপেক্ষা ন কৰ্ত্তব্য। দৃষ্টার্চাং বিজসত্তমান্ ॥

দেবার্চা দৃষ্টিপূতং হি শুচি সর্বং প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥

বিষ্ণুধর্মোত্তরম্ ।

দেবপ্রতিমা দর্শন মাত্রেই প্রণাম করিতে হয়। স্থানশুদ্ধি প্রভৃতির অপেক্ষা করিবে না। যেহেতু দেবমূর্তির সম্মুখস্থ সমস্ত স্থানই পবিত্র।

অথ সাষ্টাঙ্গপ্রণামঃ ।

‘দোৰ্ভ্যাং পদ্যাক্ষ জামুভ্যামুরসা শিরসা দৃশা ।

মনসা বচসা চেতি প্রণামোহষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ ॥

আগম-বাক্যম্ ।

হস্তদ্বয়, পদদ্বয়, বক্ষঃস্থল, মস্তক, চক্ষুঃ, মনঃ ও বাক্য এই আটটি দ্বারা প্রণামকে অষ্টাঙ্গ প্রণাম কহে। তন্মধ্যে নেত্রের ঈষৎ নিম্নীলন করিলে চক্ষুদ্বারা প্রণাম করা হয়। “দক্ষিণ ও বামহস্ত দ্বারা শ্রীভগবানের দক্ষিণ ও বাম চরণ ধারণ করিয়া, তাঁহার চরণে-মস্তক অর্পণ করিয়া আছি” ইহা চিন্তা করিলে, মনঃ দ্বারা প্রণাম করা হয়। “ভগবান প্রসীদ” এই বাক্য উচ্চারণ করিলে, বাক্যদ্বারা প্রণাম করা হয় এবং হস্ত, পদ, জামু, বক্ষঃ, ও মস্তক ভূমিতে লুপ্তিত হইলেই তদ্বারা প্রণাম করা হয়; সমস্ত একসঙ্গে হইলেই অষ্টাঙ্গ প্রণাম হইল।

অথ পঞ্চাঙ্গ-প্রণামঃ ।

জানুভ্যাকৈব বাহুভ্যাং শিরসা বচসা ধিয়া ।

পঞ্চাঙ্গকঃ প্রণামঃ স্যাৎ পূজাসু প্রবরাবিমৌ ॥

আগম-বাক্যম্ ।

জানুদ্বয়, বাহুদ্বয়, মস্তক, বাক্য ও মনঃ এই পাঁচদ্বারা যে প্রণাম করা হয়, তাহাকে পঞ্চাঙ্গ প্রণাম কহে । অষ্টাঙ্গ ও পঞ্চাঙ্গ প্রণামই অর্চনা-বিষয়ে শ্রেষ্ঠ । এতদ্বিন্ন কর শিরঃ সংযোগেও একপ্রকার প্রণাম হয় বটে, কিন্তু শ্রীহরিভক্তি-বিনাসকার এতাদৃশ বেগালের পক্ষপাতী নহেন ।

অথ প্রণামে নিষিদ্ধম্ ।

জন্মপ্রভৃতি যৎকিঞ্চিৎ পুমান্ বৈ ধর্ম্মমাচরেৎ ।

সর্বং তন্নিফলং যাতি একহস্তাভিবাদনাৎ ॥

বিষ্ণুস্মৃতিঃ ।

দক্ষিণ ও বামহস্ত দ্বারা শ্রীভগবানের দক্ষিণ ও বাম চরণ ধারণ করিয়া প্রণাম করিতে হয়, একথা পূর্বে বলা হইয়াছে ; যদি কেহ একহস্ত কার্য্যান্তরে রাখিয়া কিংবা আনশ্রবশতঃ প্রসারিত না করিয়া, একহস্তে প্রণাম করেন, তাঁহার আজন্ম-সঞ্চিত সমস্ত পুণ্য নষ্ট হয় ।

বস্ত্রপ্রাবৃতদেহস্ত যো নরঃ প্রণমেত মাম্ ।

শিত্রী স জায়তে মূর্থঃ সপ্তজন্মসু ভামিনি ॥

বরাহপুরাণম্ ।

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—যদি কেহ বস্ত্রাবৃত-শরীরে আমাকে প্রণাম করে, সেই মূর্থ সাতজন্ম শ্বেতকুষ্ঠগ্রস্ত হয় ।

আজকাল ভক্ত মহলে আমার প্রচলন হওয়ায় প্রণামকালে গায়ের কাপড় খোলা লোপ পাইয়াছে । বিশেষতঃ বারে বারে বাসিসের

ওয়ার খোলা ও বন্ধকরাও কৰ্মভোগ মন্দ নহে ; কাজেই বিধি-
মার্গের প্রণাম ছাড়িয়া সকলেই রাগমার্গের প্রণাম আরম্ভ করিয়াছেন ।
আমি একজন নামজাদা ভক্তকে জামা গায়ে দিয়া প্রণাম করিতে
দেখিয়া, তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, তিনি উত্তর করেন যে
“অষ্টোঙ্গ প্রণামই অনাবৃত অঙ্গে করিতে হয়ঃ পঞ্চাঙ্গে দোষ নাই ।”
তিনি যে শাস্ত্রানুসারে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আমরা সে শাস্ত্র
দেখি নাই ; কাজেই ব্যবস্থাটা দিতে পারিলাম না ।

অগ্রে পৃষ্ঠে তথা বামে সমীপে গৰ্ভমন্দিরে ।

জপ-হোম-নমস্কারান্ ন কুর্যাৎ কেশবালয়ে ॥

বরাহপুরাণম্ ।

শ্রীভগবানের সম্মুখে, পশ্চাতে, বামভাগে, নিকটে ও গৰ্ভমন্দিরে
জপ হোম ও বন্দনা করিতে নাই ।

সকৃদ্ভূমৌ নিপতিতো ন শক্তঃ প্রণহেশ্মুহঃ ।

উত্থায়োত্থায় কর্তব্যং দণ্ডবৎ প্রণিপাতনম্ ॥

বরাহপুরাণম্ ।

একবার ভূমিতে নিপতিত হইয়া বারে বারে মাথা ঠুকিয়া প্রণাম
শোধ দিতে নাই । প্রত্যেক বার উঠিয়া পুনরায় দণ্ডবৎ নিপতিত হইয়া
প্রণাম করিতে হয় । রোগী, দুর্বল প্রভৃতির ব্যবস্থা অন্তরূপ । সবল
সুস্থকালে দুর্বলের ব্যবস্থা করা ভাল নহে ।

অথ প্রণাম-মাহাত্ম্যম্ ।

নমস্কারঃ স্মৃতো যজ্ঞঃ সৰ্বযজ্ঞেষু চোত্তমঃ ।

নমস্কারেণ চৈকেন নম্নঃ পূতো হরিং ব্রজেৎ ॥

শ্রীনরসিংহপুরাণম্ ।

প্রণাম সর্বযজ্ঞের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ । একবার মাত্র প্রণাম করিলে,
জীব পবিত্র হয় ও শ্রীভগবান্কে লাভ করে ।

তীর্থকোটি-সহস্রাণি তীর্থকোটি-শতানি চ ।
নারায়ণ-প্রণামস্য কলাং নাইন্তি ষোড়শীম্ ॥

স্কন্দপুরাণম্ ।

একবার শ্রীভগবান্কে প্রণাম করিলে যে ফললাভ হয়, শত সহস্র
কোটি তীর্থ সেবায় তাহার ষোড়শভাগের একভাগ ফলও লাভ হয় না ।

শাঠ্যেনাপি নমস্কারং কুর্ন্বতে শাস্ত্রধ্বনে ।
শতজন্মার্জিতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি ॥

স্কন্দপুরাণম্ ।

শ্রীভগবান্কে শঠতা করিয়া প্রণাম করিলেও শতজন্মার্জিত পাপ
তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইয়া যায় ।

রেণুমণ্ডিত-গাত্রস্য কণা দেহে ভবতি যৎ ।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥

স্কন্দপুরাণম্ ।

প্রণাম সময়ে যতগুলি ধূলিকণা দেহে সংলগ্ন হয়, তত সহস্র-
বৎসর শ্রীভগবানের ধামে বাস করিতে পারা যায় ।

আজ কাল মার্বেল পাথরে বাঁধা শ্রীঅঙ্গনে প্রণাম করিয়া কাহারও
ভাগ্যে আর ধূলি সম্বন্ধ ঘটে না । বিশেষতঃ প্রণামের সময় প্রায়
সকলেরই মনে হয়, যেন ধূলি গায়ে না লাগে, লাগিলেও তাহা
তৎক্ষণাৎ ঝাড়িয়া ফেলিয়া ছুঁতায়ের পরিচয় দিতে কেহই কুণ্ঠিত
নহেন ।

একোহপি কৃষ্ণস্য কৃতপ্রণামো

দশাশ্বমেধাবভূতৈর্ন তুল্যঃ ।

দশাশ্বমেধী-পুনরেতি জন্ম

কৃষ্ণপ্রণামী ন পুনর্ভবায় ॥

• নারদীয়পুরাণম্।

শ্রীভগবান্কে একবার প্রণাম করিলে যে ফললাভ করা যায়; দশ-
বার অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেও সে ফললাভ করা যায় না; যেহেতু
দশাশ্বমেধ-যজ্ঞকারী ব্যক্তি পুণ্যক্ষয়ে আবার জন্মগ্রহণ করেন; কিন্তু
যিনি শ্রীভগবান্কে একবার প্রণাম করেন, তাঁহার আর জননীজঠরে
প্রবেশ করিতে হয় না।

সকৃদ্বা ন নমেদ্ যস্ত বিষ্ণবে শর্ম্মকারিণে ।

শবোপমং বিজানীয়াৎ কদাচিদপি নালপেৎ ॥

বৃহন্নারদীয়-পুরাণম্।

যে ব্যক্তি কল্যাণকারী শ্রীহরিকে একবারও প্রণাম করে নাই, সে
ব্যক্তি শবতুল্য; তাহার সহিত আলাপ করিতে নাই।

শশ্যন্তো ভগবদ্দ্বারং নামশস্ত্রপরিচ্ছদম্ ।

অকৃত্বা তৎপ্রণামাদি যান্তি তে নরকৌকসঃ ॥

পদ্মপুরাণম্।

শ্রীভগবানের নাম ও স্তূর্দর্শনাদি শস্ত্রদ্বারা চিহ্নিত শ্রীভগবান্মন্দির
দেখিয়াও যে ব্যক্তি দর্শন প্রণামাদি না করিয়া চলিয়া যায়, তাহার
ঘোর নরকে বাস হয়।

• অথ প্রদক্ষিণা ।

ততঃ প্রদক্ষিণাং কুর্যাদ্ ভক্ত্যা ভগবতো হরেঃ ।

নামানি কীর্তয়ন্ শক্তো তঞ্চ সাক্ষ্যজবন্দনাম্ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

প্রণামান্তে শ্রীভগবদ্বন্দ্বির প্রদক্ষিণ করিতে হয় । প্রদক্ষিণ কালে শ্রীভগবানের নাম কীর্ত্তন করিতে হয় । শক্তি থাকিলে প্রত্যেকবার প্রদক্ষিণ কালে অষ্টোক্ত প্রণাম করা বিধেয় ।

অথ প্রদক্ষিণা-সংখ্যা ।

একা চণ্ড্যাং রবৌ সপ্ত তিস্রো দদ্বাদ্ বিনায়কে ।

চতস্রঃ কেশবে দদ্বাৎ শিবে ত্রিধ্বপ্রদক্ষিণাম্ ॥

শ্রীনরসিংহপুরাণম্ ।

শ্রীদুর্গাকে একবার, সূর্য্যাকে সাতবার, গণেশকে তিনবার, শ্রীভগবান্কে চারিবার ও শ্রীমহাদেবকে অর্দ্ধবার প্রদক্ষিণ করিতে হয় ।

অথ প্রদক্ষিণায়াং নিষিদ্ধম্ ।

একহস্তপ্রণামশ্চ একা চৈব প্রদক্ষিণা ।

অকালে দর্শনং বিক্ষো ইন্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্ ।

বিষ্ণুস্মৃতিঃ ।

একহস্তে প্রণাম, একবার প্রদক্ষিণ ও স্নান-ভোজনাদি সময়ে বিষ্ণুদর্শন পূর্ব্বসংকীর্ণ পুণ্য নাশ করে ।

অথ কৰ্ম্মাচ্যপর্ণম্ ।

ততঃ শ্রীকৃষ্ণপাদাজে দান্তো নৈব সমর্পয়েৎ ।

ত্রিভির্শ্বৈঃ স্বকৰ্ম্মাণি সৰ্ব্বাণ্যাত্মানমপ্যথ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ।

প্রদক্ষিণ করার পর নিম্নলিখিত মন্ত্রদ্বারা স্বকৃত কৰ্ম্ম শ্রীভগবানে সমর্পণ করিবে ও দান্তভাবে আত্মসমর্পণ করিবে ।

অথ কৰ্ম্মাপর্ণ-বিধিঃ ।

দক্ষিণ পাণিনার্য্যাস্থং গৃহীত্বা চুলুকোদকম্ ।

নিধায় কৃষ্ণপাদাজ-সমীপে প্রার্থয়েদিদম্ ॥

পাদত্রয়-সমাক্রান্ত ত্রৈলোক্যেশ্বর কেশব ।

হৃৎপ্রসাদাদিদং তোয়ং পাদ্যং তেহস্তজনার্দন ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ।

দক্ষিণ হস্তে অর্ঘ্যপাত্রস্থ জল গ্রহণ করিয়া, শ্রীহরির চরণসন্নিধানে স্থাপন পূর্বক প্রার্থনা করিবে—হে ত্রিবিক্রম ! হে ত্রিভুবনাধিপতে ! হে কেশব ! হে জনার্দন ! আপনার অনুগ্রহে এই জল আপনার পাদরূপে কলিত হউক ।

অথ কৰ্ম্মাৰ্গমন্তঃ ।

ইতঃ পূৰ্ব্বং প্রাণ-বুদ্ধি দেহ-ধৰ্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎ স্বপ্ন-সুষুপ্ত্যবস্থাস্থ মনসা বাচা কৰ্ম্মণা হস্তাভ্যাং পদ্যামুদরেণ শিলা যৎস্মৃতং যদুক্তং যৎকৃতং তৎসৰ্ব্বং শ্রীকৰ্ম্মাৰ্গমং ভবতু স্বাহা । মাং মদীয়ঞ্চ সকলং হরয়ে সমৰ্পয়ামীতি । ॐ তৎসৎ ॥

আমি প্রাণ বুদ্ধি ও দেহ ধৰ্ম্মাধিকারে ইতি পূর্বে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিকালে চিন্তে যাহা স্মরণ করিয়াছি, বাক্যে যাহা প্রকাশ করিয়াছি, এবং কৰ্ম্ম (শারীরিক ব্যাপার) কর, চরণ, জঠর, ও শিল্প দ্বারা যাহাকিছু করিয়াছি তৎসমস্ত শ্রীহরিতে সমর্পিত হউক । আমি ও আমার যাবতীয় বস্তু শ্রীহরিতে সমর্পিত হউক ।

অথ স্তাৰ্গণ-বিধিঃ ।

অহং ভগবতোহংশোহস্মি সদা দাসোহস্মি সৰ্ব্বথা ।

তৎকৃপাপেক্ষকো নিত্যমিত্যাখ্যানং সমৰ্পয়েৎ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ।

আমি শ্রীভগবানের অংশ স্বরূপ, সৰ্বদা সৰ্ব্বপ্রকারে তাঁহার কিঙ্কর ও সৰ্বদা তাঁহার কৃপাপ্রার্থী—এইভাবে শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ করিতে হয় ।

“শ্রীভগবানের অংশ স্বরূপ” এই বাক্যে নিত্যমুক্ত বুদ্ধ ও সত্য-
স্বভাব এবং “তঁাহার কিঙ্কর” এবাক্যে নিত্যদাস্য সূচিত হইতেছে ।

অথ জপঃ ।

জপস্য পুরতঃ কৃতা প্রাণায়ামত্রয়ং বুধঃ ।
মন্ত্রার্থস্মৃতিপূর্বকঃ জপেদম্ভৌত্তরং শতম্ ॥
মূলং লেখ্যেন বিধিনা সदैব জপমালায়া ।
শক্তোক্তাধিকসাহস্রং জপেৎ তং চার্পয়ন্ জপম্ ॥
প্রাণায়ামাংশ্চ কৃতা ত্রীন্ দৃষ্টাৎ কৃষ্ণকরে জলম্ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

আত্মার্পণের পর মূলমন্ত্র জপ করিতে হয় । জপ করিতে হইলে,
জপের পূর্বে তিনবার প্রাণায়াম করিতে হয় । তৎপরে মন্ত্রের অর্থ
স্মরণ পূর্বক একশত আটবার জপ করিতে হয় । পুরশ্চরণ প্রসঙ্গে
লিখিত বিধি অনুসারে জপমালা গ্রহণপূর্বক জপ করাই বিধেয় । সামর্থ্য
থাকিলে এক সহস্র আটবার জপ করা ভাল । জপান্তে পুনরায় তিনবার
প্রাণায়াম করিয়া উষ্টদেবতার হস্তে জল দিবে ও জপ সমপর্ণ করিবে ।

তত্র জপসমপর্ণ-মন্ত্রঃ ।

গুহ্যতিগুহ্য-গোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপম্ ।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎপ্রসাদাৎ ত্বয়ি স্থিতে ॥

শ্রীহরিভক্তিবিনাসঃ ।

হে ভগবন্ ! আপনি গুহ্য এবং অতীব গুহ্য বিষয়ের রক্ষাকর্ত্তা ।
মংকৃত জপ গ্রহণ করুন । আপনার প্রতি নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তিগণ যে
সিদ্ধিলাভ করেন, আপনার কৃপায় আমারও, যেন সেই সিদ্ধিলাভ হয় ।

অর্পিতং তঞ্চ সক্ষিস্ত্য স্বীকৃতং প্রভুগাথিলম্ ।

পুনঃ স্তুত্বা যথাশক্তি প্রণম্য প্রার্থয়েদিদম্ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ।

পূর্বোক্ত যন্ত্রে জপ সমর্পণ করিয়া, মনে মনে চিন্তা করিবে যেন শ্রীভগবান্ তাহা গ্রহণ করিলেন । শক্ত্যানুসারে পুনরায় স্তব ও প্রণাম করিয়া এই প্রার্থনা করিবে ।

অথ প্রার্থনম্ ।

মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং জনার্দন ।

যৎ পূজিতং ময়া দেব পরিপূর্ণং তদন্তু মে ॥ ১

যদন্তু ভক্তিমাত্রেন পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্ ।

আবেদিতং নিবেদ্যন্তু তদগৃহাণানুকম্পয়া ॥ ২

বিধিহীনং মন্ত্রহীনং যৎকিঞ্চিদুপপাদিতম্ ।

ক্রিয়ামন্ত্রবিহীনং বা তৎ সর্বং ক্ষন্তুমর্হসি ॥ ৩

অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদশুভং যন্ময়া কৃতম্ ।

ক্ষন্তুমর্হসি তৎ সর্বং দাস্যোনৈব গৃহাণ মাম্ ॥ ৪

স্থিতিঃ সেবা গতিযাত্রা স্মৃতিশ্চিন্তা স্তুতির্বচঃ ।

ভূয়াৎ সর্বাত্মনা বিষ্ণো মদীয়ং ইয়ি চেষ্টিতম্ ॥ ৫

কৃষ্ণঃ রাম মুকুন্দ বামন বাসুদেব জগদ্গুরো ।

মৎস্য কচ্ছপ নারসিংহ বরাহ রাঘব পাহি মাম্ ॥ ৬

দেব-দানব-নাগাদিবন্দ্য দয়ানিধে ।

দেবকীসুত দেহি মে তব পাদভক্তিমচলাম্ ॥ ৭

নাথ যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্ ।

তেষু তেষুচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ইয়ি ॥ ৮

যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী ।

‘ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়াশ্মাপসর্পতু ॥ ৯

কীটেষু পক্ষিষু মৃগেষু সরীসৃপেষু

রক্ষঃ-পিশাচ-মনুজেষু পি তত্র তত্র ।

জাতস্য মে ভবতু কেশব তে প্রসাদাৎ

ত্ব্যেব ভক্তিরতুলাহব্যভিচারিণী চ ॥ ১০

যুবতীনাং যথা যুনি যুনাঞ্চ যুবতৌ যথা ।

মনোহভিরমতে তদ্বৎ মনো মে রমতাং ত্বয়ি ॥ ১১

হে দেব ! হে জনার্দন ! মন্ত্ররহিত, ক্রিয়ারহিত ও ভক্তিরহিত-
ভাবে আমি যে অর্চনা করিলাম, তাহা পরিপূর্ণ হউক ॥ ১

ভক্তিপূর্বক যে সকল পত্র, পুষ্প, ফল ও জল সমপিত হইয়াছে,
সেই সমস্ত বস্তু আপনি কৃপা করিয়া গ্রহণ করুন ॥ ২

বিধিরহিত, মন্ত্ররহিত, ক্রিয়ারহিত যে সমস্ত কৰ্ম্ম নিষ্পাদিত
হইয়াছে, সে সমস্ত ক্ষমা করুন ॥ ৩

জ্ঞানহীন বা অজ্ঞানতঃ আমি যে যে অন্তঃ কার্য্য করিয়াছি, তৎ
সমস্ত আপনি ক্ষমা করুন ও আমাকে দাসরূপে গ্রহণ করুন ॥ ৪

হে বিষ্ণো ! স্থিতি, সেবা, গতি, যাত্রা, স্মৃতি, চিন্তা, স্তুতি ও বাক্য
প্রভৃতি মদীয় নিখিল চেষ্টাই যেন আপনার উদ্দেশ্যেই হয় ॥ ৫

হে কৃষ্ণ ! হে রাম ! হে মুকুন্দ ! হে বামন ! হে বাসুদেব !
হে জগদগুরো ! হে মৎস্ত ! হে কৰ্ম্ম ! হে নৃসিংহ ! হে বরাহ !
হে রাঘব ! আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৬

হে দেব-দৈত্য ও নারদাদির পূজনীয় ! হে দয়ানিধে ! হে দেবকী-
নন্দন ! আপনার পাদপদ্মে আমায় অচলা ভক্তি দান করুন ॥ ৭

হে নাথ ! হে অচ্যুত ! আমি শত সহস্র যোনির মধ্যে যেখানেই দেহ ধারণ করি না কেন, সেখানেই যেন আপনার চরণে ভক্তি অচলা থাকে ॥ ৮

বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদিগের বিষয়ে অচলা প্রীতি-নিবন্ধন যেমন বিষয়-চিন্তা, হৃদয় হইতে তিরোহিত হয় না, সেইরূপ আপনাকে চিন্তা করিলে যেন আমার হৃদয় হইতে আপনার কথা তিরোহিত না হয় ॥ ৯

হে কেশব ! কীট, পক্ষী, মৃগ, সরীসৃপ, রাক্ষস, পিশাচ বা মনুষ্য প্রভৃতি যে কোন যোনিতে জন্মগ্রহণ করি না কেন, আপনার কৃপায় সেই জন্মেই যেন আপনার চরণে আমার দৃঢ় ভক্তি বিদ্যমান থাকে ॥ ১০

যেমন যুবকে যুবতীর এবং যুবতীতে যুবকের চিত্ত পরস্পর আসক্ত হয়, সেইরূপ আমার চিত্ত যেন আপনাতে অনুরক্ত থাকে ॥ ১১

অথাপরাধ-ক্ষমাপনম্ ॥

ততোহপরাধান্ শ্রীকৃষ্ণং ক্ষমাশীলং ক্ষমাপয়েৎ ।

সকলকু কীর্তয়ন্ শ্লোকানুত্তমান্ সাম্প্রদায়িকান্ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

প্রার্থনা-শ্লোক পাঠের সময় সম্প্রদায়-প্রচলিত উত্তম শ্লোক সমূহ পাঠ করিয়া ক্ষমাশীল শ্রীকৃষ্ণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে ।

জীবের অপরাধ পদে পদেই আছে । শত চেষ্টা করিলেও কেহ অপরাধের হাত এড়াইতে পারেন না । জ্ঞানতঃ কোন অপরাধ না হয়, এদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হয় । তথাহি—

অপরাধ-সহস্রাণি ক্রিয়ন্তেহহর্নিশং যয়া ।

দাসোহহমিতি মাং মত্বা ক্ষমস্ব মধুসূদন ॥

প্রতিজ্ঞা তব গোবিন্দ ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ।

ইতি সংসৃত্য সংসৃত্য প্রাণান্ সংধারয়াম্যহম্ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

হে মধুসূদন ! আমি দিবানিশি সহস্র সহস্র অপরাধ করিতেছি । দাস জ্ঞানে আমার সে সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করুন । হে গোবিন্দ ! আপনার এই প্রতিজ্ঞা আছে যে “মন্তুর্ভু কদাপি বিনাশপ্রাপ্ত ইয় না” আমি ইহা স্বরণ পূর্বক জীবন ধারণ করিতেছি ।

পাপ ও অপরাধ একার্থক শব্দ হইলেও শাস্ত্রে অপরাধ শব্দটি পরিভাষিকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে । যেমন স্মৃত্যাদি শাস্ত্রে এক পাপই পাতক, অতিপাতক, মহাপাতক প্রভৃতি শব্দ দ্বারা বিশেষরূপে ব্যবহৃত হয়, সেইরূপ অপরাধও সেবাপরাধ ও নামাপরাধ এই দুইভাগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । শ্রীভগবানের দর্শন, প্রণাম, পূজন প্রভৃতিতে শাস্ত্রোক্ত নিষেধ বাক্য আছে ; সেগুলিকে সেবাপরাধ কহে । এখানে সেবাপরাধের বিষয় লিখিতেছি ; নাম সংকীৰ্ত্তন প্রকরণে নামাপরাধের বিষয় লিখিত হইবে । গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, বিশ্বাসঘাতকতা, মিথ্যাভাষণ প্রভৃতি শাস্ত্রবিগর্হিত কৰ্ম গুলিকে পাপ বলা হয় । অপরাধ বলিতে ঐগুলি বুঝায় না । শ্রীভগবৎসেবা ও নামকীৰ্ত্তন বিষয়ে শাস্ত্র-বিগর্হিত কৰ্ম গুলিকে অপরাধ বলা হয়, স্বধীগণ বিবেচনা করিয়া বুঝিয়া লইবেন ।

অথ সেবাপরাধাঃ ।

যানৈর্বা পাছুকৈর্বাপি গমনং ভগবদ্গৃহে ।

দেবোৎসবাণ্যুসেবাচ অপ্রণামস্তদগ্রতঃ ॥

উচ্ছিষ্টেহপ্যথবাহশৌচে ভগবদ্দর্শনাদিকম্ ।

একহস্তপ্রণামশ্চ তৎপুরস্তাৎ প্রদক্ষিণম্ ॥

পাদপ্রসারণকাণ্ডে তথা পর্য্যঙ্ক-বন্ধনম্ ।
 শয়নং ভক্ষণং বাপি মিথ্যা ভাষণমেবচ ॥
 উচ্চৈর্ভাষা মিথো জল্পো রোদনানিচ বিগ্রহঃ ।
 নিগ্রহানুগ্রহো চৈব নৃযুচ ক্রুরভাষণম্ ।
 কন্দলাবরণকৈব পরনিন্দা পরস্তুতিঃ ।
 অশ্লীল-ভাষণকৈব অধোবায়ু-বিমোক্ষণম্ ॥
 শব্দো গোণোপচারশ্চ অনিবেদিতভক্ষণম্ ॥
 তত্তৎকালোদ্ভবানাঞ্চ ফলাদীনামনর্পণম্ ॥
 বিনিযুক্তাবশিষ্টস্য প্রদানং ব্যঞ্জনাদিকে ।
 পৃষ্ঠীকৃত্যাসনকৈব পরেষামভিবাদনম্ ॥
 গুরো মৌনং নিজস্তোত্রং দেবতানিন্দনং তথা ।
 অপরাধা স্তুতা বিমোদর্শিত্রিংশৎ পরিকীৰ্ত্তিতাঃ ॥

আগমবাক্যম্ ।

(১) যানে আরোহণ করিয়া শ্রীভগবন্মন্দিরে গমন (২) পাছকা
 পায়ে দিয়া শ্রীভগবন্মন্দিরে গমন (৩) দেবোৎসব প্রভৃতি না দেখা
 (৪) দেবমূর্তি দেখিয়া প্রণাম না করা (৫) উচ্ছিষ্ট কিংবা অশৌচা-
 বস্থায় শ্রীভগবদর্শনাদি (৬) এক হস্তে প্রণাম (৭) শ্রীভগবদ্বিগ্রহের
 সম্মুখে প্রদক্ষিণ (৮) শ্রীভগবদ্বিগ্রহের সম্মুখে পাদপ্রসারণ (৯)
 শ্রীভগবদ্বিগ্রহের সম্মুখে পর্য্যঙ্ক-বন্ধন (দুই হাঁটু উঁচু করিয়া হস্ত
 দ্বারা বেষ্টন করিয়া বসার নাম পর্য্যঙ্ক-বন্ধন) (১০) শ্রীভগদ্বিগ্রহের
 সম্মুখে শয়ন (১১) শ্রীভগবদ্বিগ্রহের সম্মুখে ভোজন (১২) শ্রীভগ-
 বদ্বিগ্রহের সম্মুখে মিথ্যা কথন (১৩) শ্রীভগবদ্বিগ্রহের সম্মুখে উচ্চ
 বাক্য প্রয়োগ (১৪) শ্রীভগবদ্বিগ্রহের সম্মুখে পরস্পর গল্প করা

(১৫) শ্রীভগবদ্বিগ্রহের সম্মুখে ক্রন্দন করা (১৬) শ্রীভগবদ্বিগ্রহের সম্মুখে 'মারামারি' করা (১৭) শ্রীভগবদ্বিগ্রহের সম্মুখে কাহাকেও নিগ্রহ কিংবা (১৮) অহুগ্রহ করা (১৯) শ্রীভগবদ্বিগ্রহের সম্মুখে কাহারও প্রতি নিষ্ঠুরবাক্য প্রয়োগ করা (২০) শ্রীভগবদ্বিগ্রহের সম্মুখে লোমযুক্ত বস্ত্র ব্যবহার করা (শ্রীভগবদ্বিগ্রহের সম্মুখে কঞ্চলাদি লোমযুক্ত বস্ত্র ব্যবহার করিলে তাহা হইতে লোম উড়িয়া ভোগের দ্রব্যাদিতে পড়িতে পারে বলিয়াই লোমযুক্ত বস্ত্র ব্যবহার অপরাধ মধ্যে গণিত হইয়াছে) (২১) শ্রীভগবদ্বিগ্রহের সম্মুখে পরনিন্দা ও (২২) পরপ্রশংসা করা (২৩) শ্রীভগবদ্বিগ্রহের সম্মুখে অশ্লীল বাক্য বলা (২৪) শ্রীভগবদ্বিগ্রহের সম্মুখে অধোবায়ু ত্যাগ করা (২৫) শক্তি থাকিতে গোণোপচারে পূজাদি করা (২৬) অনিবেদিত দ্রব্য ভোজন করা (২৭) যেকালে যে ফল প্রভৃতি উৎপন্ন হয়, তাহা শ্রীভগবান্কে না দেওয়া (২৮) কোন বস্তুর অগ্রভাগ অল্প কার্যে ব্যবহার করিয়া অবশিষ্ট ভাগ শ্রীভগবান্কে নিবেদন করা (২৯) শ্রীভগবদ্বিগ্রহের দিকে পিছন দিয়া বসা (এ অপরাধটি প্রায়ই যাত্রা কীর্তন প্রভৃতি শ্রবণকালেই হইয়া থাকে) (৩০) শ্রীভগবদ্বিগ্রহের সম্মুখে অল্প কাহাকেও প্রণাম করা (৩১) শ্রীগুরুদেব আগমন করিলে তাঁহার স্বাগত প্রশ্ন ও স্তবাদি না করিয়া মৌন থাকা (৩২) নিজ মুখে আত্মপ্রশংসা করা এবং দেবতা নিন্দা এই দ্বাত্রিংশৎ প্রকার সেবাপরাধ আগমে বর্ণিত হইয়াছে ।

দ্বাত্রিংশদপরাধা যে কীর্ত্যন্তে বস্তুধে ময়া ।

বৈষ্ণবেন সদা তে তু বর্জ্যনীয়াঃ প্রযত্নতঃ ॥

যে বৈ ন বর্জয়ন্ত্যেতান্ অপরাধান্ ময়োদিতান্ ।

সর্বধর্ম্মপরিভ্রষ্টা নরকে পচ্যতে চিরম্ ॥

বরাহপুরাণম্ ।

শ্রীভগবান্ পৃথিবীকে বলিতেছেন—হে ধরনি ! আমি যে দ্বাত্রিংশৎ প্রকার সেবাপরাধের বিষয় বলিয়াছি, বৈষ্ণবগণ সযত্নে সেই সমস্ত অপরাধ বর্জন করিবেন । যে সকল ব্যক্তি মৎকথিত এই সকল অপরাধ ত্যাগ না করে, তাহারা সর্ব-ধর্ম-পরিভ্রষ্ট হইয়া চিরদিন নরকে বাস করে ।

এই দ্বাত্রিংশৎপ্রকার সেবাপরাধ ব্যতীত আরও অনেকগুলি অপরাধের কথা শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে ধৃত হইয়াছে । যথা—

রাজান্নভক্ষণৈকমাপ্যপি ভয়াবহম্ ।

ধ্বাস্তাগারে হরেঃ স্পর্শঃ পরং স্কৃতনাশনঃ ॥

তথৈব বিধিমূল্লজ্যা সহসা স্পর্শনিং হরেঃ ।

দ্বারোদঘাটো বিনা বাদ্যং ক্রোড়মাংসনিবেদনম্ ॥

পাদুকাভ্যাং তথা বিনোম'ন্দিরাযোপসর্পণম্ ।

কুকুরোচ্ছিষ্টকলনং মৌনভঙ্গোহচ্যুতার্চনে ॥

তথা পূজনকালে চ বিড়ুৎসর্গায় সর্পণম্ ।

শ্রাদ্ধাদিকমকুংহাচ নবান্নস্যচ ভক্ষণম্ ॥

অদত্তা গন্ধমালাদি ধূপনং যধুঘাতিনঃ ।

অকর্ম্মণ্যপ্রসূনেন পূজনঞ্চ হরেস্তথা ॥

অকৃত্বা দস্তকাষ্ঠঞ্চ কৃত্বা নিধুবনং তথা ।

স্পৃষ্ট্ৱা রজস্বলাং দীপং তথা মৃতকমেবচ ॥

রক্তং নীলমধৌতঞ্চ পারক্যং মলিনং পটম্ ।

পরিধায় মৃতং দৃষ্ট্ৱা বিমুচ্যাপানমারুতম্ ॥

ক্রোধং কৃত্বা শ্মশানঞ্চ গহ্বা ভূতাপ্যজীর্ণযুক্ ।

ভক্ষয়িত্বা ক্রোড়মাংসং পিণ্যাকং জলপাদপম্ ॥

তথা কুসুমশাকঞ্চ তৈলাভ্যঙ্গং বিধায়চ ।
 "হরেঃ স্পর্শো হরেঃ কৰ্ম্মকরণং পাতকাবহম্ ॥
 মম শাস্ত্রং বহিষ্কৃতং অস্ম্যাকং যঃ প্রপদ্যতে ।
 মুক্তাচ মম শাস্ত্রাণি শাস্ত্রমণ্ডলং প্রভাষতে ॥
 মদ্যপন্থ সমাসাদ্য প্রবিশেন্দ্রবনং মম ।
 যো মে কুসুমশাকেণ প্রাপণং কুরুতে নরঃ ॥
 মম দৃষ্টেরভিমুখং তাম্বুলং চৰ্ব্বয়েত্তু যঃ ।
 কুরুবক-পলাশশ্চৈঃ পুষ্পৈঃ কুর্য্যাম্মার্চনম্ ॥
 মমার্চামাস্তরে কালে যঃ কৰোতি বিমৃঢ়ধীঃ ।
 পীঠাসনোপবিষ্টো যঃ পূজয়েদ্বা নিরাসনঃ ॥
 বামহস্তেন মাং ধৃষ্টা স্পর্শয়েদ্বা নিমৃঢ়ধীঃ ।
 পূজাং পর্য্যুষিতৈঃ পুষ্পৈঃ চীবনং গৰ্ব্বকল্পনম্ ॥
 তিৰ্য্যক্ পুণ্ড্রধরো ভৃষ্টা যঃ কৰোতি মমার্চনম্ ।
 যাচিতৈঃ পত্রপুষ্পাদৈঃ যঃ কৰোতি মমার্চনম্ ॥
 অপ্রক্ষালিতপাদো যঃ প্রবিশেন্মান-মন্দিরম্ ।
 অবৈষ্ণবস্য পঞ্চান্নং যো মহৎ বিনিবেদয়েৎ ॥
 অবৈষ্ণবেষু পশ্যৎসু মম পূজাং কৰোতি যঃ ।
 অপূজয়িত্বা বিঘ্ৰেণং সস্তাষ্য চ কপালিনম্ ॥
 নরঃ পূজান্তু যঃ কুর্য্যৎ স্পর্শনঞ্চ নথাস্তসাম্ ।
 অমৌনী বৰ্ম্মলিপ্তাজ্জো মম পূজাং কৰোতি যঃ ॥

বরাহপুরাণম্ ।

বিপদ কালেও রাজার ভক্ষণ করিলে একটি বিষম অপরাধ হয় ।
 অন্ধকার গৃহে শ্রীভগবদ্বিগ্রহ স্পর্শ করিলে সমস্ত পুণ্য নষ্ট হয়,

তাছাতে আর কোনই সন্দেহ নাই । বিধি অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ আচমনাদি না করিয়া, শ্রীভগবদ্বিগ্রহ স্পর্শ করা, করতালি না দিয়া শ্রীহরিমন্দির উদঘাটন করা, শূকর মাংস অর্পণ করা, পাছুকা পায়ে দিয়া দেব-মন্দিরে প্রবেশ করা, কুকুরের উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করা, পূজা করিতে করিতে কথা বলা, পূজা করিতে করিতে তাহা স্থগিত রাখিয়া মল মূত্রাদি ত্যাগ করিতে যাওয়া, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি না করিয়া নবান্ন ভোজন করা, শ্রীহরিকে গন্ধ, মালা প্রভৃতি অর্পণ না করিয়া ধূপ অর্পণ করা, শাস্ত্র-নিষিদ্ধ পুষ্প দ্বারা শ্রীহরির অর্চনা করা, প্রভৃতি সেবাপরাধ মধ্যে গণিত হয় ।

দুস্তম্ভাবন না করিয়া, স্ত্রীসহবাস করিয়া, রজস্বলা স্ত্রী স্পর্শ করিয়া, দাঁপ ও শব স্পর্শ করিয়া, লোহিত বর্ণ, নীলবর্ণ, অধোত, পরকীয় ও মলিন বসন পরিধান করিয়া, শব দর্শন করিয়া, অধোবায়ু ত্যাগ করিয়া, ক্রোধযুক্ত হইয়া, শ্মশান হইতে আসিয়া, অজীর্ণযুক্ত হইয়া, শূকরমাংস, পিণ্ডাক, হংস ও কুসুম্ভশাক ভোজন করিয়া ও তৈলাভ্যঙ্গ করিয়া শ্রীহরিকে স্পর্শ ও শ্রীহরি-সেবার কৰ্ম করিলে, অতীব পাপ সংঘটন করা হয় ।

নারদ-পঞ্চরাত্র কিংবা ব্যাসকথিত ভক্তিশাস্ত্রে অনাদর করিয়া অর্থাৎ শাস্ত্র না মানিয়া আপন ইচ্ছামত আমাকে উপাসনা করিলে, সেবাপরাধ হয় । মদীয় শাস্ত্রসমূহে অনাদর করিয়া যে অন্তঃশাস্ত্রকে শাস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করে, যে মণ্ডপায়ীকে স্পর্শ করিয়া আমার মন্দিরে প্রবেশ করে এবং কুসুম্ভশাক সহ আমাকে নৈবেদ্য দান করে, তাহার সকলেই অপরাধী ।

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—যাহারা আমার সম্মুখে তাম্বুল চর্ষণ করে, যাহারা কুরুবক ও পলাশপত্রস্থ পুষ্প দ্বারা আমার অর্চনা করে, যাহারা আমুর কালে আমায় অর্চনা করে, যাহারা কাষ্ঠাসনে কিংবা

নিরাসনে বসিয়া আমার অর্চনা করে, যাহারা বামহস্তে আমাকে স্পর্শ করিয়া স্নান করায়, যাহারা পযুর্ঘিত পুষ্প দ্বারা আমাকে পূজা করে, যাহারা আমার মন্দিরে থুথুফেলে, যাহারা আমার পূজা বিষয়ে “আমার মত পূজা কেহ করিতে পারে না, আমার মত সেবা কেহ করিতে পারে না” ইত্যাদি রূপে অহঙ্কার করে, যাহারা বক্রভাবে উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিয়া আমার পূজা করে, যাহারা সামর্থ্য থাকিতেও যাচিত পুষ্প দ্বারা আমার পূজা করে, যাহারা পদপ্রক্ষালন না করিয়া আমার মন্দিরে প্রবেশ করে, যাহারা অবৈষ্ণবের পাককরা অন্ন আমাকে অর্পণ করে, যাহারা অবৈষ্ণব ব্যক্তির সম্মুখে আমার অর্চনা করে, যাহারা গণেশের পূজা না করিয়া আমার পূজা করে, যাহারা কাপালিকের সহিত কথোপকথন করিয়া আমার পূজা করে, যাহারা নখম্পৃষ্ট জলদ্বারা আমাকে স্নান করায়, যাহারা আমাকে পূজা করিতে করিতে কথা বলে, যাহারা ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরে আমার পূজা করে, তাহারা সকলেই অপরাধী ।

জ্ঞেয়াঃ পরেহপি বহবোহপরাধাঃ সদস্মম্মতৈঃ ।

আচারৈঃ শাস্ত্রবিহিত-নিষিদ্ধাতিক্রমাদিভিঃ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

যে সমস্ত অপরাধের কথা লিখিত হইল, ইহাছাড়াও বহু অপরাধ আছে নিজ সাম্প্রদায়িক মহাত্মাগণের অসম্মত আচার করিলে অপরাধ হয় । শাস্ত্র বিহিত আচার পালন না করিলে ও শাস্ত্র নিষিদ্ধ আচার করিলেও অপরাধ হয় ।

অতঃপরং তু নির্মাল্যং ন লজ্জয় মহীপতে ।

নরসিংহস্য দেবস্য তথাত্মেবাং দিবৌকসাম্ ॥

আপদ্যপি চ কষ্টায়াং দেবেশ-শপথং নরঃ ।
ন করোতি হি যো ব্রহ্মন্তস্য তুষ্যতি কেশবঃ ॥
ন ধারয়তি নির্মাল্যমন্ত্ৰদেবধৃতন্তু যঃ ।
ভুঙক্তে ন চান্ধনৈবেদ্যং তস্য তুষ্যতি কেশবঃ ॥

বিষ্ণুধর্মোত্তর-নারসিংহপুরাণে ।

নৃসিংহদেব কিংবা অন্য কোন দেবতার নির্মাল্য লঙ্ঘন করিবে না । যে ব্যক্তি মহাবিপদে পড়িলেও কখন শ্রীভগবানের নাম করিয়া শপথ না করে, ভগবান্ তাহার উপর সন্তুষ্ট থাকেন । যে ব্যক্তি অন্য দেবের নির্মাল্য ধারণ না করে ও অন্যদেবের প্রসাদ গ্রহণ না করে, শ্রীভগবান্ তাহার উপর সন্তুষ্ট হন ।

অথাপরাধ-শমনম্ ।

সংবৎসরস্য মধ্যে চ তীর্থে শৌকরকে মম ।
কৃতোপবাসঃ স্নানেন গঙ্গায়াং শুদ্ধিমাশ্নুয়াৎ ॥
মথুরায়াং তথাপ্যেবং সাপরাধঃ শুচি ভবেৎ ॥
অনয়োস্তুতীর্থযোরন্ধে যঃ সেবেৎ স্মৃকৃতী নরঃ ।
সহস্রজন্মজনিতানপরাধান্ জহাতি সঃ ॥

বিষ্ণুধর্মোত্তরম্ ।

সংবৎসর মধ্যে শৌকর তীর্থে অনাহারে থাকিয়া গঙ্গায় স্নান করিলে, অপরাধী ব্যক্তি পবিত্র হয় । ঐ প্রকার মথুরায় বাস করিয়া যমুনায় স্নান করিলেও অপরাধী ব্যক্তি পবিত্র হয় । এই উভয় তীর্থ-সন্নিধানে বাস করিয়া যিনি শ্রীভগবানের সেবা করেন, তিনি যথার্থ ভাগ্যবান্ । তাঁহার সহস্রজন্ম-সঞ্চিত অপরাধ নষ্ট হইয়া যায় ।

অহন্যহনি যো মর্ত্যো গীতাধ্যায়ন্তু সম্পঠেৎ ।

ষা ত্রিংশদপরাধৈধ্বন্ত অহন্যহনি মুচ্যতে ॥

তুলস্যা কুরুতে যন্তু শালগ্রাম-শিলাচর্চনম্ ।
 দ্বাত্রিংশদপরাধাংস্তু ক্ষমতে তস্য কেশবঃ ॥
 দ্বাদশ্যাং জাগরে বিষ্ণো য় পঠেৎ তুলসীস্তুবম্ ।
 দ্বাত্রিংশদপরাধানি ক্ষমতে তস্য কেশবঃ ॥
 যঃ কুরোতি হরেঃ পূজাং কৃষ্ণশত্ৰাক্ষিতো নরঃ ।
 অপরাধ-সহস্রাণি নিত্যং হরতি কেশবঃ ॥

স্কন্দপুরাণম্ ।

যে ব্যক্তি প্রত্যহ এক অধ্যায় করিয়া গীতা পাঠ করেন, তিনি দৈনন্দিন সেবাপরাধ হইতে মুক্তিলাভ করেন। যে ব্যক্তি তুলসী-পত্র দ্বারা শালগ্রাম শিলার অর্চনা করেন, শ্রীভগবান্ তাঁহার দ্বাত্রিংশৎ সেবাপরাধ ক্ষমা করেন। যে ব্যক্তি দ্বাদশী তিথিতে জাগরণ করিয়া তুলসী স্তুবপাঠ করেন, শ্রীভগবান্ তাঁহার দ্বাত্রিংশৎ সেবাপরাধ ক্ষমা করেন। যে ব্যক্তি শঙ্খ-চক্রাদিচিহ্ন-ধারণ করিয়া শ্রীভগবান্কে অর্চনা করেন, শ্রীভগবান্ তাঁহার শতসহস্র অপরাধ ক্ষমা করেন।

অথ শেষ-গ্রহণম্ ।

ততো ভগবতা দত্তং মন্যমানো দয়ালুনা ।

মহাপ্রসাদ ইত্যুক্ত্য শেষং শিরসি ধারয়েৎ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

অপরাধ-ক্ষমাপণ প্রভৃতি করাইয়া শ্রীভগবানের নির্মাল্য গ্রহণ করিয়া, ‘শ্রীভগবান্ কৃপা করিয়া ইহা আমাকে দান করিলেন’ এই প্রকার চিন্তা করিয়া, “মহাপ্রসাদ” এই কথা উচ্চারণ করিয়া মস্তকে ধারণ করিবে।

অথ নির্মাল্যধারণ-নিত্যতা ।

অম্বরীষ হরেলগ্নং নীরং পুষ্পং বিলেপনম্ ।

ভক্ত্যা ন ধত্তে শিরসা শ্বপচাদধিকো হি সঃ ॥

পদ্মপুরাণম্ ।

হে অস্বরীষ ! শ্রীভগবানের অঙ্গ-সংলগ্ন জল, কুমুম ও চন্দন যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে মস্তকে ধারণ না করে, সে ব্যক্তি চণ্ডাল অপেক্ষাও অধম ।

অথ নির্মাল্য-ধারণ-মাহাত্ম্যম্ ।

কৃষ্ণোত্তীর্ণস্তু নির্মাল্যং যস্যঙ্গং স্পৃশতে যুনে ।

সর্বরোগৈস্তথা পাপৈর্মুক্তো ভবতি নারদ ॥

বিষ্ণো নির্মাল্য-শেষেণ যো গাত্রং পরিমার্জয়েৎ ।

দুরিতানি বিনশ্যন্তি ব্যাধয়ো যান্তি খণ্ডশঃ ॥

যুখে শিরসি দেহে তু বিষ্ণুত্তীর্ণস্তু যো বহেৎ ।

তুলসীং মুনিশার্দূল ন তস্মৈ স্পৃশতে কলিঃ ॥

স্বন্দপুরাণম্ ।

হে নারদ ! যাহার অঙ্গে শ্রীভগবানের অঙ্কোত্তীর্ণ নির্মাল্য স্পর্শ হয়, সেই ব্যক্তি নিখিল রোগ ও নিখিল পাতক হইতে মুক্তিলাভ করেন । যে ব্যক্তি শ্রীভগবানের নির্মাল্য দ্বারা দেহ মার্জন করেন, তাঁহার নিখিল পাতক ধ্বংস প্রাপ্ত হয় ও ব্যাধি খণ্ড খণ্ড হইয়া যায় । যাহার বদনে, মস্তকে ও শরীরে শ্রীভগবানের নির্মাল্য-তুলসী ধৃত থাকে, কলি তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না ।

অথ বিসর্জন-বিধিঃ ।

পূজার প্রারম্ভে ইষ্টদেবতাকে আবাহন করিয়া আনিয়া, পূজাস্তে বিসর্জন দিতে হয় । যাহারা শ্রীশালগ্রামে ও প্রতিমাদিতে পূজা করেন, তাঁহাদের আবাহন বিসর্জন নাই । যাহারা মন্ত্র লিখিয়া কিংবা যন্ত্রাদিতে পূজা করেন, তাঁহাদের আবাহন ও বিসর্জন করিতে হয় ।

বিসর্জনস্তু চেৎ'কার্য্যং বিসৃজ্যাবরণানি তৎ ।

দেবে তন্মুদ্রয়া প্রার্থ্য দেবং হৃদি বিসর্জয়েৎ ॥

শ্রীহরিতত্ত্ব-বিনাসঃ ।

বিসর্জন করিবার প্রয়োজন হইলে, প্রথমতঃ আবরণ দেবতাগণকে বিসর্জন দিতে হয়। কোন কোনও মতে আবরণ দেবতাগণকে মূল দেবতার অঙ্গে লীন চিত্তা করিতে হয়। তদনন্তর সংহার মুদ্রা দ্বারা একটি পুষ্প লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রার্থনা করিয়া ইষ্টদেবতাকে নিজ হৃদয়ে বিসর্জন করিবে।

বিসর্জন-প্রার্থনা ।

পূজিতোহসি ময়া ভক্ত্যা ভগবন্ কমলাপতে ।

সলক্ষ্মীকো মম স্বাস্ত্যং বিশ বিশ্রান্তিহেতবে ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ।

হে ভগবন্ ! হে কমলাপতে ! আমি ভক্তিসহকারে কমলার সহিত আপনাকে পূজা করিলাম। এখন বিশ্রাম জন্ম আমার হৃদয়ে প্রবেশ করুন।

প্রার্থ্যৈবং পাছুকে দত্তা সাক্ষমুদাসয়েদ্ধরিম্ ।

প্রাণায়ামং ষড়ঙ্গকং কৃত্বা মুদ্রাং বিসর্জনীম্ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ।

এই প্রকার প্রার্থনা করিয়া পাছুকা নিবেদন পূর্বক প্রাণায়াম, ষড়ঙ্গকাস ও বিসর্জনী মুদ্রা দেখাইয়া অঙ্গদেবতাসহ ইষ্টদেবতাকে বিসর্জন দিবে।

সর্ববৈষ্ণব সাধারণ্যে এই বিসর্জন বিধি লেখা হইল ; একান্ত ভক্তগণ যাহাতে নিজ ভাব বিরুদ্ধ না হয়, সেই ভাবে শ্রীগুরুদেবের আদেশ মত বিসর্জন করিবেন। যন্ত্র প্রভৃতি লিখিয়া পূজা করিতে হইলে, আবাহন ও বিসর্জন করিতেই হইবে, ইহা যেন মনে থাকে।

অথ পূজাবিধি-বিবেকঃ ।

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে গাত্রোখান করিয়া স্নান, সঙ্ক্যাবন্দনাদি, তিলকধারণ

ও পূজা প্রভৃতি সমস্ত লিখিত হইল । কিন্তু ইহার মধ্যে অনেক বিবেচনার বিষয় আছে । শাস্ত্রোক্ত বিধি সকল নানাভাবে প্রযুক্ত হইয়া থাকে ; সেগুলি নিজ অধিকার অনুসারে বুঝিয়া লইয়া করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য । পূজা নানা প্রকারের আছে, কোনও কামনা করিয়া একপ্রকার পূজা হয়, মন্ত্রসিদ্ধির জন্ত একপ্রকার পূজা হয়, প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহে এক প্রকার পূজা হয় ও নিজ গৃহে প্রতিমা স্থাপন করিয়া প্রীতিপূর্ব্বক এক প্রকার পূজা হয় । এই প্রকার নানাবিধ পূজার বিধি শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় । শ্রীহরিভক্তি-বিনাসে সৰ্ব্বপূজা-সাধারণ রূপে ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে । সাধকগণ নিজ নিজ ভাবানুসারে বুঝিয়া লইবেন । শ্রীহরিভক্তি-বিনাসকার পূজাবিধি শেষ করিয়া পরিশেষে লিখিয়াছেন ।

অয়ং পূজাবিধির্মন্ত্র-সিদ্ধার্থস্ত জপস্ত হি ।

অঙ্গং ভক্ত্যস্ত ভক্তিষ্ঠৈ ন্যাসাদীনস্তুরেষ্যতে ॥

শ্রীহরিভক্তিবিনাসঃ ।

এপর্য্যন্ত যে সমস্ত পূজাবিধি লিখিত হইল, তাহা মন্ত্রসিদ্ধির জন্ত করা কর্তব্য । এই পূজা জপাঙ্গ । শ্রবণাদি নববিধা ভক্তির অঙ্গ যে অচর্চন আছে, তাহা এপ্রকার নহে । ভক্তিনিষ্ঠ সাধকগণ গ্রাসাদি না করিয়াই সে পূজা করিয়া থাকেন ।

এই শ্লোকে জপাঙ্গ পূজা ও ভক্ত্যাঙ্গ পূজা এই দুই প্রকার পূজার উদ্দেশ্য পাওয়া গেল । সাধক পূজা করিবার সময় বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, তিনি জপাঙ্গ পূজা করিতেছেন, কি ভক্ত্যাঙ্গ পূজা করিতেছেন । জপাঙ্গ পূজা করিতে হইলে, পূর্ব্বোক্ত গ্রাসাদি সমস্ত করিয়া পূজা করিতে হয় । ভক্ত্যাঙ্গ পূজা করিতে হইলে, সে সকলের কোনই প্রয়োজনীয়তা নাই ।

শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে মন্ত্র ও মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিয়া জপ

করার উদ্দেশ্যই এই যে, মন্ত্র ও মন্ত্র-দেবতার অভেদ সাধন করিয়া মন্ত্র দেবতার সঙ্গে সম্বন্ধ-বিশেষ স্থাপন করা । কাজেই মন্ত্রাঙ্গ গ্রাসাদি করিয়া সেই সম্বন্ধের স্ফূর্তিসাধন করা সকলেরই কর্তব্য । দীক্ষা-বিধানের দ্বারা সম্বন্ধ স্থাপন করিতে যদি কাহারও ইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলে, তাঁহার এভাবে পূজা করার প্রয়োজন নাই । বর্তমান সময়ে দেখা যায়, দীক্ষা সকলেই গ্রহণ করেন ; কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য কি, তাহা কেহই ভাবিয়া দেখেন না । মন্ত্রজপ করিতে হইলেই ভূতশুদ্ধি, অঙ্গগ্রাস, ঋগাদি গ্রাস, অক্ষর গ্রাস, পদগ্রাস প্রভৃতি পূর্বোক্ত-গুলি যাজন করিয়া পূজা সমাপনান্তে মন্ত্রজপ করিতে হইবে ; তাহা না করিলে জপের অঙ্গহানি হইবে । কাজেই দীক্ষিত ব্যক্তির জপাঙ্গ পূজার হাতছাড়ান কঠিন । দীক্ষাগ্রহণ করিয়া যথাবিধি জপ করিতে না পারিলে, দীক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধন করা যায় বলিয়া মনে হয় না । শ্রীগুরুদেব কর্ত্তে মন্ত্রপ্রদান করিলেই তাহা পেটে গিয়া গাছ গজাইবে—আর কোন সাধনা করিতে হইবে না—কোন শাস্ত্রেই এমন কথা নাই । কৃষ্ণমন্ত্র অসীম শক্তিশালী হইলেও মরুভূমিতে রোপণ করিলে মহাতেজস্কর বীজেও অক্ষুর জন্মে না, একথা সকলে মনে রাখিবেন । আমাদের সাম্প্রদায়িক মন্ত্রগুলি প্রায়ই গৌতমীয় তন্ত্রোক্ত । সেই গৌতমীয় তন্ত্রেই জপ, পুরশ্চরণ প্রভৃতি যে কত-প্রকার কৰ্ম্ম করিতে বলিয়াছেন, তাহা একবার ভাল করিয়া দেখিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হইবেন । গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাধনের পথ প্রদর্শক শ্রীসনাতন গোস্বামি পাদও যে যথাবিধি জপাদি করিতে অবহেলা করেন নাই, তাহা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায় ।

কৃষ্ণমন্ত্রে করাইল দুই পুরশ্চরণ ।

অচিরাৎ পাইবারে চৈতন্য-চরণ ॥

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ।

পুরস্চরণ তাঁহাকে অবশ্যই যথাশাস্ত্র করিতে হইয়াছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই । মায়াবদ্ধ জীব মায়াজাল ছিঁড়িয়া শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিবে, এ ব্যাপার বড় মোজা নহে । ইহা খাম্বেয়ালিতে হয় না । যথাশাস্ত্র সাধনা করিতে করিতে কোন কালে যদি কাহারও ভাগ্যে ঘটে । নিজের অবস্থায় সকলেই বৃদ্ধিতে পারিতেছেন, বিষয়-বাসনা কাটে না ; ‘আমি’ ‘আমার’ ছুটেনা, কামনা বাসনা মিটেনা, কাজেই তীব্র সাধনার প্রয়োজন । সেই জন্ত শাস্ত্রকারগণ দীক্ষা-বিধানের ব্যবস্থা করিয়াছেন । অধিক আলোচনা করিয়া গ্রন্থ-কলেবর বৃদ্ধি করার প্রয়োজন নাই ; মোটের উপর মন্ত্র জপ করিতে হইলে, জপাঙ্গ পূজার অনুষ্ঠান অবশ্য-কর্তব্য ।

ভক্ত্যাঙ্গ পূজায় মন্ত্রের সহিত দেবতার অভেদ সাধনের কোনই প্রয়োজন নাই ; কাজেই সে সমস্ত গ্রামাদিরও প্রয়োজন নাই । ভক্তগণ শ্রীবিগ্রহকে সাক্ষাৎ ভগবান্ জ্ঞান করিয়াই সেবা করিয়া থাকেন । কাজেই বিগ্রহে ভগবত্তা স্থাপনেরও কোন প্রয়োজন নাই । তবে নিজের পূজা যোগ্যতা সম্পাদনের জন্ত ভূতভুজি, অঙ্গগ্রাস, ঋগ্গাদিগ্রাস প্রভৃতি সমস্তই করিতে হইবে ; কেবল জপাঙ্গ পূজার মত দেবতার অঙ্গে কোন গ্রাসাদি করিতে হইবে না । ভক্ত্যাঙ্গ পূজাও দেবালয় এবং নিজ গৃহ-ভেদে দ্বিবিধ হয় । দেবালয়ে পূজা করিতে হইলে, সেই প্রতিষ্ঠিত দেবতার নিয়মানুসারে পূজা করিতে হয় ; নিজ গৃহে পূজা করিতে হইলে ব্রত রক্ষার জন্ত স্বেচ্ছানুসারে করা যাইতে পারে ।

তত্র দেবালয়ে পূজা নিত্যত্বেন মহাপ্রভোঃ ।

কাম্যত্বেনাপি গেহেতু প্রায়ো নিত্যতয়া মতা ॥

সেবাদি-নিয়মো দেবালয়ে দেবস্য চেষ্যতে ।

প্রায়ঃ স্বগেহে স্বচ্ছন্দ-সেবা স্বব্রত-রক্ষয়া ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ।

শ্রীভগবদ্ভক্তির নিৰ্মাণ ও তাহাতে শ্রীভগবদ্বিগ্রহ স্থাপন না করিলে দোষ হয় । অতএব দেবালয়ে পূজা নিত্য ; আবার দেবালয় স্থাপন করিয়া শ্রীভগবানের অৰ্চনা করিলে, অশেষ বাঞ্ছিত ফল লাভ হয় । অতএব দেবালয়-পূজা কাম্যও বটে । কিন্তু নিজ গৃহে শ্রীভগবৎসেবা করা নিত্য ; কারণ, তাহাতে কোনই ফলাভ্যুসন্ধান নাই । দেব-মন্দির নিৰ্মাণ করিয়া তাহাতে শ্রীভগবদ্বিগ্রহ স্থাপন করিয়া, ধূমধাম-সহকারে পূজা করা দ্বিতীয় গৃহস্থেরই যোগ্য ও কর্তব্য । দরিদ্র গৃহস্থগণ নিজ ত্রুটি রক্ষা করিবার জন্য নিজ গৃহেই বিগ্রহ স্থাপন করিয়া নিজ সামর্থ্য অনুসারে তাঁহার সেবাদি করিয়া থাকেন ।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত লিখিত আছে,—

সাধুসঙ্গ নাম কীর্তন ভাগবত শ্রবণ ।

মথুরাবাস শ্রীমূর্তির শ্রদ্ধায় সেবন ॥

সকল সাধন সার এই পঞ্চ অঙ্গ ।

কৃষ্ণ-প্রেম জন্মায় পাঁচের তল্ল সঙ্গ ॥

শ্রীমূর্তির সেবা করা বৈষ্ণবগাত্ম্যেরই কর্তব্য । বিশেষতঃ শ্রীমূর্তি-সেবায় নিজের দাস্য, সখা প্রভৃতি ভাব সৰ্ব্বদাই জাগরুক থাকে । প্রাসাদ প্রভৃতি নিৰ্মাণ করিয়া, তাহাতে শ্রীমূর্তি স্থাপন করিয়া সেবা করা যায় কিংবা নিজগৃহেই শ্রীমূর্তি স্থাপন করিয়া তাঁহার সেবা করা যায় । প্রথমটি সকলের সাধ্যাত্ত না হইলেও নিজগৃহে শ্রীমূর্তি সেবন কাহারও অসাধ্য নহে । প্রাসাদে প্রতিষ্ঠিত শ্রীমূর্তির সেবা স্বেচ্ছানুরূপ করিলে চলে না ; যথাকালে নিত্য নিয়মিত ভোগাদি সমপর্ণ, পৰ্ব যাত্রাদির যথানিয়মে অনুষ্ঠান প্রভৃতি সমস্তই পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে করিতে হইবে । গৃহদেবতার সেবায় সে নিয়ম নাই । নিজের সাধ্যানুসারে যখন যাহা সংগৃহীত হইবে, তখন তাহাই সমপর্ণ ও পৰ্ব-

ষাড্রাদির যথাসাধ্য অনুষ্ঠান কিংবা অননুষ্ঠান প্রভৃতি কিছুই দোষাবহ হইবে না । বিশেষতঃ গৃহদেবতার সেবার নিয়ম সর্বসময়ে একরূপ করাও অসাধ্য । ভূতা, অতিথি ও কুটুম্ব প্রভৃতির অনুরোধে কোন-দিন ভোগের বাহ্য, কোনদিন বা অন্নতা অবশ্যই ঘটে । একাদশী-প্রভৃতি ত্রতদিনে অন্নভোগ দিলে ত্রতানুরোধে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করা যায় না ; অতএব মহাপ্রসাদ নষ্ট হয় ; কাজেই গৃহদেবতার সেবায় একাদশী প্রভৃতি ত্রতদিনে অন্নভোগ দেওয়া হয় না । যদি কেহ প্রত্যহই অন্নভোগ দিবার নিয়ম করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, তিনি দিতে পারেন ; তাহাতে কোন আপত্তি নাই ; কিন্তু ত্রতানুরোধে তাঁহারা মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেন না । এইরূপ চাতুর্মাশ্য প্রভৃতি ত্রতে ও নিজ নিয়মের অনুরোধে পটোল, বেগুন প্রভৃতি ভোজন করিতে নাই বলিয়া, গৃহদেবতার ভোগেও ঐ সমস্ত দ্রব্য দেওয়া হয় না । যদি কেহ প্রীতিবশতঃ ঐ সমস্ত দ্রব্য ভোগে অপর্ণ করেন, তাহা হইলে, তাঁহারা প্রসাদ নিজে গ্রহণ করেন না, কোনও ভক্তকে অপর্ণ করেন ; কিংবা জলে সমপর্ণ করেন । যদি কেহ ভক্তির আধিক্য বশতঃ ত্রতের আদর করিতে না চাহেন, তাহা হইলে, শাস্ত্র-মর্যাদা লঙ্ঘন-জনিত দোষের হাত তিনি এড়াইতে পারেন বলিয়া বোধ হয় না । কার্তিক ত্রত-প্রসঙ্গে শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে লিখিত আছে, যে ব্যক্তি কার্তিক ত্রতের আদর করে না, শ্রীভগবান্ তাহার প্রতি বিমুখ হন । মোটকথা,—শাস্ত্র আলোচনা করিয়া নিজের অধিকার বুঝিয়া কৰ্ম্মকরা সকলেরই কর্তব্য ।

নিজগৃহে শ্রীমূর্তি সেবা করিতেও যত্নপি সেবাপরাধ বর্জন করা অবশ্য কর্তব্য, তথাপি কোন কোন অপরাধ বর্জন করা অসাধ্য । যথা—উচ্চৈঃস্বরে কথাবলা, পরস্পর গল্পকরা প্রভৃতি সেবাপরাধ মধ্যে লিখিত আছে ; কিন্তু নিজগৃহে শ্রীমূর্তি রাখিয়া সেবা করিতে হইলে,

এ অপরাধ বর্জন করা কোনমতেই সাধ্যায়ত্ত নহে ; কাজেই গৃহদেবতার সেবায় এ অপরাধ শ্রীভগবান্ কমা করেন । দেবালয়ে, ভোজন করিলে সেবাপরাধ হয় ; কিন্তু সেটিও গৃহদেবতার মন্দিরে করিলে দোষাবহ হয় না । এই প্রকারে সমস্ত বিষয় সুধীগণ আনোচনা করিয়া বুঝিবেন ।

অথ শঙ্খোদক-ধারণম্ ।

অথ শঙ্খোদকং তচ্চ কৃষ্ণদৃষ্টি-সুধোক্ষিতম্ ।

বৈষ্ণবেভ্যঃ প্রদায়াভিবন্দ্য মূর্দ্ধনি ধারয়েৎ ॥

শ্রীহরিভক্তি বিনাসঃ ।

পূজাস্তে শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টিসুধা সিক্ত নীরাজন শঙ্খের জল বৈষ্ণবগণকে প্রদান করিয়া প্রণাম পূর্বক নিজমস্তকে ধারণ করিবে ।

অথ শঙ্খোদক-ধারণ-মাহাত্ম্যম্ ।

শঙ্খোদকং হরেভক্তি নির্মাল্যং পাদয়োর্জলম্ ।

চন্দনং ধূপশেষস্ত ব্রহ্মহত্যা পহারকম্ ॥

শঙ্খস্থিতস্ত যৎ তোয়ং ভ্রামিতং কেশবোপরি ।

ব্রহ্মতে শিরসা নিত্যং গঙ্গাস্নানেন তস্য কিম্ ॥

নীরাজন-জলং যত্র যত্র পাদোদকং হরেঃ ।

তিষ্ঠতে মুনিশার্দ্দূল বর্দ্ধন্তে তত্র সম্পদঃ ॥

পাদোদকেন দেবস্য হত্যাযুতসমশ্রিতঃ ।

শুধ্যতে নাত্র সন্দেহস্তথা শঙ্খোদকেন হি ॥

স্কন্দপুরাণম্ ।

স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে—শ্রীগোবিন্দের অর্চনা শেষ শঙ্খজল, অষণ-কীর্তনাদি নববিধভক্তি, শ্রীগোবিন্দের নির্মাল্য, শ্রীগোবিন্দের পাদোদক ও শ্রীগোবিন্দকে অপিত ধূপ ও চন্দনশেষ এই সমস্ত

বস্ত্রদ্বারা ব্রহ্মহত্যা পাপ বিদূরিত হয় । যে জল শয্যে করিয়া বিষ্ণু শিরে ভ্রামিত হইয়াছে (অর্থাৎ যাহা দ্বারা নীরাজন করা হইয়াছে) যিনি প্রত্যহ নিজ মস্তকে সেই জল ধারণ করেন, গন্ধান্নানে তাঁহার আর কি প্রয়োজন আছে ? হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! যেখানে নীরাজন জল ও চরণামৃত সংস্থিত থাকে, সেখানে সর্বপ্রকার সম্পদ পরিবর্দ্ধিত হয় । যে ব্যক্তি অসংখ্য প্রাণিহত্যার পাপে লিপ্ত, সেও যদি শ্রীহরিচরণামৃত ও নীরাজনজল স্পর্শ করে, তাহা হইলে, তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয় ; তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ।

অথ তীর্থ-ধারণম্ ।

কৃষ্ণপাদাজ তীর্থঞ্চ বৈষ্ণবেভ্যঃ প্রদায় হি ।

স্বয়ং ভক্ত্যাভিবন্দ্যাদৌ পীত্বা শিরসি ধারয়েৎ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

অনন্তর শ্রীহরির চরণামৃত প্রথমতঃ বৈষ্ণবগণকে প্রদান করিয়া, প্রণামপূর্বক উহা পান করিয়া মস্তকে ধারণ করিবে ।

তস্য মন্ত্রবিধিচায়ং প্রাতঃস্নানপ্রসঙ্গতঃ ।

লিখিতো হুধুনা পানে বিশেষো লিখ্যতে কিয়ান্ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

শ্রীহরির চরণামৃত ধারণের মন্ত্র প্রাতঃস্নান প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে । অধুনা চরণামৃত পান-বিষয়ক মন্ত্র লিখিত হইতেছে ।

ওঁ চরণং পবিত্রং বিততং পুরাণং যেন পূতস্তরতি দুষ্কৃতানি ।

তেন পবিত্রেণ শুদ্ধেন পূতা অপি পাপানমরাতিং তরেম ॥

লোকস্য দ্বারমার্চয়ৎ পবিত্রং জ্যোতিষ্যৎ বিভ্রাজমানং মহন্তুৎ ।

অমৃতস্য ধারা বহুধা দোহমানং চরণং লোকে সূধিতাং দধাতু ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসদ্বয়-শ্রুতিবচনম্ ।

শ্রীভগবানের চরণোদক পবিত্র, সৰ্বলোক-বিখ্যাত ও অনাদিকাল হইতে বিদিত ; লোকসকল ঐ পবিত্র পাদোদক দ্বারা পবিত্রতা লাভ করিয়া সৰ্ববিধ পাতক হইতে সমুত্তীর্ণ হয় ; আমরাও ঐ পাদোদক স্পর্শে পবিত্র হইয়া পাপপূর্ণ সংসার হইতে পরিভ্রাণ পাই-তেছি । ঐ চরণোদক-সৰ্ববিধ পুরুষার্থ প্রাপ্তির দ্বার স্বরূপ জ্যোতি-মান, সমুজ্জল ও পূজনীয় ; আমি তাঁহাকে পূজা করিতেছি । ঐ স্বেদাধারা স্বরূপ চরণামৃত পুনঃ পুনঃ বিগলিত হইয়া অবনীমণ্ডলে আদরনীয় হউন ।

ইমং মন্ত্রং সমুচ্চাৰ্য্য সৰ্বদুষ্কৃতগ্রহাপহম্ ।

প্রাশ্নীয়াৎ প্রোক্ষয়েৎদেহং পুত্রমিত্রপরিগ্রহম্ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

ষাবতীয় দুষ্টগ্রহ ও অনিষ্ট নাশ করিবার শক্তি-সমন্বিত এই মন্ত্র পাঠ করিয়া, পুত্র মিত্রাদি সহ চরণামৃত পান করিবে এবং গণ্ডকাди অঙ্গে প্রোক্ষণ করিবে ।

শ্রীচরণামৃত পানে সতর্কতা ।

বিমোহাঃ পাদোদকং পীতং কোটিহত্যাঘনাশনম্ ।

তদেবার্ষ্টগুণং পাপং ভূমৌ বিন্দুনিপাতনাৎ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

শ্রীচরণামৃত পানে কোটি কোটি প্রাণিহত্যা-জনিত পাপ বিদূরিত হয় ; কিন্তু পানাদি সময়ে অসাবধানতা-বশতঃ ভূমিতে বিন্দুমাত্র চরণামৃত পতিত হইলে, অষ্টগুণ পাতক সঞ্চার হয় ।

অথ চরণোদক-পান মাহাত্ম্যম্ ।

হরে স্নানাবশেষকৃত জলং যস্যোদরে স্থিতম্ ।

অশ্বরীষ প্রণম্যোচ্চৈঃ পাদপাংশুঃ প্রগৃহ্যতাম্ ॥

ये पिबन्ति नरा नित्यं शालग्राम-शिलाजलम् ।
 पञ्चगव्य-सहस्रैस्तु सेवितैः किं प्रयोजनम् ॥
 कोटितीर्थसहस्रैस्तु सेवितैः किं प्रयोजनम् ।
 नित्यं यदि पिबेत् पुन्यं शालग्राम-शिलाजलम् ॥
 दहन्ति नरकान् सर्वान् गर्भवासकं दारुणम् ।
 पीतं यैस्तु सदा नित्यं शालग्राम-शिलाजलम् ॥
 त्रिभिः सारस्वतं तोयं सप्ताहेन तु नाश्मदम् ।
 सदाः पुनाति गाङ्गेयं दर्शनादेव यामुनम् ॥
 पुनश्चेत्यनि तोयानि स्नान-दर्शन-कीर्तनैः ।
 पुनश्च स्मरणादेव कलौ पादोदकं हरेः ॥
 अशुचिर्वा दुराचारो महापातक-संयुतः ।
 स्पृष्ट्वा पादोदकं विषेणः सदा शुध्यति मानवः ॥
 अर्चितैः कोटिभिर्नित्यं नित्यं यत् क्रियते फलम् ।
 तत् फलं शतसाहस्रं पीते पादोदके हरेः ॥
 न दानं न हविर्वेषां साध्यायो न सूरार्चनम् ।
 तेऽपि पादोदकं पीत्वा प्राप्नुयन्ति परमां गतिम् ॥
 हिहा पादोदकं विषेणोऽहंन्यतीर्थानि गच्छति ।
 अनर्घ्यं रत्नमुत्सृज्य लोष्ट्रं बाण्णति दुर्मतिः ॥
 पादोदकेन देवस्य ये कुर्याः पितृतर्पणम् ।
 नासुराणां भयं तस्य प्रेतजगत् न राक्षसम् ॥
 यस्य पादोदकं मुक्तिं शालग्राम-शिलोद्धवम् ।
 प्रीतो भवति मार्तण्डः प्रीतो भवति केशवः ।
 ब्रह्मा भवति सुप्रीतः प्रीतो भवति शङ्करः ॥

পাদোদকস্য মাহাত্ম্যং যঃ পঠেৎ কেশবাশ্রিতঃ ।
 স যাতি পরমং স্থানং যত্র দেবো জনার্দনঃ ॥
 অপবিত্রং যদন্নং স্যাৎ পানীয়ঞ্চাপি পাপিনাম্ ।
 ভুক্ত্বা পাত্ৰা বিশুদ্ধাঃ স্যাৎ পীত্বা পাদোদকং হরেঃ ॥
 অমৃতকালেহপি যস্যোহ দীয়তে পাদয়োৰ্জ্জ্বলম্ ।
 সোহপি সদগতিমাপ্নোতি সদাচারৈবহিকৃতঃ ॥
 অপেয়ং পিবতে যন্ত ভুঙ্ক্তে যচ্চাপ্যভোজনম্ ।
 অগম্যাগমনা যে বৈ পাপাচারাস্তে যে নরাঃ ।
 তেহপি পূজ্যা ভবন্ত্যশু সদ্যঃ পাদমুসেবনাৎ ॥
 পাদোদকস্য মাহাত্ম্যং বিখ্যাতং সৰ্বশাস্ত্রতঃ ।
 লিখিতুং শক্যুয়াৎ কো হি সিন্ধুর্মীন গণয়ন্নপি ॥

পদ্মপুরাণম্ ।

পদ্মপুরাণে গোতমাস্বরীষ-সংবাদে লিখিত আছে—“হে অশ্বরীষ !
 শ্রীবিষ্ণুর স্নান-জল যাহার উদর গত হয়, তাহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত
 পূর্বক তাহার চরণ ধূলি গ্রহণ করিবে । প্রত্যহ শালগ্রাম-শিলাজল
 পান করিলে আর সহস্রবার পঞ্চগব্য পানের প্রয়োজন কি ? প্রতি-
 দিন পবিত্র শালগ্রাম শিলাজল পান করিলে সহস্র কোটি তীর্থ-
 সেবনে কি প্রয়োজন ? প্রত্যহ শালগ্রাম—শিলাজল পান করিলে
 সর্ববিধ নরক-যন্ত্রণা, গর্ভবাস দুঃখ প্রভৃতি সমস্ত ভস্মীভূত হইয়া
 যায় । সরস্বতী নদীর জল তিন দিনে, নর্মদা নদীর জল সাত দিনে,
 গঙ্গাজল স্পর্শ মাতে ও যমুনাঙ্গল দর্শন মাতে জীব সকল পবিত্র হয় ।
 এই সকল পবিত্র জলে স্নান, দর্শন ও কীর্তনে, জীব পবিত্র হয় ।
 কিন্তু কলিকালে শ্রীহরির চরণোদক স্মরণমাত্রেই জীব পবিত্র হয় ।

অপবিত্র, দুর্দাচার-সম্পন্ন, মহাপাতক যুক্ত ব্যক্তিও চরণোদক-স্পর্শে পবিত্র হইয়া যায় । প্রত্যহ কোটি শিবলিঙ্গ অচ্চনা করিলে যে ফল লাভ হয়, চরণোদক-পানে তাহার শত সহস্র গুণ ফল লাভ হয় । যাহারা দান, হোম, বেদপাঠ বা দেবতাপূজাদি-বিরহিত, তাহারাও চরণোদক-পানে পরমগতি লাভ করে । শ্রীহরির চরণোদক পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি পবিত্রতার জন্য অন্য তীর্থে গমন করে, সে দুর্ন্যতি রত্ন পরিত্যাগ করিয়া লোষ্ট্রে সংগ্রহ করে সন্দেহ নাই । যিনি চরণামৃত দ্বারা পিতৃ-তপণ করেন, তাঁহার সর্ববিধ ভয় বিদূরিত হয় । যিনি শালগ্রাম-শিলাজল মন্তকে ধারণ করেন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও সূর্য প্রভৃতি সমস্ত দেবতা তাঁহার উপরে সন্তুষ্ট হন । যিনি শ্রীভগবন্ মন্দির সম্মুখে তাঁহার চরণোদকের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন, তিনি পরমা গতি লাভ করেন । মহাপাতকিসম্পৃষ্ট অশুদ্ধ অন্ন ও জল গ্রহণ করিয়াও যদি চরণামৃত পান করা যায়, তাহা হইলে আর কোন অশুদ্ধি থাকিবে না । কোন সদাচার-বিহীন ব্যক্তিকে যদি মৃত্যুকালেও এক বিন্দু চরণামৃত স্পর্শ করান যায়, তাহা হইলে সে সদগতি লাভ করে । যে ব্যক্তি অপেয় পান করে, অভক্ষ্য ভক্ষণ করে, অগম্যা গমন করে কিংবা সর্ববিধ পাপাচার করে, সেও শ্রীচরণামৃত-পানে তৎক্ষণাৎ শুদ্ধি লাভ করে । শ্রীগোবিন্দের চরণামৃত মাহাত্ম্য সর্বশাস্ত্রে বিখ্যাত আছে । কোনও শক্তিশালী ব্যক্তি সমুদ্রের তরঙ্গ গণনা করিতে সমর্থ হইলেও শ্রীচরণামৃত পানের মাহাত্ম্য সমস্তগুলি লিখিতে সমর্থ হন না ।

অথ শঙ্খ-ধৃত-পাদোদক-মাহাত্ম্যম্ ।

বিশেষতশ্চ পাদোদকং তুলসী-দলমিশ্রিতম্ ।

শঙ্খে কৃত্বা বৈষ্ণবেভ্যো দত্ত্বা প্রাগ্‌বৎ পিবেৎ স্বয়ম্ ॥

শ্রীহরিতত্ত্ববিলাসঃ ।

তুলসীসংযুক্ত, শ্রীগোবিন্দের চরণোদক শঙ্খ মধ্যে লইয়া বৈষ্ণবগণকে প্রদান 'পূর্বক পূর্ববৎ যন্ত্র পাঠ সহকারে পান ও মস্তকাদি অঙ্গে প্রোক্ষণ করিলে, বিশেষ ফল লাভ হয় ।

কৃতা পাদোদকং শঙ্খে বৈষ্ণবাণাং মহাত্মনাম্ ।

যো দদ্যাৎ তুলসীমিশ্রং চান্দ্ৰায়ণশতং লভেৎ ॥

গৃহীত্বা কৃষ্ণপদাশু শঙ্খে কৃতা তু বৈষ্ণবঃ ।

যো বহেৎ শিরসা নিত্যং স মুনিস্তাপসোত্তমঃ ॥

শালগ্রাম-শিলাতোয়ং যদি শঙ্খভূতং পিবেৎ ।

হত্যাকোটিবিনাশকং কুরুতে নাত্র সংশয়ঃ ॥

স্কন্দপুরাণম্ ।

স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদ-সংবাদে লিখিত আছে—যে ব্যক্তি তুলসী-দলসংযুক্ত শঙ্খস্থিত শ্রীহরি-পাদোদক বৈষ্ণবগণকে প্রদান করেন, তাঁহার শত চান্দ্রায়ণ ফল লাভ হয় । যে ব্যক্তি শঙ্খস্থিত হরিপাদোদক মস্তকে বহন করেন, তিনি তাপসপ্রধান মুনি বলিয়া অভিহিত হন । শঙ্খস্থিত হরিপাদোদক পান করিলে কোটি কোটি হত্যাজনিত পাপ বিদূরিত হয় তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই ।

অথ চরণামৃত-পানান্তে আচমন-নিষেধঃ ।

অম্পৃশ্য স্পর্শ হইয়াছে বলিয়া আচমন করিতে হইবে এমন সময়ে, কোন কারণে চরণামৃত পান ঘটয়া গেলে, আর আচমন করিতে নাই । শাস্ত্রে লিখিত আছে, “জলপানান্তুর আচমন করিতে হয়”, কোনব্যক্তি যদি পিপাসাতুর হইয়া চরণামৃত পান করেন, তাহা হইলে তাঁহার আর জলপানের মত আচমন করিতে হইবে না ।

বিষ্ণোঃ পাদোদকং পীত্বা পশ্চাদশুচিশঙ্কয়া ।

আচামতি চ যো মোহাৎ ব্রহ্মহা স নিগদ্যতে ॥

বিষ্ণুপাদোদকং পীত্বা ভক্তপাদোদকং তথা ।
য আচামতি সংমোহাৎ ব্রহ্মহা স নিগদ্যতে ॥

স্কন্দপুরাণম্ ।

স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে—হরিচরণামৃত পানান্তে অশুচিবোধে
অজ্ঞানতা বশতঃ মুখ ধৌত করিলে ব্রহ্মহত্যার পাপ হয় । হরিচরণামৃত
ও হরিভক্ত চরণামৃত পানান্তে অজ্ঞানতা বশতঃ আচমন করিলে,
ব্রহ্মহত্যার পাপ হয় ।

অথ শ্রীতুলসী-বনপূজা ।

গহ্বাথ ভক্তিমান্ শ্রীগতুলস্যাঃ কাননে প্রভুম্ ।
সংপূজ্যভ্যর্চয়েৎ তাক্ষ শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-প্রিয়াম্ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ।

শ্রীচরণামৃত পানানন্তর ভক্তিবৃত্ত হইয়া শ্রীতুলসীকাননে গমনপূর্বক
সেখানে সম্মিহিত শ্রীহরির অচ্চনা করিবে ও শ্রীহরি-চরণপ্রিয়া তুলসীর
অচ্চনা করিবে ।

প্রাগ্ দত্তার্থ্যং ততোহভ্যর্চ্য গন্ধপুষ্পান্ধতাদিনা ।

স্তুত্বা ভগবতীং তাক্ষ প্রণমেৎ প্রার্থ্য দণ্ডবৎ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ।

প্রথমতঃ অর্ঘ্য দান করিয়া গন্ধ, পুষ্প ও অক্ষত দ্বারা পূজা করিবে,
তদনন্তর প্রার্থনা করিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে ।

তত্তার্থ্যমন্ত্রঃ ।

শ্রিয়ঃ শ্রিয়ে শ্রিয়াবাসে নিত্যং শ্রীধরঃ-সংকৃতে ।

ভক্ত্যা দত্তং ময়া দেবি অর্ঘ্যং গৃহু নমোহস্ত তে ॥

অর্ঘ্যদানের মন্ত্র যথা—হে দেবি, আপনি শ্রীর আশ্রয় ও নিবাসভূমি ।

আপনি সর্বদাই শ্রীধরের আদরিণী । আমি ভক্তিসহকারে আপনাকে অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন ; আপনাকে নমস্কার করি । এই মন্ত্র পড়িয়া “ইদমর্ঘ্যং তুলসীদেবৈব্য নমঃ” বলিয়া অর্ঘ্য দিবে ।

তত্র পূজামন্ত্ৰো যথা ।

নির্মিতা ত্বং পুরা দেবৈরর্চিতা ত্বং সুরাসুরৈঃ ।

তুলসি হর মে পাপং পূজাং গৃহু নমোহস্ত তে ॥

তুলসীপূজামন্ত্র যথা—হে তুলসি ! আপনি পুরাকালে দেবগণ কর্তৃক নির্মিতা হইয়াছেন । সুরাসুর সকলেই আপনার পূজা করে । আপনি আমার পাপ সকল নাশ করুন ; এই মংকুতা পূজা গ্রহণ করুন ; আপনাকে নমস্কার ।

এই মন্ত্র পড়িয়া “এতে গন্ধপুষ্পে তুলসীদেবৈব্য নমঃ” বলিয়া গন্ধ-পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিবে ।

তত্র স্তুতিৰ্যথা ।

মহাপ্রসাদ-জননী সর্বসৌভাগ্যবর্দ্ধিনী ।

আধিব্যাধিহরা নিত্যং তুলসী ত্বং নমোহস্ত তে ॥

হে তুলসি ! আপনি শ্রীগোবিন্দের প্রসন্নতা-সাধনকারিণী, সর্ব-সৌভাগ্যবর্দ্ধনকারিণী এবং নিত্য আধি ব্যাধি হরণকারিণী ; আপনাকে নমস্কার । এই মন্ত্র পড়িয়া করজোড়ে স্তুতি করিবে ।

তত্র প্রার্থনা যথা ।

শ্রিয়ং দেহি যশো দেহি কীর্ত্তিমাযুস্তথা সুখম্ ।

বলং পুষ্টিং তথা ধর্ম্যং তুলসি ত্বং প্রসাদ মে ॥

স্তবান্তে এই মন্ত্র পাঠ করিয়া করজোড়ে প্রার্থনা করিতে হয় । হে তুলসি ! আপনি আমাকে শ্রী, যশঃ, কীর্ত্তি, দীর্ঘায়ুঃ, সুখ, বল, পুষ্টি ও ধর্ম প্রদান করুন ও মংপ্রতি প্রসন্ন হউন ।

তত্র প্রণামমন্ত্ৰো যথা ।

যা দৃষ্টা নিখিলাঘ-সজ্জশমনী স্পৃষ্টা বপুঃপাবনী
 রোগাণামভিবন্দিতা নিরসিনী সিন্ধুস্নাতকত্রাসিনী ।
 প্রত্যাশক্তিবিধায়িনী ভগবতঃ কৃষ্ণস্য সংরোপিতা
 ন্যস্তা তচ্চরণে বিমুক্তিফলদা তসৌ তুলসৌ নমঃ ॥
 ভগবত্যাঙ্কলস্যাঙ্কল মাহাত্ম্যামৃতসাগরে ।
 লোভাৎ কুর্দ্ভিতুমিচ্ছামি ক্ষুদ্রস্তৎক্ষম্যতাং ত্রয়া ॥

স্কন্দপুরাণম্ ।

যাঁহাকে দর্শন করিলে অখিল পাতকের বিমোচন হয়, যাঁহাকে স্পর্শ করিলে দেহ পবিত্র হয়, যাঁহাকে প্রণাম করিলে রোগসমূহ নষ্ট হইয়া যায়, যাঁহাতে জলসেচন করিলে কৃতান্ত-ভয় দূরীভূত হয়, যাঁহাকে রোপণ করিলে শ্রীভগবানের নিকটবর্তী হওয়া যায় এবং যাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে অর্পণ করিলে প্রেমভক্তি লাভ করা যায়, সেই তুলসী দেবীকে প্রণাম করি ।

হে তুলসি ! আমি ক্ষুদ্র হইয়াও আপনার মাহাত্ম্য-স্বধামাগরে লক্ষ প্রদান করিতে অভিলাষ করিতেছি, আমাকে ক্ষমা করুন ।

অথ শ্রীতুলসীবন-পূজা-মাহাত্ম্যম্ ।

প্রয়াগস্নাননিরতো কাশ্যাং প্রাণবিমোক্ষণে ।

যৎ ফলং বিহিতং দেবৈ স্তুলসীপূজনেন তৎ ॥

গরুড়-পুরাণম্ ।

প্রতাহ প্রয়াগ ধামে অবগাহনে ও কাশীধামে দেহত্যাগে দেবগণ, যে ফল নিরূপণ করিয়াছেন, তুলসী পূজনে নিঃসন্দেহ সেই ফললাভ করা যায় ।

চতুর্নামপি বর্ণনামাত্মশ্রমাণাং বিশেষতঃ ।

স্ত্রীণাঞ্চ পুরুষাণাঞ্চ পূজিতেষ্টং দদাতি হি ॥

তুলসী রোপিতা সিক্তা দৃষ্টা স্পৃষ্টা তু পাবয়েৎ ।

আরাধিতা প্রযত্নেন সর্বকাম-ফলপ্রদা ॥

প্রদক্ষিণং ভ্রমিত্বা যে নমস্কৃষন্তি নিত্যশঃ ।

ন তেষাং ছুরিতং কিঞ্চিদক্ষোগমবশিষ্যতে ॥

অগস্ত্যসংহিতা ।

চারি বর্ণাশ্রমীর মধ্যে পুরুষ, নারী যে কেহই ইউক না কেন, তুলসী দেবীর অর্চনা করিলে, দেবী তাহাকে ইষ্ট ফল প্রদান করেন । তুলসী রোপণ, মেচন, দর্শন ও স্পর্শ দ্বারা জীব সকল পবিত্রতা লাভ করে, এবং সযত্নে পূজা করিলে, সকল প্রকার অভীষ্টসিদ্ধি হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি প্রত্যহ তুলসী প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করেন, তাহার কোন পাপই ধ্বংস হইতে অবশিষ্ট থাকে না (অর্থাৎ সর্বপাপ ধ্বংস হয়) ।

পক্ষে পক্ষে চ সংপ্রাপ্তে দ্বাদশ্যাং বৈশ্যাসত্তম ।

ব্রহ্মাদয়োহপি কুর্বন্তি তুলসীবনপূজনম্ ॥

পদ্মপুরাণম্ ।

প্রতিপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে ব্রহ্মাদি দেবগণও তুলসী পূজা করিয়া থাকেন ।

অথ তুলসীকানন মাহাত্ম্যম্ ।

হিত্বা তীর্থসহস্রাণি সর্বানপি শিলোচ্চয়ান্ ।

তুলসীকাননে নিত্যং কলৌ তিষ্ঠতি কেশবঃ ॥

নিরীক্ষিতা নরৈর্যৈস্তুলসীবনবাটিকা ।

রোপিতা যৈস্তু বিধিনা সংপ্রাপ্তং পরমং পদম্ ॥

দৃষ্টা স্পৃষ্টা তথা ধ্যাতা কীর্তিতা নমিতা শ্রুতা ।
 রোপিতা সেবিতা নিত্যং পূজিতা তুলসী শুভা ॥
 নবধা তুলসীং নিত্যং যে ভজন্তি দিনে দিনে ।
 যুগকোটি-সহস্রাণি তে বসন্তি হরের্গৃহে ॥

স্কন্দপুরাণম্ ।

স্কন্দ পুরাণে লিখিত আছে—কলিকালে শ্রীভগবান্ সহস্র সহস্র
 তীর্থক্ষেত্র ও নিখিল ভূধর প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া তুলসী কান-
 নেই নিত্য অধিষ্ঠান করেন । যিনি তুলসীবন দর্শন কিংবা রোপণ
 করেন, তিনি পরমপদ প্রাপ্ত হন । প্রত্যহ তুলসী দর্শন, স্পর্শন,
 ধ্যান, কীর্তন, প্রণাম, গুণশ্রবণ ও সেবন অর্থাৎ পূজা করিলে
 কল্যাণ লাভ হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি প্রত্যহ এই নয় প্রকারে
 তুলসীর ভজনা করেন, তিনি সহস্র কোটিযুগ শ্রীহরির ধামে বাস করেন ।

তুলসীকাননস্যাপি সমস্তাং পাবনং স্থলম্ ।
 .ক্ৰোশগাত্রং ভবভ্যেব গাঙ্গেয়সৈব পাথসঃ ॥
 তুলসীসন্নিধৌ প্রাণান্ যে ত্যজন্তি মুনীশ্বর ।
 ন তেষাং নরকক্লেশঃ প্রযান্তি পরমং পদম্ ॥
 অনন্যদর্শনাঃ প্রাত র্যে পশ্যন্তি তপোধন ।
 অহোরাত্রকৃতং পাপং তৎক্ষণাৎ প্রহরন্তি তে ॥

অগস্ত্যসংহিতা ।

জাহ্নবী সলিলের গায় তুলসীরও চতুর্দিকস্থিত ক্রোশপরিমিত স্থল
 পবিত্র পুণ্যভূমি বলিয়া কথিত আছে । হে তাপসপ্রবর ! যে ব্যক্তি
 তুলসীরক্ষ সমীপে প্রাণত্যাগ করেন, তাঁহার নরকযজ্ঞা ভোগ করিতে
 হয় না, এবং পরমপদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে

অন্যকোন পদার্থ না দেখিয়া, প্রথমেই তুলসী দর্শন করেন, তাঁহার অহোরাত্রকৃত পাপ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইয়া যায় ।

তুলসীকাননে যন্তু মুহূর্তমপি বিশ্রমেৎ ।

জন্মকোটিকৃতাং পাপাং মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥

প্রদক্ষিণাং যঃ কুরুতে পঠন্নামসহস্রকম্ ।

তুলসীকাননে নিত্যং যজ্ঞায়ুতফলং লভেৎ ॥

গরুড়-পুরাণম্ ।

যে ব্যক্তি মুহূর্তকালও তুলসীকাননে বাস করেন, তাঁহার কোটি-জন্ম-কৃত পাপ তৎক্ষণাৎ বিদূরিত হয়, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই ।
যে ব্যক্তি সহস্রনাম স্তোত্র পাঠ সহকারে তুলসী কানন প্রদক্ষিণ করেন, তাঁহার প্রত্যহ অযুত যজ্ঞের ফললাভ হয় ।

তুলসীরোপণং যেতু কুর্বতে মনুজেশ্বর ।

তেষাং পুণ্যফলং বক্ষ্যে বদতত্ত্বং নিশাময় ॥

সপ্তকোটিকুলৈর্যুক্তো মাতৃতঃ পিতৃতস্তথা ।

বসেৎ কল্পশতং সাগ্রং নারায়ণসমীপগঃ ॥

কেশবায়তনে যন্তু কারয়েৎ তুলসীবনম্ ।

লভতে চাক্ষয়ং স্থানং পিতৃভিঃ সহ বৈষ্ণবঃ ॥

তুলসীকাননে শ্রাদ্ধং পিতৃণাং কুরুতে তু যঃ ।

গয়াশ্রাদ্ধং কৃতং তেন ভাষিতং বিষ্ণুনা পুত্রা ॥

বৃহন্নারদীয়-পুরাণম্ ।

বৃহন্নারদীয় পুরাণে লিখিত আছে,—হে রাজন্, যে ব্যক্তি তুলসী রোপণ করেন, তাঁহার পুণ্যফল বলিতেছি শ্রবণ কর । তিনি পিতৃ-কুলের ও মাতৃকুলের সাত কোটি পুরুষ সহ ভক্তিয়ুক্ত হইয়া শতকল্প-

পরিমিত কাল শ্রীনারায়ণের নিকট বাস করেন । যে ব্যক্তি শ্রীহরি-মন্দির-প্রাঙ্গণে তুলসীবন রোপণ করেন তিনি, পিতৃপুরুষ সহ অক্ষয় স্থান লাভ করেন । কোন ব্যক্তি যদি তুলসী-কাননে পিতৃশ্রাদ্ধ করেন, তাহা হইলে তাঁহার গয়াশ্রাদ্ধ তুল্য ফললাভ হয়,—একথা পুরাকালে শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন ।

অথ তুলসী-কাষ্ঠ-মৃত্তিকাদি-মাহাত্ম্যম্ ॥

ভূগতৈস্তুলসীমূলৈ মৃত্তিকাম্পর্শিতা তু যা ।
 তীর্থকোটিসমা জ্ঞেয়া ধার্যা যত্নেন সা গৃহে ॥
 তুলসীমৃত্তিকালিপ্তো যদি প্রাণান্ পরিত্যজেৎ ।
 যমেন নেক্ষিতুং শক্তো যুক্তঃ পাপশতৈরপি ॥
 শিরসি ক্রিয়তে যৈশ্চ তুলসীমূলমৃত্তিকা ।
 বিঘ্না স্তম্ভা বিনশ্যন্তি সানুকূলা গ্রহাস্তথা ॥
 তুলসীমৃত্তিকা যত্র কাষ্ঠং পত্রঞ্চ বেষ্মনি ।
 তিষ্ঠতে মুনিশার্দূল নিশ্চলং বৈদ্যবৎ পদম্ ॥

স্কন্দপুরাণম্ ।

স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে—মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট তুলসীমূল যে মৃত্তিকাতে সংস্পৃষ্ট হইয়াছে, তাহা কোটিতীর্থ সদৃশ । ঐ মৃত্তিকা অতীব যত্নের সহিত গৃহে রাখা আবশ্যক । শতসহস্র পাপযুক্ত ব্যক্তিও যদি তুলসীমৃত্তিকালিপ্তদেহে প্রাণ ত্যাগ করে, তাহা হইলে যম তাহাকে (স্পর্শ করা দূরে থাক) দেখিতেও পান না । যে ব্যক্তি তুলসী মূল মৃত্তিকা মস্তকে ধারণ করেন, তাঁহার সকল বিঘ্ন দূরীভূত হয় ও সমস্ত গ্রহ অনুকূল হয় । যে স্থানে তুলসী পত্র, কাষ্ঠ কিংবা তুলসী মৃত্তিকা থাকে, সে স্থান শ্রীহরির নিবাস-ভূমি ।

পত্রং পুষ্পং ফলং কাষ্ঠং ত্বক্ শাখা পল্লবান্ধুরম্ ।
 তুলসীসম্ভবং মূলং পাবনং মৃত্তিকাচ্যপি ॥
 হোমং কুর্বন্তি যে বিপ্রা তুলসীকাষ্ঠ-বহিনা ।
 লবে লবে ভবেৎ পুণ্যং অগ্নিষ্টোম-শতৌস্তবম্ ॥
 নৈবেদ্যং পঠতে যন্ত তুলসী-কাষ্ঠ-বহিনা ।
 মেরুতুল্যং ভবেদন্নং তদন্তং কেশবায়'হি ॥
 শরীর দহতে যেষাং তুলসীকাষ্ঠবহিনা ।
 ন তেষাং পুনরাবৃতি বিষ্ণুলোকাৎ কথঞ্চন ॥
 ঐস্তো যদি মহাপাপৈরগম্যাগমনাদিকৈঃ ।
 মৃতঃ শুধ্যতি দাহেন তুলসীকাষ্ঠবহিনা ॥
 তীর্থং যদি ন সম্প্রাপ্তং স্মৃতির্বা কীর্তনং হরেঃ ।
 তুলসীকাষ্ঠদগ্নস্য মৃতস্য ন পুনর্ভবঃ ॥
 যদ্ব্যেকং তুলসীকাষ্ঠং মধ্য কাষ্ঠচয়স্য হি ।
 দাহকালে ভবেন্মুক্তিঃ পাপকোটিযুতস্য চ ॥
 জন্মকোটিসহস্রৈশ্চৈব তৌষিতো যৈ র্জনার্দিনঃ ।
 'দহন্তে তে জনা লোকে তুলসীকাষ্ঠবহিনা ॥

প্রহ্লাদ-সংহিতা ।

প্রহ্লাদ-সংহিতায় লিখিত আছে—তুলসীর পত্র, ফুল, ফল, কাষ্ঠ, বহুল, শাখা, পল্লব, অন্ধুর, মূল ও মৃত্তিকা সমস্তই অতি পবিত্র । যে সমস্ত বিপ্র তুলসী কাষ্ঠের অগ্নিতে হোম করেন, তাঁহারা প্রতি-লবে শত অগ্নিষ্টোম বজ্রের ফল লাভ করেন । তুলসীকাষ্ঠের অগ্নিতে অন্ন পাক করিয়া শ্রীহরিকে নিবেদন করিলে, সে অন্ন অল্পপরিমাণ হইলেও শ্রীভগবান্ মেরুতুল্য জ্ঞান করেন । যে সকল ব্যক্তির

কলেবর তুলসীকাষ্ঠের অগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত হয়, তাঁহাদের আর কোন কালেই হরিধাম হইতে সংসারে প্রত্যাগমন করিতে হয় না । মর-পাশ্বে তুলসী-কাষ্ঠাগ্নি দ্বারা দেহ দগ্ধ করিলে, অগম্যাগমনাদি মহা-পাপে লিপ্ত ব্যক্তিও সেই সেই পাতকপুঞ্জ হইতে পরিভ্রাণ পায় । যে ব্যক্তি কখনও তীর্থে গমন করে নাই, হরি নাম স্মরণ করে নাই, অথবা হরিকীর্তন করে নাই, তুলসীকাষ্ঠ দ্বারা দেহ দগ্ধ করিলে সে ব্যক্তিকেও আর মর জগতে আসিতে হয় না । দেহ-দাহন সময়ে অন্যান্য কাষ্ঠপুঞ্জের মধ্যে এক খণ্ড মাত্র তুলসী কাষ্ঠ থাকিলেও কোটি কোটি পাপে পাপী মৃত ব্যক্তি সমস্ত পাপ রাশি হইতে মুক্তি লাভ করে । এক ক্রমে যিনি সহস্র কোটি জন্ম শ্রীহরির শ্রীতি বিধান করেন, তাঁহারই ভাগ্যে তুলসী কাষ্ঠ দ্বারা দাহ ঘটে ।

যঃ কুর্য্যাৎ তুলসীকাষ্ঠৈ-রক্ষমালাং সুরূপিণীম্ ।

কণ্ঠমালাঞ্চ যত্নেন কৃতং তস্যাক্ষয়ং ভবেৎ ॥

অগস্ত্যসংহিতা ।

যে ব্যক্তি তুলসী কাষ্ঠ দ্বারা জপমালা ও কণ্ঠমালা প্রস্তুত করা-ইয়া ব্যবহার করেন, তাঁহার কৃত কর্মের ফল অক্ষয় হয় ।

অথ তুলসীপত্র-ধারণ-মাহাত্ম্যম্ ।

যস্য নাভিস্থিতং পত্রং মুখে শিরসি কণ্ঠয়োঃ ।

তুলসীমস্তবং নিত্যং তীর্থেস্তস্য মথৈচ্চ কিম্ ॥

শত্রুঘ্নঞ্চ সুপুণ্যঞ্চ শ্রীকরং রোগনাশনম্ ।

কুহা ধর্মমবাপ্নোতি শিরসা তুলসীদলম্ ॥

যঃ কশ্চিদ্ বৈষ্ণবো লোকে মিথ্যাচারোহপ্যনাশ্রমী ।

পুনাতি সফলান্ লোকান্ শিরসা তুলসীং বহন ॥

স্কন্দপুরাণম্ ।

কন্দপুরাণে লিখিত আছে—যাহার নাভি দেশে, মুখে, মস্তকে ও কর্ণদ্বয়ে শ্রীভগবানের নিবেদিত তুলসীপত্র বিরাজিত থাকে, তাহার তীর্থ গমনেই বা প্রয়োজন কি ? আর যজ্ঞাযুষ্ঠানেই বা প্রয়োজন কি ? মস্তকে তুলসীপত্র ধারণ করিলে শত্রু নাশ হয়, পুণ্যলাভ হয়, শ্রীবৃদ্ধি হয়, রোগ নাশ হয় ও ধর্ম লাভ হয় । আশ্রমনিয়ম-নুজ্ঞনকারী, মিথ্যাচারযুক্ত ব্যক্তিও মস্তকে তুলসীদল ধারণ করিলে জগৎ পবিত্র করিতে সমর্থ হয় ।

কর্ণেন ধারয়েদ্যন্তু তুলসীং সততং নরঃ ।

তৎকাষ্ঠং বাপি রাজেন্দ্র তস্য নাস্ত্যপপাতকম্ ॥

বৃহন্নারদীয়-পুরাণম্ ।

সর্বদা কর্ণে তুলসীপত্র কিংবা তুলসীকাষ্ঠ ধারণ করিলে, কোন প্রকার উপপাতক আক্রমণ করিতে পারে না ।

কস্মাদিতি ন জানাম তুলস্যা হি প্রিয়ো हरिः॥

गच्छन्तुं तूलसीहस्तुं रक्कन्नेवानुगच्छति ॥

শ্রীহরিভক্তি সূধোদয়ঃ ।

তুলসী যে কি কারণে হরির প্রিয়, তাহা জানি না ; হস্তে তুলসী লইয়া যে ব্যক্তি গমন করে, তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীহরি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করেন ।

অথ তুলসী-ভক্ষণ-মাহাত্ম্যম্ ।

ত্রিকালং বিনতাপুত্র তুলসীং প্রাশয়েদ্ যদি ।

বিশিষ্টতে কায়শুদ্ধিশ্চান্দ্রায়ণশতং বিনা ॥

গরুড়পুরাণম্ ।

গুরুড় পুরাণে লিখিত আছে—হে বিনতানন্দন! যে ব্যক্তি প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা তুলসীপত্র ভক্ষণ করে, তাহার দেহ শত চান্দ্রায়ণ-ব্রত অপেক্ষা অধিকরূপে শুদ্ধিযুক্ত হয় ।

যথা ভক্তিরতো নিত্যং নরো দহতি পাতকম্ ।

তুলসীভক্ষণাৎ তদ্বৎ দহতে পাপসংক্লেষম্ ॥

চান্দ্রায়ণ-সহস্রস্য পরাকাণাং শতস্য চ ।

ন তুল্যাং জায়তে পুণ্যং তুলসীপত্রভক্ষণাৎ ॥

কুংহা পাপ সহস্রানি পূর্বে বয়সি মানবঃ ।

তুলসীভক্ষণাৎ মুচ্যেৎ শ্রুতমেতৎ পুরা হরেঃ ॥

যুক্তো যদি মহাপাপৈঃ স্কৃতং নার্জিতং কচিৎ ।

তথাপি গীয়তে মোক্ষস্তুলসীপত্র-ভক্ষণাৎ ॥

স্কন্দপুরাণম্ ।

স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে—নিয়ত হরিভক্তিরত ব্যক্তির যেমন পাপ সকল ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ তুলসীপত্র ভক্ষণমাত্রেই সমস্ত সঞ্চিত পাপ নষ্ট হইয়া যায় । সহস্র চান্দ্রায়ণ ও শত পরাক ব্রত-লব্ধ পুণ্যও তুলসীপত্র-ভক্ষণ-জনিত পুণ্যের সমান নহে । • শ্রীহরির নিকট অনিয়াছি, প্রথম বয়সে শত সহস্র পাপ করিয়া, শেষে তুলসী-পত্র ভক্ষণ করিলে, নিখিল পাতক হইতে মুক্তি লাভ করা যায় । যে ব্যক্তি কোন কালে কিছু পুণ্য সঞ্চয় করে নাই, অথচ নিখিল মহাপাপে লিপ্ত, তুলসীপত্র ভক্ষণ করিলে তাহারও মুক্তি লাভ হয় ।

অথ ধাত্রী মাহাত্ম্যম্ ।

কৃষ্ণপ্রিয়দ্বাৎ সর্বত্র শ্রীতুলস্যাঃ প্রসঙ্গতঃ ।

সংকীৰ্ত্ত্যমানং ধাত্র্যাশ্চ মাহাত্ম্যং লিখ্যতেহধুনা ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ।

তুলসীর মত ধাত্রীও শ্রীহরির অত্যন্ত প্রিয় বস্তু । অতএব তুলসী-
মাহাত্ম্য-বর্ণনপ্রসঙ্গে ধাত্রীর মাহাত্ম্যও কিছু লিখিতেছি । (ধাত্রীকে
আমাদের দেশ প্রচলিত ভাষায় “আমলকী” বা “আমলা” বলে ।)

ধাত্রীচ্ছায়াং সমাশ্রিত্য যোহর্চয়েচ্চক্রপার্গিনম্ ।

পুষ্পে পুষ্পেহশ্বমেধস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥

ধাত্রীছায়াস্তু সংস্পৃশ্য কুর্যাৎ পিণ্ডস্তু যো যুনে ।

মুক্তিং প্রয়াস্তি পিতরঃ প্রসাদান্মাধবস্য চ ॥

ধাত্রীফল-বিলিপ্তাজ্জে ধাত্রীফলবিভূষিতঃ ।

ধাত্রীফল-কৃতাহারো নরো নারায়ণো ভবেৎ ॥

যঃ কশ্চিদ্ভৈষ্ণবো লোকে ধত্তে ধাত্রীফলং যুনে ।

প্রিয়ো ভবতি দেবানাং মনুষ্যাণাম্ভু কা কথা ॥

স্কন্দপুরাণম্ ।

স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে—ধাত্রী বৃক্ষের তলে বসিয়া শ্রীভগবানের
অর্চনা করিলে, প্রতিপুষ্পে অশ্বমেধ বজ্রের ফল লাভ হয় । ধাত্রী-
বৃক্ষতলে পিণ্ডদান করিলে, শ্রীহরির প্রসাদে পিতৃগণ মুক্তি প্রাপ্ত
হইয়া থাকেন । ধাত্রীফল অঙ্গে লেপন করিলে, (আমলকী বাটিয়া
পায়ে মাখিলে) ধাত্রীফলের মালা ধারণ করিলে এবং ধাত্রীফল
ভোজন করিলে, মানব নারায়ণ সদৃশ হয় । যে ব্যক্তি ধাত্রী ফল
ধারণ করেন, (আমলকী-বীজের মালা ধারণ করাই ধাত্রী ফল
ধারণের প্রকৃষ্ট উপায়) তিনি মানুষের কথা দূরে থাক, দেবতাগণেরও
প্রীতিপাত্র হন ।

ধাত্রীফলানি তুলসী হস্তকালে ভবেদ্ যদি ।

মুখে চৈব শিরস্যঙ্গে পাতকং নাস্তি তস্য বৈ ॥

ব্রহ্মপুরাণম্ ।

ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে—মৃত্যুকালে মস্তকে মুখে ও দেহে খাজীকল ও তুলসী দল বিদ্যমান থাকিলে, নিঃসন্দেহ তাহার দেহে আর পাপ থাকে না ।

• অথ শাস্ত্রালোচনম্ ।

এবং প্রাতঃ সমভ্যর্চ্য শ্রীকৃষ্ণং তদনন্তরম্ ।

শাস্ত্রাভ্যাসং বিজঃ শক্ত্যা কুর্যাদ্বিপ্রো বিশেষতঃ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ।

এইভাবে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া, বিজগণ (ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) যথাশক্তি শাস্ত্রালোচনা করিবেন । বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের পক্ষে শাস্ত্রাভ্যাস নিতান্ত প্রয়োজনীয় ।

ব্রাহ্ম মূর্ত্ত্তে শয্যাভ্যাগ করিয়া, প্রাতঃস্নানাদি সমাপনান্তে সন্ধ্যা পূজা প্রভৃতি প্রাতঃকৃত্য-শেষে শাস্ত্রালোচনা করিতে হইবে—এই ব্যবস্থা শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে দৃষ্ট হইল । তন্মধ্যে কেহ বা অধ্যয়নে, কেহ বা অধ্যাপনায় ও অশক্ত ব্যক্তি অবগে শাস্ত্রালোচনা করিবেন । শাস্ত্রালোচনায় নিজের কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণীত হয় এবং পূর্বাচার্য্যগণের আচার প্রভৃতি জানিতে পারা যায় ইত্যাদি বহুবিধ ফল লাভ হইয়া থাকে । যাহা হউক যাহার যে ভাবে সুবিধা হইবে, তিনি সেই ভাবে শাস্ত্রালোচনা জন্ত ফল শ্রীকৃষ্ণকে সমর্পণ করিবেন ।

অতোহধীত্যাম্বহং বিদ্বানথাধ্যাপ্য চ বৈষ্ণবঃ ।

সমর্প্য তচ্চ কৃষ্ণায় যতেত নিজবৃত্তয়ে ।

বৃত্তৌ সত্যাক্ষঃ শৃণুয়াৎ সাধূন্ সংগত্য মৎকথাম্ ॥

কৃষ্ণপুরাণম্ ।

হরিভক্তিরত ব্যক্তিগণ প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে শাস্ত্র অধ্যয়ন অথবা অধ্যাপন করিয়া, শাস্ত্রপাঠ-ফল শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণপূর্বক নিজ নিজ বৃত্তি, সম্পাদনে যত্নবান্ হইবেন । (গৃহস্থের পরিবার-পোষণার্থ বৃত্তি-

সম্পাদন অবশ্যকর্তব্য)। যাঁহারা ধনী গৃহস্থ কিংবা উদাসীন, তাঁহাদের বৃত্তিসম্পাদনের কোনই প্রয়োজন হয় না। অতএব এই সময়ে তাঁহারা ভক্তসঙ্গে কৃষ্ণ-কথোলাপন করিবেন।

মধ্যাহ্ন-স্নানের পূর্বকাল পর্য্যন্ত এই সমস্ত কার্যের অবসর। যাঁহাদের বৃত্তি-সম্পাদন করা প্রয়োজন, তাঁহারা শুক্লবৃত্তি অবলম্বন করিবেন। অর্থের প্রয়োজন বলিয়াই যে কুর্কশ্য করিতে হইবে, এমন নহে। কে কেমন করিয়া অর্থোপার্জন করিবেন, তাহাও শ্রীহরিভক্তি-বিনামে লিখিত আছে।

অথ বৃত্তি-সম্পাদনম্ ।

ঋতামৃতাত্ম্যং জীবতে মৃতেন প্রমৃতেন বা ।

সত্যানৃতাত্ম্যমপি বা ন শ্রবৃত্ত্যা কদাচন ॥

ঋতমুজ্জ-শিলং প্রোক্তমমৃতং স্যাদযাচিতম্ ।

মৃতন্তু নিত্যযাজ্ঞা স্যাৎ প্রমৃতং কৰ্ষণং স্মৃতম্ ॥

সত্যানৃতন্তু বাণিজ্যং শ্রবৃত্তি নীচসেবনম্ ।

আত্মনো নীচলোকানাং সেবনং বৃত্তিসিদ্ধয়ে ।

নিতরাং নিন্দ্যতে সন্তি বৈষ্ণবানাং বিশেষতঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্ ।

ঋতশব্দে উজ্জ ও শিল বুঝায় ; ক্ষেত্রপতি-পরিত্যক্ত ক্ষেত্র পতিত ফল-সংগ্রহের নাম উজ্জ। স্বয়ং পতিত ফল-সংগ্রহের নাম শিল। অমৃত শব্দে অযাচিত, মৃত শব্দে যাজ্ঞা, প্রমৃত শব্দে কৃষি, সত্যানৃত শব্দে বাণিজ্য ও শ্রবৃত্তি শব্দে হীনসেবা বুঝায়। জীবিকা নির্বাহার্থ আপনা হইতে নীচ ব্যক্তির সেবাই নিন্দনীয়। বিশেষতঃ বৈষ্ণব-গণের পক্ষে অধিকতর নিন্দনীয়।

মোটকথা—সকলেরই শুক্লবৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতে

হইবে । বর্তমান সময়ে গুরুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করা অসম্ভব হইলেও যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে দোষ কি ? মোটামুটি অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতে কাহারও বোধ হয় গুরুবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে হয় না । তবে বিলাসিতার দাস হইলে আর গুরুবৃত্তিতে কেমন করিয়া চলিবে ? আজকাল কালপ্রভাবে ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাহারা ইংরাজী শিক্ষিত, তাঁহাদেরত কথাই নাই ; যাহারা শাস্ত্র-ব্যবসায়ী, তাঁহারা নিজে চটিজুতা ও উত্তরীয় মাত্র ব্যবহার করিলেও, তাঁহাদের অন্তঃপুরে বডি সামিজ ও জ্যাকেট প্রভৃতির অভাব নাই ; ব্রহ্মচারিগণ গৈরিকবসনধারী হইলেও গৈরিক রাগে রঞ্জিত শিক্কের পাঞ্জাবী, গরদের চাদর প্রভৃতি তাঁহাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে, বৈরাগিগণ কোপীন বহির্কাস-মাত্র-পরিধায়ী হইলেও সেগুলি ইচ্ছা করা হওয়া চাই । স্থান-বিশেষে ভেলভেটের কোপীন ও তদুপরি শিক্কের বহির্কাসেরও অভাব নাই । পরিধানে বহির্কাস রাখিয়া গায়ে সাট, কোর্ট, ঘড়ির চেন, শাল প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া, একরকম সং সাজিয়া বেড়ানও যথেষ্ট দেখা যায় । আখড়ার অন্তরমহলে নাকে রসকলি ও হাতে অনন্ত দেওয়া এক প্রকার জীবেরও অভাব নাই ; অবশ্য ঠাকুর-সেবক কৰ্ম করিবার জন্য সে গুলির যে একেবারেই প্রয়োজন নাই, তাহা বলিতেছি না ; কিন্তু এ সমস্ত জিনিষের প্রয়োজন হইলে, আর গুরু বৃত্তিতে চলিবে না । অগত্যা নীচসেবা, জাল, জুরাচুরি, ভণ্ডামি প্রভৃতি সবই করিতে হইবে । বিলাসের হাত ছাড়াইতে পারিলে, আর কোন ভাবনা নাই ; গুরুবৃত্তি দ্বারা জীবন ধারণ করিয়া পরমানন্দে শ্রীহরি ভজন করিতে পারিবেন ।

অথ গুরুবৃত্তয়ঃ ।

প্রতিগ্রহেণ যন্নকং যাজ্যতঃ শিষ্যতন্তুথা ।

গুণান্বিতেভ্যো বিপ্রস্য গুরুং তৎ ত্রিবিধং স্মৃতম্ ॥

যুদ্ধোপকারালক্ষণং দণ্ডাচ্চ ব্যবহারিতঃ ।

ক্ষত্রিয়স্য ধনং শুক্লং ত্রিবিধং পরিকীর্তিতম্ ॥

কৃষি-বাণিজ্য-গোরক্ষাঃ কৃতা শুক্লং তথা বিশঃ ।

দ্বিজ-শুশ্রূষয়া লক্ষ্যং শুক্লং শূদ্রস্য কীর্তিতম্ ॥

ক্রমাগতং প্রীতিদানং প্রাপ্তঞ্চ সহ ভাৰ্য্যা ।

অবিশেষেণ সর্বেষাং ধনং শুক্লং প্রকীর্তিতম্ ॥

বিষ্ণুধর্মোত্তরম্ ।

সংপ্রতিগ্রহদ্বারা লক্ষ, গুণবান্ যজ্ঞমান ও শিষ্যের নিকট প্রাপ্ত অর্থ ব্রাহ্মণের পক্ষে শুক্ল অর্থাৎ পবিত্র । যুদ্ধে উপকার করিয়া লক্ষ, দণ্ডলক্ষ ও ব্যবহার অর্থাৎ কার্য্যাকার্য্য-বিচার করিয়া লক্ষ অর্থ ক্ষত্রি-
য়ের পক্ষে শুক্ল । কৃষি, বাণিজ্য ও গোরক্ষা দ্বারা প্রাপ্ত অর্থ বৈশ্যের পক্ষে শুক্ল এবং দ্বিজাতি-সেবা দ্বারা লক্ষধন শূদ্রের পক্ষে শুক্ল । পুরুষ পরম্পরায় প্রাপ্তধন, প্রীতি সহকারে দত্ত ধন ও স্ত্রীর সহিত (যৌতুক স্বরূপ) প্রাপ্তধন সকল বর্ণের পক্ষেই শুক্ল ।

গৃহস্থের পক্ষে শুক্ল বৃত্তির ব্যবস্থা এই ভাবে শ্রীহরিভক্তি-রিলাসে লিখিত আছে । যদি কেহ প্রশ্ন করেন, যাহারা গৃহস্থ নহেন, তাঁহাদের গতি কি ? তদন্তরে আমরা বলি, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত দেখিবেন ।

বৈরাগীর ধর্ম্ম হয় নাম-সংকীৰ্ত্তন ।

মাগিয়া যাচিয়া করে উদর ভরণ ॥

জিহ্বার লালসে যেবা ইতি উতি ধায় ।

শিক্ষোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায় ।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতম্ ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর এই আদেশই গৃহত্যাগিগণের শুক্লবৃত্তির ব্যবস্থাপক । ইহা না মানিলে যাহা হয়, বুঝিতেই পারিতেছেন । •

অথ গুরুবৃত্তেরসিকৌ সমাধানম্ ।

গুরুবৃত্তেরসিকৌ তু ভোজ্যাম্নান্ শূদ্রবর্গতঃ ।

তথৈব গ্রাহ্যগ্রাহ্যাণি জানীয়াচ্ছান্ততো বুদ্ধঃ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ।

ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের গুরুবৃত্তি পূর্বে লিখিত হইয়াছে ; কিন্তু কোনও সময়ে যদি দৈবদুর্কিপাক-বশতঃ কোনমতেই গুরুবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ না হয়, তাহা হইলে স্মৃত্যাদি শাস্ত্রে শূদ্রবর্ণের মধ্যেও কোন কোন ব্যক্তির নিকট হইতে কোন কোন দ্রব্যগ্রহণ করা যায়, তাহা স্পষ্টই লিখিত আছে ; এখানে আমরা তাহার বিশেষ আলোচনা করিব না ; সুধীগণ সেই সেই শাস্ত্র দেখিয়া লইবেন ।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসের সঙ্গে কোনও শাস্ত্রের মত-দ্বৈধ নাই ; কিংবা শ্রীহরিভক্তি-বিলাসকার কোন শাস্ত্রেরই অমর্যাদা করেন নাই । অগ্ৰাণ্য শাস্ত্রে সর্ব সম্প্রদায়-নির্কিংশেষে কর্তব্য নির্ধারিত আছে । তন্মধ্যে বৈষ্ণবগণের যাহা বিশেষ আচার, তাহা সেই শাস্ত্র হইতেই উদ্ধৃত করিয়া শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে পৃথক্ ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে ।

বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব সর্ব সাধারণের বিধি এই যে—

নাদ্যাচ্ছূদ্রস্য বিপ্রোহন্নং মোহাদ্ভা যদি কামতঃ ।

স শূদ্রযোনিং ব্রজতি যন্ত ভুঙ্ক্তে হনাপদি ॥

কুর্শ্বপুরাণম্ ।

কুর্শ্বপুরাণে জীবিকানির্বাহ-প্রসঙ্গে লিখিত আছে, শূদ্রের অন্ন ভোজন কিংবা গ্রহণ, দ্বিজাতির পক্ষে অত্যন্ত নিষিদ্ধ । ভ্রমবশে কিংবা স্বেচ্ছায় আপদ ব্যতীত অন্য সময়ে শূদ্রের সেবন করিলে, শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হইতে হয় । তাহার বিশেষ কারণ এই যে—

দুষ্কৃতং হি মনুষ্যস্য সর্বমগ্নে প্রতিষ্ঠিতম্ ।

যো যস্যগ্নঃ সমগ্নাতি স তস্যগ্নাতি কিঞ্চিদম্ ॥

কুর্শ্বপুরাণম্ ।

অগ্নমধ্যে মানবের নিখিল পাপ অবস্থিতি করে ; সুতরাং যে ব্যক্তি যাহার অগ্ন গ্রহণ করে, সে তদীয় পাপরাশি গ্রহণ করে ; তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই ।

কোনও বৈষ্ণব পাপ কৰ্মে উপার্জিত অর্থদ্বারা তাহার উপপত্তি শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া মহোৎসব করিয়াছিল । সেই অগ্ন গ্রহণ করিয়া, শ্রীবৃন্দাবনবাসী কোনও অশীতিপর বৃদ্ধ বৈষ্ণবের কামোদ্বেষ্ট হইয়াছিল একরূপ কিংবদন্তী শুনা গিয়াছে ।

নীচকূলে জন্মগ্রহণ করা ও উচ্চকূলে জন্মগ্রহণ করিয়াও নীচকৰ্ম করা,—এই দুইটাই যে পূৰ্বজন্মকৃত পাপরাশির ফল, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই । নীচকূলে জন্মগ্রহণ করিয়াও যদি কোনব্যক্তি সংসঙ্গ-প্রভাবে শ্রীহরিভজন-রত হয়, তাহা হইলে তাহার নীচ জাতিতে জন্মগ্রহণ করার মূল পাপ নষ্ট হইয়া যায় । তুল্য যুক্তিতে উচ্চকূলে জন্মগ্রহণ করিয়াও অনসঙ্গ প্রভাবে হরিবিমুখ হইলে, তাহার উচ্চকূলে জন্মগ্রহণ করার মূল পুণ্যও যে নষ্ট হইয়া যায়, একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । অতএব এস্থলে স্বধীগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন, অগ্নাদি গ্রহণের সময় কি ভাবে বিচার করা উচিত ।

সেই জনাই শ্রীহরিভক্তি-বিনাসকার বলিয়াছেন—

বৈষ্ণবানাং হি ভোক্তব্যং প্রার্থ্যগ্নং বৈষ্ণবৈঃ সদা ।

অবৈষ্ণবানামগ্নস্তু পরিবর্জ্যমেধ্যবৎ ॥

কুর্শ্বপুরাণম্ ।

হরিভজন-তৎপর ব্যক্তি সর্বদা বৈষ্ণবগ্ন ভোজন করিবেন । অবৈষ্ণবের অগ্ন বিষ্ঠামূত্রাদির দ্বারা অপবিত্র জ্ঞানে পরিত্যাগ করিবেন ।

অবৈষ্ণব-গৃহে ভুক্ত্বা পীঠা বা জ্ঞানতোহপি বা ।

শুদ্ধিশ্চান্দ্রায়ণে প্রোক্তা ইষ্টাপূর্ত্তং বথা সদা ॥

স্কন্দপুরাণম্ ।

ভ্রমবশতঃও অবৈষ্ণবগৃহে অন্ন ভোজন কিংবা জলপান করিলে, চান্দ্রায়ণ দ্বারা শুদ্ধিলাভ করিবে । নতুবা তদীয় ইষ্টাপূর্ত্ত প্রভৃতি সমস্ত পুণ্যকর্মই নিষ্ফল ।

কেশবার্চা গৃহে যশ্চ ন তিষ্ঠতি মহীপতে ।

তস্যান্নং নৈব ভোক্তব্যমভক্ষ্যেণ সমং স্মৃতম্ ॥

স্কন্দপুরাণম্ ।

যে ব্যক্তির গৃহে শ্রীহরি মূর্তি (শ্রীবিগ্রহ কিংবা শ্রীশালগ্রামাদি) বিরাজিত নাই, তদীয় অন্ন ভোজন নিষিদ্ধ ; কারণ ঐ অন্ন অভক্ষ্য সদৃশ ।

এই সমস্ত বচনে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, শ্রীহরিভজন-রত শূদ্রের অন্নও আদরণীয় ; কিন্তু শ্রীহরি-বিমুখ দ্বিজান্নও পরিত্যজ্য ।

পূর্বেোক্ত বচন-সমূহে বৈষ্ণব শব্দে শ্রীহরি-পরায়ণ ও অবৈষ্ণব শব্দে শ্রীহরিবিমুখ ইহাই বুঝা উচিত । বৈষ্ণব শব্দে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ও অবৈষ্ণব শব্দে শাক্ত—ইহা বুঝিয়া সম্প্রদায়ে দ্বেষবাহু প্রজ্জলিত করা উচিত নহে । শক্তি কিংবা শিব মন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তি যদি শ্রীশালগ্রাম-শিলা পূজন ও শ্রীহরিকীর্তনাদি করেন, তাহা হইলে, তিনি কি বৈষ্ণব নহেন ? আবার বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তিঃ যদি বৈষ্ণবাচার-বর্জিত ও বৈষ্ণব-দ্বেষ্টী হন, তিনিও কি অবৈষ্ণব নহেন ?

“গৃহীত-বিষ্ণু-দীক্ষাকো বিষ্ণুপূজা-পরায়ণঃ ।

বৈষ্ণবস্ত স বিজ্ঞেয় ইতরোহস্মাদবৈষ্ণবঃ ॥”

যিনি বিধিপূর্বক বিষ্ণুদীক্ষাগ্রহণ করিয়া বিষ্ণুপূজা-পরায়ণ হন, তিনিই বৈষ্ণব ; এতদ্ভিন্ন সমস্তই অবৈষ্ণব—ইত্যাদি বচন দীক্ষা-বিষয়ক বলিয়াই বোধ হয় । কারণ, শাক্তে আছে—“ন গুরুঃ শ্রাদ-

বৈষ্ণবঃ” অর্থাৎ অবৈষ্ণব গুরু হইবার যোগ্য নহেন ; বৈষ্ণব গুরুর নিকটই বিষ্ণুদীক্ষা গ্রহণ করিবে । এই বচনানুসারে বৈষ্ণব গুরুর পদাশ্রয় করা অবশ্য কর্তব্য ; কিন্তু বৈষ্ণবের লক্ষণ কি ? এই আকাজক্ষায় “গৃহীত-বিষ্ণুদীক্ষাকঃ” ইত্যাদি বচন উদ্ধৃত হইয়াছে ।

চণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তি-পরায়ণঃ ।

হরিভক্তি-বিহীনস্তু দ্বিজোহপি নৃপচাধমঃ ॥

হরিপরায়ণ চণ্ডালও দ্বিজাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; হরিবিমুগ দ্বিজও চণ্ডালাধম । কাজেই বৈষ্ণবের বৈষ্ণবতা দেখিয়া, গ্রাহাগ্রাহ বিচার করা আবশ্যক । বর্ণাশ্রম ধর্মের মূলে কুঠারাঘাত করা শাস্ত্রকারের উদ্দেশ্য নহে ; কিন্তু বৈষ্ণবতা রক্ষা করা চাই ।

কেচিদ্বৃত্ত্যানপেক্ষস্য জপশ্রদ্ধাবতঃ প্রভৌ ।

বিশ্বস্তস্যাদিশস্ত্যাসন্ কালোহপি কৃতিনো জপম্ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

শ্রীভগবান্ অখিল সংসারের বৃত্তিদাতা ; সূতরাং জীবিকার্থ আমার প্রয়াসের প্রয়োজন কি ? এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাসযুক্ত ভক্তগণ অধ্যাপন, অধ্যয়ন ও বৃত্তিসম্পাদনের সময়েও সে সমস্ত আগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া, জপে রত থাকেন এবং সেইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন । কলতঃ নিজ নিজ অধিকার বুঝিয়া যাহা কর্তব্য বোধ হয়, স্বধীগণ তাহাই করিবেন ।

অথ মাধ্যাহ্নিক-কৃত্যানি ।

মধ্যাহ্নে স্নানতঃ পূর্বং পুষ্পাচ্ছাত্য বা স্বয়ম্ ।

ভূত্যাদিনা বা সম্পাচ্ছ কুর্য্যান্মাধ্যাহ্নিকীঃ ক্রিয়াঃ ॥

জ্ঞানশক্তৌ চ মধ্যাহ্নে স্নানমার্চ্য মাঙ্গিকম্ ।

যথোক্তং ভগবৎপূজাং শত্ৰুশ্চেৎ প্রাগ্‌বদাচরেৎ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ।

বৃত্তি-সম্পাদন পর্য্যন্ত কৃত্য সমাপনান্তে মধ্যাহ্নিকী ক্রিয়ার জন্ত প্রস্তুত হইতে হয় । মধ্যাহ্ন স্নানের পূর্বে মধ্যাহ্নকালীন অর্চনার জন্ত নিজে কিংবা শিষ্যভৃত্যাদি দ্বারা পুষ্পাদি সংগ্রহ করিবেন । গাহারা শারীরিক অসুস্থতা কিংবা জলাভাবাদি নিবন্ধন মধ্যাহ্নস্নান করিতে অশক্ত, তাঁহারা “শন্ন আপঃ” প্রভৃতি মনোচ্চারণ পূর্বক মাঙ্গিক স্নান করিয়া, যদি সমর্থ হন, তাহা হইলে পূর্বোক্ত বিধি অনুসারে শ্রীভগবানের অর্চনা করিবেন ।

যুগলোপাসকগণের পক্ষে এই সময় শ্রীরাধাকুণ্ড-লীলা স্মরণপূর্বক সেখানকার যোগপীঠে শ্রীরাধাগোবিন্দের অর্চনাদি করা বিশেষ ভাবানুকূল ।

মধ্যাহ্নকৃত্যের মধ্যে দ্বিজাতি বৈষ্ণবগণের পক্ষে পঞ্চমহাবজ্র করা একান্ত আবশ্যক ; তবে বৈষ্ণবাচারানুসারে শ্রীহরিভক্তিবিলাসে তাহার যে ব্যবস্থা আছে, তদনুসারে সেগুলির অনুষ্ঠান করাই উচিত । যদিও আজ কাল এসমস্ত অনুষ্ঠান দেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে, তথাপি যথাশাস্ত্র লিপিবদ্ধ করিতেছি, যদি কোন ভাগ্যবান্ অনুষ্ঠান করিতে পারেন ।

• অথ বৈষ্ণব-বৈশ্বদেবাদি-বিধিঃ ।

মাধ্যাহ্নিকী পূজাদি সমাপনান্তে মধ্যাহ্নকালীন ভোগ সমর্পণ করিবে ; তদন্তে মহাপ্রসাদান্ন দ্বারা বৈশ্বদেবাদি কৰ্ম্ম করিবে ।

ততঃ কৃষ্ণার্পিতেনৈব শুক্লেনান্নেন বৈষ্ণবঃ ।

বৈশ্বদেবাদিকং দৈবং কৰ্ম্ম পৈত্রঞ্চ কারয়েৎ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ ।

ক্ৰীতগবানের ভোগদিয়া, সেই মহাপ্রসাদান্ন দ্বারা বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণবদেবাদি দৈব ও পৈত্র কার্য সম্পাদন করিবেন ।

ষষ্ঠে দিনবিভাগেতু কুর্যাৎ পঞ্চ মহামথান্ ।
 দৈবো হোমেন যজ্ঞঃ স্যাৎ ভৌতস্ত বলিদানতঃ ॥
 পৈত্রো বিপ্রান্নদানেন পৈত্রেণ বলিনাথিবা ।
 কিঞ্চিদন্নপ্রদানাদ্বা তর্পণাদ্বা চতুর্বিধঃ ॥
 নৃযজ্ঞোহতিথি-সংকারাৎ হস্তুকারেণ চাম্বুনা ।
 ব্রহ্মযজ্ঞো বেদজপাৎ পুরাণপঠনেন বা ।

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসধৃত-স্মৃতিবচনম্ ।

দিবসের ষষ্ঠভাগের মধ্যে পঞ্চ মহাযজ্ঞ অর্থাৎ দৈবযজ্ঞ, ভূত যজ্ঞ-পিতৃ-যজ্ঞ, নৃ-যজ্ঞ ও ব্রহ্ম-যজ্ঞ সম্পাদন করিতে হয় । তন্মধ্যে দৈব-যজ্ঞ হোম দ্বারা, ভূতযজ্ঞ বলি প্রদানদ্বারা, পিতৃযজ্ঞ ব্রাহ্মণ-ভোজন, পিতৃসম্বন্ধীয় বলিদান, পিতৃপুত্রকে অন্নদান কিংবা তর্পণ দ্বারা ; অতিথি সংকার, পানীয়শালা কিংবা জলপ্রদান দ্বারা নৃযজ্ঞ ও বেদ কিংবা পুরাণপাঠ দ্বারা ব্রহ্মযজ্ঞ সম্পাদন করিতে হয় ।

বৈষ্ণবের পক্ষে বিশেষ এই যে, তাঁহারা পিতৃগণকে অন্নদান, ব্রাহ্মণভোজন ও অতিথিসংকার প্রভৃতি মহাপ্রসাদান্ন দ্বারা করিবেন ও চরণামৃত দ্বারা তর্পণ করিবেন ।

অথ পঞ্চ মহাযজ্ঞ-নিত্যতা ।

অকৃত্বা চ বিজ্ঞঃ পঞ্চ মহাযজ্ঞান্ বিজোক্তমাঃ ।
 ভুঞ্জীত চেৎ স্মৃঢ়াত্মা তিৰ্য্যগ্ যোনিং স গচ্ছতি ॥

কৃষ্ণপুরাণম্ ॥

কৃষ্ণপুরাণে লিখিত আছে,—হে ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠগণ ! যে ব্যক্তি পঞ্চ

মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান না করিয়া ভোজন করে, সেই মৃত্যুশক্তি পশুযোনি প্রাপ্ত হয় ।

পক্ষ মহাযজ্ঞের মধ্যে পিতৃযজ্ঞ অর্থাৎ পিতৃপুরুষকে পিওদান, শ্রীভগবৎপ্রসাদান দ্বারা করিতে হইবে,—এইটিই বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বিশেষ ব্যবস্থা ; কিন্তু একরূপ আচার প্রায়ই দেখা যায় না বলিয়া, যদি কাহারও এ সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়, সেইজন্য শাস্ত্রীয় প্রমাণ সকল দেখান হইতেছে । আমরা সকলকেই এই বিধি অবলম্বন করিতে বলিতেছি না, কিন্তু গোড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভুক্ত প্রত্যেকেরই যে এই বিধি অবলম্বনীয়, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই ।

অথ বৈষ্ণবশ্রাদ্ধ-বিধিঃ ।

প্রাপ্তে শ্রাদ্ধদিনেহপি প্রাগ্নং ভগবতেহর্পয়েৎ ।

তচ্ছেষেণৈব কুবর্জীত শ্রাদ্ধং ভাগবতো নরঃ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

প্রত্যহ পিতৃপুরুষকে অন্নদান করিতে যে মহাপ্রসাদান প্রদান করিবে, একথা পূর্বে বলা হইতেছে । বাৎসরিক শ্রাদ্ধদিন উপস্থিত হইলেও প্রথমতঃ শ্রীভগবান্কে অন্নাদি নিবেদন করিবে, পরে নিবেদিত অন্নাদি দ্বারা শ্রাদ্ধ করিবে ।

তত্র প্রমাণং যথা ।

বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন ষষ্ঠ্যং দেবতাস্তুরম্ ।

পিতৃভ্যশ্চাপি তদেয়ং তদানন্ত্যায় কল্পতে ॥

পদ্মপুরাণম্ ।

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে, শ্রীহরির নিবেদিত অন্ন দ্বারা অপরাপর দেবতাগণের পূজাদি করা বিধেয় । পিতৃগণকেও ঐ শ্রীহরির নিবেদিত অন্ন প্রদান করিবে ; তাহাতে অক্ষয় ফললাভ হয় ।

যঃ শ্রাদ্ধকালে হরিভুক্তশেষং

দদাতি ভক্ত্যা পিতৃদেবতানাম্ ।

তেনৈব পিণ্ডাংস্তুলসী-বিমিশ্রা

নাকল্পকোটিং পিতরঃ স্মৃতপ্তাঃ ॥ ‘

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণম্ ।

যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে শ্রীভগবদ্ভিক্ষিষ্টে মহাপ্রসাদান ও তুলসীঘোষে পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া, ভক্তিসহকারে পিতৃগণকে প্রদান করেন, তাঁহার পিতৃগণ কোটিকল্প তৃপ্ত হইয়া থাকেন ।

দেবান্ পিতৃন্ সমুদ্दिश्य यद्विष्णोर्वিনিবেदितम् ।

তানুদ্दिश्य ততঃ কুর্যাৎ প্রদানং তস্যা চৈব হি ॥

প্রয়াস্তি তৃপ্তিমতুলাং সোদকেন তু তেন বৈ ।

মুকুন্দ-গাত্রলগ্নেন ব্রাহ্মণানাং বিলেপনম্ ॥

চন্দ্রেন তু পিণ্ডানাং কর্তব্যং পিতৃতৃপ্তয়ে ।

দেবানাঞ্চ পিতৃণাঞ্চ জায়তে তৃপ্তিরক্ষয়া ॥

এবং কৃতে মহীপাল মা ভবেৎ সংশয়ঃ কচিৎ ।

ঋন্দপুরাণে শ্রীশিববাক্যম্ ।

ঋন্দপুরাণে শ্রীশিব বলিতেছেন—স্বরগণের উদ্দেশে ও পিতৃগণের উদ্দেশে হরিকে নিবেদিত দ্রব্য স্বরগণ ও পিতৃগণের উদ্দেশেই অর্পণ করিবে । শ্রীহরির মহাপ্রসাদান শ্রীহরির নিবেদিত সলিলে সিক্ত করিয়া দেবগণ ও পিতৃগণের উদ্দেশে প্রদান করিলে, তাঁহারা অতুল তৃপ্তিলাভ করেন । শ্রীহরির অঙ্গলগ্ন চন্দনদ্বারা বিপ্রগণের বিলেপন কার্য্য করা বিধেয় এবং পিতৃগণের তৃপ্ত্যর্থ উহা দ্বারাই পিণ্ড-

লেপন করিবে। হে নরপতে ! এইরূপ করিলে দেবগণ ও পিতৃগণের
যে অক্ষয়া শ্রীতিলাভ হয়, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই ।

এক এব নারায়ণ আসীৎ ন ব্রহ্মা ন ছাবাপৃথিব্যো ।

সর্বৈ দেবাঃ সর্বৈ পিতরঃ সর্বৈ মনুষ্যাঃ বিষ্ণুনা

অশিতমশ্নন্তি বিষ্ণুনা ত্রাতং জিহ্রন্তি বিষ্ণুনা পীতং

পিবন্তি তস্মাদবিদ্বাংসো বিষ্ণুপুত্রতং ভক্ষয়েয়ুঃ ॥

শ্রুতিবাক্যম্ ।

শ্রুতিতে উক্ত আছে,—একমাত্র নারায়ণ ছিলেন ; ব্রহ্মা ছিলেন
না, পৃথিবী আকাশ প্রভৃতি কিছুই ছিল না। দেবগণ, পিতৃগণ ও
মানবগণ শ্রীহরির মহাপ্রসাদার ভোজন করেন, শ্রীহরির আশ্রিত দ্রব্য
সকল আশ্রাণ করেন, শ্রীহরির পীতাবশিষ্ট পানীয় দ্রব্য পান করেন ;
অতএব সুধীগণ শ্রীহরির ভুক্তাবশিষ্ট বস্তু ভোজন করিবেন ।

ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ যৎ কিঞ্চিদনিবেদ্যগ্রভোক্তরি ।

ন দৈয়ং পিতৃদেবেভ্যঃ প্রায়শ্চিত্তী যতো ভবেৎ ॥

সর্গাদৌ কথিতো দেবৈরগ্রভুগ্ ভগবান্ হরিঃ ।

যজ্ঞভাগভূজো দেবাস্তুতস্তেন প্রকল্পিতাঃ ॥

বিষ্ণুধর্মোত্তরম্ ।

ভক্ষ্য ভোজ্যাদি প্রথমতঃ অগ্রভোক্তা শ্রীহরিকে নিবেদন না করিয়া,
দেবগণ কিংবা পিতৃগণকে প্রদান করিতে নাই ; যে হেতু অনিবেদিত
বস্তু দেবগণ কিংবা পিতৃগণকে প্রদান করিলে, প্রায়শ্চিত্তভাগী হইতে
হয়। সৃষ্টির প্রথমে শ্রীহরিই অগ্রভুক্ বলিয়া সুরগণ কর্তৃক কীর্তিত
হইয়াছেন, এইজন্য দেবগণও যজ্ঞাংশভুক্ হইয়াছেন ।

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসকার এইরূপ নানা প্রমাণ দ্বারা সমর্থন করিয়া-

ছেন যে, শ্রীহরির প্রসাদ দ্বারা সমস্ত দেবগণ ও পিতৃগণের অর্চনাদি করিতে হইবে। ইহাতে বিভিন্ন সম্প্রদায়-ভুক্ত ব্যক্তিগণের অমত থাকিতে পারে; কিন্তু গোড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভুক্ত বৈষ্ণবগণের সর্বদা এই মত পরিগালনীয়। কেহ কেহ বলিতে পারেন,—শ্রীহরির প্রসাদ যে দেবতাকে প্রদান করা হয়, সেই দেবতাকে ছোট করা হয় ও অবজ্ঞা করা হয়। তাহাতে আমরা বলি, কেবল বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভিন্ন সমস্ত সম্প্রদায়েরই সিদ্ধান্ত এই যে, শ্রীভগবানু সৰূপতঃ নিরাকার; কিন্তু সাধকগণ তাঁহাদের ধ্যানের সুবিধার জন্য মূর্তি কল্পনা করিয়া সাধনা করেন। সমস্ত দেব-দেবীর দেহ আমাদের মত মায়িক; সাধক মায়ামুক্ত হইলে, সাধ্য দেব দেবীও মায়ামুক্ত হইয়া বিগ্রহশূন্য হইবেন; দেব দেবীর দেহ মায়িক অনিত্য ও কল্পিত বলিলে যদি তাঁহাদের ছোট করা না হয়, বা অবজ্ঞা করা না হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের নিত্য চিন্ময় বিগ্রহ স্বীকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-বিভূতি জ্ঞানে তাঁহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ অর্পণ করিলেই বা কেন অবজ্ঞা করা হইবে? বিশেষতঃ

একলি ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভূত ।

যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য ॥

এই শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বচন গোড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কর্তব্য নির্দ্ধারণে প্রকৃষ্ট পন্থা।

অথ মহাপ্রসাদ ভোজনবিধিঃ ।

এবমাবশ্যকং কৃৎস্না বৈষ্ণবেভ্যো বিভজ্য চ ।

শ্রীমমহাপ্রসাদামং ভুঞ্জীত সহ বন্ধুভিঃ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ।

এইরূপে মধ্যাহ্ন স্নান, পূজা ও পঞ্চ মহাবজ্রাদি নিত্যকর্ম সমা-
পনান্তে বৈষ্ণবগণকে বিভাগ করিয়া দিয়া, বন্ধুবান্ধবগণে পরিবেষ্টিত
হইয়া, মহাপ্রসাদ ভোজন করিবে ।

দৃষ্ট্বা মহাপ্রসাদান্নং তৎ প্রাঙ্ নহাভিমন্ত্রয়েৎ ।

শ্বেচেনান্না ততো মূল-মমুনা বারসপ্তকম্ ।

ধর্ম্মরাজাদি-ভাগধাপাস্য শ্রীচরণামৃতম্ ।

তুলসীং চাত্র নিক্ষিপ্য শ্লোকান্ সংকীৰ্ত্তয়েদিমান্ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ।

প্রথমতঃ শ্রীমহাপ্রসাদান্ন দর্শন করিয়াই ভক্তিসহকারে প্রণাম
করিবে; তদনন্তর গায়ত্রী পাঠদ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া সাত বার
মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া অভিমন্ত্রিত করিবে । পরে উক্ত মহাপ্রসাদান্ন
হইতে ধর্ম্মরাজ পিতৃপুরুষ প্রভৃতির ভাগ তাঁহাদিগকে প্রদান করিয়া,
তাঁহাতে শ্রীচরণামৃত ও তুলসী নিক্ষেপ করিবে; পরে নিম্নলিখিত
শ্লোক কয়েকটি পাঠ করিবে । যথা—

যস্যোচ্ছিষ্টং হি বাঞ্ছন্তি ব্রহ্মাদ্যা ঋষয়োহিমলাঃ ।

সিদ্ধাদ্যাশ্চ হরে স্তস্য বয়মুচ্ছিষ্টভোজিনঃ ॥

যস্য নান্না বিনশ্যন্তি মহাপাতক-রাশয়ঃ ।

তস্য শ্রীকৃষ্ণদেবস্য বয়মুচ্ছিষ্টভোজিনঃ ॥

উচ্ছিষ্টভোজিনস্তস্য বয়মদ্রুতকর্ম্মণঃ ।

যো বাল্যলীলয়া তাংস্তান্ পূতনাদীনপাতয়ৎ ॥

ত্বেয়োপযুক্তস্ গগন্ধ-বাসাহলকার-চর্চিতাঃ ।

উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েমহি ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসধৃত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি-বচনম্ ।

ব্রহ্মাদি দেবগণ, নিকলক ঋষিগণ ও সিদ্ধগণ যে শ্রীহরির উচ্ছিষ্ট

ভোজন করিতে বাঞ্ছা করেন, আমরা সেই শ্রীহরির উচ্ছিষ্টভোজী ।
স্বাহার, নামোচ্চারণ মাত্রেই পুঞ্জীকৃত মহাপাতক বিলয় প্রাপ্ত হয়,
আমরা সেই শ্রীহরির উচ্ছিষ্টভোজী । যিনি বাল্যলীলায় পুতনা
প্রভৃতিকে বিনাশ করিয়াছেন, আমরা সেই অদ্ভুতকৰ্ম্মা শ্রীহরির
উচ্ছিষ্টভোজী ; হে ভগবন্ ! আপনার নিবেদিত মালা, চন্দন, বস্ত্র,
অলঙ্কার প্রভৃতিতে বিভূষিত হইয়া আমরা উচ্ছিষ্টভোজী দাসগণ
অনায়াসে আপনার মায়াকে জক করিব ।

ততোহমৃতোপস্তরগমসীভুক্তা যথাবিধি ।

পঞ্চপ্রাণাহতীঃ কৃতা ভুঞ্জীত পুরতঃ প্রভোঃ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ।

অনন্তর “অমৃতোপস্তরগমসি স্বাহা” এই মন্ত্রে একগণ্ডুষ জনপান
করিয়া “প্রাণায় স্বাহা” “অপানায় স্বাহা” “সমানায় স্বাহা” “উদানায়
স্বাহা” “ব্যানায় স্বাহা” এই পঞ্চমন্ত্রে পঞ্চপ্রাণাহতি দিয়া শ্রীভগবৎ-
সম্মুখে ভোজন করিবে ।

(প্রাসাদস্থিত শ্রীভগবানের সম্মুখে ভোজন করিলে, সেবাপরাধ
হয় ; কিন্তু নিজগৃহস্থিত গৃহদেবতার সম্মুখে ভোজন করিলে সেবাপরাধ
হয় না ।)

তত্র বিশেষঃ ।

পুণ্যগন্ধধরঃ শাস্তু-মাল্যধারী নরেশ্বর ।

নৈকবস্ত্রধরোহথার্দ্ৰপানিপাদো নরাধিপ ॥

বিশুদ্ধবদনঃ প্রীতো ভুঞ্জীত ন বিদিঙ্মুখঃ ।

প্রাঙ্গুখোদঙ্মুখো বাপি নচৈবাণ্ড্মুখো নরঃ ॥

দদাথ ভক্তং শিষ্যেভ্যঃ ক্ষুধিতেভ্যস্তথা গৃহী ।

প্রশস্তশুদ্ধপাত্রেষু ভুঞ্জীতাকুপিতো নৃপ ॥

নাসন্দী সংস্থিতে পাত্রে না দেশেচ নরেশ্বর ।
 নাকালে নাতিসংকীর্ণে দ্বাখঞ্চ নরোহগ্নয়ে ॥
 নাশেষং পুরুষোহশ্লীয়াদন্যত্র জগতীপতে ॥
 মধ্বমুদধিসর্পিভ্যঃ শত্রুভ্যশ্চ বিবেকবান্ ।
 অশ্লীয়াৎতনুয়ো ভূত্বা পূর্বনু মধুরং রসম্ ॥
 লবণায়ৈ তথা মধ্যো কটুতিক্তাদিকাংস্ততঃ ।
 প্রাগ্দ্রবং পুরুষোহশ্লীয়াৎ মধ্যোচ কঠিনাশনম্ ॥
 অস্তে পুনর্দ্রবীতু বলারোগ্যং ন মুঞ্চতি ।
 পঞ্চগ্রাসং মহামৌনং প্রাণাদ্যাপায়নায় তৎ ॥

বিষ্ণু-পুরাণম্ ।

বিষ্ণুপুরাণে গৃহী বৈষ্ণবগণের মহাপ্রসাদান্ন ভোজনের কিঞ্চিৎ বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন । ষাঁহার ত্যাগী, সর্বপ্রকার সাংসারিক সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়াছেন, বিষয় ব্যাপারে হানি ও লাভ সমদৃষ্টিতে দেখেন, তাঁহাদের পক্ষে এ সমস্ত বিধি-নিষেধ নাই ।

অঙ্গে গন্ধদ্রব্যলৈপন ও গলদেশে মাল্যধারণ করিয়া আদ্রহস্তে ও আদ্রপদে পূর্ব কিংবা উত্তর মুখ হইয়া, সন্তুষ্টমনে আহার করিতে হয় । একবস্ত্রে অর্থাৎ উত্তরীয় না লইয়া আহার করিতে নাই । অগ্ন্যাди কোণাভিমুখে বসিয়া কিংবা ভোজ্যদ্রব্য ভিন্ন অঙ্গদিকে মুখ করিয়া ভোজন করিতে নাই । প্রথমতঃ শিষ্ঠ ও নিকটবর্তী ক্ষুধার্ত-গণকে অন্ত্রিয়া পরিশেষে রোষশূন্য-চিত্তে বিত্তুক ও প্রশস্ত পাত্রে আহার করিবে ; কার্জনিস্থিত ত্রিপদী কিংবা চৌকি প্রভৃতির উপরে ভোজনপাত্র রাখিয়া আহার করিতে নাই । অযোগ্য স্থানে, সংকীর্ণ স্থানে ও সন্ধ্যাদি কালে ভোজন করিতে নাই । ভোজ্যবস্তুর কিয়দংশ পাত্রে রাখিয়া ভোজন করিতে হয়, একেবারে নিঃশেষ

করিয়া ভোজন করিতে নাই। মধু, জল, দধি, ঘৃত, শক্তু প্রভৃতি ভোজ্যদ্রব্যের দোষ গুণ বিচার করিয়া মনোনিবেশপূর্বক প্রথমতঃ মধুরস বিশিষ্ট বস্তু ভোজন করিতে হয়। তদনন্তর লবণ, অন্ন ও কটুতিক্তাদি রসযুক্ত দ্রব্য ভোজন করিতে হয়। (আমাদের দেশে ইহার ঠিক বিপরীত ভাবে ভোজনের প্রণালী দেখা যায়; প্রথমতঃ তিক্ত ও শেষে মধুর রসযুক্ত দ্রব্য ভোজনই আমাদের দেশে প্রচলিত)। প্রথমতঃ দ্রব পদার্থ, মধ্যে কঠিনবস্তু ও শেষে দুগ্ধ কিংবা জল প্রভৃতি দ্রব্য পদার্থ ভোজন করিলে, বল ও আরোগ্যের হ্রাস হয় না। আহারের প্রারম্ভে মৌনাবলম্বন পূর্বক প্রাণাদির তৃপ্ত্যর্থ পঞ্চগ্রাস ভোজন করিতে হয়।

যদভুংক্তে বেষ্টিতশিরা যচ্চ ভুঙ্ক্তে উদঙ্ মুখঃ ।
 সোপানংকচ্চ যদভুংক্তে সর্ব বিদ্যাংতদাস্বরম্ ॥
 নার্কীরাত্রে ন মধ্যাহ্নে নাজীর্ণে নাদ্রবস্ত্রধৃক্ ।
 নচ ভিন্নাসনগতো ন যানে সংস্থিতোহপি বা ॥
 ন ভিন্নভাজনে চৈব ন ভূগ্যাং নচ পাণিশু ॥
 অনারোগ্যমনায়ুষ্মমস্বর্গ্যং চাতিভোজনম্ ।
 অপূণ্যং লোকবিন্দিষ্টং তস্মাৎ তৎ পরিবর্জ্যয়েৎ ॥

কৃষ্ণপুরাণম্ ।

কৃষ্ণপুরাণে লিখিত আছে,—মস্তকে উষ্ণীষ বন্ধন করিয়া, অগ্নি-প্রভৃতি কোণাভিমুখ হইয়া ও পাছকা পায়ে দিয়া ভোজন করিলে, আশ্বরিক ভোজন হয়। অর্দ্ধরাত্রে, মধ্যাহ্নকালে, আত্রবস্ত্র পরিধান করিয়া, অজীর্ণাবস্থায়, ভগ্ন আসনে বসিয়া, যানে আরোহণ করিয়া, ভগ্নপাত্রে অন্নাদি লইয়া, ভূমিতে অন্ন রাখিয়া ও হস্তে অন্ন রাখিয়া,

ভোজন করিতে নাই । কখনও অতি ভোজন করিতে নাই ; উহা
রোগপ্রদ, পরমায়ুনাশক, স্বর্গলাভের প্রতিকূল, পাপজনক ও নিন্দাকর ।

ভুক্ত্বা সমাগথাচম্য প্রাঙ্খুখোদঙ্খুখোহপি বা ।

যথাবৎ পুনরাচামেৎ পাণী প্রক্ষাল্য মূলতঃ ॥

বিষ্ণুপুরাণম্ ।

যথাবিধি ভোজনান্তে পূর্ব কিংবা উত্তরমুখ হইয়া আচমন করিবে ।
অনন্তর দুই হাতের আমূল ধৌত করিয়া পুনরায় আচমন করিবে ।
দক্ষিণপদের অঙ্গুষ্ঠে কিঞ্চিৎ জল দিবে ।

স্বস্থঃ প্রশান্তচিত্তশ্চ কৃতাসন-পরিগ্রহঃ ।

অভীষ্ট-দেবতানাঞ্চ কুবরীত স্মরণং নরঃ ॥

তদনন্তর স্বস্থ ও প্রশান্তচিত্তে আসনে উপবেশন করিয়া অভীষ্ট-
দেবতা স্মরণ করিবে ।

অগস্তিরগ্নির্বড়বানলশ্চ

• ভুক্তং ময়ান্নং জরয়দ্বশেষম্ ।

সুখঞ্চ যত্রৎ-পরিণামসম্ভবং

যচ্ছররোগং মম চাস্তু দেহে ॥

বিষ্ণুঃ সমন্তেন্দ্রিয়-দেহ-দেহি

• প্রধানভূতো ভগবান্ যথৈকঃ ।

সত্যেন তেনান্নমশেষমেত

• দারোগ্যদং মে পরিণামমেতু ॥

ইত্যাচার্য্য স্বহস্তেন পরিমৃজ্য তথোদরম্ ।

অনায়াস-প্রদারীনি কুর্যাৎ কৰ্ম্মণ্যতদ্রিতঃ ॥

বিষ্ণুপুরাণম্ ।

অগুপ্তি, অগ্নি ও বাড়বাগ্নি আমার অশেষ ভুক্তায় জীর্ণ করুন ।
উঁহার। আহারের পরিপাকজন্য সুখ বিধান করুন । ত্রিবিধ নিখিল
ইন্দ্রিয়, শরীরও শরীরীর শ্রেষ্ঠ ; সেই সত্যদ্বারা এই সকল অন্ন
মৎসহস্কে আরোগ্যজনক হইয়া পরিণাম লাভ করুক । এই মঙ্গলময়
পাঠ করিতে করিতে স্বীয় হস্তদ্বারা উদর মার্জনা করিবে । তদনন্তর
অনলস হইয়া অন্ন পরিশ্রম সাধ্য কর্ম করিবে ।

ভক্ষয়েদথ তাম্বূলং প্রসাদং বল্লবীপ্রভোঃ ।

শিষ্টৈরিষ্টৈর্ভূপেদিব্যং ভগবন্মাম মঙ্গলম্ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ।

অনন্তর শ্রীভগবন্নিবেদিত তাম্বূল ভক্ষণ করিবে ও নিজাতিমত
শিষ্টজন সমভিব্যাহারে শ্রীভগবানের কল্যাণময় নামাদি স্মরণ করিবে ।

অনিবেদিতদ্রব্য-ভোজন-দোষাঃ ।

অনিবেদিতদ্রব্য ভোজন করিতে নাই । তৎসম্বন্ধীয় প্রমাণ যথা—

নত্বেষাপূজ্য ভুঞ্জীত ভগবন্তং জনার্দনম্ ।

ন তৎ স্বয়ং সমশীয়াৎ যদ্বিষেণ ন নিবেদয়েৎ ॥

হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্র-বচনম্ ।

শ্রীভগবান্কে অর্চনা না করিয়া ভোজন করিতে নাই এবং যে
বস্তু শ্রীহরির উদ্দেশে সমর্পিত হয় নাই, তাহা ভোজন করিতে নাই ।

পত্রং পুষ্পং ফলং ত্রায়মন্ন-পানাত্তমৌষধম্ ।

অনিবেদ্য ন ভুঞ্জীত যদাহারায় কল্লিতম্ ॥

অনিবেদ্য তু ভুঞ্জানঃ প্রায়শ্চিত্তী ভবেন্নরঃ ।

তস্মাৎ সর্বং নিবেদ্যৈব বিধেভুঞ্জীত সর্বদা ॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণম্ ।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লিখিত আছে,—পত্র, পুষ্প, ফল, জল, অন্নপানাদি, ঐষধ এবং যে সমস্ত দ্রব্য নিজের উপভোগের যোগ্য, বিনা নিবেদনে তাহা কখনই গ্রহণ করিবে না । অনিবেদিত দ্রব্য উপভোগ করিলে, বিনা প্রায়শ্চিত্তে মানবের শুদ্ধিলাভ হয় না ; সুতরাং যাবতীয় বস্তু শ্রীহরিকে নিবেদন করিয়া গ্রহণ করিবে ।

অশ্বরীষ গৃহে পক্ষং যদভীষ্টং সদাত্মনঃ ।

অনিবেদ্য হরে ভূঞ্জন্ সপ্ত কল্মাসি নারকী ॥

অবৈষ্ণবানামন্নঞ্চ পতিতানাং তথৈব চ ।

অনর্পিতং তথা বিষ্ণো শ্রমাংসসদৃশং ভবেৎ ॥

অনিবেদ্য তু যো ভুঙ্তে হরয়ে পরমাত্মনে ।

মজ্জন্তি পিতরস্তৃণ নরকে শাস্ত্রীঃ সমাঃ ॥

বিষ্ণুস্থতি-পদ্মপুরাণয়োঃ ।

পদ্মপুরাণে গৌতমাস্বরীষ-সংবাদে লিখিত আছে,—হে অশ্বরীষ ! আত্মবাহিত' যে কোন বস্তু গৃহে পক্ষ হউকনা কেন, তাহা শ্রীভগবানের উদ্দেশে প্রদান না করিয়া ভোজন করিলে, সপ্তকল্প নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় । অবৈষ্ণব ব্যক্তির অন্ন, পতিতের অন্ন এবং অনিবেদিত অন্ন কুকুরের মাংসতুল্য । বিষ্ণুস্থতিতে লিখিত আছে,—যে ব্যক্তি শ্রীভগবান্কে অর্পণ না করিয়া ভোজন করে, তাহার পিতৃগণ অসীমকাল নরকযন্ত্রণা ভোগ করে ।

অথ পূজাব্যতিরিক্ত-ভোজন-দোষঃ ।

অনিবেদিত ভোজনের দোষ কীৰ্ত্তন করিয়া, প্রসঙ্গতঃ শ্রীভগবানের নিত্যপূজা না করিয়া ভোজন করিলে কি দোষ হয়, তাহাই বলিতেছেন,—

অনর্চয়িত্বা গোবিন্দং যৈভুক্তং ধর্মবর্জিতৈঃ ।

শ্মান-বিষ্ঠাসমং চান্নং নীরকং সুরয়া সমম্ ॥

যো মোহাদখবালস্যাদকুহা দেবতার্চনম্ ।

ভুঙ্ক্রে স যাতি নরকং শূকরেষিহ জায়তে ॥

এককালং দ্বিকালং বা ত্রিকালং পূজয়েদ্ধরিম্ ।

অপূজ্য ভোজনং কুর্বন্ নরকাণি ত্র্যজেন্নরঃ ॥

কুর্শ্বপুরাণ-বিষ্ণুধর্মোত্তরযোগঃ ।

কুর্শ্বপুরাণে লিখিত আছে,—যাহারা শ্রীহরির পূজা না করিয়া ভোজন করে, সেই সমস্ত ধর্মব্রষ্ট ব্যক্তির অন্ত কুকুরের বিষ্ঠাতুল্য এবং জন মণ্ড তুল্য হইয়া থাকে । ভ্রম কিংবা আলস্যবশতঃ শ্রীহরির অর্চনা না করিয়া ভোজন করিলে, নরকগামী হইতে হয় এবং পৃথিবীতে শূকরঘোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় । বিষ্ণুধর্মোত্তর নামক গ্রন্থে লিখিত আছে,—প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন এই তিনবার কিংবা প্রাতঃ ও মধ্যাহ্ন এই দুইবার অথবা প্রাতঃকালে একবার শ্রীভগবানের অর্চনা করিতে হয় । দিনের মধ্যে একবারও শ্রীহরির অর্চনা না করিয়া ভোজন করিলে, নরক-পতন অবশ্যস্তাবী ।

অথ নৈবেদ্য-ভোজন মাহাত্ম্যম্ ।

যো মমৈবার্চনং কুহা তত্র প্রাপণমুত্তমম্ ।

শেষমন্নং সমশ্নাতি ততঃ সৌখ্যতরংনু কিম্ ॥

বরাহপুরাণম্ ।

বরাহপুরাণে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—আমার পূজা করিয়া আমার উদ্দেশ্য উৎকৃষ্ট উপহার প্রদান করিয়া, শেষে অন্ত ভোজন করিলে, তদপেক্ষা সুখ আর কি হইতে পারে ?

শব্দোদকং তীর্থবরাদ্ভরিশ্চ

পানোদকং তীর্থগণাদ্ভরিশ্চম্ ।

নৈবেদ্যশেষং যজ্ঞকোটিপুণ্যং

নির্ম্মালাশেষং ব্রতদানতুল্যম্ ॥

নৈবেদ্যশেষং তুলসীবিমিশ্রং

বিশেষতঃ পাদজলেন সিক্তম্ ।

যোঃশ্রুতি নিত্যং পুরতো মুরারেঃ

প্রাপ্নোতি যজ্ঞায়ুত-কোটি-পুণ্যম্ ॥

ষড়্ ভির্মাসোপবাসৈস্তু যৎ ফলং পরিকীর্তিতম্ ।

বিষ্ণোনৈবেদ্যশেষে চ তৎ ফলং ভূজ্যতাং কলৌ ॥

স্কন্দপুরাণম্ ।

স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে,—শঙ্খোদক তীর্থোত্তম হইতেও প্রধান, পান্দোদক সর্বতীর্থ হইতে শ্রেষ্ঠ, নৈবেদ্যাবশেষ যজ্ঞকোটিজন্ম পুণ্য-স্বরূপ, এবং নির্ম্মালাশেষ ব্রত ও দানের তুল্য । যে ব্যক্তি তুলসী ও চরণায়ুত-মিশ্রিত শ্রীভগবানের নৈবেদ্যাবশেষ শ্রীভগবন্মন্দিরে বসিয়া ভোজন করে, তাহার দশ সহস্র কোটি যজ্ঞের ফল লাভ হয় । বিষ্ণু-নিবেদিত নৈবেদ্যশেষ ভোজন করিলে, কলিযুগেও ছয়নাম উপবাসরূপ ব্রতের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

ব্রহ্মচারি-গৃহস্থৈশ্চ বানপ্রস্থৈশ্চ ভিক্ষুভিঃ ।

ভোক্তব্যং বিষ্ণুনৈবেদ্যং নাত্র কার্য্য বিচারণা ॥

ভুক্ত্বাণ্ডদেবনৈবেদ্যং দ্বিজশ্চান্দ্রায়ণং চরেৎ ।

ভুক্ত্বা কেশবনৈবেদ্যং যজ্ঞকোটিফলং লভেৎ ॥

স্কন্দপুরাণম্ ।

স্কন্দ পুরাণে লিখিত আছে,—কি ব্রহ্মচারী, কি গৃহস্থ, কি

বানপ্রস্থ, কি সন্ন্যাসী যে কোন আশ্রমীই হউন না কেন, বিষ্ণুনৈবেদ্য ভোজন করিতে কোন রূপ বিচার করিবে না । বিজাতি-কুলোদ্ভব হইয়া বিষ্ণুনৈবেদ্য ভোজন করিলে, কোটি যজ্ঞের ফল লাভ করা যায়, কিন্তু অন্য দেবতার নৈবেদ্য গ্রহণ করিলে, চান্দ্রায়ণ করিয়া শুক্লিনাভ করিতে হয় ।

অগ্নিষ্টোম-সহস্রৈশ্চ রাজপেয়শতৈরপি ।

তৎফলং প্রাপ্যতে নূনং বিষ্ণো নৈবেদ্যভক্ষণাৎ ॥

হৃদি রূপং মুখে নাম নৈবেদ্যমুদরে হরেঃ ।

পাদোদকঞ্চ নির্মাল্যং মস্তকে যশ্চ সোহচ্যুতঃ ॥

পাবনং বিষ্ণুনৈবেদ্যং সুরসিক্ষিভিঃ স্মৃতম্ ।

অন্যদেবস্য নৈবেদ্যং ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥

স্কন্দপুরাণম্ ।

স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে লিখিত আছে—সহস্র অগ্নিষ্টোম ও শত রাজপেয় যজ্ঞের অমুষ্ঠানে যে ফল লাভ করা যায়, শ্রীহরির নৈবেদ্যশেষ ভোজন করিলে, নিঃসন্দেহ সেই ফল লাভ করা যায় । যে ব্যক্তির হৃদয়ে সর্বদা শ্রীহরির রূপ বিরাজিত, বদনে কৃষ্ণনাম, উদরে নৈবেদ্য, মস্তকে নির্মাল্য ও চরণামৃত বিদ্যমান আছে, তাঁহাকে শ্রীহরির সদৃশ জানিবে । দেবগণ, সিদ্ধগণ ও ঋষিগণ শ্রীহরির নৈবেদ্যকে বিশুদ্ধ বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন ও বলিয়াছেন ; অন্য দেবের নৈবেদ্য ভোজন করিলে আত্মশুদ্ধির জন্য চান্দ্রায়ণ ব্রতামুষ্ঠান করিতে হয় ।

নৈবেদ্যং জগদীশস্য অন্নপানাদিকঞ্চ যৎ ।

ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারশ্চ নাস্তি তদ্বক্ষণে দ্বিজাঃ ॥

ব্রহ্মবন্নিবিবকারং হি যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ ।

বিকারং যে প্রকুর্ব্বন্তি ভক্ষণে তদ্বিজাতয়ঃ ॥

কুষ্ঠব্যাধি-সমায়ুক্তাঃ পুত্রদার-বিবর্জিতাঃ ।

নিরয়ং যান্তি তে বিপ্রা যস্মান্নাবর্ত্ততে পুনঃ ॥

বিষ্ণুপুরাণম্ ।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে,—হে ব্রাহ্মণগণ ! শ্রীহরির নৈবেদ্য অন্নপানাদি যে কোন বস্তু হউক না কেন, তাহা ভোজন করিতে কোনরূপ খাদ্যাখাদ্য বিচার করিবে না । শ্রীহরির নৈবেদ্য ব্রহ্মবৎ নির্বিকার ; উহা শ্রীহরিরই অন্নরূপ । শ্রীহরির নৈবেদ্য ভোজনে তাহার কোনরূপ বিকারোদয় হয়, সে কুষ্ঠ রোগী ও পুত্র কলত্র হীন হয় এবং চির কাল নরকভোগ করে ; কখনও তাহার নরক-ভোগের অবসান হয় না ।

একাদশীসহস্রৈস্তু মাসোপাষণ-কোটিভিঃ ।

তৎফলং প্রাপ্যতে পুণ্ড্রবিষ্ণো নৈবেদ্যভক্ষণাৎ ॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণম্ ।

সহস্র একাদশী ব্রত ও কোটি মাসোপবাস ব্রত করিলে যে ফল লাভ হয়, শ্রীহরির নৈবেদ্য ভোজনে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

এই রূপ নানা প্রকার শ্রীবিষ্ণু নৈবেদ্যের মাহাত্ম্য নানা শাস্ত্রে লিখিত আছে । কিন্তু এই সমস্ত বচনের বিশেষরূপ সমালোচনা না করিলে কোন সুসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায় না ।

১। শ্রীবিষ্ণু-নৈবেদ্য ছাড়া অন্য দেবতার নৈবেদ্য ভক্ষণে মহা-দোষ হয় । কাজেই তাহা অগ্রাহ্য । ২। শ্রীবিষ্ণু-নৈবেদ্যে খাদ্যাখাদ্য বিচার প্রভৃতি করিতে হয় না বা তাহাতে কোনরূপ স্পর্শদোষ

প্রভৃতি হয় না। ৩। একাদশী প্রভৃতি ত্রত বিষ্ণুনৈবেদ্য ভোজনের তুল্য নহে; অতএব একাদশী প্রভৃতিতে উপবাস করা অপেক্ষা বিষ্ণুনৈবেদ্য ভোজন করাই শ্রেয়ঃ।

পূর্বোক্ত বচনগুলি পাঠ করিলে এই তিন স্থানে মহা সন্দেহে পড়িতে হয়; কাজেই কিছু সমালোচনার প্রয়োজন। শ্রীবিষ্ণু-নৈবেদ্য ছাড়া অন্য দেবতার নৈবেদ্য ভক্ষণ করিতে নাই—এ কথা শাস্ত্রে আছে বটে, কিন্তু সকলেই ইহার অধিকারী নহেন। স্মার্ত শ্রীরঘুনন্দন এই সমস্ত বচনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। “এতত্ত্ব একান্তি-বৈষ্ণবপরম্” এ বচন গুলি একান্তি বৈষ্ণব অর্থাৎ যাহারা কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছু জানেন না, সর্বতোভাবে কৃষ্ণের চরণে শরণাপন্ন হইয়াছেন, তাঁহাদের জন্য। শ্রীহরিভক্তিবিলাসকারও একান্তিতা শিক্ষার সোপান রূপে এই বচনগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভক্ষ্যাভক্ষ্য-বিচার-বিহীন শাস্ত্রমর্যাদা-লঙ্ঘনকারিগণের গোড়ামি বাড়াইবার জন্য বলেন নাই।

“মহাপ্রসাদে ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার করিবে না” এই বচন-বলে সর্বসাধারণের জাতি ভেদ উঠাইয়া দিতে হইবে, ইহা শাস্ত্রকারের মত বলিয়া বোধ হয় না। বস্তুতঃ বিবেচনা করিয়া দেখিতে হয়, ‘আমার মহাপ্রসাদে ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার আছে কি না? একটু শরীর অসুস্থ হইলে মহাপ্রসাদে ভক্তি থাকে না, একটু সর্দি লাগিলে দধি প্রসাদে ভক্ষ্য বলিয়া বোধ হয়, একটু লবণ বেশী হইলে সরাইয়া রাখিতে হয়, এগুলি কি ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার নহে? বহু জনের ভাগ্য-কলে যাহাদের মহাপ্রসাদে অপ্রাকৃত বুদ্ধি আসে, তাঁহাদের পক্ষে বিচার না থাকিতে পারে; কিন্তু সর্বসাধারণ এই মতাবলম্বী হইতে পারেন বলিয়া বোধ হয় না। শ্রীপূরী ধামে কোন বিচার নাই বটে, কিন্তু সেটি ক্ষেত্র মাহাত্ম্য ও দেশাচার বলিয়া সমাধান করা কঠিন নহে। একাদশী প্রভৃতি ত্রত অপেক্ষা মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য যে অধিক

নহে তাহা শাস্ত্রকারের বক্তব্য না হইলেও নিজ নিয়ম রক্ষা করিবার জন্য ব্রত পালন করিতে হইবে,—একথা বলিতে শাস্ত্রকার কুণ্ঠিত হন নাই । শ্রীভক্তিসন্দর্ভে শ্রীজীব গোস্বামিপাদ স্পষ্টই বলিয়াছেন “একাদশাদিব্রতদিনে নিজনিয়ম রক্ষার জন্য মহাপ্রসাদ ত্যাগ করিতে হইবে” । যাহারা মহাপ্রসাদৈকান্তী তাঁহাদের জন্য আমি কোনও ব্যবস্থা করিতে চাহি না ; তবে মহাপ্রসাদের দোহাই দিয়া উদর পূরণ জানসে ব্রত ত্যাগ করিবার ব্যবস্থা বোধ হয় কেহই দিতে স্বীকৃত হইবেন না । শাস্ত্রে নানা প্রকার বচন আছে ; সমস্তগুলি আলোচনা করিয়া নিজ সম্প্রদায় ও নিজ অধিকার অনুসারে যাজন করাই বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্তব্য । আমাদের সাম্প্রদায়িক মহানুভব-পণের আচার-পদ্ধতি বিরল হইলেও এখনও বিলুপ্ত হয় নাই । শাস্ত্র দেখিয়া কিংবা শুনিয়া সেগুলি বিচার করিয়া নিজে স্থির করাই সকলের পক্ষে হিতকর ।

অথ দিনান্তর-তাম্—

অং শ্রীকৃষ্ণভক্তানাং সত্যং সবিনয়ং শুভাম্ ।

গচ্ছেদ্বৈমণ্ডব-চিহ্নাঢ্যঃ পাতুং কৃষ্ণকথাসুধাম্ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ।

মহাপ্রসাদ গ্রহণান্তে হরিমন্দির তিলক, মালা ও মূদ্রাদি বৈষ্ণব চিহ্নে বিভূষিত হইয়া হরিকথা-সুধা পান করিবার জন্য শ্রীহরিভক্ত সজ্জনগণ-সমীপে গমন করিবে ।

দিনমানকে আট ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার পঞ্চম ভাগে মহাপ্রসাদ গ্রহণ ও ষষ্ঠ ও সপ্তম ভাগ হরি-কথানাপে ক্ষেপণ করাই শাস্ত্র-সম্মত ।

ইতিহাসপুরাণাভ্যাং ষষ্ঠ সপ্তমকৌ নয়েৎ ॥

শ্রুতি বাক্যম্ ।

দিন মানের ষষ্ঠ ও সপ্তমভাগ মহাভারতাদি ইতিহাস ও শ্রীমদ্ভাগ-বতাদি পুরাণ শাস্ত্র আলোচনা দ্বারা অতিবাহিত করিবে । মোট কথা, বৈষ্ণবের ক্ষণকাল কৃষ্ণপ্রসঙ্গ ছাড়া অতিবাহিত করা উচিত নহে । আহারান্তে হরিকথালোপেই বৈষ্ণবের বিশ্রাম । নিদ্রা কিংবা ভাস, পাসা প্রভৃতির সেবা করিয়া দুর্লভ জীবন বিফল করা কোন মতেই কর্তব্য নহে । বৈষ্ণব সঙ্গে হরিকথালোপের শ্রয়োগ না থাকিলে, অন্ততঃ নিজেই গ্রন্থাদি পড়িয়া সময়ের সার্থকতা সম্পাদন করা উচিত । বৈষ্ণবসঙ্গে হরিকথালোপের মাহাত্ম্য শাস্ত্রকার বথেষ্ট কীর্তন করিয়াছেন ; সে জন্য প্রসঙ্গক্রমে বৈষ্ণব-সমাগমের বিধি লিখিত হইতেছে ।

অথ বৈষ্ণব-সমাগম-বিধিঃ ।

তিলক-মুদ্রাদি বৈষ্ণব-চিহ্ন ধারণ না করিয়া কদাপি বৈষ্ণব-সমীপে ঘাইতে নাই ।

অনুথা বৈষ্ণবাজ্ঞানেন প্রভুত্বানাঙ্ককরণাং সভাসদাঃ
তেষামপরাধাপত্ত্যা তসাপ্যাপরাধাপত্তেঃ ।

শ্রীহরিভক্তি-বিলাস-টীকা ।

বৈষ্ণব-চিহ্নে চিহ্নিত না হইয়া বৈষ্ণবসমীপে গমন করিলে, তাঁহাকে কেহ বৈষ্ণব বলিয়া চিনিতে পারে না, কাজেই বৈষ্ণবোচিত সম্মানও করে না ; তাহাতে তাহাদের অপরাধ হয় ; কিন্তু সে অপরাধের মূল কারণ তিনিই ; যেহেতু তিনি বৈষ্ণব-চিহ্ন ধারণ করেন নাই, এজন্য তাঁহাকে কেহ বৈষ্ণব বলিয়া চিনিতে পারে নাই বলিয়া অপরাধ হইয়াছে ; কাজেই সে অপরাধের তিনিও কল ভাগী ।

বৈষ্ণবো বৈষ্ণবং দৃষ্ট্বা দণ্ডবৎ প্রণমেদুবি ।

উভয়োরন্তরা বিষ্ণুঃ শঙ্খ-চক্র-গদাধরঃ ॥

পঞ্চরাত্র-বচনম্ ।

বৈষ্ণব বৈষ্ণবকে দেখিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিবেন ; তাহাতে কাহারও অপরাধের আশঙ্কা নাই ; যে হেতু ছই বৈষ্ণবের মধ্যস্থলে স্বয়ং বিষ্ণু শঙ্খচক্রাদি ধারণ পূর্বক দণ্ডায়মান থাকেন ।

সভায়াং যজ্ঞশালায়াং দেবতায়তনেষপি ।

প্রত্যেকস্থে নমস্কারো হস্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্ ॥

বৃহন্নারদীয়-পুরাণম্ ।

সভা, যজ্ঞশালা ও দেবালয়ে প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ প্রণাম করিলে, পূর্ব সঙ্কিত পুণ্যের নাশ হয় অর্থাৎ সেখানে এক প্রণাম করিলেই সকলকে প্রণাম করা হয় ।

ততশ্চ বৈষ্ণবঃ প্রাপ্তঃ সমুপাং বচনামৃতৈঃ ।

সদ্বন্ধুরিব সংমাতোহন্যথা দোষো মহান্ স্মৃতঃ ॥

পঞ্চরাত্রবচনম্ ।

বৈষ্ণব আগমন করিলে, তাঁহাকে মিষ্ট বচনে সন্তুষ্ট করিয়া সদ্বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিবে ; অন্যথা মহাদোষ ঘটবে ।

দৃষ্ট্বা ভাগবতং দৈবাং সম্মুখে যো ন যাতি হি ।

ন গৃহ্ণাতি হরিস্তস্য পূজাং দ্বাদশবার্ষিকীম্ ॥

স্কন্দপুরাণম্ ।

স্কন্দপুরাণে মার্কণ্ডেয়-ভগীরথ-সংবাদে লিখিত আছে,—কোনও সময়ে বৈষ্ণবের দর্শন লাভ ঘটিলে, তাঁহার সম্মুখে গিয়া যথাযোগ্য সম্মানদি না করিলে, শ্রীভগবান্ দ্বাদশ বৃৎসর তাহার পূজা গ্রহণ করেন না ।

বৈষ্ণবঃ জনমালোক্য নাভ্যুত্থানং কৰোতি যঃ ।

প্রণয়াদবতো বিপ্র স নরো নরকাতিথিঃ ॥

পদ্মপুরাণম্ ।

পদ্মপুরাণে যম ব্রাহ্মণ-সংবাদে লিখিত আছে—যে ব্যক্তি বৈষ্ণব দেখিয়া প্রীতি ও আদর পূর্বক আশ্রয় ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাড়াইয়া সম্মান না করে, সে অবশ্যই যমপুরের অতিথি হয় ।

হরিভক্তি রতান্ যন্ত হরিবুদ্ধ্যা প্রপূজয়েৎ ।

তস্য তুষ্যন্তি বিপ্রেন্দ্রা ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদয়ঃ ॥

বৃহন্নারদীয়-পুরাণম্ ।

বৃহন্নারদীয় পুরাণে যজ্ঞমালীর উপাখ্যানে লিখিত আছে,—হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! হরিভক্তনরত বৈষ্ণবগণকে যে ব্যক্তি হরিবুদ্ধিতে সম্মান করে, বিধি, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি সকলেই তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হন ।

এই ভাবে বৈষ্ণবের সহিত মিলিত হইয়া, হরিকথালোকে দিন-মানের ষষ্ঠ ও সপ্তম ভাগ অতিবাহিত করিতে হয় ।

অথ সাবন্তন-কৃত্যানি ।

ততো দিনান্ত্যভাগেষু বাহ্যেনু সুরসদ্যম্ ।

যাত্রাং কৃৎন দ্বিজঃ সঙ্ক্যামুপাসীত যথাবিধি ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

তদনন্তর দিবসের শেষ ভাগে যাহাদের ত্রিকালস্নান নিয়ম আছে, তাঁহারা স্নানাদি সমাপনান্তে দেবালয়ে গমন পূর্বক সাবংকালীন সঙ্ক্যাবন্দনাদি করিবেন । স্মৃতিশাস্ত্রে লিখিত আছে,—

প্রাতঃ সঙ্ক্যাং সনকত্রামুপাসীত যথাবিধি ।

সাদিত্যাং পশ্চিমাং সঙ্ক্যাং পর্য্যন্তমিতভাস্করে ॥

স্মৃতি বচনম্ ।

তারকা-সমন্বিতা প্রাতঃসঙ্ক্যা ও সূর্য্যসংযুক্তা সাবংসঙ্ক্যার যথাবিধি

উপাসনা করিতে হয় ; সূর্য্যের অর্দ্ধান্ত কালে সায়ংসন্ধ্যা ও সূর্য্যোদয়ের পূর্বে আকাশে তারকা থাকিতে থাকিতে প্রাতঃসন্ধ্যা করিতে হয় ।

দীক্ষিত দ্বিজগণ বৈদিকী ও তান্ত্রিকী উভয়বিধ সন্ধ্যারই উপাসনা করিবেন ; দীক্ষিত স্ত্রী ও শূদ্র কেবল মাত্র তান্ত্রিকী সন্ধ্যার উপাসনা করিবেন ।

অন্যত্র সূতিকার্শোচ-বিভ্রমাতুরভীতিতঃ ।

উপতিষ্ঠন্তি বৈ সন্ধ্যাং যে ন পূর্বাং ন পশ্চিমাম্ ॥

ব্রজন্তি তে ছুরাত্মান স্তামিস্রনরকং নৃপ ॥

বিষ্ণুপুরাণম্ ।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে—হে রাজন্ ! জননাশৌচ, মরণাশৌচ, উন্মাদ, আতুর ও ভয়ের অবস্থা ভিন্ন অন্য সময়ে যে ব্যক্তি প্রাতঃ কিংবা সায়ংসন্ধ্যা না করে, সেই ছুরাত্মার তামিস্র নামক নরকে গতি হইয়া থাকে ।

শ্রীকৃষ্ণ-ভক্ত্যাসক্তাতু সঙ্কোপাশ্চাদিকং যদি ।

পাতেৎ কৰ্ম্ম ন পাতিত্যদোষ শঙ্কা কথঞ্চন ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

শ্রীভগবানে আসক্তচিত্ত কোনও মহাত্মার শ্রীভগবৎ-সেবার কৰ্ম্ম করিতে কিংবা শ্রীভগবৎ-কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া থাকিতে, যদি সন্ধ্যা বন্দনাদির কালান্তিক্রম হইয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহার বিন্দুমাত্র পাতিত্যদোষ-শঙ্কা নাই ।

মৎকৰ্ম্ম কুৰ্ব্বতাং পুংসাং ক্রিয়ালোপো ভবেদ্ যদি ।

তেষাং কৰ্ম্মাণি কুৰ্ব্বন্তি তিস্রঃ কোট্যো মহর্ষয়ঃ ॥

পদ্মপুরাণম্ ।

পদ্মপুরাণে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—আমাতে আসক্তচিত্ত হইয়া আমার কৰ্ম করিতে করিতে যদি কাহারও ক্রিয়ালোপ হয়, তাহা হইলে তিন কোটি মহর্ষিগণ তাঁহার ক্রিয়া সমাধান করেন ; কাজেই পাতিতা-দোষ-শঙ্কা নাই ।

স্মরন্তি মম নামানি যে ত্যক্ত্বা কৰ্ম চাখিলম্ ।

তেষাং কৰ্ম্মাণি কুৰ্বন্তি ঋষয়ো ভগবৎপরাঃ ॥

যে সকল ব্যক্তি নিখিল কৰ্ম্মকলাপ পরিত্যাগ করিয়া কেবল আমার স্মরণে রত থাকেন, ভগবদ্ভক্ত ঋষিগণ তাহাদের কৰ্ম্ম করিয়া থাকেন ।

শাস্ত্র বচনগুলি সমালোচনা করিলে দেখা যায়, কোন স্থানে নানা-বিধ কৰ্ম্ম করিতে বলিয়াছেন, কোনও স্থানে সৰ্ব্বকৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল শ্রীহরি-স্মরণ প্রভৃতি করিতে বলিয়াছেন । আপাততঃ বুঝিতে বিকল বলিয়া বোধ হইলেও শাস্ত্রেই তাহার সামঞ্জস্য আছে ।

অথ কৰ্ম্ম-সমাধানম্ ।

বৃহদ্রাক্ষস্য ভক্তস্য প্রৌঢ়তামনুপেয়ুধঃ ।

কিঞ্চিৎ কৰ্ম্মাধিকারিত্বাৎ কৰ্ম্ম চৈতৎ প্রপঞ্চিতম্ ॥

প্রৌঢ়রাক্ষস্য ভক্তস্য কৰ্ম্মস্বনধিকারতঃ ।

পাতিত্যং ন ভবত্যেব লেখনীয়ং তদগ্রতঃ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ ।

যে সকল ভক্তের ভক্তিনিষ্ঠা বৃহৎ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে গঢ় আসক্তি জন্মে নাই, তাহাদেরই কৰ্ম্মে অধিকার আছে ; এবং সেই জন্ম তাহাদের যথাবিধি কৰ্ম্মাহুষ্ঠান করিতে হয় ; কাজেই কেবল তাঁহাদের জন্ম শাস্ত্রে নানাবিধ বৈদিক ও তান্ত্রিক কৰ্ম্মের ব্যবস্থা আছে । যে সকল ব্যক্তির অন্ধার পরিপক্বতা জন্মিয়াছে, কৃষ্ণে গঢ় আসক্তি, কৃষ্ণ ভিন্ন আর কিছুতেই অভিনিবেশ নাই; তাহারা কৰ্ম্মাধিকারের

বহির্ভূত ; কাজেই কৰ্ম না করিলে তাঁহাদের পাতিত্য দোষ ঘটে না । এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতাদিতে বিশেষভাবে সমালোচনা আছে ।

তাবৎ কৰ্ম্মাণি কুর্নবীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা ।

মৎকথাশ্রবণাদৌ বা যাবৎ শ্রদ্ধা ন জায়তে ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্ ।

যে পর্য্যন্ত বিষয়ে বৈরাগ্য না জন্মে, কিংবা শ্রীভগবৎ-কথা শ্রবণ প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গে গাঢ় আসক্তি না জন্মে, ততদিন পর্য্যন্ত সাধকের বৈদিক তান্ত্রিক প্রভৃতি কৰ্ম্মে অধিকার আছে । তাহার পর আর তাঁহার কৰ্ম্মাধিকার কিংবা কৰ্ম্মের অবশ্য-কর্ত্তব্যতা নাই ।

শাস্ত্রে সকল রকম ব্যবস্থাই আছে : ভক্তগণ নিজ নিজ অবস্থা বিবেচনা করিয়া কৰ্ম্মত্যাগ কিংবা গ্রহণ করিবেন । সংসারে মোল আনা অভিনিবেশ আছে,—লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদির জন্য সৰ্ব্বদা লালারিত,—এ অবস্থায় আনার কক্ষে গাঢ় আসক্তি জন্মিয়াছে মনে করিয়া, কৰ্ম্মত্যাগ করা যে কতদূর সম্ভব, তাহা সূক্ষ্মগণ বিবেচনা করিবেন ।

অথ রাত্রি-কৃত্যম্ ।

ততো যথাসম্প্রদায়ং হোমং নিষ্পাদ্য বৈষ্ণবঃ ।

গীত-নৃত্যাদিকং ভক্ত্যা বিধায় প্রার্থয়েৎ প্রভুম্ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ।

সায়ংসন্ধ্যাদি সমাপনান্তে স্বসম্প্রদায়ানুসারে ও নিজ নিজ নিয়মানুসারে যাহারা ত্রিকালে শ্রীভগবদর্চনা করেন, তাঁহারা সায়ংকালীন পূজা ও হোমাদি সম্পাদন করিবেন । পরে সায়ংকালীন আরতি, কীর্ত্তন ও নৃত্যাদি সমাপন করিয়া, রাত্রিকালীন ভোগাদি সমর্পণ

করিবেন । তদন্তে ত্রিবিগ্রহকে শয়ন করাইবেন । তৎকালে নিম্ন-
লিখিত ভাবে প্রার্থনা করিতে হয় ।

বলীয়সা পদা স্বামিন্ পদবীমবধারয় ।

আগচ্ছ শয়নস্থানং প্রিয়াভিঃ সহ কেশব ।

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসমৃত-প্রাচীনবচনম্ ।

হে স্বামিন্ ! হে কেশব ! আপনার বলিষ্ঠ চরণযোগে পদবী অবধারণ
অর্থাৎ পদক্ষেপ করুন ; নিম্ন প্রিয়াগণ সহ শয়নস্থানে আগমন করুন ।

এবং প্রার্থ্য সমপ্যাস্মৈ পাদুকে শয়নালয়ম্ ।

আনীয় দেবং তত্রত্যানুপচারান্ প্রকল্পয়েৎ ॥

বিশেষতোহর্পয়েৎ তত্র ঘনং দুগ্ধং সশর্করম্ ।

তাম্বূলঞ্চ সকপূরং দিব্যমাল্যানুলেপনম্ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ ।

এই প্রকার প্রার্থনা করিয়া শ্রী ভগবদ্দেশে পাদুকা-যুগল অর্পণ
করিবে । অতঃপর শয়ন স্থানে আনয়ন পূর্বক শয়নোপযোগী উপচার
সকল অর্পণ করিবে । শয়ন স্থানে কেশবের উদ্দেশে শর্করাসহিত
ঘনদুগ্ধ, কপূর-বাসিত তাম্বূল ও দিব্যমাল্যা প্রভৃতি অর্পণ করিবে ।

ইথং ভক্ত্যা সমারাধ্য ভগবন্তুং সশক্তিতঃ ।

তৎপ্রীত্যৈ সর্বকর্মাণি তৎফলং বার্পয়েৎ কৃতী ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ ।

এই প্রকারে ব্রাহ্ম যুহুর্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রিকালীন
অর্চনা, আরতি, ভোগসমপর্ণ, ত্রিবিগ্রহ-শয়ন প্রভৃতি কর্ম নথাসাধ্য

সম্পাদন করিয়া, সাধক শ্রীহরির শ্রীতিবিধানার্থ সমস্ত দৈনিক কর্ম ও সেই কর্মজন্ম ফল শ্রীভগবানে অর্পণ করিবেন ।

শ্রীশ্রীভগবদারাধনা সকাম ও নিকাম ভেদে দ্বিবিধা । অর্চনাদি করিয়া তাহার পরিবর্তে “ধনং দেহি” “পুত্রং দেহি” রূপে প্রার্থনা করিয়া প্রার্থিত ফলের আকাঙ্ক্ষা রাখিলে, তাহাকে সকাম আরাধনা বলে । “কিছুই চাইনা!—তোমার আদেশে তোমারই শক্তিতে তোমার কর্ম করিলাম ;—আমি কর্মের নিমিত্তমাত্র—ফলাফল তোমারই” এরূপভাবে আরাধনার নাম নিকাম আরাধনা । বৈষ্ণব গ্রন্থে নিকাম কর্মেরই উপদেশ আছে : কাজেই দৈনিক কর্মফল তাঁহাতে অর্পণ করিতে ব্যবস্থা দিলেন ।

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্কলা

বুদ্ধ্যাত্মনা বানুস্মৃত স্বভাবাং

করোতি যদ্যং সকলং পরস্মৈ

নারায়ণারেতি সমর্পয়েৎ তৎ ।

শ্রীমদ্ভাগবতম্ ।

শরীর, বাক্য, মন, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, অহঙ্কার বা ব্রাহ্মণাদি-স্বভাব-নিবন্ধন যে সকল কর্মের অনুষ্ঠান আমি দ্বারা হইয়াছে, হে নারায়ণ! সমস্ত তোমাকে অর্পণ করিতেছি,—এই ভাবে নিজ কর্ম ও তাহার ফল শ্রীভগবানে অর্পণ করিবে ।

সাধু বা হুসাধু বা কর্ম যদ্যদাচরিতং ময়া ।

তৎ সর্বং ভগবন্ বিষ্ণো গৃহাণারাদনং মম ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাস-ধৃত-পুরাণবচনম্ ।

হে বিষ্ণো ! হে ভগবন্ ! আমার অর্চনাদি কর্ম সম্যক্ অনুষ্ঠিত হউক

বা না হউক, আমি তোমার রূপায় যাহা কিছু করিলাম, সমস্তই তুমি আরাধনারূপে গ্রহণ কর ।

অসমর্থশ্চ কৰ্ত্তব্য নিৰ্ণয়ঃ ।

এই ভাবে ব্রাহ্ম মুহূৰ্ত্ত হইতে রাত্রিকাল পর্য্যন্ত নানা কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে যিনি অসমর্থ হন, তাঁহার গতি কি ? তদন্তরে শাস্ত্রকার বলিতেছেন ।—

আরাধনাসমর্থশ্চেৎ দদ্যাদর্চন-সাধনম্ ।

যো দাতুং নৈব শক্নোতি কুর্যাদর্চনদর্শনম্ ॥

অগস্ত্যসংহিতা ।

অগস্ত্য সংহিতায় লিখিত আছে,—যে ব্যক্তি পূজা করিতে অসমর্থ হইবেন, তিনি পূজার দ্রব্যাদি ভগবদালয়ে প্রদান করিবেন । তাহাতেও অসমর্থ হইলে, অন্ততঃ পূজা দর্শন করিবেন ।

পূজিতং পূজ্যমানং বা যঃ পশ্যেদ্ভক্তিতো হরিম্ ।

শ্রদ্ধয়া মোদয়েদ্ যন্তু সোহপি যোগফলং লভেৎ ॥

অগ্নিপুরাণম্ ।

অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে,—যে ব্যক্তি পূজার সময় কিংবা পূজার পরে শ্রীভগবান্কে দর্শন করেন, অথবা শ্রদ্ধাসহকারে পূজা অনুমোদন করেন, তিনিও পূজা ফল প্রাপ্ত হন ।

সুদীর্ঘ বিবেচনা করিয়া দেখুন, ইহা অপেক্ষা শ্রীভগবান্ আর কত রূপা করিবেন । অসমর্থ ব্যক্তিগণ শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করুন, তাহাতেও ফল পাইবেন । বিষয়াভিনিবেশে যদি তাহাও আমাদের ভাগ্যে না ঘটে, তাহা হইলে আর দোষ কাহাকে দিব ।

ততোহনুজ্ঞাং প্রভোঃ প্রার্থ্য দণ্ডবৎ তং প্রণম্যচ ।

সায়ং ভুক্ত্বা যপাণ্ডায়ং সুখং সুপ্যাং প্রভুং স্মরন্ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ।

ত্রিবিধং শয়ন করাইবার পর দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া, তাঁহার
অনুমতি গ্রহণ পূর্বক মহাপ্রসাদ দ্বারা রাত্ৰিকালীন ভোজন কার্য
সমাধা করিবে । তদনন্তর শ্রীহরিস্মরণ পূর্বক শয়ন করিবে ।

অথ শয়ন-বিধিঃ ।

নিগুণো নিকলশ্চৈব বিশ্বমূর্ত্তিধরোহব্যয়ঃ ।
অনাদ্যন্তে সদানন্তে ফণামণি-বিশোভিতে ॥
ক্ষীরাক্ষিমধ্যে যঃ শেতে স মাং রক্ষতু মাধবঃ ।
সবাহ্যভ্যন্তরং দেহমাপাদতলমস্তকম্ ।
সর্ববাহ্মা সর্বশক্তিশ্চ পাতু মাং গরুড়ধ্বজঃ ।
ইতি রক্ষাং পুরঙ্কৃত্য স্বপেদ্বিষ্ণুমনুস্মরন্ ॥

আগম-বাক্যম্ ।

তন্নে লিখিত আছে—যিনি নিগুণ, নিকল, আদ্যন্তবিহীন, অব্যয়
ও বিশ্ব-মূর্ত্তিধারী, যিনি অনন্ত সুপের ফণা-স্থিত মণিসমূহে বিশোভিত
অনন্ত শয্যায় ক্ষীরসমুদ্রে শয়ান আছেন, সেই রক্ষাকর্ত্তা মনুস্মদন
আনাকে রক্ষা করুন ; সেই সর্ববাহ্মা, সর্বশক্তিমান্ গরুড়বাহন ভগবান্
বাহ্য অভ্যন্তর ও আপাদতল-মস্তক দেহ রক্ষা করুন । প্রথমে এইরূপ
প্রার্থনা দ্বারা রক্ষা বিধান করিয়া, ত্রিবিষ্ণু স্মরণ পূর্বক শয়ন করিবে ।

অস্তিঃ শৌচবিধিঃ বিধায় চরণৌ প্রক্ষাল্য চোপস্পৃশেৎ

দ্বিঃ সংসৃত্য জগৎপতিং ব্রহ্মপতিং শ্রীবল্লবী-বল্লভম্ ।

রাধায়াঃ সূচিরং পিবন্তুমমৃতাসারায়মানাং গিরং

বস্ত্রেণাজ্জিযুগ্মং প্রমৃজ্য শয়নস্থাসাদ্য সদ্যঃ স্বপেৎ ॥

আগমবাক্যম্ ।

তন্নে অন্য প্রকার শয়নবিধিও লিখিত আছে—জলদ্বারা শৌচ-বিধি সমাধা করিয়া, পদদ্বয় প্রক্ষালন ও দুইবার আচমন করিয়া জগৎপতি, ব্রজপতি, গোপীজন-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকার-অমৃত-ধারা বর্ষণশীল বাক্য আশ্বাদন করিতেছেন এইরূপ শ্রবণ করিয়া বস্ত্র দ্বারা পদদ্বয় মার্জ্জনাপূর্বক তৎক্ষণাৎ শয্যায়া গমন করিয়া নিদ্রিত হইবে ।

শয়ন কালে ব্রজোপাসকগণের এতাদৃশ-শ্রবণই ভাবান্তুকল বলিয়া মনে হয় । শাস্ত্রে দিগ্গদর্শন মাত্র আছে । সাধকগণ নিজ নিজ ভাবান্তুসারে নিজ ইষ্টদেবকে শ্রবণ করিবেন । শ্রবণের পর ভক্তগণ তৎকালীন লীলা ভাবযোগ্য দেহে আশ্বাদন পূর্বক শয়ন করিবেন ।

রামং স্কন্দং হনুমন্তুং বৈনতেয়ং বৃকোদরম্ ।

শয়নে যঃ শ্রবের্ন্নিতাং দুঃস্বপ্নস্তস্য নশ্যতি ॥

আগম-বাক্যম্ ।

তন্নে আরও লিখিত আছে—যে ব্যক্তি প্রত্যহ শয়নকালে শ্রীরাম চন্দ্র, কার্ত্তিকেয়, হনুমান, গুরুড় ও বৃকোদরকে শ্রবণ করেন, তাহার নিখিল দুঃস্বপ্ন নষ্ট হয় ।

৬ ইথং হি প্রাতঃস্থানাং প্রত্যহং শয়নাবধি ।

শ্রীকৃষ্ণং পূজয়ন্ সিদ্ধসর্বার্থোহস্য প্রিয়ো ভবেৎ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

এই ভাবে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত হইতে শয়ন কাল পর্য্যন্ত যথাবিধি শ্রীকৃষ্ণ সেবায় রত থাকিলে সর্বার্থসিদ্ধ হয় । যিনি এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণ সেবা করেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় হইতে পারেন—তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই ।

ইতি নিত্যকৃত্য প্রকরণম্ ।

ইতি দ্বিতীয়োক্তাসঃ সমাপ্তঃ ॥

তৃতীয় উল্লাসঃ ।

পক্ষ-কৃত্য-প্রকরণম্ ।

- নম্রা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং রাধাবিনোদ-শৰ্ম্মণা ।
বৈষ্ণবানাং পক্ষ-কৃত্যং লিখ্যতেহত্র যথামতি ॥
- ইত্যত্র নিত্যং কুৰ্ব্বাণঃ কৃষ্ণপূজা-মহোৎসবম্ ।
হরের্দিনে বিশেষেণ কুৰ্ব্ব্যাৎ তং পক্ষয়োদ্যোঃ ॥
অত্র ব্রতস্য নিত্যত্বাদবশ্যং তৎ সমাচরেৎ ।
 - সৰ্ব্বপাপোপহং সৰ্ব্বার্থদং শ্রীকৃষ্ণতোষণম্ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ ।

নিত্যকৃত্য-বিধি লেখার পর—পক্ষকৃত্য লিখিত হইতেছে । নিত্য-কৃত্য প্রকরণে লিখিত নিয়মানুসারে প্রত্যহ শ্রীকৃষ্ণের অৰ্চনা প্রভৃতি করিতে হয় ; কিন্তু শ্রীএকাদশী প্রভৃতি শ্রীহরির প্রিয়দিনে নিত্যকৃত্য ছাড়াও কিছু পূজার বৈশিষ্ট্য আছে । সে সমস্ত ব্রত ও ব্রতঙ্গ পূজা প্রভৃতি নিত্য অর্থাৎ না করিলে মহা দোষ ঘটে ; কাজেই সাধকগণ অবশ্য তাহা সম্পাদন করিবেন । বিশেষতঃ সেই সেই ব্রত-গুলি সৰ্ব্বপাপনাশক, সৰ্ব্বার্থ সাধক ও শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিকর ।

অথ শ্রীমদেকাদশীব্রত-নিত্যতা ।

তচ্চ কৃষ্ণ প্রীণনত্বাদ্ নিধিপ্ৰাপ্ততস্তথা ।

ভোজনস্য নিষেধাচ্চাকরণে প্রত্যবায়তঃ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ ।

একাদশী ব্রতের নিত্যত্ব লিখিত হইতেছে ।

চারিটি কারণ বশতঃ একাদশী ব্রত নিত্য, যে হেতু (১) ঐ ব্রত

করিলে শ্রীহরি প্রীতিনাভ করেন; (২) শাস্ত্রে এই ব্রত করার বিশেষরূপে ব্যবস্থা আছে, (৩) ভোজন নিষেধ বিষয়ক বহুসংখ্যক বচন আছে এবং (৪) না করিলে প্রত্যবায়-সংঘটন হয় ।

তত্র শ্রীভগবৎ প্রীতি-হেতুত্বম্ ।

একাদশ্যাং নিরাহারো যো ভুঙ্ক্তে দ্বাদশীদিনে ।

শুকে বা যদি বা কৃষ্ণে তদব্রতং বৈষ্ণবং মহৎ ॥

মৎস্য পুরাণম্ ।

প্রথমতঃ একাদশী ব্রতের শ্রীভগবৎ-প্রীতি-হেতুতা বলা হইতেছে ।

মৎস্য পুরাণে লিখিত আছে—শুক ও কৃষ্ণপক্ষের একাদশীতে নিরাহারে থাকিয়া দ্বাদশীতে ভোজন মহৎ বৈষ্ণব ব্রত অর্থাৎ ইহা করিলে শ্রীহরির প্রীতি বিধান করা হয় ।

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং শূদ্রাণাক্ষৈব যোষিতাম্ ।

মোক্ষদং কুর্বতাং ভক্ত্যা বিষেধাঃ প্রিয়তরং দ্বিজাঃ ॥

একাদশীব্রতং নাম সর্বকামফলপ্রদম্ ।

কর্তব্যং সর্বদা বিপ্রৈর্বিষ্ণুপ্ৰীণন-কারণম্ ॥

বৃহন্নারদীয়-পুরাণম্ ।

বৃহন্নারদীয়পুরাণে লিখিত আছে—হে দ্বিজগণ, কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, কি নারী, যে কেহই হউক না কেন, ভক্তিসহকারে শ্রীবিষ্ণু-প্রীতিকর একাদশী ব্রত করিলে মোক্ষলাভ করিতে পারে । একাদশী ব্রত নিখিল কামফলপ্রদ ও হরিপ্রীতিকর ; সুতরাং এই ব্রতের আচরণ করা সকলেরই কর্তব্য ।

অথ বিধিপ্রাপ্ত্বম্ ।

একাদশ্যামুপবসেন্ন কদাচিদতিক্রমেৎ ॥

কথঃ ।

একাদশী ব্রত সম্বন্ধে যে শাস্ত্রে বিশেষ বিধি আছে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে । এ বিষয়ে কথ বলিয়াছেন—একাদশীতে উপবাসী থাকিতে হয়, কদাচ তাহার অতিক্রম করিবে না ।

উপোষ্ট্যেকাদশী রাজন্ যাবদায়ু প্রবৃতিভিঃ ॥

অগ্নিপুরাণম্ ।

অগ্নি-পুরাণে লিখিত আছে—হে রাজন্ । যাবজ্জীবন একাদশীতে উপবাস ব্রত পালন করিতে হয় ।

অথ ভোজন-নিষেধঃ ।

রটন্তীহ পুরাণানি ভূয়ো ভূয়ো বরাননে ।

ন ভোক্তব্যং ন ভোক্তব্যং সম্প্রাপ্তে হরিবাসরে ॥

পদ্মপুরাণম্ ।

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে—হে বরাননে ! একাদশী দিনে কদাচ “ভোজন করিবে না, কদাচ ভোজন করিবে না” সমস্ত পুরাণ এই কথা ভূয়ো ভূয়ো ঘোষণা করিতেছেন ।

আগমাঃ শতশো রাজস্নিতহাসা রটন্তি হি ।

ন ভোক্তব্যং ন ভোক্তব্যং সম্প্রাপ্তে হরিবাসরে ॥

শ্রাময়ঃ সজ্জনঃ সর্বৈ নারদাদ্যাশ্চ চুক্রুশুঃ ।

ন ভোক্তব্যং ন ভোক্তব্যং সম্প্রাপ্তে হরিবাসরে ॥

পদ্মপুরাণম্ ।

পদ্ম পুরাণে লিখিত আছে—হে রাজন্ “একাদশী দিনে ভোজন করিও না—ভোজন করিও না ।” শত শত আগমে ও ইতিহাসে এই কথা ঘোষিত হইতেছে । ঋষিগণ ও নারদাদি মহর্ষিগণ সর্বদা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করেন, “একাদশী দিনে ভোজন করিও না ।”

অথাকরণে প্রত্যবায়ঃ ।

একাদশী ব্রত না করিলে মহা পাপ হয়, সম্প্রতি তাহাই লিখিত হইতেছে ।

যানি কানিচ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ ।

অন্নমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি সম্প্রাপ্তে হরিবাসরে ॥

তানি পাপাণ্যবাগ্নোতি ভুঞ্জানো হরিবাসরে ॥

নারদীয় পুরাণম্ ।

নারদীয় পুরাণে লিখিত আছে—

একাদশী দিনে ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি সমস্ত পাপ অন্নমধ্যে অবিস্ত্রিত থাকে । সুতবাং একাদশী দিনে ভোজন করিলে নিখিল পাপই গ্রহণ করা হয় ।

মাতৃহা পিতৃহা চৈব ভ্রাতৃহা গুরুহা তথা ।

একাদশ্যাস্তু যো ভুঙ্ক্তে বিষ্ণুলোকাচ্চ্যুতো ভবেৎ ॥

অগ্নিবর্ণায়সং তীক্ষ্ণং ক্ষিপন্তি যমকিঙ্করাঃ ।

মুখে তেষাং মহাদেবি যে ভুঞ্জন্তি হরের্দিনে ॥

স্কন্দপুরাণম্ ।

স্কন্দপুরাণে শ্রীমহাদেব বলিতেছেন—হে মহাদেবি ! একাদশী দিনে ভোজন করিলে, মাতৃঘাতী, পিতৃঘাতী, ভ্রাতৃঘাতী ও গুরুঘাতী বলিয়া

পরিগণিত হইতে হয় । একাদশীতে যে ভোজন করে সে বিষ্ণুলোক হইতে চ্যুত হয় । একাদশীতে ভোজন করিলে যমদূতগণ সেই পাপীর মুখমধ্যে অগ্নিবর্ণ ও তীক্ষ্ণ লৌহাস্ত্র নিক্ষেপ করে ।

ব্রহ্মচারী গৃহস্থো বা বানপ্রস্থোহথবা যতিঃ ।

একাদশ্যাং হি ভুঞ্জানো ভুঙ্তে গোমাংসমেব হি ॥

ব্রহ্মব্রহ্ম সুরাপস্যা স্তেয়িনো গুরুতল্লিনঃ ।

নিকৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রোক্তা নৈকাদশ্যন্নভোজিনঃ ॥

এক এব নরঃ পাপী নরকে নৃপ গচ্ছতি ।

একাদশ্যন্নভোজী যঃ পিতৃভিঃ সহ মজ্জতি ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরম্ ।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে,—ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ কিংবা সন্ন্যাসী যে কেহ হউক না কেন, একাদশী দিনে ভোজন করিলে তাহা গোমাংস তুল্য হইবে । ব্রহ্মঘাতী, মদ্যপায়ী, তস্কর ও গুরুদার-গ্রামী ব্যক্তিরও শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা দেখা যায়, কিন্তু যে ব্যক্তি একাদশীদিনে ভোজন করে, তাহার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা নাই । যে ব্যক্তি পাপ করে সে একাকী নরকে গমন করে । কিন্তু একাদশীতে যে ব্যক্তি অন্ন ভোজন করে, সে পিতৃগণের সহিত নরকে নিমগ্ন হইয়া থাকে ।

ভুঙক্ষ ভুঙেক্তি যো ক্রয়াৎ সম্প্রাপ্তে হরিবাসরে ।

গো-ব্রাহ্মণ-স্ত্রিয়শ্চাপি জহীতি বদতি কচিৎ ॥

মচ্ছং পিবেতি যো ক্রয়াৎ তেষামেব অধোগতিঃ ।

পদ্মপুরাণম্ ।

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে—একাদশী দিনে কাহাকেও “ভোজন কর, ভোজন কর” এই কথা যে বলে, যে ব্যক্তি গো, ব্রাহ্মণ ও স্ত্রী হত্যার আদেশ প্রদান করে এবং যে ব্যক্তি “মদ্য পান কর” এই কথা কাহাকেও অনুরোধ করে তাহাদের অবশ্যই অধোগতি হয় ।

(একাদশী দিনে ভোজন করা দূরে থাক, কাহাকেও ‘খাও’ বলিলেও যে মহাপাপ হয়, এই বচনে তাহাই দেখান হইয়াছে) ।

অথ বিধবাবিষয়ক-বিশেষ-বচনম্ ।

অশক্ত ব্যক্তির একাদশীতে অনুকল্প করিবার ব্যবস্থা আছে . কিন্তু বিধবাগণের সে ব্যবস্থাও নাই—বিধবা বিষয়ক সেই বিশেষ ব্যবস্থা দেখান হইতেছে—

বিধবা যা ভবেন্নারী ভুঞ্জীতৈকাদশী-দিনে ।

তস্মাস্তু স্মৃকৃতং নশেদ্ ভ্রণহত্যা দিনে দিনে ॥

কাত্যায়ন-স্মৃতিঃ ।

কাত্যায়ন স্মৃতিতে লিখিত আছে—বিধবা হইয়া একাদশীতে ভোজন করিলে, ভ্রাহ্মণ সমস্ত পুণ্যক্ষয় হয় ও দিনে দিনে ভ্রণ হত্যার পাপ হয় ।

একাদশীং বিনা রঙা যতিশ্চ স্মমহাতপাঃ ।

পচ্যতে হৃদ্যতামিত্রে যাবদাহুতসংপ্লবম্ ॥

নারদীয়-পুরাণম্ ।

নারদীয় পুরাণে লিখিত আছে,—বিধবা ও যতিগণ যদি একাদশী ব্রত না করে, তাহা হইলে তাহাদের আগ্রনয় অন্ধ-তামিশ্র নরকে বাস করিতে হয় ।

অথৈকাদশীত্রতাধিকারিণঃ ।

বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ স্ত্রীণাঞ্চ বরবর্ণিনি ।

একাদশ্যুপবাসস্ত কৰ্ত্তব্যো নাত্র সংশয়ঃ ॥

পদ্মপুরাণম্ ।

পদ্মপুরাণে শ্রীমহাদেব বলিতেছেন—হে বরবর্ণিনি ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্কর্ণ এবং ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও যতি এই চতুরাশ্রমস্থ প্রত্যেকেরও এই একাদশী তিথিতে উপবাস করিতে হয় ।

ইহা দ্বারা বুঝা গেল মানব মাতেই একাদশী-ত্রতাধিকারী—
তাহার মধ্যে বিশেষ এই যে—

অষ্টবর্ষাধিকো মর্ত্য অপূর্ণাশীতিবৎসরঃ ।

একাদশ্যামুপবসেৎ পক্ষয়োরুভয়োরপি ॥

কাত্যায়নশ্রুতিঃ ।

কাত্যায়ন শ্রুতিতে লিখিত আছে—আট বৎসর বয়সের পর হইতে অশীতি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মানবগণ শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় পক্ষের একাদশীতেই উপবাস করিবে ।

বৈষ্ণবো বাথ শৈবো বা সৌরোহপ্যেতৎ সমাচরেৎ ।

সৌরপুরাণম্ ।

সৌর পুরাণে লিখিত আছে,—কি বৈষ্ণব, কি শৈব, কি সৌর সকলেই একাদশী ত্রত করিবেন ।

অথাশক্তৌ কৰ্ত্তব্যম্ ।

এক্ষণে একাদশী ত্রতানুষ্ঠানে অশক্ত ব্যক্তির ব্যবস্থা লিখিত হইতেছে ।—

উপবাসে হুশক্ৰান্ত্য আহিতাশ্নৈরথাপি বা ।
 পুত্রান্ বা কারয়েদ্যান্ ব্রাহ্মণান্ বাপি কারয়েৎ ॥
 অথবা বিপ্রমুখ্যেভ্যো দানং দত্ত্বাৎ স্বশক্তিতঃ ।
 উপবাসন্তু কুর্ব্বাণঃ পুণ্যং শতগুণং লভেৎ ॥
 যমুদ্दिश्या कृतं सोऽपि सम्पूर्णं फलमश्नुते ।
 नारी स्वपतिमुद्दिश्या एकदश्यामुपोषिता ॥
 পুণ্যং শতগুণং প্রাপ্তমূনয়ঃ সারদর্শিনঃ ।
 উপবাসফলং তস্যাঃ পতিঃ প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥

বায়ুপুরাণম্ ।

বায়ুপুরাণে লিখিত আছে—সাগ্নিক ব্রাহ্মণ যদি যজ্ঞাদিতে দীক্ষিত
 হইয়া উপবাসে অসমর্থ হন, কিংবা অন্য কেহ পীড়াদিবশতঃ অথবা
 বার্কিক্যবশতঃ একাদশী ব্রত করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে, পুত্র-
 গণকে অথবা কোন ব্রাহ্মণকে প্রতিনিধি স্বরূপে উপবাস করাইবেন ।
 কিংবা সামর্থ্যানুসারে বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ-গণকে দান করিবেন । নিজের
 জন্ত ব্রত করিলে যে ফল লাভ হয়, পিতা প্রভৃতির উদ্দেশে ব্রত
 করিলে, তাহা অপেক্ষা শতগুণ অধিক ফল লাভ হইয়া থাকে ।
 যাহার উদ্দেশে উপবাস করা যায়, তিনিও সম্পূর্ণ ব্রত ফল প্রাপ্ত
 হন । কোনও স্ত্রী যদি তাঁহার স্বামীর উদ্দেশে ব্রত করেন, তাহা
 হইলে তিনি শতগুণ ফল প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার স্বামীও যে সম্পূর্ণ
 ব্রতফল লাভ করেন,—এ কথা শাস্ত্রপারংগত ঋষিগণ বলিয়া থাকেন ।

একভক্তেন নক্তেন বালবৃদ্ধাতুরঃ ক্রিপেৎ ।

পয়োমূলফলৈর্বাপি ন নিষীদনিকো ভবেৎ ॥

মার্কণ্ডেয়-পুরাণম্ ।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে লিখিত আছে—প্রতিনিধির অভাবে বালক বৃদ্ধ
ও অসমর্থ ব্যক্তিগণ একবার মাত্র দুগ্ধ ফল মূলাদি দ্বারা ব্রত পালন
করিবেন—একাদশী ত্যাগ করিবেন না ।

উপবাসে দ্ব্যশক্তানাংশীতৈরুর্দ্ধজীর্ষিনাম্ ।
একভক্তাদিকং কার্যমাহ বোধায়নো মুনিঃ ॥
ব্যাধিভিঃ পরিভূতানাং পিত্তাধিকশরীরিণাম্ ।
ত্রিংশদ্বর্ষাধিকানাঞ্চ নক্তাদিপরিব্রজনম্ ॥

বোধায়ন-স্মৃতিঃ ।

বোধায়ন স্মৃতিতে লিখিত আছে—উপবাস করিতে অসমর্থ অশীতি
বৎসর অপেক্ষা অধিক-বয়স্ক ব্যক্তিগণ একবারমাত্র ফলমূলাদি ভোজন
করিবেন । ত্রিশ বর্ষের অধিক বয়স্ক ব্যক্তি ব্যাধিগ্রস্ত কিংবা পিত্তপ্রবণ
হইলে তাঁহার পক্ষে রাত্রিতে ফলাদি ভোজন রূপ অনুকল্প কর্তব্য ।

অথানুকল্প-ব্যবস্থা ।
নক্তং হবিষ্যন্নমনোদনংবা
ফলং তিলাঃ ক্ষীরমথান্নু বাজ্যম্ ।
যৎ পঞ্চগব্যং যদি বাপি বায়ুঃ
প্রশস্তমত্রোত্তরমুত্তরঞ্চ ॥

বায়ুপুরাণম্ ।

বায়ুপুরাণে লিখিত আছে—রাত্রিকালে হবিষ্যন্ন ভোজন, কিংবা
অন্ন-ব্যতীত অথ হবিষ্য বস্তু ভোজন, ফল, তিল, দুগ্ধ, জল, ঘৃত,

পঞ্চগব্য অথবা বায়ু ভোজন করিবে। ইহাদের মধ্য পূর্ব পূর্ব অপেক্ষা পর পরই শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ হুবিষ্ণান্ন অপেক্ষা, অন্ন ব্যতীত হুবিষ্ণু, তদপেক্ষা ফল—এই ভাবে উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতা বৃদ্ধিতে হইবে।

অষ্টৈতান্যব্রতানি আপোমূলং ফলং পয়ঃ ।

হবির্ব্রাহ্মণকাম্যাচ গুরোর্বচনমৌষধম্ ॥

মহাভারতম্ ।

মহাভারতে লিখিত আছে,—জল, ফল, মূল, দুগ্ধ, ঘৃত, ব্রাহ্মণ-কামনা, গুরুর আদেশ ও ঔষধ এই আটটি ব্রত-নাশক নহে।

এইরূপ নানা বচনে অশক্ত ব্যক্তিগণের জন্ত কিঞ্চিৎ ভোজনের ব্যবস্থাও পাওয়া যায় ; কিন্তু বিবেচনা নিজের হাতে ; কাজেই ভোজন করিবার সময় একটু ভাবিয়া দেখিবেন, সত্যি আমি অশক্ত কিনা। শাস্ত্রকারগণ অশক্তের অনুকূল ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া সকলেরই অশক্ত হওয়া ভাল নহে।

“অশক্ত হইলে ফল মূলাদি কিছু ভোজন করিতে পারেন” এ ব্যবস্থা ও সকল একাদশীর জন্ত নহে। কোন কোনও একাদশীতে কাহারও কিছু ভোজন করা উচিত নহে।

মচ্ছয়নে মদুথানে মৎপার্শ্বপরিবর্তনে ।

অত্র যো দীক্ষিতঃ কশ্চিদ্ভৈষ্ণবো ভক্তিতৎপরঃ ॥

অন্নং বা যদি ভুঞ্জীত ফলমূলমথাপি বা ।

অপরাধমহং তস্য ন ক্ষমামি কদাচন ॥

ক্ষিপামি নরকে ঘোরে যাবদাহুতসংপ্লবম্ ॥

কাশ্যপ-পঞ্চরাত্রম্ ।

কাশ্যপ-পঞ্চরাত্রে লিখিত আছে—দীক্ষিত ও ভক্তিনিষ্ঠ যে ব্যক্তি আমার শয়ন, উত্থান ও পার্শ্বপরিবর্তন দিবসে অন্ন বা ফলমূলাদি ভোজন করে, আমি কদাচ তাহার অপরাধ ক্ষমা করি না ;—আশ্রয় তাহাকে ভীষণ নরকে নিপাতিত করিয়া রাখি ।

মুচ্ছয়নে মদুত্থানে মৎপার্শ্বপরিবর্তনে ।

ফলমূলজলাহারী হৃদি শল্যং মমার্পয়েৎ ॥

কাশ্যপ-পঞ্চরাত্রম্ ।

কাশ্যপ-পঞ্চরাত্রে অন্ত্র লিখিত আছে—যে ব্যক্তি আমার শয়ন, উত্থান ও পার্শ্বপরিবর্তন দিনে ফল, মূল ভোজন, এমন কি জল পানও করে, সে আমার হৃদয়ে শেলাঘাত করে ।

এই সমস্ত বচন আলোচনা করিলে, কোন ভক্তেরই বোধ হয়, শয়নাদি তিন একাদশী দিনে ভোজন করিতে ইচ্ছা হয় না । অনেক প্রেমসেবা-পর ভক্তগণ প্রেমের দোহাই দিয়া এই সমস্ত একাদশী দিনেও উদর পূরণ করিয়া ভোজন করিতে কুণ্ঠিত হন না । কিন্তু এ তাঁহাদের কোন্ দেশী প্রেম তাহা জানি না । ভগবানের হৃদয়ে শেলাঘাত করিয়া কোন্-জাতীয় ভালবাসা বা একনিষ্ঠতা দেখান হয়—তাহা তাঁহারা জানেন ।

অথোপবাস-দিন-নির্ণয়ঃ ।

অনন্তর উপবাসের দিন নিরূপণ করা হইতেছে—

একাদশী চ সম্পূর্ণা বিদ্বতি বিবিধা স্মৃতা ।

বিদ্বাচ বিবিধা তত্র ত্যাজ্যা বিদ্বা তু পূর্বজা ॥

শ্রীহরিতত্ত্ব-বিনাসঃ ।

একাদশী দ্বিবিধা । সম্পূর্ণা ও বিদ্ধা । বিদ্ধাও আবার পূর্ববিদ্ধা, পরবিদ্ধা প্রভৃতি ভেদে অনেকবিধ । তাহার মধ্যে পূর্ববিদ্ধা অর্থাৎ দশমী-বিদ্ধা একাদশী অবশ্য পরিত্যাগ করিবে ।

নাগ-বিদ্ধা তু যা ষষ্ঠী শিববিদ্ধা চ সপ্তমী ।

দশম্যেকাদশীবিদ্ধা তত্র নোপদসেদ্বুধঃ ॥

পৈঠীনসিঃ ।

পৈঠীনসির উক্তি আছে যে—পঞ্চমীবিদ্ধা ষষ্ঠীতে, ষষ্ঠীবিদ্ধা সপ্তমীতে ও দশমীবিদ্ধা একাদশীতে উপবাস করা উচিত নহে ।

অথ বিদ্ধা-লক্ষণম্ ।

আদিত্যোদয়-বেলায়াঃ প্রাণ্ মুহূর্ত্তদ্বয়ান্বিতা ।

একাদশী তু সম্পূর্ণা বিদ্ধান্তা পরিকীর্তিতা ॥

অতএব পরিত্যজ্যা সময়ে চারুণোদয়ে ।

দশম্যেকাদশীবিদ্ধা বৈষ্ণবেন বিশেষতঃ ॥

ভবিষ্য-পুরাণম্ ।

ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে—যদি সূর্য্যোদয়ের দুই মুহূর্ত্ত অর্থাৎ চারিদণ্ড পূর্ব হইতে একাদশী প্রবৃ্ত্তি হয়, তাহা হইলে সেই একাদশীকে সম্পূর্ণা কহে । তাহা ছাড়া সূর্য্যোদয়ের পূর্বে চারিদণ্ডের কম সময় একাদশী থাকিলে, বিদ্ধা বলিয়া পরিগণিত হয় । অতএব অরুণোদয়ের সময়ে দশমী-সংযুক্তা একাদশী বর্জন করিবে । পরন্তু বৈষ্ণবের পক্ষে দশমী-সংযুক্তা একাদশী সর্ব্বথা পরিত্যজ্যা ।

অথারুণোদয়-বিদ্ধা-পরিত্যাগঃ ।

অরুণোদয়বেলায়াং দশমী-সংযুতা যদি ।

অত্রোপোষ্যা দ্বাদশী স্যাৎ ত্রয়োদশ্যান্তে পারণম্ ॥

কথঃ ।

অরুণোদয় বিদ্ধা একাদশী পরিত্যাগ করিতে হইবে এ বিষয়ে কথঞ্চিদধির উক্তি এই—অরুণোদয় সময়ে দশমীবিদ্ধা একাদশী হইলে, দ্বাদশীতে উপবাস ও ত্রয়োদশীতে পারণ করিতে হয় ।

অথারুণোদয়-লক্ষণম্ ।

উদয়াৎ প্রাক্ চতস্রস্তু ঘটিকা অরুণোদয়ঃ ।

তত্র স্নানং প্রশস্তং স্যাৎ স বৈ পুণ্যতমঃ স্মৃ তঃ ॥

স্কন্দ-পুরাণম্ ।

স্কন্দপুরাণে অরুণোদয়ের লক্ষণ লিখিত আছে যে—সূর্যোদয়ের পূর্বে চারি দণ্ড সময়কে অরুণোদয় কহে । ঐ কাল অতি পুণ্যতম, প্রাতঃস্নানী ব্যক্তির ঐ সময়ে স্নান করা প্রশস্ত ।

অথারুণোদয়-বিক্রোপবাস দোষঃ ।

অরুণোদয়-বেলায়াং বিদ্ধা কাচিছুপোষিতা ।

তস্যাঃ পুত্রশতং নষ্টং তস্মাৎ তাং পরিবর্জয়েৎ ॥

কৌৎসঃ ।

কৌৎস ঋষি অরুণোদয়-বিদ্ধা একাদশীতে উপবাস করার দোষ কীর্তন করিয়াছেন । তিনি বলেন—কোন রমণী অরুণোদয় বিদ্ধা একাদশীতে উপবাস করিয়াছিল ; সেই পাপে তাহার শত পুত্র ক্রিয়ষ্ট হয় ।

অরুণোদয়কালে তু দশমী যদি দৃশ্যতে ।
 ন তত্রৈকাদশী কার্য্য। ধর্ম্মার্থকামনাশিনী ॥
 অরুণোদয়কালেতু দশমী যদি দৃশ্যতে ।
 পাপমূলং তদা জ্ঞেয়মেকাদশ্যুপবাসিনাম্ ॥

ভবিষ্য-পুরাণম্ ।

ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে—অরুণোদয়-সময়ে যদি দশমী থাকে, তাহা হইলে একাদশীতে ব্রত না করিয়া দ্বাদশীতে ব্রত করিতে হয়। এই শাস্ত্রবাক্য লঙ্ঘন করিয়া যদি কেহ অরুণোদয়ে দশমীবিদ্ধা একাদশীতে ব্রত করেন, তাহা হইলে তাঁহার ধর্ম্ম, অর্থ, কাম প্রভৃতি বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অরুণোদয় কালে দশমীযুক্ত একাদশীতে উপবাস কেবল মাত্র পাপের কারণ হয়।

এবং জ্ঞেয়ানি বাক্যানি বিদ্ধা ব্রত-পরাগি তু ।
 অবৈষ্ণবশ্রয়্যাণ্যেব শুক্রমায়াকৃতানি বা ॥
 ইথং জন্মাক্টম্যাদি ব্রতান্যপি ন বৈষ্ণবৈঃ ।
 বিদ্বৈষহঃসু কার্য্যানি তাদৃগ্-দোষগণাশ্রয়াৎ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ।

শাস্ত্রে বিদ্ধা উপবাস ত্যাগ করিবার যেমন বচন আছে, তেমন আবার বিদ্ধা উপবাস করার ব্যবস্থাও আছে—কাজেই তাহার কিছু সামঞ্জস্য করা প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তি বিলাসকার বলিতেছেন যে, অরুণোদয়-বিদ্ধা একাদশীতে উপবাস করিতে পারা যায়—এভাবে যে সমস্ত বচন আছে, সে গুলি অবৈষ্ণব-পর বুদ্ধিতে হইবে। অর্থাৎ অরুণোদয়-বিদ্ধা একাদশীতে বৈষ্ণব কদাচ উপবাস করিবেন না; অন্য কেহ যাহা হয় করুন, তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। কিংবা ঐ সমস্ত “শুক্রমায়াকল্পিত” বলিতেও

আপত্তি নাই। এই প্রকার জন্মাষ্টমী প্রভৃতি ব্রতও বৈষ্ণবগণ কদাপি পূর্বতিথি-সংযুক্তভাবে করিবেন না, তাহাতেও বিশেষ দোষ ঘটবে।

স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য পাদের সঙ্গে এই সমস্ত স্থলে শ্রীহরিভক্তি-বিনাসকারের মত দ্বৈধ আছে। তাঁহার মতে সূর্য্যোদয়-বিদ্ধা একাদশী পরিত্যাগ করিতে হয়; অরুণোদয়-বিদ্ধা ত্যাগ করা সম্বন্ধে তিনি কোন মত দেন নাই। কিন্তু তিথিতত্ত্বে শেষ মীমাংসা করিয়াছেন যে, অরুণোদয়-বিদ্ধা ত্যাগ করা বৈষ্ণবের পক্ষে কর্তব্য। শ্রীজন্মাষ্টমী সম্বন্ধেও এইরূপ মতভেদ আছে। সপ্তমী-বিদ্ধা অষ্টমীতে ব্রত করিতে নাই—ইহা হরিভক্তিবিনাসের ব্যবস্থা; কিন্তু স্মার্ত পাদ সপ্তমীবিদ্ধাই করিতে হইবে বলিয়া ব্যবস্থা দিয়াছেন। পরিশেষে “সপ্তমী-বিদ্ধা অষ্টমী ব্রত করিতে নাই” এই বচন তুলিয়া মীমাংসা করিয়াছেন যে, এ সমস্ত বচন এ কল্পের নহে; বিভিন্ন কল্পে এইরূপ ব্যবস্থাই ছিল; আমাদের হরিভক্তি বিনাসকারও স্মার্ত পাদের বচনগুলি “অবৈষ্ণবপর” বলিয়া কাটাইয়া দিয়া গিয়াছেন। কাজেই বিবেচনা করিয়া দেখিলে, ইহাতে কোন বিরোধ নাই। যিনি বাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত ও মতাবলম্বী, তিনি সেই ভাবেই চলিবেন। বিশেষতঃ অরুণোদয়-বিদ্ধা একাদশী ত্যাগ করা সম্বন্ধে স্মার্ত পাদও “বৈষ্ণবপর” বলিয়া ব্যবস্থা করিয়াই গিয়াছেন; কাজেই বৈষ্ণবগণের অরুণোদয়-বিদ্ধা একাদশী ত্যাগ করা যেমন শ্রীহরিভক্তিবিনাস-সম্মত, সেইরূপ স্মার্ত-ভট্টাচার্য্য সম্মতও বটে; সুতরাং বৃথা বিরোধ করা মুক্তিযুক্ত নহে; অনেক অজ্ঞ ব্যক্তি “গোস্বামী মতে পরাহে” “গৌসাইদের দ্বাদশীর দিন একাদশী” প্রভৃতি বিজ্ঞপ বাক্য প্রয়োগ করিতেও কুণ্ঠিত হন না। আমি তাঁহাদের অহরোধকরি, তাঁহারা কিছুদিন শান্ত পড়ুন।

অথার্করাত্রবিদ্ধা-সমাধানম্ ।

অর্করাত্রমতিক্রম্য দশমী যদি দৃশ্যতে ।

তদা হেকাদশীং ত্যক্ত্বা দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ ॥

কুর্মপুরাণম্ ।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-মতে সূর্যোদয়ের চারিদণ্ড পূর্বে হইতে একাদশী প্রবৃত্তি না হইলে, ঐ একাদশী অরুণোদয়-বিদ্ধা হয় ; কাজেই সর্বথা পরিত্যজ্যা । যতান্তরে দেখিতে পাওয়া যায়, পূর্বদিন অর্করাত্র হইতে একাদশী-প্রবৃত্তি না হইলে ঐ একাদশীকে অর্করাত্রবিদ্ধা একাদশী কহে ; ঐ দিনেও একাদশী ব্রত হয় না । তাঁহাদের অনুকূল বচনও আছে, যথা—

অর্করাত্রমতিক্রম্য দশমী যদি দৃশ্যতে ।

তদা হেকাদশীং ত্যক্ত্বা দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ ॥

কুর্মপুরাণম্ ।

কুর্মপুরাণে লিখিত আছে—যদি অর্ক রাত্রির পর দশমী দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে একাদশী পরিত্যাগ পূর্বক দ্বাদশীতে উপবাস করা বিধেয় ।

অভিজ্ঞাস্তুচ্চ মন্যন্তে পক্ষবর্দ্ধন্যুপাশ্রিতম্ ।

অতস্তুচ্চ তথান্যচ্চ মহতাং নৈব সম্মতম্ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ ।

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে লিখিত আছে যে—কুর্মপুরাণীয় বচনে যে অর্করাত্রিতে দশমীবেধ বর্জন করার ব্যবস্থা আছে, তাহা সমস্ত একাদশীর জন্য নহে ; কেবল মাত্র যেবার পক্ষবর্দ্ধনী অর্থাৎ যেবার পরবর্ত্তিনী পূর্ণিমা কিংবা অমাবস্তা সূর্যোদয়-কাল হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত দিবসব্যাপিনী হইয়াও পরদিনে কিছু নিষ্কান্তা, হইবে.

সেই বারকার জন্ত । অতএব অর্ধরাত্র-বেধ কিংবা চত্বারিংশদুঘটিকা-বেধ প্রভৃতি সমস্ত একাদশী^১ ব্যাসাদি মহাঋগণের সম্মত বলিয়া বোধ হয় না । পদ্ম-পুরাণে এ বিষয়ে লিখিত আছে—

অর্ধরাত্রং স্পৃশেৎ পূর্ণা পক্ষবৃদ্ধির্ঘটতঃ ।

কপাল-বেধনী সাচ শুদ্ধাং ভদ্রামুপোষয়েৎ ॥

অথ বেধ-বিহীনাপি সম্পূর্ণৈকাদশী তিথিঃ ।

অগ্রতো বৃদ্ধিগামিত্বাৎ পরিত্যাগৈজ্যব বৈষ্ণবৈঃ ॥

পদ্মপুরাণম্ !

একাদশীর অগ্রে পক্ষবৃদ্ধি হইলে (পূর্ণিমা কিংবা অমাবস্তা ষষ্টিদণ্ড ব্যাপিনী হইলে) যদি দশমী অর্ধরাত্র স্পর্শ করে, তাহা হইলে সেই একাদশীকে কপাল-বেধনী বলে ; তৎকালে একাদশী পরিত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে উপবাস করিবে । যদি বেধ-রহিতা হইয়াও সম্পূর্ণ একাদশী দ্বাদশীর দিন পর্য্যন্ত থাকে, তাহা হইলেও সে একাদশী বৈষ্ণবগণ^২ অবশ্য পরিত্যাগ করিবেন । দ্বাদশী দিনে কিছু একাদশী থাকিলে স্মার্তমতেও একাদশী পরিত্যাগ করিয়া ঐ দ্বাদশীতে উপবাস করিতে হয় । সুতরাং “গোশ্বামি-মতে পরাহে” স্মার্তমতাবলম্বীরাও কখন কখন করেন ।

দশমী-বিদ্ধা একাদশী যে ত্যাগ করিতে হইবে, ইহা সকলেরই মত ; কিন্তু বেধ-সম্বন্ধে মতভেদ আছে । স্মার্ত ভট্টাচার্য্য বলেন, সূর্য্যোদয়-কালে দশমী থাকিলেই বিদ্ধা হইবে । শ্রীহরিভক্তি-বিলাসকার বলেন,—সূর্য্যোদয়ের চারিদণ্ড পূর্বে দশমী থাকিলেই বিদ্ধা হইবে । কেহ কেহ বলেন,—পূর্ব্বদিন অর্ধরাত্রকালে দশমী থাকিলেই বিদ্ধা হইবে । এই সমস্ত সন্দিগ্ধস্থলে যিনি যাঁহার মতে চিরকাল ত্রুত করিয়া আসিতেছেন, তাঁহার সেই মতই গ্রহণ করা উচিত ।

কিন্তু গোড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত সাধকগণের কোনও বিচার না করিয়া শ্রীহরিভক্তি-বিনাসের মত গ্রহণ করাই সৰ্ব্বথা কর্তব্য । বিশেষতঃ শ্রীহরিভক্তি-বিনাসকার বিনা যুক্তিতে ও পুরাণাদির অমতে কোন ব্যবস্থাই করেন নাই । যাহা হউক, বিনি যে মতাবলম্বী হইলেন না কেন, তাঁহাদের মতানুসারে বিদ্বা হইলে সে দিন একাদশী পরিত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে ব্রত করিবেন । স্থলবিশেষে শুদ্ধা (অর্থাৎ বিদ্বা নহে) একাদশী পরিত্যাগ করিয়াও দ্বাদশীতে ব্রত করিতে হয় । এরূপ স্থলে স্মার্ত ভট্টাচার্য্যের মতে—“যদি শুদ্ধা একাদশী, দ্বাদশীর দিনও প্রাতঃকালে কিছু থাকে, তাহা হইলে একাদশী পরিত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে ব্রত করিবে ।” এই একটি নাত্র বচন দেখা যায়—কিন্তু শ্রীহরিভক্তিবিনাসকার বহু শাস্ত্র আলোচনা করিয়া আরও কয়েকটি শুদ্ধা একাদশী ত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে ব্রত করিবার স্থল দেখাইয়াছেন, তাহা নিম্নে লিখিত হইল ।

অথ শুদ্ধাবিশেষ পরিত্যাগঃ ।

একাদশী যদা পূর্ণা পরতো দ্বাদশী যদা ।

তদা হ্যেকাদশীং ত্যক্ত্বা দ্বাদশ্যাং সমুপোষয়েৎ ॥

স্কন্দপুরাণম্ ।

স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে—অরুণোদয় হইতে আরম্ভ হইয়া সম্পূর্ণ একাদশী হইলে এবং দ্বাদশী সম্পূর্ণ হইয়া তৎপরদিবস ত্রয়োদশীতে কিঞ্চিদংশ থাকিলে শুদ্ধ একাদশী ত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে উপবাস করা বিধেয় ।

এইরূপ আটটি দ্বাদশীতে উপবাস করিতে হয় । তাহাতে পূর্ব-দিনের শুদ্ধা একাদশী ত্যাগ করিতে কোন প্রকার শাস্ত্রীয় বাধা নাই । এই আটটি দ্বাদশীকে শ্রীহরিভক্তিবিনাসকার মহাদ্বাদশী বলিয়াছেন । স্মার্ত ভট্টাচার্য্য-পাদ এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেন

নাই । তবে একাদশী অহোরাত্র-ব্যাপিনী হইয়া পর দিনেও কিছু নিষ্ক্রান্ত হইলে, স্মার্ত ভট্টাচার্য্যও পূৰ্ব্বদিনে ব্রত না করিয়া দ্বাদশী দিনে ব্রত করিতে ব্যবস্থা দেন । এইটিকে শ্রীহরিভক্তিবিলাসকার উন্মীলনী মহাদ্বাদশী বলিয়াছেন এবং ঐ মহাদ্বাদশী দিনে উপবাসের ব্যবস্থা দিয়াছেন । স্মার্ত ভট্টাচার্য্য মহাদ্বাদশীর নাম না করিয়া ঐ দিনে একাদশী ব্রতের ব্যবস্থা দিয়াছেন । অবশিষ্ট সাতটি মহাদ্বাদশীর দিকে তিনি দৃষ্টিপাত করেন নাই । শ্রীহরিভক্তিবিলাসকার বলেন,—এই অষ্ট মহাদ্বাদশী বৈষ্ণবগণ কোন মতেই পরিত্যাগ করিবেন না । মোটের উপর বুঝা গেল এই যে—অরুণোদয়-বিক্রা একাদশী ত্যাগ করিতেই হইবে ; মহাদ্বাদশীর লক্ষণ পাইলে শুদ্ধা একাদশী ও ত্যাগ করিতে হইবে ।

অথাষ্ট-মহাদ্বাদশী নিরূপণম্ ।

উন্মীলনী বঞ্জুলীচ ত্রিম্পূশা পক্ষবর্দ্ধনী ।
জয়াচ বিজয়াচৈব জয়ন্তী পাপনাশিনী ॥
দ্বাদশ্যর্কো মহাপুণ্যঃ সর্বপাপহরা দ্বিজ ।
তিথিযোগেন জায়ন্তে চতস্রশ্চাপরা স্তথা ।
নক্ষত্রযোগাচ্চ বলাৎ পাপং প্রশময়ন্তি তাঃ ॥

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণম্ ।

অতঃপর অষ্ট মহাদ্বাদশীর কথা লিখিত হইতেছে । ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণে সূত-শৌনক সংবাদে লিখিত আছে—হে দ্বিজ ! উন্মীলনী, বঞ্জুলী, ত্রিম্পূশা, পক্ষবর্দ্ধনী, জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী এই অষ্ট মহাদ্বাদশী মহাপুণ্য-স্বরূপিনী ও নিখিল পাতকহারিণী । এই আটটির মধ্যে প্রথম চারিটি তিথিযোগে ও শেষ চারিটি নক্ষত্র-যোগে হয় । এই সকল দ্বাদশী-সবলে পাতকরাশি বিদূরিত করে ।

অথাষ্ট-মহাদ্বাদশী-নিত্যত্বম্ ।

দ্বাদশোহর্কৌ সমাখ্যাতা যা পুরাণ-বিচক্ষণৈঃ ।

তাসামেকাপি চ হতা হস্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্ ॥

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণম্ ।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে লিখিত আছে—পুরাণবিদগণ যে অষ্ট মহাদ্বাদশীদ কথা বর্ণন করিয়াছেন, তাহার মধ্যে একটি দ্বাদশীও যদি কেহ ত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাঁহার পূর্বসঞ্চিত সমস্ত পুণ্য নষ্ট হয় ।

ন করিষ্যন্তি যে লোকে দ্বাদশোহর্কৌ মমাত্তয় ।

তেষাং যমপুরে বাসো যাবদাহুতসংপ্লবম্ ॥

পদ্মপুরাণম্ ।

পদ্মপুরাণে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—যে সমস্ত ব্যক্তি সংসারে আসিয়া অষ্ট মহাদ্বাদশীত্রত পালন না করে, আমার আদেশে তাহার প্রলয় কাল পর্য্যন্ত যমপুরে বাস করিতে হয় ।

উন্মীলনী পরিত্যক্তা বঞ্জুলী পক্ষবর্ধনী ।

নরকে বসতে তাবদ্যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দশ ॥

ত্রিম্পৃশা বিমুদয়িতা যে ন কুর্বন্তি ভূতলে ।

তাবদ্ যমপুরে বাসো যাবন্নদ্যঃ সমাগরাঃ ॥

স্কন্দপুরাণম্ ।

স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদ সংবাদে লিখিত আছে—উন্মীলনী, বঞ্জুলী ও পক্ষবর্ধনী দ্বাদশী ত্যাগ করিলে, চতুর্দশ ইন্দ্রপাত পর্য্যন্ত নরকে বাস করিতে হয় । হরিপ্রিয়া ত্রিম্পৃশা দ্বাদশীত্রত না করিলে, যত দিন পৃথিবীতে নদী ও সাগরাদি বিদ্যমান থাকে, ততকাল যমপুরে বাস করিতে হয় ।

তত্রোন্মীলনী নিরূপণম্ ।

একাদশী তু সম্পূর্ণা বর্দ্ধতে পুনরেব সা ।

দ্বাদশী নচ বর্দ্ধতে কথিতোন্মীলনীতি সা ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

• অষ্ট মহাদ্বাদশী মন্ত্য উন্মীলনী নিরূপণ করা হইতেছে । শ্রীহরি-ভক্তিবিনাশে লিখিত আছে—একাদশী সম্পূর্ণা হইয়া পরাহে (দ্বাদশীতে) বৃদ্ধি পাইলে, অথচ দ্বাদশীর বৃদ্ধি না হইলে, তাহার নাম উন্মীলনী মহাদ্বাদশী ।

সম্পূর্ণৈকাদশী বত্র প্রভাতে পুনরেব সা ।

তত্র ক্রতুশতং পুণ্যং ত্রয়োদশ্যান্তু পারণম্ ॥

স্কন্দপুরাণম্ ।

স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে—সম্পূর্ণা একাদশী যদি দ্বাদশীর দিন প্রভাতেও কিছুমাত্র থাকে, তাহা হইলে সেই দিন ব্রত করিবে ও তাহাতে শত বজ্রানুষ্ঠানজনিত ফল লাভ হইবে ।

অথ বজ্রলী-নিরূপণম্ ।

একাদশী ভবেৎ পূর্ণা পরতো দ্বাদশী যদা ।

তদা হৈকাদশীং ত্যক্ত্বা দ্বাদশ্যাং সমুপোষয়েৎ ॥

স্কন্দপুরাণম্ ।

• অনন্তর বজ্রলী মহাদ্বাদশীর বিষয় লিখিত হইতেছে । স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে,—অরুণোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া সম্পূর্ণা একাদশী হইলে এবং পর দিনে দ্বাদশী সম্পূর্ণা হইয়া ত্রয়োদশী দিনে কিঞ্চিৎ থাকিলে, শুদ্ধা একাদশী পরিত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে উপবাস করিবে ।

একাদশী তু সম্পূর্ণা পরতো দ্বাদশী ভবেৎ ।

উপোষ্যা দ্বাদশী তত্র তিথিবৃদ্ধিঃ প্রশস্যতে ॥

কালিকাপুরাণম্ ।

কালিকা-পুরাণে লিখিত আছে,—একাদশী সম্পূর্ণা হইলে ও দ্বাদশী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে, দ্বাদশীতেই ব্রত করিবে ; এই ব্রতে তিথি-বৃদ্ধিই প্রশস্ত ।

এই ব্রতে বিশেষ বিবেচনার বিষয় এই যে, কেবল দ্বাদশী বৃদ্ধি হইলেই ব্রত হইবে না ; একাদশীরও পূর্ণতার অপেক্ষা আছে ।

“ন তত্র দ্বাদশীবৃদ্ধিমাত্রাপেক্ষা বঞ্জুল্যামেকাদশীসম্পূর্ণতাপেক্ষাং” :

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

এই বঞ্জুলী মহাদ্বাদশী ব্রতে কেবল দ্বাদশীবৃদ্ধিরই অপেক্ষা নাই. তাহার সঙ্গে একাদশীর সম্পূর্ণতারও অপেক্ষা আছে ।

অথ ত্রিম্ভুশা-নিরূপণম্ ।

একাদশী দ্বাদশী চ রাত্রিশেষে ত্রয়োদশী ।

ত্রিম্ভুশা নাম সা জ্ঞেয়া ব্রহ্মহত্যাং ব্যাপোহতি ॥

নারদীয়-পুরাণম্ ।

অনন্তর ত্রিম্ভুশা মহাদ্বাদশীর বিষয় লিখিত হইতেছে—নারদীয় পুরাণে লিখিত আছে—যেদিন প্রাতঃকালে একাদশী, সমস্ত দিন দ্বাদশী ও রাত্রিশেষে ত্রয়োদশী হয়, সেই দিন ত্রিম্ভুশা মহাদ্বাদশীব্রত : এই ব্রতানুষ্ঠানে ব্রহ্মহত্যার পাপও নষ্ট হইয়া যায় ।

একাদশী দ্বাদশী চ রাত্রিশেষে ত্রয়োদশী ।

ত্রিভিমিশ্রা তিথিঃ প্রোক্তা সর্বপাপহরা স্মৃতা ॥

উপবাসঃ কৃতস্তস্যাং সর্বপাপপ্রণাশনঃ ॥

কুর্খপুরাণম্ ।

কৃষ্ণপুরাণে* লিখিত আছে—একাদশী, দ্বাদশী ও রাত্রি শেষে ত্রয়োদশী এইরূপ মিশ্রিত তিথিকে ত্রিম্পৃশা কহে। এই তিথি সৰ্ব্বপাপনাশিনী। ইহাতে উপবাস করিলে সৰ্ব্বপাতক বিদূরিত হয়।

স্মার্ত ভট্টাচার্য্য-পাদের মতে ত্রিম্পৃশা হইলে, পূৰ্ব্বদিন উপবাস না করিয়া পরদিন উপবাস করিতে হয়; কিন্তু তিনি “ত্রিম্পৃশা” এই নামটির উল্লেখ করেন নাই ও এই দিনের ব্রতকে “মহাদ্বাদশী ব্রত” না বলিয়া একাদশী ব্রতই বলিয়া থাকেন,—এইমাত্র প্রভেদ।

অথ পক্ষবর্দ্ধনী-নিরূপণম্ ।

তিথিঃ সশল্যা পরিবর্জ্জনীয়া

ধর্ম্মার্থকামৈস্তু বুধৈর্ম্মনুষ্যৈঃ ।

বিহীনশল্যাপি বিবর্জ্জনীয়া

যদ্ব্যগ্রতো বৃদ্ধিমুপৈতি পক্ষঃ ।

ব্রহ্ম-বৈবর্ত পুরাণম্ ।

ব্রহ্ম-বৈবর্তপুরাণে ব্যাসোক্তি আছে যে, দশমী-বেধযুক্ত একাদশী পরিত্যাগ ধর্ম্মার্থেচ্ছু সুধীগণের অবশ্যকর্তব্য। কিন্তু যদি অমাবস্তা বা পূর্ণিমা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে দশমী-বেধ-শূন্য একাদশীও পরিত্যাগ করিবেন।

দর্শষ্ট পৌর্ণমাসীচ সম্পূর্ণা বর্দ্ধতে যদি ।

দ্বিতীয়েহহি নৃপশ্রেষ্ঠ সা ভবেৎ পক্ষবর্দ্ধনী ॥

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণম্ ।

যদি অমাবস্তা কিংবা পূর্ণিমা সম্পূর্ণা হইয়া প্রতিপদের দিনও কিঞ্চিৎ নিজ্জাত হয়, তাহা হইলে তাহার পূর্ব দ্বাদশী পক্ষবর্দ্ধনী মহাদ্বাদশী বলিয়া অভিহিত হয়।

পক্ষবর্দ্ধনী মহাষাঢ়শীতে একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য আছে এই যে—এই মহাষাঢ়শীর পূর্বের একাদশী দশমীর দিন অর্করাত্র হইতে প্রবৃত্তা হইবে। অনেক স্থানে ব্যবহার দেখা যায় ও অনেক পঞ্জিকায় ব্যবস্থা দেখা যায় যে, ব্যবস্থাপকগণ এদিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই।

এবং মহত্যো দ্বাদশ্যশ্চতস্রো দর্শিতাঃ ক্রমাৎ ।

উন্মীলনী বঞ্জুলীচ ত্রিম্পূশা পক্ষবর্দ্ধনী ॥

অপরাশ্চ চতস্রস্তা জ্যেয়া নক্ষত্রযোগতঃ ।

জয়া চ বিজয়া চৈব জয়ন্তী পাপনাশিনী ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ !

শ্রীহরিভক্তিবিনাসে লিখিত আছে যে,—এইরূপে উন্মীলনী, বঞ্জুলী, ত্রিম্পূশা ও পক্ষবর্দ্ধনী এই চারিটি মহাষাঢ়শী নিক্রপণ করা হইল। এই চারিটি মহাষাঢ়শী কেবল তিথির ক্ষয়বৃদ্ধি অনুসারে সংঘটিত হয়। এতদ্ব্যতীত জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী নামে আরও চারিটি মহাষাঢ়শী আছে; সেগুলি দ্বাদশীর সহিত নক্ষত্র বিশেষের যোগে সংঘটিত হইয়া থাকে।

অথ জয়াদি-মহাষাঢ়শী-নিক্রপণম্ ।

পুষ্যা-শ্রবণ-পুষ্যাদ্য-রোহিণী-সংযুতাস্তু তাঃ ।

উপোষিতাঃ সমফলা দ্বাদশ্যোহর্কৌ পৃথক্ পৃথক্ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিনাসঃ ।

অনন্তর শ্রীহরিভক্তি-বিনাসানুসারে জয়া প্রভৃতি চারিটি নক্ষত্র যোগ-বিহিত মহাষাঢ়শীর বিষয় লিখিত হইতেছে। দ্বাদশীর সহিত পুষ্যা, শ্রবণা, পুনর্বসু ও রোহিণী নক্ষত্রের যোগ হইলে, যথাক্রমে জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী এই চারিটি মহাষাঢ়শী হইয়া

থাকে । পূর্বাঙ্কু তিথিবটিত চারিটি ও নক্ষত্র যোগ ঘটত এই চারিটি, এই আটটি মহাদ্বাদশীতেই উপবাসের ফল সমান ।

অথ নক্ষত্রযোগ-নিয়মঃ ।

জয়াদীনাং চতস্ৰাং তথা ব্যক্তং নিরূপ্যতে ।

ভাগ্যকৌদয়ম্মরভ্য প্রবৃত্তাণ্যধিকানি চেৎ ।

সমান্যানানি বা সন্তু ততোহ গীবাং ব্রতোচিহ্নী ।

কিংবা সূর্য্যোদয়াৎ পূর্ব্বং প্রবৃত্তাণ্যধিকানি চেৎ ।

সমানি বা তদাপ্যেষাং ব্রতাচরণযোগ্যতা ॥

• শ্রবণাব্যতিরিক্তেষু নক্ষত্রেষু খলু ত্রিষু ।

সূর্য্যাস্তমনপর্য্যাস্তং কুর্য্যাদ্বাদশ্যাপেক্ষণম্ ॥

শ্রবণে হস্তমনতঃ প্রাগ্ দ্বাদশ্যাং সমাপ্ততাম্ ।

গতায়ামপি তত্রৈব ব্রতশ্চোচিততা ভবেৎ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ।

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে লিখিত আছে, —পুষ্যা প্রভৃতি নক্ষত্রযোগে যে জয়াদি চারিটি মহাদ্বাদশী হয়, সম্প্রতি তাহার নক্ষত্র যোগের নিয়ম কথিত হইতেছে । যদি শুক্রাদ্বাদশীর সহিত পুষ্যা, শ্রবণা, পুনর্ব্বসু ও রোহিণী নক্ষত্রের সূর্য্যোদয় কাল হইতে যোগ হয় এবং ঐ সকল নক্ষত্র দ্বাদশী অপেক্ষা অধিক, দ্বাদশীর সহিত সমান কিংবা দ্বাদশী অপেক্ষা অল্পকালস্থায়ী হয়, তাহা হইলে ঐ দ্বাদশীতে মহাদ্বাদশী ব্রত হইবে । কিংবা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব হইতে নক্ষত্র প্রবৃত্তিত হইয়া যদি দ্বাদশীর সমান কাল অথবা অধিক কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়, তাহা হইলেও মহাদ্বাদশী ব্রত হয় ।

এই স্থানে গোড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে বহুদিন হইতে মত বৈধ

দেখা যায়। একদল বলেন,—“সূর্যোদয় কাল কিংবা তৎপূর্বকাল হইতে নক্ষত্রপ্রবৃত্তি হইয়া দ্বাদশী অপেক্ষা কম, বেশী কিংবা দ্বাদশীর সমান কাল পর্য্যন্ত থাকিলে ব্রত হইবে”। আর একদল বলেন—“দিনমানের সমান অর্থাৎ ষাট দণ্ড, ততোধিক কিংবা তদপেক্ষা কম হইলে ব্রত হইবে”। এই দুই মত বহুদিন হইতেই আছে, কিন্তু এপর্য্যন্ত কোনও মীমাংসা হয় নাই; কারণ নিজ মত ছাড়িয়া দিলে, যদি ন্যূনতা হয়, এই ভয়ে কেহই নিজ মত ছাড়েন না। যথাযথ দিনে ব্রত হউক আর না হউক, তাহাতে কোনই আপত্তি নাই; নিজের মত বজায় থাকিলেই হইল, ষাট দণ্ড হইতে কম, বেশী বা সমান ষাট দণ্ড নক্ষত্র থাকিলে ব্রত হইবে, এই শেষোক্ত মতে একটু সুবিধা আছে এই যে, এ ভাবে ব্রত ব্যবস্থা হইলে, মহাদ্বাদশী বেশী খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; কাজেই উপবাসের হাত হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। প্রথম মত আশ্রয় করিলে কিছু বেশী উপবাস করিতে হয়, এই অসুবিধা আছে। সুতরাং এ সম্বন্ধে আমি আর কি ব্যবস্থা দিব? আর দিলেই বা মানে কে? কাজেই মহানুভব বৈষ্ণবগণের উপর ভার দিলাম—সকলে নিজ নিজ দলের মতেই করিবেন। তবে এ সম্বন্ধে একটা মীমাংসা হওয়া যে উচিত, তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। যাহা হউক, অধিক আলোচনা করিয়া গ্রন্থ বাড়াইতে চাহি না; কাহারও বিশেষরূপে মত দুইটি জানিতে ইচ্ছা হইলে সংকৃত “অষ্ট মহাদ্বাদশী-বিচার” নামক গ্রন্থ দেখিবেন।

পুষ্যা, পুনর্বসু ও রোহিণী নক্ষত্র যোগে মহাদ্বাদশী হইলে, সূর্যাস্তকাল পর্য্যন্ত দ্বাদশী থাকা চাই; সূর্য্যাস্তের পূর্বে দ্বাদশী শেষ হইলে ব্রত হইবে না। কিন্তু শ্রবণা নক্ষত্র-যোগে ব্রত হইলে সূর্য্যাস্তকাল পর্য্যন্ত দ্বাদশী থাকার অপেক্ষা নাই।

অথ জয়াদিব্রত-পারণ-নির্ণয়ঃ ।

বৃক্কৌ ভ-তিথ্যোরধিকা তিথিশ্চেৎ পারণং ততঃ ।

অন্তেষু স্যাচ্ছেৎ তিথিনূ্যনা তিথিমধ্যেতু পারণম্ ॥

দ্বাদশ্যননুবৃত্তৌ তু বৃক্কৌ ব্রহ্মাচ্যুতক্ষয়োঃ ।

তন্মধ্যে পারণং বৃক্কৌ শেষয়ো স্তদতিক্রমে ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ।

অনন্তর জয়াদি চারিটি মহাদ্বাদশীর পারণ-কাল নির্ণয় করা হইতেছে । শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে লিখিত আছে— উপবাস দিনে তিথি ও নক্ষত্র বদ্ধিত হইয়া, পারণ দিনে কিঞ্চিৎ থাকিলে, তিথির আধিক্যস্থলে নক্ষত্র শেষে পারণ করিবে ও নক্ষত্রের আধিক্যস্থলে তিথিমধ্যে পারণ করিবে । পারণ-দিনে দ্বাদশী না থাকিলে, রোহিণী ও শ্রবণা বৃদ্ধি পাইলে, নক্ষত্র মধো ও পুষ্যা ও পুনর্বসু বৃদ্ধি পাইলে ঐ নক্ষত্রের অবসানে পারণ করিবে ।

শ্রীদ্বাদশী-চতুক্ষমা মহভোহসৌ বিনির্ণয়ঃ ।

নৃসিংহ-পরিচর্যা-গ্রন্থদৃষ্ট্যা নিরূপিতঃ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ ।

শ্রীনৃসিংহ-পরিচর্যা প্রভৃতি গ্রন্থ পর্যবেক্ষণ করিয়া জয়াদি চারিটি মহাদ্বাদশী নিরূপণ করা হইল ।

একাদশী, মহাদ্বাদশী, কিংবা, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি যে কোন ব্রত করিতে হইলেই উপবাস দিন, তাহার পূর্বদিন ও তাহার পরদিন—এই তিন দিনেই কিছু বিশেষ নিয়ম ও কৃত্য আছে । সেগুলি যথাশাস্ত্র আলোচনা করা হইতেছে ।

অথোপবাস-পূৰ্বদিন-কৃত্যম্ ।

প্রাতঃস্নানাদিকং কৃত্বা স্ত্রবেশো-ধৌতবস্ত্রকঃ ।

ব্রতং সংকল্প্য কুবরীত বৈষ্ণবৈশ্চ মহোৎসবম্ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

উপবাসের পূৰ্বদিন বাহ্য কৰ্ত্তব্য, তাহা বলা হইতেছে,—শ্রীহরি-ভক্তি-বিনাসে লিখিত আছে,—দশমীর দিন প্রাতঃস্নান এবং সঙ্ক্যা-বন্দনাদি নিত্য কৰ্ম্ম সমাপনান্তে, “দশমী-দিনমারভ্য করিষ্যেহং ব্রতং তব । ত্রিদিনং দেবদেবেশ নিবিস্ত্রং কুরু কেশব” । (অর্থাৎ হে দেবদেবেশ ! হে কেশব ! আমি দশমী দিন হইতে আরম্ভ করিয়া তিন দিন তোমার ব্রতানুষ্ঠান করিব, আমার ব্রত নিৰ্ব্বিস্ত্র কর ।) এই মতে ব্রত সংকল্প করিয়া ক্ষৌর কৰ্ম্মাদি দ্বারা সর্বেশ দারণ করিবে । (দশমী দিনে ক্ষৌর কাৰ্য্য করা বৈষ্ণবের বিধেয়) । তদনন্তর ধৌত বস্ত্র পরিধান পূৰ্ব্বক বৈষ্ণবগণ সহ মিলিত হইয়া পরমানন্দে শ্রীগোবিন্দের মহাপূজা, ভোগ প্রভৃতি মহোৎসব করিবে ।

প্রাতর্হরিদিনং লোকাস্তিষ্ঠত্বং চৈকভোজনাঃ ॥

অক্ষারলবণাঃ সর্বৈ হবিষ্যন্ননিষেবিণঃ ॥

অবনীতল্ল-শয়নাঃ প্রিয়াসঙ্গ-বিবর্জিতাঃ ।

স্মরত্বং দেবমীশানং পুরাণং পুরুষোত্তম ॥

সকলভোজন-সংস্কৃত্য দ্বাদশ্যাঞ্চ ভবিষ্যথ ॥

নারদীয়-পুরাণম্ ।

নারদীয় পুরাণে লিখিত আছে—হে মানবগণ ! আজ হরিদিনের প্রভাত ; সকলে একাহারী হইয়া থাক, অক্ষর লবণ ভোজন কর, হবিষ্যন্ন ভোজন কর, ভূমি শয়্যায় শয়ন কর, স্ত্রীসঙ্গ করিওনা, পুরাণ পুরুষ দেবদেব জনাৰ্দ্দনকে স্মরণ কর, এবং দ্বাদশীতে একবার নাত্র ভোজন করিও ।

এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে হবিষ্যদ্রব্য কথিত হইতেছে ।

অথ হবিষ্যদ্রব্যানি ।

হৈমন্তিকং সিতাম্বিন্নং ধান্যং মুদগা যবাস্তিলাঃ ।
কলায়-কঙ্ক-নীবারা বাস্তুকং হিলমোচিকা ॥
ষষ্টিকা কালশাকঞ্চ মূলকং কেমুকেতরং ।
কন্দং সৈন্ধব-সামুদ্রে গব্যে চ দধি-সর্পষী ॥
পয়োহ্নুদ্বৃতসারঞ্চ পনসাত্রে হরীতকী ।
পিপ্পলী জীরকঞ্চৈব নাগরঙ্গঞ্চ তিস্তিড়ী ॥
কদলী লবণী ধাত্রী ফলান্যগুড়মৈক্ষবম্ ।
অতৈলপক্কং মুনয়ো হবিষ্যাণি প্রচক্ষতে ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাস-ধৃত-স্মৃতিবচনম্ ।

শুভ্রবর্ণ অসিদ্ধ হৈমন্তিক (আমন) ধান্য, মুগ, যব, তিল, কলায় (মটর) কঙ্ক (কাওন) নীবার (উড়ীধান্য) বাস্তুক (বেতোশাক) হিলমোচিকা (হেলাঞ্চা) ষষ্টিকা (ষাইটা ধান) কালশাক (কাল-কাসন্দা), মূলক (মূলা), কেঁউ ব্যতীত অন্য মূলদ্রব্য, সৈন্ধব লবণ, সামুদ্র লবণ (করকচ), গব্যাদধি, গব্যস্বত, যাহা হইতে নবনীত উদ্ধৃত হয় নাই এমন গব্য দুগ্ধ, পনস (কাঁঠাল) আম্র, হরিতকী, পিপ্পলী, জীরক (জিরে), নাগরঙ্গ (নারাজা), তিস্তিড়ী (তেঁতুল), কদলী, লবণী (ফলবিশেষ), আমলকী, গুড় ব্যতীত ইক্ষুজাত দ্রব্য অর্থাৎ খাঁড় প্রভৃতি, এবং অতৈলপক্ক দ্রব্য এই সমস্তই ঋষিগণ কর্তৃক হবিষ্য বলিয়া কীর্তিত ।

একাদশী দিনেও অশক্ল পক্ষে হবিষ্যভোজনের ব্যবস্থা আছে ; কিন্তু লুচি মোহনভোগ চলে কিনা সে বিষয়ে একটু দৃষ্টি রাখিবেন ।

অথ দশমীদিনে অন্তোহপি নিয়মাঃ ।

কাংসাং মাংসং মসূরঞ্চ কৌদ্রধানৃতভাষণম্ ।

পুনর্ভোজনমায়াসং দশম্যাং পরিবর্জয়েৎ ॥ •

স্কন্দপুরাণম্ ।

দশমী প্রভৃতি উপবাস-পূর্বদিনের অন্ত্যান্ত নিয়ম লিখিত হইতেছে ।
স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে—কাংসপাত্র, মাংস, মসূর, মধু, গিথ্যাংকা,
ছুইবার ভোজনও পরিশ্রম, দশমীতে এই সমস্ত ত্যাগ করিবে ।

অথোপবাস-দিনকৃত্যম্ ।

প্রাতঃস্নানার্চয়িত্ব চ ভগবন্তুং যথাবিধি ।

তান্নপাত্রং সমাদায় ব্রত-সংকল্পমাচরেৎ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ।

প্রাতঃস্নান ও নিত্যপূজাদি সমাপন করিয়া তান্নপাত্রগ্রহণ পূর্বক
ব্রত সংকল্প করিবে ।

একাদশ্যাং নিরাহারঃ স্থিহ্নাহমপারেহহনি ।

ভোক্ষ্যামি পুণ্ডরীকাক্ষ শরণং মে ভবাচ্যুত ॥

হে পুণ্ডরীকাক্ষ ! হে অচ্যুত ! আমি একাদশীতে উপবাস করিয়া
পরদিন ভোজন করিব । একাধো আপনি আমার সহায় হউন ।
এই মতে ব্রতসংকল্প করিতে হয় ।

ততশ্চ ভগবন্তুক্ত্যা পরিচর্যাদিক্রপয়া ।

দিনং রাত্রিঞ্চ গময়েদুপবাস-পরো বুদ্ধঃ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ ।

স্বদীপন সংকল্পান্তে উপবাসের দিন ও রাত্রি শ্রীভগবানের পরিচর্যা,

অৰ্চনা, রাত্রিজাগরণ, নামসংকীৰ্ত্তন প্রভৃতি কার্যে ভক্তিসহ কাল-
যাপন করিবেন ।

একাদশীব্রতে ও অষ্ট মহাদ্বাদশীব্রতে পৃথক্ পৃথক্ পূজাবিধি
শাস্ত্রে লিখিত আছে ; কিন্তু কালক্রমে তাহার অনুষ্ঠান ক্রমশঃ
অতি বিরল হইয়া পড়িয়াছে । “বিধিমাৰ্গ” বলিয়া নাসিকা কুঞ্চন
করিয়া রাত্রিতে নিদ্রা ও দিবার হাস্ত কৌতুক করিয়া রাগ-মার্গের
ধ্বজা উড়ানই এখনকার উত্তমাধিকারী ভক্তের নিত্য কৰ্ম্ম ; কাজেই
সে সমস্ত পূজাবিধির বিষয় বর্ণনা করিলাম না । এ ভীষণ দুৰ্দ্বিনেও
যদি কেহ শ্রীহরিভক্তি-বিনাস-লিখিত পূজাবিধির অনুষ্ঠান করিতে
চাহেন; তাহা হইলে, তিনি মূলগ্রন্থ দেখিয়া লইবেন । কিংবা আমাকে
আদেশ করিবেন—আমি দাসবৎ তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়া কৃতার্থ
হইব । ইহা ছাড়া ব্রত দিনে রাত্রি-জাগরণের ব্যবস্থা আছে ;
প্রহবে প্রহবে পূজা প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে ; সেগুলি শাস্ত্রেই নিশ্চিত
ভাবে থাকুন ; রাগমার্গনিষ্ঠ ভক্তগণ সে সমস্ত নিয়ম পালন করিয়া
কৃষ্ণসেবায় ঈর্ষ্যভ মানব-দেহ অম্লস্থ করিবেন না । কিন্তু শ্রীহরি-
ভক্তিবিনাসকার “ব্রতদিনে জাগরণ না করিলে মহা পাপ হয়”
এই কথাই বারে বারে বলিয়াছেন । তিনি বোধ হয় ঈদৃশ রাগ-
মার্গের ভঙ্গন জানিতেন না ।

অথ জাগরণাকরণে দোষঃ ।

সম্প্রতি ব্রতদিনে রাত্রি জাগরণ না করিলে যে দোষ হয়, তাহা
দেখান হইতেছে ।

সংপ্রাপ্তে বাসরে বিষোৰ্যে ন কুৰ্বন্তি জাগরম্ ।

অতীতানাগতান্ বাপি পাতয়িষ্যন্তি পূৰ্বজান্ ॥

অকুৰ্ব্বাণাঃ প্রপৎস্যন্তি পুত্র-ধন্য-বসুকয়ম্ ।

• জায়তে নরকে বাসঃ পিভৃতিঃ সহ কালশঃ ॥

মতির্নজায়তে যস্য দ্বাদশ্যাং জাগরং প্রতি ।
নহি তস্যাধিকারোহস্তি পূজনে কেশবস্য হি ॥

স্কন্দপুরাণম্ ।

স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে—ত্রীহরি-দিবস সমাগত হইলে, দ্বাদশ্যাং জাগরণ না করে, তাহাদের অতীত পূর্বপুরুষগণ ও ভাবী পুরুষগণ নরকে নিমগ্ন হয় এবং সে নিজেও পুত্র, ধর্ম ও ধনভট্ট হইয়া পিতৃগণ সহ আবহমানকাল নরকে অবস্থান করে ।

বাহার ব্রত-দিনে জাগরণ করিতে বাসনা না হয়, সে ব্যক্তি কখনই হরিভক্তনের অধিকারী হইতে পারে না ।

অথোপবাস-দিনে অন্তোহপি নিয়মাঃ ।

ব্রহ্মচর্য্যমহিংসাচ সত্যমামিষ-বর্জনম্ ।
ব্রতেষ্বেতানি চত্বারি চরিতব্যানি নিত্যশঃ ॥

দেবল-বচনম্ ।

অনন্তর উপবাস দিনের অপরাপর নিয়ম বলা হইতেছে । এ সম্বন্ধে দেবলের উক্তি আছে যে, সমস্ত ব্রতেই, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, সত্যভাষণ ও আমিষত্যাগ এই চারিটি নিয়ম অবশ্য পালন করিবে ।

অসকৃজ্জলপানাস্ত সক্রান্তানুল-ভক্ষণাৎ ।
উপবাসঃ প্রদুষ্যেত-দিবাস্বাপাস্ত মৈথুনাৎ ॥

দেবল-বচনম্ ।

অশক্ল পক্ষেও একবারের বেশী জল পান, তানুল ভক্ষণ, দিবা-নিদ্রা ও মৈথুন এই সমস্ত দ্বারা উপবাস দূষিত হয় ।

দন্তুধাবন-তাম্বূল-দিবা-স্বাপাচ্চমৈথুনাৎ ।

অসকৃজ্জলপানাচ্চ নোপবাসফলং লভেৎ ॥

দেবল-বচনম্ ।

দন্ত ধাবন, তাম্বূল-সেবন, দিবানিদ্ৰা, মৈথুন ও এক বারের
অধিক জলপান, এই সমস্ত দ্বারা উপবাসের ফল নষ্ট হয় ।

অথ পারণদিন-কৃত্যম্ ।

ততঃ প্রভাতে ভগবদ্রাত্রিক্রীড়া-রসাত্ত্বিকাম্ ।

কৌশিকীং প্রমুদা গারেচ্ছ্রীকৃষ্ণপরিতোষণীম্ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ ।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে লিখিত আছে—শ্রীহরিবাসর জাগরণের পর
প্রভাতকালে শ্রীগোবিন্দের শৃঙ্গার-রসাত্ত্বিকা রাত্রিক্রীড়া সকল শ্রীকৃষ্ণ-
প্রীত্যর্থ্যে পরমানন্দে গান করিবে ।

মঙ্গলারাত্রিকং কৃত্বাভ্যর্চ্য প্রস্থাপ্য বৈষ্ণবান্ ।

• প্রাতঃ পূজাঞ্চ নিষ্পাছু কৃষ্ণে তৎ সর্বমর্পয়েৎ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ ।

অনন্তর মঙ্গলারাত্রিক করিয়া বৈষ্ণবগণকে মহাপ্রসাদার্পণ ও মিষ্ট
সন্তাষণ দ্বারা বিদায় করিবেন ; অনন্তর স্নানাদি নিত্যকৃত্য-সমাপনান্তে
শ্রীকৃষ্ণে উপবাসাদি অর্পণ করিবেন ।

প্রাতঃস্নাত্বা হরিংপূজ্য উপবাসং সমর্পয়েৎ ।

পারণন্তু ততঃ কুর্য্যাৎ ব্রতসিদ্ধৌ হরিং স্মরন্ ॥

কাত্যায়ন-বচনম্ ।

কাত্যায়ন বলিয়াছেন—পারণের দিন প্রাতঃকালে স্নান করিয়া
নিত্যকৃত্য সমাপন করিয়া শ্রীকৃষ্ণে উপবাস সমর্পণ করিবেন ।
তদনন্তর ব্রত সিদ্ধির জন্তু শ্রীহরি স্মরণ পূর্বক পারণ করিবেন ।

অথ পারণ-মন্ত্রঃ ।

অজ্ঞান-তিমিরাক্ষস্য ত্রতেনানেন কেশব ।

প্রসীদ স্মুখো নাথ জ্ঞানদৃষ্টিপ্রদো ভব ॥ ৬

হে কেশব, আমি অজ্ঞানাক্ষকাবে অন্ধীভূত হইয়া রহিয়াছি, এই ত্রত দ্বারা আপনি স্মুখ হইয়া মৎপ্রতি প্রসন্ন হউন । আমাকে জ্ঞান দৃষ্টি প্রদান করুন ।

পারণ দিনে পূজার বিশেষত্ব এই যে, সে দিন পূজায় স্থানীয় জন প্রদান করিতে নাই এবং নির্মান্য উত্তারণ করিতে নাই ।

নিত্যকৃত্যং সমাপ্যাত শক্ত্যা বিপ্রাংশ্চ ভোজয়েৎ ।

কুর্ক্বীত দ্বাদশীমধ্যে তুলসীংপ্রাশ্য পারণম্ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

নিত্যকৃত্য সমাপনান্তে সাধ্যাত্মসারে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবেন ও দ্বাদশীমধ্যে প্রথমতঃ তুলসী ভক্ষণ করিয়া পারণ করিবেন ।

অথ পারণে দ্বাদশ্যপেক্ষণম্ ।

পারণাহনি সম্প্রাপ্তে দ্বাদশীং যো ব্যতিক্রমেৎ ।

ত্রয়োদশ্যাস্তু ভুঞ্জানঃ শতজন্মানি নারকী ॥

যো হি ভাগবতো ভূত্বা দ্বাদশীং নহি সাধয়েৎ ।

কৃত্য পূর্বপুণ্যস্য দত্তন্তেন বিভাবসুঃ ॥

স্কন্দপুরাণম্ ।

দ্বাদশী মধ্যেই পারণ করিতে হইবে, এ বিষয়ে শাস্ত্রীর প্রমাণ দেখান হইতেছে । স্কন্দপুরাণে সিদ্ধি আছে—পারণ দিন সমাগত হইলে, যিনি দ্বাদশী লঙ্ঘনপূর্বক ত্রয়োদশীতে ভোজন করেন, তাঁহার শত-

ভূম্য নরক ভোগ করিতে হয় । যে বৈষ্ণব দ্বাদশী নজ্জন করেন, তিনি তাহার পূর্ব পুণ্যরাশি অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন ।

• অথ দ্বাদশ্যস্তম্ভে কৃত্যসমাধানম্ ।

স্বস্তায়ামগ ভূপাল দ্বাদশ্যামরুণোদয়ে ।

স্নানার্চনক্রিয়াঃ কার্য্য জপহোমাদি-সংযুতা ॥

ভবিষ্যপুরাণম্ ।

পারণ-দিনে অল্পমাত্র দ্বাদশী আছে, তাহার মধ্যে নিত্যকর্ম্ম সমাধা হওয়া কঠিন ; বিশেষতঃ মধ্যাহ্ন কৃত্য প্রাতঃকালেই বা কেমন করিয়া অনুষ্ঠান করা যায়—ইত্যাদি সন্দেহের মীমাংসা স্পষ্ট ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে যে, দ্বাদশী অল্প পরিমাণে থাকিলে, অরুণোদয়-কালে স্নান, পূজা, দান ও হোমাদি কার্য্য সম্পাদন করিবে ।

যদা ভবতি স্বস্তাহি দ্বাদশী পারণা-দিনে ।

উষঃকালে দ্বয়ং কুর্যাৎ প্রাতর্মধ্যাহ্নিকং তথা ॥

পদ্মপুরাণম্ ।

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে—পারণ দিনে দ্বাদশীর নানতা থাকিলে, উষা কালেই প্রাতঃকালীন ও মধ্যাহ্ন কালীন উভয়বিধ ক্রিয় নিম্পন্ন করিবে ।

কলার্কিঃ দ্বাদশীঃ দৃষ্ট্বা নিশীথাদূর্দ্ধমেব হি ।

অমধ্যাহ্নাঃ ক্রিয়াঃ সর্বাঃ কর্তব্যঃ শাস্তুশাসনাৎ ॥

স্কন্দ-পুরাণম্ ।

স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে, শ্রীমহাদেবের এইরূপ শাসন আছে যে, যদি পারণ দিনে অর্দ্ধ কলা মাত্র দ্বাদশীও থাকে, তাহা হইলে ত্রতদিনেই

অর্দ্ধরাত্রির পর স্নান করিয়া প্রাতঃ ও মধ্যাহ্নকালীন সমস্ত ক্রিয়া সমাপন পূর্বক দ্বাদশী মন্যে পারণ করিবে, তথাপি দ্বাদশী লঙ্ঘন করিবে না ।

সঙ্কটে বিষমে প্রাপ্তে দ্বাদশ্যাং পারয়েৎ কথম্ ।

অস্তিস্থ পার্ণং কুর্যাৎ পুনর্ভুক্তং ন দোষভাক্ ॥

কালিকাপুরাণম্ ।

ঘোর সঙ্কট উপস্থিত হইলে কিরূপে পারণ করা বিধেয় ? এইরূপ জিজ্ঞাসায় “কেবল মাত্র জল দ্বারা পারণ করিবে, তাহাতে পুনর্ভোজন রূপ দোষ ঘটিবে না” এই উত্তর ।

মন্ত্রং জপিত্ব হরয়ে নিবেছোপোষণং কৃত্বী ।

অস্তিস্থ পার্ণং কুর্যাৎ সঙ্কটে বিষমে সতি ।

কাত্যায়ন বচনম্ ।

কাত্যায়নের উক্তি আছে এই যে,—দারুণ সঙ্কট উপস্থিত হইলে মন্ত্রজপ পূর্বক হরির উদ্দেশে উপবাস সমর্পণ করিয়া, কেবল জল দ্বারা পারণ করাই ত্রতীর কর্তব্য ।

সঙ্কাদিকং ভবেন্নিত্যং পার্ণম্ নিমিত্ততঃ ।

অস্তিস্থ পার্ণম্ তু কুর্যাৎ সঙ্কাদিকং পুনঃ ॥

কাত্যায়ন-বচনম্ ।

কাত্যায়ন বলেন,—সঙ্কাদি নিত্য ক্রিয়া, পার্ণ নৈমিত্তিক কর্ম । জল দ্বারা পার্ণ করিয়া তদন্তে সঙ্কাদি করিবে ।

এ স্থলে জানিয়া রাখা উচিত যে, আলস্য বশতঃ কিংবা বিষয় কর্মে কালান্তিপাত করিয়া এ ব্যবস্থা করা উচিত নহে ।

পারণে আর একটি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয় ; তাহা এই যে, তাহা দ্বাদশীর প্রথমপাদে অর্থি চতুর্থাংশের প্রথমাংশে পারণ করিতে নাই।

দ্বাদশ্যাঃ প্রথমঃ পাদো হরিবাসর-সংজ্ঞিতঃ ।

তমতিক্রমা কুর্ক্বীত পারণং বিমুতংপরঃ ॥

বিমুতশ্চোত্তরম্ ।

এ বিষয়ে বিমুতশ্চোত্তরে লিখিত আছে যে, দ্বাদশীর প্রথমপাদকেও হরিবাসর কহে ; অতএব হরিপরায়ণ ব্যক্তিগণ দ্বাদশীর প্রথমপাদ অতিক্রম করিয়া পারণ করিবেন।

অথ পারণ-দিনে অগ্নেহপি নিয়মাঃ ।

ক্ষৌদ্রং মাংসং সূরাং তৈলং ব্যায়ামং ক্রোধনৈমথুনে ।

পরামং কাংসাতাম্বুলে লোভং নির্মাল্যালঙ্ঘনম্ ॥

দ্বাদশ্যাং দ্বাদশৈতানি বৈষ্যবঃ পরিবর্জয়েৎ ॥

হৃন্দপুরাণম্ ।

পারণ দিনের অপরাপর নিয়ম কথিত হইতেছে,—হৃন্দপুরাণে লিখিত আছে, বৈষ্যবগণ দ্বাদশীতে মধু, মাংস, মদ্য, তৈল, ব্যায়াম, ক্রোধ, নৈমথুন, পরাম, কাংস পাত্র, তাম্বুল, লোভ, ও ত্রিবিগ্রহের অঙ্গ হইতে নির্মাল্য উদ্ধারণা—এই দ্বাদশটি পরিত্যাগ করিবেন।

কাংসং মাংসং সূরাং ক্ষৌদ্রং লোভং বিতথভাষণম্ ।

ব্যায়ামঞ্চ প্রবাসঞ্চ দিবাস্বপ্নমথাঙ্ঘনম্ ॥

শিলাপিষ্টং মসূরঞ্চ দ্বাদশৈতানি বৈষ্যবঃ ।

দ্বাদশ্যাং বর্জয়েন্নিত্যং সর্বপাঠৈঃ প্রমুচ্যতে ॥

ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণম্ ।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লিখিত আছে—বৈষ্ণবগণ যদি দ্বাদশীতে কাংস্তপাত্র, মাংস, মদ্য, মধু, লোভ, মিথ্যাভাষণ, ব্যায়াম, প্রবাস, দিবানিদ্রা, অঙ্গন, শিলাপিষ্টে দ্রব্য ও মসুর এই দ্বাদশটি পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাঁহার সর্ব পাপ বিমোচন হয় ।

কাংস্তং মাংসং মসূরঞ্চ চণকং কোরদূষকম্ ।

রত্নৌষধ-পরায়ঞ্চ দ্বাদশ্যা মন্ড বর্জয়েৎ ॥

পুরাণ বচনম্ ।

পুরাণে লিখিত আছে, দ্বাদশীতে কাংস্তপাত্র, মাংস, মসুর, চণক (ছোলা) কোরদূষক, মৈথুন, ঔষধ ও পরায় এই আটটি অবশ্য পরিত্যাজ্য ।

ইতি পক্ষকৃত্যপ্রকরণম্ ।

সমাপ্তোহয়ং তৃতীয়োল্লাসঃ ॥



চতুর্থ উল্লাসঃ ।

মাসকৃত্য-প্রকরণম্ ।

নম্রা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং রাধাবিনোদ-শাস্ত্রণা ।
বৈষ্ণবানাং মাসকৃত্যং লিখ্যতেহত্র যথামতি ॥

অথ মার্গশীর্ষ-মাসকৃত্যম্ ।

অগ্রহায়ণিকো মাসো মাসেষু প্রবরঃ স্মৃতঃ ।
মাসানাং মার্গশীর্ষোহহমিত্যুক্তো মাধবেন যঃ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

সম্প্রতি মাসকৃত্য লিখিত হইতেছে । প্রত্যেক মাসেই কিছু কিছু বিশেষ ব্রত ও শ্রীভগবৎসেবার নিয়ম আছে ; সেইগুলিকেই মাসকৃত্য কহে । প্রথমতঃ অগ্রহায়ণ-মাসকৃত্য বলা হইতেছে । প্রাচীন-কালে অগ্রহায়ণ মাস হইতেই বৎসর গণনা হইত । বিশেষতঃ শ্রীভগবান্ অর্জুনকে বলিয়াছেন, মাস সমূহের মধ্যে আমাকে অগ্রহায়ণ মাস জানিবে ; সুতরাং অগ্রহায়ণ মাসই সকল মাসের মধ্যে প্রধান ।

স্নান-দান-ব্রতার্চাদি-ক্রিয়াঃ সনিয়মং কৃতাঃ ।

মাঘাদাবিব মার্গেহস্মিন্ ভগবন্তুক্তি-পুতিদা ॥

ভুলসীকাননে পূজ্যে মার্গে মাসি বিশেষতঃ ।

ভগবান্ তাগীতাদি-মহেন সহ বৈষ্ণবৈঃ ।

বিশেষতঃ মাসেহস্মিন্ বস্ত্রং শীতনিবারকম্ ।

চিত্রং ভগবতে দদ্যাৎজগজ্জাডাহরং হি তৎ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

অগ্রহায়ণ মাসে স্নান, দান, ব্রত ও অর্চনা প্রভৃতি করিলে মাঘাদি মাসের জ্যৈষ্ঠ শ্রীভগবদ্ভক্তিরূপে সম্পন্ন প্রাপ্তির হেতু হয়। বিশেষতঃ অগ্রহায়ণ মাসে বৈষ্ণবগণ সহ মিলিত হইয়া নৃত্যগীতাदि মহোৎসব সহকারে তুলসীকাননে শ্রীহরির পূজা করিবে। অধিকন্তু এই মাসে শীত-নিবারণার্থে বিচিত্র বস্ত্র শ্রীভগবান্কে অর্পণ করিতে হয়, বেহেতু ঐ বস্ত্র দানই দাতার সংসার-জনিত জড়তা হরণ করে।

মার্গশীর্ষে ত্বেকভক্তং বৃদ্ধা যোহভ্যর্চয়েদ্ধরিম্ ।
ভোজয়িত্বা দ্বিজামুক্তঃ স্যাদিত্যাহ কলিপ্রিয়ঃ ॥
নক্তং ব্রতেন যো মাসং মার্গশীর্ষং হরিপ্রিয়ন্ ।
নয়েদসৌ নরো যাতি বিষ্ণুলোকং সনাতনম্ ॥

বিষ্ণুধর্মোত্তরম্ ।

বিষ্ণুধর্মোত্তরে লিখিত আছে, নারদ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি অগ্রহায়ণ মাসে একাহারী হইয়া হরির পূজা করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করান, তিনি মুক্তি লাভ করেন। নক্ত ব্রতচরণ করিয়া হরিপ্রিয় অগ্রহায়ণ মাস অতিবাহিত করিলে সনাতন বিষ্ণুধাম প্রাপ্ত হয়।

মার্গশীর্ষে তথা মাসি প্রাতঃস্নাত্বা নরোত্তমঃ ।
ক্রমপূজাং সমাসাদ্য জপহোমৌ তথাচরেৎ ॥
পায়সং গুড়সংমিশ্রং প্রত্যহং বিনিবেদয়েৎ ।
এবং মাসার্চনং বৃদ্ধা ভবেদ্যাগ্যধরঃ পুমান্ ॥
দেহাস্তে মোক্ষমাপ্নোতি প্রসাদাৎ শার্ঙ্গধ্বনঃ ॥

গৌতমীয় তন্ত্রম্ ।

গৌতমীয় তন্ত্রে লিখিত আছে, — অগ্রহায়ণ মাসে প্রাতঃস্নান করিয়া নিত্য-কৃত্যান্তে জপ ও হোমাদি করিবে । এই মাসে শ্রীভগবান্কে গুড়-মিশ্রিত পায়স অর্পণ করিতে হয় । অগ্রহায়ণ মাসে প্রত্যহ এই ভাবে শ্রীভগবানের আরাধনা করিলে ভাগ্যবান্ হওয়া যায় ও দেহান্তে শ্রীহরির প্রসাদে মুক্তি লাভ হয় ।

শ্রীগোপিকাগণ এই মাসে কাত্যায়নী-ব্রত করিয়াছিলেন, শ্রীনন্দ-নন্দনকে পতিক্রমে পাইবার জন্য এই মাসেই যথানিয়মে কাত্যায়নী ব্রত করিতে হয় ।

অথ পৌষ-কৃত্যম্ ।

পৌষস্যৈকাদশীং শুক্লমারভ্য স্মৃণ্ডিলেশয়ঃ ।

মাসমাত্রং হরিপ্রীতৌ ত্রিবারং স্নানমাচরেৎ ॥

ত্রিকালং পূজয়েৎ কৃষ্ণং ত্যক্তভোগো জিতেন্দ্রিয়ঃ ।

পৌষস্ত দ্বাদশীং শুক্লাং যাবৎ পূণ্যফলপ্রদাম্ ॥

মাসমেকং তদর্দ্ধং বা দশাহং বা তদর্দ্ধকম্ ।

কৃষ্ণা যাতি হরেঃ স্নানং পূজাং দধৌদনোৎসবাম্ ॥

গৌতৈব তৈর্ন তৈর্ভক্তৈর্দধিভক্তং সমং নয়েৎ ।

অর্পয়িত্ব হরৌ ভক্ত্যা প্রসাদকানয়েৎ ততঃ ॥

যঃ প্রসাদং হরের্ভক্ত্যা গৃহ্নাতি প্রদদাতি চ ।

ভুঙ্কতে চ বৈষ্ণবৈঃ সার্কং মোহনমুফলমশ্নুতে ॥

দ্রুতপ্রস্থেন দেবৈশং পৌষপুষ্যসিতে নরঃ ।

স্বাপয়িত্বাশ্বমেধস্য ফলমাপ্নোত্যংশয়ম্ ॥

পঞ্চরাত্র-বচনম্ ।

অনন্তর পৌষ মাসের কৃত্য নিরূপণ করা হইতেছে । পঞ্চরাত্রে লিখিত আছে,—পৌষ মাসের শুক্লপক্ষীয়া একাদশী তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া একমাস কাল ভূতলে শয়ন ও শ্রীহরির প্রীত্যর্থ প্রত্যহ তিন বার স্নান করিবে । জিতেন্দ্রিয় হইয়া ‘ভোগ বাসনা পরিত্যাগ পূর্বক পৌষ মাসের পুণ্য ফলদাত্রী শুক্লাদ্বাদশী পর্য্যন্ত প্রত্যহ তিনবার শ্রীহরির অর্চনা করিবে । সম্পূর্ণ পৌষ মাস কিংবা অর্ধমাস অথবা দশ দিন, অন্ততঃ পাঁচ দিনও দধোদন (দধি মিশ্রিত অন্ন) প্রদানরূপ উৎসব সহকারে হরিপূজা করিলে হরির ধামে গতি লাভ হয় । শ্রীহরিকে নিবেদন করিবার জন্ত বৈষ্ণববর্গ সহিত মিলিত হইয়া নৃত্য, গীত ও বাজ্য সহকারে দধিমিশ্রিত অন্ন লইয়া যাইবে । তদনন্তর ভক্তিসহকারে নিবেদন পূর্বক হরিসকাশ হইতে প্রসাদ আনয়ন করিবে । তদনন্তর ভক্তিসহকারে শ্রীহরির প্রসাদ গ্রহণ করিলে, অন্তকে দান করিলে অথবা বৈষ্ণবগণ সহ ভোজন করিলে, অনন্ত ফল প্রাপ্তি হয় । পৌষ মাসে পুষ্টা নক্ষত্র সমন্বিত পূর্ণিমাতে প্রস্থ পরিমিত (পাঁচসের) ঘৃত দ্বারা শ্রীহরিকে স্নান করাইলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই ।

অথ মাঘকৃত্যম্ ।

সম্প্রাপ্তে মকরাদিত্যে পুণ্যে পুণ্যপ্রদে সদা ।
 সৎকার্য্যাস্থিত্যয়ঃ সর্ব্বাঃ স্নানদানাদিত্যৈকঃ সদা ॥
 কর্ত্তব্যো নিয়মঃ কশ্চিদ্ব্রতরূপী নরোত্তমৈঃ ।
 কলাতিশয়হেতোবৈ কিঞ্চিদ্যোজ্যং তাজেদ্বুধঃ ॥
 ভূমৌ শরীত হোতব্যমাজ্যং তিলবিমিশ্রিতম্ ।
 ত্রিকালং চার্চয়েন্নিত্যং বাসুদেবং সনাতনম্ ॥

দাতব্যো দীপকোহথগ্ণো দেবমুদ্दिश माधवम् ।
 ইক্ষনং কশ্বলং বস্ত্রমুপ্তানং কুঙ্কমং ঘৃতম্ ॥
 তৈলং কার্পাসকোষঞ্চ তুলীং তুলবতীং পটীম্ ।
 অন্নঞ্চৈব যথাশক্তি দেয়ং মাঘে নরাধিপ ॥
 স্বর্ণঞ্চ রত্নিকামাত্রং দত্তাদ্বেদবিদে তথা ।
 পরস্যাগ্নিং ন সেবেত ত্যজেদ্বিপ্রং প্রতিগ্রহম্ ॥
 মাঘাস্তে ভোজয়েদ্বিপ্রান্ যথাশক্তি নরাধিপ ।
 দেয়া চ দক্ষিণা তেভ্য আত্মনঃ শ্রেয় ইচ্ছতা ॥
 একাদশীনিধামেন মাঘস্যোদ্ঘোষানং তথা ।
 কর্তব্যং শ্রদ্ধধানেন অক্ষয়স্বর্গনাঙ্কুরা ॥

পদ্মপুরাণম্ ।

অনন্তর মাঘ মাস কৃত্য নিরূপণ করা হইতেছে । পদ্মপুরাণে দত্তাত্রেয় কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুনকে বলিতেছেন,—হে নরাধিপ ! সূর্য মকর-রাশিস্থ হইলে সেই পুণ্যস্বরূপ পুণ্যজনক কালে স্নান, দান ও নিয়মাদি দ্বারা তিথি সকলের সংকার করিতে হয় । মাঘ মাসে ব্রত-নিয়মাদি পালন করাই মানবগণের শ্রেষ্ঠতার পরিচায়ক । প্রত্যহ মাহা ভোজন করা হয়, তাহা হইতে মাঘ মাসে কোন ভোজ্য বস্তু ত্যাগ করিলে অনন্ত ফল লাভ হয় । এই মাসে ভূমিতে শয়ন করিবে, তিলসহ ঘৃত দ্বারা হোম করিবে এবং প্রত্যহ তিনবার শ্রীগোবিন্দের অর্চনা করিবে । শক্তি থাকিলে এই মাসে শ্রীহরিমন্দিরে অহোরাত্রব্যাপী দীপ দান করিবে । শ্রীহরির উদ্দেশে কশ্বল, বস্ত্র, পাছুকা, কুঙ্কম, ঘৃত, তৈল, কার্পাস, কোষ, তুলী, তুলবতী পটী (বালাপোষ প্রভৃতি শীত বস্ত্র বিশেষ) ও অন্ন দান করিবে । প্রত্যহ বেদবিদ্ ব্রাহ্মণকে একু রতি স্বর্ণ দান করিবে । এই মাসে পরের অগ্নি সেবন ও

প্রতিগ্রহ বর্জন করিবে । হে নৃপ ! মাঘ মাসের শেষ দিনে যথাশক্তি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া দক্ষিণা দান করা আত্মকল্যাণ কামী ব্যক্তির কর্তব্য । অক্ষয়-স্বর্গ-কামী ব্যক্তি একাদশী নিয়মানুসারে অচ্ছিদ্রাবধারণ প্রভৃতি দ্বারা মাঘ ত্রতের উদ্‌ঘাপন করিবেন ।

মাঘ মাসে প্রাতঃস্নান করিলে অনন্ত ফল লাভ হয় । নিজ গৃহে উষ্ণজলে স্নান করিলেও ছয় বৎসর কাল প্রাতঃস্নান জনিত ফল লাভ হয় । গঙ্গা প্রভৃতিতে স্নান করিলে অধিকতর ফল লাভ হইবে, তাহাতে সন্দেহই নাই ।

অথ মাঘে প্রাতঃস্নান-বিধিঃ ।

পৌষ-ফাল্গুনয়োর্মধ্যে প্রাতঃস্নায়ী সদা ভবেৎ ।

ভবিষ্যপুরাণম্ ।

অনন্তর মাঘ মাসে প্রাতঃস্নান সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে । ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে—পৌষ ও ফাল্গুন এই উভয় মাসের মধ্যে অর্থাৎ মাঘ মাসে প্রত্যহ প্রাতঃস্নান করা বিধেয় ।

অমাঘ-স্নায়িনাং নৃণাং নিষ্ফলং জন্মধারণম্ ।

অসূর্য্যগগনং যদ্বদচন্দ্রমুডুমণ্ডলম্ ॥

তদ্বন্ন ভাতি সৎ কস্য মাঘস্নানং বিনা নৃপ ।

বুদ্ধুদাইব তোয়েষু পুত্রিকাইব জন্তবু ।

জায়ন্তে মরণায়ৈন মাঘস্নানবিবর্জিতাঃ ॥

পদ্মপুরাণম্ ।

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে—যে ব্যক্তি মাঘ মাসে প্রাতঃস্নান না করে, তাহার জন্ম ধারণই বৃথা । যেমন সূর্য্যহীন আকাশ এবং চন্দ্রহীন নক্ষত্র-মণ্ডলের শোভা হয় না, সেইরূপ মাঘ মাসে প্রাতঃস্নান বিহীন ব্যক্তির কোনও সংকর্ষের শোভা হয় না । যেমন জল

মধ্যে বৃদ্ধ ও জন্তুমধ্যে পুত্রিকা (স্বল্প কীটবিশেষ) জন্ম মাত্রেই দেহ ত্যাগ করে, সেইরূপ মাঘ স্নান বিবর্জিত ব্যক্তিরও জন্মপরিগ্রহ করিয়া ও মৃত তুল্য ।

ব্রতদান-তপোভিষ্ঠ ন তথা প্রীরতে हरिः ।

মাবেমজ্জনমাত্রেণ যথা প্রীণাতি মাধবঃ ॥

প্রীতয়ে বাসুদেবস্ত মাঘস্নানং প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥

পদ্মপুরাণম্ ।

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে মাঘস্নানকারী ব্যক্তির প্রতি শ্রীভগবান্ যেমন সন্তুষ্ট থাকেন, কি ব্রত, কি দান, কি তপস্যা কিছুতেই সেরূপ সন্তুষ্ট হন না । অতএব কেবলমাত্র শ্রীহরির প্রীতির জগুই মাঘস্নান বিহিত ।

তত্র চোখায় নিয়মং গৃহীয়াদ্বিধিপূর্বকম্ ।

মাঘমাসমিমং পূর্ণং স্নাসোহহং দেব মাধব ॥

ভবিষ্যপুরাণম্ ।

মাঘস্নানবিধি সম্বন্ধে ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে যে, পৌষ মাসের শেষ সংক্রান্তি দিবসে প্রভাতে গাত্রোথান পূর্বক “হে দেব ! হে মাধব ! আমি পূর্ণ মাঘ মাস প্রাতঃস্নান করিব”—এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া সংকল্প করিবে ও নিয়ম গ্রহণ করিবে ।

মকরেন্দ্রে রবৌ মাঘে গোবিন্দাচ্যুত মাধব ।

স্নানেনানেন মে দেব যথোক্তফলদো ভব ॥

ইমং মন্ত্রং সমুচ্চাৰ্য্য স্নায়ান্মোনং সমাহিতঃ ।

বাসুদেবং हरिं विष्णुं माधवकं श्वरेण पुनः ॥

পদ্মপুরাণম্ ।

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে, হে গোবিন্দ ! হে অচ্যুত ! হে মাধব ! আমি মকরগত সূর্য্যো (মাঘমাসে) স্নান করিতেছি ; হে প্রভো ! আপনি এই স্নানের যথাবিহিত ফল দান করুন । এই মন্ত্র পাঠ করিয়া মৌনভাবে স্নান করিবে । স্নানকালে, বাসুদেব, হরি, বিষ্ণু, মাধব প্রভৃতি নাম স্মরণ করিবে ।

অপ্রাবৃত-শরীরস্ত যঃ কষ্টং স্নানমাচরেৎ ।

বেদোক্তবিধিনা পার্থ সূর্য্যস্যার্ঘ্যং নিবেদয়েৎ ॥

পিতৃন্ সমুপ্য তত্রস্থঃ সমুদীৰ্য্য জলাশয়াৎ ।

পদে পদে অশ্বমেধস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥

ভবিষ্যপুরাণম্ ।

ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে,—মাঘ মাসে অপ্রাবৃত শরীরে স্নান করিয়া. বেদ বিধানে সূর্য্যার্ঘ্য দান পূৰ্ব্বক জল মধ্যে অবস্থান করিয়া পিতৃতর্পণ করিবে ; এইরূপ জলাশয় হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইলে, পদে পদে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয় ।

অথ বসন্তপঞ্চমী কৃত্যম্ ।

মাঘস্য শুক্লপঞ্চম্যাং মহাপূজাং সমাচরেৎ ।

নবৈঃ প্রবালৈঃ কুসুমৈ রমুলৈপৈর্বিশেষতঃ ॥

নীরাজনোৎসবং কৃৎস্না ভক্ত্যা সংমাণ্য বৈষ্ণবান্ ।

বসন্তরাগং জনয়ন্ গীতনৃত্যাদি কারয়েৎ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ।

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে লিখিত আছে—মাঘমাসের শুক্লাপঞ্চমীতে আশ্রমকুল, সুগন্ধি পুষ্প ও অমুলেপনাদি দ্বারা শ্রীহরির মহাপূজা

করিবে । তদনন্তর নীরাঙ্গনোৎসব করিয়া সম্মান প্রদর্শন পূর্বক বৈষ্ণবগণের সহিত মিলিত হইয়া বসন্ত রাগ গান ও নৃত্যাদি করিবে ।

তদন্তম্ ।

শ্রীপঞ্চমীং সমারভ্য বাবৎ স্যাচ্ছরনং হরেঃ ।

তাবৎ বসন্তরাগস্য গানমুক্তং মনীষিভিঃ ॥

বসন্তরাগঃ কর্তব্যো নাচুথা তু কদাচন ॥

বসন্তরাগ সম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণের মত এই যে, শ্রীপঞ্চমীতে আরম্ভ করিয়া শয়নৈকাদশী পর্যন্ত বসন্তরাগ আলাপ করিতে হয় ; অন্য সময়ে বসন্ত রাগের আলাপ শাস্ত্রনিষিদ্ধ ।

কৃতা বসন্তপঞ্চম্যাং শ্রীকৃষ্ণসার্চনোৎসবম্ ।

শ্রাদ্‌বসন্ত ইন প্রেয়ান্ বৃন্দাবন-বিহারিণঃ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসে লিখিত আছে—যে ব্যক্তি বসন্ত পঞ্চমীতে শ্রীকৃষ্ণের অর্চনাদি-রূপ মহোৎসব করেন, তিনি বসন্ত ঋতুর ন্যায় বৃন্দাবন-বিহারীর প্রীতি পাত্র হন ।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পক্ষে মাঘ মাসের শুক্লাসপ্তমী তিথিতে শ্রীধামশান্তিপু্রে পূরন্দর প্রভু সীতানাথের জন্মোৎসব করা একান্ত কর্তব্য ।

• মাঘমাসের শুক্লা অষ্টমী হইতে আট দিন কিংবা কেবল শুক্লা অষ্টমীতে ভক্তশ্রেষ্ঠ ভীষ্মদেবের উদ্দেশ্যে তর্পণ করা বিধেয় ।

মাঘ মাসের শুক্লা একাদশীর নাম ভৈষী একাদশী । ঐ দিনে উপবাস করিলে সর্বপাপ ক্ষয় হয় ।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ মাঘ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে পতিত-
পাবন কৃপাসিদ্ধ শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর জন্মোৎসব করিবেন ।

অথ ফাল্গুন-কৃত্যম্ ।

প্রাতঃস্নায়ী ভবেন্নিত্যং মাসৌ দ্বৌ মাঘ-ফাল্গুনৌ ।
দেবান্ পিতৃন্ সমভ্যর্চ্য মুচ্যতে সর্বকিল্বিধৈঃ ॥

যম-বচনম্ ।

অনন্তর ফাল্গুন কৃত্য লিখিত হইতেছে । এ সম্বন্ধে যমোক্তি
আছে যে, মাঘ ও ফাল্গুন এই দুই মাসেই প্রত্যহ প্রাতঃস্নান করিবে
ও দেবগণ এবং পিতৃগণের অর্চনা করিবে ; তাহাতে সর্ববিধ পাপ
হইতে মুক্ত হওয়া যায় ।

ফাল্গুনে দেবকীপুত্রং পূজয়েৎ স্বর্ণচম্পকৈঃ ।
চূত-সৌগন্ধি-কুসুমৈর্ধূপৈর্গন্ধৈঃ সুবিস্তরৈঃ ॥

গৌতমীদ্বতন্ত্রম্ ।

গৌতমীয় তন্ত্রে লিখিত আছে—ফাল্গুন মাসে স্বর্ণ বর্ণ চম্পক...
সুগন্ধি আত্র মুকুল, ধূপ ও গন্ধ দ্বারা শ্রীহরির অর্চনা করিবে ।

অথ শিবরাত্রি-ব্রতম্ ।

শিবরাত্রি-ব্রতমিদং যদুপাযশ্চকং নহি ।
বৈষ্ণবানাং তথাপ্যত্র সদাচারাদৃবিলিখ্যতে ॥
শিবরাত্রিব্রতং কৃষ্ণ-চতুর্দশ্যান্তে ফাল্গুনে ।
বৈষ্ণবৈরপি তৎকার্য্যং শ্রীকৃষ্ণপ্ৰীতয়ে সদা ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ।

অনন্তর শিবরাত্রি ত্রত সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হইতেছে । শিবরাত্রি ত্রত শুনিয়াই বৈষ্ণবগণ চমকিত হইবেন না ; শ্রীহরিভক্তি-বিনাসকার এসম্বন্ধে যুক্তিপূর্ণ ব্যবস্থা দিয়াছেন । শ্রীহরিভক্তি-বিনাসকার বলিতেছেন,—যদি কেহ মনে করেন, বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণব ত্রতই পালন করিবেন, শিবের সঙ্গে সম্বন্ধ কি ? তাহাতে বক্তব্য এই যে, আপাততঃ প্রয়োজন বোধ না হইলেও চিরকাল হইতে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে এই ত্রতের আচরণ করা সদাচার বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে । তাহার কারণ এই যে, ফাক্তন মাসের কৃষ্ণা চতুদশীতে শিবরাত্রি ত্রত করিলে শ্রীহরির প্রীতিবিধান হয় ; কাজেই বৈষ্ণবগণ কোন্ যুক্তিতে তাহা পরিত্যাগ করিবেন ?

সৌরো বা বৈষ্ণবো বাণ্যো দেবতান্তর-পূজকঃ ।

ন পূজা-ফলমাপ্নোতি শিবরাত্রি-বহিমূখঃ ॥

✽

পদ্মপুরাণম্ ।

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে—কি সৌর, কি বৈষ্ণব, কি শাক্ত, গাণপত্য কিংবা অণ্ড দেবোপাসক যে কেহই হউন না কেন, শিবরাত্রি ত্রত না করিলে কেহই ইষ্টপূজার ফল লাভ করিতে পারেন না ।

শিবরাত্রি ত্রতে ঔদাস্ত্যমাত্র করিলেই এত দোষ হয় ; যাহারা ঘেষ করেন, তাঁহাদের যে কি হয়, তাহাত বলাই বাহুল্য ।

যো মাং সমর্চয়েন্নিত্যমেকান্ত-ভাবমাত্মিতঃ ।

বিনিন্দন্ দেবমীশানং স যাতি নরকাযুতম্ ॥

মন্ত্রকৃতঃ শঙ্করদেবী মদেবী শঙ্করপ্রিয়ঃ ।

উভৌ তৌ নরকং যাতে যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥

কুর্শ্বপুরাণম্ ।

কুর্খপুরাণে ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণকে স্বয়ং ভগবান্ বলিতেছেন,—
মহাদেবের নিন্দাকারী ব্যক্তি যদি একান্ত ভাবেও আমার ভজন
করে, তথাপি তাহার অমৃতসংখ্যক নরক ভোগ করিতে হয় । আমার
ভক্ত শিবদেবী হইলে কিংবা শিবভক্ত আমার দেবী হইলে, যতকাল
চন্দ্র সূর্যের স্থিতি, ততকাল তাহাদিগকে নরকে বাস করিতে হয় ।

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসকার পরিশেষে সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে—

কার্য্যং গুণাবতারহেনৈক্যানুরূপস্য বৈষ্ণবৈঃ ।

বৈষ্ণবাণ্যতয়া শ্রৈষ্ঠ্যাং সদাচারোচ্চ তদ্ব্রতম্ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ ।

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসকার বলিতেছেন,—শ্রীশিব শ্রীভগবানের গুণা-
বতার ; সূতরাং অবতার ও অবতারীর অভিন্নতা প্রযুক্ত শ্রীশিব ও
শ্রীকৃষ্ণ অভেদ ত আছেনই, তাহার পর আবার তিনি বৈষ্ণবচুড়ামণি ;
কাজেই শিবরাত্রি ব্রত করা বৈষ্ণবগণের একান্ত কর্তব্য । বিশেষতঃ
এই ব্রতানুষ্ঠান অতি প্রধান সদাচার এবং চিরকাল হইতেই চলিয়া
আসিতেছে ।

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে অতঃপর শিবরাত্রি-ব্রতের এইরূপ সূদৃঢ় ব্যবস্থা
ব্যবস্থাপিত হইয়াছে—

চতুর্থস্কন্ধদৃষ্ট্যা তু নৈকে কুর্বন্তি তদ্ব্রতম্ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ ।

শ্রীভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধে লিখিত আছে—“যে ব্যক্তি শিবব্রত ধারণ
করিবে, সে পাষণ্ড হইবে” এই শ্লোকটি দেখিয়া কোন কোনও
বৈষ্ণব শিবরাত্রি ব্রত করেন না ।

শ্রীহরিভক্তি-বিনাস-লিখিত এই শ্লোকার্দ্ধ গ্রন্থকারের কিনা, তাহা নির্ণয় করা বড়ই কঠিন ; যেহেতু টীকাকার এই শ্লোকার্দ্ধে কোন কথাই বলেন নাই। বরং টীকাকার শিবরাত্রি ত্রতের সমর্থনই করিয়াছেন।

“যথা মৎস্যাদয়ো লীলাবতারাস্তথা শ্রীশিবশ্চ গুণাবতারো-
হয়মিত্য ভেদেন ন দোষাবহমপিতু ভগবন্তুক্তি-বিশেষএব
পর্যাবসানাদিতি ॥”

শ্রীহরিভক্তিবিনাস-টীকাকার বলিতেছেন,—যেমন মৎস্য, কূর্ম প্রভৃতি শ্রীভগবানের লীলাবতার বলিয়া তাঁহাদের ত্রতাদি পালন করা দোষাবহ নহে ; সেইরূপ শ্রীশিবও শ্রীভগবানের গুণাবতার বলিয়া তাঁহার ত্রতাদি পালন করা দোষাবহ নহে ; বরং শিবরাত্রি প্রভৃতি ত্রতও শ্রীভগবন্তুক্তিতেই পর্যাবসিত হইয়া থাকে।

শ্রীহরিভক্তি বিনাসকার উপসংহারে বলিয়াছেন—

‘শ্রীকৃষ্ণে বৈষ্ণবানাস্তু প্রেমভক্তিবিবর্দ্ধতে ।
কৃষ্ণভক্তি-রসাসার-বর্ষি রুদ্রানুকম্পয়া ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

শিবরাত্রি ত্রত করিলে হরিভক্তিরসাসার-বর্ষণকারী শ্রীশিবের
রূপায় বৈষ্ণবগণের শ্রীভগবানে প্রেমভক্তি বর্দ্ধিত হয়। শিবরাত্রি
ত্রত সম্বন্ধে স্মার্ত ভট্টাচার্য্যপাদের সঙ্গে শ্রীহরিভক্তি-বিনাসকারের
কিছু মত-বৈষম্য আছে। শ্রীহরিভক্তি-বিনাস মতে ত্রয়োদশীযুক্ত
চতুর্দশীতে ত্রত হইবে না। “শিবরাত্রিত্রতে ভূতং কামবিদ্ধং
বিবর্জয়েৎ ।” শিবরাত্রি ত্রতে ত্রয়োদশীযুক্ত চতুর্দশী পরিত্যাগ করিবে।

মায়াসিতং ভূতদিনং হি রাজ-
 নুপৈতি যোগং যদি পঞ্চদশ্যা ।
 জয়াপ্রযুক্তাং নতু জাতু কুর্যা-
 চ্ছিবস্য রাত্রিং প্রিয়কৃচ্ছিবস্য ॥

পরশর-বচনম্ ।

পরশরের উক্তি আছে—হে নৃপ ! মাঘী কৃষ্ণা চতুর্দশীতে অমাবস্যা যোগ হইলে, সেই দিন শিবরাত্রি ব্রত করিবে । কিন্তু ত্রয়োদশী যুক্তা চতুর্দশী অবশ্য পরিত্যাগ করিবে ।

শিবরাত্রৌ চ কর্তব্যং নিয়মেন ত্রয়ং বুধৈঃ ।
 উপবাস-মহাদেবপূজা জাগরণং নিশি ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ।

শিবরাত্রি ব্রতে উপবাস, রাত্রিতে মহাদেব-পূজা ও জাগরণ—
 যথাবিধি এই তিনটির অনুষ্ঠান করা আবশ্যক ।

শিবরাত্রি-বিহিত পূজার কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব আছে ; সেগুলি মূল গ্রন্থ দৃষ্টে আলোচনা করিবেন ।

অথ শ্রীগোবিন্দ-দ্বাদশী-ব্রতম্ ॥

ফাল্গুনে দ্বাদশী শুক্লা যা পুষ্যকর্কণ সংযুতা ।
 গোবিন্দ-দ্বাদশী নাম সা স্যাৎ গোবিন্দ-ভক্তিদা ॥
 তস্যামুপোষ্য বিধিনা ভগবন্তুং প্রপূজয়েৎ ।
 লিখিতঃ পাপনাশিষ্ঠাং বিধিরোহিত্রাপি স স্মৃতঃ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাস টীকা ।

অনন্তর শ্রীগোবিন্দ দ্বাদশী ত্রতের বিষয় বলা হইতেছে । শ্রীহরি-ভক্তিবিলাসে লিখিত আছে,—ফাল্গুন মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে পুষ্যা নক্ষত্রের যোগ হইলেই তাহাকে “গোবিন্দ দ্বাদশী” কহে । ঐ তিথি হরিভক্তি-প্রদায়িনী । এই গোবিন্দদ্বাদশী তিথিতে উপবাসী থাকিয়া পাপনাশিনী মহাদ্বাদশীর বিধানানুসারে শ্রীভগবানের পূজা করিবে ।

ফাল্গুনস্যাম্লে পক্ষে পুষ্যাঙ্কে দ্বাদশী যদি ।

গোবিন্দ-দ্বাদশী নাম মহাপাতক-নাশিনী ॥

তস্যামুপোষ্য বিধিবন্নরঃ সংক্ষীণকল্মষঃ ।

প্রাপ্নোত্যনুত্তমাং সিদ্ধিং পুনরারুতি-দুর্লভাম্ ॥

আমর্দকী দ্বাদশীতি লোকে খ্যাতেয়মেব হি ।

মোগাভাবেহত্র তন্নানী তদীয়েকাদশী মতা ।

যত আমর্দকী পূজা ত্রতমস্যাং বিশেষতঃ ॥

ব্রহ্মপুরাণম্ ।

ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে,—ফাল্গুন মাসের শুক্লাদ্বাদশী পুষ্যানক্ষত্র-সমন্বিতা হইলে তাহাকে “গোবিন্দ দ্বাদশী” কহে । এই দ্বাদশী মহাপাতক-নাশিনী । এই দিনে যথাবিধি উপবাসাদি করিলে সমস্ত পাতক বিধ্বস্ত হয় ও পুনরায় সংসারে আসিতে হয় না । এই দ্বাদশীরই নামান্তর “আমর্দকী” দ্বাদশী । এই দিনে আমর্দকী পূজা করিতে হয় । (আমর্দকী পূজার ব্যবস্থা শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে দেখি-বেন) দ্বাদশীতে নক্ষত্র যোগ না হইলে একাদশীতেই ত্রত পূজাদি হইবে ।

এই উপবাস সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনার বিষয় এই যে, পক্ষকৃত্য মধ্যে লিখিত আছে, শুক্লাদ্বাদশীর সহিত পুষ্যা নক্ষত্রের যোগ হইলে, তাহাকে “পাপনাশিনী” মহাদ্বাদশী কহে, এবং একাদশী পরিত্যাগ

করিয়া ঐ দ্বাদশীতে উপবাস করা বিধেয় । আবার এখানে পুষ্যা-
 যোগে গোবিন্দ দ্বাদশী হইবে বধা হইতেছে, এই দুই দ্বাদশীতে
 পার্থক্য কি ? তাহাতে বক্তব্য এই যে, যদি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব হইতে
 পুষ্যা নক্ষত্র প্রবৃত্তি হইয়া দ্বাদশীর (মতান্তরে অহোরাত্রের) সমান
 বা অধিক কাল পর্য্যন্ত থাকে কিংবা সূর্য্যোদয় কাল হইতে পুষ্যা
 নক্ষত্র প্রবৃত্তি হইয়া দ্বাদশীর (মতান্তরে অহোরাত্রের) সমকাল,
 অধিক কাল কিংবা নূন কাল পর্য্যন্ত থাকে এবং সূর্য্যাস্ত কাল
 পর্য্যন্ত দ্বাদশীর স্থিতি হয়, তাহা হইলে “পাপনাশিনী” মহাদ্বাদশী
 হয় । আর যে কোনও ভাবে ফাল্গুন মাসের শুক্লাদ্বাদশীর সঙ্গে
 পুষ্যা নক্ষত্রের যোগ হইলেই গোবিন্দ দ্বাদশী হয় । পাপনাশিনী
 মহাদ্বাদশীর লক্ষণ পাইলে, একদিনেই পাপনাশিনী গোবিন্দদ্বাদশী
 ও আমর্দকী দ্বাদশীর পূজাদি ও উপবাস হইবে ; পরন্তু পাপনাশিনী
 মহাদ্বাদশীর লক্ষণ না পাইলে, গোবিন্দদ্বাদশী হইবে বটে, কিন্তু
 একাদশী পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহাতে উপবাসের ব্যবস্থা নাই । এ
 অবস্থায় শ্রীগোবিন্দ দ্বাদশী বিহিত পূজাদি হইবে ; কিন্তু একাদশী
 পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঐ দিনে উপবাস করিতে পারিবেন না । যেহেতু
 উন্নীলিনী প্রভৃতি অষ্ট মহাদ্বাদশী ভিন্ন কোন দ্বাদশীরই নিত্যতা
 নাই এই মাত্র প্রভেদ সুধীগণ বিবেচনা করিয়া লইবেন ।

অথ বসন্তোৎসবঃ ।

ফাল্গুণ্যং পৌর্ণমাস্যাক্ত বিদধ্যাদ্ বৈষ্ণবৈঃ সহ ।

শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়ভক্তস্য বসন্তস্যাক্তনোৎসবম্ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ।

ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমায বৈষ্ণবগণসহ মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়-
 ভক্ত বসন্তের পূজা-মহোৎসব করিবে ।

এই দিনে শ্রীভগবানের দোলোৎসব প্রচলিত আছে । শ্রীহরি-ভক্তি-বিলাসে তাহার বিশেষ ব্যবস্থা না থাকিলেও প্রচলিত প্রথা-নুসারে তাহা সম্পাদন করাই বিধেয় ।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ এই ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথির কথা বিশেষভাবে মনে রাখিবেন । এই দিনেই কলি-ঘোর-ত্রিমির-নাশকারী আমাদের নদীয়ার চাঁদ উদিত হইয়াছেন । এইদিনে সায়ংকালে যথাবিধি শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসব প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিবে ।

অথ চৈত্রকৃত্যম্ ।

চৈত্রে কুর্যাৎ-সিতে পক্ষে শ্রীরামনবমী ব্রতম্ ।

একাদশ্যাং প্রভোদৌলাং দ্বাদশ্যাং দমনার্পণম্ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ ।

চৈত্র মাসে শুক্লপক্ষীয় নবমী তিথিতে শ্রীরামনবমী ব্রত, শুক্লা একাদশীতে দোল ও দ্বাদশীতে দমনারোপণ করিতে হয় ।

তত্র শ্রীরাম-নবমী-ব্রতম্ ।

চৈত্রে মাসি নবম্যাস্তু শুক্লায়াং হি রঘুদ্বহঃ ।

প্রাচুরাসীৎ পুরা ব্রহ্মন্ পরং ব্রহ্মৈব কেবলম্ ॥

তস্মিন্ দিনে তু কর্তব্যমুপবাসব্রতাদিকম্ ॥

যন্তু রামনবম্যাং হি মোহাদ্ভুক্তো বিমূঢ়ধীঃ ।

কুন্তীপাকেষু ঘোরেষু পচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥

অগস্ত্য সংহিতা ।

শ্রীরামনবমী ব্রত সম্বন্ধে অগস্ত্যসংহিতায় লিখিত আছে,—হে ব্রহ্মন্ ! চৈত্র মাসের শুক্লা নবমীতে পরব্রহ্ম রঘুকুল-তিলক শ্রীরাম-

চন্দ্র আবির্ভূত হইয়াছেন ; সুতরাং ঐ দিনে ত্রতোপবাসাদি করা একান্ত আবশ্যক । যে ব্যক্তি মোহ বশতঃ শ্রীরাম-নবমী দিনে ভোজন করে, তাহাকে কুষ্ঠীপাক নরকে পচ্যমান হইতে হয় ।

নবমী-চাৰ্ঘ্যমী-বিক্রা ত্যাজ্যা বিষ্ণুপরায়ণৈঃ ।

উপোষণং নবম্যাং বৈ দশম্যামেব পার্ণম্ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ ।

শ্রীরামনবমীত্রতের দিন নির্ণয় সম্বন্ধে বিশেষতঃ এই যে, শ্রীহরিভক্তি-বিলাসমতে বৈষ্ণবগণ অবশ্য অষ্টমী-সংযুক্তা নবমী পরিত্যাগ করিবেন । এই ত্রতে নবমীতে উপবাস ও দশমীতে পার্ণ করা বিধেয় ।

শ্রীরাম-নবমীত্রতেও পূৰ্বদিন কৃত্য, ত্রত-সংকল্প, পূজাবিধি প্রভৃতি শাস্ত্রে লিখিত আছে । গ্রন্থবাহুল্য ভয়ে সেগুলি লিখিলাম না । প্রয়োজন হইলে, শ্রীহরিভক্তি-বিলাসাদি মূল গ্রন্থ দেখিবেন । কিংবা সংকৃত “বৈষ্ণবত্রত-কৌস্তুভ” নামক গ্রন্থ দেখিবেন ।

অথ দোলমহোৎসবঃ ।

চৈত্রে সিংহকাদশ্যাস্তু দক্ষিণাভিমুখং প্রভুম্ ।

দোলয়া দোলনং কুৰ্যাদ্ গীতনৃত্যাদিনোৎসবম্ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ ।

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে দোল মহোৎসব সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, চৈত্র মাসের শুক্লা একাদশীতে গীত নৃত্যাদি উৎসব সহকারে দেবাদি-দেব শ্রীগোবিন্দকে দক্ষিণাভিমুখে দোলারূঢ় করিয়া দোলন করিতে হয় ।

উর্জ্জ্ব রথং মধৌ দোলাং শ্রাবণে তন্তুপর্ব চ ।

চৈত্রে দমনকারোপমকুর্বাণো ব্রজত্যাধঃ ॥

দোলারূঢ়শ্চ ভগবানবলোকাঃ প্রযত্নতঃ ।

দোলারূঢ়স্য তস্যাত্রে কুর্যাজ্জাগরণং শুভম্ ॥

পদ্মপুরাণম্ ।

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে,—কার্ত্তিক মাসে রথ, চৈত্র মাসে দোল, শ্রাবণ মাসে তন্তুপূৰ্ণ ও চৈত্র মাসে দমনকারোপণ—এই কয়েকটি উৎসব না করিলে, নরকে গমন করিতে হয় । দোলারূঢ় শ্রীভগবান্কে যত্ন পূৰ্ব্বক দর্শন করিবে । দোলারূঢ় প্রভুর পুরোভাগে মঙ্গল জাগরণ করিবে ।

চৈত্রমাসীয় দোলোৎসবে পূজাদির বিধি শ্রীহরিভক্তি-বিনাসে লিখিত আছে ; প্রয়োজন হইলে, সেখানেই দেখিবেন । চৈত্রমাসীয় দোলোৎসবের অনুষ্ঠান প্রায়ই দেখা যায় না ।

অথ দমনকারোপণোৎসবঃ ।

চৈত্রস্য শুক্লাদশ্যাং দমনারোপণোৎসবম্ ।

বিদধ্যাৎ তদ্বিধিবৌধায়নাছুক্তোহত্র লিখ্যতে ॥

শ্রীহরিভক্তিবিনাসঃ ।

দমনকারোপণ মহোৎসব সংক্ষেপে শ্রীহরিভক্তি-বিনাসে লিখিত আছে,—চৈত্র মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে “দমনকারোপণ” নামক উৎসব সম্পাদন করিবে । এবিষয়ে বৌধায়ন প্রভৃতির কথিত বিধান কথিত হইতেছে ।

গ্রন্থ-বাহুল্যভয়ে এবং অনুষ্ঠাতার অভাবে এই উৎসবের বিশেষ বিধি কিছু লিখিলাম না । তবে সংক্ষেপতঃ উৎসবটি এই :—চৈত্র মাসের শুক্লা একাদশীতে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া অশোক কাননে গমন পূৰ্ব্বক সেখানে কামরূপী শ্রীভগবানের অর্চনা করিয়া

অশোক-পল্লব আনয়ন করিবে । শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে সৰ্বতোভা-
মণ্ডল "অঙ্কিত করিয়া, তাহাতে ঐ পল্লব অর্পণ পূর্বক রাত্রিতে
অধিবাস করিবে ; পরে দ্বাদশীর দিনে ঐ অশোক-পল্লব ও অশোক
পুষ্পের মালা মহাপূজা-সহকারে শ্রীগোবিন্দকে অর্পণ করিবে ।

অথ বৈশাখ-কৃত্যম্ ।

মাধবে মাসি সম্প্রাপ্তে মেঘস্বে কৰ্ম্মসাক্ষিণি ।
কেশবপ্রীতয়ে কুৰ্ব্ব্যাৎ কেশবব্রতসঞ্চয়ম্ ॥
দদ্যাদনেকদানানি তিলাজ্য-প্রভৃতীন্য়পি ।
জন্মাকোটি-সমুদ্ভূত পাতকাস্তকরাণি চ ॥
জলান্নশর্করা-ধেনুতিলধেনু-মুখানিচ ।
বিন্দ্ভুমানেন দেয়ানি দানানীপ্সিতসিদ্ধয়ে ॥
বৈশাখে বিধিনা স্নানদ্বয়ং নত্যাদিকে বহিঃ ।
ইবিষ্ণুং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ ভূশয্যা নিয়মস্থিতিঃ ।
ব্রতং দানং দমো দেব মধুসূদন-পূজনম্ ॥
মাধবে মাসি কুবরীত মধুসূদন-তুষ্টিদম্ ।
তিলোদক-সুবর্ণান্ন শর্করান্নর-বোহিনীঃ ॥
পাদত্রাণাতপত্রাশু-কুস্তান্ দদ্যাদ্বিজাতিষু ।
ত্রিসঙ্ক্যং পূজয়েদীশং ভক্তিতো মধুসূদনম্ ॥
সাক্ষাদ্বিমলয়া লক্ষ্ময়া সমুপেতং সমাহিতঃ ॥

পদ্মপুরাণম্ ।

বৈশাখকৃত্য সম্বন্ধে পদ্মপুরাণে লিখিত আছে,—সূর্য্য মেঘরাশিঃ

হইলে (বৈশাখ মাসে) শ্রীহরির প্রীত্যর্থ কেশবব্রতের অনুষ্ঠান করিবে । তিল, সূত প্রভৃতি দ্রব্য বৈশাখ মাসে দান করিলে, কোটি-জন্মার্জিত পাপক্ষয় হয় । অর্থ সামর্থ্য থাকিলে মনোরথসিদ্ধ্যর্থ বৈশাখ মাসে জল, অন্ন, শর্করা, ধেনু ও তিল-ধেনু দান করিবে । নদী প্রভৃতি জলাশয়ে প্রত্যহ দুই বার স্নান করিকে । বৈশাখ মাসে হবিষ্য ভোজন, ব্রহ্মচর্য, ভূমিতে শয়ন, সংকল্প রক্ষা, ব্রত, দান, ইন্দ্রিয়-সংযম, ও হরিপূজা এই সকল অবশ্য কর্তব্য । এই সমস্ত কর্ম শ্রীহরির প্রীতিকর । বৈশাখ মাসে ব্রাহ্মণগণকে তিল, জল, স্বর্ণ, অন্ন, শর্করা বস্ত্র, ধেনু পাছুকা, ছত্র ও জলপূরিত কুন্ত দান করিতে হয় । এই মাসে ত্রিসন্ধ্যা স্থিরচিত্তে ভক্তিসহকারে বিমলা নাম্নী লক্ষ্মীর সহিত শ্রীহরির অর্চনা করিবে ।

বৈশাখং সফলং মাসং নিত্যস্নায়ী জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
জপন্ হবিষ্যভুক্ শান্তঃ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥
একভক্তমথোনক্তমযাচিতমতন্দ্রিতঃ ।
বৈশাখে মাসি যঃ কুর্য্যাল্লভতে সর্বমীপ্সিতম্ ॥
প্রাতঃস্নানঞ্চ বৈশাখে যজ্ঞদানমুপোষণম্ ॥
হবিষ্যং ব্রহ্মচর্যঞ্চ মহাপাতকনাশনম্ ॥

পদ্মপুরাণম্ ।

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে,—পূর্ণ বৈশাখ মাস প্রত্যহ প্রাতঃস্নান, ইন্দ্রিয়সংযম, জপ ও হবিষ্যভোজন করিলে, সর্ব পাপ হইতে মুক্তি লাভ করা যায় । যিনি বৈশাখ মাসে আলস্যশূন্য হইয়া একাহারী, নক্তভোজী কিংবা অযাচিত-ব্রতী হইয়া অবস্থান করেন, তাঁহার সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হয় । বৈশাখ মাসে প্রাতঃস্নান, যজ্ঞ, দান, উপবাস, হবিষ্যভোজন ও ব্রহ্মচর্য সর্বপাপনাশক । বৈশাখ মাসের

এইরূপ অনেক নিয়ম-ব্রতাদির ব্যবস্থা শাস্ত্রে দেখা যায় । অন্ধা ও সামর্থ্যানুসারে যাহার যাহা ইচ্ছা তিনি তাহার অনুষ্ঠান করিতে পারেন ।

অথাক্ষয়তৃতীয়া-কৃত্যম্ ।

ত্রেতাযুগং তৃতীয়ায়াং শুক্লায়াং মাসি মাধবে ।
 প্রবৃত্তঞ্চ ত্রয়ী ধর্ম্মাঃ প্রবৃত্তান্তে প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥
 অক্ষয়া সোচ্যাতে লোকে তৃতীয়া হরিবল্লভা ।
 স্নানে দানে হর্চনে শ্রাদ্ধে জপে পূর্ববজতর্পণে ॥
 যেহর্চয়ন্তি যবৈর্বিষ্ণুং শ্রাদ্ধং কুর্করন্তি যত্নতঃ ।
 তস্যাং দদাতি দানানি ধন্যাস্তে বৈষ্ণবা নরাঃ ॥

পদ্মপুরাণম্ ।

অক্ষয় তৃতীয়া-কৃত্য-সম্বন্ধে পদ্মপুরাণে লিখিত আছে,—বৈশাখী শুক্লতৃতীয়া তিথিতে সত্যযুগ প্রবৃত্ত হয় এবং সেই দিন হইতেই বেদ-প্রতিপাদিত ধর্ম্মের প্রবর্তন হয় ; এই তৃতীয়াতে স্নান, দান, পূজা, শ্রাদ্ধ, জপ ও পিতৃতর্পণ প্রভৃতি করিলে অক্ষয় ফল লাভ হয় । যাহারা এই দিনে সমস্ত ব্যবসার শ্রীহরির অর্চনা করেন এবং দ্ব্যশ্রাদ্ধ ও যবহোম করেন, সেই সমস্ত বৈষ্ণবই ধন্যবাদার্থ ।

অথ শুক্লা সপ্তমী-কৃত্যম্ ।

বৈশাখ-শুক্লসপ্তম্যাং জাহ্নবী জহুনা পুরা ।
 ক্রোধাৎ পীতা পুনস্ত্যক্তা কর্ণরদ্ধ্রাতু দাক্ষিণাৎ ॥
 তস্যাং সমর্চয়েদেবীং গঙ্গাং ভুবনমেখলাম্ ।
 স্নাত্বা সম্যগ্বিধানেন স ধন্যঃ স্মৃকৃতী নরঃ ॥

তস্যাং সন্তুপ্যৈদেবান্ পিতৃন্ মর্ত্যান্ যথাবিধি ।

সাক্ষাৎ পশ্যন্তি তে গঙ্গাস্নাতকং গতকল্মষম্ ॥

পদ্মপুরাণম্ ।

পদ্মপুরাণে বৈশাখী শুক্লা সপ্তমীর বিষয় লিখিত আছে যে,—
জহ্নু নামক ঋষি ক্রোধবশে বৈশাখ মাসের শুক্লা সপ্তমীতে গঙ্গাদেবীকে
পান করিয়া পুনর্বার দক্ষিণ কর্ণ দ্বারা নিগত করেন। এই জন্ত
এই দিনে ভুবন-মেখলা গঙ্গায় স্নান করিয়া গঙ্গাদেবীর অর্চনা করিতে
হয়। এই দিনে দেবগণ, পিতৃগণ ও মনুষ্যগণকে যথারীতি সন্তুষ্ট
করিলে, তাঁহারা ঐ গঙ্গাস্নানকারী ব্যক্তিকে নিম্পাপরূপে দর্শন করেন।

অথ নরসিংহ-চতুর্দশী ব্রতম্ ।

বৈশাখস্য চতুর্দশ্যাং শুক্লায়াং শ্রীনৃকেশরী ।

জাতস্তদস্যাং তৎপূজোৎসবং কুর্ব্বীত সব্রতম্ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

শ্রীনরসিংহ-চতুর্দশী ব্রত সম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তিবিনাসে লিখিত আছে
যে,—বৈশাখ মাসের শুক্লা চতুর্দশীতে* শ্রীনরসিংহ আবির্ভূত হইয়া-
ছিলেন ; অতএব ঐ দিনে উপবাস ও শ্রীনৃসিংহ দেবের পূজা করিবে ।

বর্ষে বর্ষেতু কর্তব্যং মম সন্তুষ্টি-কারণম্ ।

মহাগুহমিদং শ্রেষ্ঠং মানবৈর্ভবভীরুভিঃ ॥

বিজ্ঞায় মদ্দিনং যন্ত লজ্যয়েৎ স তু পাপভাক্ ।

এবং জ্ঞাত্বা প্রকর্তব্যং মঙ্গলে ব্রতমুত্তমম্ ।

অনুথা নরকং যাতি যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥

শ্রীনৃসিংহপুরাণম্ ।

শ্রীনৃসিংহ পুরাণে লিখিত আছে,—শ্রীনৃসিংহদেব বলিতেছেন,—
হে প্রহ্লাদ! যাহারা ভবভয়ে ভীত, তাঁহারা প্রতি বৎসরে এই
মহাগোপনীয় ব্রতশ্রেষ্ঠ নৃসিংহ-চতুর্দশী ব্রতের অনুষ্ঠান করিবেন।
যে ব্যক্তি আমার আবির্ভাব দিন জানিয়াও এই ব্রত লঙ্ঘন করে,
সে মহাপাতকে লিপ্ত হয়; অতএব এই দিনে অবশ্য ব্রতানুষ্ঠান
করিবে; নতুবা যতকাল চন্দ্রসূর্য্যের স্থিতি, ততকাল নরকে বাস
করিতে হইবে।

শ্রীনৃসিংহ চতুর্দশী ব্রত করিতে হইলে, ব্রতদিন প্রাতঃস্নান ও
নিত্যকৃত্য সমাপনান্তে ব্রত-সংকল্প করিবে। সায়ংকালে শ্রীনৃসিংহ,
প্রহ্লাদ প্রভৃতির অর্চনা করিবে। প্রয়োজন হইলে পূজার বিশেষ
বিধি শ্রীহরিভক্তি বিলাসে দেখিবে। ব্রতদিন নির্ণয়ের বিশেষ
ব্যবস্থা এই যে, কদাপি ত্রয়োদশী-সংযুক্ত চতুর্দশীতে ব্রত করিবে না।

যাহারা সমস্ত বৈশাখ-কৃত্য করিতে অশক্তি, তাঁহারা অন্ততঃ
বৈশাখী ত্রয়োদশী, চতুর্দশী ও পূর্ণিমা এই তিন দিন বৈশাখ ব্রত
পালন করিবেন। তাহাতেও অশক্তি ব্যক্তি কেবলমাত্র পূর্ণিমার প্রাতঃ
স্নানাদি বৈশাখকৃত্য পালন করিবেন ও দশজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবেন।

এই দিনে পুষ্প-দোল যাত্রার প্রচলন দেখা যায়।

অথ জ্যৈষ্ঠ-কৃত্যম্ ।

আরভ্য রাকাং বৈশাখীং জ্যৈষ্ঠীং যাবৎ মহোৎসবম্ ।

কুর্যাৎ সম্পূজয়ন্মিত্যং কৃষ্ণং জল-বিহারিণম্ ॥

তত্রৌষ্যতারতম্যাকি কৃষ্ণং তোয়স্বমার্চরেৎ ।

বৈশাখেইপি তথামাঢ়ে শ্রাবণে ইপ্যন্তু বর্জ্জিতে ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ।

জ্যৈষ্ঠকৃত্য সংক্ষেপে শ্রীহরিভক্তিবিলাসে লিখিত আছে,—বৈশাখী পূর্ণিমা হইতে আরম্ভ করিয়া • জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমা পর্যন্ত জলবিহারী শ্রীরির অর্চনাপূর্বক মহোৎসব করিবে । তৎকালে উষ্ণতার তার-তম্য অনুসারে শ্রীবিগ্রহ জলে স্থাপন করিতে হয় । বৈশাখ হইতে শ্রাবণ পর্যন্ত চারি মাসে মেঘ রহিত সময়ে শ্রীবিগ্রহ জলে স্থাপন করিবে । কিন্তু শীতের উপলক্ষি হইলে আর রাখিবে না ।

অথ নির্জলৈকাদশী ব্রতম্ ।

ভীমসেন উবাচ ।

পিতামহ হ্যশক্তোহহমুপবাসে করোমি কিম্ ।
অতো বহুফলং ক্রহি ব্রতমেকমপি প্রভো ॥

ব্যাস উবাচ ।

বৃষস্বে মিথুনস্বেহর্কে শুক্লা হ্যেকাদশী হি যা ।
জ্যৈষ্ঠে মাসি প্রষভ্নেন সোপোষ্যা জলবর্জিতা ॥
স্নানে বাচমনে চৈব বর্জয়িত্বা জলং বুধঃ ।
উপযুঞ্জীত নৈবাণ্যদ ব্রতভঙ্গোহন্যথা ভবেৎ ॥
উদয়াচ্ছুদয়ং যাবৎ বর্জয়িত্বা জলং বুধঃ ।
সপ্রযত্নাদবাপ্নোতি দ্বাদশ-দ্বাদশী-ফলম্ ॥
ততঃ প্রভাতে বিমলে দ্বাদশ্যাং স্নানমাচরেৎ ।
জলং সুবর্ণং দধ্বা তু দ্বিজাতিভ্যো যথাবিধি ॥
ভুঞ্জীত কৃতকৃত্যন্ত ব্রাহ্মণৈঃ সহিতো বশী ।
এবং কতেতু যৎপুণ্যং ভীমসেন শৃণু মে ॥

সম্বৎসরস্ত মধ্যে যা একাদশ্যা ভবন্তি হি ।

তাসাং ফলমবাপ্নোতি পুত্র মে নাত্র সংশয়ঃ ॥

ইতি মাং কেশবঃ প্রাহ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥

পদ্মপুরাণম্ ।

অনন্তর নির্জলৈকাদশীর কথা বলা হইতেছে। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে—ভীমসেন ব্যাসদেবকে বলিতেছেন—হে পিতামহ! আমি উপবাসী থাকিতে অসমর্থ; অতএব কি করি? হে প্রভো! বহু ফলপ্রদ একটি ব্রতের বিষয় আমার নিকট প্রকাশ করুন। তদন্তরে ব্যাসদেব বলিতেছেন,—সূর্য্য, বৃষ কিংবা মিথুন রাশি গত হইলে, জ্যৈষ্ঠী শুক্লা একাদশীতে জল পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া যত্র সহকারে উপবাসী থাকিবে। বৈধস্নান ও আচমন ভিন্ন কোন কারণেই জল গ্রহণ করিবেনা; অণুথা ব্রত ভঙ্গ হইবে। সময়ে এক সূর্য্যোদয় হইতে অপর সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত জল ত্যাগ করিলে, দ্বাদশ দ্বাদশীর ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৎপরে কৃতকৃত্য জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি দ্বাদশীর দিন প্রাতঃকালে স্নানাহ্নিক সমাপনান্তে ব্রাহ্মণগণকে জল ও সুবর্ণদান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণ সহ ভোজন করিবেন। হে ভীমসেন! এইরূপে ব্রতানুষ্ঠান করিলে যে পুণ্য সঞ্চয় হয়, তাহা বলি শ্রবণ কর। হে বৎস! শঙ্খ-চক্র-গদা-পাণি শ্রীহরি আমাকে বলিয়াছেন,—সম্বৎসর মধ্যে যত একাদশী আছে, এই ব্রত করিলে নিঃসন্দেহ তৎসমস্তের ফল লাভ করা যায়।

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে এই একাদশীর সংকল্প ও নিয়ম যন্ত্র প্রভৃতি লিখিত আছে। তদনুসারে ব্যবস্থা করিবেন।

অথাষাঢ়কৃত্যম্ ।

আষাঢ়-শুক্লাদশ্যাং হরৌ শিশয়িষৌ সতি ।

বৈষ্ণবঃ পারণং কৃত্বা তপ্তমুদ্রাচ্চ ধারয়েৎ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ।

আষাঢ়মাসকৃত্য সম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে লিখিত আছে যে,—
আষাঢ় মাসের শুক্লা দশমীতে শ্রীভগবান্ যখন শয়নেচ্ছু হন, সেই
দিন পারণাদি সমাপনান্তে—শঙ্খ চক্রাদি মুদ্রা অগ্নিতপ্ত করিয়া ধারণ
করা বৈষ্ণবের বিধেয় ।

আমাদের গোড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে তপ্তমুদ্রা ধারণের প্রচলন
দেখা যায় না । বরঞ্চ যদি কেহ দ্বারকায় গিয়া ধারণ করিয়া
আসেন, তাহা হইলে তাঁহাকে দেখিয়া শ্রীধামবাসী ভক্তপ্রবরগণ
নানারূপ বিদ্রূপ করেন ও বলেন, “তোমার বৃন্দাবনে স্থান নাই ;
তুমি দ্বারকায় নহিষী হইবে ।” তাঁহারা এ সিদ্ধান্ত কোথায় পান,
তাহা জানি না ; কিন্তু শ্রীজীব গোস্বামিপাদ শ্রীভাগবত সন্দর্ভে
বলিয়াছেন যে, “গোকুলোপাসকগণ শঙ্খচক্রাদি চিহ্নকে শ্রীবিষ্ণুর
আয়ুধজ্ঞান না করিয়া, ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণের চরণ চিহ্ন বোধে ধারণ
করিবেন ।

বিশেষতঃ শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে তপ্ত মুদ্রা ধারণের বহু মাহাত্ম্য
ও ধারণ না করায় বহু দোষ কীর্তিত আছে ।

তপ্তেনৈবাক্ষনং কুর্যাদব্রাহ্মণস্য বিধানতঃ ।

শ্রোতস্মার্তাদিসিদ্ধ্যর্থং মন্ত্রসিদ্ধ্যৈ তথৈবচ ॥

হরেঃ পূজাধিকারার্থং চক্রং ধার্য্যং বিধানতঃ ।

বৈষ্ণবহস্য সিদ্ধ্যর্থং ভক্তিসিদ্ধ্যৈ বিশেষতঃ ॥

উপবীতাদিবন্ধাৰ্য্যং শঙ্খচক্রাদয় স্তুত্যা ।

ব্রাহ্মণস্য বিশেষেণ বৈষ্ণবস্য বিশেষতঃ ॥

পদ্মপুরাণম্ ।

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে—শ্রুতি স্মৃতি বিহিত ক্রিয়াসিদ্ধির জন্তু, মন্ত্রসিদ্ধির জন্তু, শ্রীকৃষ্ণ পূজায় অধিকারলাভের জন্তু এবং বৈষ্ণব মন্ত্রসিদ্ধির জন্তু ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবগণের যথাবিধি তপ্তমুদ্রা ধারণ করা বিধেয় । যেমন ব্রাহ্মণগণের সতত যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতে হয়, সেইরূপ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবগণের নিরন্তর শঙ্খ চক্রাদি ধারণ করা উচিত ।

অথ তদনাদরণে দোষঃ ।

তপ্তচক্রাঙ্কিতং দৃষ্ট্বা যে নিন্দন্তি নরাধমাঃ ।

অবলোক্য মুখং তেষামাদিত্যমবলোকয়েৎ ॥

পদ্মপুরাণম্ ।

তপ্তমুদ্রা ধারণকারী ব্যক্তির নিন্দা বা 'অনাদর করিলে' যে দোষ হয়, তাহা পদ্মপুরাণে লিখিত আছে । যথা - যে নরাধমগণ তপ্তমুদ্রা-ধারণকারী ভাগ্যবান্গণের 'নিন্দা' করে, তাহার মুখ দেখিলেও পাপ হয় ; দৈবাৎ দর্শন ঘটিলে সেই পাপক্ষয়ার্থ সূর্য্য দর্শন করিবে ।

তপ্তমুদ্রা ধারণের বিধি ও মন্ত্রাদি শ্রীহরিভক্তিবিনাসে দ্রষ্টব্য । অধুনা তপ্তমুদ্রা ধারণের আদর নাষ্ট কিংবা তাহার কর্তব্যতা-জ্ঞানও বর্তমান সময়ে আমাদের নাই ; কাজেই সে বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করিলাম না ।

অথ শয়ন-মহোৎসবঃ ।

ততো নীরাজ্য কৃষ্ণক্তু নরযানেন বৈষ্ণবঃ ।

সমং গীতাদি-ঘোষণা নয়েৎ পুণ্যজলাশয়ম্ ॥

অথ পুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা যানাত্তৃত্য্যচ প্রভুম্ ।

সংপ্রার্থ্য হস্তং দত্ত্বাচ তীরে সমুপবেশয়েৎ ॥

ধৌতাজিষ্পাগিরাচাস্তঃ কৃত্বা সংকল্পমাত্মনি ।

দেবেচ গ্রাসমাচর্য্য স্নাপয়েৎ তং যথাবিধি ॥

সংপ্রার্থ্য জলমধ্যে তং দেবং সংস্নাপয়েৎ সুখম্ ।

গন্ধপুষ্পাদিভিষ্চাথ মহাপূজাং সমাচরেৎ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

আমাত্য নামের শুক্লাদাদশীতে শ্রীহরির শয়নোৎসব করিতে হয় ।
এই মন্ত্রে শ্রীহরিভক্তি-বিনাসে লিখিত আছে ;—আমাত্য নামের শুক্লা-
দাদশীতে তপ্তমুদ্রা ধারণাদির পর শ্রীহরির আরাত্রিক করিয়া শিবিকা
পাঠ্য নরনানে আরোহণ করাইয়া গীতবাহু-সহকারে পবিত্র জলাশয়
তীরে লইয়া যাইবে । তৎপরে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক শিবিকা
পাঠ্যে অবতারণ করাইয়া প্রার্থনা করিবে , এবং অঙ্গে হস্ত দিয়া
জলাশয়-তটে বসাইবে । অনন্তর কর-চরণ প্রক্ষালনান্তে আচমন
ও সংকল্প করিয়া স্বীয় অঙ্গে ও দেবতাদেহে গ্রাস করিয়া যথাবিধি
শৌচগ্রহণ স্নান করাইবে । তৎপরে “জয় জয় মহাবিষ্ণো বিশ্বমহুগৃহাণ”
(হে মহাবিষ্ণে আপনার জয় হউক, জগতের প্রতি রূপা করুন)
এই মন্ত্রে প্রার্থনা করিয়া জলমধ্যে স্নান করাইবে ও গন্ধ পুষ্পাদি
উপচার দ্বারা মহাপূজা করিবে ।

শেষে পর্য্যঙ্কবর্য্যোহশ্মিন্ ফণামণিগণামলে ।

শ্বেতদ্বীপান্তরে দেব কুরুনিদ্রাং নমোহস্তুতে ॥

সুপ্তে হুয়ি জগন্নাথ জগৎ সুপ্তং ভবেদিদম্ ।

বিবুদ্ধেতু বিবুদ্ধোত প্রসন্নো মে ভবাচ্যত ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

হে দেব ! আপনি শ্বেতদ্বীপাস্তরে ফণামণি-বিরাজিত এই অনন্ত-
পর্য্যকে নিদ্রিত হউন, আপনাকে নমস্কার । হে জগৎপতে আপনি
নিদ্রিত হইলে, এই জগৎ সংসারও নিদ্রিত হয় এবং আপনি জাগ্রত
থাকিলেই জগৎ প্রবুদ্ধ থাকে । হে অতু্যত, আমার প্রতি প্রসন্ন
হউন । এই মন্ত্রে প্রার্থনা করিয়া, শ্রীহরির শয়ন চিন্তা করিবে ।
পরিশেষে বৈষ্ণবগণ সহ মহোৎসব করিবে ।

অথ চাতুর্মাস্য ব্রতারম্ভঃ ।

ইতাম্বাস্য প্রভোরগ্রে গৃহীয়ান্নিয়মং ব্রতী ।

চাতুর্মাসেষু কর্তব্যং কৃষ্ণভক্তিবিরুদ্ধয়ে ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ॥

চাতুর্মাস্য নিয়ম গ্রহণ সম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তি বিনাসে লিখিত আছে—
—পূর্বেক্ত প্রকারে শয়নোৎসব সমাপনান্তে দেবদেবের পুরোভাগে
চাতুর্মাস্য নিয়ম গ্রহণ করিতে হয়,—ইহাতে হরিভক্তি বৃদ্ধি হয় ।

একাদশান্তু গৃহীয়াৎ সংক্রান্ত্যাং কৰ্কটস্য তু ।

আষাঢ়্যাং বা নরো ভক্ত্যা চাতুর্মাস্যোদিতং ব্রতম্ ॥

সনৎকুমার-বাক্যম্ ॥

চাতুর্মাস্য নিয়ম গ্রহণ কালসম্বন্ধে সনৎকুমারের উক্তি আছে,—
ভক্তিভাবে, শয়নৈকাদশীর পারণদিনে অথবা কৰ্কট-সংক্রান্তিতে কিংবা
আষাঢ়ী পূর্ণিমাতে চাতুর্মাস্য নিয়ম গ্রহণ করা বিধেয় ।

চতুরো বার্ষিকান্ মাসান্ দেবস্যোৎথাপনাবধি ।

ইমং করিষ্যে নিয়মং নির্বিঘ্নং কুরু মেহচ্যুত ॥

শ্রীহরিভক্তি বিনাসঃ ॥

হে অচ্যুত, বৎসরের মধ্যে শয়ন হইতে উত্থান পর্য্যন্ত চারি মাস
এই নিয়ম পালন করিব ; আপনি তাহার সর্ববিষয় নিয়ন্ত্রণ করুন ।
এই মন্ত্রে প্রার্থনা করিয়া নিয়ম গ্রহণ করিতে হয় ।

যো বিনা নিয়মং মৰ্ত্ত্যো ব্রতং বা জপ্যমেব বা ।

চাতুৰ্ম্মাস্যং নয়েন্মূৰ্খো জীবন্তপি মৃতো হি সঃ ॥

ভবিষ্যপুরাণম্ ॥

চাতুৰ্ম্মাস্যে নিয়ম-গ্রহণ অবশ্য কর্তব্য ; না করিলে মহাদোষ হয় ;
এ সম্বন্ধে ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে, নিয়ম, ব্রত অথবা জপ ব্যতীত
এ ব্যক্তি চাতুৰ্ম্মাস্য বাপন করে, সে মূৰ্খ জীবিতাবস্থাতেও মৃত ।

এই সমস্ত বচন দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, চাতুৰ্ম্মাস্য
কাল রূপা ক্ষেপণ করা কোন মতেই বিধেয় নহে ।

অথ চাতুৰ্ম্মাস্য-নিয়মাঃ ।

শ্রাবণে বর্জ্জয়েচ্ছাকং দধি ভাদ্রপদে তথা ।

চতুৰ্ম্মাস্যযুজে মাসি কার্ত্তিকে চামিসং ত্যজেৎ ॥

নিষ্পাবান্ রাজমাসাংশ্চ স্তুপ্তে দেবে জনাৰ্দ্দনে ।

যো ভক্ষয়তি নিপ্রেন্দ্র স্বপাচাদধিকো হি সঃ ॥

কার্ত্তিকেতু বিশেষেণ রাজমাষাংশ্চ ভক্ষয়ন্ ।

নিষ্পাবান্ মুনিশার্দূল যাবদাহুতনারকী ॥

কলিঙ্গানি পটোলানি বস্তাকং সন্ধিতানিচ ।

এতানি ভক্ষয়েদ্যন্তু স্তুপ্তে দেবে জনাৰ্দ্দনে ॥

সপ্তজমার্জিতং পুণ্যং হরতেনাত্র সংশয়ঃ ।

রুচ্যং তত্ত্বৎকাললভ্যং ফলমূলাদি বর্জ্জয়েৎ ॥

কন্দপুরাণম্ ।

চাতুৰ্মাস নিয়ম সম্বন্ধে স্বন্দপুরাণে লিখিত আছে,—শ্রাবণ মাসে শাক, ভাদ্র মাসে দধি, আশ্বিন মাসে দুগ্ধ ও কার্তিক মাসে আম্র বর্জন করিতে হয়। ঐ গ্রন্থেই ব্রহ্মনারদ-সংবাদে বর্ণিত আছে,—ব্রহ্মা নারদকে বলিতেছেন,—হে দ্বিজ সত্তম ! শ্রীহরি শয়ন করিলে যে ব্যক্তি নিম্পাব (শিমবিশেষ) ও রাজমান (বরবটী) ভক্ষণ করে, সে ব্যক্তি চণ্ডাল হইতেও অধম। হে মুনিসত্তম ! বিশেষতঃ কার্তিক মাসে নিম্পাব কিংবা রাজমান ভক্ষণ করিলে, প্রলয়কাল পর্য্যন্ত নরকে বাস করিতে হয়। শ্রীহরি শয়ন করিলে কলিঙ্গ (শাক বিশেষ পটোল, বার্তাকু ও সন্ধিত ভোজন করিলে নিশ্চয়ই তাহার সপ্তজন্মার্জিত পুণ্য ক্ষয় হয়। আরও লিখিত আছে,—চাতুৰ্মাসে শ্রীহরিপ্রীতির নিমিত্ত নিজের রুচিকর কোনও কল মূলাদি বর্জন করিতে হয়।

জপহোমানুষ্ঠানং নামসংকীৰ্ত্তনং তথা ।

স্বীকৃত্য প্রার্থয়েদেবং গৃহীতনিয়মো বুদ্ধঃ ॥

ঐদং ব্রতং ময়া দেব গৃহীতং পুরতন্তন ।

নিবিব্রহ্মং সিদ্ধিমারাতু প্রসাদাৎ তব কেশব ॥

গৃহীতে তস্মিন্ ব্রতে দেব পঞ্চদ্বং যদি বা ভবেৎ ।

তদা ভবতু সম্পূর্ণং প্রসাদাৎ তে জনার্দন ॥

শ্রীহরিভক্তি বিলাসঃ ॥

সুধী ব্যক্তি জপ, হোম, নামসংকীৰ্ত্তন, পুরাণপাঠ ও শ্রবণাদি প্রভৃতির যথাসাধা নিয়ম গ্রহণ স্বীকার করিয়া, শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবেন,—হে ভগবান্ আপনার সম্মুখে এই ব্রত গ্রহণ করিলাম ; যেন ইহা নিৰ্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয়। হে প্রভো ! হে জনার্দন ! ব্রত গ্রহণ করিয়া তাহার পরিসমাপ্তি না হইতেই যদি মৃত্যুমুখে পতিত হই, তথাপি যেন আপনার কৃপায় উহা সুসিদ্ধ হয়।

এবঞ্চং কুর্নবতো মাসাংচতুরো যাস্তি বৈশ্বমুখম্ ।

অন্যথা প্রভবেদুঃখমনাবৃষ্টিশ্চ জায়তে ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে লিখিত আছে,—এই নিয়মে চারি মাস অতি-
বাহিত করিলে পরম সুখে থাকা যায় । অন্যথা জীবনব্যাপী দুঃখ
ভোগ করিতে হয় । শয়ন দিনে শ্রীহরির পূর্বোক্ত প্রকারে স্নানাদি না
করাইলে অনাবৃষ্টি হইয়া থাকে ।

চাতুর্মাস্যের এই সাধারণ নিয়ম ; ইহা প্রত্যেকেরই অবশ্যপালনীয় ।
ইহা ছাড়াও ফলবিশেষ প্রাপ্তির জন্ত কেহ শয্যা, কেহ পাত্র, কেহ
তৈল, কেহ লবণ ইত্যাদি ত্যাগ করিয়া থাকেন । কোন বস্তু ত্যাগ
করিলে কি ফল হয়, তাহা শ্রীহরিভক্তিবিলাসে দ্রষ্টব্য ।

অথ শ্রাবণ-কৃত্যম্ ।

শ্রাবণে মাসি কুম্ভঃ তং পুষ্পৈঃ কেতকসম্ভবৈঃ ।

চন্দ্রচন্দনকস্তুরি-কুঙ্কুমাди-সুবাসিতৈঃ ॥

এলা-লবঙ্গ-কক্কোল-ফলানি বহুধাপ্রিয়েৎ ।

পবিত্রারোপণং কুর্যাদ্বাদশ্যামৃষিতর্পণম্ ।

পৌর্ণমাস্যাস্তু কুবরীত তত্তদুক্তং বিশেষতঃ ॥

গৌতমীয় তন্ত্রম্ ॥

শ্রাবণ কৃত্য সম্বন্ধে গৌতমীয় তন্ত্রে লিখিত আছে,—শ্রাবণ মাসে
শ্রীহরিকে কপূর, চন্দন, কস্তুরী ও কুঙ্কুমাди দ্বারা ও সুবাসিত কেতকী
পুষ্পদ্বারা অর্চনা করিয়া এলাচ, লবঙ্গ কক্কোল প্রভৃতি অর্পণ করিতে
হয় ; শ্রাবণ মাসের শুক্লাদ্বাদশীতে পবিত্রারোপণ ও পূর্ণিমায় ঋষিতর্পণ
করিতে হয় । এই মাসের শুক্লা একাদশী কিংবা ত্রয়োদশী হইতে

পূর্ণিমা পর্য্যন্ত নুলন যাত্রার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে । শ্রীহরিভক্তি-বিনাসে নিখিত না থাকিলেও অশ্রু শাস্ত্রের বিধানানুসারে আমাদের সম্প্রদায়ে এই উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে । কোন কোনও স্থানে শুক্লা প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত নুলন যাত্রার অনুষ্ঠান দেখা যায় ।

শুক্লা দ্বাদশীতে পবিত্রারোপণের ব্যবস্থা শ্রীহরিভক্তি-বিনাসে নিখিত থাকিলেও প্রচলন অতি কম, কাজেই বিশেষ ব্যবস্থা লিখিলাম না । শ্রীহরিভক্তি-বিনাস দৃষ্টে বুঝিতে পারা যায়, কার্পাসাদি সূত্রদ্বারা গ্রহিমর পবিত্র যথাবিধি মন্ত্রাদি দ্বারা অধিবাস সংস্কার ও সমর্পণ করিতে হয় ; পবিত্র বিসর্জন প্রভৃতিরও মন্ত্রাদি আছে । শ্রীহরিভক্তি-বিনাসে নিখিত আছে যে ব্যক্তি পবিত্রারোপন না করে, তাহার সম্বৎসর-কৃত পূজার ফল হয় না । রাগ-মার্গের অন্তর্গত এ সমস্ত বৈধ কৰ্ম্ম গাঢ়াকা দিয়াছেন ।

অথ ভাদ্র-কৃত্যম্ ।

ভাদ্রে তগবতো জন্মদিনে কার্য্যো মহোৎসবঃ ।

বিশেষেণ মহাপূজাং ব্রতপূতেন বৈষ্ণবৈঃ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

ভাদ্রকৃত্য সম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তিবিনাসে লিখিত আছে,—দেবদেবের জন্ম দিনে (জন্মাষ্টমী ও বামন দ্বাদশীতে) ব্রত পালন করতঃ মহতী পূজা ও মহোৎসব করা বৈষ্ণবের বিধেয় ।

তত্র শ্রীজন্মাষ্টমী-ব্রতম্ ।

সর্বৈবরবশ্যং কর্তব্যং জন্মাষ্টমীব্রতং নরৈঃ ।

নিত্যহাং পাপহারিহাং সর্বার্থপ্রাপণাদপি ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

ঈশ্বরভক্তিবিলাসে জন্মাষ্টমীব্রত সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, শ্রীজন্মাষ্টমীম
ব্রত, নিত্য অর্থাৎ না করিলে মহাপাপ হয় ; ইহা পাপহরং এবং
এই ব্রতানুষ্ঠানে সর্বমনোরথ পরিপূর্ণ হয় ; সুতরাং মানবমাত্রেয়ই
এই ব্রতের অনুষ্ঠান করা একান্ত আবশ্যক ।

অথ শ্রীজন্মাষ্টমীব্রতাকরণে দোষাঃ ।

শূদ্রাঘ্নেন তু যৎ পাপং শবহস্তস্থ-ভোজনে ।

তৎপাপং লভ্যতে পুণ্ড্রিজয়ন্ত্যাং ভোজনে কৃতে ॥

গৃধ্রমাংসং খরং কাকং শ্বানং বা মুনিসত্তম ।

মাংসঞ্চ দ্বিপদাং ভুক্তং ভুক্তং জন্মাষ্টমীদিনে ॥

জন্মাষ্টমীদিনে প্রাপ্তে যেন ভুক্তং দ্বিজোত্তম ।

ত্রৈলোক্যসমুৎপাদং পাপং ভুক্তমেব ন সংশয়ঃ ॥

বিষ্ণুরহস্যম্ ।

বিষ্ণু-রহস্যে শ্রীব্রহ্মনারদ-সংবাদে লিখিত আছে যে, শ্রীজন্মাষ্টমী
দিনে ভোজন করিলে শূদ্র-ভোজন ও শব-হস্তস্থ দ্রব্য-ভোজন-
জনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয় । গৃধ্র, গর্দভ, কাক, কুকুর ও মনু-
স্বেব মাংস ভক্ষণ এবং শ্রীজন্মাষ্টমী দিনে ভোজন, উভয়ই তুল্য-পাপ-
জনক । হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! যে ব্যক্তি জন্মাষ্টমীদিনে ভোজন করে,
ত্রৈলোক্যের সমস্ত পাপ তাহাকে আশ্রয় করে ।

এইরূপ নানা বাক্য দ্বারা মহানুভব শাস্ত্রকারগণ শ্রীজন্মাষ্টমীদিনে
ভোজন নিষেধ করিয়াছেন । সমস্ত শাস্ত্র-বচনগুলি আলোচনা করিলে
মুনে হয়, ব্রতদিনে কোনরূপেই ভোজন করিবার উপায় নাই । কিন্তু
আমাদের ফাঁকি দেওয়ার বুদ্ধিটাও বড় কম নয়, কাজেই এত
নিষেধের মধ্য হইতেও আমরা ভোজনের পথ বাহির করিয়াছি ।
যথা “এগুলি বৈধী ভক্তির কথা । কাজেই নিম্নাধিকারী ভক্তগণ

পালন করিবেন। উচ্চাধিকারী রাগমার্গোপাসক ভক্তগণ কেবল উপবাসের সম্মান করিবেন, তাঁহাদের উপবাস করিতে হয় না। বিশেষতঃ রাগমার্গোপাসকগণ জন্ম দিনেরই আদর করিবেন ; জন্ম-ক্ষণের আদর করা তাঁহাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় “নহে” ইত্যাদি। অতএব রাগমার্গের দোহাই দিয়া বেশ একটি ভোজনের পথ আবিষ্কৃত হইল। কাজেই দিবাভাগেই অন্ন-ব্যতীত •অন্যান্য সমস্ত ভক্ষ্যই উদরসাৎ করা যাইতে পারে। কেহবা অশক্ত হইয়া অমুকল্প বিধান করিলেন ; কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেন না যে, “একাদশী ছাড়া অন্য ব্রতে অমুকল্পের ব্যবস্থা নাই।” কেহবা “জন্মাভিষেকের পর ভোজন করা যাইতে পারে,—চিরকাল হইতে এই আচার চলিয়া আসিতেছে” এই কথা বলিয়া সন্ধ্যার সময়েই জন্মাভিষেক করিয়া কিংবা কষ্টে সৃষ্টে অর্ধরাত্রিতে জন্মাভিষেক করিয়া, তালের বড়া লুচি প্রভৃতির শ্রাদ্ধ করিলেন ইত্যাদি। আত্মহিতাকাজী ব্যক্তিগণ এই সমস্ত দৃষ্টান্তে বিপদাপন্ন না হইয়া যথাশাস্ত্র ব্রতাদির অনুষ্ঠানে রত হন—এই মাত্র আমার প্রার্থনা।

অথ শ্রীজন্মাষ্টমী-ব্রতদিন-নির্ণয়ঃ।

•কৃষ্ণোপাস্যাস্টমী ভাদ্রে রোহিণ্যাঢ্যা মহাকলা ।

নিশীথেহত্রাপি কিঞ্চেন্দো জ্ঞে বাপি নবমীযুতা ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ ।

অনন্তর জন্মাষ্টমী-ব্রতদিন নির্ণয় সম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে লিখিত আছে, ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমীদিনে অর্ধরাত্রে রোহিণী নক্ষত্রের যোগ হইলে এবং উক্ত দিনটি সোম বা বুধবার ও নবমী-সম্বন্ধিত হইলে, সেইদিনে উপবাস করা আবশ্যক ; কেননা ঐ তিথি মহাকল-দায়িনী।

এখানে দ্রষ্টব্য এই যে, ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমীতেই উপবাসের বিধি ; যদি ভাগ্যবশতঃ সেইদিনে রোহিণী নক্ষত্র কিংবা সোম বা বুধবার

পাওয়া যায়, তাহা হইলে ফলের আধিক্য হইবে । রোহিণীনক্ষত্রে, .
সোম কিংবা বুধবার না হইলে কেবল ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমীতে' যে ব্রত
হইবেনা, এমত নহে ।

এই ব্রতে স্মার্ত-সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিশেষ মতবৈত আছে । স্মার্ত-
মতে সপ্তমী-সংযুক্ত অষ্টমীতে ব্রত করিতে' হইবে, আর শ্রীশ্রীহরি-
ভক্তি-বিনাস-মতে সপ্তমী-সংযুক্ত অষ্টমীতে ব্রত হইবেনা ; যত্নপূর্বক
সপ্তমী-সংযুক্ত অষ্টমী পরিত্যাগ করিবে । দুই মত পরস্পর বিরুদ্ধ
হইলেও উভয় পক্ষেই বহু শাস্ত্রপ্রমাণ আছে । একটি বৈষ্ণবের জন্ম
ও আর একটি বৈষ্ণব ব্যতীত অন্য সকলের জন্ম—এইরূপে সামঞ্জস্য
করিলে মন্দ হয়না । “সপ্তমীসংযুক্ত অষ্টমীতে ব্রত করিবে না” এই
ভাবের বচন শ্রীস্মার্তভট্টাচার্য্য-পাদ তাঁহার তিথিতত্ত্বে উদ্ধৃত করিয়া
“কল্পভেদ” কল্পনা করিয়া (অর্থাৎ কোনও মূগে এইরূপ মত ছিল)
সামঞ্জস্য করিয়া গিয়াছেন । “সপ্তমী-সংযুক্ত অষ্টমীতেই ব্রত করিবে”
এই ভাবের বচন গুলিরও “কল্পভেদ” কল্পনা করিয়া শ্রীশ্রীহরিভক্তি-
বিনাসকরও সামঞ্জস্য করিতে পারিতেন ; কিন্তু তিনি তাহা না
করিয়া শাস্ত্রবাক্য দ্বারাষ্ট সামঞ্জস্য করিয়াছেন ।

যচ্চ বহুপুরাণাদৌ প্রোক্তং বিদ্বাৰ্ঘ্যমীব্রতম্ ।

অবৈষ্ণবপারং তচ্চ কৃতং তদেবমায়য় ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসে লিখিত আছে যে, অগ্নিপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে
যে সপ্তমী-সংযুক্ত অষ্টমীতে ব্রত করার ব্যবস্থা আছে, তাহা বৈষ্ণ-
বের পক্ষে নহে । বিশেষতঃ তাদৃশ বচনসমূহ দেবমারাকৃত, অর্থাৎ
দেবতাগণ অসুর-মোহনের নিমিত্ত সেই বচনসমূহ প্রকাশ করিয়াছেন ।
তৎস্বপক্ষে প্রমাণ যথা— .

পুরা দেব-ঋষিগণৈঃ স্বপদচ্যুতিশঙ্কয়া ।

সপ্তমীবেধজালেন গোপিতঃ হৃষ্টমীত্রতম্ ॥

স্কন্দপুরাণম্ ।

স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে যে, পূর্বকালে দেবতাগণ ও ঋষিগণ ব্রতভঙ্গে পদচ্যুতির ভয়ে সপ্তমী-বেধরূপ আবরণ দ্বারা প্রকৃত শ্রীজন্মাষ্টমী, ব্রতদিন গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন । (‘‘ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, ব্রতদিনে অশ্বরূপ আসিয়া নানাবিধ উৎপাত দ্বারা ব্রতভঙ্গ করিত ।)।

শাস্ত্রবচনগুলি আলোচনা করিয়া যাহার যে মত আশ্রয় করিতে ইচ্ছা হয়, তিনি তাহাষ্ট করিতে পারেন । শ্রীহরিভক্তি-বিন্যাসে ‘‘সপ্তমী-সংযুক্ত অষ্টমীতে ব্রত করিতে নাই’’ এ সম্বন্ধে বহু বচন আছে । যথা—

বর্জ্যনীয়া প্রযত্নেন সপ্তমী-সহিতাষ্টমী ।

সা সক্ষাপি ন কর্তব্য সপ্তমী-সংযুতাম্ ॥

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণম্ ।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে লিখিত আছে, সপ্তমী সংযুক্ত অষ্টমী যত্নপূর্বক পরিত্যাগ করিবে । সপ্তমী-সংযুক্ত অষ্টমীতে রোহিণী নক্ষত্র যোগ হইলেও ঐ দিনে কদাপি ব্রত করিবে না ।

পঞ্চগব্যং যথা শুদ্ধং ন গ্রাহ্যং মদ্যসংসৃতম্ ।

রবিবিদ্ধা তথা তাজ্যা রোহিণীসহিতা যদি ॥

পূর্ববিদ্ধা যথা নন্দা বর্জিতা শ্রবণাশ্রিতা ।

তথাম্ ১০৮ পূর্ববিদ্ধাং সধাক্ষাঞ্চ বিবর্জয়েৎ ॥

বর্জ্যনীয়া প্রযত্নেন সপ্তমী-সংযুতাম্ ১০৯

বিনা ঋক্ষাণ কর্তব্য সপ্তমী-সংযুতাম্ ১১০

অবিদ্ধায়াং সন্ধ্যাক্ষায়াং জাতো দেবকী-নন্দনঃ ।
 বাসরে বা নিশার্দ্ধে বা সপ্তম্যাঞ্চ যদাষ্টমী ।
 পূর্বমিষ্টা তদা ত্যাজ্যা প্রাজাপত্যক্সংযুতা ॥
 জন্মাষ্টমীং পূর্ববিদ্ধাং সন্ধ্যাক্ষাং সফলামপি ।
 বিহায় নবমীং শুদ্ধামুপোষ্য ব্রতমাচরেৎ ॥
 সফলাপি সন্ধ্যাক্ষাপি নবমী-সংযুতাপি চ ।
 জন্মাষ্টমী পূর্ববিদ্ধা ন কর্তব্য কদাচন ॥
 পলবেধেপি বিপ্রেন্দ্র সপ্তম্যা চাষ্টমীং ত্যজেৎ ।
 সুরায়া বিন্দুনা স্পৃষ্টং গজাস্তঃকলসং যথা ॥
 তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন ত্যাজ্যমেবাস্তুভং বুধৈঃ ।
 বেধে পুণ্যক্ষয়ং যাতি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা ॥

পদ্মপুরাণম্ ।

“সপ্তমী-সংযুক্ত অষ্টমীতে ব্রত করিতে নাই” এ সন্ধিক্ষে পদ্মপুরাণে লিখিত আছে—বিশুদ্ধ পঞ্চগব্য যেমন সুরাসংযোগে অগ্রাহ হয়, সেইরূপ রোহিণী-নক্ষত্রযুক্ত অষ্টমীতেও সপ্তমী-সংযোগ হইলে, উহা অগ্রাহ হয় । অবশ্য নক্ষত্র যুক্ত একাদশী পরমোপাদেয় হইলেও যেমন দশমী সংযোগে পরিত্যাজ্যা হয়, সেইরূপ রোহিণী নক্ষত্রযুক্ত অষ্টমী পরমোপাদেয় হইলেও সপ্তমী-সংযোগে অবশ্য পরিত্যাজ্যা । সপ্তমী-সংযুক্ত অষ্টমী সময়ে ত্যাগ করিবে । নবমী-সংযুক্ত অষ্টমীতে রোহিণী নক্ষত্র যোগ না থাকিলেও ঐ দিনেই ব্রত করা বিধেয় । শ্রীদেবকী-নন্দন হরি সপ্তমী-বেধ-রহিত রোহিণী নক্ষত্র-যুক্ত অষ্টমীতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; অতএব সপ্তমী-বেধ-রহিত অষ্টমীতেই ব্রত করা বিধেয় ; সপ্তমীযুক্ত অষ্টমীতে অর্দ্ধরাত্রে রোহিণী-যোগ সন্ধ্যা কিংবা বুধবার প্রভৃতি বহুগুণ থাকিলেও তাহা পরিত্যাগ

করিতে হইবে । সপ্তমীযুক্তা অষ্টমী যদি রোহিণীযুক্তা, এমন কি অহোরাত্র-ব্যাপিনী হইলেও তাহা পরিত্যাগ করিয়া নবমীতে উপবাস পূর্বক ব্রত করিবে । সপ্তমী-সংযুক্তা অষ্টমী রোহিণী-যুক্তা, অহোরাত্র-ব্যাপিনী ও নবমী-সংযুক্তা হইলেও সেই দিনে ব্রত করা কদাচ বিধেয় নহে । যেমন বিন্দুমাত্র সুরা-সংযোগে গঙ্গোদকপূর্ণ কুন্ত দূষিত হয়, সেইরূপ পলমাত্র সপ্তমী-যোগেই অষ্টমী দূষিত হয় । সুতরাং সর্বথা অহিতকর কান্য পরিত্যাগ করাই সূদীজনের পক্ষে বিধেয় । সূর্য্যোদরে যেমন অন্ধকার রাশি নষ্ট হয়, সেইরূপ সপ্তমীযুক্ত অষ্টমীতে উপবাস করিলে, সর্বপুণ্যরাশি নষ্ট হইয়া যায় । এস্থলে বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, একাদশী ভিন্ন অন্য ব্রতে অরুণোদয়-বিদ্ধা ত্যাগ করিতে হইবে না ; কেবল সূর্য্যোদয়-বিদ্ধাই ত্যাগ করিবে ।

অথ শ্রীজন্মাষ্টমী-পারণ-কাল-নির্ণয়ঃ ।

শুদ্ধায়াঃ কেবলায়াশ্চাষ্টমীবৃদ্ধৌ তু পারণম্ ।

তিথ্যন্তে ভেদধিকে ভাস্ত্রে দিবৃদ্ধৌ চৈকভেদতঃ ॥

শ্রীহরিভক্তি বিলাসঃ ।

শ্রীজন্মাষ্টমী-ব্রতের পারণ সম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তিবিলাসে লিখিত আছে যে, সপ্তমী-বেদ-রহিত শুদ্ধ অষ্টমী কিংবা রোহিণী নক্ষত্র যোগ না হইলে, কেবল অষ্টমী যদি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পারণদিনেও কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত থাকে, তাহা হইলে সেই অষ্টমী তিথি শেষ হইয়া গেলে পারণ করিবে । যদি অষ্টমী বৃদ্ধি না হইয়া কেবল রোহিণী নক্ষত্র বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে, রোহিণী নক্ষত্র শেষ হইলে পারণ করিবে । যদি অষ্টমী তিথি ও রোহিণী নক্ষত্র দুইই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে, অষ্টমী তিথি কিংবা রোহিণী নক্ষত্র এই দুইএর মধ্যে যে কোনও একটির শেষ হইলে পারণ করিবে ।

এইটি শ্রীহরিভক্তিবিলাসকারের নিজ মত । ইহা ছাড়া মতান্তরে দেখা যায়—

অষ্টম্যামথ রোহিণ্যাং ন কুর্যাৎ পারণং কচিৎ ।
 হন্যাৎ পুরাকৃতং কস্ম্য উপবাসার্জিতং কলম্ ॥
 তিগিরকটুৎ হন্তি নক্ষত্রঞ্চ চতুর্গুণম্ ।
 তস্ম্যাৎ প্রযত্নতঃ কুর্যাৎ তিথি-ভাস্ত্রে চ পারণম্ ।

অষ্টমী তিথি কিংবা রোহিণী নক্ষত্রের মধ্যে কদাপি পারণ করিবে না । যদি কেহ করেন, তাহা হইলে, তাঁহার পূর্বসঞ্চিত পুণ্য ও উপবাসজন্য ফল নষ্ট হইয়া যায় । তিথিমধ্যে পারণ করিলে, অষ্টমী ও নক্ষত্রমধ্যে পারণ করিলে চতুর্গুণ পাপ-সঞ্চয় হয় ; অতএব যত্নপূর্বক তিথি ও নক্ষত্রের অন্ত্রে পারণ করিবে ।

শ্রীহরিভক্তি-বিলাস-টীকাকার এই উভয় মতের সামঞ্জস্য করিয়া বলিয়াছেন,—যাঁহারা সমর্থ হইবেন, তাঁহারা তিথি ও নক্ষত্র দুই-এরই অন্ত্রে পারণ করিবেন এবং যাঁহারা অসমর্থ, তাঁহারা তিথি কিংবা নক্ষত্র একটির শেষ হইলেই পারণ করিবেন ।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে দুই মতই আছে ; নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক মতানুসারে কার্য্য করাই শ্রেয়ঃ ।

তথাচ গরুড় পুরাণে—

কেচিচ্চ ভগবজ্জন্ম-মহোৎসবদিনে শুভে ।
 ভক্ত্যাৎসবাস্ত্রে কুর্বন্তি বৈশ্বা ত্রতপারণম্ ॥
 তিথাস্ত্রে চোৎসবাস্ত্রে বা ত্রতী কুর্বীত পারণম্ ॥

“তিথি কিংবা উৎসবের শেষে পারণ করিবে” এই গরুড় পুরাণীয় বচন আশ্রয় করিয়া অহোরাত্র উপবাসের ক্লেশ সহ করিতে অক্ষম

ও প্রত্যহ মহাপ্রসাদ ভোজন নিয়ম-রত কোন কোনও বৈষ্ণব শ্রীভগ-
বানের জন্ম দিনেই জন্ম মহোৎসব সমাপনান্তে পারণ করিয়া থাকেন ।

সম্প্রতি আমাদের দেশে এই মতাবলম্বী ভক্তের সংখ্যাই অধিক ।
বিশেষতঃ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মদিনে এবং শ্রীশ্রীপ্রভু সীতানাথ ও
শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মদিনেও এই নিয়মামুসারেই উৎসবান্তে
শ্রীশ্রীমহাপ্রসাদ-গ্রহণের রীতি দেখা যায় । কিন্তু প্রাতঃকালে জন্মা-
ভিনেক করিয়া বেলা ১০ টার মধ্যে ভোজন কোন মতেই সমর্থন করা
যায় না ।

শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাভিনেকের পূজাবিধি প্রভৃতি শ্রীহরিভক্তিবিনাসে বিস্তৃত
রূপে লিপিত আছে । গ্রন্থবিস্তার-ভয়ে সেগুলির উল্লেখ করিলাম
না । জানিতে ইচ্ছা হইলে, শ্রীহরিভক্তিবিনাস কিংবা সংস্কৃত “গৌড়ীয়
বৈষ্ণবাচার-বারিধি” নামক গ্রন্থ দেখিবেন ।

অথপাশ্বপরিবর্তনোৎসবঃ ॥

ভাদ্রশ্র শুক্লৈকাদশ্যাঃ শয়নোৎসববৎ প্রভোঃ ।

কটিদানোৎসবং কুর্যাদ্ বৈষ্ণবৈঃ সহ বৈষ্ণবঃ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

আষাঢ়মাসের শুক্লৈকাদশীতে যেনন শয়নোৎসব করিতে হই—
তদ্রূপ ভাদ্রমাসের শুক্লৈকাদশীতেও বৈষ্ণবগণসহ শ্রীহরির পাশ্বপরি-
বর্তন মহোৎসব করিবে ।

প্রাপ্তে ভাদ্রপদে মাসি একাদশ্যাং সিতেহহনি ।

কটিদানং ভবেদ্বিষেণ মহাপাতকনাশনম্ ॥

জলাশয়ান্তিকং নীহা সম্যগভ্যর্চ্য চ প্রভুম্ ।

কর্ণিকা-পরিবৃত্তিকং দক্ষিণাঙ্গে প্রকল্পয়েৎ ॥

ভবিষ্যপুরাণম্ ।

ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে যে,—ভাদ্র মাসের শুক্লা একাদশীতে শ্রীহরির পার্শ্বপরিবর্তনোৎসব করিবে, ইহা মহাপাতক-নাশক । ঐ দিনে জলাশয়-তীরে শ্রীভগবদ্বিগ্রহ লইয়া গিয়া যথোচিত পূজাদি সমাপনান্তে ‘শ্রীভগবান্ বামপার্শ্বে শয়ন করিয়াছিলেন, অতঃ দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিলেন’, এইরূপ চিন্তা করিবে ।

দেব দেব জগন্নাথ যোগিগম্য নিরঞ্জন ।

কটিদানং কুরুষ্বাচ্চ মাসি ভাদ্রপদে শুভে ॥

মহাপূজাং ততঃ কৃত্বা বৈষ্ণবান্ পরিতোষ্য চ ।

দেবং স্বমন্দিরে নীত্বা যথাপূর্ব্বং নিবেশয়েৎ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ।

শ্রীবিগ্রহ জলাশয় তীরে লইয়া গিয়া “দেব দেব জগন্নাথ” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রার্থনা পূর্ব্বক মহাপূজা সমাপনান্তে বৈষ্ণবগণকে প্রীতি স্তম্ভাষণাদি দ্বারা তুষ্ট করিয়া, পূর্ব্ববৎ শ্রীবিগ্রহ মন্দিরে স্থাপন করিবে ।

অথ শ্রবণা-দ্বাদশী-ব্রীতম্ ।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে শ্রবণা দ্বাদশী লইয়া বহু মতভেদ চলিয়া আসিতেছে । আজ পর্য্যন্ত কোন মীমাংসাই হয় নাই বা হইবার আশাও নাই । কাল-প্রভাবে সকলেই পণ্ডিত, সকলেই প্রধান ; কাজেই কেহ কাহারও মত মানিয়া নিজের ন্যূনতা স্বীকার করিতে সম্মত নহেন । একটি ব্যবস্থা দিতে হইলে, কতগুলি শাস্ত্র দেখিবার প্রয়োজন, তাহা কাহারও মনে স্থান পায় না ; অথচ সকলেই “লাফালাফি” করেন । এ অবস্থায় কেমন ভাবে ব্যবস্থা দিব, জানি

না ; তথাপি গুরুপদেশে শাস্ত্র দেখিয়া যাহা বুঝিয়াছি, তাহাই প্রকাশ করিতেছি ; স্বধীগণ বিবেচনা করিয়া লইবেন ।

প্রথমতঃ দেখিতে হইবে যে, বৈষ্ণব ব্যবস্থা-গ্রন্থে শ্রবণা-দ্বাদশী নামক কোনও নিত্য ব্রত আছে কিনা ও অন্যান্য ব্যবস্থাপকগণই বা কি বলেন । আমাদের দেশ-পূজ্য স্মার্ত্ত-সম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীপাদ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য তিথিতত্ত্ব গ্রন্থে শ্রবণা-দ্বাদশীর বচন প্রমাণ সহ ব্যবস্থা দিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি এই ব্রতের নিত্যত্ব স্বীকার করেন নাই । নির্ণয়-সিক্ক, নির্ণয়ামৃত প্রভৃতি স্মৃতি গ্রন্থে এই ব্রতের উল্লেখ দেখা যায় বটে, কিন্তু নিত্যত্ব সম্বন্ধে স্পষ্ট কিছুই দেখা যায় না । শ্রীহরিভক্তি-বিনাসেও বৈষ্ণবের পক্ষে অষ্টমহাদ্বাদশীর নিত্যত্ব আছে ; অতএব “দ্বাদশীতে ব্রত করিতে হইবে” এইরূপ দেখা যায় । অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, অষ্টমহাদ্বাদশীর অন্তর্গত বিজয়া মহাদ্বাদশীর নিয়মানুসারে যদি শুক্লাদ্বাদশীর সহিত শ্রবণা-নক্ষত্রের যোগ হয়, তাহা হইলে শ্রবণা দ্বাদশী ব্রত নিত্য হইবে এবং একাদশী পরিত্যাগ পূর্বক দ্বাদশীতেই ব্রত হইবে ; অন্যথা একাদশীতেই ব্রত হইবে । বিষ্ণুসামুদ্র্য প্রভৃতি ফলকাক্ষা থাকিলে, একাদশী ও দ্বাদশী উভয় দিনে ব্রত করিবে, অসমর্থ হইলে একাদশী দিনে ফলমূলাদি ভোজন করিয়া দ্বাদশী দিনে ব্রত করিবে ।

অথ শ্রবণা-দ্বাদশী-ব্রত-নির্ণয়ঃ ।

দ্বাদশ্যেকাদশী বা স্মাদুপোষ্যা শ্রবণাষিতা ।

বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগচ্চ তত্রয়ং মিশ্রিতং যদি ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

যদি দ্বাদশী তিথিতে শ্রবণা নক্ষত্রের যোগ হয়, তাহা হইলে,

দ্বাদশীতে ব্রত করিবে । যদি দ্বাদশীতে শ্রবণাযোগ না হইয়া একাদশীতে শ্রবণাযোগ হয়, তাহা হইলে একাদশীতে ব্রত করিলেই শ্রবণা দ্বাদশীর উপবাস ফল লাভ হইবে । যদি একাদশী, দ্বাদশী ও শ্রবণা নক্ষত্র এই তিনটি এক দিনে মিলিত হয়, তাহা হইলে, বিষ্ণুশ্রবণ নামক যোগ হয় । ঐ দিনে ব্রত করিলেই শ্রবণা দ্বাদশী ব্রত জন্ম ফল লাভ হয় ।

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসে এই ব্রত সম্বন্ধে নানা বচন লিখিত আছে । সমস্তগুলি আলোচনা করিয়া গ্রন্থ কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাহি না ; কিন্তু পূর্বেকৃত বচনটি আলোচনা করিলেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে, কোন দিনে ব্রত করা আবশ্যক ।

শ্রবণক্ষসমায়ুক্তা দ্বাদশী যদি লভ্যতে ।

উপোষ্যা দ্বাদশী তত্র ত্রয়োদশ্যান্তে পারণম্ ॥

শ্রীমার্কণ্ডেয়ঃ ।

শ্রীহরিভক্তিবিনাসে মার্কণ্ডেয়-বচনে লিখিত আছে যে, যদি শ্রবণা নক্ষত্র যুক্ত দ্বাদশী পাওয়া যায়, তাহা হইলে, দ্বাদশীতে উপবাস ও ত্রয়োদশীতে পারণ হইবে । এখানে মহাদ্বাদশীর নিয়মানুসারে সূর্যোদয় কাল কিংবা তৎপূর্বকাল হইতে শ্রবণা নক্ষত্র যোগ বুঝিতে হইবে ; কারণ এই স্থলে শ্রীহরিভক্তিবিনাস-টীকাকার আলোচনা করিয়াছেন যে—

“কেচিচ্ছেদমুপবাসদ্বয়ে প্রাপ্তে সত্যসমর্থ-বিষয়ক-মিতি ব্যবস্থাপয়ন্তি । তদযুক্তম্ । বৈষ্ণবানাং দ্বাদশ্যাং শ্রবণাযোগে মহাদ্বাদশীত্বেন তত্রোপবাসাৎ ।”

শ্রীহরিভক্তিবিনাস-টীকা ।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, “সামর্থ্য থাকিলে একাদশী ও শ্রবণা-
দ্বাদশী দুই দিনেই ব্রত করিতে হইবে। অসমর্থ পক্ষে একাদশী
পরিত্যাগ করিয়া, কেবল দ্বাদশীতে ব্রত করিবেন।” এই মত
যুক্তিযুক্ত নহে—যেহেতু দ্বাদশী তিথিতে শ্রবণা নক্ষত্র যোগ হইলে,
মহাদ্বাদশী হয় ; অতএব বৈষ্ণবগণ সেই দিনেই ব্রত করিবেন । •

ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, মহাদ্বাদশী নিয়মানুসারেই
শ্রীহরিভক্তি-বিলাসকার শ্রবণাদ্বাদশী গ্রহণ করিয়াছেন ।

অথ বিষ্ণু-শৃঙ্খল-যোগঃ ।

দ্বাদশী শ্রবণাস্পৃষ্টা স্পৃশেদেকাদশীং যদা ।

সএব বৈষ্ণবো যোগো বিষ্ণুশৃঙ্খলসংজ্ঞিতঃ ॥

মৎস্তপুরাণম্ ।

মৎস্তপুরাণে লিখিত আছে যে, যদি শ্রবণানক্ষত্রযুক্ত দ্বাদশীর
সহিত একাদশীর যোগ হয়, তাহা হইলে তাহার নাম বিষ্ণুশৃঙ্খল-
যোগ । (একাদশী, দ্বাদশী ও শ্রবণানক্ষত্র—এই তিনেরই অধিষ্ঠাতা
বিষ্ণু ; এই তিনটি শৃঙ্খলবৎ একদিনে মিলিত হয় বলিয়া এই
যোগের নাম বিষ্ণুশৃঙ্খল ।

অথ দ্বিতীয়বিষ্ণুশৃঙ্খল-যোগঃ ।

একাদশী দ্বাদশী চ বৈষ্ণব্যমপি তদ্ববেৎ ।

তদ্বিষ্ণুশৃঙ্খলং নাম বিষ্ণুসায়ুজ্যকৃদ্ববেৎ ॥

তস্মিন্নুপোষণাদগচ্ছেৎ শ্বেতদ্বীপপুরং ধ্রুবম্ ॥

বিষ্ণুধর্মোত্তরম্ । •

একদিনে একাদশী, দ্বাদশী ও শ্রবণানক্ষত্র হইলে, বিষ্ণুশৃঙ্খল
নামক যোগ হয়, এই দিনে উপবাস করিলে শ্বেতদ্বীপে গমন
ও বিষ্ণুসায়ুজ্য লাভ হয় ।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে এই দ্বিবিধ বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগ দেখা যায়, কিন্তু হেমাঙ্গি, নির্ণয়ামৃত প্রভৃতি ইহার এক একটি পক্ষ গ্রহণ করিয়াছেন । দুই মতের পার্থক্য এই যে—প্রথমটি শ্রবণা নক্ষত্রের সহিত একাদশী ও দ্বাদশী এই দুই তিথিরই যোগ হইলে হইবে ; আর . দ্বিতীয়টি শ্রবণার সহিত একাদশীর যোগ না থাকিলেও আপত্তি নাই । নির্ণয়ামৃতকার দ্বিতীয় বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগ গ্রহণ করেন নাই । তাঁহার মতে—

সংস্পৃশ্যেকাদশীং রাজন্ দ্বাদশীং যদি সংস্পৃশেৎ ।

শ্রবণং জ্যোতিষাং শ্রেষ্ঠং ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি ॥

নারদীয়-পুরাণম্ ।

নক্ষত্রশ্রেষ্ঠ শ্রবণা নক্ষত্রে যদি একাদশী স্পর্শ করিয়া দ্বাদশী স্পর্শ করে, তাহা হইলে সেইদিনে ব্রত করিলে ব্রহ্মহত্যা পাতক নাশ হয় ।

যাহা হউক শ্রীহরিভক্তি-বিলাসকার যখন দুই মতই গ্রহণ করিয়াছেন, তখন গোড়ীয় বৈষ্ণবের পক্ষেও দুই মতই গ্রাহ্য ।

প্রথম . বিষ্ণুশৃঙ্খল . প্রায়ই একাদশী দিনে সংঘটিত হয় । দ্বিতীয় বিষ্ণুশৃঙ্খল দ্বাদশী দিনেই সম্ভবপর ; যেহেতু শ্রীহরিভক্তিবিলাসে দ্বিতীয় বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগ নির্ণয়ের পরে লিখিত আছে যে—

দ্বাদশ্যামুপবাসোহত্র ত্রয়োদশ্যাঙ্ক পারণম্ ।

নিষিদ্ধমপি কৰ্ত্তব্যমিত্যুক্তা পারমেশ্বরী ॥

যোগোহরমন্তো দ্বাদশ্যা ক্ষয় এবেতি লক্ষ্যতে ।

দ্বাদশ্যামুপবাসাচ্চ ত্রয়োদশ্যাঙ্ক পারণাৎ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ ।

দ্বিতীয় বিষ্ণুশৃঙ্খল-যোগে দ্বাদশীতে উপবাসী থাকিয়া ত্রয়োদশীতে পারণ করিতে হয় । যদিও “ত্রয়োদশীতে পারণ করিতে নাই”

এরূপ নিবেদ্য বাক্য শাস্ত্রে দেখা যায়, তথাপি শ্রীভগবানের আজ্ঞায় মহাদ্বাদশীরূপ বৈষ্ণবত্রেতে ত্রয়োদশীতে পারণ নিষিদ্ধ নহে। দ্বাদশীতে উপবাস ও ত্রয়োদশীতে পারণ-বিধান থাকায় এই দ্বিতীয় বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগ দ্বাদশীক্ষয়ে সংঘটিত হয় বলিয়াই বুঝা যায়।

অথ দেব-দুন্দুভি-যোগঃ ।

দ্বাদশ্যোকাদশী সৌম্যঃ শ্রবণঞ্চ চতুর্দশম্ ।

দেবদুন্দুভি-যোগোহয়ং যজ্ঞায়ুত-ফলপ্রদঃ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ।

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে লিখিত আছে যে, একাদশী, দ্বাদশী, বৃদ্ধবার ! ও শ্রবণা নক্ষত্র এই চারিটির যোগ যদি একদিনে হয়, তাহা হইলে, তাহার নাম দেবদুন্দুভি যোগ। এই যোগ যজ্ঞায়ুত ফলপ্রদ।

অথ পারণকাল-নির্ণয়ঃ ।

অনুবৃতিদ্বয়োরেব পারণাহে ভবেদ্ যদি ।

তত্রাধিক্যে তিথে বৃত্তে ভাস্ত্রে সত্যেব পারণম্ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ ।

যদি পারণদিনে দ্বাদশী তিথি ও শ্রবণানক্ষত্র এই দুইএরই অধিককাল স্থিতি হয়, তাহা হইলে তিথির আধিক্যস্থলে নক্ষত্র-শেষে পারণ করিবে। (প্রথম বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগস্থলে একাদশী দিনে উপবাস হয়; কাজেই পারণ-দিনে এইরূপ তিথি-নক্ষত্রের আধিক্য সম্ভবপর হয়।)

তিথিনক্ষত্রয়োৰ্যোগে উপবাসো ভবেদ্ যদা ।

পারণন্তু ন কর্তব্যং যাবন্নৈকস্য সংক্ষয়ঃ ॥

ঋক্ষস্তু সতি চাধিক্যে তিথিমধ্যেচ পারণম্ ।

দ্বাদশীলঙ্ঘনে দোষো বহুশো লিখিতো যতঃ ॥

নারদীয়-পুরাণম্ ।

• তিথি ও নক্ষত্র-সংযোগে উপবাস সংঘটিত হইলে, যে পর্য্যন্ত তিথি কিংবা নক্ষত্র একটির শেষ না হয়, সে পর্য্যন্ত পারণ করিতে নাই । যদি .তিথি অপেক্ষা নক্ষত্রের আধিক্য হয়, তাহা হইলে তিথিমধ্যেই পারণ করিতে হয় ; যেহেতু দ্বাদশী লঙ্ঘনের বহুতর দোষ শাস্ত্রে কথিত আছে ।

• নানা শাস্ত্রের নানা বচন দ্বারা পারণ-কাল-নির্ণয় শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে দেখা যায় ; এইরূপ নানা বচন-সন্দেহ উপস্থিত হইলে কি করা বিধেয়, সে সম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে লিখিত আছে যে—

তথাপি সন্দিহানশ্চেদ্ গৃহীয়াচ্চরণামৃতম্ ।

পারণায়াঃ পরং সম্যক্ পূরকং তদ্ববেদ্ যতঃ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিনাসঃ ।

কাহারও সন্দেহ জন্মিলে, তিনি শ্রীহরি-চরণামৃত গ্রহণ করিবেন । কেননা চরণামৃত পানে পারণা পূর্ণ হইয়া থাকে ।

অথ শ্রীবামন-দ্বাদশী ব্রতম্ ।

ভাদ্র মাসের শুক্লাদ্বাদশীতে শ্রীবামনদেব আবির্ভূত হন ; বৈষ্ণবগণ ঐদিনে শ্রীবামনদেবের জন্মাভিষেক করিবেন । ঐদিনে মহাদ্বাদশী হইলে, উপবাসী থাকিয়া মধ্যাহ্নকালে শ্রীবামনদেবের অর্চনা করিতে হয় । মহাদ্বাদশী না হইলে পূর্বেদিন একাদশীতে উপবাসী থাকিয়া, পরদিন শ্রীবামনদেবের অর্চনা করিয়া পারণ করিবে । পারণানুরোধে শ্রীবামনদেবের পূজাকালের ব্যতিক্রম ঘটয়া থাকে ।

একাদশ্যা রজ্জশ্চাং বা দ্বাদশ্যাং চার্চয়েৎ প্রভুং ॥

পারণাপেক্ষায় একাদশী রজ্জনীতে কিংবা দ্বাদশীর দিন পূর্বাহ্নে শ্রীবামনদেবের অর্চনা করিবে ।

মহাদ্বাদশী না হইলে, কেবল বামন-দ্বাদশীতে উপবাসের নিত্যতা দেখা যায় না ।

অশ্বিনকৃত্যম্ ।

আশ্বিনস্য সিতে পক্ষে দশম্যাং বিজয়োৎসবঃ ।

কর্তব্যো বৈষ্ণবৈঃ সার্কং সর্বত্র বিজয়ার্থিনা ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ।

আশ্বিনমাসের শুক্লপক্ষীয় দশমীদিনে বৈষ্ণবগণ সহ মিলিত হইয়া শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব করিতে হয় । এই উৎসব করিলে সর্বত্র বিজয় লাভ হয় ।

এই দিনে শ্রীরামচন্দ্র সীতার উদ্ধারার্থ বানরগণ সহ শর্মী বৃক্ষতল হইতে লঙ্কাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন, এই জন্য শ্রীরামোপাসকগণ এই উৎসব বিশেষরূপে করিয়া থাকেন ।

অথ কার্ত্তিক-কৃত্যম্ ।

কার্ত্তিকেহশ্বিন্ বিশেষেণ ত্রতং কুর্বীত বৈষ্ণবঃ ।

দামোদরার্চনং প্রাতঃস্নান-দানং ত্রতাদিকম্ ॥

তথা দিনবিশেষে যন্তুগবৎ-পূজনাদিকম্ ।

কুর্যাদ্বিধি বিশেষেণ লেখ্যমগ্রে বিবিচ্য তৎ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ ।

কার্ত্তিকমাসে বিশেষভাবে প্রত্যহ দামোদরের পূজা, প্রাতঃস্নান, দান ও ব্রতাদি ক্রিয়া সম্পাদন করা বৈষ্ণবের পক্ষে একান্ত আবশ্যক এবং এইমাসে দিনবিশেষে যেসমস্ত কৰ্ম্মবিশেষের অনুষ্ঠান করা আবশ্যক, তাহা ক্রমশঃ লিখিত হইতেছে ।

অথ কার্ত্তিক-ব্রত-নিত্যতা ।

দুপ্রাপ্যং প্রাপ্য মানুষ্যং কার্ত্তিকোক্তং চরেন্নহি ।

ধৰ্ম্মং ধৰ্ম্মভূতাং শ্রেষ্ঠ স মাতৃপিতৃঘাতকঃ ॥

অব্রতেন ক্ষিপেদ্ যন্তু মাসং দামোদর-প্রিয়ম্ ।

তির্য্যগ্ যোনিমনাপ্নোতি সৰ্বধৰ্ম্মবহিকৃতঃ ॥

ঋন্দপুরাণম্ ।

কার্ত্তিক-ব্রতের নিত্যতাসম্বন্ধে ঋন্দপুরাণে লিখিত আছে যে—
তল্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া যে ব্যক্তি কার্ত্তিকব্রত পালন করে না, সে মাতৃহত্যা ও পিতৃহত্যার পাপভাগী হয় । যে ব্যক্তি শ্রীদামোদরের প্রিয় কার্ত্তিকমাস বিনা ব্রতে ক্ষেপণ করে, সে সৰ্বধৰ্ম্মহীন হইয়া পশুযোনিতে জন্মগ্রহণ করে ।

স ব্রহ্মহাচ গোঘ্নশ্চ স্বৰ্ণস্তেয়ী সদানৃতী ।

ন কৰোতি মুনিশ্রেষ্ঠ যো নরঃ কার্ত্তিকে ব্রতম্ ॥

বিধবা চ বিশেষেণ ব্রতং যদি ন কার্ত্তিকে ॥

করোতি মুনি-শার্দূল নরকং যাতি সা ধ্রুবম্ ॥

জন্মপ্রভৃতি ষৎ পুণ্যং বিধিবৎ সমুপার্জিতম্ ।

ভস্মীভবতি তৎ সৰ্বমকৃত্বা কার্ত্তিকে ব্রতম্ ।

পিণ্ডদানং পিতৃণাঞ্চ পিতৃপক্ষে ন বৈ কৃতম্ ।

ব্রতং ন কার্ত্তিকে মাসি শ্রাবণ্যামৃষিতর্পণম্ ॥

চৈত্রে নান্দোলিতো বিষ্ণুর্মাঘ-স্নানং ন সঙ্কলে ।
 ন কৃতামর্দকী পুষ্টে শ্রাবণে রৌহিণ্যষ্টমী ॥
 সঙ্গমে ন কৃত্য যেন দ্বাদশী শ্রবণাশ্রিতা ।
 কুত্র যাস্যস্তি তে মৃত্যু নাহং বেদ্যি কলিপ্রিয় ॥
 বিষ্ণোঃ পূজা কথা বিষ্ণো বৈষ্ণবানাঞ্চ দর্শনম্ ।
 ন ভবেৎ কার্ত্তিকে যস্য হস্তি পুণ্য পুরা কৃতম্ ॥

স্কন্দপুরাণম্ ।

স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে,—যে ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে ব্রত না করে, তাহার ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, স্বর্ণচুরি ও সর্বদা মিথ্যাকথা বলার পাপ হয়। বিশেষতঃ বিধবা নারী যদি কার্ত্তিক ব্রত পালন না করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার নরকে বাস করিতে হয়। কার্ত্তিক ব্রত পালন না করিলে, আজন্ম-সঞ্চিত পুণ্যরাশি ভস্মীভূত হইয়া যায়। যে ব্যক্তি পিতৃপক্ষে (আশ্বিনমাসের কৃষ্ণপক্ষে) পিতৃ-শ্রাদ্ধ না করে, কার্ত্তিকমাসে কার্ত্তিক ব্রত পালন না করে, শ্রাবণী পূর্ণিমায় ঋষিতর্পণ না করে, চৈত্রমাসে শ্রীহরির দোলোৎসব না করে, মাঘমাসে প্রাতঃস্নান না করে, পুষ্যা-নক্ষত্র-যুক্ত দ্বাদশীতে আমর্দকী ব্রত না করে ও শ্রাবণমাসে রৌহিণ্যষ্টমী ব্রত না করে, সেই সমস্ত মৃতগণের কি গতি হইবে তাহা বলিতে পারি না।

অথ কার্ত্তিকব্রত-মাহাত্ম্যম্ ।

ব্রতানামিহ সর্বেষামেকজন্মানুগং ফলম্ ।
 কার্ত্তিকে তু ব্রতস্যোক্তং ফলং জন্মশতানুগম্ ॥
 বারাগম্যাং কুরুক্ষেত্রে নৈমিষে পুষ্করেহর্ববুদে ।
 গঙ্গা যৎ ফলমাপ্নোতি ব্রতং কৃত্বা তু কার্ত্তিকে ॥

কার্ত্তিকে মূনিশার্দূল স্বশক্ত্যা কার্ত্তিকং ব্রতম্ ।
 যঃ কৰোতি যথোক্তং মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা ॥
 সুপুণো কার্ত্তিকে মাসি দেবর্ষি-পিতৃসেবিতো ।
 ক্রিয়মাণে ব্রতে নৃণাং স্বল্পেহপি স্যান্মহাকলম্ ॥

স্কন্দপুরাণম্ ।

স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে,—যতপ্রকার ব্রত আছে, সকলেরই ফল এক জন্মমাত্র ভোগ করা যায়; কিন্তু কার্ত্তিক ব্রতের ফল শত জন্মেও শেষ হয় না। কাশীধাম, নৈমিষারণ্য, পুষ্কর ও অর্কুদ তীর্থে গমন করিলে যে ফল লাভ হয়, কার্ত্তিক ব্রত পালন করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। যিনি শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে কার্ত্তিক-ব্রতের অনুষ্ঠান করেন, মোক্ষ যে তাঁহার করতলগত, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। দেব, ঋষি ও পিতৃগণ-সেবিত কার্ত্তিক মাসে অল্প-পরিমাণে কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিলেও তাহা মহাকলপ্রদ হয়।

অথ কার্ত্তিক-ব্রতানি ।

হরি-জাগরণং প্রাতঃস্নানং তুলসীসেবনম্ ।
 উদ্‌যাপনং দীপদানং ব্রতান্ত্যানি কার্ত্তিকে ॥
 পঞ্চভিব্রতকৈরেতিঃ সম্পূর্ণং কার্ত্তিকে ব্রতী ।
 কলমাপ্নোতি তৎ প্রোক্তং ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদম্ ॥
 বিষ্ণোঃ শিবস্য বা কুর্ঘ্যাদালয়ে হরিজাগরণম্ ।
 কুর্ঘ্যাদশ্মখমূলে বা তুলসীনাং বনেষু বা ॥
 আপদগতো যদাপ্যন্তো ন লভেৎ সর্বনাশ সঃ ।
 ব্যাধিতো বা পুনঃ কুর্ঘ্যাদবিষ্ণোর্মাপমার্জজনম্ ॥

উদ্‌যাপনং বিধিং কৰ্ত্তুমশক্তো যো ব্রতে স্থিতঃ ।
 ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েচ্ছক্ত্যা ব্রতসম্পূর্ণহেতবে ॥
 অভাবে তুলসীনাঞ্চ পূজয়েদ্ বৈষ্ণবং দ্বিজম্ ।
 সৰ্ব্বাভাবে ব্রতী কুর্যাদ্ ব্রাহ্মণানাং গবামপি ॥
 সেবাং বা বোধি-বটয়ো ব্রতসম্পূর্ণহেতবে ॥

পদ্মপুরাণম্ ।

পদ্মপুরাণে কার্ত্তিক-ব্রতাক্রম সকল কীর্ত্তিত আছে, যথা—শ্রীহরির উদ্দেশে নাম-সংকীৰ্ত্তনাদি-সহকারে জাগরণ, প্রাতঃস্নান, তুলসী-সেবন, উদ্‌যাপন ও দীপদান এই সমস্ত কার্ত্তিক মাসের কৰ্ত্তব্য কৰ্ম্ম । কার্ত্তিক মাসে অন্ততঃ এই পাঁচটি কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেই ভুক্তি মুক্তি ফল লাভ হইয়া থাকে । শ্রীহরি-মন্দিরে, শ্রীশিব-মন্দিরে, অশ্বথ বৃক্ষ-মূলে কিংবা তুলসী-কাননে হরি-জাগরণ করিবেন । যদি কেহ বিপদে পড়িয়া প্রাতঃস্নানার্থ জল না পান কিংবা ব্যাধিগ্রস্ত বলিয়া প্রাতঃস্নান সহ না হয়, তাহা হইলে, তিনি শ্রীহরির নাম স্মরণ করিয়া আপোমার্জ্জন করিবেন (মস্তকে জলের ছিটা দিখেন) ; ব্রত উদ্‌যাপন করিতে অক্ষম হইলে, যথাশক্তি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবেন । তুলসীর অভাব হইলে, বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের পূজা করিবেন । দীপ-দানে অক্ষম হইলে, পরের দেওয়া দীপ জ্বালাইয়া দিবেন ও বাতাসে যাহাতে দীপ না নিভিয়া যায়, এই ভাবে দীপ রক্ষা করিবেন । দুর্ভাগ্যবশতঃ পূৰ্ব্বোক্ত পঞ্চ প্রকার কৰ্ম্মেই অশক্ত হইলে গো, ব্রাহ্মণ ও বটবৃক্ষের সেবন করিবেন ; তাহা হইলেও ব্রতপূর্ণ হইবে ।

তত্র দীপদান-মাহাত্ম্যম্ ।

কল্পকোটিসহস্রাণি পাতকানি বহুশ্চপি ।
 নিমেষাৰ্দ্ধেন দীপস্য বিলয়ং যাস্তি কার্ত্তিকে ॥

•
 সৰ্ববানুষ্ঠানহীনোহপি সৰ্বপাপরতোহপি সন্ ।
 পূয়তে নাত্র সন্দেহো দীপং দত্ত্বা তু কার্তিকে ॥
 মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং শৌচহীনং জনাৰ্দ্দনে ।
 সৰ্ববং সম্পূৰ্ণতাং যাতি কার্তিকে দীপদানতঃ ॥
 বৈষ্ণবো ন স মন্তব্যঃ সম্প্রাপ্তে কার্তিকে মূনে ।
 যো ন যচ্ছতি মৃত্যুত্মা দীপং কেশব-সদ্বানি ॥

স্কন্দপুরাণম্ ।

• সহস্রকোটিকল্প-সঞ্চিত পাপও কার্তিক মাসে নিমেষাঙ্কের জন্তও দীপদান করিলে নাশ প্রাপ্ত হয় । সর্বপ্রকার ধৰ্ম্মানুষ্ঠানশূন্য ও সর্ব প্রকার পাপকারী ব্যক্তিও কার্তিক মাসে দীপ দান করিলে, পবিত্র হয়, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই । কার্তিক মাসে শ্রীহরির উদ্দেশে দীপ দান করিলে, মন্ত্রহীন, ক্রিয়াহীন, শৌচহীন কৰ্ম্মও সম্পূর্ণ হয় । যে মৃত ব্যক্তি কার্তিক মাসে শ্রীহরি-মন্দিরে দীপ দান না করে, সে বৈষ্ণব বলিয়াই পরিগণিত হইতে পারে না ।

•
 অথাকাশ-দীপদান-মাহাত্ম্যম্ ।

উচ্চৈঃ প্রদীপমাকাশে যো দত্ত্বাৎ কার্তিকে নরঃ ।
 সৰ্ববং কুলং সমুদ্ভূত্য বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥

পদ্মপুরাণম্ ।

•
 যে ব্যক্তি কার্তিক মাসে আকাশে উচ্চভাবে দীপ দান করেন, তিনি নিখিল কুল পরিজ্ঞান করিয়া হরিধাম প্রাপ্ত হন ।

অথাকাশ-দীপদান-মন্ত্রঃ ।

দামোদরায় নভসি তুলায়াং লোলয়া সহ ।
প্রদীপং তে প্রযচ্ছামি নমোহস্তায় বেধসে ॥

হে ভগবন্ ! লক্ষ্মীসম্বিত আপনার উদ্দেশে আকাশে দীপ দান
করিতেছি, আপনি অনন্ত, আপনি বিধাতা, আপনাকে প্রণাম ।

অথ কার্ত্তিকে কৰ্ম্মবিশেষ-ফলম্ ।

যৎ কিঞ্চিৎ কার্ত্তিকে দত্তং বিষ্ণুমুদ্दिश्य মানবৈঃ ।
তদক্ষয়ং লভ্যতে বৈ অন্নদানং বিশেষতঃ ॥
যঃ কৰোতি নরো নিত্যং কার্ত্তিকে পত্রভোজনম্ ।
ন স দুর্গতিমাপ্নোতি যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দশ ॥
জন্মপ্রভৃতি যৎ পাপং মানবৈশ্চ কৃতং ভবেৎ ।
তৎ সর্বং নাশমাপ্নোতি ব্রহ্মপত্রেষু ভোজনাৎ ॥
জাগরং কার্ত্তিকে মাসি যঃ কৰোত্যরুণোদয়ে ।
দামোদরাগ্রে বিপ্রেন্দ্র গো-সহস্র-ফলং লভেৎ ॥
প্রদক্ষিণঞ্চ যঃ কুর্যাৎ কার্ত্তিকে বিষ্ণুসদ্বনি ।
পদে পদেহশ্মমেধস্য ফলভাগী ন সংশয়ঃ ॥
গীতং বাচ্যঞ্চ নৃত্যঞ্চ কার্ত্তিকে পুরতো হরেঃ ।
যঃ কৰোতি নরো ভক্ত্যা লভতে চাক্ষয়ং পদম্ ॥
হরেনামিসহস্রাখ্যং গজেন্দ্রস্যচ মোক্ষণম্ ।
কার্ত্তিকে পঠতে যন্ত পুনর্জন্ম ন দিচ্ছতে ॥

কার্তিকে পশ্চিমে যামে স্তবং গানং কৰোতি যঃ ।
 বসতে শ্বেতদ্বীপেতু পিতৃভিঃ সহ নারদ ॥
 অগুরুন্তু সকপূরং যো দহেৎ কেশবাশ্রিতঃ ।
 কার্তিকে তু মুনিশ্রেষ্ঠ যুগান্তে ন পুনর্ভবঃ ॥
 কার্তিকে মুনিশার্দূল যঃ শৃণোতি হরেঃ কথাম্ ।
 স নিস্তরতি পাপানি জন্মকোটিশতানি চ ॥
 যঃ পঠেৎ প্রযতো নিত্যং শ্লোকং ভাগবতং মুনে ।
 অষ্টাদশপুরাণানাং কার্তিকে ফলমাপ্নুয়াৎ ॥
 কার্তিকে ভূমিশায়ী যো ব্রহ্মচারী হবিষ্যভুক্ত ।
 পলাশপত্রং ভুঞ্জানো দামোদরমথার্চয়েৎ ॥
 স সর্বপাতকং হিত্বা বৈকুণ্ঠে হরিসন্নিধৌ ।
 মোদতে বিষ্ণুসদৃশো ভজনানন্দ-নিবৃত্তঃ ॥
 কার্তিকং সফলং মাসং প্রাতঃস্নায়ী জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
 জপন্ হবিষ্যভুগ্ দান্তঃ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥
 স্নানং জাগরণং দীপং তুলসীবনপালনম্ ।
 কার্তিকে যে প্রকুর্বন্তি তে নরা বিষ্ণুমূর্তয়ঃ ॥
 ইথাং দিনত্রয়মপি কার্তিকে যে প্রকুর্বতে ।
 দেবানামপি তে বন্দ্যাঃ কিং যৈরাজন্ম তৎ কৃতম্ ॥

পদ্মপুরাণ-স্কন্দপুরাণয়োঃ ।

- কার্তিক মাসে কোন্ কৰ্ম করিলে কি ফল হয়, তাহা পদ্মপুরাণ
 ও স্কন্দপুরাণে বর্ণিত আছে যথা—

কার্তিক মাসে শ্রীহরির উদ্দেশে যৎকিঞ্চিদং দান করিলেও তাহা
 ইহাতে অক্ষয় ফল লাভ হয় । অন্ন দান করিলে বিশেষ ফল লাভ

হয় । যে ব্যক্তি কার্তিক মাসে প্রত্যহ পত্রে ভোজন করে, সে চতুর্দশ ইন্দ্রের অধিকার কাল পর্যন্ত দুর্গতি ভোগ করে না । মানবগণ আজন্ম যে সমস্ত পাপ করিয়া থাকে, কার্তিক মাসে পলাশ-পত্রে ভোজন করিলে, তাহা বিদূরিত হইয়া যায় । যে ব্যক্তি কার্তিক মাসে সূর্যোদয়ের চারিদণ্ড পূর্বে শ্রীহরি-সম্মুখে জাগরণ করে, সে সহস্র গো-দানের ফল লাভ করে । যে ব্যক্তি কার্তিক মাসে শ্রীহরি-মন্দির প্রদক্ষিণ করে, সে প্রতি পদক্ষেপে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করে সন্দেহ নাই । যে ব্যক্তি কার্তিক মাসে শ্রীহরি-সম্মুখে গান, বাণ ও নৃত্য করে, সে অক্ষয় ফল লাভ করে । যে ব্যক্তি কার্তিক মাসে সহস্র নাম ও গজেন্দ্রমোক্ষণ পাঠ করে, তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না । যে ব্যক্তি কার্তিক মাসে শেষ রাত্রিতে স্তব পাঠ ও হরিগুণ গান করে, সে পিতৃগণসহ শ্বেতদ্বীপে বাস করে । যে ব্যক্তি কার্তিক মাসে শ্রীহরি-সমীপে অঙ্কুর ও কপূর দধ্ব করে, তাহার কোন কালেই মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিতে হয় না । যে ব্যক্তি কার্তিক মাসে শ্রীহরি-কথা শ্রবণ করে, তাহার শত কোটি জন্মের পাপ নষ্ট হইয়া যায় । যে ব্যক্তি কার্তিক মাসে প্রত্যহ অন্ততঃ এক শ্লোকও শ্রীভাগবত পাঠ করে, তাহার অষ্টাদশ পুরাণ পাঠের ফল লাভ হয় । কার্তিক মাসে ভূমিশয্যা, ব্রহ্মচর্য্য, হবিষ্য-ভোজন, শ্রীদামোদর-পূজা ও পলাশপত্রে ভোজন করিলে, সর্ব পাপ নষ্ট হইয়া যায় ও বিষ্ণুসালোক্য লাভ করিয়া ভজনানন্দযুক্ত হইয়া, শ্রীহরি-সমীপে বাস করা যায় । যে ব্যক্তি কার্তিক মাসে প্রত্যহ প্রাতঃস্নান, হবিষ্য-ভোজন, জপ-পরায়ণ হইবে, তাহার সর্ব পাপ বিদূরিত হইয়া যায় । যে ব্যক্তি কার্তিক মাসে প্রাতঃস্নান, দীপ দান, জাগরণ ও তুলসীবন-পালন করেন, তিনি বিষ্ণুদৃশ ; তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই । কার্তিক মাসে যিনি অন্ততঃ তিন দিনও

এই সমস্ত কৰ্ম করেন, তিনি দেবতাগণেরও পূজা ; যিনি আজন্ম এই সমস্ত ব্রত পালন করেন, তাঁহারত কথাই নাই ।

অথ কার্তিক-ব্রতারণ্য কালঃ ।

আশ্বিনস্য তু মাসস্য যা শুক্লৈকাদশী ভবেৎ ।

কার্তিকস্য ব্রতানীহ তস্যাং কুর্যাদতন্দ্রিতঃ ॥

পদ্মপুরাণম্ ।

আশ্বিন মাসের শুক্লা একাদশী হইতে নিরলস ভাবে কার্তিক ব্রত সকল পালন করিবে । (মতান্তরে আশ্বিনী পূর্ণিমা ও আশ্বিন মাসের শেষ সংক্রান্তি হইতেও ব্রতারণ্য করা যায়) ।

অথ কার্তিককৃত্য-বিধিঃ ।

নিত্যং জাগরণায়ান্ত্যে যামে রাত্রেঃ সমুখিতঃ ।

শুচিভূত্বা প্রবোধ্যাথ স্তোত্রে নীরাজয়েৎ প্রভুम् ॥

নদ্যাদৌ চ ততো গহ্বাচম্য সংকল্পমাচরেৎ ।

প্রভুং প্রার্থ্যাথ তস্মৈ চ দদ্যাদৰ্ঘ্যং যথাবিধি ॥

পদ্মপুরাণম্ ।

কার্তিক-কৃত্য সম্বন্ধে পদ্ম পুরাণে লিখিত আছে যে, প্রত্যহ রাত্রির শেষ প্রহরে জাগরিত হইয়া, রাত্রিবাস পরিত্যাগ ও আচ-
• মনাদি দ্বারা বিশুদ্ধ হইয়া স্তব পাঠ করিতে করিতে শ্রীহরিকে জাগ-
রিত করিবে ; তদনন্তর মঙ্গলারাত্রিক সুমাপনান্তে নদীতীরে গমন করিয়া আচমনপূর্বক সংকল্প করিবে ; পরে শ্রীহরির নিকট প্রার্থনা ও অর্ঘ্য দান করিবে ।

তত্র সংকল্পমন্ত্রঃ ।

কার্ত্তিকেহং করিষ্যামি প্রাতঃস্নানং জনার্দন ।

প্রীত্যর্থং তব দেবেশ দামোদর ময়া সহ ॥

সংকল্প মন্ত্র যথা—হে জনার্দন ! হে দেবেশ ! হে দামোদর ! শ্রীরাধি-
কার ও তোমার প্রীতিবিধানার্থ আমি কার্ত্তিক মাসে প্রাতঃস্নান করিব ।

অথ প্রার্থনা-মন্ত্রঃ ।

তব ধ্যানেন দেবেশ জলেহস্মিন্ স্নাতুমুচ্যতঃ ।

ত্বৎপ্রসাদাচ্চ মে পাপং দামোদর বিনশ্যতু ॥

প্রার্থনা মন্ত্র যথা—হে দেবেশ ! তোমাকে চিন্তা করিতে করিতে
এই জলে স্নানের উদ্যোগ করিতেছি । হে দামোদর ! তোমার
কৃপায় আমার পাতক বিদূরিত হউক ।

অথার্ঘ্য-মন্ত্রঃ ।

ত্রতিনঃ কার্ত্তিকে মাসি স্নাতস্য বিধিবশ্ময় ।

দামোদর গৃহার্ঘ্যং দমুজেন্দ্র-নিসূদন ॥

৫০ নিত্য নৈমিত্তিকে কৃৎস্নে কার্ত্তিকে পাপশোধনে ।

গৃহার্ঘ্যং ময়া দত্তং রাধয়া সহিতো হরে ॥

অর্ঘ্য মন্ত্র যথা—হে দামোদর ! আমি এই কার্ত্তিক মাসে যথা-
বিধি স্নান করিয়াছি । হে দৈত্য-নিসূদন ! মদন্ত অর্ঘ্য গ্রহণ কর ।
কার্ত্তিক মাসে কৃত নিত্য ও নৈমিত্তিক যাবতীয় ক্রিয়াই পাপনাশক
বলিয়া কথিত । হে হরে ! আপনাকে এই অর্ঘ্য প্রদান করিলাম,
আপনি রাধিকাসহ গ্রহণ করুন ।

তিলৈরালিখ্য দেহং স্বং নামোচ্চারণ-পূর্বকম্ ।

স্নান্না স্ববিধিনা সঙ্ক্যার্মুপাস্ত গৃহমাত্রজেৎ ॥

পরে তিল দ্বারা স্বীয় অঙ্গ লেপনপূর্বক “শ্রীকৃষ্ণ” “গোবিন্দ” “দামোদর” প্রভৃতি নামোচ্চারণ করিতে করিতে যথাবিধি স্নান করিবে ; তদন্তে সঙ্ক্যার্মুপাসনা করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইবে ।

মৌনেন ভোজনং কার্য্যং কার্ত্তিকে ব্রতধারিণা ।

যতেন দীপদানং স্তাৎ তিলতৈলেন বা পুনঃ ॥

দিনঞ্চ কৃষ্ণকথয়া বৈষ্ণবানাঞ্চ সঙ্গমৈঃ ।

নীয়তাং কার্ত্তিকে মাসি সংকল্প-ব্রত-পালনম্ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

শ্রীহরিভক্তিবিনাসে লিখিত আছে—কার্ত্তিকমাসে মোনী হইয়া ভোজন করিবে ও ঘৃত কিংবা তিলতৈল দ্বারা দেবগৃহে দীপদান করিবে । বৈষ্ণবগণ সহ মিলিত হইয়া শ্রীহরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি দ্বারা দিনযাপন করিবে ও সংকল্পিত ব্রত পালন করিবে ।

অথ কার্ত্তিকে বর্জ্যানি ।

কার্ত্তিকেতু বিশেষেণ রাজমাষাংশ্চ ভক্ষয়ন্ ।

নিষ্পাবান্ মুনিশার্দূল যাবদাহুতনারকী ॥

কলিঙ্গানি পটোলানি বৃন্তাকং সন্ধিতানিচ ।

ন ত্যজেৎ কার্ত্তিকে মাসি যাবদাহুত নারকী ॥

কার্ত্তিকে মাসি ধর্ম্মাত্মা মৎস্যং মাংসং ন ভক্ষয়েৎ ।

তত্রৈব যত্নতস্ত্যাজ্যং শাশকং শৌকরং তথা ॥

তৈলাভ্যঙ্গং তথা শয্যাং পরান্নং কাংস্যভোজনম্ ।

কার্ত্তিকে বর্জয়েদ্যন্তু পরিপূর্ণব্রতী ভবেৎ ॥

পদ্মপুরাণম্ ।

কার্ত্তিকমাসে গ্রাহ্য যাহা ত্যাগ করিতে হইবে, তাহা পদ্মপুরাণে লিখিত আছে ; যথা—যে ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে রাজমাষ (বরবটী) নিষ্পাব (শিম বিশেষ) ভোজন করে, সে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত নরকে বাস করে । কার্ত্তিকমাসে যে ব্যক্তি কলিঙ্গ (শাক বিশেষ) পটোল, বেগুন ও সন্ধিত (পৰ্যুষিত অন্নদ্রব্য) ভোজন করে, সে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত নরকে বাস করে । ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে মৎস্য ও মাংস পরিত্যাগ করিবেন । শশক ও শূকর মাংস বিশেষ ভাবে পরিত্যাজ্য । (এখানে বিবেচ্য এই যে, মৎস্য মাংস বৈষ্ণবের কোন সময়েই ভোজন করিতে নাই ; তথাপি কার্ত্তিকে ত্যাগ করিতে ব্যবস্থা দেওয়ার হেতু এই যে, কার্ত্তিকমাসে ভোজন করিলে অধিকতর পাপ হইবে । আরও বক্তব্য এই যে, কোন মহারোগগ্রস্ত ব্যক্তি যদি অগত্যা ভোজন করিতে বাধ্য হন, তিনি শশক ও শূকর মাংস কার্ত্তিকমাসে কদাপি ভোজন করিবেন না ।) যিনি কার্ত্তিকমাসে তৈলাভ্যঙ্গ, শয্যা, পরান্ন ও কাংস্য পাত্রে ভোজন পরিত্যাগ করেন, তাঁহারই ব্রত পরিপূর্ণ হয় ।

অথ শ্রীরাধা-দামোদর-পূজাবিধিঃ ।

ততঃ প্রিয়তমাং বিষ্ণো রাধিকাং গোপিকাসু চ ।

কার্ত্তিকে পূজনীয়াচ শ্রীদামোদর সন্নিধৌ ॥

দ্বিজং দামোদরং কৃতা তৎপত্নীং রাধিকাং তথা ।

কার্ত্তিকে পূজনীয়ৌ তৌ বাসোহলঙ্কার-ভোজনৈঃ ॥

রাধিকাপ্রতিমাং বিপ্রাঃ পূজয়েৎ কার্ত্তিকে তু যঃ ।

স্যা তুষ্যাতি তৎপ্রীত্যে শ্রীমান্ দামোদরো হরিঃ ॥

দামোদরাষ্টকং নাম স্তোত্রং দামোদরার্চনম্ ।

নিত্যং দামোদরাকর্ষি পঠেৎ সত্যব্রতোদিতম্ ॥

পদ্মপুরাণম্ ।

পদ্মপুরাণে শ্রীরাধা-দামোদর-পূজাবিধি লিখিত আছে ; যথা—
শ্রীমতী রাধিকাই সমস্ত গোপীর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের অতিপ্রিয়া । স্মৃতরাং
কার্ত্তিকমাসে শ্রীদামোদর সমীপে শ্রীরাধিকার অর্চনা করা বিধেয় ।
কার্ত্তিকমাসে কোনও ব্রাহ্মণকে দামোদর-স্বরূপ ও তৎপত্নীকে শ্রীরাধিকা-
স্বরূপ কল্পনা করিয়া বসন, ভূষণ ও আহাৰাদির দ্বারা অর্চনা করিবে ।
কার্ত্তিকমাসে শ্রীহরির প্রীতার্থ শ্রীরাধিকার অর্চনা করিলে, শ্রীদামো-
দর তাহাব প্রতি সন্তুষ্ট হন । কার্ত্তিকমাসে শ্রীদামোদরের অর্চনা
করিয়া সত্যব্রত নামক ঋষিপ্রোক্ত দামোদরাষ্টক-নামক স্তোত্র পাঠ
করিবে । দামোদরাষ্টক স্তোত্র এই গ্রন্থের স্তোত্র প্রকরণে দেখিবেন ।

অথ দেশবিশেষে কার্ত্তিকব্রত-ফলম্ ।

ন গৃহে কার্ত্তিকে কুর্যাদবিশেষেণ তু কার্ত্তিকম্ ।

তীর্থে তু কার্ত্তিকীং কুর্য্যাৎ সর্বদ্ষত্নেন ভাবিনি ॥

স্কন্দপুরাণম্ ।

স্কন্দ পুরাণে লিখিত আছে যে, কার্ত্তিকমাসে কার্ত্তিক ব্রত গৃহে
না করিয়া কোন তীর্থ স্থানে কুরাই বিধেয় ।

যত্র কুত্রাপি দেশে চ কার্ত্তিকঃ স্নান-দানতঃ ।

অগ্নিশোত্র-সমফলঃ পূজায়াঞ্চ বিশেষতঃ ॥

কুরুক্ষেত্রে কোটিগুণে গঙ্গাতীরেচ তৎসমঃ ।
 ততোহধিকঃ পুঙ্করে স্মাদ্ভারকায়াঞ্চ ভার্গব ।
 কৃষ্ণসালোক্যাদো মাসঃ পূজা-স্মানৈশ্চ কার্ত্তিকঃ ॥
 অগ্ন্যাঃ পূর্য্যস্তৎসমানা মুনয়ো মথুরাং বিনা ।
 দামোদরত্বং হি হরেস্তত্রৈবাসীদ্ যতঃ কিল ॥
 সা ব্রজসা হরেৰ্ভক্তির্লভ্যতে কার্ত্তিকে নরৈঃ ।
 মথুরায়াং সৰ্বদপি দামোদর-প্রপূজনাৎ ॥

পদ্মপুরাণম্ ।

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, যে কোন স্থানেই ইউক কার্ত্তিক-মাসে স্নান, দান ও পূজাদি করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ-সদৃশ ফললাভ হয় । সাধারণ স্থান অপেক্ষা কুরুক্ষেত্রে ও গঙ্গাতীরে কার্ত্তিক-ব্রত করিলে কোটিগুণ ফললাভ হয় ; পুঙ্কবে তদপেক্ষা অধিক ফললাভ হয়, ষ্ঠারকায়া কার্ত্তিকব্রত করিলে শ্রীহরির সালোক্য লাভ হয় । অযোধ্যা প্রভৃতি পুরী সমূহেও তাদৃশ ফললাভ হয় । কিন্তু মথুরা সৰ্ব্বাপেক্ষা অধিক ফল দান করেন ; কেননা শ্রীভগবান্‌ই মথুরা মণ্ডলেই দামোদরত্ব প্রকাশিত হয় । যাঁহারা কার্ত্তিকমাসে একবার মাত্র মথুরা পুরীতে শ্রীহরির পূজনাদি করেন, তাঁহারা অবশ্যই হরি-ভক্তি প্রাপ্ত হন ।

তত্র কৃষ্ণাষ্টমী-কৃত্যম্ ।

গোবর্দ্ধন-গিরৌ রম্যে রাধাকুণ্ডে প্রিয়ং হরেঃ ।
 কার্ত্তিকে বহুলাষ্টম্যাং তত্র স্নানং হরেঃ প্রিয়ঃ ॥
 নরো ভক্তো ভবেদ্বিপ্রাস্তকি তস্য প্রতোষণম্ ॥

পদ্মপুরাণম্ ।

পদ্মপুরাণে* লিখিত আছে যে, মনোহর গোবর্দ্ধন পর্বতে শ্রীহরির অতিপ্রিয় শ্রীরাধাকুণ্ড বিরাজিত আছে ; কার্ত্তিকমাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে ঐ কুণ্ডে স্নান করিলে, শ্রীহরিতে পরাভক্তি লাভ হয় ; যেহেতু ঐ কুণ্ডে স্নান করিলে শ্রীহরির অতিশয় প্রীতি জন্মে ।

অথ কৃষ্ণত্রয়োদশী-কৃত্যম্ ।

কার্ত্তিকে কৃষ্ণপক্ষে তু ত্রয়োদশ্যাং নিশামুখে ।
যম-দীপং বহির্দ্যাদপমৃত্যু বিনশতি ॥

পদ্মপুরাণম্ ।

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, কার্ত্তিকমাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে সন্ধ্যাকালে গৃহের বহির্ভাগে যমদীপ দান করিলে, অপমৃত্যু-ভয় বিদূরিত হয় ।

অথ তত্র যন্ত্রঃ ।

মৃত্যুনা পাশদণ্ডাভ্যাং কালঃ শ্যামলয়া সহ ।
ত্রয়োদশ্যাং দীপদানাং সূর্য্যজঃ প্রীয়তামিতি ॥

পদ্মপুরাণম্ ।

ত্রয়োদশীতে দীপদান-নিবন্ধন, মৃত্যু, পাশ, দণ্ড ও শ্যামলা সহ সূর্য্যানন্দন যম প্রীতিনাভ করুন ।

অথ কৃষ্ণ চতুর্দশী-কৃত্যম্ ।

চতুর্দশ্যাং ধর্ম্মরাজ-পূজা কার্য্যা প্রযত্নতঃ ।
স্নানমাবশ্যকং কার্য্যাং নরৈ নরক-ভীরুভিঃ ॥

অরুণোদয়তোহন্যত্র রিক্তায়াং স্নাতি যো নরঃ ।

তস্যাঙ্গিকভবো ধর্মো নশ্যত্যেব ন সংশয়ঃ ॥

পদ্মপুরাণম্ ।

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, নরকভয় নিবারণের জন্য কার্ত্তিক-মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশীতে যত্ন সহকারে ধর্মরাজের , অর্চনা ও স্নান করা আবশ্যক । রিক্তা তিথিতে (চতুর্থী, নবমী ও চতুর্দশী) অরুণোদয়কাল ব্যতীত অন্য সময়ে স্নান করিলে, এক বর্ষকৃত পুণ্য নষ্ট হয় ।

ততশ্চ তর্পণং কার্য্যং ধর্মরাজস্য নামভিঃ ।

জীবৎপিতা ন কুবরীত তর্পণং যমভীষ্ময়োঃ ॥

দেবত্বঞ্চ পিতৃত্বঞ্চ যমস্যাস্তি দ্বিরূপতা ॥

নক্তং যম-চতুর্দশ্যাং যঃ কুর্ঘ্যাচ্ছিব-সম্মিধৌ ।

ন তৎ ক্রতুশতেনাপি প্রাপ্যতে পুণ্যমীদৃশম্ ॥

কুমারী বটুকান্ পূজ্য তথা শৈব-তপোধনান্ ।

রাজসূয়-ফলং তেন প্রাপ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥

কার্ত্তিকে ভৌমবারেণ চিত্রা কৃষ্ণা চতুর্দশী ।

তস্যাং ভূতেশমভ্যর্চ্য গচ্ছেচ্ছিবপুরং নরঃ ॥

৷

পদ্মপুরাণম্ ।

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, স্নানান্তে “যমায় ধর্মরাজায়” ইত্যাদি যজ্ঞোচ্চারণ-পূর্ব্বক ধর্মরাজের উদ্দেশে তর্পণ করিবে । কিন্তু যাহার পিতা জীবিত আছেন—তাহার যম-তর্পণ ও ভীষ্মতর্পণ করিতে নাই । যজ্ঞোপবীতী কিংবা প্রাচীনাবীতী হইয়া যমতর্পণ করিতে হয় ; যে হেতু যমের দেবত্ব ও পিতৃত্ব দুইই আছে । যম-চতুর্দশীতে যে ব্যক্তি

শিবালয়ে নক্সত্রত করে, তাহার শতযজ্ঞানুষ্ঠানেরও অধিক ফললাভ হয়। যে ব্যক্তি ঐ দিনে কুমারী, ব্রাহ্মণ, বালক ও শিবভক্তের অর্চনা করেন, তিনি রাজসূয় যজ্ঞের ফললাভ করেন। কার্তিক-মাসের কৃষ্ণাচুর্দশী দিনে চিত্রানক্ষত্র ও মঙ্গলবারের যোগ হইলে, ঐ দিনে শিবপূজা করিলে, মানব শিবধামে গমন করিয়া থাকে। (বৈষ্ণবগণ এই সমস্ত ব্রতানুষ্ঠানে কৃষ্ণভক্তি লাভ করেন)।

অথামাবাস্তাকৃত্যম্ ।

দিবা তত্র ন ভোক্তব্যং বিনা বালাতুরান্ জনান্ ।
প্রদোষ-সময়ে লক্ষ্মীং পূজয়েচ্চ যথাক্রমম্ ॥
প্রদোষ-সময়ে বিপ্রাঃ কর্তব্য্য দীপমালিকা
দীপদানাং ততঃ পশ্চাল্লক্ষ্মীং সুপ্তাং প্রবোধয়েৎ ॥

পদ্মপুরাণম্ ।

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, কার্তিকমাসের অমাবস্যাতে বালক ও পীড়িত ব্যক্তি ভিন্ন কাহারও দিবাভাগে ভোজন করিতে নাই। ঐ দিনে প্রদোষকালে লক্ষ্মীর অর্চনা করিবে। ঐ দিনে প্রদোষ-কালে দীপমালা করিতে হয় ও সুপ্তা লক্ষ্মীর চৈতন্য সম্পাদন করিতে হয়।

অথ লক্ষ্মী-জাগরণ-মন্ত্রঃ ।

হং জ্যোতিঃ শ্রী রবিশ্চন্দ্রো বিদ্যুৎসৌবর্ণতারকাঃ ।
সর্বৈষাং জ্যোতিষাং জ্যোতি দীপজ্যোতিঃস্থিতে নমঃ ॥
মন্ত্ৰেণানেন কমলাং দীপহস্তাঃ দ্বিযো দ্বিজাঃ ।
দেবীং প্রবোধয়েয়ুশ্চ ততঃ কুৰ্যুশ্চ ভোজনম্ ॥

প্রদোষসময়ে লক্ষ্মীং ভোজয়িত্বা ভুনক্তি যঃ ।

পুমান্ সংবৎসরং যাবল্লক্ষ্মী স্তং নৈব মুকতি ॥

পদ্মপুরাণম্ ।

পদ্মপুরাণে লক্ষ্মীজাগরণ মন্ত্র লিখিত আছে, যথা—তুমি জ্যোতিঃ, তুমি ভাস্কর, তুমি চন্দ্র, তুমি বিদ্যা, তুমি স্বর্ণ, তুমি তারকা, তুমিই যাবতীয় জ্যোতিষুক্ত পদার্থের জ্যোতিঃ, দীপজ্যোতিতে তুমিই সংস্থিতা, তোমাকে নমস্কার ।

এই মন্ত্র পাঠপূর্বক রমণীবর্গ লক্ষ্মীদেবীর চৈতন্য সম্পাদন করিবেন ও তদন্তে ভোজন করিবেন । সায়ংকালে লক্ষ্মীকে ভোজন করাইয়া ভোজন করিলে, কমলা তাহাকে সংবৎসর পরিত্যাগ করেন না ।

অথ শুক্ল-প্রতিপৎ কৃত্য নির্ণয়ঃ ।

প্রাত গৌবর্দ্ধনং পূজ্য দ্যুতকৈব সমাচরেৎ ।

ভূষণীয়া স্তথা গাবঃ পূজ্যাশ্চ দোহ-বাহনাঃ ॥

স্কন্দপুরাণম্ ।

স্কন্দপুরাণে শুক্লপ্রতিপৎকৃত্য লিখিত আছে ; যথা—কার্ত্তিকমাসে শুক্লা প্রতিপৎ প্রাতঃকালে গোবর্দ্ধন পূজা করিবে, দ্যুতকীড়া করিবে, গোগণকে ভূষিত করিবে, দোহন-পাত্র ও শকটাদির অর্চনা করিবে, (এই দিনে গোদোহন ও বৃষগণকে শকটাদিতে যোজন করিবে না) ।

শ্রীকৃষ্ণদাস-বর্নোহয়ং শ্রীগৌবর্দ্ধন-ভূধরঃ ।

শুক্লপ্রতিপদি প্রাতঃ কার্ত্তিকেহর্চ্যোহত্র বৈষ্ণবৈঃ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ।

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসকার বলিতেছেন,—সমস্ত কৃষ্ণভক্তের মনো শ্রীগৌবর্দ্ধন পর্বতই শ্রেষ্ঠ ; অতএব বৈষ্ণবগণ শ্রদ্ধাসহকারে কার্ত্তিক-মাসের শুক্ল-প্রতিপদ্দিনে প্রাতঃকালে তাহার অর্চনা করিবেন ।

তত্র দিন-নির্ণয়ঃ ।

প্রতিপদর্শ-সংযোগে ক্রীড়নন্তু গবাং মতম্ ।

পরবিদ্বান্তু যঃ কুর্যাৎ পুত্রদারধনক্ষয়ঃ ॥

দেবল-বচনম্ ।

গোবর্ধন-পূজা, গোক্রীড়া প্রভৃতির দিন-নির্ণয় সম্বন্ধে দেবলের উক্তি আছে যে, অমাবস্যা-সংযুক্ত প্রতিপদে গোক্রীড়ন করিবে । দ্বিতীয়া সংযুক্ত প্রতিপদে করিলে পুত্র, ভাৰ্য্যা ও ধনক্ষয় হয় ।

পুরাণ-সমুচ্চয়েতু সম্ভাবিত-চন্দ্রোদয়-

দ্বিতীয়াসংযোগএব নিষিধ্যতে ।

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ ।

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে দ্বিতীয়া সংযুক্ত প্রতিপৎ সম্বন্ধে পুরাণ-সমুচ্চয়েব মত উদ্ধৃত হইয়াছে যে,—যে দ্বিতীয়ার দ্বিতীয়া-চন্দ্রের উদয়-সম্ভাবনা, সেই দ্বিতীয়াযুক্ত প্রতিপৎ পরিত্যাগ করিবে ।

চন্দ্রোদয় সম্ভাবনা সম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে লিখিত আছে যে,—

“তত্শ্চ যত্র প্রতিপদি ষম্মুহূর্তব্যাপিনী দ্বিতীয়া,
তত্র চন্দ্রোদয়-সম্ভাবনম্” ॥

যেদিন অপরাহ্নে অন্ততঃ ছয় মুহূর্ত (বারদণ্ড) দ্বিতীয়া থাকে, সেইদিনই দ্বিতীয়া-চন্দ্রের উদয়-সম্ভাবনা । নির্ণয়ামৃত গ্রন্থের মতে অপরাহ্নে তিনমুহূর্ত (ছয়দণ্ড) দ্বিতীয়া থাকিলেও, সেই দিনে দ্বিতীয়া-চন্দ্রের উদয়-সম্ভাবনা ।

• অথ গোবর্ধন পূজাবিধিঃ ।

মথুরায়ান্তথান্যত্র কৃতা গোবর্ধনং গিরিম্ ।

গোময়েন মহাস্থলং তত্র পূজ্যো গিরির্বথা ॥

মথুরায়াং তথা সাক্ষাৎ কৃষ্ণা চৈব প্রদক্ষিণম্ ।
বৈষ্ণবং ধাম সম্প্রাপ্য মোদতে হরি-সন্নিধৌ ॥

পদ্মপুরাণম্ ।

গোবর্দ্ধন-পূজাবিধি সম্বন্ধে পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, মথুরা-
নগর ছাড়া অন্যত্র যে সমস্ত বৈষ্ণব আছেন, তাঁহারা গোময়দ্বারা
মহাস্থূল গোবর্দ্ধন পর্বত নির্মাণ করিয়া, তাহাকেই প্রকৃত পর্বত-
জ্ঞানে পূজা করিবেন । মথুরা-নগরবাসী বৈষ্ণববৃন্দ সাক্ষাৎ গোব-
র্দ্ধন পর্বত প্রদক্ষিণ ও পূজাদি করিবেন । গোবর্দ্ধন-পূজাকারিগণ
পরমানন্দে হরিসমীপে বাস করিতে পারেন ।

অথ গোবর্দ্ধন-পূজামন্ত্রঃ ।

গোবর্দ্ধন ধরাধার গোকুল-ত্রাণ-কারক ।
বিষ্ণুবাহু-কৃতোচ্ছ্রায়ো গবাং কোটিপ্রদো ভব ॥

পদ্মপুরাণম্ ।

পদ্মপুরাণে গোবর্দ্ধন-পূজার মন্ত্র লিখিত আছে যথা,—হে গোব-
র্দ্ধন পর্বত ! তুমি গোকুল-রক্ষাকারী ও শ্রীকৃষ্ণের বাহুদ্বারা উত্থাপিত
হইয়াছিলে ; তুমি আমাদেরকে কোটি গো-প্রদান কর ।

অথ গোপূজা-মন্ত্রঃ ।

লক্ষ্মীয়া লোকপালানাং ধেনুরূপেণ সংস্থিতা ।
ব্রতং বহতি যজ্ঞার্থে যমপাশং ব্যপোহতু ॥
অগ্রতঃ সন্তু মে গাবো গাবো মে সন্তু পৃষ্ঠতঃ ।
গাবো মে পার্শ্বতঃ সন্তু গবাং মধ্যে বসাম্যহম্ ॥

পদ্মপুরাণম্ ।

পদ্মপুরাণে গো-পূজার মন্ত্র লিখিত আছে যথা—যিনি লোক-
স্থানগণের লক্ষ্মীস্বরূপিণী, ধেনুরূপে-সংস্থিত, যিনি যজ্ঞার্থে ঘৃত বহন
করেন, তিনি শমন-পাশ ছেদন করিয়া দিউন । মদীয় পুরোভাগে
গোগণ অবস্থান করুন, মদীয় পশ্চাতে গোগণ অবস্থান করুন, মদীয়
উভয় পার্শ্বভাগে গোগণ অবস্থান করুন, আমি গোমধ্যে বাস করি ।

অথ গো-ক্রীড়া ।

ক্রোধাপয়েদ্ধাবয়েচ্চ গো-মহিষাদিকং ততঃ ।

বৃষান্ কর্ষাপয়েৎ গোপৈরুক্তিপ্রত্যাুক্তি-বাদনাৎ ॥

মহিষাদেস্তুথা ভূষা ক্রীড়নং বারণং তথা ॥

এবং গোবর্দ্ধনং গাশ্চ পূজনীয়া বিধানতঃ ।

গোবর্দ্ধনমথো রম্যঃ কৃষ্ণসন্তোষ-কারকঃ ॥

পদ্মপুরাণম্ ।

পদ্মপুরাণে গোক্রীড়া লিখিত আছে যথা—গাভী, মহিষী প্রভৃ-
তিকে প্রকুপিত করাইবে, ধাবিত করাইবে এবং উক্তি প্রত্যাুক্ত
প্রয়োগ দ্বারা গোপগণ দ্বারা বৃষগণকে আকর্ষণ করাইবে । মহিষী
প্রভৃতিকে আকর্ষণাদি ক্রীড়া করাইবে, তাহাদিগকে অলঙ্কৃত করাইবে
এবং শব্দ করাইবে ।

অথ শ্রীবলিদৈত্যরাজ-পূজা ।

লিখিত্বা শ্রীবলিং পট্টে, বিদ্যাবল্যান্বিতং মুদা ।

প্রদোষে তৎ প্রতিপদো ভগবন্তুক্তমর্চয়েৎ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে লিখিত আছে,—যে প্রতিপদে গোবর্দ্ধনপূজা
করা হইবে, সেইদিন সায়ংকালে হরিভক্ত বলি ও তৎপত্নী বিদ্যাবলীর
মূর্তি পট্টে অঙ্কিত করিয়া পূজা করিবে ।

শ্রীবলিদৈত্যরাজ পূজার মন্ত্র প্রভৃতি পদ্মপুরাণে ও শ্রীহরিভক্তিবিলাসে
লিখিত আছে । বর্তমান সময়ে এই সমস্ত কৰ্মের অমুষ্ঠাতা অতি
বিবল । কাজেই তাহা লিখিয়া গ্রন্থ-কলেবর বৃদ্ধি করিলাম না ।

অথ যম-দ্বিতীয়া-কৃত্যম্ ।

উর্দ্ধে শুক্লদ্বিতীয়ায়াং মধ্যাহ্নে যমমর্চয়েৎ ।
স্নানং কৃৎবা ভানুজায়াং যমলোকং ন পশ্যতি ॥
তস্মাং নিজগৃহে বিপ্র ন ভোক্তব্যং ততো বুধৈঃ ।
স্নেহেন ভগিনীহস্তান্তোক্তব্যং পুষ্টিবর্দ্ধনম্ ॥
দানানিচ প্রদেয়ানি ভগিনীভ্যো বিধানতঃ ।
সৰ্বা ভগিন্যঃ সম্পূজ্যা অভাবে প্রতিপত্তজাঃ ॥

পদ্মপুরাণ-স্কন্দপুরাণয়োঃ ।

কার্ত্তিকমাসের শুক্লাদ্বিতীয়াতে মধ্যাহ্নকালে যমের অর্চনা করিবে ।
ঐ দিনে যমুনায়া স্নান করিলে আর যম পুরী দর্শন করিতে হয়
না । ঐ দিনে নিজগৃহে ভোজন করা বিজ্ঞব্যক্তির উচিত নহে ।
স্নেহে ভগিনীহস্তে ভোজন করিতে হয় ; ভগিনীহস্ত-দত্ত অন্ন পুষ্টিপ্রদ ।
সেই দিনে ভগিনীকে বস্ত্রাদি দান করিবে, যতগুলি ভগিনী থাকে,
সকলকেই সমাদর করিবে । সহোদরা না থাকিলে বৈমাত্রেয়ী ভগিনী
হস্তে ভোজনাদি করিবে ।

অথ শুক্লাষ্টমী কৃত্যম্ ।

শুক্লাষ্টমীতু কার্ত্তিকে স্মৃতা গোপাষ্টমী বুধৈঃ ।
তদ্দিনে বাসুদেবোহভূদ্ গোপঃ পূর্বস্তু বৎসপঃ ॥
তত্র কুর্যাদ্ গবাং পূজা গোত্রাসং গোঁ-প্রদক্ষিণম্ ।
গবানুগমনং কার্য্যং সৰ্বান্ কামানভীপ্সতা ॥

পদ্মপুরাণ-কুর্মপুরাণয়োঃ ।

পদ্মপুরাণে ও কৃষ্ণপুরাণে গোপাষ্টমী সম্বন্ধে লিখিত আছে যে—
কাৰ্ত্তিকমাসের শুক্লা অষ্টমী গোপাষ্টমী নামে বিখ্যাত । বাসুদেব
পূর্বে বৎসপ ছিলেন, ঐ দিনে তিনি গোপ হইয়াছিলেন । আত্ম-
হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ ঐ দিনে গোগণের পূজা করিবেন ; গোগ্রাস
দান, গোপ্রদক্ষিণ ও গবান্নগমন করিবেন ।

অথ প্রবোধিনীকৃত্যম্ ।

শয়ন্যামিব কৃৎনাস্যাং ক্ষীরান্তোদি-মহোৎসবম্ ।

প্রবোধ্য কৃষ্ণং সম্পূজ্য বিধিনারোহয়েদ্রথম্ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

শ্রীহরিভক্তিবিনাসে লিখিত আছে যে,—শ্রীহরির শয়নোৎসবের
তায় প্রবোধনোৎসব ও ক্ষীরান্তোদি-মহোৎসব সম্পাদন পূর্বক শ্রীহরিকে
প্রবোধিত করিবে ও যথাবিধি অর্চনা করিয়া রথে আরোহণ করাইবে ।

অথ প্রবোধিনীকৃত্য-নিত্যতা ।

জন্মপ্রভৃতি যৎ পুণ্যং নরোগোপার্জিতং ভুবি ।

বৃণা ভবতি তৎসর্বমকৃৎন্য বোধবাসরম্ ॥

স্কন্দপুরাণম্ ।

স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে যে,—মানবগণ আজন্ম যে সকল পুণ্য
অর্জন করিয়াছে, প্রবোধনী কৃত্য না করিলে, তৎসমস্ত বিনষ্ট হইয়া যায় ।

অথ প্রবোধনী-মাহাত্ম্যম্ ।

জাতঃ স এব স্মৃকৃতী কুলং তেনৈব পাবিতম্ ।

কার্ত্তিকে মুনিশার্দূল কৃত্য যেন প্রবোধনী ॥

যানি কানিচ তীর্থানি ত্রৈলোক্যে সম্ভবন্তি হি ।

তানি তস্য গৃহে সম্যক্ কৃত্য যেন প্রবোধনী ॥

প্রবোধনীমুপোষ্টৈব ন গর্ভে বিশতে নরঃ ।
 সর্বধর্ম্যান্ পরিত্যজ্য তস্মাৎ কুবর্ষীত নারদ ॥
 দুষ্কাক্ষিতোগি-শয়নে ভগবাননন্তো
 যস্মিন্ দিনে স্বপিত্তি চাথ বিবুধ্যতে চ ।
 তস্মিন্ননন্তমনসামুপবাসভজাং
 কামং দদাত্যভিমতং গরুড়াক্ষশায়ী ॥

পদ্মপুরাণম্ ।

প্রবোধনী-মাহাত্ম্য-সম্বন্ধে পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে,—কার্ত্তিক
 মাসে প্রবোধনী করিলে, তাহার জন্ম সার্থক হয় ও তাহার দ্বারা
 বংশ পবিত্র হয় । কার্ত্তিকমাসে প্রবোধনী করিলে, ত্রিভুবনস্থ নিখিল
 তীর্থ তাহার গৃহে উপস্থিত হন । প্রবোধনীতে উপবাসাদি করিলে
 আর মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিতে হয় না । অতএব সর্ব পরিত্যাগ
 করিয়া এই প্রবোধনীর অনুষ্ঠান করিবে । যেদিন ভগবান্ ক্ষীৰ-
 সাগরে শেষ-পর্য্যকে শয়ন কবেন ও যেদিন জাগরিত হন, একাগ্র-
 চিত্তে সেইদিনে উপবাস করিলে, গরুড়বাহন শ্রীভগবান্ মনের বাসনা
 পূর্ণ করেন ।

অথ শ্রীমথুরায়াং বিশেষতো মাহাত্ম্যম্ ।

তাবদগর্জ্জন্তি তীর্থানি বাজিমৈধাদয়ো মথাঃ ।
 মথুরায়াং প্রিয়া বিষ্ণো যাবন্মায়াতি বোধনী ॥
 সংসার-দাবতপ্তানাং কামসৌখ্যে পিপাসিনাম্ ।
 শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মস্ত সান্নিধ্যং শীতলং গৃহম্ ॥
 ভবপান্ধজনানাং বৈ প্রাপ্তিকেয়ং প্রবোধনী ।
 কথং ন সেব্যতে যুত মথুরায়াং কিমন্ততঃ ॥

পদ্মপুরাণম্ ।

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে,—যাবৎ মথুরাপুরীতে প্রবোধনী উপস্থিত না হয়, তাবৎ কানাই নিখিল তীর্থ ও অশ্বমেধাদি যজ্ঞ সম্পর্ক কবিয়া থাকে । যে সকল ব্যক্তি ভব-বহ্নিতে দম্ববিদগ্ধ ও কামসৌখ্য-পিপাসায় তৃষার্ত, একমাত্র শ্রীহরির চরণ-কমল সান্নিধ্যই তাহাদেব তাপজয়-হর শীতল গৃহ স্বরূপ । সংসার-পথের পথিকগণ প্রবোধনীর প্রসাদে সেই গৃহে বিভ্রামলাভ করিতে পাবে । স্ততরাং অশ্রু-তীর্থ কিংবা অশ্রু ক্রিয়ানুষ্ঠানে কি প্রয়োজন ? বে মূঢ় ! কেন মথুরায় প্রবোধনী-কৃত্য কবিতোছ না ।

অথ বিশেষতঃ প্রবোধন্যাং শ্রীভগবৎ পূজাদি-মাহাত্ম্যম্ ।

যেহর্চযন্তি নরাস্তম্যাং ভক্ত্যা দেবন্তু মাধবম্ ।

সমুপোষ্য প্রমুচ্যন্তে পাপৈস্তে সমুপার্জিতৈঃ ॥

বাল্যে যচ্চার্জিতং বৎস যৌবনে বার্কিকে চ যৎ ।

সপ্তজন্মকৃতং পাপং স্বল্পং বা যদি বা বহু ॥

শুভ্রাদ্রং মুনিশার্দূল স্তুগুহমপি নারদ ।

তৎ কালয়তি গোবিন্দ স্তির্থো তস্যাস্তু পূজিতঃ ॥

কন্দপুরাণম্ ।

কন্দপুরাণে প্রবোধনীতে শ্রীভগবৎপূজাদির মাহাত্ম্য লিখিত আছে,—
মাহারা ভক্তিসহকারে উপবাসী থাকিয়া ভক্তিসহকারে শ্রীহরির পূজা করেন, তাহার নিখিল পাতক হইতে মুক্তিলাভ করেন । বাল্য-কালে, যৌবনকালে, বৃদ্ধাবস্থায় এমন কি সপ্তজন্মে যে সমস্ত পাতক সঞ্চিত হইয়াছে, কিংবা ভিন্নসঞ্চিত আছে বা সমুপার্জিত যে পাপ জন্মিয়াছে, যাহা অতি-বিশাল,—এই সমস্ত অল্পই হউক বা অধিকই হউক, প্রবোধনীতে শ্রীহরির পূজা করিলে, ভক্তিসহকারে পাপই বিনাশ করেন ।

অথ প্রবোধকাল-নির্ণয়ঃ ।

আ-কা-ভা-সিতপক্ষেষু মৈত্রশ্রবণরেবতী ।

আদিমধ্যাবসানেষু প্রস্থাপাবর্তনাদিকম্ ॥

ভবিষ্যপুরাণম্ ।

ভবিষ্যপুরাণে শ্রীহরি-জাগরণের কাল নির্ণীত আছে যে, আছাড়, ভাদ্র ও কার্ত্তিক এই তিনমাসের শুরুপক্ষীয়া দ্বাদশীতে অম্বুরাধা, শ্রবণা ও রেবতী নক্ষত্রের আদি, মধ্য ও শেষপাদে শয়ন, পরিবর্তন ও উত্থান হয় ।

নিশি স্থাপো দিবোত্থানং সঙ্ক্যায়াং পরিবর্তনম্ ।

অন্যত্র পাদযোগেহপি দ্বাদশ্যামেব কারয়েৎ ॥

অপাদনিয়মস্তত্র স্থাপে বা পরিবর্তনে ।

পাদযোগো যদা ন স্যাদৃক্ষেণাপি তদা ভবেৎ ॥

পদ্মপুরাণ-বরাহপুরাণয়োঃ ।

পদ্মপুরাণ ও বরাহপুরাণে লিখিত আছে যে, অম্বুরাধা, শ্রবণা ও রেবতী নক্ষত্রের আদি, মধ্য ও শেষপাদের স্মৃতিত দ্বাদশী যোগ হইলে, নিশাভাগে শয়ন, সঙ্ক্যাকালে পার্শ্বপরিবর্তন ও দিবায় উত্থানোৎসব করিতে হয় । নক্ষত্রপাদ যোগ না পাইলে, কেবল দ্বাদশীতেই উৎসব করিবে । শয়ন ও উত্থানাদিতে পাদযোগের বিশেষ নিয়ম নাই । পাদযোগ না ঘটিলে, কেবল নক্ষত্র যোগেই করিবে ।

রেবত্যস্তো যদা রাত্রৌ দ্বাদশ্যাচ সমন্বিতঃ ।

তদা বিবুধ্যতে বিযুর্দিনাস্তো প্রাপ্য রেবতীম্ ॥

রেবত্যাঙ্গি-রথাস্তো বা দ্বাদশ্যাচ বিনা ভবেৎ ।

উভয়োরপ্যভাবেতু সঙ্ক্যায়াঞ্চ মহোৎসবঃ ॥

স্কন্দপুরাণম্ ।

স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে যে, রাত্রিতে দ্বাদশীর সহিত রেবতী নক্ষত্রের শেষপাদের যোগ ঘটিলে, সেইদিন অপরাহ্নে শ্রীহরির প্রবোধনোৎসব সম্পাদন করিবে। দ্বাদশীতে রেবতী নক্ষত্রের যোগ না হইলে, কিংবা দ্বাদশী ও নক্ষত্র উভয়েরই অভাব হইলে, দ্বাদশী-দিনে সন্ধ্যাকালে উৎসব করিবে।

অথ শ্রীভগবৎ-প্রবোধন-বিধিঃ ।

শয়ন্যামিব নিষ্পাণ্ড মহাপূজা জনাশয়ে ।

কৃষ্ণং নীহাথ সংকল্পং কৃৎস্না তৎক প্রবোধয়েৎ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে শ্রীভগবৎ-প্রবোধনবিধি লিখিত আছে যে,— শয়নোৎসবের ত্রায় প্রবোধনোৎসবেও জনাশয় তীরে শ্রীবিগ্রহ লইয়া গিরা, মহা পূজা সমাপনান্তে সংকল্প পূর্বক প্রভুকে জাগরিত করিবে।

অথ প্রবোধন-মন্ত্রঃ ।

ব্রহ্মেন্দ্র-রুদ্রাগ্নি-কুবের-সূর্য্য-

সৌমাদিভি বন্দিত-পাদপদ্ম ।

বৃধ্যস্ত দেবেশ জগন্নিবাস

মন্ত্র-প্রভাবেণ সুখেন দেব ॥

ইয়ন্তু দ্বাদশী দেব প্রবোধার্থং বিনিশ্চিত ।

ইয়েষ সর্বলোকানাং হিতার্থং শেষশায়িনা ॥

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ গোবিন্দ ত্যজ নিদ্রাং জগৎপতে ।

হরি সুপ্তে জগন্নাথে জগৎ সুপ্তং ভবেদিদম্ ॥

উথিতে চেষ্টতে সর্বমুত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ মাধব ॥

পদ্মপুরাণম্ ।

পদ্মপুরাণে শ্রীহরি-জাগরণের মন্ত্র লিখিত আছে,—হে দেবেশ ! হে জগন্নিবাস ! বিধি, ইন্দ্র, ক্রতু, বৃহি, কুবের, ভাস্কর ও চন্দ্র প্রভৃতি সুরগণ ত্বদীয় পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া থাকেন। হে দেব ! আপনি মন্ত্রপ্রভাবে সুখে জাগরিত হউন। হে দেব ! আপনি নিখিল লোকের হিতার্থ শেষশায়ি-মূর্তিতে জাগরণার্থ এই দ্বাদশীর সৃষ্টি করিয়াছেন। হে গোবিন্দ ! গান্ধোথান করুন, নিদ্রা ত্যাগ করুন। হে বিশ্বপতে ! আপনি জগতের নাথ, আপনি নিদ্রিত থাকিলে, জগৎ নিদ্রিত থাকিবে এবং আপনি জাগিলে ত্রকাণ্ড সচেষ্ট হইবে। হে মাধব ! গান্ধোথান করুন।

ততস্তল্লাং সমুখাপা কৃষ্ণং ঘণ্টাদিনিস্বনৈঃ।

তীরে সূখং নিবেশ্যথ প্রার্থয়েৎ তদনুগ্রহম্ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

তদনন্তর ঘণ্টাদি-বাণাসহকারে প্রভুকে শয্যা হইতে উঠাইয়া জলা-শয়-তটে সূখাসনে বসাইয়া প্রার্থনা করিলে।

প্রার্থনা-মন্ত্রো যথা—

সোহসাবদভ্র-করণো ভগবান্ বিবৃদ্ধ-

প্রেমস্মিতেন নয়নামুরুহং বিজৃম্বন্।

উখায় বিশ্ববিজয়ায় চ নো বিষাদং

মাধব্যা গিরাপনয়তাং পুরুষঃ পুরাণঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্।

শ্রীমদ্ভাগবতে প্রার্থনা-মন্ত্র লিখিত আছে যথা,—পরমদয়ালু পুরাণ-পুরুষ ভগবান্ হরি সপ্রেম হস্তদ্বারা স্বকীয় নয়ন-কমল বিকাশিত

করিয়া এই বিশ্বের উদ্ভবার্থ ও আমার প্রতি অনুগ্রহ বিস্তারার্থ
পাত্ৰোপস্থান করিয়া গধুর বচনে আমার বিষাদ বিদূরিত করুন ।

ততঃ পুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা সংস্থাপ্য বিধিবৎপ্রভুম্ ।

নীরাজ্য গ্ৰাসপূর্বকং বস্ত্রাদীনি সমর্পয়েৎ ॥

শ্রীহরিভক্তি বিলাসঃ ।

তৎপরে প্রভুকে পুষ্পাঞ্জলি সমর্পণ পূর্বক যথাবিধি স্থাপন, গ্ৰাসাদি
সাধন ও নীরাজন করিয়া বস্ত্রাদি সমর্পণ করিবে ।

বেদস্তুত্যাदिना स्तुত্বা स्वस्त्यादিত्यादिना प्रभुम् ।

সংপ্রার্থ্য গীতবাণ্যাদিঘোষৈরারোহরেদ্রুগম্ ॥

স্কন্দপুরাণম্ ।

স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে যে,—তদনন্তর বেদস্তুতি দ্বারা স্তব ও
“স্বস্ত্যস্তু বিশ্বস্তা মনঃ প্রসীদতাম্” ইত্যাদি মন্ত্রে প্রার্থনা করিয়া
গীতবাণ্যাদি-সহকারে শ্রীবিগ্রহকে রথে আরোহণ করাইবে ।

মহাতূর্য্যরবৈ রাত্ৰৌ ভ্রাময়েৎ শূন্যেনে স্থিতম্ ।

উপ্তিতং দেবদেবেশং নগরে পার্থিবঃ স্বয়ম্ ॥

দীপোদ্ভোতকরে মার্গে নৃত্যগীতসমাকুলে ॥

ভবিষ্যপুরাণম্ ।

ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে,—নিশাভাগে বাণ্যভাণ্ড সহকারে
রথাক্রুড় জাগরিত হরিকে নৃত্যগীত-সমাকুল দীপালোকে আলোকিত
পথে ভ্রমণ করাইবে । দেশাধিপতি স্বয়ং এই কার্য্যে যোগদান করিবেন ।

অথ স্বমন্দিরং নীত্ব পূর্ববৎ পূজয়েৎ প্রভুম্ ।

রাত্ৰৌ জাগরণং কুর্যাদ্বিধিবদ্বৈষ্ণবৈঃ সহ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

যথাবিধি রথযাত্রা সমাপনানন্তর শ্রীবিগ্রহ শ্রীমন্দিরে স্থাপন করিয়।
অর্চনা ও বৈষ্ণবগণসহ নাম-কীর্তনাদি সহকারে জাগরণ করিবে ।
এখানে বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে,—যদ্যপি উন্নীলনী প্রভৃতি মহাদ্বাদশী
নিবন্ধন পূর্বদিনে উপবাস না হয়, তাহা হইলে রথযাত্রার পর জাগ-
রণ করিবে । যদি পূর্বদিনে শ্রীএকাদশীর উপবাস হয়, তাহা হইলে
ঐ দিনে জাগরণ ও পারণদিনে রথযাত্রা করিবে ।

অথ কার্তিক-ব্রতোদযাপনম্ ।

পারণং কার্তিকে শুক্রে দ্বাদশ্যান্ত ততশ্চরেৎ ।

কৃষ্ণাস্যাগ্রে নিবেদ্যথ ব্রতং কৃচ্ছ্রাগ্রামুত্তমম্ ॥

বিষ্ণুলোকমবাপ্নোতি ভক্ত্যাভ্যর্চ্য জনর্দিনম্ ॥

পদ্মপুরাণম্ ।

কার্তিকমাসে শুক্লা দ্বাদশীতে পারণ করিয়া শ্রীহরি-সমীপে ব্রতকল
সমর্পণ পূর্বক ভক্তিসহকারে পূজা করিলে, শ্রীহরিধামে বাস হয় ।

প্রাভর্নিত্যক্রিয়াং কৃৎবা শক্ত্যা সংভোজ্য ভূমুরান্ ।

গৃহ্নন্ কৃতব্রতচ্ছৈদ্র্যং প্রদদ্যাৎ দক্ষিণাদিকম্ ॥

দানং যথাব্রতং তেভ্যো দত্ত্বা পারণমাচরেৎ ।

প্রবর্তয়েচ্চ সন্ত্যক্তং চাতুর্ন্যাস্যব্রতেষু যৎ ॥

মহাভারতম্ ।

মহাভারতে লিখিত আছে—কার্ত্তিকমাসের শুক্লাদ্বাদশীতে প্রাতঃ-
কালে স্নান ও নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে যথাশক্তি ত্র্যাক্ষণভোজন করা-
ইবে। শ্রীকৃষ্ণে ব্রতকল সমপর্ণ পূর্বক, ব্রতের অচ্ছিন্নাবধারণ ও
ব্রতদক্ষিণা দান করিবে। যিনি যেমন ব্রত করিয়াছেন, শাস্ত্রানুসারে
তদনুরূপ দান করিয়া ত্র্যাক্ষণভোজন করাইবেম এবং ব্রতে যে সমস্ত
আহার্য্য বস্তু ত্যাগ করা হইয়াছিল, তাহা পুনগ্রহণ করিবে। (আষাঢ়-
মাসে শুক্লাদ্বাদশীতে গৃহীত চাতুর্মাশ্য ব্রতেরও এই দিনে সমাপ্তি
হইবে এবং সেই ব্রতেও ঠিক এই প্রকার সমস্ত করিতে হইবে) ।

অথ ব্রতবিশেষে দানবিশেষঃ ।

কৃচ্ছ্রযুগ্মেতু গোযুগ্মং দদ্যাদ্ বিপ্রাংশ্চ ভোজয়েৎ ।

ত্রিরাত্রে মনিকং ছত্রমজাং চোপানহো তথা ॥

একাস্তুরোপবাসেচ দদ্যাদ্গাং সমলঙ্কৃতাম্ ।

বিভবে চ হলাশ্বর্ষে বলীবর্দযুতানি-তু ॥

ভোজয়েদেকভক্তেতু বিপ্রান্ নক্তেতু ষড়্ রসান্ ।

বস্ত্রে চাঘাচিতে দদ্যাৎ বৃষং সম্বর্ণচন্দনম্ ॥

শালীন্ দদ্যাৎ ফলাহারে গাঞ্চ দদ্যাৎ পয়োব্রতে ।

শাকাহারেতু বিতরেদ্ ঘৃতং রাজত-ভোজনৈঃ ॥

তৈলে ত্যক্তে ঘৃতং দদ্যাদ্ ঘৃতেতু বিতরেৎ পয়ঃ ।

বর্জিত্তে দগ্নিচ স্বর্ণং ক্ষীরেচ রজতং বুধঃ ।

লবণে লাবণাং ধেনুং স্বর্ণং চাত্যস্তনে তথা ॥

পুষ্পেচ পুষ্পং সৌবর্ণ-মুগানহমুগানহি ।

খট্টিয়াং শয়নং কাংস্যে সঘৃতং কাংস্যভোজনম্ ॥

ত্র্যঙ্কৈ মধুনি সংদদ্যাং পায়সং সমিতাস্থতম্ ।
 'মৌনীচ ঘণ্টাং সতিলান্ দদ্যাদ্ কনক-সংযুতাম্ ॥
 ভূমিভোজী কাংস্যপাত্রং গাঞ্চ দীপস্য দানতঃ ।
 সম্বতং তাম্রপাত্রঞ্চাদর্শং কেশাদি-রক্ষণে ॥
 দদ্যাৎ সুবর্ণপ্রতিমাং দম্পত্যো ব্রহ্মচর্য্যতঃ ।
 সর্বভাবেতু সন্তোষ্যাচ্ছৈদ্র্যং বিপ্রাংস্তু বাচয়েৎ ॥

পদ্মপুরাণম্ ।

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে,—যিনি চাতুশ্রাশ্র ব্রতে কিংবা কাঠিক-ব্রতে তপ্তকৃচ্ছ প্রভৃতির অনুষ্ঠান করেন, তিনি ব্রত-শেষদিনে দুইটি ধেনু দান করিবেন ও ব্রাহ্মণভোজন করাইবেন । ত্রিরাত্র-ব্রত করিলে মনিক (বৃহৎজলপাত্র বিশেষ) ছত্র, পাছুকা ও একটি ছাগী দান করিতে হইবে ।

একাস্তরোপবাস-ব্রতে অলঙ্কৃত গোদান করিতে হয় ।

এক-ভক্তব্রতে অর্থ সাগর্য্য থাকিলে, বৃষসহ আটটি হন প্রদান করিবে ।

নক্তব্রতে নধুরাদি ছয় বসদ্বারা ব্রাহ্মণভোজন করাইতে হয় । অঘাচিত-ব্রতে বস্ত্র এবং সুবর্ণ ও চন্দন সহ বৃষদান করিতে হয় ।

কলাহার ব্রতে শালিধাত্র, পয়োব্রতে গাভী, শাকাহারব্রতে রৌপ্য-পাত্রে ঘৃত । তৈল ত্যাগ করিলে ঘৃত । ঘৃতত্যাগ করিলে দুগ্ধ দান করিতে হয় ।

দধিত্যাগ করিলে সুবর্ণ ; দুগ্ধত্যাগ করিলে রৌপ্য ; লবণ ত্যাগ করিলে লবণ নির্মিত ধেনু । অভ্যঞ্জন- (তৈলমাখা) ত্যাগ করিলে তৈলপূর্ণ ঘট ও সম্বত পায়স দান করিবে ।

পুষ্পত্যাগে স্তব্ধ পুষ্প, পাঙ্কত্যাগে পাঙ্ক ; খট্টায় শয়নত্যাগ করিলে শয্যা ; কাংশ্রপাত্ৰত্যাগ করিলে ঘৃতসহিত কাংশ্রপাত্ৰ ।

মধুত্যাগ করিলে শর্করা ও ঘৃতমিশ্রিত পায়স ; মোনব্রতে (মোন হইয়া থাকিলে) তিল, স্তব্ধ ও ঘণ্টা ।

• ভূমিতে ভোজন করিলে কাংশ্রপাত্ৰ, এবং গোদান করিবে ।

দীপদান করিলে ঘৃতপূর্ণ কাংশ্রপাত্ৰ ; নথকেশাদি ধারণ করিলে দপণ এবং ব্রহ্মচর্য্য ব্রতপালন করিলে স্তব্ধপ্রতিমা দান করিতে হয় ।

অর্থসামর্থ্য না থাকিলে কিংবা পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে না পারিলে, ব্রাহ্মণগণের প্রীতি বিধান করিবে এবং তাঁহাদিগের দ্বারা অচ্ছিন্নব্রতচন করিবে ।

সর্ব্বেষামপ্যভাবে তু যথোপকরণং বিনা ।

বিপ্রবাক্যং স্মৃতং সম্যক্ ব্রতস্য পরিপূর্ত্তয়ে ॥

স্কন্দপুরাণম্ ।

স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে যে, যথোক্ত দ্রব্যের অভাবে কেবল-মাত্র ব্রাহ্মণ বাক্যেই ব্রত পরিপূর্ণ হয় ।

অথ তীর্থপঞ্চকাঙ্গিঃ ।

আরভ্যৈকাদশীং পঞ্চ দিনানি ব্রতমাচরেৎ ।

ভগবৎপ্রীতয়ে তীর্থ-পঞ্চকং যদি শরুয়াৎ ॥

তপা ধাত্রী-ব্রতং পৌর্ণমাস্যাং কুবরীত কার্ত্তিকে ।

তথা নবম্যাং শুক্লায়ামক্ষয়নবমীব্রতম্ ॥

পৈতামহাদি কৃচ্ছ্রানি মাসোপোষণমেবচ ।

সমর্থঃ কার্ত্তিকে কুর্য্যাৎ জাহ্নবা পান্নাদিতো বিধিম্ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিনাসঃ ।

সামান্ততঃ কার্তিক ব্রত যে সকলেরই কর্তব্য, তাহা শ্রীহরিভক্তি-
বিলাসে সবিস্তারে লিখিত হইয়াছে । সম্প্রতি সমর্থ হইলে আরও
অনেক ব্রত করা যায়, তাহাই লিখিত হইতেছে । বিশেষতঃ এই
যে, এই ব্রতগুলি বিধিপূর্বক করিতে পারিলে, শ্রীভগবানের প্রীতি-
বিধান হইবে ; না করিতে পারিলেও আপত্তি নাই ; কিন্তু কার্তিক-
ব্রত করিলে শ্রীহরির প্রীতিবিধান হয় বটে, কিন্তু না করিলে মহা-
পাপ হয় ।

সামর্থ্য থাকিলে, একাদশী হইতে আরম্ভ করিয়া পাচদিন শ্রীহরি-
প্রীত্যর্থ ভীষ্মপঞ্চক ব্রত করিবে, ইহারই নামান্তর বকপঞ্চক । এইরূপ
কার্তিক পূর্ণিমাতে ধাত্রীব্রত ও নবমীতে অক্ষয় নবমীব্রত করিবে ।
সমর্থ হইলে, পৈতামহকৃচ্ছ, মাসোপোষণ, বৈষ্ণব, মাহেন্দ্র প্রভৃতি বহু-
ব্রত পদ্মপুরাণাদিতে লিখিত আছে । সেগুলির অনুষ্ঠান করিতে
পারেন ।

কার্তিকীপূর্ণিমায় শ্রীশ্রীরাসযাত্রার প্রচলন দেখা যায় । কিন্তু শ্রীহরি-
ভক্তি বিলাসে তাহার কোন ব্যবস্থা দি নাই । সম্ভবতঃ “সর্ববৈষ্ণব
সাধারণ্যে ব্যবস্থা দেওয়ার অনুরোধে কিংবা তৎকালে বহুল প্রচলন
না থাকায়, শ্রীহরিভক্তিবিলাসে উহার ব্যবস্থা দেখা যায় না । ক্রম-
দীপিকা দি গ্রন্থে ইহার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা আছে । বর্তমান সময়ে শ্রীশ্রীরাস-
যাত্রার শাস্ত্রীয়ক্রিয়া অতিবিরল । কোন কোনও স্থানে পূজামাত্র
দেখা যায় ; কাজেই তাহার পদ্ধতি না লিখিয়া কেবল দিননির্ণয়
সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব ।

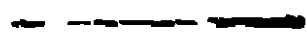
স্মার্ত ভট্টাচার্য্য-পাদ রাসযাত্রা সম্বন্ধে ব্যবস্থা না লিখিলেও
“চতুর্দশী পূর্ণিমা” এই যুগ্মতিথির নিয়মানুসারে চতুর্দশীযুক্ত পূর্ণি-
মাতেই যে রাসযাত্রা হইবে—এইটিই তাহার মত বলিয়া বোধ হয়,
তাঁহার মতানুসারে অতীতকালে কোন কোনও স্থানে ঐরূপ প্রচলন দেখা যায় ।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ার্চ্যগণ এ সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা না
দিলেও শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায়, রাসযাত্রার দিন পূর্ণচন্দ্র গগনে উদ্ভিত
হইয়াছেন এবং ক্রমদীপিকাদি গ্রন্থেও রাসযাত্রার ঐরূপ ব্যবস্থা
দেখিতে পাওয়া যায়। কাজেই যুগ্মাদয় না করিয়া প্রদোষব্যাপিনী
পূর্ণিমায় রাসযাত্রার প্রচলন গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে দেখা যায়।

কাজেই বিনি যে মতাবলম্বী, তাঁহার পক্ষে সেইভাবে কার্য
করাই বিধেয় বলিয়া বোধ হয়।

ইতি মানকৃত্য-প্রকরণম্ ।

সমাপ্তোহরঃ চতুর্থোল্লাসঃ।



ମକ୍ଷମ ଉଲ୍ଲାସଃ ।

କୀର୍ତ୍ତନ-ପ୍ରକରଣମ୍ ।

ନହା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚୈତନ୍ୟଂ ରାଧାବିନୋଦ-ଶର୍ମ୍ମଣା ।

ବୈଷ୍ଣବାନାଂ ପ୍ରାମୋଦାୟ କୀର୍ତ୍ତନଂ ଲିଖ୍ୟତେ ମୁନା ॥

କୃତେ ସନ୍ଧ୍ୟାୟତୋ ବିଷ୍ଣୁଂ ଦ୍ରେତାୟାଂ ସଞ୍ଜତୋ ମଥେଃ ।

ହାପରେ ପରିଚର୍ଷାୟାଂ କଲୌ ତନ୍ନିକୀର୍ତ୍ତନାଂ ॥

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତମ୍ ।

ସତ୍ୟ ଯୁଗେ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ଵାରା ଯେ କଲ ଲାଭ ହୁଏ, ଦ୍ରେତାୟୁଗେ ସଞ୍ଜାନ୍ତୁଷ୍ଠାନେ ଯେ କଲ ଲାଭ ହୁଏ, ହାପରେ ଶ୍ରୀହରି ପରିଚର୍ଷାୟ ଯେ କଲ ଲାଭ ହୁଏ, କଳି-ଯୁଗେ ଏକମାତ୍ର କୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ଵାରା ଜୀବଗଣ ସେହି କଲ ଲାଭ କରିତେ ପାରେ ।

କଳେର୍ଦୈଷିନିଧେ ରାଜନ୍ ଅସ୍ତି ହେକୋ ମହାନ୍ ଗୁଣଃ ।

କୀର୍ତ୍ତନାଦେବ କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ମୁକ୍ତସଂସଃ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମେଂ ॥

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତମ୍ ।

କଳିକାଳେ ଅଭାବତଃ ଜୀବେର ବିଷୟାସକ୍ତି ବାଢ଼େ ; ଦ୍ଵେଷ, ହିଂସା, ଚୌଧ୍ୟ, ଅନୁତ, ପ୍ରଭୃତି ମହାପାପ-ସମୂହ କଳିକାଳେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ । ଏହି ପ୍ରକାର କଳିକାଳେର ବହୁ ଦୋଷ ଆଛି ; ଏକ କଥାୟ କଳିଯୁଗ ଦୋଷେର ଆକର ବନିଲେଓ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହୁଏ ନା । କିନ୍ତୁ ଏତ ଦୋଷେର ନାଶୋଓ କଳିକାଳେର ଏକଟି ମହାନ୍ ଗୁଣ ଆଛି ଏହି ବେ, କଳିକାଳେ ଶ୍ରୀହରି-କୀର୍ତ୍ତନ କରିଲେ ଜୀବେର ମୋହାନ୍ଧକାର ଦୂର ହୁଏ ଯାଏ ଓ ଶ୍ରୀହରି-ଚରଣ-ପ୍ରାପ୍ତେ ଆଶ୍ରୟ ଲାଭ ହୁଏ ।

এইরূপ শত শত বচন দ্বারা তদনুশী শাস্ত্রকারগণ শ্রীহরিনাম-কীৰ্ত্তনের মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন ; বিশেষতঃ সৰ্ববিধ সাধন-শক্তিশূন্য কলি-জীবের কীৰ্ত্তনই এক মাত্র সম্ভব ।

হরেনাম হরেনাম হরেনামৈব কেবলম্ ।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

নারদীয়-পুরাণম্ ।

কলিকালে কেবল মাত্র হরিনামই জীবের অবলম্বন ; ইহা ছাড়া গতি নাই ! গতি নাই !! গতি নাই !!!

বদিও স্মরণাদি বহুবিধ ভক্ত্যঙ্গের কথা শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে—
তথাপি শাস্ত্রকারগণ কীৰ্ত্তনেরই প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছেন ।

অবচ্ছিৎ স্মরণং বিষ্ণোর্বহ্মায়াসেন সাধ্যতে ।

ওষ্ঠস্পন্দনমাত্রেন কীৰ্ত্তনন্তু ততো বরম্ ॥

বৈষ্ণবচিন্তামণিঃ ।

শ্রীবিষ্ণু স্মরণে জীবের অখিল পাতক বিনষ্ট হয় সত্য, কিন্তু স্মরণ বহু আয়াস সাধ্য ; যেহেতু কলিজীবের মন স্বভাবতঃ অতি চঞ্চল, কামনা বাসনার তরঙ্গে সৰ্বদা আন্দোলিত, এ অবস্থায় স্মরণ কেমন করিয়া হইবে ? সমস্ত বিষয় হইতে চিত্ত আকর্ষণ করিয়া, শ্রীগোবিন্দে সমর্পণ করিতে পারিলে ত স্মরণ হইবে ? বিশেষতঃ বাহার চিত্ত-চাঞ্চল্য বশতঃ স্মরণ করিবার শক্তি নাই, তাহার কি কৃষ্ণকৃপা-প্রাপ্তির কোনই উপায় নাই ? তাই শাস্ত্রকার বলিতেছেন—অবশ্য আছে ; কেবল মাত্র ওষ্ঠস্পন্দনের পরিশ্রম স্বীকার কর, তাহা হইলেই কীৰ্ত্তন হইবে ও সেই কীৰ্ত্তনেই শ্রীগোবিন্দ-চরণাবিন্দে প্রেম লাভ করিতে পারিবে ।

কীর্তন-মাহাত্ম্য শাস্ত্রে ভূরি ভূরি দেখা যায় ; সৰ্বলগ্নুলি একত্র
সম্মিলিত করা অসম্ভব । কাজেই স্ত্রী ভক্তগণ দিগ্‌দর্শনেই বুঝিয়া
লইবেন । সম্প্রতি কীর্তন-স্বরূপ-বিচার ও কীর্তন লিখিত হইতেছে ।

অথ কীর্তন-লক্ষণম্ ।

নাম-রূপ-গুণাদীনামুচ্চৈর্ভাষাতু কীর্তনম্ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ ।

শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণের নাম
কীর্তন ।

বহুভিমিলিত্বা কীর্তনং সংকীর্তনমিত্যুচ্যতে । তত্ত্ব, চমৎকার-
বিশেষ-পোষাৎ পূর্ববতোহপ্যধিকমিতি ক্ষেয়ম্ ॥

শ্রীভাগবতসন্দর্ভঃ ।

বহু ভক্ত মিলিত হইয়া সগম্বরে কীর্তন করার নাম, সংকীর্তন ।
কীর্তন অপেক্ষা সংকীর্তনেরই মাধুর্য্য অধিক ; যেহেতু ইহা অবশ্যে
পামণ্ডুরও হৃদয় গলিয়া যায় । কাজেই সংকীর্তন কীর্তন অপেক্ষাও
শ্রেষ্ঠ ।

নাম, রূপ, গুণ ও লীলার কীর্তন ভেদে কীর্তন চতুর্বিধ হইলেও
কেবল মাত্র নাম সংকীর্তনই যে প্রেম প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ উপায়, এ কথা
শাস্ত্রে বহু স্থানে লিখিত আছে । বিশেষতঃ নামাশ্রয় করিলেই ক্রমে
ক্রমে রূপ, গুণ ও লীলার স্ফুর্তি হইয়া থাকে । কলিয়ুগ-পাবনাবতার
শ্রীশ্রীমদ্ব্যাসপ্রভুও এইজন্য কলিজীবের ঘরে ঘরে নাম-প্রচারই করিয়াছেন ।

শ্রীভগবানের অনন্ত নাম ও প্রত্যেক নামেরই সমান শক্তি ।
ভববন্ধন মোচনে ও প্রেম প্রদানে কোন নামই অসমর্থ নহেন ।
শ্রীমদ্ভাগবতাদি-শাস্ত্রোক্ত কিংবা ব্যাস শ্রুত প্রভৃতি ভক্ত-পরিকল্পিত
নামের ত কথাই নাই, আধুনিক কল্পিত—এমন কি “স্বাধি

অহিমী” প্রভৃতি শব্দ মধ্যস্থ ব্যবহিত নামও জীবকে কৃতার্থ করিতে কুণ্ঠিত নহেন ।

সাম্ভারণ ভাবে নামের এইরূপ মহিমা শাস্ত্রে কীর্তিত থাকিলেও কিছু বিশেষ ব্যবস্থাও শাস্ত্রে দেখা যায় । যথা, ঔষধসেবনে বিষ্ণু চিন্তা করিবে, ভোজনে জনার্দন চিন্তা করিবে, বিবাহে প্রজাপতি চিন্তা করিবে ইত্যাদি কামনা-ভেদে নাম স্মরণেরও ভেদ ব্যবস্থা দেয়া যায় ।

নাম-মাহাত্ম্য সম্বন্ধেও কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য যে শাস্ত্রে নাই, এমত নহে—

সহস্র-নাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যাতু যৎ ফলম্ ।

একাবৃত্ত্যাতু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি ॥

স্কন্দপুরাণম্ ।

বিষ্ণু-সহস্র নাম পাঠ করিলে জীবের অশেষ পুণ্য সঞ্চয় হয় । কিন্তু সেই বিষ্ণু-সহস্রনাম তিন বার পাঠ করিলে যে ফল লাভ হয়, একবার মাত্র কৃষ্ণ নামোচ্চারণে সেই ফল লাভ করা যায় ।

শাস্ত্রে এইরূপ নামবিশেষের মহিমা বর্ণিত আছে ; কিন্তু এই সমস্ত দেখিয়া নামবিশেষের উপর অশ্রদ্ধা করিয়া নরকে যাওয়া নিষেধ নহে । নাম মাহাত্ম্য আলোচনা করিয়া কায়মনোবাক্যে নামাশ্রয় করাই উচিত । আমাদের সম্প্রদায়চার্য্য শ্রীজীবগোস্বামি-পাদ শ্রীভাগবত-সন্দর্ভে শ্রীভগবানের নাম শ্রবণ-কীর্তনাদি সম্বন্ধে ব্যবস্থা দিয়াছেন যে—

“অত্রৈবং বিবেচনীয়ম্ । শ্রীভগবন্নামাদেঃ শ্রবণং তাবৎ পরমং শ্রেয়ঃ । তত্রাপি মহদাবির্ভাবিত-প্রবন্ধাদেঃ । তত্র মহৎকীর্ত্যমানস্য । ততোহপি শ্রীভাগবতস্য । তত্রাপিচ মহৎকীর্ত্যমানস্যোতি । অত্র মূর্ত্যাভিমতয়াজ্ঞান ইতিবৎ নিজা-

কীর্তনামাদিশ্রবণস্ত মুহুরাবর্তয়িতব্যম্ । তত্রাপি^১ সমাসনমহানু-
ভবমুখাৎ । সর্বস্য শ্রীকৃষ্ণনামাদিশ্রবণস্ত পরম ভাগ্যাদেব
সম্পদ্যতে, তস্যা পূর্ণভগবদ্বাদিতি । এবং কীর্তনাদিশ্রবণ্যনু
সংক্লেয়ম্ ॥”

শ্রীভাগবতসন্দর্ভঃ ।

শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদি শ্রবণসম্বন্ধে বিবেচন
এই যে,—সাধারণতঃ শ্রীভগবানের নামাদি শ্রবণেই জীবের পরম
কল্যাণ হয় । শুদ্ধ ভক্ত কর্তৃক আবির্ভাবিত নাম ও লীলাপ্রবন্ধাদি^২
যদি শুদ্ধ ভক্তকর্তৃক কীর্তিত হয়, তাহা হইলে, তাহা শ্রবণে অচিরাৎ
পরম মঙ্গললাভ হয় । শ্রীভাগবতস্থ নাম লীলাদি শুদ্ধভক্ত কর্তৃক
কীর্তিত হইলে, তাহা শ্রবণে যে পরম মঙ্গললাভ হইবে, তাহা ত
বলাই বাহুল্য । তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, যেমন শ্রীভগবানের অনন্ত-
মূর্তি থাকিলেও সমস্ত মূর্তিতে ভক্তি রাখিয়া নিজের অতীষ্ট মূর্তির
সেবা করাই শাস্ত্রে বিহিত আছে, সেইরূপ শ্রীভগবানের অনন্তনাম
থাকিলেও সমস্ত নামে ভক্তি রাখিয়া নিজের অতীষ্ট নাম লীলাদিষ্ট
পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিতে হয় । সমবাসনা বিশিষ্ট ভক্তের মুখে
শ্রবণ করিলে আরও প্রেমোচ্ছ্বাস হয়, তাহাতে সন্দেহই নাই ।
শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, সূতরাং তাঁহার নাম-লীলাদি শ্রবণ বহুভাগ্যেব
ফলে সংঘটিত হয় । কীর্তনাদিতেও এইরূপ ব্যবস্থা জানিবে ।

ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, শ্রীভগবানের সকল
নাম সমান-শক্তিসম্পন্ন ও সমান ফলপ্রদ হইলেও শুদ্ধভক্তকর্তৃক
আবির্ভাবিত ও কীর্তিত, তদুপরি শুদ্ধভক্ত পরিগীত শ্রীভাগবতস্থ
নাম তদুপরি নিজের অতীষ্ট নাম, সর্বোপরি শ্রীকৃষ্ণনামই গোড়ীয়
বৈষ্ণব সম্প্রদায়চার্যগণ কীর্তনীয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন । সর্ব-

বৈষ্ণব সাধারণ্যে এই বাবুসাই যথেষ্ট ; কিন্তু গোড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের হৃদয়ের আরও একটি নিগূঢ় ধন আছে । সম্প্রদায়াচার্যগণ তাঁহাদের সিদ্ধাস্তগ্রন্থে এবিষয় স্বেচ্ছা না করিলেও একেবারে অব্যক্ত রাখেন নাই । প্রতি গ্রন্থের প্রতিপ্রবন্ধের প্রথমেই সেই হৃদয়ের বস্তু দেখাইয়া গিয়াছেন । শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থের ত কথাই নাই, তাহার প্রতি ছত্রে ছত্রে ঐ প্রাণের ভাষার স্রমধুর ঝঙ্কার ।

কাজেই আমাদের কীর্তনের সিদ্ধাস্ত বুঝিতে হইলে একটু তলা-ইয়া বুঝিতে হইবে ও পূর্ব মহাজনের কিছু আচার দেখিতে হইবে ।

বেদান্ত-কাননে পরিভ্রমণশীল শ্রীপাদ সার্কভোম যখন বিশ্রামের স্থানিকেতন পাইয়াছিলেন, তখন তাঁহার আচার দেখুন—

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শচীশ্রুত গুণধাম ।

এই ধ্যান এই জপ এই লয় নাম ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ।

অধিক কথা বলিব কি, যাহার নয়নজল-ধারায় জগতে, প্রেমের বন্যা আসিয়াছিল, সেই আমাদের প্রভু সীতানাথের কথা শুনুন—

আজি আর কোন অবতার গাওয়া নাই ।

আজি হইতে গাও সবৈচৈতন্য গোঁসাই ॥

শ্রীচৈতন্যভাগবত ।

এই সমস্ত প্রমাণে স্পষ্টই বুঝিতে পারা গাইতেছে যে, গোড়ীয় বৈষ্ণবের হৃদয়বীণা গৌর নামের সুরে বাঁধা ও তাহাতে গৌর রাগিনী গাহিতে গাহিতে কৃষ্ণ নামের মূর্ছনা উঠে । গোড়ীয় বৈষ্ণবের প্রাণ গৌরপ্রেমের বন্যায় ভাসিতে ভাসিতে কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিনীতে পড়ে । গোড়ীয় বৈষ্ণবের নিকট কৃষ্ণতত্ত্ব প্রকাশ করিলে, তাঁহাদের হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে প্রতিধ্বনি আসিবে—

“নন্দমুত বলি যারে ভাগবতে গাই
সেই কৃষ্ণ অন্তীর্ণ চৈতন্য গোসাই ॥”

অধিক লিখিয়া গ্রন্থ-কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাহি না, গোড়ীয় বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের হৃদয়ের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝুন, তাঁহাদের অভীষ্ট নাম কি ও তাঁহাদের কৃষ্ণ কোথায়? অবহিতচিত্তে শুনিলে উত্তর পাইবেন, আমাদের অভীষ্ট নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও আমাদের কৃষ্ণ রাধাভাবে ঢাকা গোরে বাধা ।

গৌরপ্রেম-রসার্গবে সে তরঙ্গে যেবা ডুবে
সে রাধা মাধব অন্তরঙ্গ ।

শ্রীনরোত্তমদাস ।

সম্প্রতি প্রচলিত নাম সংকীৰ্ত্তন সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব ।

“হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥”

প্রায় ৮।১০ বৎসর হইতে এই তারক ব্রহ্ম নাম আমাদের দেশে বহুল পরিমাণে কীর্তিত হন । অষ্ট প্রহর, চব্বিশ প্রহর, ছাপ্পান প্রহর, নব রাত্রি, নগর কীর্তন প্রভৃতি সমস্ত কার্যেই এই তারক ব্রহ্ম নাম ব্রহ্মের ন্যায় ব্যাপকতা লাভ করিয়াছেন । না হইবেই বা কেন? একে ত নামটি কলিসম্বরগোপনিষত্কৃত, তাহার উপর আবার কলি-যুগ-পাবনাবতার শ্রীশ্রীমন্নহাপ্রভু এই নাম নিজে কীর্তন করিয়াছেন । নাম সাধনার প্রকট মূর্তি, শ্রীহরিদাস ঠাকুরও নাকি এই নামই প্রত্যহ তিন লক্ষ করিয়া কীর্তন করিতেন । কাজেই আমাদের গোড়ীয় বৈষ্ণবগণের মধ্যে অনেকেই এই নাম কীর্তন করিয়া থাকেন ।

সময় নির্ধারণ করিতে না পারিলেও অতি প্রাচীন কাল হইতে

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে নামকীর্তন সম্বন্ধে আর একটি ব্যবস্থা দেখা যায় । কতকগুলি মহামুভব অষ্ট প্রহরাদিতে—

“শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ ।

হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধে গোবিন্দ ॥”

এই নাম কীর্তন করেন । তারক ব্রহ্মনাম তাঁহারা কীর্তনে ব্যবহৃত করিতে ইচ্ছুক নহেন । তাই বলিয়া যে তাঁহারা তারক ব্রহ্ম নাম পরিত্যাগী, এমনত নহে । যেহেতু তাঁহারা প্রত্যেকেই জপ মালায় তারক ব্রহ্ম নাম জপ করিয়া থাকেন । ইহাদের বক্তব্য এই যে, তারক ব্রহ্ম নাম অনাদি-সিদ্ধ ; কিন্তু শ্রীশ্রীমদ্ব্যহা প্রভুর প্রচারের পূর্বে—

“হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ॥”

এইরূপ বিপরীত ভাবে ব্যবহৃত হইতেছিলেন । এখনও বোম্বাই প্রদেশে মুদ্রিত কলিসম্বরগোপনিষদে এইরূপ বিপরীতই দেখা যায় । কলিযুগ-পাবনাবতার শ্রীশ্রীমদ্ব্যহা প্রভু কলিজীবের কল্যাণার্থ বিপরীত ভাব পরিত্যাগ করিয়া—

“হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ॥

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥”

এইভাবে কৃষ্ণ নাম মহামন্ত্র রূপে জগতে প্রচার করিয়া প্রেমে জগৎ ভাসাইয়াছেন ।

শ্রীচৈতন্যমুখোদগীর্ণ-হরে কৃষ্ণোতি-বর্ণকাঃ ।

মজ্জয়ন্তো জগৎপ্রেমি বিজয়ন্তে তদাহ্বয়াঃ ॥

লঘুভাগবতামৃতে শ্রীপাদ-রূপগোষাঙ্গী ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীমুখোচ্চারিত “হরে কৃষ্ণ” ইত্যাদি ষাট্ৰিংশ দক্ষরাত্মক শ্রীকৃষ্ণ-কৃষ্ণ মহামন্ত্র জয় যুক্ত হউন। ষাঁহার কৃপায় এ মরজগৎ প্রেমের বন্যায় মজ্জমান।

গোড়ীয় বৈষ্ণবগণ কোনও দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, “চৈতন্যের যেই আজ্ঞা সেই বেদ হয়” এই মহাবাক্যের অনুসরণ করিয়া শ্রীচৈতন্যজ্ঞা মন্তকে বহন করিবেন—তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কাজেই এখন দেখিতে হইবে যে, শ্রীশ্রীমন্নহাপ্রভু এই জীব নিস্তারক নাম কেমন করিয়া ব্যবহার করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন ও নিজেকেমন করিয়া ব্যবহার করিয়া জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন।

“হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥”

এই ত কহিল কৃষ্ণ নাম মহামন্ত্র ।

ইহা গিয়া জপ সবে করিয়া নিরবধি ॥

শ্রীচৈতন্যভাগবত ।

সুধীগণ এখানে স্পষ্টই বুঝিতেছেন, শ্রীশ্রীমন্নহাপ্রভুর আদেশ কি। বিশেষতঃ শ্রীশ্রীমন্নহাপ্রভু যখন কাশীধামে সন্ন্যাসি-সভার কৃষ্ণ নাম মহামন্ত্রের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন, তখনও বলিয়াছেন—

কিবা মন্ত্র দিল গোঁসাই কিবা তার বল ।

জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল ॥

হাসায় নাচায় মোরে করায় ক্রন্দন ।

এত শুনি গুরু মোরে বলিলা বচন ॥

কৃষ্ণ নাম মহামন্ত্রের এই ত স্বভাব ।

যেই জপে তার কৃষ্ণ উপজয়ে ভাব ॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীশ্রীমন্নহাপ্রভু বাক্যম্ ।

ইহাতে সরল ভাবেই বুঝা যাইতেছে যে, এই মহামন্ত্র শ্রীগুরু-
দেবের নিকট গ্রহণ করিয়া জপ করিতে করিতে জীব কৃতার্থ হয় ।
শ্রীমন্মহাপ্রভুও জীবশিক্ষার্থে তাহাই করিয়াছেন । এখনও আমাদের
সম্প্রদায়ে সৰ্ব্বত্রই দেখা যায়, শ্রীগুরুদেব শিষ্যের কর্ণে এই মহামন্ত্র
প্রদান করেন ও শিষ্য মালায় জপ করেন । মেদিনীপুর, যশিপুর
প্রভৃতি স্থানে এই মহামন্ত্রই দীক্ষা মন্ত্ররূপে অद्याপি ব্যবহৃত হন ।

মানস, উপাংশু ও বাচিক এই ত্রিবিধ জপ আছে । তাহার
নব্য বাচিক জপ উচ্চৈঃস্বরে করা যায়, কাজেই শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুও
এই মহামন্ত্র বাচিক জপ রূপে উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিয়াছেন ও জপ-
নমসাস্ত্যসারে তাহার সংখ্যা রাখিয়াছেন ।

বগ্নং প্রেমভর-প্রকম্পিত-করো গ্রন্থিং কটে ভোরকে ।

সংখ্যাতুং নিজলোক-মঙ্গল হরেকৃষ্ণোতি নাম্নাং জপন্ ।

ইত্যাদি ।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতগ্রন্থে শ্রীমদ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুকে
হৃৎক্ষেপে দেখিয়া বর্ণনা করিতেছেন যে, শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু ভুবনমঙ্গল
শ্রীতারক ব্রহ্মনাম উচ্চারণ করিয়া তাহার সংখ্যা রাখিবার জন্ত
প্রকম্পিত হস্তে কটি ভোরে গ্রন্থি বন্ধন করিতেছেন ।

হরে কৃষ্ণোভ্যুচ্চৈঃ স্মরিত-রমনো নামগণনা

কৃতগ্রন্থিশ্রেণী স্তম্ভগকটিমূত্রোজ্জ্বলকরঃ ।

বিশালান্ধো দীর্ঘার্ঘলযুগল-খেলাধিতভুজঃ

স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশো যাস্যতি পদম্ ॥

শ্রীরূপগোস্বামিকৃত চৈতন্যষ্টকম্ ।

শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাঁহার চৈতন্যচষ্টকে বর্ণনা করিয়াছেন—
 “হরে কৃষ্ণ” ইত্যাদি মহামন্ত্রের উচ্চ-উচ্চারণে ষাঁহার রসনা স্ফুরিত,
 এই মহামন্ত্রের সংখ্যা রাখিবার জন্য যিনি গ্রন্থিসমূহ দ্বারা কটিসূত্র
 উজ্জলিত করিতেছেন, ষাঁহার কর্ণাস্তম্পর্শ নয়নদ্বয় নাম জপ জন্য
 প্রেমে আরও বিশালতা ধারণ করিয়াছে, ষাঁহার সুদীর্ঘ অর্গলতুল্য
 বাহুদ্বয় নাম জপ জন্য প্রেমে নানা খেলা খেলিতেছে, হায়! আবার
 কি কোনও দিন সেই শ্রীশ্রীমন্নহাপ্রভুর মধুর মূর্তি নয়নে দেখিব।’

নিজন্তে গোড়ীয়ান্ প্রভুমপরিগৃহ্য প্রভুরিমান্

হরে কৃষ্ণেত্যেবং গমনবিধিনা কীর্তয়ত ভোঃ ।

ইতি প্রায়াং শিক্ষাং জনকইব তেভ্যঃ পরিদিশন্

শচীসূনুঃ কিং মে নয়নসরণাং যাস্মৃতি পুনঃ ॥

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামিকৃত শচীসুতাষ্টকম্ ।

শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামী তাঁহার শচীসুতাষ্টকে বর্ণনা করিয়া-
 ছেন,—যে দয়াময় প্রভু গোড়ীয় ভক্তগণকে নিজের বাঁলিয়া কোলে
 টানিয়া পিতার মত উপদেশ দিয়াছেন, ‘বাপ! হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র
 গণনা করিয়া কীর্তন কর। হায়! আর কি কোনও দিন সেই
 শচীনন্দনকে দেখিব।’

ইহাতে স্পষ্টই বুঝা বাইতেছে যে, শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামীও
 শ্রীমন্নহাপ্রভুর নিকট এই উপদেশই পাইয়া ছিলেন। তাঁহাদের ত
 “ভুনা গৌরাক্ষ” কিংবা “শাস্ত্রের গৌরাক্ষ” নহেন, তাঁহাদের দেখা
 গৌরাক্ষ ।

পূর্বোক্ত তিন শ্লোকে, শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী, শ্রীপাদ
 রূপগোস্বামী ও শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামী এই তিন জন
 শ্রীশ্রীমন্নহাপ্রভুর প্রকট লীলার পরিকর; তাঁহারা শ্রীমন্নহাপ্রভুকে

যেভাবে মহামন্ত্র ব্যবহার করিতে দেখিয়াছেন তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার উপর আমরা আর কি সমালোচনা করিব। শাস্ত্রই বলুন, যুক্তিই বলুন, আর পাণ্ডিত্য বলে ভাব-ব্যাখ্যাই বলুন,—এই “দেখা কথার” নিকট কেহই স্থান পাইবেন না।

• এই সকল সুস্পষ্ট প্রমাণে বোধ হয় কাহারও বুঝিতে বাকি থাকিল না যে, শ্রীমন্নহাপ্রভু ও তাঁহার প্রকট লীলার পরিকরণকেই তারকব্রহ্ম নাম জপ ছাড়া ব্যবহার করেন নাই। শ্রীমন্নহাপ্রভুর ও শ্রীমুখের আজ্ঞা কি তাহাও কাহারও বুঝিতে বাকি থাকিল না। এখন সুধীগণ বিবেচনা করিয়া যাহা কর্তব্য হয় করুন।

• আমাদের সম্প্রদায়ের কতকগুলি মহাত্মা প্রতিজ্ঞা পূর্বক লাগিয়া গিয়াছেন, শ্রীশ্রীমন্নহাপ্রভুর আদেশ যাহাই হউক বা তিনি যাহাই করুন, আমরা তারকব্রহ্ম নামই কীর্তন করিব। তাঁহারা তারকব্রহ্ম নাম কীর্তন সম্বন্ধে কিছু যুক্তিও প্রদর্শন করিতে ক্রটি করেন না। তাঁহারা বলেন যে—

• “ইহা গিয়া জপ সবে করিয়া নির্বন্ধ।”

এই মহাপ্রভুর আদেশ। তিনি জপ করিতে বলিয়াছেন সত্য; কিন্তু তিনি ত কীর্তন করিতে বারণ করেন নাই; অতএব তারকব্রহ্ম নাম কীর্তনও করা যাইতে পারে। এ প্রকার যুক্তি দেখাইলে, সুধীগণের নিরুত্তর হওয়াই উচিত, “লোচনভ্যাং বিহীনশ্চ দর্পণঃ কিং কবিশ্ৰুতি” যাহার নয়ন নাই, তাহাকে আর দর্পণ দেখাইয়া কি বুঝাইব? তথাপি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য বলিতেছি যে ব্যাকরণ শাস্ত্রে আছে—“অকার পরে থাকিলে ইকারের স্থানে ঘকার হয়” কিন্তু ককার যে হয় না, তাহা বলেন নাই বলিয়াই কি ককারও হইবে? এক বিষয়ে বিধি দিলেই বুঝিতে হইবে যে, তাহা ছাড়া সমস্ত বারণ করা হইল।

তারক ব্রহ্ম নাম সংকীৰ্ত্তনকারিগণ আরও বলেন যে, শ্রীমন্নামহাপ্রভু গণনা করিয়া কীৰ্ত্তন করিতে বলিয়াছেন ; অতএব আমরা “অষ্ট প্রহর” কীৰ্ত্তন করি, ইহাতে অষ্টপ্রহর এই কালে গণনা হইয়া গেল ।

এ কথার উত্তরে বক্তব্য এই যে—যদি কাহাকেও বলা হয় “এই টাকাগুলি গণনা করিয়া লও” তাহা হইলে কি তিনি “এই টাকা গুলি অষ্টপ্রহর আমার ঘরে থাকিল, অতএব কালে গণনা হইয়া গেল” এইরূপ ব্যবহার করেন ?

তারক ব্রহ্ম নাম-কীৰ্ত্তনকারিগণের একটা বড় কথা এই যে— “হরিদাস ঠাকুর এই নাম উচ্চ করিয়া বলিতেন ।” তদুত্তরে বেনী কিছু বলিতে হইবে না, হরিদাস ঠাকুর দৈনিক তিন লক্ষ সংখ্যা করিয়া কীৰ্ত্তন করিতেন, ইহাতেই বৃষ্টিবেন—তিনি কোন্‌ মতাবলম্বী ছিলেন । বিশেষতঃ হরিদাস ঠাকুর যে তারক ব্রহ্ম নামই কীৰ্ত্তন করিতেন, এমন কিছু প্রমাণ নাই । শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত আলোচনা করিলে দেখা যায়, তিনি কেবল মাত্র কৃষ্ণ নাম কীৰ্ত্তন করিতেন ।

একদিন মায়া, সুন্দরী যুবতী মূর্তি ধারণ করিয়া হরিদাস ঠাকুরের গোফা দ্বারে উপস্থিত হইয়া, তাহাকে মোহন করিবার অভিলাষে নানা হাব ভাব প্রকাশ করেন ; কিন্তু—

“কৃষ্ণ নামাবিষ্টে মন সদা হরিদাস ।

অরণ্যে রোদিত হইল স্ত্রীভাব প্রকাশ ॥

পরিশেষে কৃষ্ণ নাম প্রভাবে মায়া নিজেই মোহিত হইয়া শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে বলিতে লাগিলেন ।

ব্রহ্মাদি জীবের আমি সভারে মোহিল ।

একলা তোমারে আমি মোহিতে নারিল ॥

মহাভাগবত তুমি তোমার দর্শনে ।

তোমার কীৰ্ত্তনে কৃষ্ণ নাম অবগে ॥

চিন্তা শুদ্ধ হইল চাহে কৃষ্ণ নাম লইতে ।
 কৃষ্ণ উপদেশি কৃপা করহ আমাতে ॥
 পূর্বে আমি রাম নাম পাঞাছি শিব হৈতে ।
 তোমা সঙ্গে লোভ হইল কৃষ্ণ নাম লৈতে ॥
 মুক্তি হেতু তারক ব্রহ্ম হয় রাম নাম ।
 কৃষ্ণ নাম পারক হয় করে প্রেম দান ॥
 কৃষ্ণ নাম দেহ তুমি মোরে কর ধন্য ।
 আমাকে ভাসাও যৈছে এই প্রেম বন্যা ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ।

শ্রীহরিদাস ঠাকুর কোন্ নাম কীর্তন করিতেন, ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাউতেছে ; অতএব যুক্তি তর্কের অবতারণা করার প্রয়োজন নাই ।

শ্রীধাম বৃন্দাবনাদি স্থানে প্রাচীন সিন্ধু বৈষ্ণবব্রন্দ তারক ব্রহ্ম নাম উচ্চৈঃস্বরে বলেন, ইহা দেখা যায় সত্য ; কিন্তু তাহাতে আপত্তির কিছুই নাই । যেহেতু তাঁহাদের হাতে সর্বদাই জপমালা থাকে ; এ অবস্থায় ২১০ বার উচ্চৈঃস্বরে বলিলে, তাহা বাচিক জপেই পরিগণিত হয় ।

প্রাচীন কীর্তনীয়াগণ বড় দশকুণী প্রভৃতি তাল সহকারে তারক ব্রহ্ম নাম কীর্তন করিতেন ও অতাপি শ্রীঅদ্বৈতদাস পণ্ডিত বাবাজী মহাশয় প্রভৃতি করেন, কিন্তু সে কীর্তন লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন ; তাঁহারা—

“গোরা জপে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ” ইত্যাদি ভাবে গান করেন ; তাহাতে ঐ নাম মধুর গৌর লীলাতেই পর্য্যবসিত হয়, স্বতন্ত্র তারক ব্রহ্ম নাম কীর্তন নহে ।

আমরাও পূর্বকালে অনিয়াছি কোনও গৌর-লীলার অন্তরূপে

একবার তারক ব্রহ্ম নাম কীর্তন করিয়া, প্রাচীন প্রভুপাদগণ তাহাতে “এই নাম আমার গৌর জপে” বলিয়া আখর দিতেন। এখন দেখিতে পাই, তারক ব্রহ্ম নাম কীর্তন করিয়া তাহাতে “এই নাম আমার গৌর বলে” বলিয়া আখর দেওয়া হয়। কারণ “গৌর জপে” বলিলে আর নিজেদের মতলব দিক হয় না।

সম্ভবতঃ কোনও প্রভাবযুক্ত গৌরভক্ত সম্প্রদায়ের উপর দেন বশতঃই আজ কাল শ্রীধাম নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে এত বহুল পৰিমাণে তারক ব্রহ্ম নাম কীর্তন প্রভৃতি হইতেছে। তারক ব্রহ্ম নাম সংকীর্তন সমর্থন করিবার জন্য শ্রীধাম নবদ্বীপ হইতে ‘শ্রীহরি নাম মঙ্গল’ নামক একখানি পুস্তক বাহির হইয়াছে এবং পরম কারুণিক পণ্ডিত মণ্ডলী তাহাতে নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন। শ্রীধাম নবদ্বীপ বাসি প্রভুপাদগণের মধ্যেও কেহ কেহ কোন কারণ বশতঃ ইহাতে নাম স্বাক্ষর করিতে আপত্তি করেন নাই। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তারক ব্রহ্ম নাম সংকীর্তন সম্বন্ধে বিশিষ্ট প্রমাণাদি ‘শ্রীহরি নাম মঙ্গলে’ পাওয়া যায় কি না তাহা সুদীর্ঘ স্বচক্ষে দেখিয়া বিবেচনা করিবেন। শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে শ্রীযুত গোপাল দাস বাবাজী মহারাজ ‘শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরানন্দ’ পত্রিকায় ‘শ্রীহরিনাম মঙ্গলের’ প্রতি অক্ষরে অক্ষরে সমালোচনা করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন, কিন্তু বড়ই আশ্চর্যের বিষয় এই যে যাহারা ‘শ্রীহরি নাম মঙ্গলে’ নাম স্বাক্ষর করিয়া তারকব্রহ্ম নাম সংকীর্তনে প্রীতি প্রদর্শন করিয়াছেন তাঁহারা তাহার বিরুদ্ধে এ পর্য্যন্ত এক কলমও লিখিতে সমর্থ হন নাই।

শ্রীধাম নবদ্বীপে পূর্ব বঙ্গের বহু ভক্ত প্রতি বৎসরেই আগমন করেন। ‘শ্রীহরি নাম মঙ্গলে’ নাম স্বাক্ষর কারি প্রভুপাদগণের মধ্যেও অনেকে কৃপা পূর্বক পূর্ববঙ্গের ধনি ভক্তদের গৃহে উপস্থিত হইয়া অযাচিত কৃপা প্রকাশ করেন। ইহাতে পূর্ববঙ্গবাসি বিচার, শক্তি

বিহীন সরলচেতা ভক্তগণের মধ্যেও তারক ব্রহ্ম নামের অষ্ট প্রহরাদি প্রচলিত হইয়া গিয়াছে ।

আমি যথাযথভাবে দুই মতই আলোচনা করিলাম । দুই দলেরই চরণ মস্তকে ধারণ করিয়া করযোড়ে অনুরোধ করিতেছি যে, কলি-যুগের শ্রেষ্ঠ ভজন নাম-সংকীৰ্তনে হেমাঙ্ঘরি পরিত্যাগ করিয়া জগত্ত-গৌর নাম প্রচার করিয়া গোড়ীয় সম্প্রদায়ের সার্থকতা সম্পাদন করুন ।
গোড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিশেষত্বই গৌর নাম ।

“গৌর ভকতি গৌর মুক্তি গৌর বেদের সার ।
গৌর বলিয়া জনম যাউক কিছুই না চাহি আর ॥”

এই ভক্ত-হৃদয়ের ভাবে গোড়ীয় বৈষ্ণবগণ প্রতিহৃদয় ভাবিত করুন । বিশেষতঃ আমরা অপরাধী জীব । আমাদের গৌর ছাড়া গতি কি ?

কৃষ্ণ নাম করে অপরাধের বিচার
কৃষ্ণ নাম অপরাধীর না হয় বিকার ॥
নিতাই চৈতন্যে নাহি এ সব বিচার ।
নাম লৈতে প্রেম দেন বহে অশ্রুধার ॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার ।
তাঁরে না ভজিলে কত না হয় নিস্তার ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ।

গোড়ীয় বৈষ্ণবগণ আপনারা বুকে হাত দিয়া বলুন দেখি, জগত্তর জীবকে কৃষ্ণ নামে মাতাইয়া আপনারা গৌরবান্বিত হন, কি গৌর নামে মাতাইয়া আপনারা গৌরবান্বিত হন ?

• অধিক কথা বলিব কি, নাম-সাধনার প্রকট মূর্তি শ্রীহরিদাস-

ঠাকুর আজন্ম দৈনিক তিন লক্ষ কৃষ্ণ নাম সংকীৰ্ত্তন করিয়া যখন সিদ্ধিপ্রাপ্ত হন, তখন—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম লয় বার বার ।

শ্রদ্ধমুখ মাধুরী পিয়ে নেত্রে জলধার ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম করিতে উচ্চারণ ।

নামের সহিতে প্রাণ করিল উৎক্রামণ ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ।

এখন বুঝুন, গোড়ীয় বৈষ্ণবগণের সাধ্য কি ? গোড়ীয় বৈষ্ণবের সকল সাধনার সিদ্ধি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম । ইহাতে বিমুখ হওয়া কোমল মতেই উচিত নহে ।

সকল ভুবন এবে গায় গৌরচন্দ্র ।

তথাপিহ সবে নাহি গায় ভূতবৃন্দ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে বিমুগ্ধ যে জন ।

নিশ্চয় জানিহ সেট পাপী ভূতগণ ॥

শ্রীচৈতন্যভাগবত ।

প্রেমদাতার শিরোমণি গৌরপ্রেমের ভাগুরী আনার নিতাইটানন্দ সৰ্বদা এই ভাবেই ভাবিত ছিলেন—

সদাই জপেন নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।

অপনেও নাহিক নিত্যানন্দ মুখে অন্য ॥

শ্রীচৈতন্য ভাগবত ।

গোড়ীয় বৈষ্ণবগণ এই সমস্ত শাস্ত্র আলোচনা করিয়া কর্তব্য স্থির করিবেন । অধিক লিখিয়া গ্রন্থ বাড়াইতে চাহি না । যদি ইহার

পরেও কিছু জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে মংকৃত “নাম সংকীৰ্তন বিচার” নামক গ্রন্থ দেখিবেন।

• সম্প্রতি নিত্য প্রয়োজনীয় কতকগুলি কীর্তন পদাবলী দেখাইব ।

গোড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে শেষ রাত্রি হইতে আরম্ভ করিয়া, পুনঃ শয়ন কাল পর্যন্ত নানাবিধ পদাবলী কীর্তনের রীতি আছে, তাহা ছাড়া ও সময়-বিশেষে নানাবিধ পদাবলী কীর্তনের প্রচলন দেখা যায় । তন্মধ্যে—

নিশান্তে মঙ্গল আরতি ।—

মঙ্গল আরতি গৌর কিশোর ।

মঙ্গল নিত্যানন্দ জোর হি জোর ॥

মঙ্গল শ্রীঅদ্বৈত ভকতহি সঙ্গে ।

মঙ্গল গাওত প্রেম তরঙ্গে ॥

মঙ্গল বাজত খোল করতাল ।

মঙ্গল হরিদাস নাচত ভাল ॥

মঙ্গল ধূপ দীপ লইয়া স্বরূপ ।

মঙ্গল আরতি করে অতরূপ ॥

মঙ্গল গদাধর হেরি পল্লী হাস ।

মঙ্গল পাওত দীন কৃষ্ণদাস ॥

মঙ্গল আরতি যুগল কিশোর ।

জয় জয় কর তঁহি সখীগণ ভোর ॥

রতন প্রদীপ করে টলমল থোর ।

নিরখন্ত মুখবিধু শ্রাম স্নগোর ॥

ললিতা বিশাখা সখী প্রেমে আগোর ।

করত নির মঙ্গল দৌহে দুঁহ ভোর ॥

বৃন্দাবন কুঞ্জহি ভুবন উজ্জোর ।
 মুরতি মনোহর যুগল কিশোর ॥
 গাওত শুক পিক নাচত ময়ূর ।
 চাঁদ উপেখি মুখ নিরখে চকোর ॥
 বাজত বিরিধ যন্ত্র ঘন ঘোর ।
 শ্রামানন্দ আনন্দে বাজায় জয় থোর ॥

প্রাতঃকালীন ভজন কীর্তন ।

সোণের নব গৌর সুন্দর নাগর বনোয়ারী ।
 নদীয়া-ঈন্দু করুণাসিন্ধু ভকত-বৎসলকারী ।
 বদন-চন্দ্র অধর সুরঙ্গ নয়নে গলত প্রেম-তরঙ্গ,
 চন্দ্র কোটি ভান্স কোটি মুখ শোভা উজ্জয়ারী ।
 কুসুমের শোভিত চাঁচর চিকুর
 ললাটে তিলক নাসিকা উজ্জোর ।
 দশন মোতিম অমিয়া হাস দামিনী ঘনয়ারী ।
 নকর কুণ্ডলে বালকে গণ্ড, মণিকৌস্তভ-দীপ্ত কণ্ঠ
 অরুণ বসন করুণ বচন শোভা অতি ভারি ।
 মালা চন্দনে চর্চিত অঙ্গ লাজে লঙ্ঘিত কোটি অনঙ্গ,
 চন্দন বলয় রতন নুপুর যজ্ঞমুদ্রা-ধারী ।
 ছত্র ধরত ধরণী ধরেন্দ্র গাওত যশ ভকত বৃন্দ
 কমলা-সেবিত পাদ-পদ্ম বলি যাই বলিহারী ।
 কহত দীন কৃষ্ণদাস গৌর চরণে করত আশ
 পতিত পাবন নিতাই চাঁদ প্রেমদানকারী ।

জয় রাধে শ্রীরাধে গোবিন্দ জয় রাধে শ্রীরাধে ।

ନନ୍ଦ-ନନ୍ଦନ ବୃଷଭାନ୍ତ-ଦୁଲାରୀ ସକଳ ଗୁଣ ଅଗାଧେ ।

ভৈরব সময় কালে কোকিল বোলয় ডানে

ভ্রমর হরিগুণ গাওয়ে !

କୋହି ସଖୀ ଓଠତ

କୋହି ସମ୍ପାଦିତ

• কোহি সখী যুগল ভাগাওয়ে ।

উঠিয়া পালক পরে

ਡੂੰਘਾਨ ਬੈਠੇਲ

ଡୁଢ଼ ମୁଖ ଶୁନ୍ଦର ମାଞ୍ଜେ ।

শ্রমদসে আগোর

নাগরী নাগর—

নিভୱ ନିକୂଞ୍ଜେ ବିରାଜେ—

ଆମେ ଓ ଉପାଦେୟ

ଅଧିକାରୀ ନୂପୁର—

না চলিতে রুগু রুগু বাজে—

রাখার চরণে

মণিমায়া মঞ্জীর—

ରୁଗ୍‌ ରୁଗ୍‌ ରୁଗ୍‌ ରୁଗ୍‌ ବାଜେ ।

শ্রাম-গলে বনমালা বিরাজিত রাই গলে মতিমালা ।

শ্যাম শিরে মোহন চূড়া বিরাজিত রাই শিরে বেণী দোলে ।

শ্রামের বামে নবীন କିଶୋରୀ ଖୁଚକି ଖୁଚକି ହାମେ ।

যুগল কিশোর

রূপ দেখিয়াত সখীগণ

অনিন্দ সাগরে ভাসে ।

সব সখী মেলি

করুণা আৰতি—

1

জয় জয় সব মো' ফুকারে ।

श्रीन कृष्णदाम

যনে যনে গগই—

কবে গার সেবা অধিকারে ।



ভজন কীর্তনান্তে উচ্চৈঃস্বরে গ্রামের পথে পথে টহল কীর্তন
করিতে হয় । তাহাতে শ্রাবরজ্জন্ম মূৰ্খজীব কৃতার্থ হয় । টহল কীর্তনে
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত প্রভু নিত্যানন্দ । হরেকৃষ্ণ হররাম রাধে গোবিন্দ ।
এই নাম কিংবা কোনও শ্রীগৌরলীলা কীর্তন করাই বিধেয় ।

নিতাই গৌরানন্দ নিতাই গৌরানন্দ নিতাই গৌরানন্দ গদাধর ।

জয় শচীনন্দন জগজীব-তারণ কলুষ-নাশন অবতার ।

জয় হাড়াই-নন্দন পদ্মাবতী জীবন প্রেম প্রদানকারী অবতার ।

জয় শ্রীমীতানাথ শ্রীঅচ্যুত তাত গৌর আনিল করি ছত্কার ।

জয় মাধব-নন্দন রত্নাবতী জীবন

শ্রীগৌরানন্দ প্রেমরসে মাতোয়ার ।

শ্রীবাসাদি ভক্তগণ করে নাম সংকীর্তন

পূৰ্বরাগ গায় স্বরূপ দামোদর ।

বালকবৃদ্ধ পুরুষ নারী সনে বলে গৌরহরি

কি লীলা করিল প্রভু চমৎকার ।

দীন কৃষ্ণদাস বলে রেখো প্রভু চরণ তলে

ভজনবিহীন জনে কর পার ।

মধ্যাহ্নকালীন ভোজন আরতি (অষ্টৈতগৃহে)

ভজ পতিতোকারণ-শ্রীগৌরহরি ।

শ্রীগৌরহরি নবদ্বীপ-বিহারী—

দীন দয়াময়-হিত কারী ॥

প্রভু লয়ে নিত্যানন্দ আনন্দে মগন ।

গঙ্গাতীরে দুইজনে কৈল আগমন ॥

হেন কালে শ্রীঅষ্টৈত সেথায় আসিয়া ।
 কর জোড়ে প্রভু আগুে রহে দাঁড়াইয়া—
 প্রভু কহে সীতানাথ কেন হেথা আইলা ।
 আমি বৃন্দাবনে তুমি কেমনে জানিলা ॥
 অষ্টৈত কহেন তুমি বাহা তাঁহা বৃন্দাবন ।
 মোর ভাগ্য শান্তিপুরে তব আগমন ॥
 প্রেমাবেশে তিন দিন আছ উপবাস ।
 আজ মোর ঘরে ভিক্ষা চল মোর বাস ॥
 এত বলি প্রভু লয়ে আনন্দ অন্তর ।
 চলিলা শ্রীসীতানাথ আপনার ঘর ॥
 বসিতে আসন দিলেন রত্নসিংহাসন ।
 স্বর্ণ তুঙ্গারে প্রভুর ধোয়ালেন চরণ ॥
 শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু কর অবধান—।
 ভোগ মন্দিরে প্রভু করহ পয়ান ॥
 বামে প্রভু সীতানাথ দক্ষিণে নিতাই ।
 মধ্য আসনে বৈসে চৈতন্য গোসাই ॥
 সীতাঠাকুরাণী আর শান্তিপূর-নারী ।
 হনু হনু দেয় সবে গৌর বদন হেরি ॥
 শাক স্কুতা ভাজি দিয়ে সারি সারি ।
 ভোগের উপরে দেন তুলসী-মঞ্জরী ॥
 নাহি জানি পরিপাটি নাজানি রন্ধন ।
 শুখা রুখা একমুষ্টি করহ ভোজন ॥
 দধিহুঙ্ক যতছানা আর লুচি পুরী ।
 আনন্দে ভোজন করেন নদীয়া-বিহারী ।
 ভোজনের অবশেষ কহিতে না পারি ।

ভ্ৰুং পুরিয়া দিল সুবাসিত বারি ॥
 ভোজন করিয়া প্রভু কৈলেন আচমন ।
 সুবর্ণ খড়িকা দিবে দস্ত শোধন ॥
 আচমন করিয়া প্রভু বৈসে সিংহাসনে ।
 কপূর তাম্বুল যোগায় প্রিয় ভক্তগণে ॥
 বিচিত্র পানকে প্রভু করিলেন শয়ন ।
 হরিদাস মুকুন্দ করে পদ সম্বাহন ॥
 ফুলের চৌয়ারি ঘর ফুলের কেয়ারী ।
 ফুলের রত্ন সিংহাসন চান্দোয়া মশারি ॥
 ফুলের পাপড়ি প্রভুর উড়ে পড়ে গায় ।
 তার মধ্যে মহাপ্রভু সুখে নিদ্রা যায় ॥
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাসের অমুদাস ।
 শেষ উচ্ছিষ্ট মাগে নরোত্তম দাস ॥

ভজ গোবিন্দ মাধব গিরিধারী—
 হে গিরিধারী গোবর্দ্ধন ধারী—
 কেলিকলা রস মনোহারী ॥
 ভজ গোবিন্দ গোবিন্দ গোপালা ।
 জয় অধম উদ্ধারণ নন্দ-দুলালা ॥

— — —

শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর-বর্ণিত শ্রীমন্নহাপ্রভুর ভোজনলীলা শ্রীচৈতন্য-
 চরিতামৃত লিখিত শ্রীমদ্বৈত গৃহে ভোজন-বিলাসের প্রতিচ্ছবি বলিলেও
 অত্যাঙ্কি হয় না । ইহা ছাড়া শ্রীমন্নহাপ্রভুর শ্রীবাসপণ্ডিত, শ্রীগৌরী-
 দাস ও পুরীতে শ্রীসার্কভৌম গৃহে ভোজন-বিলাস দেখা যায় ।

শ্রীম নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় সম্ভবতঃ সকল স্থানের ভোজন বিলাসেরই পৃথক পৃথক পদ রচনা করিয়াছিলেন । তথাপি সমস্ত পদগুলি একত্র করিয়া দেখিলে বড়বেশী পার্থক্য দেখা যায় না । সেই জন্য সব পদগুলি মিশিয়া খিচুড়ি হইয়া গিয়াছে । বিশেষতঃ শ্রীশ্রীমন্নহাপ্রভুর কোন্ লীলায় কোন্ কোন্ ভক্ত সঙ্গে ছিলেন, তাহা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে দেখিয়া সন্নিবেশ করাই ভাল । ইহা না দৃষ্টিয়া অনেকে শ্রীঅদ্বৈত গৃহের ভোজন-বিলাস কীর্তন করিতে গিয়া

চৌষটি মোহান্ত আর ষাদশ গোপাল ।

ছয় চক্রবর্তী বৈসে অষ্ট কবিরাজ ॥

শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ ।

শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥

ইত্যাদি অসংলগ্ন পয়ার যোজনা করিয়া থাকেন । তাঁহারা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত খুলিয়া দেখিবেন, যেদিন শ্রীনিত্যানন্দ সঙ্গে শ্রীমন্নহাপ্রভু অদ্বৈত গৃহে, সীতাঠাকুরাণীর হস্তে ভোজন করেন, সেদিন শ্রীমন্নহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, শ্রীশ্রীমদ্বৈত প্রভু, হরিদাস ও যুকুন্দ এই পাঁচজন ছাড়া আর কেহই ছিলেন না । আরও দেখিবেন, শ্রীরূপ সনাতন প্রভৃতি কখনও শ্রীনবদ্বীপ কিংবা শ্রীশান্তিপুরে শ্রীশ্রীমন্নহাপ্রভুর লীলা দর্শন করেন নাই । ছয়চক্রবর্তী কিংবা অষ্ট কবিরাজের ত কথাই নাই । ইহারা শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য, শ্রীমন্নহাপ্রভুর অপ্রকটের পর ইহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । কাজেই শ্রীঅদ্বৈত গৃহের ভোজন বিলাসে এ সমস্ত অসংলগ্ন পয়ার যোজনা করা কখনই উচিত নহে । ঘরে বসিয়া সর্বজ্ঞ হওয়া অপেক্ষা গ্রন্থ দেখিয়া কিংবা শাস্ত্রজ মুখে শ্রুতিয়া কার্য্য করাই ভাল ।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ভোজন-বিলাস

(শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে)

ভজ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ ।
 গদাধরের প্রাণ মোর প্রভু গৌরচন্দ্র ॥
 শ্রীবাস শ্রীচৈতন্যকে নিমন্ত্রণ কৈল ।
 মধ্যাহ্ন সময়ে প্রভু তথায় আইল ॥
 শ্রীবাস-গৃহিণী দিলেন বসিতে আসন ।
 সূবর্ণ ভূঙ্গারে প্রভুর ধোয়ালেন চরণ ॥
 এই নিবেদন দাসীর এই নিবেদন ।
 ভোগ-মন্দিরে প্রভু করহ গমন ॥
 তবে মহাপ্রভু উঠি মন্দিরে চলিল ।
 ভক্তগোষ্ঠী সঙ্গে প্রভু ভোজনে বসিল ॥
 বামে প্রিয় গদাধর দক্ষিণে নিতাই ।
 মধ্য আসনে বৈসে চৈতন্য গোসাই ॥
 সম্মুখে অষ্টদ্বত বৈসে আনন্দে মগন ।
 যথাযোগ্য স্থানে বৈসে যত ভক্তগণ ॥
 সম্মত শাল্যন্ন ব্যঞ্জন দিয়ে সারি সারি ।
 ভোগের উপরি দিল তুলসী-মঞ্জরী ॥
 গঙ্গাজল তুলসী দিয়ে কৈল নিবেদন ।
 আনন্দে ভোজন করেন শ্রীশচীনন্দন ॥
 দধি দুগ্ধ যত ছানা নানা উপহার ।
 আনন্দে ভোজন করেন শচীর কুমার ॥
 শ্রীবাস-গৃহিণী আর নবদ্বীপ-নারী ।
 হনুধ্বনি করে সবে গৌরা মুখ হেরি ॥

ভোজনেন অবশেষ কহিতে না পারি ।
 ভুজার পুরিয়ে দিলু সুবাসিত বারি ॥
 ভোজন করিয়া প্রভু কৈলেন আচমন ।
 সুবর্ণ খড়িকা দিয়ে দন্ত শোধন ॥
 আচমন করিয়া প্রভু বৈসেন সিংহাসনে ।
 কপূরী তাম্বূল যোগায় প্রিয় ভক্তগণে ॥
 বিচিত্র পালকে প্রভু করিলেন শয়ন ।
 গোবিন্দ দাস করে চরণ সেবন ॥
 ফুলের চৌয়ারি ঘর ফুলের কেয়ারী ।
 ফুলে রত্ন সিংহাসন চাঁদোয়া মশারি ॥
 ফুলের পাপড়ি প্রভুর উড়ে পড়ে গায় ।
 তার মধ্যে মহাপ্রভু স্থখে নিদ্রা যায় ॥
 বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরে মহাপ্রভুর গায় ।
 আনন্দেতে গদাধর চামর ঢুলায় ॥
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাসের অমৃতদাস ।
 সেবক অভিলাষ মাগে নরোত্তম দাস ॥

স্বদীপন এই দুই পদ লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, কিছু কিছু সামঞ্জস্য
 থাকায় কেমন ভাবে মিশিয়া গিয়া একটি অদ্ভুত পদ হয় ।

শ্রীমহাপ্রসাদ ভোজন কালীন কীর্তন ।
 ভজ মন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ ।
 কলি ঘোর মোচন আনন্দ কন্দ ॥
 রাবণ মারি বিভীষণ উদ্ধারী ।
 দ্রোপদী লজ্জা নিবারণকারী ॥

গোকুল সখা সঙ্গে ধেমু চরাওয়ে ।
 সো পছ ঘরে ঘরে প্রেম বিলাওয়ে ।
 সুরধুনী-তীরে বিহরে দোন ভাই ।
 রূপা করি উদ্ধারিল জগাই মাধাই ॥
 শিব-সনকাদি ষাকো ভেদ না পাওয়ে
 সো প্রভু বিহরে শ্রীনবদ্বীপ মাঝে ॥
 ভকত-বৎসল প্রভু শ্রীগৌরহরি ।
 দীন কৃষ্ণদাস স্বামী যাও বলিহারী ॥

রাম কহে সুখভঞ্জে, কৃষ্ণ কহে দুঃখ যায়, মহিমা মহাপ্রসাদ পাওয়ে
 সাধু প্রেম পিরীতি লাগাই । প্রেম সে কহ শ্রীরাধেকৃষ্ণ বলিছে-
 প্রভু নিতাই চৈতন্যদ্বৈত শ্রীরাধারণী কি জয়, শ্রীমহাপ্রসাদ কি
 জয়, দাতা ভোক্তাকি জয়, রসুইয়া পূজারি কি জয়, নগর বাহ্যাকি
 জয়, চারিধাম কি জয়, চারি সম্প্রদায় কি জয়, অনন্ত কোটি বৈষ্ণব
 কি জয়, গৌরভক্তবৃন্দ কি জয় ।

মহাপ্রসাদ ভোজন কালীন ধ্বনি—

গৌরচন্দ্র অবতার শিরোমণি যো দীননাথ প্রচণ্ড ।
 যোহি নাহি মানত গৌরহরি সো নর হওত পাবণ্ড ॥

প্রেম সে কহ ইত্যাদি ।

সখাগণ সঙ্গে রঞ্জে যদুনন্দন ভোজন করত দোন ভাই ।
 রোহিণী দেবী করত পরিবেশন রসবতী দেয়ত বাঢ়াই ॥

প্রেম সে কহ ইত্যাদি ।

এইপ্রকার নানাবিধ দোঁহাধার। শ্রীভগবৎ স্মরণ-পূর্বক ভক্তগণ
প্রসাদ ভোজন করিয়া থাকেন ।

সন্ধ্যাকালীন আরতি-কীর্তন ।

শ্রীমহাপ্রভুর আরতি ।

ভালি গোরাটাদেব আরতি বনি ।
বাজে সঙ্কীর্ণনে মধুর ধ্বনি ॥
শঙ্খ বাজে ঘণ্টা বাজে বাজে করতাল ।
মধুর মৃদঙ্গ বাজে গুণিতে রসাল ॥
বিবিধ কুশ্মে দোলে গলে বনমানা ।
শত কোটি চন্দ্র জিনি বদন উজ্জ্বলা ॥
ব্রহ্মা আদি দেব থাকো ঘোড়করে ।
সহস্র বদনে ফণী মণি ছত্র ধরে ॥
শিব শুক নারদ ব্যাস বিচারে ।
নাহি পরাংপর থাকো পরে ॥
শ্রীনিবাস হরিদাস মঙ্গল গাওয়ে ।
গদাধর গোবিন্দাদি চামুর ঢুলাওয়ে ॥
বীর বল্লভদাস শ্রীগৌর চরণে আশ ।
জগতরি রহিল মহিমা প্রকাশ ॥

শ্রীরাধারানীর আরতি ।

জয় জয় রাধে জীকো মারণ তৌহারি ।
ঐ ছন আরতি যাও বলিহারী ॥
পাট পট্টাধর ওড়ে নীলশাড়ী ।
সীংখি সিন্দুর যাই বলিহারী ॥

ବେଶ ବନାଓଡ଼ ପ୍ରିୟ ସହଚରୀ ।
 ରତନ ସିଂହାସନେ ବୈଷ୍ଣବ ଶୃଙ୍ଗାରୀ ॥
 ରତନେ ଉଦ୍ଭିତ ଯଶ ମାନବିକ ଯତି ।
 ବାଳୟ ଆଭରଣ ପ୍ରତି ଅହେର ଜ୍ୟୋତି ॥
 ଚୋଦିକେ ସଖୀଗଣ ଦେଇ କରତାଳି ।
 ଆରତି କରୁଛି ନିଲିତା ପିୟାରୀ ॥
 ନବ ନବ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ଯଜ୍ଞ ଗାଓରେ ।
 ପ୍ରିୟ ନର୍ତ୍ତକସଖୀଗଣ ଚାମର ଡୁଳାଓରେ ॥
 ରାଧାପଦ-ପଦ୍ମ ଡକତୁହି ଆଶା ।
 ଦାସ ଯନୋହର କରତ ଭରସା ॥

ଶ୍ରୀଯଦନ ଗୋପାଳ ଆରତି ।

ଚରଣ ସକଳ ସନ୍ତାପ ଉଗ୍ରଙ୍କୋ
 ମିଠି ତପନ ଦାୟ କାଳୋ କି ।
 ଆରତି କିରେ ଜୟ ଜୟ ଯଦନଗୋପାଳ କି ॥
 ଗୋସ୍ୱତ ରଚିତ କମ୍ପୁରକ ବାତି
 ବାଳକତ କାଞ୍ଚନ ଧାର କି ।
 ଆରତି କିରେ ଜୟ ଜୟ ଯଦନଗୋପାଳ କି ॥
 ବାଞ୍ଛେ ଘଣ୍ଟାତାଳ ଯଦଜ ବାଞ୍ଛାରୀ
 ବାଞ୍ଛତ ବେଘୁ ରମାଳ କି ।
 ଆରତି କିରେ ଜୟ ଜୟ ଯଦନଗୋପାଳ କି ॥
 ଚରଣ କମଳ ପର ନୂପୁର ବାଞ୍ଛେ
 ଅଞ୍ଜଳି କୁନ୍ଦୁମ ଗୋଲାଳ କି ।
 ଆରତି କିରେ ଜୟ ଜୟ ଯଦନଗୋପାଳ କି ॥

ନୟର ମୁକୁଟ

ମୀତାସ୍ତର ଶୋଭେ

ଓରେ ଦୋଳ ବୈଜୟନ୍ତୀ ମାଳ କି ।

ଆରତି କିରେ ଜୟ ଜୟ ଯଦନଗୋପାଳ କି ॥

ଚନ୍ଦ୍ର କୋଟି କୋଟି

ଭାସୁ କୋଟି ଛବି

ମୁଖ ଶୋଭା ନନ୍ଦ ଝୁଲାଇ କି ।

ଆରତି କିରେ ଜୟ ଜୟ ଯଦନଗୋପାଳ କି ॥

ସୁନ୍ଦର ଲୋଳ

କମ୍ପୋଳନ କିରେ ଛବି

ମୋହନ ଗୋକୁଳ ଲାଳ କି ।

ଆରତି କିରେ ଜୟ ଜୟ ଯଦନ ଗୋପାଳ କି ॥

ସ୍ତବଗୀତ

କରୁଥାନ୍ତି ଆରତି

ଧେନୁସଂସ ପ୍ରତିପାଳ କି ।

ଆରତି କିରେ ଜୟ ଜୟ ଯଦନଗୋପାଳ କି ॥

ଓଁ ଓଁ ବାଲି ବାଲି

ରଘୁନାଥ ଦାମ ଗୋସ୍ବାମୀ

ନିରାକୃତ ଯଦନ ଗୋପାଳ କି ।

ଆରତି କିରେ ଜୟ ଜୟ ଯଦନଗୋପାଳ କି ॥

ଯଦନ ଗୋପାଳ ଜୟ ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ କି ।

ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ ଜୟ ଜୟ ଯଦନମୋହନ ଲାଳ କି ॥

ଯଦନମୋହନ ଲାଳ ଜୟ ଜୟ ଗୋପୀନାଥ ଲାଳ କି ।

ଗୋପୀନାଥ ଲାଳ ଜୟ ଜୟ ରାଧାରମଣ ଲାଳ କି ॥

ରାଧାରମଣ ଲାଳ ଜୟ ଜୟ ରାଧାବିନୋଦ ଲାଳ କି ।

ରାଧାବିନୋଦ ଲାଳ ଜୟ ଜୟ ରାଧା ଦାମୋଦର ଲାଳ କି ॥

ରାଧା ଦାମୋଦର ଲାଳ ଜୟ ଜୟ ଗିରିଧାରୀ ଲାଳ କି ।

ଗିରିଧାରୀ ଲାଳ ଜୟ ଜୟ ଯଶୋଦାଝୁଲାଳ କି ॥

ଯଶୋଦାଝୁଲାଳ ଜୟ ଜୟ ନନ୍ଦଘୋଷାଳ କି ।

ନନ୍ଦଘୋଷାଳ ଜୟ ଜୟ ଶଚୀର ଝୁଲାଳ କି ॥

কাল কি” এই পদাংশের অর্থ করিতে পারা গেলেও সৰ্বতোভাবে
সম্ভব হয় না। প্রচলিত পদে দেখা যায়—“স্বর নর মুনিগণ কর-
তঁহি আরতি, ভকত বংশল প্রতিপাল কি” যা যশোদা যে সময়ে
গোপালের আরতি করেন, সে সময়ে স্বর নর মুনিগণ অলক্ষ্য
থাকিয়া আরতি করিতে পারেন বটে, কিন্তু “স্বরমণীগণ করতঁহি
আরতি, দেহু বংশ প্রতিপাল কি” এই প্রাচীন পুঁথির পদাংশ
বড়ই মধুর।

প্রাচীন পুঁথির গোপাল আরতি অনুসারে আমি ২।১ পঙ্ক্তি
পরিবর্তন করিয়া দিলাম। ভক্তগণের মনোনীত হইলে ব্যবহার
করিবেন।

শ্রীতুলসী আরতি (১)

নমো নমঃ তুলসী মহারাগী ।

বৃন্দে মহারাগী নমো নমঃ ॥

ধাকো পত্র

মঞ্জরী কোমল

শ্রীপতি চরণ কমলে লপটানি ॥

ধাকো নামে

নিয়ত অঘনাশন

মহিমা বেদ পুরাণ বাখানি ॥

ধূপ দীপ

নৈবেদ্য আরতি

পূরণ কিয়ে বরখে বরখানি ॥

ছাশ্বার ভোগ

ছত্রিশ ব্যঞ্জন

বিনা তুলসী প্রভু একলা মানি ॥

শিব সনকাদি

আউর ব্রহ্মাদি

দূরত কিরত মহিমা নাজানি ॥

ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଯେୟା ତେରି ସର୍ବ ଗାଓଁରେ
ଭକତି ଦାନ ଦିଜିରେ ସହାରାଣୀ ॥

ଶ୍ରୀତୁଳସୀ ଆରତି (୨)

ନମୋ ନମଃ ତୁଳସୀ କୃଷ୍ଣପ୍ରେୟସୀ ।
ରାଧାକୃଷ୍ଣ ସେବା ପାବ ଏହି ଅଭିଳାଷୀ ॥
ସେ ତୋମାର ଶରଣ ଲୟ ତାର ବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ ହୟ
କୃପା କରି କର ତାରେ ବୁନ୍ଦାବନବାସୀ ॥
ଏହି ନିବେଦନ ଧର ସଖୀର ଅନୁଗା କର
ସେବା ଅଧିକାର ଦିଅେ କର ନିଜ ଦାସୀ ॥
ଏହି ଯେନେ ଅଭିଳାଷ ବିଳାସ କୁଞ୍ଜେ ଦିଶି ବାସ
ନୟନେ ହେରିବ ସଦା ଯୁଗଳ ରୂପରାଶି ॥
ଜ୍ଞାନ କୃଷ୍ଣଦାସ କୟ ଏହି ଯେନେ ମୋର ହୟ
ଶ୍ରୀରାଧାଗୋବିନ୍ଦ ଗୁଣେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ଭାସି ॥

ଶ୍ରୀଜୟଦେବକୃତ ଆରତି ।

ସ୍ଥିତ କମଳା-କୁଚମଞ୍ଜୁଳ ଧୃତ-କୁଞ୍ଜ-
କଳିତ-ଲଳିତ ବନମାଳ । (ଜୟ ଜୟ ଦେବ ହରେ)
(ଜୟ ଜୟ ରାଧେକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳା
ଜୟ ଯଶୋଦା ଭୂଳାଳା ଭଜ ଭଜ ନନ୍ଦଲାଳା
ଜୟ ଗଦନଗୋପାଳା ଜୟ ଜୟ ଦେବ ହରେ) ।
ଦିନସାଗି-ସଂଗୁଳ-ସଂଗୁନ ଭବ-ଧଂଗୁନ
ସୁନିଜନ-ସାନସହଂସ । (ଜୟ ଜୟ ଦେବ ହରେ)
କାଳିୟ-ବିଷଧର-ଗଞ୍ଜନ ଜନ-ରଞ୍ଜନ
ସହକୂଳ ନନ୍ଦିନୀ-ଦିନେଶ । (ଜୟ ଜୟ ଦେବ ହରେ)

মধু-মুর-নরক-বিনাশন গরুড়াসন
 সুরকুল-কেলি-নিদান ! (জয় জয় দেব হরে)
 অমল-কমল-দল-লোচন ভব-মোচন
 ত্রিভুবন-ভবন-নিদান ! (জয় জয় দেব হরে)
 জনক-স্বতা-কৃত ভূষণ জিত-দূষণ
 সমর শমিত-দশকণ্ঠ । (জয় জয় দেব হরে)
 অভিনব-জলধর-সুন্দর ধৃত-মন্দর
 শ্রীমুখচক্র-চকোর ! (জয় জয় দেব হরে)
 তব চরণে প্রণতা বরবিতি ভাবয়
 কুরু কুশলং প্রণতেবু । (জয় জয় দেব হরে)
 শ্রীজয়দেব-কবেরিদং কুরুতে মুদং
 মঙ্গলমুজ্জলগীতি । (জয় জয় দেব হরে)

শ্রীনামমালা কীর্তন ।

জয় জয় রাধামাধব রাধামাধব রাধে । জয়দেবের প্রাণধন হে ।
 জয় জয় রাধা-মদনগোপাল রাধা-মদনগোপাল রাধে । সীতানাথের
 প্রাণধন হে । জয় জয় রাধাগোবিন্দ রাধাগোবিন্দ রাধে । রূপ
 গোস্বামীর প্রাণধন হে । জয় জয় রাধামদনমোহন রাধামদনমোহন
 রাধে । সনাতনের প্রাণধন হে । জয় জয় রাধা গোপীনাথ রাধা-
 গোপীনাথ রাধে । মধুপণ্ডিতের প্রাণধন হে । জয় জয় রাধা শ্যাম-
 সুন্দর রাধাশ্যামসুন্দর রাধে । শ্যামানন্দের প্রাণধন হে । জয় জয়
 বাধারমণ রাধারমণ রাধে । গোপালভট্টের প্রাণধন হে । জয় জয়
 রাধাবিনোদ রাধাবিনোদ রাধে । লোকনাথের প্রাণধন হে । জয়
 জয় রাধাদামোদর রাধা দামোদর রাধে । জীবগোস্বামীর প্রাণধন
 হে । জয় জয় রাধাগিরিধারী রাধাগিরিধারী রাধে । দাসগোস্বামীর

প্রাণধন হে । হরি বল বদনে হরি বল বদনে হরি বল বদনে
গৌর হরিবোল বলরে ।

শ্রীপঞ্চতত্ত্ব ভজন কীর্তন ।

শ্রীমন্নবদ্বীপ-কিশোরচন্দ্র !
হা নাথ বিশ্বস্তর নাগরেন্দ্র !
হা শ্রীশচীনন্দন চিত্তচোর !
প্রসীদ হে বিষ্ণুপ্রিয়েশ গৌর ॥
শ্রীমন্নিত্যানন্দ অবধূত চন্দ্র !
হা নাথ হাড়াই পণ্ডিত পুত্র !
রত্ন জাহ্নবীপ্রাণ দয়াজ্জ চিত্ত !
পদ্মাবতীসুত ময়ি প্রসীদ ॥
সীতাপতি শ্রীমদধৈতচন্দ্র !
হা নাথ শান্তিপুর-লোকবন্ধে !
শ্রীগৌরানন্দ প্রেম-দয়াজ্জ চিত্ত !
শ্রীঅচ্যুত-তাত ময়ি প্রসীদ ॥
রত্নাবতীনন্দন প্রেমপাত্র !
হা নাথ মাধব আচার্য্যপুত্র !
শ্রীগৌরানন্দপ্রেমরস বিলাস !
হা শ্রীগদাধর কুরু তেহজ্জিদাস ॥
শ্রীমন্নামাদি নীলাজ্জ চিত্ত !
শ্রীমদধৈতপ্রেম করুণৈকপাত্র !
হা শ্রীগৌরানন্দভক্তাগ্রগণ্য !
শ্রীরাস পণ্ডিত ভব মে প্রসন্ন ॥

শ্রীকৃষ্ণগোপাল হরে মুকুন্দ !
 গোবিন্দ হে নন্দকিশোর কৃষ্ণ !
 হা শ্রীযশোদাতনয় প্রসীদ
 শ্রীবল্লবীজীবন রাধিকেশ
 শ্রীরাধিকা কৃষ্ণপ্রিয়া বৃন্দাবনেশ্বরী
 গাঙ্গকর্ষিকা শ্রীবৃকভানুকুমারী ।
 হা শ্রীকীর্তিদাতনয়ে প্রসীদ
 রাসেশ্বরী গৌরী বিশাখা আদি ।

শ্রীমদ্ভাগবত পাঠাদির আদিত্তে-গৌরচন্দ্র যথা —

জয় জয় নিত্যানন্দাষ্টৈত গৌরাঙ্গ ।
 (নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ)
 জয় জয় যশোদানন্দন শচীসুত গৌরচন্দ্র ।
 জয় জয় রোহিণী-নন্দন বলরাম নিত্যানন্দ ।
 জয় জয় শান্তিপুত্র পুরন্দর শ্রীঅষ্টৈত চন্দ্র ।
 জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ।
 জয় জয় স্বরূপ রূপ সনাতন রায় রামানন্দ ।
 জয় জয় খণ্ডবাসী নরহরি মুরারি মুকুন্দ—
 জয় জয় পঞ্চপুত্র সঙ্গে নাচে রায় ভবানন্দ ।
 জয় জয় তিনপুত্র সঙ্গে নাচে সেন শিবানন্দ ;
 জয় জয় ছাদল গোপাল আর চৌষটি মোহাস্ত ।
 জয় জয় উড়িয়া গৌড়িয়া আদি গৌরভক্তবৃন্দ ।

সবে মিলি কর দয়া আমি অতি মন্দ ।

কৃপা করি দেহ গৌর-চরণারবিন্দ ॥

শ্রীশ্রীগৌরভক্তগণ ইচ্ছা করিলে এই পদের সঙ্গে অন্যান্য শ্রীশ্রীমন্ত্রহা-
প্রভু পার্শ্বদগণের নাম যোজনা করিতে পারেন ও সঙ্গে সঙ্গে শ্রীনিভাই
গৌর সীতানাথের গুণ বর্ণনা করিতে পারেন । দিগ্‌দর্শনভাঃ
তাহার দুই একটিপদ সন্নিবেশ করিতেছি ; যথা—

শ্রীনন্দনন্দন

গোপীজন বসন্ত

রাধানায়ক নাগর শ্যাম ।

সো শচীনন্দন

নদীয়া পুরন্দর

স্বরনর মুনি মনোমোহন ধাম ।

জয় নিজকাস্তা-

কাস্তি কলেবর

জয় নিজ প্রেমসী ভাব বিনোদ

ব্রজতরুণীগণ

লোচন-রঞ্জন

নদীয়া বধুগণ নয়ন আনোদ ॥ ইত্যাদি ।

শেষশায়ী সর্কর্ষণ

অবতারি নারায়ণ

যাঁর অংশ কলাতে গণন ।

লীলা লাবণ্য ধাম

আগম নিগমে গান ।

যাঁর রূপ ভুবনমোহন ।

কৃপাসিকু ভক্তিদাতা

জগতের হিতকর্তা-

সেই রাম যোহিণী-নন্দন ।

এবে আকিঞ্চনু বেশে কিরে প্রভু দেশে দেশে

উদ্ধার করিতে ত্রিভুবন ।

অজের বৈদগ্ধী সার যত যত লীলা আর—
 পাইবারে যদি থাকে মন ।
 বলরাম দাস কয় প্রভু মোর দয়াময়
 ভজ ভজ নিতাই চরণ ॥

জয় জয় অদ্ভুত সো পছ শ্রীঅদ্বৈত—
 সুরধুনী সন্নিধানে ।
 আঁখি মুদে রহে প্রেমে নদী বহে—
 বসন তিতিল ঘামে ।
 নিজ পছ মনে সঘনে গরজনে
 উঠয়ে জোরে জোরে লক্ষ্য ।
 নাচে বাহুতুলি কানে ফুলি ফুলি
 দেহে বিপরীত কম্প ।
 অদ্বৈত হুকারে সুরধুনী তীরে
 আওল নাগর-রাজ ।
 তাঁহার পীরিতে আওল তুরিতে
 উদয় নদীয়া মাঝ ।
 জয় সীতানাথ করণ বেকত
 নন্দের নন্দন হরি ।
 কহে বৃন্দাবন অদ্বৈত চরণ—
 হিয়ার মাঝারে ধরি ॥

শ্রীমদ্ভাগবতপাঠাদির অস্তে যুগল নাম কীর্তন যথা—

জয় জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ ॥

(রাধে গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ)

জয় জয় শ্যাম সুন্দর মদনমোহন বৃন্দাবন চন্দ্র ।

জয় জয় রাধা-রমণ রাসবিহারী শ্রীগোকুলানন্দ ।

জয় জয় রাসেশ্বরী বিনোদিনী অমুকুল চন্দ্র ।

জয় জয় পৌর্ণগামী যোগ মায়া জয় বীরা বৃন্দ ।

জয় জয় ললিতা বিশাখা আদি যত সখী বৃন্দ ॥

জয় জয় শ্রীরূপ মঞ্জরী রতিমঞ্জরী অনঙ্গ ।

কৃপা করি দেহ যুগল চরণারবিন্দ ॥

শ্রীহরিবাসরের গৌরচন্দ্র ।

শ্রীহরিবাসরে হরিকীর্তন বিধান ।

নিত্য আরম্ভিল প্রভু জগতের প্রাণ ॥

ভাগ্যবন্ত শ্রীবাস অঙ্গনে শুভারম্ভ ।

উঠিল মঙ্গল-ধ্বনি গোপাল গোবিন্দ ॥

সবার অঙ্গেতে শোভে শ্রীচন্দন মাল্য ।

আনন্দে নাচয়ে সবে হইয়ে বিভোলা ॥

মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে শঙ্খ করতাল ।

সংকীর্তন সঙ্গে সব হইল মিশাল ॥

ব্রহ্মাণ্ডে উঠিল ধ্বনি পুরিয়া আকাশ ।

চৌদিকের অমঙ্গল যায় সব নাশ ॥

চতুর্দিকে ভক্তগণ করে সংকীর্তন ।

মাঝে নাচে জগন্নাথ মিশ্রের নন্দন ॥

ଗଧୁର ଘଣ୍ଟୀର ରସାଳ ॥

শঙ্খ করতাল ঘণ্টা রব ভেল
 মিলন পদতলে তোল ।
 কো দেই গোরা অঙ্গে সুগন্ধি চন্দন
 কো দেই মালতীর মাল ॥
 পিরীতি ফুল শরে মরম ভেদল
 ভাবে সহচর ভোর ।
 কোই কহত গোরা জানকী বল্লভ
 শ্রীরাধার প্রিয় পাচবাণ ॥
 নয়ন।নন্দের মনে আন নাহিক মানে
 আমার গদাধরের প্রাণ ।
 একদিন পল্ল হাসি অদ্বৈত মন্দিরে আসি
 বলিলেন শচীর কুমার ॥
 নিত্যানন্দ করি সঙ্গে অদ্বৈত বসিয়া সঙ্গে
 মহোৎসবের করিলা বিচার ।
 শুনিয়া আনন্দে আসি সীতাঠাকুরাণী হাসি
 কহিলেন মধুর বচন ॥
 তা শুনি আনন্দ মনে মহোৎসবের বিধানে
 কহে কিছু শচীর নন্দন ।
 শুন ঠাকুরাণী সীতা বৈষ্ণব আনিয়া হেথা—
 আমন্ত্রণ করিয়া যতনে ॥
 ঘেবা গায় ঘেবা বায় আমন্ত্রণ করি ভায়
 পৃথক পৃথক জনে জনে ।
 এত বলি গোরা রায় আজ্ঞা দিল সবাকার
 বৈষ্ণব করহ আমন্ত্রণ ॥

খোল করতাল লৈয়া অগুরু চন্দন দিয়া—
পূর্ণঘটি করহ স্থাপন ।

আরোপণ কর কলা তাহে বাঁধ ফুল মালা
কীর্তন-মণ্ডলী কুতূহলে ॥

মালা চন্দন গুয়া স্নাত মধু দধি দিয়া
খোল মঙ্গল সন্ধ্যাকালে ।

ভূনিয়া প্রভুর কথা শ্রীতে বিধি কৈল তা
নানা উপহার গন্ধবাসে ॥

সবে হরি হরি বলে খোল মঙ্গল করে
পরমেশ্বর দাস রসে ভাসে ॥

ন নাদ্রব্য আয়োজন করি করে আমন্ত্রণ
রূপা করি কর আগমন ।

নোমরা বৈষ্ণবগণ মোর এই নিবেদন
দৃষ্টিকরি কর সমাপন ॥

এত করি নিবেদন আনিল মহাত্মগণ
কীর্তনের করে অধিবাস ।

অনেক ভাগ্যের ফলে বৈষ্ণব আসিয়া মিলে
কালি হবে মহোৎসব বিলাস ॥

শ্রীকৃষ্ণের লীলাগান করিবেন আশ্বাদন
পূরিবে সভার অভিলাষ ।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্র সকল ভকত বন্দ
গুণগায় বৃন্দাবন হাস ॥



আগে রস্তা আরোপণ পূর্ণঘট স্থাপন
 আশ্রপল্লব সারিসারি ।
 দ্বিজ বেদধ্বনি করে নারীগণ জয় করে
 আর সবে বলে হরি ॥
 দধি স্নাত মঙ্গল করি সবে উত্তরোত্ত
 করয়ে আনন্দ পরকাশ ।
 আনিয়া বৈষ্ণবগণ দিয়া মালা চন্দন
 কীর্তন মঙ্গল অধিবাস ॥
 সবার আনন্দমন বৈষ্ণবের আগমন
 কাল হবে চৈতন্য কীর্তন ।
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনাম নিত্যানন্দ গুণদান
 গুণগায় দাস বৃন্দাবন ॥

— — — — —

জয় জয় নবদ্বীপ মাঝ ।
 গৌরাক্ষ আদেশ পাঞা ঠাকুর অদ্বৈত পাঞা
 করে খোল মঙ্গলের সাজ ॥
 আনিয়া বৈষ্ণব সব হরিবোল কলরব
 মহোৎসবের করে অধিবাস ।
 আপনে নিতাই ধন দেই মালা চন্দন
 করে প্রিয় বৈষ্ণব সম্ভাষ ॥
 গোবিন্দ মৃদঙ্গ লৈয়া বাজায় তাতা থৈয়া থৈয়া
 করতালে অদ্বৈত চপল ।
 হরিদাস করে গমন শ্রীবাস ধরয়ে তান
 নাচে গোরা কীর্তন মঙ্গল ॥

চৌদিকে বৈষ্ণবগণ হরি বলে ঘনে ঘন
কালি হরে কীর্তন মহোৎসব ।
আজি খোল মঙ্গলি রাখিয়ে আনন্দ করি
বংশী বলে দেহ জয় রব ॥

অধিবাসের পরদিন যথা-সংকল্পিত জন্মোৎসব, কীর্তন পাঠ কিংবা
অষ্ট প্রহরাদির অনুষ্ঠান করিতে হয় ; তদন্তে শ্রীশ্রীনগর সংকীর্তন
শেষ কবিয়া দশমঙ্গল, মোহান্ত বিদায় প্রভৃতি কীর্তন করিতে হয় ।

শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর জন্মোৎসব ।

এতিন ভুবন মাঝে অবনী মণ্ডল সাজে
তাহে পুনঃ অতি অনুপাম ॥
শোকদুঃখ তাপত্রয় যার নামে শান্ত হয়
হেন সেই শান্তিপুর গ্রাম ।
কুবের পণ্ডিত তার শুদ্ধ সত্ত্ব দ্বিজ রায়
লাভা দেবী তাহার গৃহিণী ॥
শান্তিপু্রে করি স্থিতি কৃষ্ণপূজা করে নিতি
ভক্তিহীন দেখিয়া অবনী ।
কলিহত জীব দেখি মনে দুঃখ পায় অতি
ভক্তে আরাধিয়ে ভগবান্ ॥
সেই আরাধন কাজে লাভাদেবী গর্ত মাঝে
মহাবিষ্ণু হইলা অধিষ্ঠান ।
মাঘমাসে শুভকণে শুক্ল সপ্তমী-দিনে
অবতীর্ণ হইলা মহাশয় ॥

দেখিয়া পণ্ডিত অতি হৈলা হরষিত মতি
নয়নে আনন্দ ধারা বয় ।

আচম্বিতে জগজ্ঞানে আনন্দ পাইলা মনে
কি লাগিয়ে কিছুই না জানে ।

এ বৈষ্ণব দাসে বলে উদ্ধার হইব হেলে
পতিত পাষণ্ডী দীন হীনে ॥ ১ ॥

কুবের পণ্ডিত, অতি হরষিত, দেখিয়া পুণ্ডের মুখ ।
করি জাতকর্ম, যে আছিল ধর্ম, বাড়িয়ে মনের সুখ ॥
সব সুলক্ষণ, বরণ কাঞ্চন, বদন কমল শোভা ।
আজ্ঞানুলম্বিত, বাহু সুবাসিত, জগজ্ঞান মনোলোভা ॥
নাভি সুগভীর, পরমসুন্দর, নয়ন কমল জিনি ।
অরুণ চরণ, নখ দরপণ জিহ্বা কত বিধুমণি ॥
মহাপুরুষের, চিহ্নমনোহর, দেখিয়া বিস্ময় সবে ।
বুঝি ইহা হ'তে, জগত তরিবে, এই করে অনুভবে ॥
যত পুরনারী, শিশুমুখ হেরি, আনন্দ-সায়রে ভাসে ।
না ধরয়ে ছিয়া, পুনঃ পুনঃ গিয়া, নিরথয়ে অনিমিষে ॥
ভাঙ্গার মাতারে, করে পরিহারে, কহে হেন সূত যার ।
তার ভাগ্যসীমা, কি দিব উপমা, ভুবনে কে সম তার ॥
এতেক বচন, সব নারীগণ, কহে গদ গদ ভাষা ।
জগত তারণ, বুঝল কারণ, দাস বৈষ্ণবের আশা ॥ ২ ॥

বিসয়ে সকলে মত্ত, নাহি কৃষ্ণ নাম তব, ভক্তিশূন্য হইল অবনী ।
কলিকালে-সর্পবিষে, দগ্ধজীব মিথ্যারসে, না জানয়ে কেবা সে আপনি

নিজকণ্ঠা পুত্রোৎসবে, ধনব্যয় করে সবে, নাহি অন্য শুভকর্ম-লেশ ।
 কৃষ্ণ পূজে যত্নমাংসে, নানারূপে জীবহিংসে, এই যত হৈল সর্বদেশ ॥
 দেখিয়ে করুণা করি, কমলাক্ষ নাম ধরি, অবতীর্ণ হৈলা গোড় দেশ ।
 হজরাজ-কুমার, সান্নোপাঙ্গে অবতার, করাইব এই অভিনাষ ॥
 সবার আগে আগুয়ান, জীবেরে করিতে ত্রাণ, শান্তিপুরে করিলা প্রকাশ ।
 সকল দুষ্কৃতি যাবে, সবে কৃষ্ণ প্রেম পাবে, কহে দীন বৈষ্ণবের দাস ॥ ৩ ॥

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মোৎসব ।

রাঢ়দেশ নাম, একচাকা গ্রাম, হাড়াই পণ্ডিত ঘর ।
 শুভ মাঘমাসি, শুক্ল ত্রয়োদশী, জনমিল হনধর ॥
 হাড়াই পণ্ডিত, অতি হরষিত, পুত্র-মহোৎসব করে ।
 পবনীমণ্ডল, করে টলমল, আনন্দ নাহিক ধরে ॥
 শান্তিপুৰ-নাথ, মনে হরষিত, করি কিছু অনুমান !
 অন্তরে জানিলা, বুঝি জনমিলা, কৃষ্ণের অগ্রজ রাম ॥
 বৈষ্ণবের মন, হৈল পরমর, আনন্দ-সাগরে ভাসে ।
 এ দীন পায়র, হুইবে উদ্ধার, কহে দীন কৃষ্ণ দাসে ॥ ১ ॥

কনক আনন্দ কন্দ, বলরাম নিত্যানন্দ, অবতীর্ণ হৈলা কলিকালে ।
 খাচল সকল দুঃখ, দেখিয়া ও চাঁদমুখ, ভাসে লোক আনন্দ-হিরোলে ॥

জয় জয় নিত্যানন্দ রাম ।

কনক চম্পক কাঁতি, অঙ্গুলে চাঁদের পাঁতি, রূপে জিতল কোটি কাম ।
 ও নৃপমণ্ডল দেখি, পূর্ণচন্দ্র কিসে লৈগি, দীঘল নয়ন ভাঙ ধনু ॥
 আজানু-লবিত ভুজ, তল থল-পকুজ, কটি ক্ষীণ করি-অরি-জনু ।
 চরণ কমলতলে, ভকত ভ্রমর-বুলে, আধবাণী আসিয়া প্রকাশ ॥

ইহ কলিযুগ-জীবে, উদ্ধার হইবে সবে, কহে দীন দুখী কৃষ্ণদাস ॥ ২ ॥
 আগে জনমিলা নিতাই চাঁদ । পাক্টিয়া অমিয়া করুণা ফাঁদ ॥
 নারীগণ সবে দেখিতে যায় । সবারে করুণা নয়নে চায় ॥
 দেখিয়া সে ঘরে আসিতে নারে । রূপ হেরি তার নয়ন ঝরে ॥
 দেখি সবে মনে বিচার করে । এই কোন মহাপুরুষ নরে ॥
 দেখিতে দেখিতে বাড়য়ে সাধ । ঘরে আসিবারে পড়য়ে বাধ ॥
 মনে কর ইহার হিয়ার ভরি । নয়নে কাজর করিয়া পরি ॥
 কত পুণ্য কৈল ইহার গাতা । এহেন বালক দিন বিধাতা ।
 এত কহি কাহার নয়ন দিয়া । আনন্দ ধারা পড়ে বাহিয়া ॥
 কারো স্তন বাহি দুগধ ঝরে । কেহো যায় তারে করিতে কোরে ।
 এসব বিকার রমণী গণে । শিবরাম আশা কবয়ে মনে ॥ ৩ ॥

শ্রীশ্রীমদ্ব্যহা প্রভুর জন্মোৎসব ।

ফাল্গুন পূর্ণিমা তিথি সুভগ সকলি ।
 জনম লভিল গোরা পড়ে ইলাহলি ॥
 অমরে অমর সবে ভেল উন্মুখ ।
 লভিলা জনম গোরা যাবে সব দুখ ॥
 শঙ্খ দুন্দুভি বাজে পরম হরিশে ।
 জয় ধ্বনি সুরকূলে কুসুম বরিষে ॥
 জগভরি হরিশ্বনি উঠে ঘন ঘন ।
 আবাল বনিতা আদি নর নারীগণ ॥
 শুভক্ষণ জানি গোরা জনম লভিল ।
 পূর্ণিমার চন্দ্র যেন উদয় করিল ॥
 সেইকালে চন্দ্রে রাহ করিলা গ্রহণ ।
 হরি হরি ধ্বনি উঠে ভরিয়া ভুবন ॥

দীনহীন উদ্ধার হইবে ভেল আশ ।

দেখিয়া আনন্দে ভাসে জগন্নাথ দাস ॥ ১ ॥

জয় জয় কলরব নদীয়া নগরে ।

জনম লভিল গোর শচীর উদরে ॥

ফাল্গুন পূর্ণিমা তিথি নক্ষত্র ফল্গুনী ।

শুভক্ষণে জনমিলা গোর দ্বিজমণি ॥

পূর্ণিমার চন্দ্র জিনি কিরণ প্রকাশ ।

দূরে গেল অন্ধকার হইয়া নিরাশ ॥

দাপরে নন্দের ঘরে কৃষ্ণ অবতার ।

বশোদা-উদরে জন্ম বিদিত সংসার ॥

শচীর উদরে জন্ম এবে নদীয়াতে

কলিয়ুগের জীব সব নিস্তার করিতে ॥

বাসুদেব ঘোষ কহে মনে করি আশা ।

গৌর-পদধ্বন্দ্ব মনে করিয়া ভরসা ॥ ২ ॥

হের দেখ গিয়া, নয়ন ভরিয়া—কি আর পুছসি আনে ।

নদীয়া নগরে শচীর মন্দিরে চাঁদের উদয় দিনে ॥

কিয়ে লাথ বান, কষিত কাঞ্চন, রূপের নিছনি গোর ।

শচীর উদর, জলদে নিকসিল, স্থির বিজুরীয়ারা ॥

কত বিধুবর, বদন উজ্জোর, নিশি দিন সম শোভে ।

নয়ন ভ্রমর, শ্রুতি সরোরুহে, ধায় নকরন্দ লোভে ॥

আজ্ঞাত-লম্বিত ভুজ স্বলিত, নাভি হেন সরোবর ।

কটি করি অরি, উরু হেমগিরি, এ লোচন মনোহর ॥ ৩ ॥

প্রকাশ হইল গোরচন্দ্র । দশদিকে বাড়ে আনন্দ ॥
 রূপ কোটি মদন জিনিয়া । হাসে নিজ কীর্তন শুনিয়া ॥
 অতি সুমধুর মুখ আঁখি । মহারাজ চিহ্ন দেখি ॥
 শ্রীচরণে ধ্বজবজ্র শোহে । সব অঙ্গে জগমন মোহে ॥
 দূরে গেল সকল আপদ । ব্যক্ত হইল সকল সম্পদ ॥
 শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ জান । বৃন্দাবন তছু পদে গান ॥ ৪ ॥

শ্রীচৈতন্য অবতার, শুনি লোক নদীয়ার, উঠিল পরম মঙ্গল রে ।
 সকল তাপ হর, শ্রীমুখ সুন্দর, দেখিয়া সকলে বিভোর রে ॥
 অনন্ত ব্রহ্মা শিব, আদি বত দেব, সবাই নররূপ ধারি বে ।
 গায়েন হরি হরি, গ্রহণ ছল করি, লখিতে কেহ নাহি পারি রে ॥
 কেহ কহে স্তুতি, কারো হাতে ছাতি, কেহ চামর ঢুলায় রে ।
 পবন হরিষে, কেহ পুষ্প বরিষে, কেহ নাচে কেহ গায় বে ॥
 দশদিকে যায়, লোক নদীয়ায়, করিয়া উচ্চ হরিশ্রবণি বে ।
 মানুষ দেবে মেলি, এক ঠাই করে কেলি, আনন্দে নবদ্বীপ পূরী রে ॥
 শচীর অঙ্গনে, সকল দেবগণে, প্রণাম হইয়া পড়িলা রে ।
 গ্রহণ অঙ্ককারে, লখিতে কেহ নারে, তুজের চৈতন্য খেলা রে ॥
 সকল শক্তিসঙ্গ, আইলা শ্রীগোবিন্দ, পাষণ্ডী কেহ নাহি জানে রে ।
 ব'হু ধরন ইন্দু, প্রকাশ নাম সিন্ধু, কলিমর্দন বালা রে ॥ ৫ ॥
 তন্দুভি ভিণ্ডিম, মছরি জয়ধ্বনি, গাওয়ে মধুর বিশাল রে ।
 বেদের অগোচর, ভেটিব গোর বর, বিলম্ব নাহি আর কাজ রে ॥
 আনন্দ উদ্ভূত, মঙ্গল কোলাহল, সাজ সাজ বলি সাজে রে ।
 বহু পুণ্যভাগ্যে, চৈতন্য প্রকাশে, পাণ্ডল নবদ্বীপ মাঝে রে ॥
 অন্তোন্ত আলিঙ্গন, চুষন ঘন ঘন, লাজ কেহ নাহি মানে রে ।
 নদীয়া পুরবাসী, জনম উল্লাসী, আপন পর নাহি জানে রে ॥

ঐছন কোতুকে, দেবতা নবধীপে, আওল শুনি হরি নাম রে ।
 পাইয়া গৌররসে, বিভোর পরবশে, চৈতন্য জয় জয় গান রে ।
 দেখিলা শচী গৃহে, গৌরাক্ষ পরকাশে, যৈছে কত কোটি চাঁদ রে ।
 মামুষ রূপ ধরি, গ্রহণ ছল করি, বোলয়ে উচ্চ হরি নাম রে ॥
 সকল শক্তি সঙ্গ, আইলা শ্রীগৌরাক্ষ, পাষণ্ডী কেঁহ নাহি জান রে ॥
 শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, অষ্টৈতাদি ভক্তবন্দ, বৃন্দাবন দাস গুণ গান রে ॥ ৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণ-জন্মোৎসব ।

তদুচিত গৌরচন্দ্র ।

পূর্ব জনম, দিবস দেখিয়া, আবেশে গৌরাক্ষ রায় ।
 নিজগণ লৈয়া, হরষিত হৈয়া, নন্দ-মহোৎসব গায় ॥
 খেলি করতাল, বাজয়ে রসাল, কীর্তন জনম লীলা ।
 আবেশে আমার, গৌরাক্ষ সুন্দর, গোপবেশ নিরমিল ॥
 য়ত খোল দাঁধি, গোরস হলদি, অবনী মাঝারে ঢালি ।
 কান্ধে ভার করি, তাহার উপরি, নাচে গোরা বনমালী ॥
 করেতে লগুড়, নিতাই সুন্দর, আনন্দ আবেশে নাচে ।
 রামাই মহেশ, রাম গৌরীদাস, নাচে তার পাছে পাছে ॥
 হেরিয়া যতেক, নীলাচল লোক, প্রেমের পাথারে ভাসে ।
 দেখিয়া বিভোর, আনন্দ সাগর, এ রাধামোহন দাসে ॥

শঙ্খ দুন্দুভি-বাজে নাচে দেবগণ

জয় জয় হরিশ্রবনি ভরিল ভুবন ॥

ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমী তিথি নক্ষত্র রোহিণী ।
 দশদিক্ নিরমল শুভক্ষণ জানি ॥
 জনগিলা ব্রজপুরে ব্রজেন্দ্র-নন্দন ।
 অন্তরীক্ষে দেবে করে পুষ্প বরিষণ ॥
 পঞ্চগব্য পঞ্চামৃতে গন্ধাদি সাজায়া ।
 অভিষেক করে দেবে জয় জয় দিয়া ॥
 অঙ্গরঃ নাচয়ে গান করয়ে গন্ধর্ব্ব ।
 মঙ্গল জয় করে দেই দেব পত্নী সর্ব্ব ॥
 কত কত কোটি টাঁদ জিনিয়া উদয় ।
 এ দ্বিজ নাথবে কহে আনন্দ হৃদয় ॥ ১ ॥

— — —

নিদ্রায় অচেতন রাণী কিছুই না জানে ।
 চেতন পাইয়া পুত্র দেখিল নয়নে ॥
 ব্রজরাজ বলি রাণী ডাকে ধীরে ধীরে ।
 শুনিয়া আইল নন্দ স্মৃতিকা-মন্দিরে ॥
 হরল গেয়ান দেখি আপন তনয় ।
 লাথ পূর্ণিমার চাঁদ জিনিয়া উদয় ॥
 উপনন্দ অভিনন্দ সন্নন্দ নন্দন ।
 একে একে আসি সতে ভরিল ভবন ॥
 যে যায় দেখিতে পুনঃ আসিতে না পারে ।
 জগন্নাথ দাস দেখি ধৈরজ না ধরে ॥ ২ ॥

— — —

গোবিন্দ নগরক, নব নুব বজ্রিণী, যশোদা মন্দিরে গেল ।
 নব দুর্বাদল, ধাত্ত কুমুম ফল, বালক শিরোপর দেল ॥

যশোমতী প্রতি, কহ তঁহি এক ধনি কৈছন বালক দেখি ।
 কি কহব ভাগ্য, যোগ্য নহ ত্রিভুবনে পুণ্যপুঞ্জ তব লেখি ॥
 শুনইতে ঐছন, বচন রসায়ন ভাসই আনন্দ হিল্লোলে ।
 আপন হৃদয় সঞে, করে ধরি বালক, দেয়ল তাকর কোলে ॥
 গদগদ যশোমতী, কহই সকল প্রতি, যঝু নহ তুঁহ সবাকর ।
 কহ যছনন্দন, একে একে সবজন, পরশিয়া আনন্দ অপার ॥ ৩ ॥

যোগমায়া ভগবতী দেবী পৌর্ণমাসী ।
 দেখিল যশোদা পুত্র নন্দগৃহে আসি ॥
 সবে সাবধান করি যশোদারে কহে ।
 বহু পুণ্যে এ হেন বালক মিলে তোহে ॥
 বহু আশীর্বাদ কৈল হরষিত হইয়া ।
 রূপ নিরখয়ে স্নেহে একদিঠে চাইয়া ॥ ৪ ॥

নন্দ স্ননন্দ, যশোমতী রোহিণী, আনন্দে করত বাধাই ।
 গোকুল নগর, লোক সব হরষিত, নন্দমহল চলু যাই ॥
 গোরোচনা জিনি, গৌরী স্ননাগরী, নব নব রঙ্গিণী সাজ ।
 নন্দসুত সবে, হেরইতে আনন্দে, লোক চলত পথমাঝ ॥

আনন্দ কো করুওর ।

পশ্চিহি গান, তাল কৃত করতঁহি, মনসুখে সবজন ভোর ॥

আওল নন্দ, মহল মহো আনন্দে, অঙ্গনে ভেল উপনীত ।

যশোমতী রোহিণী, লেই সব গোপীগণ, করতঁহি সব জনপ্রীত ।

যশোমতী বয়ন, হেরি সবে পুছত, কৈছন বালক দেখি ।

ଜନମ ସଫଳ ତୁয়া, ଆନନ୍ଦ ଧନଜନ, ପୁଣି ଭୁବନେ କତ ଲେଖି ॥

গোপ গোপীগণ, দধিঘৃত মাখন, ঢালত ভারহি ভার ।

কহ শিবরাম, সকল দুঃখ মিটব, আনন্দে কোঁ করু পার ॥ ৫ ॥

যশোদা-নন্দন দেখি, আনন্দে পূর্ণিত আঁখি, কোঁতুকে নাচে গোপবর্ণা

তৈল হরিদ্রা পাষ, সতে সভার অঙ্গে দেয়, ছলছলি দিয়া জয়ধ্বনি ॥

কেহ নাচে কেহ গায়,

কেহ নানা দাও বায়,

নন্দের আনন্দের নাহি সীমা ।

উৎসব করয়ে রোলে,

ঘন ঘন হরি বোনে ।

କି କହିବ ବଶୋଦାର ସାହିମା ॥ ୬ ॥

স্বর্গে ছন্দুভি বাজে নাচে দেবগণ ।

हरि हरि हरि ध्वनिं भरिषु भुवन ॥

ব্রহ্মা নাচে শিব নাচে আর নাচে ইন্দ্র ।

গোকুলে গোয়াল নাচে পাইয়া গোবিন্দ ॥

নন্দের মন্দিরে রে গোয়াল। আইল বাইয়া ।

হাতে লড়ি কাঁধে ভার নাচে থেয়া থেয়া ॥

দধিছক্ক স্বত ঘোল অঙ্গনে ঢালিয়া ।

নাচে রে নাচে রে নন্দ গোবিন্দ পাইয়া ॥

আনন্দ হইল বড় আনন্দ হইল ।

এদাস শিবাইর মন তুলিয়া রহিল ॥ ৭ ॥

জয় জয় ব্রজ ভরিয়া ।

উপনন্দ অভিনন্দ, সন্নন্দ নন্দ নন্দন, পাঁচ ভাই নাচে বাহ তুলিয়া ॥

যশোধর যশোদেব, সুদেব আদি গোপ সব, আনন্দে নাচয়ে সবে মাতিয়া ।

নাচেরে নাচেরে নন্দ, সঙ্গে নাচে গোপবৃন্দ, হাতে লড়ি কাঁধে ভার করিয়া ॥

খেলে নাচে খেলে গায়, স্মৃতিকা-মন্দিরে ধায়, গীরয়ে বালক মুখ হেরিয়া ।

দধিছুক ভারে ভারে, ঢালয়ে আজিনা পরে, কেহ শিরে ঢালে দধি তুলিয়া ॥

লগুড় লইয়া করে, নাচয়ে ধীরে ধীরে, নন্দের জননী বড়িয়াসি বুড়িয়া ।

যত ব্রজ গোপনারী, জয় কার ধ্বনি করি, আশীষ করয়ে শিশু বেড়িয়া ॥

নর্তক বাদক বত, ধাত শত শত, ধেনু ধায় উচ্চ পুচ্ছ করিয়া ।

ভোর হইল গোপ সব, অপকৃশ নন্দোৎসব, এদাস শিবাই নাচে ক্রিয়া ॥ ৮

নন্দের মন্দিরে রে গোয়াল আইল ধাইয়া ।

হাতে নড়ি কাঁধে ভার নাচে থৈয়া থৈয়া ॥

দধি ঘৃত নবনীত গোরস হলদি ।

আনন্দ আবেশে ঢালে নাহিক অবধি ॥

গোয়াল গোয়াল মেলি করে ছড়া ছড়ি ।

হাতে লড়ি করি নাচে যত বুড়াবুড়ি ॥

গোকুলের লোক সব বাল বৃদ্ধ করি ।
 নয়নে বহয়ে ধারা শিশু মুখ হেরি ॥
 লক্ষ লক্ষ গো, ধেনু অলঙ্কৃত করি ।
 ব্রাহ্মণে করয়ে দান যত ইচ্ছা ভরি ॥
 দেহ দেহ রাণী বই আর নাহি বোল ।
 সঘনে সবাই বলে হরি হরি বোল ॥ ৯ ॥

রোহিণীর কোলে বলাই স্মৃতিকা মন্দিরে ।
 আনন্দে অধীর হয়ে চৌদিকে নেহারে ॥
 তা দেখি রোহিণী দেবী পুত্র কোলে করি ।
 যশোদার ঠাই আইলা যেথা শিশু হরি ॥
 আনন্দেতে যশোমতী বলাই কোলে নিল ।
 আপন দক্ষিণ কোলে যত্নে বসাইল ॥
 বাম কোলে আছে কৃষ্ণ দক্ষিণেতে রাম ।
 রূপ হেরি মুরছিত কত কোটি কাম ॥
 জননীর কোলে দৌহে আনন্দে মগন ।
 দৌহে দৌহা নিরথয়ে থির নয়ন ॥
 দেখিবারে গোপ গোপী ছুটিয়া আইল ।
 এ রাধাবিনোদের মন আনন্দে ভাসিল ॥

যশোদার কোলে রাম কৃষ্ণের মিলন বড়ই মধুর । কিন্তু প্রচলিত ও মুদ্রিত পদাবলী দেখিলে 'সে মধুরতা রক্ষা করা কঠিন হয় ; কারণ প্রচলিত পদে দেখিতে পাই রোহিণী আনন্দে নৃত্য করিতেছেন ; তাঁহার পিছে পিছে বলরাম ছুটিয়া বেড়াইতেছেন ও অঙ্গুলি সঙ্কেতে স্মৃতিকাগার দেখাইয়া দিতেছেন । এই ভাব দেখিয়া রোহিণী দেবী বলরামকে কোলে করিয়া যশোদার নিকটে আসিলেন ও যশোদার কোলে রাম কৃষ্ণ মিলন হইল ইত্যাদি । কিন্তু শ্রীভাগবত শ্রীগোপাল-চম্পু প্রভৃতি গ্রন্থরচনায় বুঝা যায়, বলরাম শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা আট দিনের বড়, কাজেই এ অবস্থায় রোহিণীর পাছে পাছে ছুটিয়া স্মৃতিকা-গার দেখান কোন মতেই সম্ভব পর হয় না ; কাজেই প্রচলিত পদ পবিত্যাগ করিয়া একটি নূতন পদ রচনা করিয়া দিতে বাধ্য হই-লাম । আশা করি বৈষ্ণব-সম্প্রদায় আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন ।

শ্রীরাধিকা জন্মোৎসব ।

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র ।

প্রিয়ার জনম, দিবস আবেশে, আনন্দে ভরল তনু ।

মদীয়া নগরে, বৃষভাসুপуре, উদয় করল জন্ম ॥

গদাধর মুখ হেরি পুনঃ পুনঃ, নাচে গোরা নটরায় ।

ভাব অনুভব, করি সঙ্গী সন, মহামহোৎসব গায় ।

দধির সহিত, হলদি মিলিত, কলসে কলসে ঢালি ।

শ্রিয়গণ নাচে, নানা কাচ কাচে, ঘন দিয়া ছলাছলি ॥

গৌরাঙ্গ নাগর, রসের সাগর, ভাবের তরঙ্গ তায় ।

জগত ভাসিল—এ হেন, আনন্দে, এদাস বল্লবী গায় ॥

ভাদ্র শুক্লাষ্টমী তিথি, বিশাখা নক্ষত্র তথি, শ্রীমতী জনম সেই কালে ।
মধ্য দিন গত রবি, দেখিয়া বালিকা ছবি, জয় জয় দেই কুতুহলে ॥
বৃষভানুপুরে, প্রতি ঘরে ঘরে, জয় রাধে শ্রীরাধে বোলে ।
কণ্ঠার চাঁদমুখ দেখি, রাজা হৈল। মহাসুখী, দান দেই ব্রাহ্মণ সকলে ॥
নানা দ্রব্য হস্তে করি, নগরের যত নারী, আইল সবে কীর্তিদা মন্দিরে ।
অনেক পুণ্যের ফলে, দৈব হৈল অলুকুলে, এহেন বালিকা মিলে তোরে
মনের মনে হেন লয়, এহো ত মানুষ নয়, কোনছলে কেবা জনমিল।
যন শ্যাম দাস কয়, না করহ সংশয়, কৃষ্ণপ্রিয়া সদয় হইলা ॥ ১ ॥

এ তোর বালিকা, চাঁদের কলিকা, দেখিয়া জুড়ায় আঁখি ।
হেন মনে লয়ে, সদাই হৃদয়ে, পসরা করিয়া রাখি ॥

শুন বৃষভানুপ্রিয়ে ।

কি হেন কবিয়া, কোণেতে রেখেছ, এহেন সোনার নেয়ে ॥
তড়িত জিনিয়া, বরণ সুন্দর, মুখে হাসি আছে বাঁধা ।
গণকে যে নাম, সেনাম রাখুক, আমরা রাখি নু রাখা ॥
স্বরূপ লক্ষণ, অতি বিলক্ষণ, তুলনা দিব বা কিয়ে ।
মহাপুরুষের, প্রেমসী হইবে, সঙরিবা যদি জিয়ে ॥
দুহিতা বলিয়া, দুখ না ভাবিহ, ইহ উদ্ধারিবে বংশ ।
জ্ঞানাদাস কহে, শুনেছি কমলা, ইহার অংশের অংশ ॥ ২ ॥

জয় জয় কলরব বৃষভানুপুরে ।
 আনন্দ অবধি নাই প্রতি ঘরে ঘরে ॥
 কীর্ত্তিদা কীর্ত্তিদা বটে গোপ গোপী বলে ।
 ক্রোন কীর্ত্তিফলে এই মৃত্তিমতী কোলে ॥
 কেহ বলে বৃষভানু ভানু মেনে বটে ।
 নহিলে বা কার ভাগ্যে হেন কন্যা বটে ॥
 কেহ বলে একি কথা চেয়ে দেখ মাই ।
 ত্রিভুবনে হেন রূপ কোন জনে নাই ॥
 রূপের ছটা টাদের ঘটা না পারি লখিতে ।
 দেগি আঁখি জুড়াইল পরাণ সহিতে ॥
 রূপ দেখিতে বুক ভাসিছে আনন্দ পাথারে ।
 আপনি নাচিছে পদ কি আর বিচারে ॥
 জনমে জনমে যেন হেন নিধি মিলে ।
 কেই বলে মনের কথা তুমি সে कहিলে ॥
 যত সুমঙ্গল আছে করহ নিছনি ।
 ব্রাহ্মণ আনিয়া দান দেহ রত্ন মণি ॥
 মগ্ন মনে গোপগণে করে মহোৎসব ।
 কবে হব কৃষ্ণকান্ত সে সব সম্ভব ॥ ৩ ॥



আজ কি আনন্দ ব্রজ ভরিয়া ।

নানা বাস ভূষা পরি, ধায়ত গোপনারী, রহিতে না পারে ধৃতি ধরিয়া ।
 কিবা অপরূপসাজে, প্রবেশে ভবন মাঝে, গোপগণ কাঞ্চে ভার করিয়া ।
 বৃষভানু নৃপমণি, আপনা মানয়ে ধনী, বালিকা বদন বিধু হেরিয়া ॥
 সুভানু সুচন্দ্রভানু, ধরিতে নারয়ে তনু নাচে সব গোপী তায় ঘেরিয়া ।
 বাজে বাণ্য নানা ভাতি, গীত গায় প্রেমে মাতি, বসন উড়য়ে কিরি কিরিয়া ॥
 স্নত দধি দুগ্ধ সহ, হরিদ্রা সলিল কেহ, ঢালে কারো মাথে ছল করিয়া ।
 মুখরার সাধ কত, করয়ে মঙ্গল কত, কোতুকে দেখয়ে নর হরিয়া ॥ ৪ ॥



বৃষভানু পুরে আজি আনন্দ বাধাই ।
 রত্ন ভানু সুভানু নাচে তিন ভাই ॥
 দধি স্নত নবনীত গোরস হলদি ।
 আনন্দে অঙ্গনে ঢালে নাহিক অবধি ॥
 গোপ গোপী নাচে গায় যায় গড়াগড়ি ।
 মুখরা নাচয়ে বুড়ী হাতে লৈয়া নড়ি ॥
 বৃষভানু রাজা নাচে অন্তর উল্লাসে ।
 আনন্দে বাধাই গীত গায় চারি পাশে ॥
 লক্ষ লক্ষ গাভী বৎস অলক্ষ্যত করি ।
 ব্রাহ্মণে করয়ে দান আপনা পাসরি ॥

গায়ক নর্তক ভাট করে উত্তরোল ।
 দেহ দেহ লেহলেহ এই মাত্র রোল ॥
 কন্ঠার বদন দেখি কীর্তিদা জননী ।
 আনন্দে অবশ দেহ আপনা নাজানি ॥
 কল কত পূর্ণ চন্দ্র জিনিয়া উদয় ।
 এ দাম উদ্ধব হেরি আনন্দ হৃদয় ॥ ৫ ॥

ব্রজেশ্বরী যশোমতী আনন্দিত চিতে ॥
 কীর্তিদা মন্দিরে ষায় বালিকা দেখিতে ।
 দেখয়ে কীর্তিদা কোলে চাঁদের উদয় ।
 মহানন্দে যশোমতীর চক্ষে ধারা বয় ॥
 যশোদার কোলে কৃষ্ণ আনন্দেতে ভাসি ।
 নেহারে বালিকা মুখ অন্তর উল্লাসি ।
 তা দেখি কীর্তিদা রাণী গোপাল কোলে নিল ।
 আপনার দক্ষিণ কোলের উপরে রাখিল ॥
 বাম কোলে আছে রাধা দক্ষিণে গোপাল ।
 আনন্দে অধীর দৌহে করয়ে সন্তাল ॥
 দেখিয়া সভার মন আনন্দে ভাসিল ।
 এ রাধাবিনোদ কহে যুগলে মিলিল ॥ ৬ ॥

শ্রীশ্রীপ্রভু গীতানাথ প্রভৃতির জন্মোৎসব দিন যথাবিধি অভিষেকাদি সমাপনান্তে পূর্বোক্ত রীতিতে জন্মলীলা গান করিতে হয় ।

অষ্টপ্রহর নগর কীর্তন প্রভৃতির অন্তর্ধান করিলে নগর কীর্তনের পর দধি মঙ্গল, মোহান্ত বিদায় প্রভৃতি পদ গান করিতে হয় । কোন কোনও স্থানে দধি মঙ্গল ও মোহান্ত বিদায়ের পৃথক পদ দেখা যায় ; কোনও স্থানে বা একপদেই দুই কন্ম সমাধান হয় । শেষোক্ত পথই সমীচীন ।

দধিমঙ্গল মোহান্ত বিদায় কীর্তন যথা—

মহা মহা মহোৎসব সম্পূর্ণ কারণ ।

দধি মঙ্গল আনাইলেন শ্রীশচী নন্দন ॥

গৌরীদাস কীর্তনীয়ার করেতে ধরিয়া ।

কহিছেন মহাপ্রভু কাদিয়া কাদিয়া ॥

গোলোকের সম্পদ হরিনাম সংকীর্তন ।

কেমনে বিদায় দিব মোহান্তের গণ ॥

এত শুনি নিত্যানন্দ আইল ধাইয়া ।

ভূমিতে ফেলিল ভাণ্ড আছাড় মারিয়া ॥

ছাদশ গোপাল গেল আপন ভবন ।

চৌষটি মোহান্ত গেল নিজ নিকেতন ॥

নিত্যানন্দ চলি গেল আপনার বাস ।

ভূমিতে পড়িলে কাদে নরোত্তম দাস ॥

•
*বি গঙ্গলাদির পরে নিম্নলিখিত কীর্তনে মহোৎসব পূর্ণ করিতে হয় ।

হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ ষাদবার নমঃ ।

ষাদবার মাধবায় কেশবায় নমঃ ॥

গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ।

শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন ॥

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত সীতা ।

হরি গুরু বৈষ্ণব ভাগবত গীতা ॥

শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ ।

শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥

এই ছয় গোসাঞির করি চরণ বন্দন ।

যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ ॥

এই ছয় গোসাঞি গিয়ে ব্রজে কৈল বাস ।

রাধাকৃষ্ণ নিত্য লীলা করিলেন প্রকাশ ॥

•
এই ছয় গোসাঞি যার তার মুঞি দাস ।

তা সবার পদ রেণু মোর পঞ্চ গ্রাস ॥

মনের আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন ।

শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদে যজাইয়া মন ॥

শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্ম করি আশ ।

নাম সংকীর্তন কহে নরোত্তম দাস ॥

বোল হরি বোল, বোল হরি বোল ।
 বোল হরি বোল হরি গৌর হরি বোল ॥
 গৌর হরি বোল গৌর নিত্যানন্দ বোল ।
 নিত্যানন্দ বোল সীতা অষ্টৈত বোল ॥
 অষ্টৈত বোল গৌর গদাধর বোল ।
 গদাধর বোল গৌর শ্রীনিবাস বোল ।
 শ্রীনিবাস বোল গৌর ভক্তবৃন্দ বোল ।
 ভক্তবৃন্দ বোল শ্রীধাম নবদ্বীপ বোল ॥
 নবদ্বীপ বোল গঙ্গা ভাগীরথী বোল ।
 যার তীরে নীরে বিহরয়ে গৌর কিশোর ॥

প্রেম ধ্বনি ।

গৌর হরি বোল, হরি বোল, হরি বোল, হরি বোল ।
 প্রেম সে কহে শ্রীরাধে কৃষ্ণ বলিয়ে প্রভু নিতাই চৈতন্যদ্বৈত
 শ্রীরাধারানি কি জয় ।
 কলিযুগ পাবনাবতার শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভু কি জয় ।
 প্রেমদাতা পতিত-পাবন শ্রীশ্রীমদ্বিত্যানন্দ প্রভু কি জয় ॥
 মহাবিষ্ণু-অবতার-গৌর-আনন্ঠাকুর শ্রীমদ্বৈত প্রভু কি জয় ।
 গদাধর পণ্ডিত গোস্বামি কি জয় । শ্রীবাস পণ্ডিত কি জয় ॥
 গৌর-ভক্তবৃন্দ কি জয় । নাম সংকীৰ্ত্তন কি জয় ॥
 খোল করতাল কি জয় । শ্রীধাম নবদ্বীপ কি জয় ॥
 গঙ্গা ভাগীরথী কি জয় । চারি ধাম কি জয় ॥
 চারি সম্প্রদায় কি জয় । অনন্ত কোটি বৈষ্ণব কি জয় ॥
 আপন আপন গুরু গোবিন্দ কি জয় । ইত্যাদি ।

ইতি পঞ্চমোক্তাসঃ সমাপ্তঃ ॥

— — —

ସତ୍ତ୍ୱ ଉଲ୍ଲାସଃ ।

ସ୍ତବ-ପ୍ରକରଣମ୍ ।

ନୈତ୍ତା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚୈତନ୍ୟଂ ରାଧାବିନୋଦ-ନିର୍ମଳା ।

ଆକରାଂ କିଞ୍ଚିଦାହୁତ୍ୟ ସ୍ତବରତ୍ନଂ ପ୍ରଦର୍ଶ୍ୟତେ ॥

ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବାଞ୍ଜଳିକାମ୍ ।

ସଂସାର-ଦାବାନଳ-ଲୀଡ଼-ଲୋକ-ତ୍ରାଣାୟ କାରୁଣ୍ୟ-ସନାତନତ୍ତ୍ୱମ୍ ।

ପ୍ରାପ୍ତସ୍ତ କାରୁଣ୍ୟ-ଶୁଣାର୍ଣବସ୍ତ, ବନ୍ଦେ ଗୁରୋଃ ଶ୍ରୀଚରଣାରବିନ୍ଦମ୍ ॥ ୧ ॥

ମହାପ୍ରଭୋଃ କୀର୍ତ୍ତନନୃତ୍ୟଗୀତ-ବାଦିତ୍ରୟାନ୍ତରଙ୍ଗମୋ ରମେନ ।

ରୋମାଞ୍ଚ-କମ୍ପାଞ୍ଚ-ତରଙ୍ଗ-ଭାଞ୍ଜୋ, ବନ୍ଦେ ଗୁରୋଃ ଶ୍ରୀଚରଣାରବିନ୍ଦମ୍ ॥ ୨ ॥

ଶ୍ରୀବିଂଶହାରାଧନନିତ୍ୟନାନା-ଶୃଙ୍ଗାରତନ୍ତ୍ରନନ୍ଦିର-ମାର୍ଜ୍ଜନାଦୋ ।

ଯୁକ୍ତସ୍ତ ଭକ୍ତାଂଶ୍ଚ ନିଯୁକ୍ତତୋହ୍ନିପି ବନ୍ଦେ ଗୁରୋଃ ଶ୍ରୀଚରଣାରବିନ୍ଦମ୍ ॥ ୩ ॥

ଚତୁର୍ବିଧଶ୍ରୀଭଗବତ୍ପ୍ରସାଦ,-ସ୍ବାହସ୍ତତ୍ତ୍ୱାନ୍ ହରିତକ୍ତସଞ୍ଜାନ୍ ।

ରୁଦ୍ଧେବ ତୃପ୍ତିଂ ଭଞ୍ଜତଃ ସର୍ବେବ, ବନ୍ଦେ ଗୁରୋଃ ଶ୍ରୀଚରଣାରବିନ୍ଦମ୍ ॥ ୪ ॥

ଶ୍ରୀରାଧିକା-ମାଧବସ୍ଵରପାର,-ମାଧୁର୍ଯ୍ୟଲୀଳାଶୁଣ୍ଠରୂପନାୟାମ୍ ।

ପ୍ରତିଫଳ-ସ୍ବାଦନଲୋଲୁପସ୍ତ, ବନ୍ଦେ ଗୁରୋଃ ଶ୍ରୀଚରଣାରବିନ୍ଦମ୍ ॥ ୫ ॥

ନିକୁଞ୍ଜ-ସୁନୋରତିକେଳିନିର୍ମଳା, ଯା ଯାଲିଭିୟୁକ୍ତିରପେକ୍ଷଣୀୟା ।

ତଦ୍ରାତି ନାନ୍ୟାଦତିବିଭକ୍ତସ୍ତ, ବନ୍ଦେ ଗୁରୋଃ ଶ୍ରୀଚରଣାରବିନ୍ଦମ୍ ॥ ୬ ॥

ସାକ୍ଷାଦ୍ଦରିତ୍ରେନ ସମସ୍ତଶାଢ଼େ, ଋକ୍ତସ୍ତଥା ଭାବ୍ୟତ ଏବ ସନ୍ତିଃ ।

କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୋର୍ଯଃ ପ୍ରିୟ ଏବ ତସ୍ତ, ବନ୍ଦେ ଗୁରୋଃ ଶ୍ରୀଚରଣାରବିନ୍ଦମ୍ ॥ ୭ ॥

যস্য প্রসাদান্ ভগবৎপ্রসাদো, যস্য প্রসাদান্ গতিঃ কুতোহপি ।

ধ্যায়ন্তুবন্তু যশস্তিসঙ্ক্যং, বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণাবিন্দম্ ॥ ৮ ॥

শ্রীমদ্গুরো রষ্টকমেবমুচৈ, ত্রীক্ষে মূর্ত্তে পঠতি প্রযত্নাৎ ।

য স্তেন বৃন্দাবননাথ স্যুগ্মাৎ, সৈবৈব লভ্যা জম্বুঘোহস্তএব ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীশ্রীমদভ্যুতনহরীধৃতং শ্রীগুরুদেবাষ্টকং সমাপ্তম্ ।

— — —

শ্রীশ্রীচৈতন্যষ্টকম্ ॥ (১)

শ্রীশ্রীচৈতন্য চন্দ্রায় নমঃ ।

সদোপাস্তা শ্রীমান্ ধৃতমল্লজকায়ৈঃ প্রণয়িতাং

বহুভিগীর্ষাণৈ গিরিশপরমেষ্টি প্রভৃতিভিঃ ।

স্বভক্তভ্যঃ শুদ্ধাং নিজ ভজনমুদ্রামুপদিশন্

স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশো বাস্তুতি পদম্ ॥ ১

সুরেশানাং দুর্গং গতিরতিশয়েনোপনিষদাং

মুনীনাং সর্বশ্বঃ প্রণতপটলীনাং মধুরিমা ।

বিনিম্যাসঃ প্রেমো নিখিলপুণ্ড-পানাসুজদৃশাং

স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোবায়াস্তি পদম্ ॥ ২

স্বরূপং বিভ্রাণো জগদতুলমেষৈতদয়িতঃ

প্রপন্নশ্রীবাসো জনিত-পূরমানন্দ-পরিমা ।

অরিদীনোদ্ধারী গজপতিক্রপোৎসেকতরলঃ

স চৈতন্যঃ কিংমে পুনরপি দৃশোবায়াস্তি পদম্ ॥ ৩

রসোদ্যামা কামার্ক দমধুরধামোজ্জলতন্তু-

ধতীনামুত্তংসস্তুরনিকর-বিদ্যোতিবসনঃ ।

হিরণ্যানাং লক্ষ্মীভরমভিভবনাদিকরুচা

স চৈতন্ত্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্ততি পদম্ ॥ ৪

হরে কৃষ্ণেতু্যৈঃ সুরিতরসনো নাম গণনা

কৃতগ্রহিংশ্রী স্তভগকটিম্ব্রোজ্জলকরঃ ।

বিশালাক্ষো দীর্ঘার্গলযুগলখেলাক্ষিতভুজঃ

স চৈতন্ত্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্ততি পদম্ ॥ ৫

পয়োরাগে স্তীরে সুরদুপবনালী-কলনয়া

মুহুরন্দারণ্যস্বরগজনিতপ্রেমবিবশঃ ।

কচিৎ কৃষ্ণাবৃন্তিপ্রচলরসনো ভক্তিরসিকঃ

স চৈতন্ত্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্ততি পদম্ ॥ ৬

রথাক্রুতস্মারাদধিপদবিনীলাচলপতেঃ

রদভপ্রেমোর্মিস্মুরিতনটনোল্লাসবিবশঃ ।

সহসং গায়ন্তিঃ পরিব্রততন্ বৈষ্ণবজনৈঃ

স চৈতন্ত্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্ততি পদম্ ॥ ৭ ॥

ভুবং সিকরশ্র-স্রতিভিরভিতঃ সান্দ্রপুলকৈঃ

পরীতাক্ষো নীপস্তবক-নবকিঙ্কজয়িভিঃ ।

ঘনশ্বেদন্তোমস্তিমিততন্তুঃ কীর্তনস্থখী

স চৈতন্ত্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্ততি পদম্ ॥ ৮

অধীতে গৌরাক্ষ-স্বরূপদবী মঙ্গলতরং

কৃতী যো বিশ্বস্তুরদমলধীরষ্টকমিদম্ ।

পরানন্দে সত্যস্তদমলপদাভোজযুগলে

পরিষ্কারা তস্ত শুরতু নিতরাং প্রেমলহরী ॥ ৯

৫

ইতি শ্রীরূপগোষামি-বিরচিতং শ্রীচৈতন্যষ্টকং সমাপ্তম্ ।

শ্রীচৈতন্যষ্টকম্ । (২)

কলৌ যং বিশ্বাসঃ স্মৃষ্টমভিযজন্তে দ্যুতিভরা-

দকৃষ্ণাঙ্গং কৃষ্ণং মথবিধিভিক্তং কীর্তনময়ৈঃ ।

উপাশ্রয় প্রাপ্ত্ব যমখিলচতুর্থাশ্রমজুযাং

স দেব শৈচতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ১

চরিত্রং তদ্বানঃ প্রিয়মঘবদাহ্লাদনপদং

জয়েদ্ ঘোষৈঃ সমাগ্-বিরচিতশচীশোকহরণঃ ।

উদকমার্জিতদ্যুতিহর-দুকলাঙ্কিত-কটিঃ

স দেব শৈচতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ২

অপারং কস্তাপি প্রণয়িত্তনবৃন্দস্ত কুতুকী

রসস্তোমং হৃদ্বা মধুগ্ৰম্পভোক্তুং কমপি যঃ ।

কচিং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্

স দেব শৈচতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ৩

অনারাধ্যাঃ প্রীত্যা চিরমম্বরভাবপ্রণয়িনাং

প্রপন্নানাং দৈবীং প্রকৃতি-মধিদৈবং ত্রিজগতি ।

অজস্রং যঃ শ্রীমান্ জয়তি সহজানন্দমধুরঃ

স দেব শৈচতন্তাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ৪

গতির্যঃ পৌণ্ড্রাণাং প্রকটিত-নবদ্বীপ-মহিমা

ভবেনানং কুর্ক্বন্ ভুবনমহিতং শ্রোত্রিয়কুলম্ ।

পুনাত্যঙ্গীকারাভুবি পরমহংসাশ্রমপদং

স দেবশৈচতন্তাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তুঃ ॥ ৫

মৃধেনাগ্রে পীত্বা মধুরমিহ নামাযুতরসং

দৃশো দ্বীরা যন্তঃ বমতি ঘনবাস্পাশুম্মিততঃ ।

ভূনি প্রেমস্তুতং একটম্বিতুমুল্লাসিত ভুঃ

স দেব শৈচতন্তাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ৬

তনুগাবিস্কুর্ক্বন্ নবপুরটভাসং কটিলসং

করকালকারন্তরুণগঙ্কুরাজাঞ্চিতগতিঃ ।

প্রিয়েভ্যো যঃ শিক্কাং দিশতি নিজনিখালাকৃচিভিঃ

স দেবশৈচতন্তাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ৭

শ্বিতালোকঃ শোকং হরতি জগতাং যন্ত পরিতো

গিরাস্ত প্রারম্ভঃ কুশলপটলীং পল্লবয়তি ।

পদালম্ভঃ কং বা প্রণয়তি নহি প্রেমনিবহং

স দেবশৈচতন্তাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ৮

শচীশ্রনোঃ কীর্তিস্তবক-নব-সৌরভ্যানিবিড়ং

পুমান্ যঃ প্রীতাত্মা পঠতি কিল পঢ়াষ্টকনিদম্ ।

স লক্ষীবানেতং নিজপদসরোজে প্রণয়িতাং

দদানঃ কল্যাণীমনুপদমবাধং স্মথয়তু ॥ ১

ইতি শ্রীরূপগোস্বামি-বিরচিতং শ্রীশ্রীচৈতন্যাষ্টকং সমাপ্তম্ ॥

শ্রীশচীশ্রতাষ্টকম্ ।

শ্রীশচীশ্রতায় নমঃ ।

উপাসিত-পদাম্বুজ স্বমম্বরক্ত-রুদ্রাদিভিঃ

প্রপঞ্চে পুরুষোত্তমং পদমদভ্রমুদ্ভাজিতঃ ।

সমস্তনতমগুলী ক্ষুরদভীষ্টকল্পদ্রুমঃ

শচীশ্রত ! ময়ি প্রভো ! কুরু মুকুন্দ ! মন্দে রূপাম্ ॥

তু বর্ণয়িতু মীশ তে গুরুতরাবতারায়িতা

ভবন্তুমুরুবুদ্ধয়ো ন খলু সার্বভৌমাদয়ঃ ।

পরো ভবতু তত্র কঃ পটুরতো নমন্তে পরং

শচীশ্রত ! ময়ি প্রভো ! কুরু মুকুন্দ ! মন্দে রূপাম্ ॥ ২

ন যৎ কথমপি শ্রুতাবূপনিষত্তি রপ্যাহিতং

স্বয়ং বিবৃতং ন যদ্ গুরুতরাবতারান্তরে ।

ক্ষিপন্নসি রসাম্বুধে ! তদ্বিহ ভক্তিরত্নং কিতৌ

শচীশ্রত ! ময়ি প্রভো ! কুরু মুকুন্দ ! মন্দে রূপাম্ ॥ ৩

নিজপ্রণয়বিশ্বরূপটনরঙ্গবিস্মাপিত

ত্রিনেত্র ! নতমণ্ডল প্রকটিতানুরাগামৃতঃ

অহঙ্কতি-কলঙ্কিতোদ্ধত জগাদি দুর্বোধ ! হে

শচীসুত ! ময়ি প্রভো ! কুরু মুকুন্দ ! মনে কৃপাম্ ॥ ৩

ভবন্তি ভুবি যে নরাঃ কলিত-দুষ্কলোৎপত্তয়ঃ

স্তুমুদ্রসি তানপি প্রচুর-চারু-কারুণ্যতঃ ।

ইতি প্রমুদিতান্তরঃ শরণমাশ্রিতস্তামহং

শচীসুত ! ময়ি প্রভো ! কুরু মুকুন্দ ! মনে কৃপাম্ ॥ ৫

মুখান্বজ পরিস্থল মৃদুলবাণমধূলী রস-

প্রসঙ্গজনিতাখিলপ্রণতভৃঙ্গরঞ্জনকর !

সমস্তজন মঙ্গলপ্রভব নাম-রত্নাম্বুধে !

শচীসুত ! ময়ি প্রভো ! কুরু মুকুন্দ ! মনে কৃপাম্ ॥ ৬

মৃগাঙ্গমধুরানন-স্মরদনিদ্রপদ্মেঙ্গণ !

স্মিতস্তবকসুন্দরাধর ! বিশঙ্কটোরস্তট !

ভূজোদ্ধত ভূজঙ্গমপ্রভ ! মনোজকোটিহাতে !

শচীসুত ! ময়ি প্রভো ! কুরু মুকুন্দ ! মনে কৃপাম্ ॥ ৭

অহং কনককেতকীকুসুমগৌর ! ছষ্টঃ কিতৌ

ন দোষলবদর্শিতাবিবিধদোষপূর্ণেহপি তে !

অতঃ প্রবণয়া ধিয়া কৃপণবৎসল ! আং ভজে

শচীসুত ! ময়ি প্রভো ! কুরু মুকুন্দ ! মনে কৃপাম্ ॥ ৮

ইদং ধরনিমণ্ডলোৎসব ! ভবংপদাক্ষেপে যে
নিবিষ্টমনসো নরাঃ পরিপঠন্তি পদ্মাস্তকম্ ।

শচী-হৃদয়নন্দন ! প্রকটকীর্তিচন্দ্র ! প্রভো !

নিজপ্রণয়নির্ভরং বিতর দেব ! তেভ্যঃ শুভম ॥ ৯

ইতি শ্রীরূপগোস্থামি-বিরচিতং

শ্রীশচীস্তুতাষ্টকং সমাপ্তম্ ।

শ্রী শচী-স্তুতাষ্টকম্ ।

হরি দৃষ্ট্বা গোষ্ঠে মুকুরগতমাঙ্গানমতুলং

স্বমাধুর্য্যং রাধাপ্রিয়তরসখীমাগ্ধমভিতঃ ।

অহো গোড়ে জাতঃ প্রভুরপরগৌরৈকতনুভাক্

শচীস্তুত্বঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্ততি পুনঃ ॥ ১

পুরীদেবশ্রাস্তঃ প্রণয়মধুনা স্নানমধুরো

মুহুর্গৌবিন্দোদ্যদিশদপরিচর্য্যার্চিতপদঃ ।

স্বরূপশ্চ প্রাণার্কদকমল নীরাজিতমুখঃ

শচীস্তুত্বঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্ততি পুনঃ ॥ ২

দধানঃ কৌপীনঃ শুভপরি বহির্বস্ত্র মকুণং

প্রকাণ্ডো হেমাদ্রিহ্যতিভি রতিভিঃ সেবিততনুঃ ।

মুদা গায়ত্র্যুচ্চৈর্নিজমধুরনামাবলিমসৌ

শচীশ্বহুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্ততি পুনঃ ॥ ৩

অনাবেচ্চাং পূর্বেষুপি মুনিগণৈ ভক্তি নিপুণৈঃ

ঋতে গৃতাং প্রেমোজ্জলরসকলাং ভক্তিনতিকাম্ ।

কুণালুপ্তাং গোড়ে প্রভুরতি কুপাভিঃ একটয়ন্

শচীশ্বহুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্ততি পুনঃ ॥ ৪

নিজহে গোড়ীয়ান্ জগতি পরিগৃহ প্রভুরিমান্

হরে কৃষ্ণতোবং গণনবিধিনা কীর্তয়ত ভোঃ ।

ইতিপ্রায়াং শিক্ষাং জনক ইব তেভ্যঃ পরিদিশন্

শচীশ্বহুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্ততি পুনঃ ॥ ৫

পূরঃ পশুন নীলাচলপতিমুরুপ্রেমনিবহৈঃ

ক্ষরনেত্রাস্তোভিঃ অপিত-নিজদীর্ঘোজ্জলতমুঃ ।

সদা তিষ্ঠন্ দ্রোণে প্রণয়ি-গরুড়স্তম্ভ চরমে

শচীশ্বহুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্ততি পুনঃ ॥ ৬

মুদা দন্তৈ দষ্টা ত্তিবিজিতবন্ধুকমধরং

করং কৃদ্ভা বামং কটিনিহিতমগ্নাং পদিলসন্ ।

সমুখাপ্য প্রেমা গণিতপুলকো নৃত্যকুতুকী

শচীশ্বহুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্ততি পুনঃ ॥ ৭

সরিত্তীরারামে বিরহবিষুরো গোকুলবিধো

নদীমগ্নাং কুর্কময়নজলধারা বিততিভিঃ ।

মূলমূৰ্চ্ছাং গচ্ছন্ তকমিব বিশ্বং বিরচয়ন্

শচীশ্লুঃ কিং মে নয়নশরণীঃ যাস্ততি পুনঃ ॥ ৮

শচীশ্লুনোরশ্রাষ্টকমিদমভীষ্টং বিরচয়ং

সদা দৈত্বেদ্রেকাদতিবিশদবুদ্ধিঃ পঠতি যঃ ।

প্রকামং চৈতন্যং প্রভুরতিক্রপাবেশ-বিবশঃ

পৃথু প্রেমাস্তোধৌ প্রথিতরসদে মজ্জয়তি তম্ ॥ ৩

ইতি শ্রীরঘুনাথ দাস-গোশ্বামী-বিরচিতং

শ্রীশচী শ্লুষ্টকং সমাপ্তম্ ।

(১) শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রাষ্টকম্ ।

কনকরুচিরগোরঃ সৰ্ব্বচিহ্নৈকচোরঃ

প্রকৃতিমধুরখেলঃ পূর্ণলাবণ্যগেহঃ ।

কলিতললিতরূপঃ ক্ষুরকন্দপভূপঃ

ক্ষুরতু হৃদি নটেন্দ্রঃ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রঃ ॥ ১ ॥

বহ্নলচিকুরবন্ধঃ স্নিগ্ধমুগ্ধপ্রবন্ধঃ

প্রসরপুরপুরক্ষীচিত্তসন্তানমগ্নী ।

বিহিতবিবিধবেশ-ছোতিতাপেষদেশঃ

ক্ষুরতু হৃদি নটেন্দ্রঃ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রঃ ॥ ২ ॥

বিকসিতশতপত্র-ছোতিবিহারনেত্রঃ

প্রিয়মূলপবিত্র-স্নিগ্ধদৃকপ্রেমপাত্রঃ ।

অতিমধুরচরিত্রঃ প্রোক্ষাসচ্চাক্ষরগাত্রঃ ।

স্মরতু হৃদি নটেন্দ্রঃ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রঃ ॥ ৩

মলয়জকরবীরশ্চিদ্বিলাসাত্তিধীরঃ

সুবিগলসিতরক্ত-প্রান্তবস্ত্রানুরক্তঃ ।

রভসময়বিহারঃ পূর্ণলীলাবতারঃ

স্মরতু হৃদি নটেন্দ্রঃ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রঃ ॥ ৪

সকলরসবিদগ্ধঃ সৰ্বভাবপ্রশুদ্ধঃ

সকলসুখবিনোদ-খ্যাতনিত্যপ্রমোদঃ ।

সকলসুখদনামা ধন্যতাক্ষণ্যধামা

স্মরতু হৃদি নটেন্দ্রঃ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রঃ ॥ ৫

অবিরতগলদম্রঃ প্রেমধারাসহস্রঃ

অপিতসকলদেশঃ খ্যাতনামোপদেশঃ ।

ভুবনবিদিতসৰ্ব-প্রাণিনিস্তারগৰ্ব্বঃ

স্মরতু হৃদি নটেন্দ্রঃ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রঃ ॥ ৬

ঘনপুলককদম্বঃ স্থূলমুক্তাসমাস্তঃ-

অপিততরঙ্গদোরঃ প্রেমহুকারঘোরঃ ।

সদয়মধুরমূর্তি বিশ্ববিখ্যাতকীর্তিঃ

স্মরতু হৃদি নটেন্দ্রঃ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রঃ ॥ ৭

অখিলভুবনকর্তা দুর্গতিত্রাণকর্তা

কলিরূপনিহস্তা দীনদুঃখৈকশাস্তা ।

নিরবধিনিজগাথা-কীৰ্ত্তনানন্দদাতা

স্মরতু হৃদি নটেন্দ্রঃ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রঃ ॥ ৮

স্বরমুনিগণবন্ধুঃ প্রেমভট্টৈক্যকসিকুঃ

প্রকটস্বরভিনন্দ শ্রীলপদারবিন্দঃ ।

নটনমধুরমন্দঃ সুপ্রগাঢ়প্রবন্ধুঃ

স্মরতু হৃদি নটেন্দ্রঃ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রঃ ॥ ৯

সকলনিগমসারঃ প্রেমপূর্ণাবতারঃ

প্রচুরগুণগভীরঃ সর্বসঙ্কানধীরঃ ।

অধমপতিতবন্ধুঃ পূর্ণকারুণ্যাসিকুঃ

স্মরতু হৃদি নটেন্দ্রঃ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রঃ ॥ ১০

মধুরিমণি মনোজ্ঞস্তাণ্ডবাণ্ডস্তবিক্ত-

স্তরুণিমণি লিচিত্রঃ প্রেমনিস্তারপাত্রঃ ।

মহিমনি নিজনাম গ্রাহিসম্পূর্ণকামঃ

স্মরতু হৃদি নটেন্দ্রঃ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রঃ ॥ ১১

শ্রীগৌরান্ধনটেন্দ্রস্ত স্তুতিমেতামভীষ্টদাম্ ।

যঃ পঠেৎ পরমপ্রীতঃ স প্রেমসুখভাগ্ ভবেৎ ॥ ১২

ইতি শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ।

শ্রী নিত্যানন্দাষ্টকম্ ।

শরচ্চন্দ্রভাস্তিঃ সুরদমলকাস্তিঃ গজগতিঃ

হরিপ্রেমোন্মত্তঃ ধূতপরমসত্ত্বঃ স্মিতমুখম্ ।

সদা বৃর্ণশ্লেত্রঃ করকলিতবেত্রঃ কলিভিদঃ

ভজে নিত্যানন্দং ভজনতরু কন্দং নিরবধি ॥ ১

রসানামাধারঃ স্বজনগণসর্বস্বমতুলঃ

তদীয়েক প্রাণপ্রতিমবসুধাজাহুবিপতিম্ ।

সদা প্রেমোন্মাদঃ পরমবিদিতঃ মন্দমনসাঃ

ভজে নিত্যানন্দং ভজনতরু কন্দং নিরবধি ॥ ২

শচীমুখপ্রেষ্ঠঃ নিখিলজগদিষ্টঃ সুখময়ঃ

কলৌনজ্জজ্জীবোদ্ধরণকরণোদায়করণম্ ।

হরৈব্যাক্যানাদ্ভা ভবজনধিগর্ভোন্নতিহরঃ

ভজে নিত্যানন্দং ভজনতরু কন্দং নিরবধি ॥ ৩

অয়ে ভ্রাতৃনাং কলিকলুষিণাং কিং নু ভবিতা

তথা প্রায়শ্চিত্তঃ রচয় যদনায়াসত ইমে ।

ব্রজস্তি আমিখং সহ ভগবতা যজ্ঞয়তি যো

ভজে নিত্যানন্দং ভজনতরু কন্দং নিরবধি ॥ ৪

যথেষ্টং রে ভ্রাতঃ ! কুরু হরিহরিশ্রবানমনিশং

ততো বঃ সংসারামুখিতরণদায়ো যয়ি লগেৎ ।

ইদং বাহুফোর্টেটটি রটয়ন্ যঃ প্রতিগৃহং

ভজে নিত্যানন্দং ভজনতরু কন্দং নিরবধি ॥ ৫

বলাং সংসারান্তোনিধিহরণকুন্তোন্তবমহো

সতাং শ্রেয়ঃসিদ্ধুন্নতিকুমুদবন্ধুং সমুদিতম্ ।

খলশ্রেণীক্ষুর্জ্জ্বলিতিমিরহরসূর্য্যপ্রভমহঃ

ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু কন্দং নিরবধি ॥ ৬

নটন্তং গায়ন্তং হরিমন্তুবদন্তং পথি পথি

ব্রজন্তং পশুন্তং স্বমপি নদয়ন্তং জনগণম্ ।

প্রকুর্ষন্তং সন্তং স্করণদৃগন্তং প্রকলনাদ্-

ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু কন্দং নিরবধি ॥ ৭

সুবিভাণং ভাতুঃ কর-সরসিজং কোমলতরং

মিথো বক্ত্রালোকোচ্ছলিতপরমানন্দহৃদয়ম্ ।

ভ্রমন্তং মাধুর্য্যোরহহ মদয়ন্তং পুরজনান্

ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু কন্দং নিরবধি ॥ ৮

রসানামাধানং রসিকবরসদ্বৈষ্ণবধনং

রসাগারং সারং পতিতততি-তারং স্মরণতঃ ।

পরং নিত্যানন্দাষ্টকমিদমপূর্ব্বং পঠতি য-

স্তদজিহ্বদ্বন্দ্বাজং ক্ষুরতু নিতরাং তস্য হৃদয়ে ॥ ৯

ইতি শ্রীবৃন্দাবনদাস-ঠাকুর-বিরচিতং

শ্রীনিত্যানন্দাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ॥

ଶ୍ରୀବ୍ରଜରାଜସ୍ତୋତ୍ରକମ୍ ।

ନବନୀରଦ-ନିନ୍ଦିତ-କାନ୍ତିଧରଃ

ରମ୍ୟାଗର-ନାଗରଭୂପ-ବରମ୍ ।

ସୁତ-ବଞ୍ଚିତ-ଚାରୁ-ଶିଖଣ୍ଡଶିଖଃ

ଭଜ କୃଷ୍ଣାନିଧିଃ ବ୍ରଜରାଜସ୍ତୁତମ୍ ॥ ୧

ବ୍ର-ବିଶକ୍ତିତ-ବଞ୍ଚିତ-ଶତ୍ରୁଧରଃ

ସୁଧଚନ୍ଦ୍ର ବିନିନ୍ଦିତ-ଲାଟି ବିଧୁମ୍ ।

ସୁହ-ମନ୍ଦ-ସୁହାସ-ସୁଭାଷ୍ପ ଯୁତଃ

ଭଜ କୃଷ୍ଣାନିଧିଃ ବ୍ରଜରାଜସ୍ତୁତମ୍ ॥ ୨

ସୁବିକମ୍ପଦନଞ୍ଜ-ସଦଞ୍ଜଧରଃ

ବ୍ରଜବାସି-ମନୋହର-ବେଶକରମ୍ ।

ଭୂଷା ଲାଞ୍ଜିତ-ନୀଳସରୋଜଦୃଶଃ

ଭଜ କୃଷ୍ଣାନିଧିଃ ବ୍ରଜରାଜସ୍ତୁତମ୍ ॥ ୩

ଅଳକାବଳି-ଯତ୍ନିତ-ଭାଳତଟଃ

କ୍ରାନ୍ତି-ଦୋଳିତ-ଯାକରକୁଣ୍ଡଳକମ୍ ।

କଟି-ବେଷ୍ଟିତ-ଶୀତପଟଃ ସୁଧଟଃ

ଭଜ କୃଷ୍ଣାନିଧିଃ ବ୍ରଜରାଜସ୍ତୁତମ୍ ॥ ୪

କଳ-ନୂପୁର-ରାଞ୍ଜିତ-ଚାରୁପଦଃ

ଯମି-ରଞ୍ଜିତ-ଗଞ୍ଜିତ-ଭୂଷୟଦମ୍ ।

ଧବଜ-ବଜ୍ର-ବାଧାକ୍ତିତ-ପାଦଯୁଗଃ

ଭଜ କୃଷ୍ଣାନିଧିଃ ବ୍ରଜରାଜସ୍ତୁତମ୍ ॥ ୫

বৈষ্ণবাচার-পদ্ধতিঃ ।

ভূশ-চন্দন-চর্চিত-চাক-তনুং

মণি-কৌস্তভ-গহি ত্ভাভাসুতনুম্ ।

ব্রজ-বাল-শিরোমণি-রূপ-ধৃতং

ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতম্ ॥ ৬ ॥

সুরবৃন্দ-সুবন্দ্য-মুকুন্দহরিং

সুরনাথ-শিরোমণি-সর্বগুরুম্ ।

গিরিধারি-মুরারি-পুরারি-পরং

ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতম্ ॥ ৭ ॥

বৃষভাসুত-বর-কেলি-পরং

রসরাজ-শিরোমণি-বেশধরম্ ।

জগদীশ্বরমীশ্বরমীড্যবরং

ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতম্ ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীব্রজরাজসুতাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ।

শ্রীরাধিকাষ্টকম্ ।

রস-বলিত-মৃগাক্ষী-মৌলি-মানিক্য-লক্ষ্মীঃ

প্রমুদিত-মুরবৈরি-প্রেমবাপীমরানী ।

ব্রজবরবৃষভানোঃ পুণ্য-গীর্ধাণবল্লী

অপয়তি নিজদাস্তে রাধিকা মাং কদা হু ॥ ১ ॥

ক্ষুরদক্ষুণ্ণকুল-ছোতিতোত্মিত্ত্ব-

স্থলমভি বরফাঙ্কীনাশ্রমুল্লাসয়ন্তী ।

কুচকলসবিলাস-ক্ষীতমুক্তাসরত্ৰীঃ

অপয়তি নিজদাশ্রে রাধিকা মাং কদা হু ॥ ২

সরসিজবর-গর্ভাথর্ষকান্তিঃ সমুতং-

তরুণিম-ঘনসারাপ্লিষ্ট-কৈশোর-সীধুঃ ।

দর-বিকসিত-হাস্ত-শ্রুদ্ভি-বিস্বাধরাগ্রা

অপয়তি নিজদাশ্রে রাধিকা মাং কদা হু ॥ ৩

অতি-চট্টলতরং তং কাননাস্তর্জ্বলন্তং

ব্রহ্মপতিকুমারং বীক্ষ্য শঙ্কাকুলাক্ষী ।

মধুরমৃদুবচোভিঃ সংস্তুতা নেত্রভঙ্গ্যা

অপয়তি নিজদাশ্রে রাধিকা মাং কদা হু ॥ ৪

ব্রহ্মকুলমহিলানাং প্রাণভূতাখিলানাং

পশুপপতিগৃহিণ্যাঃ কৃষ্ণবৎ প্রেমপাত্রম্ ।

স্থললিতললিতাস্তঃস্নেহফুল্লাস্তরাগ্রা

অপয়তি নিজদাশ্রে রাধিকা মাং কদা হু ॥ ৫

নিরবধি সবিশাখা শাখিযুথপ্রসূনৈঃ

অজম্বিহ রচয়ন্তী বৈজয়ন্তীং বনাস্তে ।

অঘবিজয়বরোরঃপ্রেমসী প্রেমসী সা

অপয়তি নিজদাশ্রে রাধিকা মাং কদা হু ॥ ৬

প্রকটিতনিজবাসং স্নিগ্ধবেণুপ্রণাদৈ-

ঋতগতিহরিমারাং প্রাপ্য কুঞ্জে স্মিতাক্ষী ।

শ্রবণকুহরকণ্ঠঃ তদ্বতীনম্রবক্তা ।

অপয়তি নিজদাস্যে রাধিকা মাং কদা হু ॥ ৭

অমল-কমলরাজি-স্পর্শি-বাত-প্রশীতে

নিজনরসি নিদাঘে সায়মুল্লাসিনীয়ম্ ।

পরিজনগণযুক্তা ক্রীড়য়ন্তী বকারিং

অপয়তি নিজদাস্যে রাধিকা মাং কদা হু ॥ ৮

পঠতি বিমলচেতা মৃষ্টরাধাষ্টকং যঃ

পরিহৃত-নিখিলাশা-সন্ততিঃ কাতরঃ সন্ ।

পশুপপতিকুমারঃ কামমানোদিতস্তুং

নিজজনগণমধ্যে রাধিকারাস্তনোতি ॥ ৯

ইতি শ্রীমদাসগোস্থামি-বিরচিতং

শ্রীরাধিকাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ।

— — —

শ্রীব্রজনবযুবদ্বন্দ্বাষ্টকম্ ।

অদ্বিধ-বিদম্বতাম্পদ-বিমুগ্ধ-বেশ-প্রিয়ো-

রমন্দ-শিথিকঙ্করা-কনক-নিমি-রাসন্তি, যোঃ ।

ক্ষুরং-পুরটকেতকীকুমুম-বিভ্রমাত্র-প্রভা-

নিভাজ-গহসোভজে ব্রজ-নবীন-যুনোযুগম্ ॥ ১

সমৃদ্ধ-বিধু-মাধুরী-বিধুরতা-বিধানোদ্ধূরৈ-

ন বাম্বুরহ-ক্ৰম্যতা-মদ-বিড়ম্বনারস্তিভিঃ ।

বিলিম্পদিব বর্ণকাবলি-সহোদরৈর্দিকৃতটী-

মুখদ্যুতিভরৈর্ভজে ব্রজ-নবীন-যুনোগম্ ॥ ২

বিলাস-কলহোদ্ধতি-স্থলদমন্দ-সিন্দূরভা-

গথর্ব-মদনাকুশ-প্রকর-বিভ্রমৈরকিতম্ ।

মদোদ্ধুরমিবেভয়োমিথুনমূলসদ্বল্লবী-

গৃহোৎসবরতং ভজে ব্রজনবীন-যুনোযুগম্ ॥ ৩

দন-প্রণয়-নিবারণ-প্রসর-লক-পূর্তেশ্বনো-

হৃদস্য পরিবাহিতামল্লসরস্তিরশৈঃ প্লুতম্ ।

স্বরভ্রুরহাকুরৈর্নবকদম্ব-জুস্ত্রিয়ং

ব্রজভ্রুদনিশং ভজে ব্রজ-নবীনযুনোযুগম্ ॥ ৪

অনঙ্গরণবিভ্রমে কিমপি বিভ্রদাচার্যকং

মিথশ্চল-দৃগঞ্চলদ্যুতি-শলাকয়া কীলিতম্ ।

জগত্যতুলধর্মভির্মধুরনর্মভিস্তম্বতো-

মিথো বিজয়তাং ভজে ব্রজ-নবীন-যুনোযুগম্ ॥ ৫

অদৃষ্টচর-চাতুরীচন-চরিত্র-চিত্রায়িতৈঃ

সহপ্রণয়িভির্জনৈর্বিহরমাগয়োঃ কাননে ।

পরম্পর-মনোযুগং অবণ-চাক্ষুণ্য চর্চয়ী-

চয়েন রচয়ন্তুভে ব্রজনবীনযুনোযুগম্ ॥ ৬

মরন্দভরমন্দিরপ্রতিনবারবিন্দাবলী-

সুগন্ধিনি বিহারমোৰ্জকবিহার-বিস্ফুৰ্জিতৈঃ ।

তপে সরসি বসন্তে সলিলবাণবিঘ্নাবিধৌ

বিদগ্ধভুজমোৰ্ত্তজে ব্রজ-নবীন-যুনৌযুগ্ম ॥ ৭

মৃষা বিজয়কাশিভিঃ প্রথিত-চাতুরী-রাশিভিঃ

মহিম্য হরণং হঠাৎ প্রকটয়ন্তিকটৈর্গিরা ।

তদক্ষ-কলি-দক্ষম্নোঃ কলিতপক্ষম্নোঃ সাক্ষিভিঃ

কুলৈঃ স্বস্বহৃদাং ভজে ব্রজ-নবীন-যুনৌযুগ্ম ॥ ৮

ইদং বলিত-ভুটয়ঃ পরিপঠন্তি পঢ়াষ্টকং

দ্বয়োত্তরবিকাশি যে ব্রজ-নবীন-যুনৌর্জনাঃ ।

মুহূৰ্ণবনবোদয়াং প্রণয়মাধুরীমেতয়ো-

ররাপ্য নিবসন্তি তে পদসরোজযুগ্মাস্তিকে ॥ ৯

ইতি শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ-বিরচিতং শ্রীব্রজনব-

যুবদ্বন্দ্বাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ।

শ্রীজগন্নাথাস্টকম্ ।

কদাচিৎ কালিন্দীতটবিপিনসঙ্গীততরলো *

মুদাভীরীনারীবদনকমলাস্বাদমধুপঃ ।

রমাশঙ্কুব্রহ্মামরপতিগণেশার্চিতপদো

জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ১

* সঙ্গীত করবে। ইতি পাঠান্তরম্ ।

ভুজে সৰ্ব্য বেণুঃ শিরসি শিখিপিচ্ছং কটিতটে

দুকূলং নেত্রান্তে সহচরকটাকং বিদধতে ।

সদা শ্রীমদ্বন্দাবনবসতিলীলাপরিচয়ো

• জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ২

মহাশ্যেষ্ঠীধেষ্ঠীরে কনককুচিরে নীলশিখরে

বসন্ প্রাসাদান্তঃ সহজবলভদ্রেণ বলিনা ।

সুভদ্রামধ্যস্থঃ সকল-সুর-সেবাবসরদো

জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৩

রূপাপারাবারঃ সজল-জলদ-শ্রেণিকুচিরো

রমা বাণী বামে ক্ষুরদমলপঙ্কেকহমুখঃ ।

সুরেন্দ্রৈরারাদ্যঃ শ্রুতিগণশিখাগীতচরিতো

• জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৪

রথাকূটো গচ্ছন্ পথি মিলিতভূদেবপটলৈঃ

• স্তুতিপ্রাদুর্ভাবং প্রতিপদমুপাকৰ্ণ্য সদয়ঃ ।

দয়্যাসিকুর্বকুঃ সকলজগতাং সিন্ধুসদয়ো *

জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৫

পবংত্রকাপীড়ঃ কুবলয়দলোৎকুলনয়নে।

নিবাসী নীলার্জ্বে নিহিতচরণোহনন্তশিরসি ।

রমানন্দী রাধাসরসবপূরালিঙ্গনস্থখো

জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৬

ন চ প্রার্থ্যং রাজ্যং ন চ কনকতাং ভোগবিভবং

ন যাচেহং রম্যাং নিখিলজন-কাম্যাং বরবধূম্ ।

সদা কালে কালে প্রমথপতিনা গীতচরিতো ,

জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৭

হর ত্বং সংসারং কৃততরমসারং সুরপতে !

হর ত্বং পাপানাং বিততিমপরাং যাদবপতে ।

অহো দীনেহনাথে নিহিতচরণং নিশ্চিতমিদং

জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৮

জগন্নাথাষ্টকং পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রবতঃ শুচিঃ ।

সৰ্বপাপবিশুদ্ধাত্মা বিষ্ণুনোকং স গচ্ছতি ॥ ৯

ইতি শ্রীগৌরচন্দ্র-মুখপদ্ম-বিনির্গতং

শ্রীজগন্নাথাষ্টকং সমাপ্তম্ ॥

শ্রীমধুরাষ্টকং ।

অধরং মধুরং বদনং মধুরং

নয়নং মধুরং হাসিতং মধুরম্ ।

হৃদয়ং মধুরং গমনং মধুরং

মধুরাধিপতেঃখিলং মধুরম্ ॥

বচনং মধুরং চরিতং মধুরং

বসনমং ধুরং বলিতং মধুরম্ ।

ଚଳିତଃ ମଧୁରଃ ଶ୍ରିୟିତଃ ମଧୁରଃ

ମଧୁରାଧିପତେରଧିଲଃ ମଧୁରମ୍ ॥ ୨

ବେଗୁମଧୁରୋ ରେଗୁମଧୁରଃ

ପାନିମଧୁରଃ ପାନୋ ମଧୁରୋ ।

ନୂତ୍ୟଃ ମଧୁରଃ ସନ୍ଧ୍ୟଃ ମଧୁରଃ

ମଧୁରାଧିପତେରଧିଲଃ ମଧୁରମ୍ ॥ ୩

ଗୀତଃ ମଧୁରଃ ପୀତଃ ମଧୁରଃ

ଭୂକ୍ତଃ ମଧୁରଃ କ୍ଷୁପ୍ତଃ ମଧୁରମ୍ ।

ରୂପଃ ମଧୁରଃ ତିଳକଃ ମଧୁରଃ

ମଧୁରାଧିପତେରଧିଲଃ ମଧୁରମ୍ ॥ ୪

କରଣଃ ମଧୁରଃ ତରଣଃ ମଧୁରଃ

ହରଣଃ ମଧୁରଃ ରମଣଃ ମଧୁରମ୍ ।

ବିସିତଃ ମଧୁରଃ ଅସିତଃ ମଧୁରଃ

ମଧୁରାଧିପତେରଧିଲଃ ମଧୁରମ୍ ॥ ୫

ଶୁଭ୍ରା ମଧୁରା ଯାତ୍ରା ମଧୁରା

ସମୁଦ୍ରା ମଧୁରା ବୀଚା ମଧୁରା

ମଲିନଃ ମଧୁରଃ କମଳଃ ମଧୁରଃ

• ମଧୁରାଧିପତେରଧିଲଃ ମଧୁରମ୍ ॥ ୬

ଗୋପୀ ମଧୁରା ଲୀଳା ମଧୁରା

• ଶୁକ୍ତଃ ମଧୁରଃ କୁକ୍ତଃ ମଧୁରମ୍ ।

কৃষ্ণং মধুরং শিষ্টং মধুরং

মধুরাধিপত্যেরখিলং মধুরম্ ॥ ৭

গোপা মধুরা গাবো মধুরা

ষষ্টিমধুরা স্ফষ্টিমধুরা ।

দলিতং মধুরং ফলিতং মধুরং

মধুরাধিপত্যেরখিলং মধুরম্ ॥ ৮

ইতি শ্রীমদ্বল্লভাচার্য্যাবিরচিতং শ্রীমধুরাষ্টকং

সম্পূর্ণম্ ।

শ্রীকেশবাক্ষকম্ ।

নব-প্রিয়কমঞ্জরী-রচিতকর্ণপুরপ্রিয়ং

বিনিত্রতর-মালতী-কলিত-শেখরেণোজ্জ্বলম্ ।

দরোচ্ছসিত-যুথিকা-গ্রথিত-বক্ত-বৈকঙ্ককং

ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্ ॥ ১

পিশঙ্গি-মণিকস্তনি প্রণতশৃঙ্গি পিঙ্গেক্ষণে !

মৃদঙ্গমুখি ধুমলে শবলি হংসি বংশিশ্রিয়ে !

ইতি স্ব-সুরভীকুলং তরলমাহুয়ন্তং মুদা

ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্ ॥ ২

ঘনপ্রণয়মেতরান্ মধুর নন্দ-গোষ্ঠীকলা-

বিলাসনিলয়ান্ মিলদ্বিবিধবেশবিভোতিনঃ ।

সখীনখিলসারয়া পথিষু হাসয়ন্তঃ গিরা

ব্রজে বিজয়িনঃ ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্ ॥ ৩

অমাসুকণিকাবলী-দর-বিলীড়-গণ্ডাস্তরং

সমুচ্চ-গিরিধাতুভিনিখিত-চাকু-পুত্রাকুরম ।

উদকদলিমগুলী-কচি-বিড়ম্বি-বক্রালকং

ব্রজে বিজয়িনঃ ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্ ॥ ৪

নিবন্ধ নব-তর্পকাবলি-বিলোকনোৎকণ্ঠয়া

নটংখুবপুটাক্ষলৈরঘুভির্ভূবং ভিন্দতীম্ ।

কলেন ধবলাঘটাং লঘু নিবর্তয়ন্তঃ পুরো

ব্রজে বিজয়িনঃ ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্ ॥ ৫

পদাকৃততিভির্ধারাং বিরচয়ন্তমধ্বপ্রিয়ং

চলন্তরল-নৈচিকী-নিচয়-ধূলি-বৃষ-অজম্ ।

মরুল্লহরি চঞ্চলীকৃত দুকুল-চূড়াকলং

ব্রজে বিজয়িনঃ ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্ ॥ ৬

বিলাস-মুরলী-কলধ্বনিভিকল্পসন্ধানসাঃ

কণাদখিল-বল্লবীঃ পুলকয়ন্তমস্তগৃহে ।

মুহুর্বিদধতং হৃদি প্রমুদিতাক গোষ্ঠেশরীং

ব্রজে বিজয়িনঃ ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্ ॥ ৭

উপেত্য পথি হৃদয়ীততিভিরাভিরভ্যর্চিতং

স্মিতাঙ্গুর-করশিতৈর্নটদপাঙ্গভঙ্গীশটৈঃ ।

সুমনসুবক-সকরময়ন-চকরীকাঞ্চলং

ব্রজে বিজয়িনঃ ভজে বিগিনদেশতঃ কেশবম্ ॥ ৮

ইদং নিখিল-বল্লবীকুল-মহোৎসবোন্মাদনং

ক্রমেণ কিল যঃ পুমান্ পঠতি সূষ্ট পঞ্চাষ্টকম্ ।

তমুজ্জলধিরং সদা নিজপদারবিন্দনয়ৈ

রতিং দদদচকলাং সুখয়তাদ্বিশাখাসথঃ ॥ ৯

ইতি শ্রীমদ্রূপগোষ্ঠামি-বিরচিতং

শ্রীকেশবাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ॥

— —

শ্রীগোবিন্দাষ্টকম্ ।

সত্যং জ্ঞানমনস্তং নিত্যমনাকাশং পরমাকাশং

গোষ্ঠপ্রাঙ্গণরিঙ্গণলোলমনারাসং পরনারাসম্ ।

মায়াকলিতনানাকারমনাকারং ভুবনাকারং

স্বামানাত্মনাথং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ১

মৃত্যুশ্রামসীহেতি যশোদাতাড়নশৈশবসঙ্গাসং

ব্যাদিতবক্ত্রালোকিতলোকালোকচতুর্দশলোকানিম্ ।

লোকত্রয়পুরমূলস্তম্ভং লোকালোকমনালোকং

লোকেশং পরমেশং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ২

ত্রৈবিষ্টপ-রিপু-বীরস্বং ক্রিতিভারস্বং ভবরোগস্বং

কৈবল্যং নবনীতাহারমনাহারং ভুবনাহারম্ ।

বৈমল্যক্ষুটচেতোবৃত্তিবিশেষাভাসমনাভাসং

শৈবং কেবলশাস্ত্রং প্রথমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ৩

গোপালম্ভুলীলাবিগ্রহগোপালং কুলগোপালং

গোপীখেলনগোবর্দ্ধনধৃতিলীলালালিতগোপালম্ ।

গোভিনিগদিতগোবিন্দক্ষুটনামানং বহুনামানং

গোধীগোচরদূরং প্রথমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ৪

গোপীমণ্ডলগোষ্ঠীভেদং ভেদাবস্থমভেদাতং

শব্দদেগাখুরনিধৃতোক্ততধূলীধূসরসৌভাগ্যম্ ।

শ্রদ্ধাভক্তিগৃহীতানন্দমচিন্ত্যং চিন্তিতসম্ভাবং

চিন্তামনিমনিমানং প্রথমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ৫

অনুব্যাকুলযোষিদ্ভক্তমুপাদায়াগমুপারুঢ়ং

ব্যাদিংসস্তীরথ দিগ্ভক্তা উপাদাতুমুপকৰ্ষন্তম্ ।

নিধৃতদ্বয়শোকবিগোহং ক্লক্লং বুদ্ধেরস্তম্ভং

সম্ভামাত্রশরীরং প্রথমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ৬

কাস্তং কারণকারণমাদিমনাদিং কালঘনাভাসং

কালিন্দীগতকালীয়শিরসি মুহূর্ত্যাস্তং স্নূত্যাস্তম্ ।

কালং কালকলাতীতং কলিতাশেষং কলিদোষম্

কালত্রয়গতিহেতুং প্রথমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ৭

বৃন্দাবনভূবি বৃন্দারকগণবৃন্দারাদিতবন্দ্যেহং

কুন্দাভামলমন্দম্ভেরসুধানন্দং স্নূদানন্দম্ ।

বন্দ্য্যশেষমহামুনিমানসবন্দ্য্যানন্দপদদ্বন্দ্বং

বন্দ্য্যশেষতুপাকিং প্রথমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ৮৮

গোবিন্দাষ্টকমেতদধীতে গোবিন্দাপিতচেতা যো

গোবিন্দাচুতমাধব বিষ্ণো গোকুলনাথক কৃষ্ণেতি ।

গোবিন্দাংত্রিসরোজধ্যানমুখাজলধৌতসমস্তাঘো

গোবিন্দং পরমানন্দামৃতমস্তঃস্বং স সমভ্যোতি ॥ ৯০

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করার্য্যবিরচিতং শ্রীগোবিন্দাষ্টকং

সমাপ্তম্ ।

শ্রীদামোদরাষ্টকম্ ।

(১)

নমামীশ্বরং সচ্চিদানন্দরূপং

লসৎকুণ্ডলং গোকূলে ভ্রাজমানম্ ।

যশোদাভিযোনুখলাকাবমানং

পরামৃষ্টমত্যন্ততো দ্রুত্যা গোপ্যা ॥

(২)

কদম্বং মুহুর্নেত্রযুগ্মং মৃজম্বং

করাণ্ডোজযুগ্মেন সাতকনেত্রম্ ।

মুহুঃশাসকম্প-জিরেখাককণ্ঠ-

স্থিত-শ্রেণীবদামোদরং ভক্তিবন্ধম্ ॥

(৩)

ইতীদৃক্ স্বলীলাভিরানন্দকুণ্ডে

স্বঘোষং নিমজ্জন্তমাখ্যাপয়ন্তম্ ।

তদীয়েশিতজ্জেষু ভট্টৈর্জিতব্রং

পুনঃ প্রেমতন্তুং শতাবৃত্তি বন্দে ॥

(৪)

বরং দেব ! মোক্ষং ন মোক্ষাবধিং বা

ন চাত্মং বৃণেহহং বরেশাদপীহ ।

ইদন্তে বপুর্নাথ ! গোপালবালং

সদা মে মনস্তাবিরাস্তাং কিমটৌঃ ॥

(৫)

ইদং তে মুখাভোজমব্যক্তনীলৈ-

বৃত্তং কুন্তলৈঃ স্নিগ্ধ-বট্টৈশ্চ গোপা ।

মুহুচ্ছ্রিতং বিশ্ববক্ত্রাধরং মে

মনস্তাবিরাস্তামলং লক্ষ্মণাটৌঃ ॥

(৬)

নমো দেব দামোদরানন্ত বিষ্ণো !

প্রসীদ প্রভো ! হৃৎখজালাকিমধম্ ।

কৃপাদৃষ্টিমুদিতকীর্ণং যতাত্ম-

গৃহাণেশ ! মামিচ্ছমেধ্যমিন্দৃশ্চ ॥

বৈষ্ণবাচার-পদ্ধতিঃ ।

(৭)

কুবেরাঅর্জো বন্ধমূর্ত্যোব যদুবৎ

অয়া মোচিতৌ ভক্তিভার্জৌ কৃতৌ চ ।

তথা প্রেমভক্তিং স্বকাং মে প্রযচ্ছ

ন নোক্ষে গ্রহো মেহস্তি দামোদরেহ ॥

(৮)

নমন্তেহস্ত দাম্মে স্বরূদীপ্তিধাম্মে

ঔদীয়োদরায়াথ বিশ্বস্ত ধাম্মে ।

নমো রাধিকায়ৈ ঔদীয়প্রিয়ায়ৈ

নমোহনন্তলীলায় দেবায় তুভ্যাম্ ॥

ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে কৃষ্ণাঙ্গদ-মোহিনীসংবাদে

শ্রীসত্যব্রতমুনিপ্রোক্তং শ্রীদামোদরাষ্টকং

সম্পূর্ণম্ ।

শ্রীশিক্ষাষ্টকম্ ।

(১)

চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্কোপণং

শ্রেয়ঃকৈরব-চন্দ্রিকা-বিতরণং বিজ্ঞাবধূজীবনম্ ।

আনন্দানুবিবর্জনং প্রতিপদং পূর্ণায়তান্বাদনং

সর্বাণ্য-অপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীৰ্তনম্ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

মানস-দর্পণ যেই করয়ে মার্জন ।

ভব-মহা-দাবানল করে নির্বাপণ ॥

কল্যাণকুমুদে করে জ্যোৎস্না বিতরণ ।

বিষ্ণুরূপা বধুটির যে হয় জীবন ॥

আনন্দ-সমুদ্র যিনি করেন বর্জন ।

যার পদে-পদে পূর্ণ সুধার স্বদন ॥

সকল আত্মায় যিনি করান ন্যপন ।

জয় জয় সেই শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ॥

(২)

নাম্নামকারি বহুতা নিজ-সর্বশক্তি-

স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্বরণে ন কালঃ ।

এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ ! যমাপি

দুর্দ্দেবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

ভিন্নরূচি জীবে দেখি ওহে ভগবন্ :

কত নাম প্রচারিলে—নাহিক গণন ॥

নিজ সর্বশক্তি তাহে করিলে অর্পণ ।

নিয়মও নী রাখিলে করিতে স্বরণ ॥

এত দয়া তব, যম দুর্দ্দেব ঐছন ।

অনুরাগ,না জন্মিল নামেও এমন ॥

(৩)

তৃণাদপি স্তনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা ।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরি ॥

অন্তার্থঃ ।

তৃণের অপেক্ষা নীচ—অতি নীচ হৈয়া
বৃক্ষসম্য সহগুণ আশ্রয় করিয়া ॥
নিজে মান নাহি চাহি, অন্যে দিয়া মান ।
শ্রীহরিকীর্তন সদা কর্তব্য-বিধান ॥

(৪)

ন ধনং ন জনং ন স্তন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ ! কাময়ে ।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাস্তুক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥

অন্তার্থঃ ।

ওহে জগদীশ ! নাহি চাহি ধন-জন ।
স্তন্দরী কবিতা কিংবা না করি কামন ॥
হে ঈশ্বর ! তোমা লাগি যে ভক্তি তোমার ।
সে ভক্তি আমার বেন জন্মে জন্মে হয় ॥

(৫)

অরি নন্দভনুজ ! কিঙ্করং
পতিতং মাং বিষমে ভবানুধৌ

কুপয়া তব পাদপঙ্কজ-

স্থিত-ধূলী-সদৃশং বিচিস্তয় ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

• তোমার কিকর আমি হে নন্দনন্দন !

• বিষম-ভবাক্তি-মাঝে পতিত এখন ॥

কুপা করি তব ঐ কমল-চরণে ।

সংলগ্ন রেণুর মত মোরে কর মনে ॥

(৬)

নয়নং গলদশ্রদ্ধারয়া

বদনং গদগদকৃদ্ধয়া গিরা ।

পুলকৈকনিচিতং বপুঃ কদা

তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

অজস্র অশ্রুর ধার নয়নে গনিবে ।

বদনে গদগদে বাণী নাহি নিঃসরিবে ॥

পুলক-কদম্বে অঙ্গ পুরিয়া যাইবে ।

তব নাম নিতে নাথ ! কবে হেন হবে ॥

• (৭)

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্ ।

শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দবিরহেণ মে ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

গোবিন্দবিরহে মোর একি হৈল দায় ।
একটি নিমেষ যায় কত যুগ প্রায় ॥
নয়নে ঝরিছে বারি বরিষার মত ।
দশদিক্ শূন্যময় হেরি অবিরত ॥

(৮)

আল্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু নাম্
অদর্শনান্মর্ষহতাং করোতু বা ।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥
ইতি শ্রীগৌরান্ধমুখোদগীৰ্ণং শ্রীশিক্ষাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

তাঁর চরণেতে মতি মোর অমুগ্ধণ ।
মোরে আলিঙ্গিয়া হ'য় করুন পেষণ ॥
কিংবা নাহি দেখা দিয়া মর্ষেতে আমার ।
দিউন প্রবল পীড়া—যত ইচ্ছা তাঁর ॥
লম্পট—করুন্নাকো যেমন তেমন ।
মোর প্রাণনাথ কিন্তু সে-ই—অন্ত ন'ন ॥
ইতি শ্রীগৌরান্ধমহাপ্রভুর শ্রীমুখোচ্চারিত শ্রীশিক্ষাষ্টকের
ভাষা সমাপ্ত ।

শ্রীমুকুন্দ-মুক্তাবলী ।

শ্রীব্রজনাগরায় নমঃ ।

নবজ্জলধরবর্ণং চম্পকোদ্ভাসিকর্ণং

বিকসিতনলিনাস্রং বিম্বুরম্মন্দহাস্রম্ ।

কনককুচিকূলং চাকুবর্হাবচূলং

কমপি নিখিলসারং নোমি গোপীকুমারম্ ॥ ১

মুখজিতশরদিন্দুঃ কেলিনাবণ্যসিকুঃ

করবিনিহিতকন্দূর্বলবীপ্রাণবকুঃ ।

বপূরপম্বতরেণুঃ কক্ষনিক্ষিপ্তবেণু-

বচনবশগধেহুঃ পাতু মাং নন্দমুহুঃ ॥ ২

স্বস্তদুষ্টশঙ্খচূড় ! বলবীকুলোপগূঢ় !

ভক্তমানসাবিক্রূঢ় ! নীলকণ্ঠপিচ্ছচূড় ! ।

কণ্ঠলহিমগুণ্ড ! কেলিলকরম্যকুণ্ড !

কর্ণবর্ত্তিফুল্লকুম্ভ ! পাহি দেব ! মাং মুকুন্দ ! ॥ ৩

যজ্ঞভঙ্গকুণ্ডশত্রু-হুম্মধোরমেঘচক্র-

বৃষ্টিপূরথিম্মগোপ-বীক্ষণোপজাতকোপ ! ।

ক্ষিপ্তসব্যহস্তপদ্ম-ধারিতোচ্চশৈলসদৃ-

গুপ্তগোষ্ঠি ! রক্ষ বুক মাং তথাগু পক্কাক্ষ ! ॥ ৪

মুক্তাহারং দধুদুচক্রাকারিং

সারং গোপীমনসি মনোজারোপী ।

কোপী কংসে খলনিকুরছোন্তংসে

বংশে রঙ্গী দিশতু রতিং নঃ শার্ঙ্গী ॥ ৫

লীলোদ্ধামা জলধরমালাশ্রামা

ক্ষামাঃ কামাদভিরচয়ন্তী রামাঃ ।

স। নামব্যাদখিলমুনীনাং স্তব্যা

গব্যাপৃষ্ঠিঃ প্রভুরঘশত্রোমৃষ্টিঃ ॥ ৬

পর্কবর্ত লশর্করীপতিগর্করীতিহরাননং

নন্দনন্দনমিন্দিরাকৃতবন্দনং ধৃতচন্দনম্ ।

সুন্দরীরতিমন্দিরীকৃতকন্দরং ধৃতমন্দরং

কুণ্ডলহ্যতিমণ্ডলাপ্নুতকঙ্করং ভঙ্গ সুন্দরম্ ॥ ৭

গোকুলাঙ্গনমণ্ডনং কৃতপুতনাভবমোচনং

কুন্দসুন্দরদন্তমধুসুন্দবন্দিতলোচনম্ ।

সৌরভাকরফুলপুষ্করবিষ্ফুরংকরপল্লবং

দৈবতং ব্রহ্মচূর্ণভং ভঙ্গ বল্লবীকুলবল্লভম্ ॥ ৮

তুণ্ডকান্তিদণ্ডিতোকুপাণ্ডুরাংশুমণ্ডলং

গণ্ডপালিতাণ্ডবালিশালিরত্নকুণ্ডলম্ ।

ফুলপুণ্ডরীকষণ্ডকপ্তমালামণ্ডনং

চণ্ডবাহুদণ্ডমত্র নৌমি কংসখণ্ডনম্ ॥ ৯

উত্তরঙ্গদঙ্গরাগঙ্গমাতিপিঙ্গল-

স্তম্ভশৃঙ্গশাঙ্গপাণিরঙ্গনালিমঙ্গলঃ ।

দিগ্‌বিলাসিমল্লিহাসিকীর্তিবল্লিপল্লব-

স্ত্রাং স পাতু ফুলচাকুচিল্লিরত বল্লবঃ ॥ ১০

ইন্দ্রনিবারং ব্রজপতিবারং

নিধুঁতবারং হৃতঘনবারম্ ।

রক্ষিতগোত্রং প্রীণিতগোত্রং

দ্বাং ধৃতগোত্রং নৌমি সগোত্রম্ ॥ ১১

কংসমহীপতিহৃদগতশূলং

সন্ততসেবিতযামুনকূলম্ ।

বন্দে সুন্দরচন্দ্রক-চুলং

দ্বামহমখিলচরাচরমূলম্ ॥ ১২

মলয়জকুচিরস্তমুজ্জিতমুদিরঃ

পালিতবিবুধস্তোষিতবম্বুধঃ ।

মামতি রসিকঃ কেলিভিরধিকঃ

শ্মিতসুভগরদঃ কুপয়তু বরদঃ ॥ ১৩

উরসি কলিত-মুররীকৃতভঙ্গং

নবজলধরকিরণোল্লসদঙ্গম্ ।

যুবতিহৃদয়ধৃতমদনতরঙ্গং

প্রণমত যমুনাতটকৃতরঙ্গম্ ॥ ১৪

নবাস্তোদনীলং জগন্তোষিনীলং

মুখাসঙ্গিবংশং শিখণ্ডাবতংসম্ ।

করানন্বিবেত্রং বরাণ্ডোজনেত্রং

দুতক্ষীতগুণং ভজে লক্ষকুঞ্জম্ ॥ ১৫

হুতক্ষৌণিতারং কুতক্লেশহারং

জগদগীতসারং মহারত্নহারম্ ।

মৃদুশ্চামকেশং লসদ্বল্লবেশং

কুপাভিনদেশং ভজে বল্লবেশম্ ॥ ১৬

উল্লসদ্বল্লবীবাসমাং তক্ষর-

স্তেজসা নির্জিত-প্রসূরদ্ভাস্করঃ ।

পীনদোঃসুস্তয়োবল্লসচ্চন্দনঃ

পাতু বঃ সর্বতো দেবকীনন্দনঃ ॥ ১৭

সংস্রতেস্তারকং তং গবাং চারকং

বেগুনা মণ্ডিতং ক্রীড়নে পণ্ডিতম্ ।

ধাতুভির্বেশিণং দানব-দ্বেশিণং

চিন্তয় স্বামিনং লল্লবীকামিনম্ ॥ ১৮

উপাত্তকবলং পরাগশবলং

সদেকশরণং সরোজচরণম্ ।

অরিষ্টদলনং বিকুটললনং

নমামি সমহং সর্দৈব তমহম্ ॥ ১৯

বিহারসদনং মনোজ্বরদনং

প্রণীতমদনং শশাঙ্কবদনম্ ।

স্তব-প্রকরণম্ ।

উরঃস্থকমলং যশোভিরমলং

করাভকমলং ভজস্ব তমলম্ ॥ ২০

দুষ্টধ্বংসঃ কর্ণিকারাবতঃসঃ

• খেলদ্বংশীপঞ্চমধ্বানশংসী ।

গোপীচেতঃকেলিভঙ্গীনিকেতঃ

পাতু শৈবরী হস্ত বঃ কংসটৈবরী ॥ ২১

বৃন্দাটব্যাং কেলিমানন্দনব্যাং

কুর্কান্নারীচিত্রকন্দর্পরী ।

নর্মোদগারী মাং দুকূলাপহারী

নীপারুঢ়ঃ পাতু বহীবচুড়ঃ ॥ ২২

কুচিরনখে রচয় সখে ! বলিতরতিং ভজনততিম্ ।

অমবিরতিঅরিতগতিন তশরণে হরিচরণে ॥ ২৩

কুচিত্রপটঃ পুলিনতটঃ পশুপততিগুণবসতিঃ ।

স মম শুচির্জলদকুচির্মনসি পরিষ্কৃতু হরিঃ ॥ ২৪

কেলিবিহিতযমলাজ্জুনভঞ্জন !

স্বললিতচরিত-নিখিলজনরঞ্জন ! ।

• লোচননর্তন-জিতচলথঞ্জন !

মাং পরিপালয় কালিয়গঞ্জন ! ॥ ২৫

• ভুবনবিস্ময়রমহিমাডিম্বর !

বিরচিতনিখিলথলোৎকরসংবর ! ।

বিতব যশোদাতনয় ! বরং বর-

মভিলষিতং মে ধৃতপীতাম্বর ! ॥ ২৬

চিকুৰকরস্থিতচাকুশিখণ্ডং

ভালবিনির্জিতবরশশিখণ্ডম্ ।

বদকচিনিধুতমুদ্রিতকুন্দং

কুরুত বৃধা ! হৃদি সপদি মুকুন্দম্ ॥ ২৭

যঃ পরিরক্ষিতস্বরভীলক্ষ-

সুতপি চ স্বর-ভী-মদনদক্ষঃ ।

মুরলীবাদনথুরলীশালী

স দিশতু কুশলং তব বনমালী ॥ ২৮

রমিতনিখিলভিঙ্গে বেগুপীতোষ্ঠবিঙ্গে

হতখলনিকুরঙ্গে বল্লবীদন্তচুঙ্গে

ভবতু মহিতনন্দে তত্র বঃ কেলিকন্দে

জগদবিরলতুন্দে ভক্তিরক্ষী মুকুন্দে ॥ ২৯

পশুপয়ুৰতিগোষ্ঠীচুস্থিত-শ্রীমদোষ্ঠী

স্বরতরলিতদৃষ্টির্নিশ্চিতানন্দবৃষ্টিঃ ।

নবজনধরধামা পাতু বঃ কৃষ্ণনামা

ভুবনমধুরবেশা মালিনী মূর্তিরেষা ॥ ৩০

ইতি শ্রীকপগোস্বামিদিরচিতা শ্রীশ্রীমুকুন্দমুক্তাবলী সমাপ্তা

শ্রী শ্রীচাটুপুষ্পাঞ্জলিঃ ।

শ্রীশ্রীরাধিকায়ৈ নমঃ ।

নবগোবিন্দোচনগৌরীং প্রবরেন্দীবরান্দরাম্ ।

মণিস্তবকবিদ্যোতিবেণীব্যালাঙ্গনাকর্ণাম্ ॥ ১

উপমানঘটামান-প্রহারিমুখনণ্ডলাম্ ।

নবেন্দুনিন্দিভালোচ্যং কন্তুরীতিলকশ্রিয়ন্ ॥ ২

লজ্জিতানঙ্গকোদণ্ডাং লোলনীলালকাবলীম্ ।

কঙ্কলোজ্জলতারাজচ্চকোরীচাকুলোচনাম্ ॥ ৩

তিলপুষ্পাভনাসাগ্র-বিরাজদ্বরমৌক্তিকাম্ ।

অবরোদ্ধৃতবন্ধুকাং কুন্দালীবন্ধুরদ্বিজাম্ ॥ ৪

সবদ্রশ্যর্ণরাজীব-কর্ণিকাকৃতকর্ণিকাম্ ।

কন্তুরীবিন্দুচিবুকাং রত্নগৈরবেয়কোজ্জলম্ ॥ ৫

দিব্যাঙ্গদপরিষঙ্গ-লসদ্ভুজমৃণালিকাম্ ।

বলারিরত্নবলয়কলালম্বিকলীবিকাম্ ॥ ৬

রত্নাঙ্গুরীকোম্লাঙ্গি-বরাঙ্গুলিকরাঙ্গুজাম্ ।

মনোহরমহাহার-বিহারিকুচকুটুলাম্ ॥ ৭

রোমালীভুজগীমুর্ধ-রত্নাভতরলাঙ্কিতাম্ ।

বলিত্রয়ীলতাবন্ধ-ক্ষীণভঙ্গুরমধ্যমাম্ ॥ ৮

মণিসারসনাধার-বিন্দুরশ্মোণিরোধসাম্ ।

হেমরত্নামদারুণ-স্তম্ভনোকুয়ুগাকৃতিম্ ॥ ৯

জাম্বুদ্বীপজিতক্ষুণ্ণ-পীতরত্নসমুদগকাম্ ।

শরশ্রীরজনীরাজ্য-মঞ্জীরবিরণংপদাম্ ॥ ১০

রাকেন্দ্রকোটিসৌন্দর্য্য-জৈত্রপাদনখদ্ব্যতিম্ ।

অষ্টাভিঃ সার্বিকৈর্ভাবৈরাকুলীকৃতবিগ্রহাগ্ ॥ ১১

মুকুন্দাঙ্গকুতাপাঙ্গমনঙ্গোন্মিতরঙ্গিতাম্ ।

দ্ব্যমারকপ্রিয়ানন্দাং বন্দে বৃন্দাবনেশ্বরীম্ ॥ ১২

অয়ি প্রোত্নমহাভাব-মাধুরীবিহ্বলান্তরে ! ।

অশেষনাট্যিকাবস্থা-প্রাকট্যা দুতচেষ্টিতে ! ॥ ১৩

সর্বমাধুর্য্যবিজ্ঞানী নির্মুক্তিতপদাম্বুজে ! ।

ইন্দিরামৃগ্যসৌন্দর্য্য-স্ফূরদজিহ্বনথাকলে ! ॥ ১৪

গোকুলেন্দুমুখীবৃন্দ-সীমন্তোত্তংসমঞ্জরি ! ।

ললিতাদিসখীযুথ-জীবাতুম্মিতকোরকে ! ॥ ১৫

চট্টলাপাঙ্গমাধুর্য্য বিন্দুমাণ্ডিতমাধবে ! ॥

তাতপাদযশঃস্তোমঃকৈরবানন্দচন্দ্রিকে ! ॥ ১৬

অপারকরণাপূর-পূরিতান্তর্ম্মনোহুদে ।

প্রসীদাস্মিন্ জনে দেবি ! নিজদাস্তস্পৃহাজুযি ॥ ১৭

কচ্চিৎ অং চাটুপটুনা তেন গোষ্ঠেভ্রমন্তুনা ।

প্রার্থয়ানচলাপাঙ্গ-প্রমাদাদ্ভ্রক্ষ্যসে ময়া ॥ ১৮

দ্বাং সাধু মাধুরীপুষ্পিমাধবেন কলাবিদা ।

প্রসাণ্ডয়ানাং শ্বিদ্যন্তীং বীজয়িস্যাম্যহং কদা ॥ ১৯

কেনিবিব্রংশিনো বক্র-কেশবৃন্দশ্চ সুন্দরি ! ।

সংস্কারায় কদা দেষি ! জনমেতং নিদেক্ষ্যসি ॥ ২০

কদা বিম্বোষ্টি ! তামূলং যয়া তব মুখান্বজে ।

অপ্যমাণং ব্রজাদীশমুহুরাচ্ছিত্য ভোক্ষ্যতে ॥ ২১

ব্রজরাজকুমারবল্লভা,

কুলনীমন্তমণি ! প্রসীদ মে ।

পরিবারগণশ্চ তে যথা,

পদবী মে ন দবীয়সী ভবেৎ ॥ ২২

কক্ৰণাং মুহুরর্থয়ে পরং

তব বৃন্দাবনচক্রবর্তিনি !

অপি কেশিরিপোর্ষয়া ভবেৎ

সচটুপ্রার্থনভাজনং জনঃ ॥ ২৩

ঐমং বৃন্দাবনেশ্বর্যা জনো যঃ পঠতি সুবম্

চাটুপুষ্পাঞ্জলিং নাম স স্মাদস্তাঃ রূপাম্পদম্ ॥ ২৪

ইতি শ্রীমদ্রাগেশ্বামি বিরচিতঃ শ্রীশ্রীচাটুপুষ্পাঞ্জলিঃ সমাপ্তঃ ॥

অস্তার্থঃ ।

নবগৌরোচনাভ্যুতি,

শ্রীঅঙ্গ শোভয়ে অতি,

নীল পটু মাড়ী শোভে তায় ।

ভূজঙ্গিনী জিনি বেণী,

কণি-বিজড়িত মণি,

রত্নগুচ্ছ বিরাজিত তায় ॥ ১

জিনি উপমার গণ, তুলনা নাহিক সন,
শোভে যার ও মূখমণ্ডল ।

চৌরস কপালছান্দ, নিন্দিয়া নবীন চান্দ,
কস্তুরীতিলক ঝলমল ॥ ২

• কন্দর্পকোদণ্ড জিনি ভুরুযুগ-সুদলনি,
অলকা তিলক তছপরি ।

উজ্জল কজ্জল জিনি, নেত্রশোভা চকোরিণী,
কটাক্ষসন্ধান মনোহারি ॥ ৩

নাসা তিলফুল-আভা, গজমুক্তা করে শোভা,
বেসর সহিতে মনোহর ।

জিনিয়া বান্ধুলি ফুল অধরের দুটি কুল,
যার শোভা কাম-অগোচর ॥

কুন্দপুষ্প-সম পাতি, জিনিয়া দন্তের ছাতি,
মুকুতা হইতে স্বেশোভিত ।

• তাথে রক্তরেখাগণ, চিত্র শোভা মনোরম,
যাহে কৃষ্ণ উনমত-চিত ॥ ৪

কর্ণে স্বর্ণটেঁড়ি মাজে, নানা রত্ন তার মাঝে,
অবতংস তাহার উপর ।•

চিবুকে কস্তুরীবিন্দু, মুখপদ্ম জিনি ইন্দু,
যার শোভা কাম-অগোচর ॥ ৫

পদ্মের মৃণাল জিনি, বাহুযুগ সুবলনি,
অঙ্গদ কঙ্কণ শোভে তায় ।

নীলমণিচুড়ি হাথে, নানা রত্ন সাজে তাথে,
কৃষ্ণমন-হংস বন্ধ তায় ॥ ৬

করাধুজে বরাঙ্গুলি, তাহে নানা রত্নাঙ্গুলী,
উলসিত করে যার শোভা ।

মনোহর হার গলে, নানা রত্ন তাহে মিলে,
পয়োধর বেড়ি যার শোভা ॥ ৭

নাভি হৈতে রোমাবলি, উদ্ধে যার শোভে ভালি,
শিরে মণি যেন ভুজঙ্গিনী ।

মধ্যদেশ ক্ষীণ অতি, ত্রিবলিবন্ধন তথি,
ভাঙ্গে পাছে এই ভয় মানি ॥ ৮

বিস্তার নিতম্ব মাঝে, ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা বিরাজে,
মণিতে রচিত মনোহর ।

স্বর্ণকদলিকা জিনি, উরুযুগ-সুবলনি,
যার শোভা কাম-অগোচর ॥ ৯

পীতবর্ণ রত্নবাটা, জিনিয়া জাহুর ছটা,
যেই হরে তার গর্ব মান ।

শরতের পদ জিনি, শ্রীচরণ দুইথানি,
মুপূরের ধনি যার গান ॥ ১০

কোটি পূর্ণিমার চান্দ, জিনিয়া নথের ছান্দ,
ঝলমল কিরণ যাহার ।

সাত্বিকাদি ভাবগণ আকুল তাহার মন,
তাহে হয় বিগ্রহ বাহার ॥ ১১

যাব কটাক্ষ-কামশরে, কৃষ্ণে উন্মাদিত করে,
মদাক্ষির তরঙ্গ বাঢ়ায় ।

হেন রাধা ব্রজেশ্বরী, তারে বন্দে কর যুড়ি,
কৃষ্ণপ্রিয়াগণানন্দ তায় ॥ ১২

মহাভাব-সুমাধুরী, যাহাতে উদ্গমকারী,
বিহ্বল করয়ে অতিশয় ।

অশেষ নায়িকা-গুণ, যাথে হয় প্রকটন,
অপরূপ চরিত্র আশয় ॥ ১৩

সকল মাধুরী যাব পদাসুজে পরচার,
নিছনি লইল সবিশেষে ।

নারায়ণ-প্রিয়তমা, সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য সীমা,
ক্ষুরে যার পদনথ পাশে ॥ ১৪

গোকুল নগরে কত, ইন্দুমুখী শত শত,
সীমন্তমঞ্জরী করি মানে ।

ললিতাদি সখীগণ, সাক্ষাত যার জীবন,
মানে যারে পরাণের প্রাণে ॥ ১৫

চঞ্চল কটাক্ষশরে কৃষ্ণে উন্মাদিত করে,

যাহার মাধুর্য্য এক বিন্দু ।

মাতা পিতা গুরুগণ,

যার যশে পরসন্ন,

কুমুদ সহিতে যৈছে ইন্দু ॥ ১৬

অপার সাগর,

করুণার পূর,

পূরিত অন্তর যার ।

হে দেবি রাধিকে,

এই যে দাসীকে,

করি লেহ আপনার ॥ ১৭

নন্দের নন্দনে,

বিনয় বচনে,

কত না সাধিবে তোরে ।

তুহু সে মানিনী,

প্রিয়বাণী শুনি,

প্রসন্ন হইবি তারে ॥

এসব*তোমার,

প্রেমের পসার,

তাহে নানা উপচার ।

হেন দিন হব,

সে সঙ্গে রহিব,

সে লীলা হেরিব আর ॥ ১৮

মাধবীর ফুলে,

করি পুটাঙ্গলে,

*তোমাতে সাধিব কাণ ।

কাম-কলানিধি,

রসের অবধি,

বিহি কৈল নির্মাণ ॥

তুহ কমলিনী, তাহে স্বেদ জ্বানি,
চামর করিব তেটির ।

হেন কবে আর, হইবে আমার,
এ কৃপা করিবে মোরে ॥ ১৯

নানা-লীলাভরে, রসের আবেশে,
কেশ বেশ হব দূরে ।

কবে হেন হব, সে বেশ করিব,
এ কৃপা করিবে মোরে ॥ ২০

তব মুখান্বজে, তাম্বুল এই যে,
কবে বা যোগাব আমি ।

নন্দসুত তাহা, কাড়িয়া থাইব,
এমন করিবে তুমি ॥ ২১

নন্দের নন্দন, তার প্রিয়জন,
সীমন্তে যে মণি ধরে ।

এমন যে তুমি, কি বলিব আমি,
প্রসন্ন হইবে মোরে ॥

পরিবারগণ, আছে যত জন,
তোমার প্রেমের দাসী ।

তা-সভা মাঝারে, দাসীপদ মোরে,
কবে দিবে ভালবাসি ॥ ২২

•
 বারে বারে বলি, তুয়া পদ ধরি,
 বৃন্দাবন বিহারিনি ! ।

যদি কৃপা কর, এ দাসী উপর,
 রাখ মোর এই বাণী ॥

•
 কেশিরিপূজন, প্রার্থনাভাজন,
 তুয়া প্রেম-পরসাদে ।

যদি কৃপা কর, এ দাসী উপর,
 নিবেদিয়ে দেবি রাধে ! ॥ ২৩

শ্রীমদ্রূপ-ইত, গোস্বামী বিরচিত,
 শ্রীমুখ গলিত ধার ।

রাধাঙ্গবর্ণন, করিল রচন,
 অর্থ করি পরচার ।

•
 চাটু পুষ্পাঞ্জলি, এই স্তবাবলি,
 যে জন করয়ে গান ।

বৃন্দাবনেশ্বরী, - তারে কৃপা করি,
 দাসীপদ দেন দান ॥ ২৪

•
 শ্রীমদ্রূপগোস্বামি-বিরচিত শ্রীশ্রীচাটুপুষ্পাঞ্জলির শ্রীযত্ননন্দন ঠাকুর-
 বিরচিত ভাষা সমাপ্ত ॥

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভোরষ্টকালীয়-লীলা-

স্বরণ-মঙ্গল-স্তোত্রম্ ।

শ্রীগৌরাক্ষ মহাপ্রভোশ্চরণয়ো যাকেশ-শেষাদিভিঃ

সেবাগম্যতয়া স্বভক্তনিহিতা সান্নিধ্যয়া লভ্যতে ।

তাং তন্মানসিকীং স্মৃতিং প্রথয়িতুং ভাব্যা সদা সন্ভমৈ-

নে নৈমি প্রাত্যহিকং তদীয়-চরিতং শ্রীমন্মবদীপজম্ ॥ ১

বাত্র্যন্তে শয়নোখিতঃ সুরসরিং-স্নাতো বভৌ যঃ প্রগে

পূৰ্ব্বাহ্নে স্বগণৈল সত্যপবনে তৈর্ভাতি মধ্যাহ্নকে ।

যঃ পূৰ্ণ্যামপরাহ্নকে নিজগৃহে সায়ং গৃহেহ্থাঙ্গনে

শ্রীনাসন্ত নিশামুখে নিশি বসন্ গৌরঃ স নো রক্ষতু ॥ ২

বাত্র্যন্তে পিককুটাদি-নিদং ক্রদা স্বতল্লোখিতঃ

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়য়া সমং রসকথাং সম্ভাষ্য সন্তোষ্য তাম্ ।

গহানুত্র বরাসনোপরি বসন্ স্বপ্তিঃ স্বধোতাননো

যো মাত্রাদিভিরীক্ষিতোহুতিমুদিতস্তং গৌরমধ্যোম্যহম্ ॥ ৩

প্রাতঃ স্বঃসরিতি স্বশার্শ্বনবৃতঃ স্নাত্বা প্রস্থনাদিভি-

স্তাং সম্পূজ্য গৃহীত-চাকু-বসনঃ অক্চন্দনালঙ্কতঃ ।

কুদা বিষ্ণু-সমর্চনাদি সগণো ভুক্তান্নমাচম্য সদ্

বীটকানুগৃহক্ষণং স্বপিত্তি যন্তং গৌরমধ্যোম্যহম্ ॥ ৪

পূৰ্ব্বাহ্নে শয়নোখিতঃ সুপয়সা প্রক্ষাল্য বক্ত্রান্বজং

ভকৈঃ শ্রীহরিনামকীৰ্ত্তনপরৈঃ সাক্ষং স্বয়ং কীৰ্ত্তয়ন্ ।

ভক্তানাং ভবনেহপি চ স্বভবনে ক্রীড়ন্ নৃণাং বর্জয়-

ত্যানন্দং পূর্ববাসিনাং য উরুধা তং গৌরমধ্যোম্যাহম্ ॥ ৫

মধ্যাহ্নে স্নহ তৈঃ স্বপাৰ্শদগণৈঃ সঙ্কীৰ্ত্তয়ন্তিভূশং

সাঁইতেন্দু গঙ্গাধরঃ কিল সহ শ্রীলাবধুতঃ প্রভুঃ ।

আরামে মৃচ্ছমারুতৈঃ শিশিরিতৈভূঙ্গদ্বিজৈর্জনাদিতে.

স্বং বৃন্দাবিপিনং স্মরন্ ভ্রমতি যন্তং গৌরমধ্যোম্যাহম্ ॥ ৬

যঃ শ্রীমানপরাক্রকে সহগণৈঃ স্তম্ভাদৃগৈঃ প্রেমবাং-

স্তাদৃক্ষু স্বয়মপ্যালং ত্রিজগতাং শর্ম্মাণি বিস্তারয়ন্ ।

আরামান্ততএতি পৌরজনতা চক্ষুশ্চকোরোড়পো

মাত্রা দ্বারি মুদেক্ষিতো নিজগৃহং তং গৌরমধ্যোম্যাহম্ ॥ ৭

যস্ত্রিশ্রোতসি সায়মাপ্তনিবহৈঃ স্নাহা প্রদীপানিভিঃ

পুষ্পাট্যশ্চ সমর্চিতঃ কলিত-সংপট্যম্বরঃ অঙ্করঃ ।

বিক্ষোভ্যন্তঃসমস্মার্কনঞ্চ কৃতবান্ দীপানিভিত্তৈঃ সমং

ভুক্তান্নানি স্রবীটিকাসপি তথা তং গৌরমধ্যোম্যাহম্ ॥ ৮

যঃ শ্রীবাসগৃহে প্রদোষ-সময়ে হৃদৈতচন্দ্রাদিভিঃ

সর্কৈর্ভক্তগণৈঃ সমং হরিকথা-পীযুষমাস্বাদয়ন্ ।

প্রেমানন্দ-সমাকুলশটুলধৌ সংকীৰ্ত্তনে লম্পটঃ

কর্তুং কীর্ত্তনমূর্কমুণ্ডমপরস্তং গৌরমধ্যোম্যাহম্ ॥ ৯

শ্রীবাসাদিভিরাবৃত্তো নিজগৃগৈঃ সার্কং প্রভুভ্যাং নট-

মুর্চৈস্তালমৃদঙ্গবাদনপটৈর্গায়ন্তিরত্যাগসন্ ।

ভ্রাম্যন্ শ্রীলগদাধরেণ সহিতো নক্লং বিভাত্যদ্ভুতম্

স্বাগারে শয়নালয়ে স্থপিতি য স্তং গৌরমধ্যোম্যহম্ ॥ ১০

শ্রীগৌরান্ধবিভোঃ স্বধামনি নবদ্বীপেহষ্টকালোদ্ভবাং

ভাব্যাং ভব্যজনেন গোকুলবিধোলীলাস্মৃতেরাদিতঃ ।

লীলাং ছোতয়দেতদত্র দশকং শ্রীতারিতো যঃ পঠেৎ

তং শ্রীণাতি সদৈব যঃ করুণয়া তং গৌরমধ্যোম্যহম্ ॥ ১১

ইতি শ্রীবিষ্ণুনাথচক্রবর্তি বিরচিতং শ্রীশ্রীমন্নহাপ্রভো-

রষ্টকালীয়-লীলা-স্বরণ-মঙ্গল-স্তোত্রং

সমাপ্তম্ ॥

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণয়োরষ্টকালীয়লীলা-

স্বরণমঙ্গলস্তোত্রম্ ॥

শ্রীরাধাপ্রাণবন্ধোচ্চরণকমলয়োঃ কেশশেষাভুগম্যা

বা সাধ্যা গ্রেমসেবা ব্রজচরিতপরৈর্গাঢ়লোলৈকলভ্যা ।

সা স্তাং প্রাপ্যা যন্মা তাং প্রথনিতুমধুনা মানসীমশ্চ সেবাং

ভাব্যাং রাগাধ্বপাটৈহব্রজমল্লুচরিতং নৈত্যিকং তশ্চ নোমি ॥ ১২

কুঞ্জাদ্ গোষ্ঠং নিশান্তে প্রবিশতি কুরুতে দোহনাম্মাশনাভ্যাং

প্রাতঃ সায়ক লীলাং বিহরতি সখিভিঃ সঙ্গবে চারয়ন্ গাঃ ।

মধ্যাহ্নে চাথ নক্লং বিলসতি বিপিনে রাধয়াস্বাপরাহ্নে

গোষ্ঠং যাতি প্রদোষে রময়তি স্তবদো যঃ স কৃষ্ণোহবতারিঃ ॥ ১৩

ব্রাত্যস্তে অন্তবৃন্দে রিতবহুবিরবৈবোধিতৌ কীর-শারী

পঠে হৃদৈরহৃদৈরপি সুখশয়নাদুখিতৌ তৌ সখীভিঃ ।

দৃষ্টৌ হৃষ্টৌ তদাছোদিতরতিললিতৌ ককথটীগীঃ সশকৌ,

রাধাকৃষ্ণৌ সতৃষ্ণাবপি নিজনিজধামাপ্ততন্মৌ অরামি ॥ ৩

রাধাং স্নাত-বিভূষিতাং ব্রজপয়াহুতাং সখীভি প্রগে

তদগেহে বিহিতান্নপাকরচনাং কৃষ্ণাবশেষাশনাম্ ।

কৃষ্ণং নুন্ধমবাপ্তধেনু-সদনং নিবৃত্ত-গোদোহনং

স্নাতং কৃতভোজনং সহচরৈস্তৃণাথ তাক্ষাশ্রয়ে ॥ ৪

পূৰ্ব্বাহ্নে ধেনুমিত্রৈ বিপিনমনুসৃতং গোষ্ঠলোকানুজাতং

কৃষ্ণং রাধাপ্তিলোলং তদভিস্মতিকৃতে প্রাপ্ততংকুণ্ডতীরম্ ।

রাধাক্ষালোক্য কৃষ্ণং কৃতগৃহগমনামার্যয়ার্কার্চয়্য যৈ

দিষ্টাং কৃষ্ণপ্রবৃত্ত্য প্রহিতনিজসখীবদ্যনেত্রাং অরামি ॥ ৫

মধ্যাহ্নে হস্তোত্তসঙ্গেন্দিতবিবিধবিকারাদি ভূষাপ্রমুঞ্চৌ

বাম্যোংকঠাতিলোলৌ সুরমথ-ললিতাঙ্ঘ্রালি-নন্দাপ্রশাতৌ ।

দুলালারণ্যাসু-বংশীহৃতিরতিমধুপানার্ক-পূজাদিলীলৌ

রাধাকৃষ্ণৌ সতৃষ্ণৌ পরিজনঘটয়া সেব্যমানৌ অরামি ॥ ৬

শ্রীরাধাং প্রাপ্তগেহাং নিজরমণকৃতে কৃপুনানোপহারাং

স্নাতাং রম্যবেশাং প্রিয়মুখকমলালোকপূর্ণপ্রমোদাম্ ।

কৃষ্ণকৈবাপরাহ্নে ব্রজমনুচলিতং ধেনুবৃন্দৈ বদ্যশ্রেণঃ

শ্রীরাধালোকতৃপ্তং পিতৃমুখমিলিতং মাতৃমৃষ্টং অরামি ॥ ৭

সায়ং রাধাং স্বসখ্যা নিজরমণকৃতে প্রোষিতানেকভোজ্যাং

সখ্যানীতেশেষাশনমুদিতহৃদাং তাক্ষ তক্ষ ব্রজেন্দ্রম্ ।

স্নাতং রম্যবেশং গৃহমনুজননীকালিতং প্রাপ্তগোষ্ঠং

নিবৃত্তো হস্তালিদোহং স্বগৃহমনু পুনরুক্তবস্তং অরামি ॥ ৮

রাধাং সানিগণাং তামসিতসিতনিশাযোগ্যবেশাং প্রদোষে
 দৃত্য। বন্দোপদেশাদভিস্মৃতযমুনাভীর-কল্লাগকুঞ্জাম্ ।
 কৃষ্ণং গোপৈঃ সভায়াং বিহিত-গুণিকলালোকনং স্নিগ্ধমাত্রা ।
 যত্নাদানীয় সংশায়িতমথ নিভৃতং প্রাপ্তকুঞ্জং স্বরাগ্নি ॥ ১০ ॥
 তাবুংকৌ লকসকৌ বহুপরিচরণৈর্বন্দয়াধাধ্যমানৌ
 গাঠৈ নর্ষপ্রহেলী-সুলপন-নটনৈ রাসনাশ্রাদিরঙ্গৈঃ ।
 প্রোষ্ঠালীভিলসন্তৌ রতিগতমনসৌ মৃষ্টমাধবীকপানৌ
 ক্রীড়াচার্যৌ নিকুঞ্জে বিবিধরতিরগোদ্ধত্যবিস্তারিতান্তৌ ॥ ১১ ॥
 তাম্বুলৈর্গন্ধমালৈর্যাজনহিমপয়ঃ পাদসম্বাহনাতৈঃ
 প্রেম্বা সংসেব্যমানৌ প্রণয়ি-সহচরী সঞ্চয়েনাপ্রশান্তৌ ।
 বাচা কাষ্টেশ্বরগাভি নিভৃতরতিরঙ্গৈঃ কুঞ্জস্থপালিসঙ্ঘৌ
 রাধাকৃষ্ণৌ নিশায়াং স্কুস্কুমশয়নে প্রাপ্তনিদ্রৌ স্বরাগ্নি ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীগজপগোস্থামি-বিরচিতং শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ ষষ্ঠকালীয়-লীলা-
 স্মরণ-মঙ্গলস্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥
 ইতি ষষ্ঠোল্লাস সমাপ্তঃ ॥

শাকেশ্বরিবেদবান্ধবো রাধাবিনোদ-শর্মণা ।
 গ্রন্থোহয়ং পূর্ণতাং নীতঃ কৃপাং কুরুত বৈষ্ণবাঃ ॥
 যো যোহত্র দৃশ্যতে দোষো দোষাকরশ্চ মে কৃতৌ ।
 তৎসংস্কার শ্রমালশ্চাং নোপেক্ষস্তাং মনীষিণঃ ॥

সম্পূর্ণম্ ।

